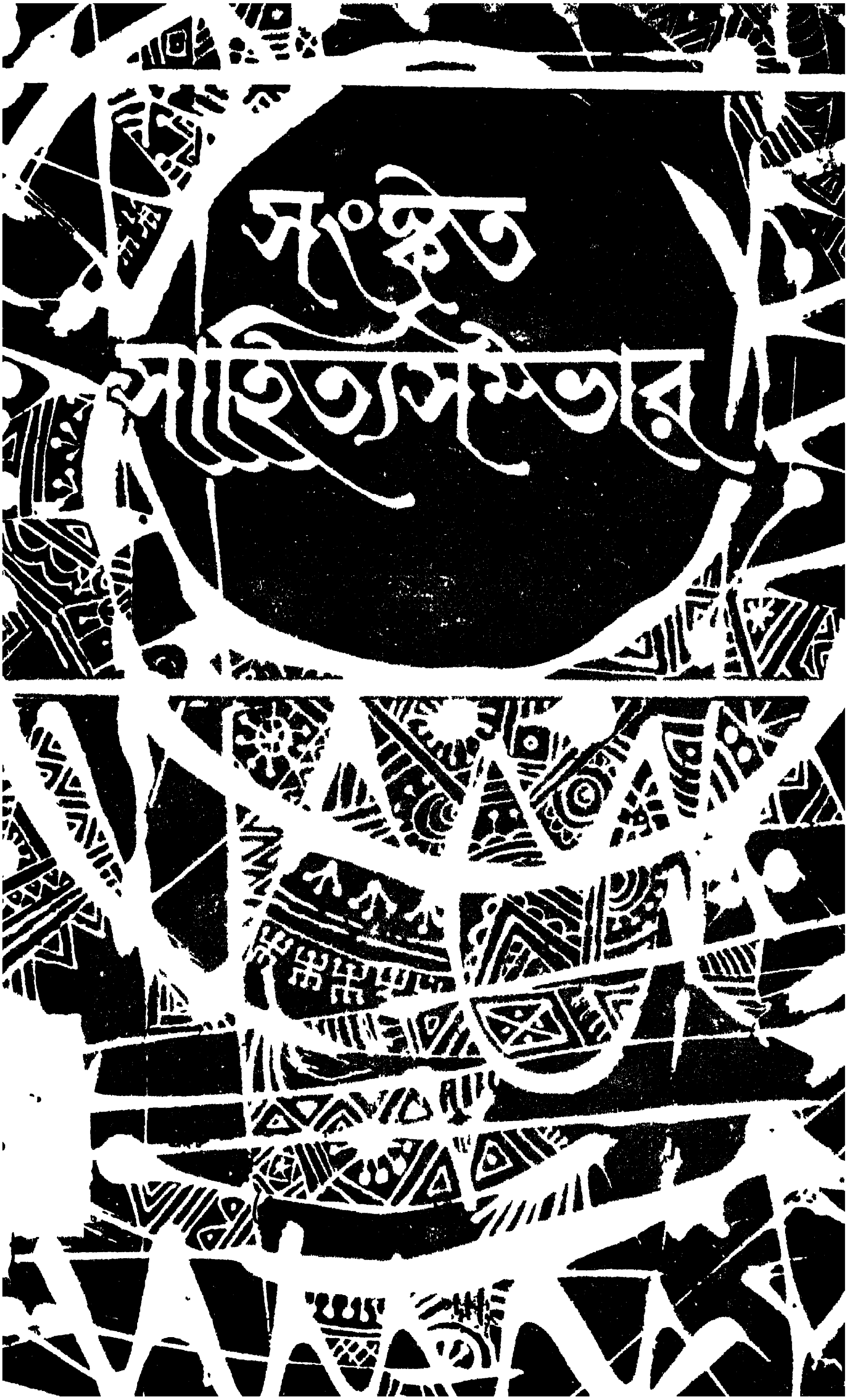

সংস্কৃত
সাহিত্যসম্ভার

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১

[redacted] অশ্বঘোষ ও ভাস

প্রধান উপদেষ্টা

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

[redacted]

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ

ডঃ মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য / ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন
৬ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮শে মার্চ, ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য ঃ ৩৫·০০ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
Vol. I,

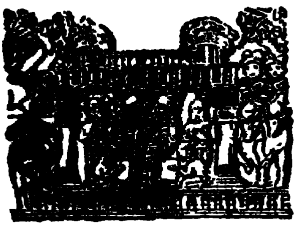
প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। এ কথাও আমার মনে হইয়াছে, সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে হাস্যকর অপচেষ্টা চলিয়াছে, 'নবপত্রে'র সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশনা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ।

যে গভীর আগ্রহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্যের যে সকল কবিকর্ম সুধীজনকর্তৃক অভিনন্দিত অথচ স্থানাভাবে পরিকল্পিত আটটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, সেই সব কাব্য ও নাটক আরও দশটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী



সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথমে দ্বিধা ছিল—একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তার প্রধান কারণ, কেউ কেউ বলেছিলেন এটা দুঃসাহস। যে দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষামহলে উপেক্ষিতা, অতীতের বিলুপ্ত ঐশ্বর্যের স্মৃতিমাত্র নিয়ে জনজীবনে যে-কোনরকমে আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে আবার নবসজ্জায় বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া—সে বই পড়বে কে?

তাই ভয়ে ভয়ে এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু আজ প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সানন্দে ঘোষণা করছি—আমরা আশাতীত সাড়া পেয়েছি। যাঁরা শিক্ষাব্রতী তাঁরা আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, যাঁরা সাহিত্যরসিক তাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন, যাঁরা দেশপ্রেমী তাঁরাও অকৃপণভাবে আমাদের শুভকামনায় অভিষিক্ত করেছেন।

বাধা ছিল, এখনও আছে। 'যেন তেন প্রকারে' কতকগুলো বই গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দেব—এমন প্রবণতা আমাদের ছিল না। এই বিরাট পরিকল্পনা একটি বলিষ্ঠ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—আমরা ঘরে ঘরে সংস্কৃতের সাহিত্য-সম্পদ পৌঁছে দেব এমনভাবে যাতে সংস্কৃত না জেনেও সংস্কৃত সম্পর্কে একটা আগ্রহ জেগে ওঠে, আর যাতে বংশানুক্রমে সেই সম্পদ রক্ষিত হতে পারে। সেই জন্য ভালো কাগজ চাই—কিন্তু কাগজ দুর্লভ। মুদ্রণকার্যের জন্য অবাধিত বিদ্যুৎশক্তি চাই, কিন্তু সেখানেও পদে পদে বিপর্যয়! সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে আজ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের প্রথম খণ্ড গ্রাহকদের হাতে তুলে দিলাম। তাঁরা এ-যাবৎ অসীম ধৈর্য ও সহযোগিতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্থানাভাবে এই আটটি খণ্ডে যেসব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হবে না—অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা সেইগুলি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এই বৃহৎ পরিকল্পনায় উপদেষ্টারূপে আমরা পেয়েছি পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে—এই আশাতীত সৌভাগ্যে আমরা ধন্য। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুবাদ কর্মে, ভূমিকা রচনা ও অন্যান্য রূপপরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের ভাষা-শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রীডার, সংস্কৃত ও বাঙলার অধ্যাপক ডক্টর মুরারিমোহন সেন, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল, এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ডটি প্রকাশনায় আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, শ্রীজগদীশ তর্কতীর্থ, অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ব্রতীশ ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি চাকী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

নবপত্র প্রকাশনের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু নূতন হলেও সমাদরের প্রত্যাশা আমরা রাখি। 'ন নবমিত্যবদ্যম্'—নূতন হলেই নিন্দনীয় হয় না।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

		অনুবাদক
অশ্বঘোষ	বুদ্ধচরিতম্	তারাপদ ভট্টাচার্য
ভাস	স্বপ্নবাসবদত্তম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন
ভাস	প্রতিমানাটকম্	জ্যোতিভূষণ চাকী
ভাস	পঞ্চরাত্রম্	ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বঘোষ



বুদ্ধচরিতম্

ভূমিকা

'হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল'

—রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি প্রাচীন ভারতের প্রায় তাবৎ সাহিত্যরথীদের সম্বন্ধে খাটে। সেই দূর অতীতে ভারতীয় কবি আপন নামকে জাহির করতে চাইতেন কদাচিৎ, ততোধিক অনীহা ছিল আপন স্থান, কাল এবং উৎসকে লোকলোচনে প্রকট করতে। সৃষ্টিটি সার্থক হোক্ এবং নিরবধি কালে বিপুল পৃথিবীর উপরে যুগে যুগে পদচারণরত মানুষ আনন্দে তার সুধা পান করুক—এ-আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে-আনন্দ সৃষ্টির মাধুর্যের উপরে নির্ভর করে, স্রষ্টার পরিচয়ের উপরে নয়। অতএব 'কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ'—তুমি কার, এসেছ কোন্ ঠাঁই হতে, এ-প্রশ্ন বুঝি অবান্তর ছিল ওদের মনে। তাই কালজয়ী কাব্য পাই, তাতে কবির নাম নেই। ভাস আজও গবেষকের কাছে 'প্রবলেম'। নিঃসন্দিগ্ধ ঘোষণা তেমনি অশ্বঘোষের কাল সম্বন্ধেও করা শক্ত। তবু বহুস্থলের বহু বৃত্তান্ত গ্রহণ এবং বর্জন করে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত যে তিনি কণিষ্কের সমকালবর্তী এবং ১০০ খৃষ্টাব্দের প্রান্তরেখার বাইরে তাঁকে বহিষ্কৃত করা চলে না। সিলভ্যাঁ লেভি-র মতে—চীনা কিংবদন্তী তাঁকে কণিষ্কের অধ্যাত্ম উপদেষ্টা করেছে এবং ডক্টর ই. এইচ. জনস্টন-এর অভিমত—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম অর্ধের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রেখে যদি আমরা বলি, কবি ৫০ খৃষ্টপূর্ব অব্দ থেকে ১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবে ঘোরতর ভ্রান্তি ঘটবে না। যে-তিনটি গ্রন্থ তাঁর বলে অবিসংবাদিত, যথা—বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্র-প্রকরণ, তাদের অন্তে স্থিত পরিচয় পত্রে তিনি 'সাকেতক' অর্থাৎ সাকেত বা অযোধ্যার অধিবাসী এবং 'সুবর্ণাক্ষীপুত্র' বলে অভিহিত। বোঝা যায় 'সুবর্ণাক্ষী' তাঁর জননী। সারিপুত্র-প্রকরণে তিনি 'সুবর্ণাক্ষীপুত্র'।

অনুমান করা হয়, অশ্বঘোষ মূলত ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রধান শাখা—হীনযান এবং মহাযান। হীনযান প্রাচীন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে আপন মুক্তির দ্বার অনাবৃত করেন। এখানে ব্যক্তিপূজার প্রশ্ন নেই। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ, যাঁকে নিয়ে 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্য রচনা করেছেন অশ্বঘোষ, একদা তাঁকে প্রণাম করলে অগ্রজ তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। অশ্বঘোষ হীনযান সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যে 'শ্রদ্ধা' সম্পর্কে যে-প্রশংসাবাণী আছে তা মহাযান সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হলো 'গুরু-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ' (বেদান্তসার, ১০)—গুরু এবং বেদান্তবাক্যের প্রতি বিশ্বাস। এই ব্যাখ্যান 'বেদান্ত' শব্দটি সাম্প্রদায়িক। এর স্থলে যাঁর যা শাস্ত্র তার নাম বসিয়ে দিলে শ্রদ্ধার একটি অসাম্প্রদায়িক সংজ্ঞা হয়। ব্যাস বলেছেন, 'সা হি জননী ইব কল্যাণী যোগিনং পাতি' (যোগদর্শনভাষ্য, ১. ২০)—শ্রদ্ধা কল্যাণী জননীর মতো যোগীকে রক্ষা করে। অশ্বঘোষের মতেও শ্রদ্ধার অর্থ শুধু তথাগতের ধর্মের প্রতি অখণ্ড আগ্রহ নয়, স্বয়ং বুদ্ধের চরণে শরণাগতিও এর

তাৎপর্য। হিন্দুধর্মে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' এবং 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' ইত্যাদি উক্তিতে যে গুরুভক্তির আদর্শ দেখা যায়, তারই মতো আত্ম-নিবেদনের ভাব ফুটে উঠেছে বুদ্ধচরিতে। এর দ্বাদশসর্গে গোপরাজকন্যা নন্দবলা সিদ্ধার্থকে যে পায়স দিয়েছিলেন তা ভক্তির বশে। অশ্বঘোষ বলছেন: 'সা শ্রদ্ধাবর্জিত প্রীতিবিকসল্লোচনোৎপলা। শিরসা প্রণিপত্যৈনং গ্রাহয়ামাস পায়সম্ ॥' (১২.১১১)—শ্রদ্ধায় তাঁর প্রীতি বর্ধিত হয়েছিল, পদ্মের মতো বিকশিতলোচন নন্দবলা মস্তক দিয়ে প্রণাম করে এঁকে পায়স গ্রহণ করালেন। এখানে 'শ্রদ্ধা' শব্দটিই অবলম্বিত হয়েছে। তাছাড়া আদি অন্ত এই মহাকাব্যের রেখার তলে-তলে উক্তির একটি সজল লেখা অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। মনে রাখতে হবে এটি জীবনচিত্র। জীবন যদি আকর্ষণ করে তবেই জীবনী রচনা সম্ভব হয়; নইলে মতের বিবৃতিতেই কর্মের সমাপ্তি ঘটে।

বেদ এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পর্কে অশ্বঘোষের অভিজ্ঞতা বুদ্ধচরিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এবং প্রাচীন বহু মুনি-ঋষির কার্যকলাপ তাঁর বহুল পরিমাণে জানা ছিল। তৎকালে প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অরাড়ের মুখে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি বুদ্ধচরিতের দ্বাদশ সর্গে। তিনি পণ্ডিত, অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ ললিতপদবন্ধনে পটু। তিনি সহিষ্ণু, ব্রাহ্মণ হয়ে বৌদ্ধত্ব পরিগ্রহ করে বুদ্ধদেব সম্পর্কে মহাকাব্য রচনায় বৈদিক ধর্ম বা বেদাশ্রয়ী দর্শনকে ক্ষুদ্রতায় পীড়িত করেন নি। ঋষি-চরিত্রের চিত্রণে তাঁর লেখনী কৃষ্ণবর্ণের মসীরেখার অন্তরাল থেকে শ্রদ্ধার বিদ্যুৎ বর্ষণ করেছে এবং যেখানে সিদ্ধার্থ একের-পর-এক সনাতন ধর্মাশ্রয়ী তপস্বীদের সাধনার ধারাকে মৃৎপাত্রের মতো পরিত্যাগ করে চলেছেন সেখানেও অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থকেই অনুসরণ করেছেন। তুচ্ছ বলে পথিপার্শ্বের বলিষ্ঠ সাধকদের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন নি। তিনি কবি অথচ বৈরাগী। রূপ তাঁর অতি পরিচিত, কেননা তীরজাত সিন্ধুবার বৃক্ষে কুসুমে-কুসুমে আবৃত দীর্ঘিকাকে তিনি এমন খুঁটিয়ে দর্শন করেছেন যে অনায়াসে তাঁকে শুভ্রবসনে আবৃত নারীর মতো ভাবতে বাধে নি (৪. ৪৯)। পরমুহূর্তেই রূপের অনিত্যতা তাঁকে বিধুর করেছে। নারী নিছক নারীরূপেই পুরুষকে কি বলবে এবং সেই বলার ক্ষণে দেহের কোন্ অঙ্গ অপর কোন্ অঙ্গের সঙ্গে কি কোণ রচনা করবে এও তাঁর নখদর্পণে, আবার ঐ নারীরই বদন থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে যখন (৫. ৬১) তখন তা-ও রূপ পেয়েছে। বৈরাগী বলে এই দ্বিতীয়টিই তাঁর কাছে সত্য, প্রথমটি মিথ্যা। বুদ্ধের মহাজীবন অঙ্কিত করতে হৃদয়ের যে-ব্যাপ্তির প্রয়োজন তিনি তার অধিকারী। তাঁর শক্তি তাঁকে অন্তহীন যশ দিয়েছে। চীনা কিংবদন্তীতে তিনি 'সন্ত মহাপুরুষ', অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তিনি সাঙ্গীতিক। পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ পাটলীপুত্রে তাঁর অশুভ প্রেতাত্মাকে বিতাড়নের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক কারণে সাঙ্ হয়ত 'ওঝা' বলতে চেয়ে কটাক্ষই করেছেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনার সঙ্গে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই সে তো কবির অতিরিক্ত অধিকার। ই-সিং ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত দর্শন করেন। ডক্টর জনস্টন টাকাকুসুর ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করে ই-সিং-এর মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধচরিত ভারতবর্ষের পাঁচটি বিভাগে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে পঠিত অথবা গীত হয়ে থাকে। অশ্বঘোষ বহু অর্থ এবং বহু ভাব অল্প শব্দের মধ্যে ধারণ করেন।⋯ তাছাড়া

পাঠকের পক্ষে এটি (বুদ্ধচরিত) অধ্যয়ন লাভ করলে হবে, কারণ মহান্ একটি মতবাদ ছোট আকারে এতে নিবন্ধ আছে।

ই-সিং-এর এই উক্তি বুদ্ধচরিতের মূল প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছে। বুদ্ধচরিত কাব্য এবং বুদ্ধের চরিতকে লিপিবন্ধ করতে গিয়ে কবি তাঁর দর্শনের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তা দিগদর্শনমাত্র। ভারতবর্ষেও আমাদের কাছে অশ্বঘোষ মহাকবি বলেই পরিচিত, বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বলে নয়। যাগযজ্ঞ, দুঃখবহন করে তপস্যা এবং অরাড়ের মুখে উপস্থাপিত সাংখ্যমতের প্রত্যাখ্যান থাকলেও, বৌদ্ধধর্মের বিপুল যুক্তি এবং সূক্ষ্ম পরমতখণ্ডন এতে অনুপস্থিত। দ্বাদশ সর্গে অরাড়ের মুখে সাংখ্যদর্শনের বিবরণ দিয়ে অকস্মাৎ তাকে সিদ্ধার্থের দ্বারা অসম্পূর্ণ প্রতিপাদন করা যুক্তিবাদী মনের পূর্ণ অভিব্যক্তির অন্তরায় ঘটিয়েছে, ঈশ্বরকৃষ্ণের বর্তমানে প্রচলিত 'সাংখ্যকারিকা', তার মাঠরবৃত্তি, যুক্তিদীপিকা, গৌড়পাদভাষ্য, তত্ত্বকৌমুদী এবং জয়মঙ্গলা টীকার কথা বাদ দিলাম। সাংখ্যসূত্র এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুরচিত তার ভাষ্যের কথাও সঙ্গত হবে না, কারণ কালের প্রশ্ন আছে। কিন্তু অরাড়ের ব্যাখ্যাত সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে মহাভারতে প্রচারিত সাংখ্যমতের বহু মিল আছে। অরাড় বলছেন—'জায়তে জীর্যতে চৈব বাধ্যতে ম্রিয়তে চ যৎ। তদ্ ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়মব্যক্তং তু বিপর্যয়াৎ ॥' (১২.২২)—যা জন্মায়, জীর্ণ হয়, পীড়া প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় তাকেই 'ব্যক্ত' বলে জানবে। মহাভারতে শুকদেবের জবাবে ব্যাসদেব বলছেন—'প্রোক্তং তদ্ ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যৎ। জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্। বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্'। (১২.২৩৫.৩০-৩১)—যা জন্মায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জীর্ণ হয়, মারা যায়—অর্থাৎ এই চার লক্ষণযুক্ত যা তা-ই ব্যক্ত বলে কথিত। এসব থেকে বিপরীত যা তা অব্যক্ত। বুদ্ধচরিতের অব্যবহিত পরের শ্লোক হলো— অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ। স্থিতোঽস্মিংস্ত্রিতয়ে জন্তুস্তৎ সত্ত্বং নাতিবর্ততে ॥' (১২.২৩)—অজ্ঞান, কর্ম এবং তৃষ্ণাকে সংসারের হেতু বলে জানবে। এই তিনের মধ্যে যে জীব থাকে সে তত্ত্ব অতিক্রম করতে পারে না। মহাভারতে বনগমনে উদ্যত বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্য এবং যোগদর্শনে কুশল শৌনক বলেছেন— এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু। অবিদ্যাকর্মতৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমানোঽথ চক্রবৎ ॥' (৩.২.৭১)—এইভাবে অবিদ্যা, কর্ম এবং তৃষ্ণার বশে চক্রের মতো ভ্রমণ করতে-করতে জীব সংসারে ভিন্ন-ভিন্ন জন্মে পতিত হয়। মহাভারতে পঞ্চশিখ প্রমুখ আচার্যের যে নানা মতবাদে পরিপূর্ণ সাংখ্যদর্শন রয়েছে, তার মূল কথাও মুক্তি। সেই মুক্তিপথের বর্ণনা এক কথায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অসম্পূর্ণ প্রতিভাত হওয়ার মতো নয়। সিদ্ধার্থের মুখে আত্মার অবলুপ্তিকে মুক্তি বলে ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি, মুক্তিতে আত্মার অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিবচন উপস্থিত করেন নি।

একটি বিষয় আলোচনার মতো। বুদ্ধের জীবন নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় এটি শ্রেষ্ঠ রচনা, তবু এই কাব্যের কোন টীকা পাওয়া যায় নি। হিন্দু হয়তো বৌদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করেন না, কিন্তু বিষ্ণুর দশজন অবতারের মধ্যে বুদ্ধ প্রসিদ্ধ নবম অবতার। অন্তত সাধারণভাবে যে কোন পূজার সময় 'মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে তাঁর পূজাও হয় এবং তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে মহামানব বলে গৃহীত। অতি প্রাচীন একটি দশাবতার স্তোত্রে স্তবকর্তা—সাম্রাজ্য সৌম্যকে যিনি তৃণবৎ পরিত্যাগ করে 'নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনংচ'—বেদ এবং পশুবধকে নিন্দা করেছিলেন, দয়াময় সেই

বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর দশাবতার স্তোত্রে—মুণ্ডিতকায় বদ্ধ পদ্মাসন 'কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী'—কলিযুগে যোগিরাজ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে দশাবতার স্তোত্রে 'ধৃতবুদ্ধশরীর' কেশবের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। তবু এই দিব্য জীবন-কাহিনীর অপূর্ব আধার বুদ্ধচরিত এদেশের কলেজ কিংবা টোলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয় না। দক্ষিণ ভারতে ১-৫ সর্গ কিংবা আরও দুটি একটি সর্গ কোন স্থানে পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া যায়। হালে আছে কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যাপীঠে কি এর অথবা সৌন্দরনন্দ কিংবা সারিপুত্ত-প্রকরণের পঠন-পাঠন হয়? ই-সিং লোকমধ্যে এর বহুমানের কথা বলেছেন, কিন্তু যতদূর জানা যায়, চীনা বা তিব্বতী ভাষায় একমাত্র বুদ্ধচরিতই অনূদিত হয়েছে, সৌন্দরনন্দ বা সারিপুত্র-প্রকরণ নয়। এর হেতু কি? অশ্বঘোষের জনপ্রিয়তা কি তবে প্রাকৃতমনের মধ্যে মাত্র সীমিত ছিল? তিনি জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণ হয়ে, সনাতন ধর্মের অজস্র গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেছেন এমনভাবে যে অনায়াসে এঁদের মধ্যবর্তী মুনি-ঋষিদের বৃত্তান্ত এবং কর্মকলাপ গ্রন্থে যত্রতত্র আমন্ত্রণ করা তাঁর গুরুভার বলে মনে হয় নি এবং বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের প্রতি স্থির শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঋষি-মুনি বা সনাতন ধর্মের আচার নিয়মের সম্বন্ধে তাঁর লেখনী শ্রদ্ধাভরে বিচরণ করেছে। সিদ্ধার্থের জন্মক্ষণে এবং তারপরেও বিভিন্ন বৈদিক অনুষ্ঠান তিনি যেন প্রসন্ন অনুমোদনে বিবৃত করেছেন। যেখানে সিদ্ধার্থ শ্রেণ্যের (বিম্বিসারের) কথার জবাব দিচ্ছেন সেখানে (একাদশ সর্গে) ভোগে অতৃপ্ত প্রসিদ্ধ পুরাণ-পুরুষদের উল্লেখে তাঁর লেখনী আপন বক্তব্য সমর্থনে উপকরণ সংগ্রহের জন্যই কিছু-কিছু স্খলনের চিত্র অনাবৃত করেছে, কিন্তু সেই ছবি কোথায়ও তুঙ্গস্থিত মহিমাকে ধূলোয় লুণ্ঠিত করে নি। হয়তো এটি মনস্বিতার লক্ষণ, হয়ত বা জন্মগত সংস্কার, কিন্তু যা-ই হোক্, মনে হয় বিহারাধিবাসী নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ একে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। এদিকে 'আপস্তু নিঃসংশয়মাপ এব' (৭.৩১)—জল জলই, তাতে তীর্থের মাহাত্ম্য অনুপস্থিত, সিদ্ধার্থের মুখে প্রযুক্ত এই জাতীয় উক্তি এবং মুনি-ঋষিদের ভোগ বা কামস্পৃহার কাহিনীর উদ্‌ঘাটন, সাংখ্য দর্শনের প্রত্যাখ্যান এবং সর্বোপরি এটি বুদ্ধের জীবনী, যিনি সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করে নূতন এক বেদ-পুরাণ—স্মৃতিবিরোধী ধর্মের পতাকা উড্ডীন করলেন—হয়তো এই জাতীয় চিন্তার প্রভাবে বহুপঠিত বহু কবির কল্পনার উৎসরূপে স্বীকৃত হয়েও অশ্বঘোষ এদেশে তাদৃশ গৃহীত নন। দার্শনিক মত নিয়ে কৃষ্ণ মিশ্র (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক লিখেছিলেন। তাঁর রচনারীতি বানিয়ানের 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস'-এর মতো, অর্থাৎ তত্ত্বই প্রতিপাদ্য এবং তা-ও প্রতিপাদিত হয়েছে কতকগুলি চরিত্রের দ্বারা যারা গুণ বা দোষের মূর্ত প্রতীক মাত্র! হতাশা, অজ্ঞতা, ঈর্ষা, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি নামধারী পাত্র-পাত্রীরা দুষ্যন্ত, শকুন্তলা বা শকারের মতো পঞ্চভূতে গড়া নয় এবং প্রত্যেকেই এক-একটি প্রবৃত্তির প্রতীক বলে বিমিশ্র মানবসত্তার অধিকারীও নয়। তবু প্রবোধচন্দ্রোদয় যেভাবে গৃহীত, বুদ্ধচরিত সেভাবে গৃহীত হয় নি, যদিও এখানে তত্ত্বপ্রতিপাদনরত চরিত্রটি একজন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁর প্রতিপক্ষও পিতা, মাতা, জননী, জায়া, মন্ত্রী, পুরোহিত, বন্ধু ইত্যাদি। একটি হৃদয়ে দুটি আসন কি তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রতিকূল আচরণ করছে?

কিন্তু 'গুণী গুণং বেত্তি'—গুণী গুণ বোঝেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধচরিত পড়ে জনসাধারণের মধ্যে তার বহুল পঠন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধচরিতের যে বঙ্গানুবাদ করেন তার নিবেদনে লিখেছেন: 'আমার পিতৃদেবের আদেশে ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাংলা ভাষায় তর্জমা করিতে প্রবৃত্ত হই।...এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি প্রচুর আনন্দ পান।'

অশ্বঘোষের রচনা

বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় একাধিক কাব্য রচিত হয়েছে। যেমন, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, বোধিচর্যাবতার, শ্রদ্ধাস্তোত্র, লোকেশ্বরশতক ইত্যাদি। এদের মধ্যে বুদ্ধচরিত শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত।

বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ—এই তিনটি গ্রন্থ অবিসংবাদিতভাবে অশ্বঘোষ-রচিত। যেগুলি নিয়ে সংশয় আছে তা হলো—গণ্ডীস্তোত্রগাথা, বজ্রসূচী এবং সূত্রালঙ্কার।

'বুদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের প্রথম সৃষ্টি। 'সৌন্দরনন্দ' অশ্বঘোষের দ্বিতীয় কীর্তি। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ। সৌন্দর্যের জন্য তাঁকে 'সুন্দর' বলা হতো—বুদ্ধদেবের প্রভাবে তিনি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর এই ধর্মান্তর গ্রহণ এবং বুদ্ধের জীবন এবং বাণী-ই এই মহাকাব্যের ভিত্তি। এটি আঠারটি সর্গে সংস্কৃতভাষায় রচিত। এর সব কটি সর্গই অটুট আছে।

কপিলবস্তু নগরীর প্রতিষ্ঠা দিয়ে কবি আরম্ভ করেছেন তাঁর মহাকাব্য। রাজা শুদ্ধোদনের দুই পুত্র—সর্বার্থসিদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ এবং নন্দ। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হলেন। এদিকে পরম রূপসী 'সুন্দরী'র সঙ্গে নন্দের বিবাহ হলো। বুদ্ধদেব সুযোগমতো অনিচ্ছুক নন্দকে ভিক্ষুর ধর্মে দীক্ষিত করলেন। ধর্মান্তরিত স্বামীর জন্য সুন্দরীর শোক নিবিড় হলো। নন্দও সন্ন্যাস থেকে গৃহে ফিরে জায়ার কণ্ঠলগ্ন হওয়ার পক্ষে ভূরি-ভূরি প্রাচীন নজির উদ্ধৃত করলেন। তাঁকে বোঝান হলে—রমণীর রূপ অসার এবং অহংকার অন্ধকারের অনুচর কিন্তু বৃথা সব। বুদ্ধ তখন তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন এবং যাবার পথে হিমালয় শিখরে একচক্ষু এক বনমানুষ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—'সুন্দরী কি এর চেয়ে সুন্দরী?' নন্দ বললেন—'হ্যাঁ', কিন্তু স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের দেখে তাঁর প্রত্যয় হলো সুন্দরী বনমানুষের যতখানি ঊর্ধ্বে, অপ্সরারা সুন্দরীর চেয়ে ততখানিই তুঙ্গে। তখন তিনি বিবাহ করতে চাইলেন এক অপ্সরাকে, কিন্তু তাঁকে বলা হলো পুণ্য করলে স্বর্গবাস মঞ্জুর হয় এবং তখনই সেখানে বিবাহ হতে পারে। মর্তে এসে স্বর্গ জয়ের আয়োজন করলেন সুন্দর কিন্তু আনন্দ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে পুণ্যবল ক্ষীণ হলে পুনরায় ভূতলে আগমন অনিবার্য। নন্দ স্বর্গসুখের বাসনা বিসর্জন দিয়ে বুদ্ধের স্মরণ নিলেন এবং কালক্রমে নিজেই শুধু মহান হলেন না, পরকে মুক্ত করবার মহাব্রতে বিলিয়ে দিলেন আপনাকে।

অশ্বঘোষের তৃতীয় কীর্তি নয় অঙ্কের একটি নাটক, 'শারিপুত্র-প্রকরণ'। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে এটির 'প্রকরণ'। শারিপুত্র তাঁর বন্ধু বিদূষকের কাছে অভিপ্রায়

প্রকাশ করলেন যে তিনি বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হবেন। বিদূষক বললেন, ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণের দীক্ষা সঙ্গত নয়। শারিপুত্র বললেন—নীচ ব্যক্তির কাছ থেকেও প্রাণদায়ক ঔষধ গ্রহণ করা যায়। তিনি মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হলেন। বুদ্ধ আশীর্বাদে তাঁদের ধন্য করলেন।

'বুদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ রচনা, বুদ্ধদেবের মহাজীবন এর বিষয়বস্তু। এটি পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক বলে গৃহীত হয় নি। অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল 'সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট' পর্যায়ের ৪৯ সংখ্যক খণ্ডে বুদ্ধচরিতের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন: 'It is an early Sanskrit poem, written in India on the legendary history of Buddha'—এটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য। বুদ্ধ-জীবনের পৌরাণিক ইতিহাসকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষে লিখিত।

চীনা পরিব্রাজক ই-সিং (Yi-tsing) খ্রীষ্টীয় ৬৭১ অব্দ থেকে ৬৯৫ অব্দ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল 'বুদ্ধচরিত' আঠাশটি সর্গে রচিত। চীনা এবং তিব্বতী অনুবাদেও ঐ সংখ্যাই পাওয়া যায়। চীনাভাষায় অনুবাদ করেন ধর্মরক্ষ, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। কাওয়েল-এর মতে তিব্বতী অনুবাদটি মূলের বেশি কাছাকাছি এবং এর ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে আমরা বহুক্ষেত্রে মূলের শব্দগুলি বেছে নিতে পারি, কারণ কিছু সংস্কৃত শব্দ একই অর্থে তিব্বতী ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এতে বুদ্ধের জন্ম থেকে শুরু করে প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন এবং অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময় এবং ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধচরিত বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে সতেরটি সর্গ রয়েছে। এর তেরটি অশ্বঘোষের মূল রচনা এবং চতুর্দশ সর্গের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত তাঁরই সৃষ্টি কিন্তু অতঃপর সতের সর্গ অবধি যা আছে তা অমৃতানন্দ রচিত। অমৃতানন্দ নেপালী সংস্কৃতজ্ঞ। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সংযোজনের অন্তে প্রকাশ করেছেন: 'লুপ্ত অংশের জন্য সর্বত্র সন্ধান করেছি কিন্তু পাই নি। তখন আমি, অমৃতানন্দ,—চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ—এই চারটি সর্গ রচনা করলাম।' এটি কাওয়েল-এর উদ্ধৃতি। তাঁর অভিমত হলো—অমৃতানন্দ রচিত চতুর্দশ সর্গের গোড়ার অংশটুকুর সঙ্গে চীনা এবং তিব্বতী অনুবাদের অংশত মিল আছে। হয়তো অমৃতানন্দ এই অংশের মূল রচনার কোন সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু অতঃপর তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন, পূর্বোক্ত দুটি অনুবাদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ই. এইচ্. জনস্টনের সম্পাদনায় মূল 'বুদ্ধচরিত' প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রকাশনে সেটিই আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের ১—৭ সংখ্যক শ্লোক এবং ২৫—৩৯ সংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায় না। ২৪ সংখ্যক শ্লোকের শেষ পাঁচটি অক্ষর এবং ৪০ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম তিনটি চরণও লুপ্ত। মূল হারিয়ে গেলেও তিব্বতী ভাষায় তার অনুবাদ রয়েছে। ডক্টর জনস্টন এই তিব্বতী অনুবাদ এবং চীনাভাষায় তার সরল বিবৃতি থেকে তাঁর বুদ্ধচরিতের ইংরেজি অনুবাদে মূলের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করেছেন। বারাণসীর চৌখাম্বা বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত বুদ্ধচরিতের একটি সংস্করণে রামচন্দ্রদাস শাস্ত্রী শূন্যস্থানে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক নিবেশিত করেছেন।

এই শ্লোকগুলি তিব্বতী অনুবাদকে আশ্রয় করে রচিত মনে হওয়ায় এদেরই মূলের শূন্য স্থলে তুলে দেওয়া হলো।

চতুর্দশ সর্গের ৩১ সংখ্যক শ্লোকের পর থেকে মূল অপ্রাপ্ত এ-কথা বলা হয়েছে। ঐ অধ্যায়টির বক্তব্য সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। অকস্মাৎ শ্লোকের 'বিরহ' ঘটায় এটি প্রতিপালিত হতে পারে নি। তাতে আকাঙ্ক্ষা পীড়িত হয় এই ভেবে অতঃপর তিব্বতী অনুবাদ থেকে সারমাত্র সংকলন করে অনুবাদের অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়েছে।

বুদ্ধচরিত ঃ কাহিনী

বুদ্ধচরিতের প্রতি সর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরকম ঃ

প্রথম সর্গ ঃ ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান শুদ্ধোদন কপিলবস্তুর রাজা। তাঁর মহিষী মায়া দেবী। তাঁর গর্ভে লুম্বিনী নামক বনে সিদ্ধার্থের জন্ম হলো। অনেক অলৌকিক লক্ষণ প্রকাশ পেল তখন। ব্রাহ্মণেরা সেই 'নিমিত্ত'গুলি বিচার করে রাজা শুদ্ধোদনকে বললেন—কালে এই পুত্র মহাজ্ঞানী ঋষি হবেন কিংবা অতুল ঐশ্বর্য লাভ করবেন। রাজার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। ব্রাহ্মণেরা সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। অতঃপর মহর্ষি অসিতের আগমন। অসিত তপোবনে জেনেছিলেন—জগতে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়েছেন। অসিত প্রস্থান করলে নানা মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করলেন নরপতি। এবং বহু দান করলেন ব্রাহ্মণদের। তারপর বন থেকে রাজধানী কপিলবস্তুতে প্রবেশ করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ঃ পুত্রজন্মের পর থেকে রাজা প্রতিদিন ধনে-জনে সমৃদ্ধ হতে লাগলেন। তাঁর শত্রুরা মিত্র হলো। বর্ষণ হলো কিন্তু বজ্রপাত হলো না! বিনা শ্রমে শস্য ফলল। অদাতা, অব্রতী, মিথ্যাবাদী রইল না। শুদ্ধোদনের সর্ববিষয়ে সিদ্ধি ঘটল বলে পুত্রের নাম রাখলেন 'সর্বার্থসিদ্ধ'। মায়া দেবী পুত্রের দেবর্ষির মতো প্রভাব দেখে আনন্দ সংবরণ করতে অক্ষম হয়ে স্বর্গে গমন করলেন। মাতৃষ্বসা গৌতমী নিলেন শিশুর ভার। শিশু বাড়তে লাগলেন। শিশু হলেও ধৈর্য এবং বুদ্ধিতে যেন প্রবীণ। কালে উপনয়নাদি সংস্কার হলো. অল্প দিনেই বহুবর্ষলভ্য বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। অতঃপর যশোধরার সঙ্গে বিবাহ হলো। প্রীত হলেন সিদ্ধার্থ। প্রতিকূল কিছু না দেখেন এই ভেবে পিতার আদেশে প্রাসাদের ঊর্ধ্বে তাঁর বাস নির্দিষ্ট হলো। সিদ্ধার্থের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল, নামকরণ করা হলো রাহুল'।

তৃতীয় সর্গ ঃ একদা রাজপুত্র সংগীতের মধ্যে বনস্থলীর প্রশংসা শুনলেন। দেখবার বাসনা জাগল অবরুদ্ধ কুমারের মনে। শুদ্ধোদন অনুমতি দিলেন এবং পাছে পুত্রের মনে বৈরাগ্যের আবির্ভাব ঘটে এই ভেবে অঙ্গহীন, বৃদ্ধ, রোগী এবং দরিদ্রদের রাজপথ থেকে অপসারিত করালেন। সুশোভিত হলো গমনপথ। সিদ্ধার্থ বাইরে এলেন। কিন্তু শুদ্ধাধিবাস দেবতারা এক জরাগ্রস্ত মানুষ সৃষ্টি করে পাঠালেন। বিস্মিত সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করলেন—'এ কে?' উত্তরে সারথির মুখে শুনলেন—'এ-ব্যক্তি জরাগ্রস্ত, বয়স হলে জরা সবারই হবে।' ভীত সিদ্ধার্থ বললেন—'প্রাসাদে চল!' সেখানেও সুখ নেই। শুদ্ধোদন আবার তাঁকে বনে পাঠালেন প্রসন্নতার জন্য। এবার পথে পড়ল মুমূর্ষু রোগী। সিদ্ধার্থ জানলেন রোগ এবং রোগী। ফেরাতে বললেন

রথ। বিমনা পুত্রকে প্রফুল্ল করতে মহারাজ পুনশ্চ বাইরে যাবার আদেশ দিলেন। কুমার এবার দেখলেন শবযাত্রা। সারথির কাছে শুনলেন মৃত্যু সর্বগ্রাসী। সারথিকে বললেন—'তবে রথ ঘুরিয়ে নাও। মৃত্যু থাকতে আনন্দের সময় কই? সারথি কিন্তু রাজাজ্ঞায় তাঁকে পদ্মষণ্ড বনে নিয়ে গেলেন। বহু সুন্দরীর মধ্যে সেখানে সিদ্ধার্থ ব্রতভংগভীরু নবীন ব্রহ্মচারীর মতো প্রবেশ করলেন।

চতুর্থ সর্গ ঃ নারীরা ঘিরে ধরল সিদ্ধার্থকে কিন্তু রাজপুত্রের গাম্ভীর্যে রুদ্ধ হলো ললিতলোভন লীলা। তখন পুরোহিতের পুত্র উদায়ী উদ্দীপ্ত করে তাদের বললেন—'এ-নববধূর ভাব তোমাদের সাজে না। এমনভাবে চল যাতে রাজবংশের এই প্রদীপের আসক্তি স্তিমিত না হয়।' লজ্জা দূরে গেল, নারীরা আচ্ছন্ন করল রাজপুত্রকে ছলায়-কলায়। বৈরাগ্যস্নাত সিদ্ধার্থ তখন চিন্তা করছেন—'মরণ নিশ্চিত।' উদায়ী বহু যুক্তি দিয়ে কামের সেবায় প্ররোচিত করলেন বন্ধুকে। সিদ্ধার্থ অটল। নারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

পঞ্চম সর্গ ঃ অশান্ত সিদ্ধার্থ শান্তির আগ্রহে রাজ-অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিপুত্রদের সংগে বহির্গমন করলেন। কর্ষিত এক শ্যামল মৃত্তিকার বুকে মৃত কীট-পতংগ দেখে করুণায় আপ্লুত হয়ে মাটিতে বসে জগতের উৎপত্তি এবং বিনাশের কথা ভাবতে লাগলেন। সহসা তিনি ধ্যানে মগ্ন হলেন। তখন অন্যের অদৃশ্য এক পুরুষ দাঁড়ালেন তাঁর সম্মুখে। কুমার তাঁর কাছে গৃহত্যাগের ইঙ্গিত পেলেন। প্রাসাদে ফিরে পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন কিন্তু পেলেন না। অন্তঃপুরে এলেন। নারীরা ঘিরে ধরল কিন্তু দৈববশে ঘুমিয়ে পড়ল তারা। সুপ্তিতে বিকৃত হলো তাদের অঙ্গভঙ্গী। সিদ্ধার্থের বিতৃষ্ণা আরও বাড়ল। গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। দৈবশাসনে গৃহদ্বার উন্মোচিত হলো। কুমার অশ্বানুচর ছন্দককে জাগিয়ে অশ্ব 'কন্থক'কে আনতে বললেন। তাতে আরোহণ করে সিদ্ধার্থ যাত্রা করলেন। সংগে চললেন ছন্দক। পূর্বদিকে যখন সূর্যের আভা ফুটেছে তখন তিনি বহু যোজন পথ অতিক্রম করেছেন।

ষষ্ঠ সর্গ ঃ সিদ্ধার্থ ভার্গব মুনির আশ্রমে এসে ছন্দক এবং কন্থককে বিদায় দিলেন মধুর ভাষণে। ছন্দক তাঁকে ফিরতে অনুরোধ করলেন। সিদ্ধার্থ নিবৃত্ত করলেন তাঁকে। আপন তরবারি শূন্যে নিক্ষেপ করলেন। দেবতারা তা গ্রহণ করলেন। ব্যাধের ছদ্মবেশে আগত এক দেবতার কাছ থেকে তাঁর পরিচিত কাষায় গ্রহণ করলেন আপন বহুমূল্য বেশের বিনিময়ে। তারপর তিনি তপোবনে প্রবেশ করলেন। ছন্দক কন্থককে নিয়ে ফিরে চললেন কপিলবস্তু অভিমুখে।

সপ্তম সর্গ ঃ সিদ্ধার্থের প্রবেশে তপোবন উৎফুল্ল হলো। বহু তপস্বীর নানা তপস্যা দেখে কুমার প্রশ্ন করে জানলেন—স্বর্গই এই তপস্যার লক্ষ্য এবং দুঃখ সহনই ধর্মের মূল। সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর অভিলাষ পুনর্জন্ম নিরোধ। পথ ভিন্ন, এক ভস্মশায়ী দীর্ঘদেহ ব্রাহ্মণ তাঁকে বিন্ধ্যকোষ্ঠে অরাড় মুনির কাছে যেতে বললেন। ঋষিদের অভিবাদন করে সিদ্ধার্থ সেই পথে অগ্রসর হলেন।

অষ্টম সর্গ ঃ ছন্দক কন্থককে নিয়ে নগরে ফিরলেন। সর্বত্র শোকের ছায়া। প্রজারা দুঃখে অভিভূত। যশোধরা শোকে আত্মবিস্মৃত, তাঁর কণ্ঠে অভিযোগের বাণী। ছন্দক বললেন—'অলৌকিক তাঁর গমন, আমরা অসহায় ছিলাম।' গৌতমীর

শোক অবাধ হলো। যশোধরা পুনঃ মূর্ছিত হলেন। সদ্য জপ এবং মঙ্গলকর্ম সমাপ্ত করে শুদ্ধোদন পূজাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে করুণ বিলাপে আত্মহারা হলেন। মন্ত্রী এবং পুরোহিত তাঁকে প্রবোধ দিলেন, ঋষি অসিতের বাক্য স্মরণ করলেন। স্থির হলো যুক্তি দিয়ে সিদ্ধার্থকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে। মন্ত্রী এবং বৃদ্ধ পুরোহিত সেই ভার নিয়ে যাত্রা করলেন ভার্গবের আশ্রমে।

নবম সর্গ ঃ ভার্গব মন্ত্রী এবং পুরোহিতকে বললেন—কুমার অরাড় মুনির আশ্রমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। দুজনে সেই পথে এগিয়ে সিদ্ধার্থকে দেখলেন বৃক্ষমূলে। পুরোহিত পরম শ্রদ্ধা এবং স্নেহে তাঁর এবং মহারাজের বক্তব্য নিবেদন করলেন গৃহে ফেরার অনুকূলে, কুমার খণ্ডন করলেন তা। অগ্নিময় গৃহ থেকে নির্গত হয়ে কে তাতে পুনঃপ্রবেশ করবে? কুমারের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন মন্ত্রী। কুমার বললেন—'বরং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব তবু গৃহে ফিরব না।' নির্মমভাবে ত্যাগ করলেন সে স্থান। মন্ত্রী এবং পুরোহিত নগরে ফিরলেন।

দশম সর্গ ঃ সিদ্ধার্থ রাজগৃহে এলেন। দীপ্ত পুরুষের সংবাদ রটল দিকে দিকে। নৃপতি শ্রেণ্য (বিম্বিসার) পাণ্ডব পর্বতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বন্ধুভাবে রাজ্যের অর্ধেক তাঁকে দিতে চাইলেন। বহু যুক্তি দিলেন অকাল-সন্ন্যাসের বিপক্ষে।

একাদশ সর্গ ঃ নানা দৃষ্টান্ত তুলে সিদ্ধার্থ দেখালেন—বিষয়ভোগের দ্বারা ভোগবাসনার তৃপ্তি হয় না। তিনি সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণ করলেন, যজ্ঞের সমালোচনা করলেন। প্রবৃত্তিমার্গের দোষ দেখিয়ে বললেন—'আমি অরাড় মুনির দর্শন লাভের জন্য এখানে এসেছি।' সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত শ্রেণ্য বললেন—'আপনি যখন সিদ্ধিলাভ করবেন তখন আমার প্রতি যেন কৃপা করেন।' 'তথাস্তু' বলে সিদ্ধার্থ উঠলেন।

দ্বাদশ সর্গ ঃ অরাড় মুনির আশ্রমে এলেন গৌতম। অরাড় বললেন 'স্বাগতম্'। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ তিনি শুনেছিলেন। নবীনের বৈরাগ্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ উজাড় করে দিতে চাইলেন তাঁর উপার্জন। সিদ্ধার্থের প্রশ্ন—'কেমন করে আমি জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হব?' অরাড় সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে বস্তুর স্বরূপ, মুক্তি এবং যোগ সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। সিদ্ধার্থ অরাড়ের মুক্তির ব্যাখ্যা যথার্থ মনে করলেন না। মুক্তিতে আত্মার অস্তিত্ব তাঁর অভিপ্রেত নয়—কেন না পুনরায় বন্ধনের অবকাশ আছে। আত্মত্যাগ হলেই পূর্ণ কৃতার্থতা। উৎকৃষ্ট ধর্মের জন্য তিনি উদ্রকের আশ্রমে গেলেন। তাঁর আসক্তি আত্মবাদে দেখে সেখান থেকে গয়ায় গিয়ে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বসলেন। পাঁচজন ভিক্ষু তাঁর সেবায় এগিয়ে এলেন। ছয় বৎসর বহু উপবাস বিধি পালন করে তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হলো। সহসা উপলব্ধি করলেন, বৃথা এই তনুক্ষয়। সুস্থ প্রসন্নচিত্ত পুরুষই একাগ্রতা লাভ করেন। ধীরে-ধীরে উঠে এলেন নদীর তীর থেকে। গোপরাজকন্যা নন্দবলা দেবপ্রেরিত হয়ে সেখানে পায়স নিয়ে এলেন। তা আহার করে সিদ্ধার্থের বলসঞ্চার হলো। তারপর এক তৃণচ্ছেদকের কাছে পবিত্র তৃণ নিয়ে বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসলেন এই প্রতিজ্ঞা করে—'যাবৎ কৃতার্থ না হই তাবৎ আসন থেকে উঠব না।'

ত্রয়োদশ সর্গ ঃ সিদ্ধার্থ আসনে বসলে জগৎ হৃষ্ট হলো, কিন্তু সদ্ধর্মের শত্রু

মার ভীত হলেন। তিনি বললেন—'মোক্ষধর্ম পরিত্যাগ করো।' সিদ্ধার্থ উঠলেন না দেখে মার শর নিক্ষেপ করলেন। সিদ্ধার্থ অবিচল। চিন্তিত মার তাঁর বিকটমূর্তি সশস্ত্র ভূতদের স্মরণ করলেন। তাদের তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হলো। তবু সিদ্ধার্থ অচঞ্চল। বিস্মিত মারের প্রতি তখন আকাশবাণী হলো—, 'হে মার, বৃথা শ্রম কর না। বোধির জন্য জন্মজন্মান্তরে ইনি যে পুণ্যকর্মরাশি পুঞ্জিত করেছেন আজ তার ফল লাভের দিন।' বিষণ্ণ মার প্রস্থান করলেন। অনুচরেরা পলায়ন করল। পুষ্পবর্ষণ হলো আকাশ থেকে।

চতুর্দশ সর্গ: মারের সৈন্য জয় করে সিদ্ধার্থ ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যানে নিমগ্ন হলে রাত্রির প্রথম প্রহরে তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ হলো। আপন জন্মমৃত্যু-প্রবাহ স্মরণ করতে-করতে তিনি বুঝলেন—সংসার কদলীবৃক্ষের গর্ভের মতো অসার। জীবের উৎপত্তি এবং বিনাশ দর্শন করলেন অবাধে। করুণা হলো জীবের পাপের ফলভোগ দেখে। কু-কর্মের ফলে কেউ নরকে প্রবেশ করছে, কেউ সংসারে আসছে মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। (অবশিষ্ট সর্গগুলির জন্য অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

বুদ্ধচরিত : কাব্যানুশীলন

বুদ্ধচরিত মহাকাব্য বলে পরিচিত। 'সাহিত্যদর্পণ'-এর রচয়িতা বিশ্বনাথ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৯০ অনুচ্ছেদে 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যম্' ইত্যাদি শ্লোকে মহাকাব্যের লক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। তাতে উপাদানের বহুত্বকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে যার মূল লক্ষ্য হলো ব্যাপ্তি। যেন কবির কাব্য শরতের খণ্ডমেঘের মতো নয় কিন্তু বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত পরিণত জলধরের মতো বসুন্ধরার বিপুল বৈচিত্র্যকে আত্মীয় করতে পারে। এই বিশালতা বুদ্ধচরিতের আছে। যে-জীবন এর বিষয়, সেটি স্বয়ং বিরাট। সেই মহিমাকে বিকীর্ণ করেছেন তিনি বিভিন্ন পরিবেশে। তাঁর জন্মের বৃত্তান্তটির জন্যই কবির বিস্তর আয়োজন। তাঁকে তিনি দেখিয়েছেন কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম প্রাসাদপুরীতে, দেখিয়েছেন পথে, দেখিয়েছেন বনে, পিতৃ-সন্নিধানে, স্মিত-মিত-রমণীসমাজে, দেখিয়েছেন অশ্বানুচরের প্রভুমূর্তিতে, অশ্বের আরোহিরূপে! জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর দর্শনে তাঁর ভাবান্তর আড়াই হাজার বছর পরে আজও স্পষ্ট। সিদ্ধার্থকে দেখেছি নিশীথে গৃহত্যাগ করতে, দেখেছি বহুমূল্য বেশবাস খুলে ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে ছদ্মবেশী দেবতার পরিধেয় কাষায় গ্রহণ করতে, দেখেছি অতুল ঐশ্বর্যে রত মানুষের ভিখারীর ব্রত, দেখেছি তার্কিককে, দেখেছি বিভীষিকার মধ্যে কামের বীভৎস অনুচরদের ভীমকায় অস্ত্রবিক্ষেপের তলে—কেন না মহাকাব্য একটি যুদ্ধের বর্ণনা চায়—দেখেছি নদীতীরে, অশ্বত্থমূলে একাকী পদ্মাসনে, দেখেছি আত্মহিতের পথ আবিষ্কার করে ধীরোদাত্ত নায়ককে বিশ্বহিতে ব্রতী হতে।

আদর্শকে যদি গর্ভ ধরা যায় তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' বুদ্ধচরিতের সহোদর। আপন জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বময় তাকে ছড়িয়ে দেবার ব্রত দুজনেরই এবং সেই অর্জন এবং বিতরণই দুই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

নিশীথে গৃহত্যাগ করেছিলেন দুজনেই এবং কামিনীকাঞ্চন বর্জনের আদর্শেও দুই-এর মন একই সুরে বাঁধা। তবে চৈতন্যচরিতামৃতের কবিকর্ম যেন সহজতর পদ্ধতিতে নিবদ্ধ। এর সরল গ্রাম্যভাষা, গ্রামের পথে-পথে, কুটিরে-কুটিরে হরিধ্বনিনিরত নায়কের গতাগতি, এর দৈনন্দিন স্তুক্তো-ঝোল-অম্বল দিয়ে আতপ-তণ্ডুলের অন্নগ্রহণের পরম পরিতৃপ্তির বিবরণ—চৈতন্যচরিতামৃতকে গৃহস্থের দেহলীতে এনে হাজির করেছে। বুদ্ধচরিতের ছন্দোবদ্ধ পদাবলী—যেন উঁচু সুরে বাঁধা—তাতে প্রত্যহের স্পর্শ নেই। দুটি মহাকাব্যেই নায়িকার ন্যূনতা অপূর্ব সামঞ্জস্য এনেছে, অথচ দুই মহামানবই বিবাহিত ছিলেন। সম্ভোগ এবং শৃঙ্গার রস মহাকাব্যের একটি উপকরণ হবে কিন্তু এই দুটি মহাকাব্য এই বিষয়ে নিরভিলাষ, বরং উক্ত যুগলের বিরুদ্ধেই এঁদের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। বুদ্ধচরিতের চতুর্থ সর্গে অশ্বঘোষ বনভূমিতে অপরাহ্নের আসন্ন অন্ধকারে স্তনজঘনধৃক্-যৌবনবতীদের দিয়ে শৃঙ্গার রসের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছেন কিন্তু তা পরাজয়ের গ্লানিতে মন্থর, তা রসের উদ্রেক করে নি। তার সংগে নায়ক বা নায়িকার সংযোগ নেই। এই মহাকাব্যে যশোধরার গুণময় বর্ণনা রয়েছে এবং অষ্টম সর্গে তাঁর দুই প্রগ্‌থ দীন বিলাপ কালিদাসের কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে 'মদনেন বিনাকৃতা রতি'র অসহ্যবেদন নববৈধব্যের করুণকথার পূর্বগামী, কিন্তু বহুদূরের নক্ষত্র যেমন আপন আলোকে আপন সত্তাকে নিঃসংশয়িত করলেও ধরিত্রীর অন্ধকারকে কিছুমাত্র সিক্ত করে না, তেমনি যশোধরার দুঃখনিবেদন সিদ্ধার্থকে স্পর্শ করে নি। চিরকালের জন্য দুঃখের উচ্ছেদযজ্ঞে ব্রতী নায়কের উত্তুঙ্গ মহিমার কথা স্মরণে থাকায় নায়িকার এই ক্ষণকালের বিরহ আমাদের মর্মেও তীব্র আঘাত হানে নি। চৈতন্য-চরিতামৃতেও নায়িকাসংবাদ অবান্তর কথা।

'বুদ্ধচরিত' পড়লে বিস্মিত হতে হয় কবির জ্ঞানভাণ্ডার দেখে। তাঁকে বুঝতে হলে বেদ খুলতে হয়, রামায়ণ-মহাভারতের তো কথাই নেই। পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্য-দর্শন, কামশাস্ত্র, বিবিধছন্দ, ব্যাকরণ, অলংকারে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ।

বেদে তাঁর অধিকার বুদ্ধচরিতে প্রতিষ্ঠিত দেখি। শুধু যজ্ঞের উল্লেখেই নয় (যেমন, ১. ০৬), বিভিন্ন বৈদিক পুরাবৃত্ত উদ্ঘাটনেও বৈদিক সাহিত্যের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। 'বৃহস্পতি মরুৎকন্যা মমতার গর্ভে ভরদ্বাজকে উৎপন্ন করেছিলেন' (৪. ৭৪), এই ছত্রে 'মমতা' ঋগ্বেদেরই একটি চরিত্র। ষষ্ঠ মণ্ডলের দশম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে 'স্তোমং যমস্মৈ মমতেব' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ বলেছেন, 'মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘতমসো মাতা'—মমতা হলেন ব্রহ্মবাদিনী, দীর্ঘতমা মুনির মাতা। ভরদ্বাজ যে বৃহস্পতির সন্তান এ-ও বৈদিক বৃত্তান্ত। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ, নবম এবং দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রের তিনি ঋষি, সেখানে 'ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যঃ'—বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ বলে তাঁর উল্লেখ আছে। প্রথম সর্গের দশম শ্লোকে কথিত কক্ষীবান্‌ও ঋগ্বেদের ঋষি (ঋগ্বেদ, ১.১২৬.২), বহুমন্ত্রের দ্রষ্টা। বশিষ্ঠকে আমরা সাধারণত ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলে জানি, কিন্তু অশ্বঘোষ তাঁকে বলেছেন 'মুনিরৌর্বশ্রেয়ঃ' (১.৯)—উর্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ মুনি। এই বৃত্তান্ত ঋগ্বেদ থেকে আহৃত, যেমন, 'উতাসী মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধি জাতঃ' (ঋগ্বেদ, ৭.৩৩.১১)—হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্র এবং বরুণের পুত্র, তুমি উর্বশীর মন থেকে জাত। আবার 'অপ্সরসঃ পরি যজ্ঞে বশিষ্ঠঃ' (ঐ. ৭ ৩৩.১১)—অপ্সরা উর্বশী থেকে বশিষ্ঠ

জাত হয়েছিলেন। পুত্রের জন্মের পরে শুদ্ধোদন বেদবিহিত সোমরস পান করেছিলেন : 'বেদোপদিষ্টং চ সোমং পপৌ' (২.৩৭)—এই উক্তিও তাঁর বৈদিক রীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার নিদর্শন। শুদ্ধোদন পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় স্বয়ম্ভু সম্পর্কিত ঋক মন্ত্র জপ করতে লাগলেন, একথাও বলেছেন অশ্বঘোষ (২.৫১)। 'স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলঞ্চ' (৭.২০)—তপস্যার প্রধান ফল স্বর্গ, সিদ্ধার্থের মুখে অশ্বঘোষের এই সাধারণ উক্তি অবশ্য সর্বাংশে সমীচীন নয়, কারণ বহু ঋষি শুধু মুক্তির জন্যই তপস্যা করেছেন। রাজা দশরথ অভ্যাগত বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঐষীঃ পুনর্জন্মজয়ায় যৎ ত্বং, রূপাদিবোধান্ন্যবৃতচ্চ যৎ তে' (ভট্টিকাব্য, ১.১৮)—আপনি পুনর্জন্ম জয়ের জন্য যে 'ধ্যান' (তপস্যার অন্যতম অঙ্গ ধ্যান) অভিলাষ করেছেন, যা রূপাদি বোধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, সেই ধ্যানের 'শিবম্' অর্থাৎ মঙ্গল তো ? এখানে মুক্তিই তপস্যার লক্ষ্য, স্বর্গ নয়। যজ্ঞের ফল স্বর্গ হোক্ কিন্তু 'তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ' (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১.২.১১)—যে শান্ত বিদ্বান্‌গণ অরণ্যে বাস ক'রে তপস্যা এবং শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান পূর্বক ভিক্ষাচরণ করেন, তাঁরা অস্থায়ী স্বর্গের জন্য নয়, কিন্তু সেই পরম পদের জন্যই তপস্যা করেন,—'যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা' (ঐ)—যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষ আছেন। এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তিই তপস্যার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। 'তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি'—সমস্ত তপস্যা যাঁকে ব্যক্ত করেছে, এবং 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'—যাঁকে ইচ্ছা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে তাঁকে 'ওম্ ইত্যেতৎ' (কঠোপনিষদ্ ২.২৫)—'ওম্' অর্থাৎ ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন। তবে 'লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবন্তঃ' (বুদ্ধচরিত ৭.২০)—স্বর্গ প্রভৃতি সমস্ত লোকই ক্ষয়শীল, তাঁর এই উক্তি বেদের সম্পূর্ণ অনুগামী। উপনিষদ্ স্বর্গের জন্য যজ্ঞের অনুমোদন করেও বলেছেন, 'নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি' (মুণ্ডক উপনিষদ, ১.২.১০ — স্বর্গলোকে তাঁরা পুণ্যের ফল অনুভব করে এই পৃথিবী বা হীনতর কোন জগতে প্রবেশ করেন।

নারীর কলা-কৌশলের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। এর কিছু সাধারণ, আবার কতকগুলি তীব্র ইঙ্গিতগর্ভ সংক্ষিপ্ত বচনে যেন সংযমের বাঁধ চূর্ণ করে দেয়। চতুর্থ সর্গে সিদ্ধার্থকে আসক্ত করবার জন্য পুরোদ্যানে যে রমণীরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা সিদ্ধার্থের অনুক্তভাবে শীতল হয়ে গেলেন। তখন পুরোহিতপুত্র উদায়ী—ঘৃতাচী, শান্তা, কাশীসুন্দরী ইত্যাদি হবেক কামিনীর উল্লেখ করে তাঁদের চিত্তদীপ জ্বেলে দিলেন। তখন তাঁরা আমের মুকুল, অশোকগুচ্ছ এবং 'কঠিনৈঃ পীনৈঃ, সংহতৈর্বল্গুভিঃ স্তনৈঃ' (৪. ২৯)—কঠিন পুষ্ট, পরস্পর সংলগ্ন মনোহর স্তন দিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। এতে মহাকাব্যের কবির মুনশীয়ানা নেই কিন্তু প্রাণঘাতক প্রয়োগ আছে এক-একটি উক্তিতে। একজন কুমারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'রহস্যং শ্রূয়তামিতি' (৪. ৩১)—একটা গোপন কথা শুনুন। একজন তাঁর হাত ধরে আদেশ করলেন, 'ইহ ভক্তিং কুরুষ্বেতি' (৪. ৩২)—এখানে একটি রেখা আঁকুন তো! একগুচ্ছ আম্রমঞ্জরী দেখিয়ে এক ললনা বললেন, 'ইদং পুষ্পং তু কস্যেতি' (৪. ৪১)—এ ফুল কার ? পীনবল্গুস্তনী একজন হেসে কানের দুলটি দুলিয়ে বললেন, 'সমাপ্যতাম্' (৪ ৩৯)—এবার সেরে ফেলুন।

এই রতিপণ্ডিতই অব্যবহিত পরের সর্গে অন্তঃপুরে বরাঙ্গনাদের সর্বনাশ করেছেন। পড়ে মনে হয়—যোগবাশিষ্ঠের 'বৈরাগ্যপ্রকরণে'র ২১ অধ্যায় পড়ছি, যা নিছক কামাশ্রয়ঘাতিনী কথা। ওরা তখন সুপ্তিমগ্ন। কেউ 'বিনিশ্বসমুল্বণম্' (৫. ৫৯)—নাক ডাকাতে লাগলেন, 'জজৃম্ভিরে চ' (ঐ)—এবং হাই তুললেন। যাঁর যৌবননিকুঞ্জে এইমাত্র পাখি গাইছিল তাঁর ঐ নিকুঞ্জ থেকেই যদি ক্ষণপরে বিশ্বপ্লাবী নাসিকাগর্জন শোনা যায় তবে তা যৌবনের সমুন্নত শিখরে বজ্রাঘাত করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীতে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করেছেন: 'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ' (১. ৭৪)—তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি লজ্জা। এখানে লজ্জার মহিমার অভিব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যা অসুন্দরকেও সুন্দর করে এবং সুন্দরকে সুন্দরতর করে, এঁরা সেই সরমকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন 'হ্রিয়া বিযুক্তা' (বুদ্ধচরিত, ৫. ৫৯) তাঁরা লজ্জা থেকে ভ্রষ্ট ছিলেন। কোন ভামিনীর মুখপদ্মখানি ক্ষণপূর্বে যৌবনসরসীনীরে টলমল করছিল, এখন সেটি প্রপদুবক্তুজলা (৫. ৬১) হলো, অর্থাৎ মধুক্ষরণের বদলে তা থেকে লালা গড়িয়ে পড়ল।

এখানে এই প্রসুপ্ত কামিনীগুচ্ছের বৃত্তান্ত রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রিত লাবণ্যপুঞ্জের বিবরণের অনুজ, কিন্তু মিল আছে-আছে করেও নেই। অশ্বঘোষের ছবি নায়কের অন্তরে বন্ধমূল বিতৃষ্ণাকে গাঢ়তর করবার জন্য আঁকা, বাল্মীকির চিত্র সীতা অন্বেষণে সদ্য আগত হনুমানের চিত্তে রাবণের ঐশ্বর্যের চিহ্নগুলি মুদ্রিত করার জন্য। আরও একটি কারণ ছিল। সীতা অন্বেষণে অনূঢ় হনুমানের অধিকার কতটুকু—এই প্রশ্নেরও সমাধান চেয়েছিলেন তিনি। এখানে তাই তিনি প্রসুপ্ত সুন্দরীর নীবিবন্ধন শিথিল করে তার আকর্ষণ বাড়িয়ে তারই নিকষে যাচাই করেছেন হনুমানের চরিত্র। এইজন্যই সিদ্ধার্থ যে-অবস্থায় যাঁদের দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁদেরই সগোত্রদের দর্শন করে হনুমান ঘৃণাবোধ করতে পারেন নি কিন্তু সংকুচিত হয়েছিলেন, কারণ নিদ্রিত নারীকে দেখা পাপ। তাই যেখানে অশ্বঘোষের সুপ্তিমগ্ন নারীদের কারও নাক ডাকছে, কারও লালা গড়াচ্ছে, কেউ 'প্রকাশগুহ্যা' (৫. ৬১)—গোপন স্থান প্রকাশ করে আছে, সেখানে বাল্মীকির নারীরা: 'প্রসুপ্তবিহগেবৈব নিঃশব্দাম্বরভূষণম্। নিঃশব্দহংসভ্রমরং বভৌ পদ্মবনং যথা॥ (রামায়ণ, ৫. ১৪. ২৪)—নিদ্রিত-বিহগকুল এবং নিঃশব্দহংসভ্রমরসমাকীর্ণ পদ্মবনের মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন।

সুন্দর থাকে অসুন্দরের সঙ্গে একই আধারে। কবির উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করে একটি ওঠে, নিচে পড়ে আর একটি। অশ্বঘোষের লক্ষ্য ঘৃণার উদ্রেক, বাল্মীকির কাজ রূপরচনা।

বাল্মীকির প্রতি অশ্বঘোষের অন্তরটি আকাশের দিকে সহস্রপদ্মের মতো উন্মুখ ছিল মনে হয়। নিজের পরিচয় দিয়েছেন তিনি 'সাকেতক', অর্থাৎ অযোধ্যার অধিবাসী বলে, রামায়ণের যেটি প্রসবভূমি। বুদ্ধচরিতে তিনি বলেছেন: 'বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যম্' (১. ৪৩)—বাল্মীকি প্রথম পদ্য রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ বাল্মীকি 'আদিকবি', যেটি ভারতবর্ষে তাঁর চিরকালের পদবী। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করলে শুদ্ধোদনের অবস্থা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন: 'দশরথ ইব রামশোকবশ্যো বহু বিললাপ নৃপঃ' (৮.৮১)—রামের শোকে আকুল দশরথের মতো বহু বিলাপ করলেন রাজা। নবম

সর্গে মন্ত্রী এবং পুরোহিত রাজাজ্ঞায় বনে গিয়েছেন সিদ্ধার্থকে ফিরিয়ে আনতে। কবি তাঁদের এই গমনের বিশ্লেষণ করছেন: যথা বনস্থং সহবামদেবো রামং দিদৃক্ষুর্মুনিরৌর্বশেয়ঃ' (৯.৯)—যেমন বনস্থিত রামকে দর্শনের অভিলাষে বামদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন উর্বশীতনয় বশিষ্ঠ। বামদেব দশরথের মন্ত্রী, বশিষ্ঠ তাঁর কুলপুরোহিত। রামায়ণে (গৌড়ীয়পাঠ, ক্যালকাটা স্যাংস্ক্রিট সিরিজ) ভরত বশিষ্ঠ এবং আরও বহুজন নিয়ে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে বনে গিয়েছিলেন এ-কথা আছে। তিনি: 'ঋষিং বশিষ্ঠং সংদিশ্য মাতৃমে' শীঘ্রমানয়' (২.১০৮ ২)—আমার জননীদের শীঘ্র আনুন, ঋষি বশিষ্ঠকে এই বলে এগিয়ে গেলেন। বামদেবের নাম এখানে নেই। অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে এঁদের নাম একত্র পাওয়া যায়, যেখানে দশরথ 'বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ, (২.২.৩)—বশিষ্ঠ এবং বামদেবকে চলতি চৈত্র মাসেই রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য অনুরোধ করছেন। এই স্মৃতি থেকেই কি কবি রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বশিষ্ঠের সঙ্গে বামদেবকেও যুক্ত করেছেন? মহাভারতের বনপর্বে কিন্তু বশিষ্ঠবামদেবাভ্যাম্' (৩. ২৭৬. ৩৭)—বশিষ্ঠ এবং বামদেবের সঙ্গে ভরতের রামকে অযোধ্যায় পুনরানয়নের আকাঙ্ক্ষায় বনে গমনের উল্লেখ আছে। ভার্গব মুনির আশ্রমে পৌঁছে সিদ্ধার্থ যখন ছন্দককে বিদায় দিচ্ছেন তখন ছন্দক বললেন: 'সুমন্ত্র ইব রাঘবম্'—সুমন্ত্র যেমন রাঘবকে বনে পরিত্যাগ করে নগরে যেতে অসমর্থ বোধ করেছিলেন, আপনাকে রেখেও তেমনি আমি যেতে পারছি না (৬. ৩৬)। 'বুদ্ধচরিতে'র অষ্টম সর্গে গৌতমী যেখানে 'কুররীর দুঃখিতা' (৮. ৫১)—কুররীর মতো কাতর হয়ে রোদন করছেন, সেখানে রামবিহনে কৌশল্যার শোক অনুবৃত্ত হয়েছে মনে হয় (রামায়ণ, ২. ২. ৪২)।

আয়ুর্বেদের তত্ত্বও জানতেন তিনি। দ্বিতীয়বার পথে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ এক রোগীকে দেখে যখন প্রশ্ন করলেন তখন সারথি বললেন: 'ধাতুপ্রকোপপ্রভবঃ প্রবৃদ্ধঃ, রোগাভিধানঃ সুমহাননর্থঃ' (৩. ৪২)—ধাতুর প্রকোপ থেকে উৎপন্ন রোগ নামক মহান্ অনর্থ এর দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে কবির আয়ুর্বেদের জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর জ্যোতিষ-বিষয়ক খুঁটিনাটি জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিতীয় সর্গের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে। সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন পুষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্রে (১. ৯) অশ্বঘোষ বলেছেন: 'ভং ভাস্বরং চাঙ্গিরসাধিদেবং যথাবদানর্চ তদায়ুষে সঃ (২. ৩৬)—রাজা পুত্রের আয়ুর জন্য বৃহস্পতি-অধিদেবতা যুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে (পুষ্যাকে) পূজা করলেন। পুষ্যা নক্ষত্রের অধিপতি বৃহস্পতি— এই উক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান অপেক্ষা করে। অধিকন্তু, নক্ষত্র বোঝাতে তিনি 'ভ' এই একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দটি গ্রহণ করেছেন। অমরকোষ 'নক্ষত্রম্ ঋক্ষং ভং তারা, তারকাপ্যুড়ু বাস্ত্রিয়াম্'—এই বচনে নক্ষত্রবাচক যে-কটি শব্দ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে 'ভ' এবং 'উড়' এবং বিশেষ করে 'ভ' এই শব্দটি জ্যোতিষশাস্ত্রেই বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই সম্ভবত কবি এটির ব্যবহারে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন।

ব্যাকরণে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে দুরূহ ক্রিয়াপদ প্রয়োগের মধ্যে। বুদ্ধচরিতের কেবল দ্বিতীয় সর্গেই তাঁর 'অজীঘনন্' (৪২)—বধ করেছিলেন, 'অহাসীৎ' (৪৩)—পরিত্যাগ করেছিলেন, 'অহাষীৎ (৪৩)—ছেড়ে দিয়েছিলেন, 'অচোচ্ছিদিষ্ট' (৪০)—ছেদন করেছিলেন, ইত্যাদি প্রয়োগ সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর ভট্টিকাব্যের রচয়িতাকে বিপুল উৎসাহ দিয়েছিল,* কারণ সেই বৈয়াকরণশিরোমণি তাঁর

মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ কোনমতে সেরেই যে কবিকর্ম করলেন তাতে 'অধ্যৈষ্ট,' 'অঘষ্ট.' 'অপারীৎ', 'সমমংস্ত', 'ব্যজেষ্ট', 'অরংস্ত', 'সমুলঘাতেম্', 'ন্যবধীৎ' এই পদগুলি একটিমাত্র শ্লোককেই (১. ২) অলংকৃত করেছে। অবশ্য এই কাব্যের উদ্দেশ্যই ছিল ব্যাকরণের অনুশীলন কিন্তু অশ্বঘোষের তাৎপর্য তা নয়। কবি স্বভাবতই সরল হলেও এই দুরূহ পদ কখনও-কখনও দুঃশ্রবত্ব এনেছে। যেমন, 'প্রবৃদ্দর্পমুদবৃত্তমবেভিদিষ্ট' (২. ৪০)—শত্রুর উদ্ধত অহংকারকে ছিন্ন করেছিলেন। নানা বিভক্তি এবং প্রত্যয়বিশিষ্ট পদপ্রয়োগ সারা বুদ্ধচরিতে ছড়িয়ে আছে। কবি ব্যাকরণে পরম নিষ্ণাত কিন্তু ক্বচিৎ কদাচিৎ তাঁর প্রয়োগগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, যেমন, 'দিদৃক্ষয়া শাক্যকুলধ্বজস্য' (১. ৫৮)—শাক্যকুলধ্বজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। এখানে কর্মকারকে ষষ্ঠীবিভক্তির প্রয়োগ দুর্বোধ্য। এ-রকম আরও ক্ষেত্র আছে। দশম সর্গের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে 'সহীয়া' (সহগমন সংগতি)—এই শব্দটির ব্যাকরণসম্মত ব্যুৎপত্তি দুর্বোধ্য। কবির ভাণ্ডারে কিন্তু সরস্বতীর অকৃপণ দাক্ষিণ্য আছে। অক্ষয়ধর্মে অনুরাগী সিদ্ধার্থ গৃহে প্রবেশ করছেন. কবি বলছেন, 'ক্ষয়ম্ অক্ষয়-ধর্মজাতরাগঃ প্রপেদে' (৫. ২৬)—এখানে প্রথম 'ক্ষয়ে'র অর্থ 'গৃহ', দ্বিতীয় 'ক্ষয়ে'র অর্থ বিনাশ'।

তাঁর অব্যয়ের প্রয়োগ, বিশেষত পুনঃপুনঃ 'ততঃ' এবং 'অঘ' প্রয়োগ অনুবাদককে ব্যাকুল করেছে। কিন্তু বিদগ্ধ কবির অব্যয় সম্পর্কে জ্ঞান গভীর। 'স্নেহঃ কথং স্যাৎ' (২. ৪৮)—এখানে 'কথম্' এই অব্যয়টি বড় দুর্লভ অর্থে প্রযুক্ত। 'কথম্'-এর প্রচলিত অর্থ আমরা জানি কিন্তু 'সম্ভাবয়ামি', 'মনসি করোমি'—মনে করছি এই অর্থে ব্যবহার সুলভ নয় (২. ৪৮)। মেদিনীকার বলেছেন, 'কথং হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারর্থে চ সম্ভ্রমে। প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ ॥'

সংখ্যা দিয়ে একটি ধাঁধা প্রয়োগ করেছেন তিনি 'একং বিনিন্যে' ইত্যাদি শ্লোকে (২. ৪১)। 'হিমারিকেতূদ্ভবসম্ভবান্তরে' ইত্যাদি শ্লোকে (১১. ৭১) যে প্রহেলিকাটির বিনিয়োগ করেছেন তার অর্থ উদ্ঘাটনে দুর্বল অনুবাদক নিজেকে দুর্বলতর বোধ করেছেন। মনে পড়ছে সেই বাক্যটির কথা যাতে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এই ন্যায়শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রকায় বাক্যটি প্রকাশিত হয়েছে এই মহাবাক্যের দ্বারা: 'কশ্যপতনয়াধৃতিহেতুবয়ং ত্রিনয়নতনয়বাহনসমাননামধেয়বান্ তৎকেতুমত্ত্বৎ।' দৃষ্টান্ত অসমান হলো এইটুকুই খেদ। কবি স্বভাবত সরল কিন্তু কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে মাঝে মাঝে যা দান করেছেন তা গুরুভার বটে। প্রহেলিকা নয় কিন্তু শব্দশক্তির লীলায় উৎসর্গ করা অষ্টম সর্গের ২২ সংখ্যক শ্লোকে কোকদুর্বল রমণীদের বর্ণনায় কবি আপন বলকে স্মরণ করেছেন। অথচ এই কবিই শুদ্ধোদন, ছন্দক, কন্থক প্রভৃতির শোক অঙ্কিত করেছেন, যেখানে ভাবের সঙ্গে ভাষার মিল আন্তরিকতার প্রতিভূ হয়েছে। শুদ্ধোদনের শোকও কালজয়ী। বস্তুত যা গুরু, আতিশয্য থাকলেও তা মহত্ত্বজ্ঞাপক। লোকোত্তর মহিমার যাঁরা অধিকারী তাঁদের চিত্ত 'মৃদূনি কুসুমাদপি' ফুলের চেয়েও কোমল বটে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি—'বজ্রের চেয়েও কঠোর। এই কঠোরতা যখন ভর করে তখন তাদৃশ বাণী নির্গত হয়। শব্দের দুটি মূর্তিই আছে। বিশাল মহাকাব্যে দুটিকেই প্রকাশ করলে শব্দ স্বরূপে প্রকাশিত হলো।

নইলে কত সংক্ষেপে 'রূপস্য হন্ত্রী' ইত্যাদি একটিমাত্র শ্লোকে (৩. ৩০) তিনি

জরার সর্বনাশা স্বভাবটি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে তার ক্রমশ প্রসারের বর্ণনাও কী করুণ এবং স্বাভাবিক। উদায়ী বলেছিলেন—বিষয়ের সেবা কর। তার প্রত্যুত্তরে সিদ্ধার্থের মুখে কবি যে-উক্তি ব্যবহার করেছেন তা সরলই শুধু নয়, রমণীয়তায় পূর্ণ। তার বর্ণনায় কি অপূর্ব সংকেত। উদায়ীর কথার জবাবে কুমার সিদ্ধার্থের বাক্য শেষ হলো, সঙ্গে-সঙ্গে 'অস্তমিয়ায় ভাস্করঃ' (৪. ১০০)—সূর্য গেল অস্তাচলে। একটি বিপুল জ্যোতিষ্কের কর্মসমাপ্তির বার্তা কি কবি সিদ্ধার্থের বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে যুগপৎ অঙ্কিত করে অতঃপর আর তর্কের অবকাশ নেই—এই কথাটি বুঝিয়েছেন? কেন না, সন্ধ্যা তো ধ্যানেরই সময়, কর্মের নয়, অতএব প্রত্যুক্তি স্থগিত হোক, যা উক্ত হলো তারই অনুষ্ঠান চলুক মনে-মনে। অথবা উদায়ীই এখানে সূর্য, যাঁর প্রভা সিদ্ধার্থের বচনবলে নিষ্প্রভ হলো?

দার্শনিকরূপে তাঁর চিন্তাগুলি সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। অরাড়ের মুখে দ্বাদশ সর্গে তিনি যে সাংখ্যদর্শন প্রতিপালিত করেছেন এ-কালে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের তুলনায় তা যেন বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করতে পারে নি, কিন্তু অন্যত্র তাঁর চিন্তারাজি আলোকের মতো স্বচ্ছ। বিষয়গুলি দুঃখ প্রতিকারের উপায়মাত্র, আনন্দপ্রদ নয়, অতএব তাদের ভোগসংজ্ঞা দেওয়া যায় না—এই যে তিনি যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন একাদশ সর্গের ৩৬—৪০ শ্লোকে, তা নিমেষে হৃদয়ে প্রবেশ করে। যুক্তি অতি সরল। কোন বস্তু একান্তভাবে দুঃখ দেয় না, একান্তভাবে সুখও দেয় না, (১১.৪২) কিংবা কেউ একান্তভাবে সুখি নয়, একান্তভাবে দুঃখীও নয়—ইত্যাদি উক্তির মধ্যে প্রতিবাদের অবকাশ নেই। 'য এব ভাবা হি সুখং দিশন্তি, ত এব দুঃখং পুনরাবহন্তি' (১১.৪১)—যে ভাবগুলি সুখ দেখায়, সেই ভাবগুলিই আবার দুঃখ আনে, এই উক্তি নিশ্ছিদ্র। যেন জৈন স্যাদ্‌বাদ বা অনেকান্তবাদের আভাস দেখা যায় এর মধ্যে। কালিদাস যে বলেছিলেন, 'কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা' (মেঘদূত, উত্তরমেঘ, ৪৮)—কার ধারাবাহিক সুখ বা ধারাবাহিক দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে, তাতে কি পূর্বসূরীর এই নিবন্ধ সত্যটির অনুসরণ ছিল? যুক্তিবাদী মন অশ্বঘোষের। উদায়ী সিদ্ধার্থকে ভোগের সপক্ষে যে শ্রুতি-ইতিহাস সমন্বিত উপদেশ শুনিয়েছেন (চতুর্থ সর্গে) তার প্রতি সিদ্ধার্থের উক্তি হলো—বিষয়ের স্থায়িত্ব নেই, অতএব ক্ষণকালের কল্পিত সুখে অবগাহন করতে গিয়ে চিরকালের দুঃখ-প্রতিকারের উপায় থেকে ভ্রষ্ট হওয়া চলে না। উদায়ী বলেছিলেন—হৃদয় না চাইলেও দাক্ষিণ্যের দ্বারা রমণীদের অনুবর্তন করা উচিত। সিদ্ধার্থের জবাব হলো—'অনৃতং নাবগচ্ছামি দাক্ষিণ্যেনাপি কিঞ্চন' (৪.৯২)—আমি দাক্ষিণ্যের জন্যও কোন ছলনা করতে জানি না; এবং 'সর্বভাবেন সম্পর্কো যদি নাস্তি ধিগস্তু তৎ' (৪.৯৩)—সমস্ত অন্তর দিয়ে যদি সম্পর্ক না হয় তবে ধিক্ তাকে, কবির এই একটি কৌশল দেখি—প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই স্ববচনহননের বীজ থাকে। উদায়ী চতুর্থ সর্গের ৭৯ শ্লোকে এবং অন্যত্র যে-যুক্তি তুলেছেন নারীসম্ভোগের সপক্ষে, আপন গর্ভে নিহিত প্রতিকূল ভাবেই তা দুর্বল। একটি 'আকাশ ইব নিষ্পঙ্কঃ'—আকাশের মতো নির্মল চিত্তই সত্যদর্শনের প্রাথমিক প্রয়োজন, দার্শনিক অশ্বঘোষের তা উপলব্ধ। দর্শনের ভিত্তি হলো যুক্তি। সিদ্ধার্থের প্রতিটি পদক্ষেপ পরের যুক্তিকে খণ্ডন করে অঙ্কিত হয়েছে, তাই তা বলিষ্ঠ, অথচ দার্শনিকের মতোই জয়ে বা পরাজয়ে অক্ষুব্ধ বলেই তা

অহঙ্কারবর্জিত। পিতা, বন্ধু, পুরোহিত, মন্ত্রী, ঋষি, তপস্বী—বহুজন তাঁর প্রতিপক্ষ এবং প্রতি ক্ষেত্রে সিদ্ধার্থ জয়ী, কিন্তু কবি কুত্রাপি তাঁর বিজয়ীর ভাব চিত্রিত করেন নি, তত্ত্বাভিলাষীর অগ্রগতিই শুধু লিপিবদ্ধ করেছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে দার্শনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রায়ই তা সাম্প্রদায়িক পরিভাষায় জটিল হয় নি, তাই লোকচিত্তে প্রবেশ করে মুহূর্তে। তাঁর কতকগুলি উক্তি স্মরণীয়, যেমন, 'আহারশুদ্ধ্যা, যদি পুণ্যমস্তি, তস্মান্ মৃগাণামপি পুণ্যমস্তি' ৭.২৮,—আহার শুদ্ধিতে যদি পুণ্য হয় তবে হরিণদেরও পুণ্য হচ্ছে এবং যাঁরা সত্যই অধার্মিক কিন্তু ভাগ্যদোষে বিষয় ভোগে বঞ্চিত তারাও পুণ্যবান্। তীর্থের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো—'ন পাবয়িষ্যন্তি হি পাপমাপঃ' (৭.৩০)—জল কখনও পাপীকে পবিত্র করবে না, কারণ 'আপস্তু নিঃসংশয়মাপ এব' (৪.৩১)—জল নিঃসংশয়ে জলই। সিদ্ধার্থের জন্মের অল্প পরেই রাজপুরীর উত্তর-পূর্বে স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ একটি কূপ স্বতঃ আবির্ভূত হলো এ-কথা অশ্বঘোষ লিখেছেন (১.২৩)। তীর্থরূপে গ্রহণ করে অন্তঃপুরবাসীরা তাতে ধর্মকর্ম করেছিলেন। তীর্থজল যদি তাঁর মতে অন্য জল থেকে বিশিষ্ট কোন অলৌকিক শক্তিতে মণ্ডিত না হয় তবে এই অলৌকিক কূপটির কথা গ্রন্থারম্ভে নিবন্ধ করলেন কেন কবি? আবির্ভাব যদি অলৌকিক হয় তবে অধিকার লোকোত্তর হতে বাধা কোথায়?

তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, তাই অশ্বঘোষের যুক্তির উপরে যুক্তি হয়তো প্রদর্শিত হবে কিন্তু তাতে কবির বক্তব্য ধূলিসাৎ হয় না। তবে তো তাবৎ দর্শন লুপ্ত হতো, কেন না জগতে কোন মত অনাহত? ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ওমর খৈয়ামের উক্তি বড় বিদ্ধ করে—'নট ওয়ান্ বিটুইন্স টু টেল অস অফ দি রোড। হুইচ টু ডিসকভার উই মাস্ট ট্রাভেল টু' (ফিট্জেরাল্ড্-এর অনুবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৭)—একজনও ফিরে এসে পথের কথা বলে না যে-পথ আবিষ্কার করতে হলে আমাদেরও পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।

রাজা এবং প্রজাকে এক সমতল ভূখণ্ডে দণ্ডায়মান করেছেন কবি। শ্রেণিককে সিদ্ধার্থ বলেছেন—রাজারও পরবার জন্য দুটি বস্ত্রের প্রয়োজন, আহারের জন্য অন্নের পরিমাণও সাধারণ লোকের মতো, তাদের মতোই একটিমাত্র শয্যা, একটি আসন দরকার, পৃথিবী জয় করেও একটি গৃহেই শয়ন সম্ভব। 'শেষা বিশেষা নৃপতের্মদায়'—অবশিষ্ট যে বৈচিত্র্য রাজার ছত্র, চামর, সিংহাসন, সে শুধু অহঙ্কারের জন্য (১১.৪৭.৪৮)।

ছন্দ হলো কাব্যের এক বলিষ্ঠ উপকরণ, কারণ সে শব্দকে আচ্ছাদিত ক'রে তাকে রূপময় করে। বহু ছন্দ ব্যবহার করেছেন কবি বুদ্ধচরিতে—সম, অর্ধসম এবং বিষম, এই হিসাবে।

মহাকাব্যে একটি মুখ্যরস থাকবে এই হলো আলঙ্কারিকদের বিধান। 'বুদ্ধচরিত' শান্তরসপ্রধান। কিছু আদিরসের প্রয়োজন, কিছু যুদ্ধবর্ণনাও চাই। আদিরস চতুর্থ সর্গে আছে, যদিও নায়কের প্রত্যাখ্যানে তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ্য কিনা তা বিচার্য। একটি গুরুত্বের সংগ্রামের চিত্রও আছে ত্রয়োদশ সর্গে। মার যুদ্ধে নেমেছিলেন সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র-কন্যা এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। প্রচুর বড়-বড় অস্ত্র এবং ভয়ংকর মূর্তি ছিল একপক্ষে, আর এক পক্ষে সংযম। মার বা

মদন একবার আক্রমণ করেছিলেন মহাদেবকে, সেখানে পঞ্চবাণের একটিমাত্র বাণ, নাম তার 'সম্মোহন', তাই ছিল একটি অস্ত্র, অন্যতর হলো পর্যাপ্তপুষ্পেব স্তবকে অবনম্রা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব', (কুমারসম্ভব, ৩.৫৪) পার্বতীর দেহবল্লরী। শিবপক্ষে পরশু আদি অস্ত্র অন্য সময়ে থাকলেও এক্ষেত্রে ছিল শুধু অধ্যাত্ম বল। বেয়াদবি মঞ্জুর হলো না, মদন পুড়ে ছাই হলেন। পার্বতী 'ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ' (ঐ, ৩. ৭৫)—আপন ললিত বপুকে ব্যর্থ মনে করে 'শূন্যা জগাম ভাবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ' (ঐ, ৩. ৭৫)—কোন মতে শূন্য হৃদয়ে ঘরের পানে ফিরলেন। এখানে ধ্যানপরায়ণ শিবমূর্তির মতো সিদ্ধার্থের মূর্তিটি রয়েছে অশ্বত্থমূলে। সিদ্ধার্থ ক্রোধহীন তাই মার দেহে অক্ষত রইলেন, কিন্তু পাষাণের মতো দুর্ভেদ্য অন্তরটিতে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হলো। কামের ক্রিয়া মনে। মন বৈরাগ্যে পূর্ণ, অতএব প্রাণে বাঁচলেন তিনি কিন্তু মান খোয়া গেল।

মহাকাব্যের আর একটি লক্ষণ বুদ্ধচরিতে পরিস্ফুট। অনুশাসন আছে যে 'ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তম্ অন্যদ্ বা সজ্জনাশ্রয়ম্' (সাহিত্যদর্পণ, ৬. ২৯০)—ঘটনা ঐতিহাসিক হবে বা সজ্জনাশ্রয়ী হবে। সিদ্ধার্থের জীবন ঐতিহাসিক এবং তিনি সজ্জন। বুদ্ধচরিতে বুদ্ধের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কতটুকু আছে এ-নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে, অবশিষ্ট লক্ষণটি অটুট থাকে যে এটি বিশ্ববন্দ্য পুরুষের চরিত্রকথা।

বুদ্ধচরিতের আদি থেকে অন্ত অবধি অনিত্যতার সুর বাজে। কিছু নৃপুরধ্বনি কিছু পথশোভা ইত্যাদি এর নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরে লঘুত্ব আনতে চেয়েছে কিন্তু আত্মারও উচ্ছেদ যে মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য তার এইসব ছবিতে পাঠকের মনের ভাব ঘুচতে চায় না, যেমন ঘোচে নি সিদ্ধার্থের। বুদ্ধচরিতে হাস্যরসের অভাব স্পষ্ট। পঞ্চম সর্গে নিদ্রিত নারীদের বর্ণনায় সুন্দর রঙে প্রতিভাত যারা তাদের অসৌন্দর্য প্রতিপাদন কিংবা ত্রয়োদশ সর্গে বিকট-বিকট মূর্তির অসামঞ্জস্য এবং ব্যর্থ আস্ফালন কিছু হাস্যরস সরবরাহ করে কিনা তা ব্যক্তির অনুভূতির উপরে নির্ভর করবে। বর্ণনার ভঙ্গিতে কদর্য এবং ভয়ঙ্কর হাসির সঞ্চার করে কিন্তু কবির পদ্ধতি স্পষ্ট নয়। করুণরস প্রচুর। মানুষের মূর্খতা এবং ভুল ধারণা সিদ্ধার্থকে ব্যঙ্গে উদ্বুদ্ধ করে নি, দুঃখে পূর্ণ করেছে। শমগুণের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যে, এই মহানায়ক সেই গুণের আধার। আহার না পেয়েও দুঃখ পান নি, শুধু বোধিলাভ তখনও হয় নি দেখে শরীর রক্ষার জন্য নদীতীর থেকে শাখাপত্র ধরে-ধরে উঠে এসেছিলেন আহার্যের অন্বেষণে। নন্দবলার কাছে পায়স পেয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি (১২. ১১২)। নামে বুদ্ধচরিত, সিদ্ধার্থচরিত নয়, অতএব জন্ম এবং শৈশব এবং যৌবনের ঘটনার বিবৃতি অতিসংক্ষিপ্ত এবং তা-ও সেই-সব বর্ণনা যাতে ঋষিবর অসিতের ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রতিফলিত হয়: 'লোকস্য সংবুধ্য চ ধর্মরাজঃ করিষ্যতে বন্ধনমোক্ষমেষঃ' (১. ৭৫)—বুদ্ধ হয়ে এই ধর্মরাজ শোকের বন্ধন মুক্ত করবেন। তাই সিদ্ধার্থ 'বালোঽপ্যবালপ্রতিমো বভূব' (২. ২৩)—বালক হলেও অবালক সদৃশ হলেন এবং যদিচ কবির কথায় বিবাহের পরে 'শচ্যা সহস্রাক্ষ ইবাভিরেমে' (২. ২৭ — শচীর সঙ্গে ইন্দ্রের মতোই যশোধরার সঙ্গে অভিরমণে ব্যাপৃত হলেন, তবু এই প্রেমের বিবৃতি দীর্ঘ নয় এবং এরই মধ্যে সিদ্ধার্থ 'ভেজে দমম্' (২. ৩৩)—সংযম অভ্যাস করতে লাগলেন।

'বুদ্ধচরিত' তত্ত্বের কাব্য, কিন্তু অশ্বঘোষ আগে কবি পরে তাত্ত্বিক। বস্তুর রূপময় বিশ্লেষণ কবিত্বের লক্ষণ। বর্ণনায় অশ্বঘোষ অক্লান্ত। তৃতীয় সর্গে কুমারের দর্শনাভিলাষী নরনারীর বর্ণনা, চতুর্থে বরাঙ্গনাদের বৈচিত্র্যময় লীলা, পঞ্চমে নিদ্রিতা অন্তঃপুরিকাদের ছবি, সপ্তমে তপোবনবাসীদের বিবরণ, অষ্টমে শোকের চিত্র, ত্রয়োদশে মার এবং তাঁর অনুচরদের কল্পিত মূর্তি অঙ্কন তাঁকে শিল্পীর শিরোপা দান করেছে। এ সব বৃহৎ চিত্র। ছোট্ট ছবি আঁকতেও তিনি অদ্বিতীয়, যেমন, অশ্রুমোচনকারী অশ্ব কন্থক (৬. ৫৩), ভস্মশায়ী ব্রাহ্মণ (৭. ৫১), গোপকন্যা নন্দবলা (১২. ১০৯-১১১). ক্ষীণদেহ সিদ্ধার্থের নৈরঞ্জনার তীর থেকে ধীরে-ধীরে উঠে আসা (১২. ১০৭, ১০৮), ইত্যাদি। বক্তৃতা এবং তর্কে তিনি পটু। তাঁর কাব্যে কর্মময় নাটকের গতি আছে। মহাকাব্যে শ্লোকের-পর-শ্লোক একই ছন্দে রচিত হয়ে যে ধারাবাহিক বারিপতন-ধ্বনির মতো ক্লান্তিকর স্বরজাল বিস্তার করে, 'বুদ্ধচরিত' তা থেকে বহু অংশে মুক্ত। বহুজনের আনাগোনা, স্থান থেকে স্থানান্তরে দৃশ্যের উদ্ঘাটন অলৌকিকতা, আনন্দ, উদ্বেগ, শোক, সংগ্রাম এবং সঙ্কল্প এর ভূমিকে বন্ধুর করেছে। এখানে ব্যক্তিব চিত্তে কোন দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনদর্শনের সংঘাত সংক্ষোভের উৎস হয়েছে।

আন্তরিকতাই তাঁর কবিতাকে সারল্য দিয়েছে। ছন্দক যখন বন থেকে ফিরতে চান না তখন সিদ্ধার্থের উক্তি হলো . 'লপ্স্যতে যদি তু স্নেহো, গত্বাপি পুনরাব্রজ' (৬ ৫০)—স্নেহ যদি স্থায়ী হয় তবে গিয়ে আবার এস। এ উক্তি একেবারেই অকপট।

উপমার ব্যবহার করেছেন কবি প্রচুর। যেমন, ৮.৩০-৩৪ শ্লোকে এবং অন্যত্র। শুভ্রদেহ কন্থককে দ্রুতগমনে উৎসাহিত করে কুমার তাতে আরোহণ করলেন। কবি বললেন, 'রবিরিব শারদমভ্রমারুরোহ' (৫. ৭৯)—যেন সূর্য শারদ মেঘে আরোহণ করলেন। শুদ্ধোধন পূজাগৃহ থেকে বেরিয়ে শুনলেন পুত্র ফিরবেন না। তখন 'পপাত শোকাভিহতো মহীপতিঃ শচীপতের্বৃত্ত ইবোৎসবে ধ্বজঃ' (৮ ৭৩)—তখন শোকাভিহত মহীপতি উৎসব শেষে ইন্দ্রের ধ্বজার মতো পতিত হলেন। রূপকের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত ১.৭০ শ্লোকটি। অনুপ্রাস রয়েছে বহু : 'অবনতৃতনবঃ' (৫. ৮১)—অবনততনু, 'অপরাপর সংসার—পারং প্রেপ্সুরপারয়ৎ (১২.৯৬)—অপার সংসারের পার প্রাপ্তির পারণ করলেন (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। অপূর্ব মাধুর্য রয়েছে এই উক্তিতে 'শমেঽভিরেমে বিররাম পাপাৎ' (২.৩৩)—সংযমে নিযুক্ত হলেন, বিরত হলেন পাপ থেকে। এই ধ্বনিমাধুর্য মুগ্ধ করে 'শেষা বিশেষা নৃপতের্মদায়' (২. ৩১) ইত্যাদি উক্তিতেও।

নির্বাণপথযাত্রী এই কবি পথের দুধারের শোভা নিরীক্ষণ করেছেন বিমুগ্ধ চিত্তে। তাঁর মধুগন্ধিকুসুমাচ্ছন্ন চূতলতার অন্তরালে যেন স্বর্ণপঞ্জরবন্ধ কোকিলের কুহুধ্বনি (৪.৪৪), অগ্নিময় রক্তাশোকে উপবিষ্ট ভ্রমরের গুঞ্জন (৪.৪৫), চূতশাখাবলম্বিত তিলকবৃক্ষ (৪.৪৬), অলক্তকরক্তিম বিকশিত কুরুবক (৪.৪৭), তীরজাত—সিন্ধুবার-কুসুমাবৃত দীর্ঘিকা (৪.৪৯), চক্রবাকীর অনুসরণরত জলচর চক্রবাক (৪.৫০) বন্ধপল্লব নবীন অশোকবৃক্ষ (৪.৪৮) বুদ্ধচরিতের চতুর্থ অধ্যায়ে বসন্তপুষ্পাভরণ-ভূষিত একটি নন্দন কানন রচনা করেছে।

পূর্বসূরীর আলোকে চিরদিন অবগাহন করেছেন উত্তরসূরী। কাজেই অনু-

রাজকেরা কে কি পেয়েছেন অশ্বঘোষের কাছ থেকে তার বিস্তৃত গবেষণা থাক। শুধু অনুসন্ধিৎসার বশে বলছি—দেবদারুদ্রুমবেদিকায় নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো মহেশ্বর মূর্তি আঁকতে কি কালিদাস অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বোধিসত্ত্বের মূর্তিকে স্মরণ করেছিলেন? অশ্বঘোষ লিখেছেন, 'ততঃ স পর্যঙ্কমকম্প্যমুত্তমং ববন্ধ' (১২. ১২০)—তারপর তিনি উত্তম পর্যঙ্ক আসন বন্ধন করলেন। কালিদাস লিখলেন, 'পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়ম্' (কুমারসম্ভব, ৩. ৪৫)—পর্যঙ্ক আসন বন্ধন করায় মহেশ্বরের দেহের ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত স্থির ছিল। সিদ্ধার্থ যখন আসন গ্রহণ করলেন তখন 'ববাশিরে ন মৃগগণা ন পক্ষিণঃ, ন সস্বনুর্বনতরবোঽনিলাহতাঃ (১২. ১২১)—হরিণ বা পাখি শব্দ থেকে বিরত হলো, বায়ুতাড়িত হয়েও বনতরু মর্মরধ্বনি উৎসর্গ করল না। কালিদাসের শিব যখন ধ্যানে মগ্ন তখন 'নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃত দ্বিরেফং মূকাণ্ডাজং শান্তমৃগপ্রচারম্' (কুমারসম্ভব, ৩. ৪২)—বনের বৃক্ষ স্পন্দনহীন, ভ্রমর নিশ্চল, বিহঙ্গ মূক, হরিণের পদচারণা স্তব্ধ হয়েছে। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে অশ্বঘোষের যশোধরা বলছেন, 'মমাপি কামং হৃদয়ং সুদারুণং বনং গতে ভর্তরি যন্ন দীর্যতে' (৮. ৬৯)—আমারও হৃদয় কঠিন বটে, যা স্বামী বনে গেলেও বিদীর্ণ হচ্ছে না। মদনদাহের পর কালিদাসের রতি বলছেন 'তদিদং গতমীদৃশীং দশাং, ন বিদীর্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ' (কুমারসম্ভব, ৪. ৫)—সেই দেহের এই দশা হলো তবু আমি বিদীর্ণ হলাম না। নারীরা কঠিন বটে। অশ্বঘোষের যশোধরার মনে সংশয় জেগেছিল—পতি 'মামপহায় রোষণাং মহেন্দ্রলোকেঽপ্সরসো জিঘৃক্ষতি' (৮. ৬৪)—ভামিনী আমাকে পরিত্যাগ করে স্বর্গলোকে অপ্সরাদের লাভ করতে চান এবং এই সন্দেহ থেকে উৎপন্ন হলো রমণীসুলভ চিন্তা—'কীদৃশং তু তা বপুর্গুণং বিভ্রতি তত্র যোষিতঃ' (৮. ৬৫)—সেখানে নারীরা দেহের কেমন গুণধারণ করে? কালিদাসের রতির উক্তি—আমি পতঙ্গের মতো আগুনে প্রবেশ করে পুনরায় তোমার অঙ্ক আশ্রয় করছি, 'চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি' (কুমারসম্ভব, ৪.২০) হে প্রিয়, যাবৎ চতুর সুরকামিনীরা স্বর্গে তোমায় প্রলুব্ধ করতে না পারে। ঔৎসুক্য তীব্রতর হয় যখন দেখি 'বিনাকৃতা' পদটি, যার অর্থ বর্জিতা, বিচ্ছিন্না এবং যেটি অশ্বঘোষ ব্যবহার করেছেন ঐ পতিবিরহের প্রসংগে (অন্যত্রও আছে) সেটি অবিকল কালিদাসও প্রয়োগ করেছেন ঐ পতিবিরহের গীতিকাব্যেই যেখানে 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী' রতি বিলাপ করছেন। সিদ্ধার্থের বিরহে প্রাসাদে স্ত্রীগণ 'মৃজয়া বিনাকৃতা' (৮ ২১)—প্রসাধন-বিরহিতা, কালিদাসের কুমারসম্ভবে রতি 'মদনেন বিনাকৃতা' (৪ ২১)—মদনবিরহিতা। এক মদনদাহের বৃত্তান্তেই এটুকু মনে পড়ে। অলমতিবিস্তরেণ।

বুদ্ধচরিতের বিষয় এক মহাজীবন যা স্থান এবং কালকে পশ্চাতে রেখে অনন্তের আত্মীয় হয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্য মহাপরিনির্বাণ হোক্, তা জগতের সুখ-দুঃখ, রীতি-নীতিকে তুচ্ছ প্রতিপাদন করে ধূলার ঊর্ধ্বে বিচরণ করবার প্রেরণা দিক্, তবু সীমিত পাত্রেই তার পরিবেশন ঘটেছে। বৃহৎ বনস্পতি আকাশের দিকে বাহু প্রসারিত করে কিন্তু তার মূল মৃত্তিকার গর্ভে, তার শিরায়-শিরায় সেই মৃত্তিকার পরিচয় আছে। 'বুদ্ধচরিত'ও যে বিশেষ কালে যে বিশেষ ভূমিতে উৎপন্ন হয়েছিল তার চিহ্ন রেখেছে আপন অবয়বে। ভারতবর্ষে সেটি রাজতন্ত্রের যুগ। বৈদিক ধর্মের রীতিতে হোম, সংস্কার এবং সীমিত সোমরস পান হতো। বর্ণাশ্রম বিধি অবাধে চলেছে।

রাজায়-প্রজায় মধুর ভাব। যুবরাজকে দর্শন করতে চলৎকনককুণ্ডলাদের গবাক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। 'রাজ্যের আনন্দবর্ধন সেই নৃপতি পুত্র কোথায় ?'—এই ছিল বন থেকে প্রত্যাগত ছন্দকের কাছে শোকশুষ্ক কপিলবস্তুর প্রজাপুঞ্জের প্রশ্ন। বিক্ষোভ দেখেছি সিদ্ধার্থের মনে, তাও জন্ম-মৃত্যুর পরপার দর্শনের জন্য কিন্তু অক্ষুব্ধ জনতা অন্নে পুষ্ট ছিল। তবে বায়ু, রৌদ্র এবং ধূলায় বিবর্ণ কৃষক এবং বহনশ্রান্ত বিবশ বৃষের কথা আছে। দান ছিল, ধ্যান ছিল, অলৌকিকতা লৌকিক বলে গৃহীত হয়েছিল। অসিত পবনপথে আগমন এবং গমন করেছিলেন। অশ্বই শ্রেষ্ঠ বাহন। রাজপুত্রের মস্তকে উষ্ণীষ, কোমরে তরবারি। বরাঙ্গনা দিয়ে পুরুষের চিত্তহরণের সনাতন রীতি ছিল। একাধিক মন্ত্রী দেখি রাজার। পুরোহিত এবং মন্ত্রী ছিলেন তাঁর দক্ষিণ এবং বাম বাহু। বিমান অর্থাৎ সপ্ততল প্রাসাদে বাস করতেন শুদ্ধোদন। পুরদ্বার ছিল বহু, তাদের অবারিত করত হাতিরা। অধ্যাত্ম আকুলতার চিহ্ন বনে-বনে। তপস্বীরা কেউ সস্ত্রীক, কেউ নিঃসঙ্গ। নূতনের আগমনে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সে নবীন চলতি পথে অতৃপ্ত হলে তাঁকে দেখিয়ে দেন উন্নততর গুরুর দ্বার। সেই গুরুও শিষ্যের কাছে আপন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে বলেন, 'ভালো লাগে, গ্রহণ কর।' অচরিতার্থ নবীন যখন চলে যান তখন নির্বিকার তপস্বী আপন কর্মে মগ্ন হন। এদিকে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নবীনের অভিনব আবিষ্কার সূর্যের মতো আলোক বিকীর্ণ করে।

সূক্তিরত্নাবলী

অশ্বঘোষের দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং বহুপরিধিমণ্ডিত। অল্প দেখে বহুর অনুমানে তিনি কুশল এবং তাঁর সামান্য বচনগুলি স্থান এবং কালকে অতিক্রম করে ধ্রুবনক্ষত্রের মতো চিরস্থির আলোক বিকীর্ণ করছে। 'রাজ্যং হি রম্যং বাসনাশ্রয়ং চ' (২.৪১)—রাজ্য রমণীয় এবং বিপদেরও আশ্রয়, 'সদ্ভিঃ সহীয়া হি সতাং সমৃদ্ধিঃ' (১০.২৬) সৎ-এর সঙ্গেই সৎ-এর সমৃদ্ধি, 'কামস্য পূর্বং হি বয়ঃ শরণ্যম্' (১০.৩৮)—প্রথম বয়সই কামের লক্ষ্য, নির্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যসাধ্যম্' (১৩.৬০)—অধ্যবসায়ীর অসাধ্য কিছু নেই—এইসব উক্তির মধ্যে প্রবাদবাক্যের দ্রুতগামিতা রয়েছে। বৃহৎ বাক্যরাশিতে বিস্তরভাব ব্যক্ত করার মধ্যে কবিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দুর মধ্যে বিপুল সূর্যমণ্ডলকে যিনি প্রতিফলিত করেন তিনি আরও বড়।

'বুদ্ধচরিত' কাব্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি সুভাষিত—

১. সর্বস্য লোকে নিয়তো বিনাশঃ (৩.৫৯)
জগতে সকলেরই বিনাশ নিশ্চিত।

২. স্নেহস্য হি গুণা যোনিঃ (৪.৬৮)
গুণই স্নেহের উৎস।

৩. নাস্তি নিষ্কারণতা স্বতা (৫.১০)
অকারণে আত্মীয়তা হয় না।

৪. অকালো নাস্তি ধর্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি (৫.২১)
চঞ্চল জীবনে ধর্মের অসময় বলে কিছু নেই।

৫. রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ং চ (৯.৪১)
রাজ্য রমণীয় এবং বিপদের আশ্রয়।

৬. সদ্ভিঃ সহীয়া হি সতাং সমৃদ্ধিঃ (১০.২৬)
সৎ-এর সঙ্গেই সৎ-এর সমৃদ্ধিঃ।

৭. ধর্মার্থকামাধিগমং হ্যনূনং নৃণামনূনং পুরুষার্থমাহুঃ (১০.৩০)
ধর্ম, অর্থ, কামের পূর্ণ প্রাপ্তিই পুরুষের পূর্ণ পুরুষার্থ।

৮. ধর্মস্য চার্থস্য চ জীবলোকে প্রত্যর্থিভূতানি হি যৌবনানি (১০.৩৫)
জগতে ধর্ম এবং অর্থের শত্রু হলো যৌবন।

৯. কামস্য পূর্বং হি বয়ঃ শরব্যম্ (১০.৩৮)
কামের লক্ষ্য প্রথম বয়স।

১০. অসৎসু মৈত্রী স্বকুলানুবৃত্তা ন তিষ্ঠতি শ্রীরিব বিক্লবেষু (১১.৩)
ভীরু মানুষে যেমন লক্ষ্মী থাকেন না তেমনি কুলপরম্পরাগত মৈত্রীও দুষ্ট মানুষে থাকে না।

১১. স্বস্থস্য বৃদ্ধিষ্বিহ কো হি ন স্যাৎ (১১.৪)
সম্পন্ন ব্যক্তির সমৃদ্ধিতে কে না জগতে বন্ধু হয় ?

১২. কামৈঃ সতৃষ্ণস্য হি নাস্তি তৃপ্তির্যথেন্ধনৈর্বাতসখস্য বহ্নেঃ (১১.১০)
কামী পুরুষের বিষয়ে তৃপ্তি হয় না, যেমন পবনসখা অগ্নির কাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না।

১৩. জগত্যনর্থো ন সমোঽস্তি কামৈঃ (১১. ১১)
জগতে কামের মতো অনর্থ নেই।

১৪. লোকস্য কামৈর্ন বিতৃপ্তিরস্তি পতদ্ভিরম্ভোভিরিবার্ণবস্য (১১. ১২)
বিষয়ে মানুষের তৃপ্তি নেই যেমন পতনশীল জলে সমুদ্রের তৃপ্তি নেই।

১৫ নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা ন চাপি সংতপ্যত এব দাসঃ (১১ ৪৪)
রাজাও নিত্য হাসেন না, ভৃত্যও নিত্য দুঃখ পায় না।

১৬. আসঙ্গকাষ্ঠপ্রতিমো হি রাজা লোকস্য হেতোঃ পরিখেদমেতি (১১. ৪৫)
রাজা হলেন ভারবাহী বাঁকের মতো, লোকের জন্য কষ্ট পান।

১৭. শ্রমঃ পরার্থে ননু রাজভাবঃ (১১. ৪৭)
রাজত্ব শুধু পরের জন্য পরিশ্রম।

১৮. তুষ্টৌ চ সত্যাং পুরুষস্য লোকে সর্বে বিশেষা ননু নির্বিশেষাঃ (১১. ৪৯)
জগতে মানুষের যদি তুষ্টি থাকে তবে সব বৈচিত্র্যই বৈচিত্র্যহীন।

১৯. জরাপ্যধীরা ধৃতিমচ্চ যৌবনম্ (১১. ৬০)
জরাও অধীর হয়, যৌবনও ধীর হয়।

২০. নির্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যসাধ্যম্ (১৩.৬০)
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষের কিছুই অসাধ্য নেই।

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

বুদ্ধচরিত

প্রথম সর্গ

ভগবানের জন্ম

শাক্যদের মধ্যে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল গুণের আশ্রয়-স্বরূপ। ইক্ষ্বাকুবংশ যেন এক বিশাল সমুদ্রের মতো—সেই সমুদ্র থেকেই তাঁর জন্ম, সব প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন চাঁদের মতোই প্রীতির আধার।১ রাজা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সমান, মায়া নামে তাঁর যে মহিষী ছিলেন তিনি পৃথিবীর মতোই গৌরবময়ী। তিনি কল্যাণময় বস্তুসমূহের সার স্বভাবে ও সৌন্দর্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মতো।২ রাজা তাঁর সঙ্গে এমন সব বিষয় ভোগ করলেন যা দেবতাদেরও প্রার্থনীয়। তারপর মহিষী লোকহিতের জন্য সমাধিযুক্তা বিদ্যার মতো গর্ভ ধারণ করলেন।৩ গর্ভধারণের পর তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মেঘের মধ্যে যেমন চাঁদ প্রবেশ করে তেমনি এক শ্বেতহস্তী তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। তিনি শুদ্ধস্বভাবা তাই এই নিমিত্ত দেখে ভীত হন নাই।৪ শ্রেষ্ঠ বংশসম্পন্ন নৃপের রাণী শোভিত হলেন প্রভাতকালীন পূর্ব-দিকের মতো, তাঁর কোন শোক, মোহ বা গ্লানি ছিল না, এবং তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি ভীর বনে যাবেন।৫ লুম্বিনী বন সুন্দর দেবকাননের তুল্য ধ্যানের পক্ষেও অনুকূল, সেই বনে বাসের ইচ্ছা তিনি রাজাকে জানালেন। গর্ভিণীদের আগ্রহ তো গর্ভ অনুযায়ীই হয়ে থাকে।৬

তাঁর ধর্মীয় আর্যভাবের পরিচয় পেয়ে নৃপতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, ইচ্ছায় বাধা দিলে অকল্যাণ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর প্রীতির জন্য অবিলম্বে যাত্রা করালেন।৭ প্রসবকালের দিকে লক্ষ্য রেখে বরণীয়া রাজপত্নী সেই বনে চন্দ্রাতপ-শোভিত শয্যায় আশ্রয় নিলেন—সহস্র রমণী তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।৮ তারপর পুষ্যানক্ষত্র প্রসন্ন হলো, ব্রতশুদ্ধ সেই দেবীর পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর বেদনা বা পীড়া সৃষ্টি না ক'রে লোকহিতের জন্য পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন।৯ যেমন ঊরু থেকে ঔর্বের, হস্ত থেকে পৃথুর, মস্তক থেকে ইন্দ্রতুল্য মান্ধাতার, বাহুমূল থেকে কক্ষীবান-এর জন্ম—তাঁর জন্মও তেমনি হয়েছিল।১০ গর্ভ থেকে নির্গত হবার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর এমন শোভা হলো মনে হলো তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, কারণ তিনি অযোনিজাত। বহু কল্পে তিনি আত্মাকে সংস্কৃত করেছিলেন বলে তিনি জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—মূঢ় হয়ে নয়।১১ দীপ্তি ও ধৈর্যে তিনি ছিলেন মাটির বুকে বালসূর্যের মতো, অত্যন্ত দীপ্ত হলেও তাঁর দিকে তাকালে মনে হতো তিনি চাঁদের মতোই নয়ন-ভোলানো।১২ আপন দেহের জ্বলন্ত প্রভায় তিনি সূর্যের মতো প্রদীপের প্রভাবকে অপহরণ করেছিলেন। মহামূল্য কাঞ্চনের মতো সুন্দর বর্ণের দীপ্তিতে তিনি সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করেছিলেন।১৩ তিনি সপ্তর্ষি নক্ষত্র-সদৃশ ছিলেন, তাই সপ্তপদ গমন করেছিলেন—ঐ পদক্ষেপগুলি শান্ত, ঋজু, উন্নত, দৃঢ় এবং ধীর ছিল।১৪ সিংহগতি সেই বালক চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে শুভ এবং সার্থক বাণী উচ্চারণ

করলেন—'বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সংসারে এই আমার শেষ জন্ম।১৫

আকাশ থেকে চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র দু'টি শীতল ও উষ্ণ বারিধারা তাঁর প্রশান্ত মস্তকে বর্ষিত হলো।১৬ তিনি সুন্দর চন্দ্রাতপমণ্ডিত শয্যায় শায়িত ছিলেন—সেই শয্যার স্তম্ভ বৈদুর্যমণিখচিত এবং স্বর্ণোজ্জ্বল; তাঁর গৌরবে স্বর্ণকমল হাতে যক্ষাধিপতিগণ চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন।১৭ দেবগণ অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রভাবে নতশিরে শুভ্র ছত্র ধারণ করেছিলেন, আর তাঁর বোধিলাভের জন্য পরম আশীর্বাদ উচ্চারণ করেছিলেন।১৮ যে সমস্ত বৃহদাকার সর্প অতীত বুদ্ধদের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা বিশেষ ধর্মের তৃষ্ণায় তাঁকে বীজন করেছিলেন এবং ভক্তিপূত নয়নে তাঁর উপর বর্ষণ করেছিলেন মন্দার-পুষ্প।১৯ পবিত্রচিত্ত ও শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ তথাগতের জন্মের পুণ্যে আনন্দিত হলেন—আসক্তিহীন হয়েও দুঃখমগ্ন জগতের কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁরা প্রসন্ন হয়েছিলেন।২০ তিনি জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে হিমালয়লগ্না পৃথিবী বায়ুতাড়িত তরণীর মতো কেঁপে উঠল—মেঘহীন আকাশ থেকে নীলপদ্ম ও চন্দনমিশ্রিত বর্ষণ শুরু হলো।২১ দিব্য বস্ত্ররাশি বর্ষণ করতে-করতে সুখস্পর্শ মধুর বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল—সূর্যই যেন বেশ অধিকতর দীপ্তি নিয়ে প্রকাশিত হলেন, অগ্নি বিনা প্রেরণায় জ্বলে উঠলেন প্রশান্ত শিখায়।২২ আবাসগৃহের উত্তর পূর্বদিকে একটি কূপ আবির্ভূত হলো—স্বচ্ছ ও নির্মল জল তার! অন্তঃপুরের অধিবাসিগণ বিস্মিত হলেন, তীর্থ মনে ক'রে সেই জলেই তাঁরা ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন।২৩ তাঁকে দর্শন করতে এলেন ধর্মার্থিগণ, স্বর্গস্থ ভূতগণ! এঁদের আগমনে বন পূর্ণ হলো। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তাঁরা বৃক্ষ থেকে অকালেও পুষ্পবর্ষণ করলেন।২৪ অশান্ত প্রাণীরা হিংসা ত্যাগ করল, স্বজাতি বা অপর কাউকে পীড়িত করল না, পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত রোগ বিনা চেষ্টায় প্রশমিত হলো।২৫ পশুপাখিরা মধুর ধ্বনি করল, নদীগুলি শান্তসলিল নিয়ে প্রবাহিত হলো, বিভিন্ন দিক্ প্রসন্ন হলো, নির্মল ও নির্মেঘ আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল।২৬

লোকের মুক্তির জন্য লোকগুরু জন্মগ্রহণ করলেন। নীতিমান্ প্রভুকে লাভ ক'রেই যেন অস্থির জগৎ শান্ত হলো। সংসারে একমাত্র কামদেব প্রসন্ন হলেন না।২৭ তাঁর দিব্য ও অদ্ভুত জন্ম দর্শন ক'রে স্বভাবত ধীর হলেও রাজা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। স্নেহবশত ভয় এবং আনন্দ-জনিত দু'টি অশ্রুধারা তিনি মোচন করলেন।২৮ মাতার মন স্বভাবতই স্নেহসিক্ত। তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে মহিষী প্রীত হলেন, ভীতও হলেন, যেন শীতল ও উষ্ণ জলের একটি মিশ্রিত ধারা।২৯ অত্যন্ত বৃদ্ধা রমণীগণ ভয়ের হেতুই দেখেছিলেন—তার অনুসন্ধান করতে পারেন নি। তাঁরা পবিত্র হয়ে মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান করলেন, শিশুর জন্য দেবসংঘের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলেন।৩০

পাণ্ডিত্য, স্বভাব ও বাক্‌পটুতায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণ নিমিত্তগুলির কথা শুনে উত্তমরূপে বিচার করলেন, তারপর ভীত ও প্রসন্ন রাজার কাছে এসে প্রফুল্ল, বিস্মিত ও উজ্জ্বল মুখে বললেন।৩১ 'পৃথিবীতে শান্তিকামী যত প্রাণী আছেন, তাঁরা একমাত্র পুত্রই কামনা করেন, গুণ কামনা করেন না। আপনার এই পুত্র কুলপ্রদীপ—সুতরাং হে রাজন্, আজ নৃত্যোৎসবের আয়োজন করুন।৩২ চিন্তা ত্যাগ ক'রে শান্তচিত্ত

হোন ; আনন্দ করুন, আপনার বংশের শ্রীবৃদ্ধি হবে। লোকনেতা আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন—পৃথিবীতে যারা দুঃখার্ত, ইনি তাদের রক্ষক।৩৩ এঁর দেহে প্রদীপের দীপ্তি, এঁর অঙ্গ স্বর্ণোজ্জ্বল ! ইনি গুণের আধার, ইনি কালে জ্ঞানীদের মধ্যে ঋষিত্ব এবং পরম ঐশ্বর্য লাভ করবেন।৩৪ যদি ইনি পৃথিবীর সম্পদ্ ইচ্ছা করেন তবে ন্যায়ের নীতিতে সমগ্র পৃথিবী জয় ক'রে নৃপতিদের মধ্যে বিরাজ করবেন—যেমন সমস্ত গ্রহের মধ্যে সূর্যের প্রকাশ ঘটে।৩৫ অথবা ইনি যদি মোক্ষ-লাভের জন্য গমন করেন তবে ইনি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত মত সম্পূর্ণ জয় ক'রে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হবেন ; তখন তিনি পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরুর মতোই বিরাজ করবেন।৩৬ যেমন ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ পবিত্র, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র এবং অগ্নির মধ্যে সূর্য, তেমনি মানুষের মধ্যে আপনার পুত্র শ্রেষ্ঠ।৩৭ নিমেষহীন বিশাল, স্নিগ্ধ, দীপ্ত এবং নির্মল তাঁর নয়ন দুটি—তেমনি স্থির, কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত এবং পরিচ্ছন্ন রোমযুক্ত। এই নয়নের দৃষ্টিতে ইনি সকল বস্তু-দর্শনেই সমর্থ !'৩৮

'আপনারা যে শ্রেষ্ঠ গুণরাজির উল্লেখ করেছেন, বলেছেন কুমার সেই সকল গুণের অধিকারী—কোন্ কারণে মুনি ও নৃপতিগণ তা লাভ করতে পারেন নি ?' —রাজা এই প্রশ্ন করলে ব্রাহ্মণগণ তাঁকে বললেন—৩৯ 'আগে হয় নি এমন বিখ্যাত কর্ম, যশ ও বুদ্ধি —পরে হয়। কোন একটি কারণ থেকেই গুণসমূহের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্তগুলি শুনুন—৪০ হে সৌম্য ! ভৃগু এবং অঙ্গিরা—বংশের প্রবর্তক দুই ঋষি। তাঁরা যে রাজনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নি, তাঁদেরই দুই পুত্র শুক্র এবং বৃহস্পতি তা সৃষ্টি করেছিলেন।৪১ আবার যে লুপ্ত বেদ পূর্ববর্তীরা দর্শন করেন নি, সরস্বতীর পুত্র তা প্রকাশ করলেন। ব্যাস একে বিভক্ত করলেন যা শক্তিহীন বশিষ্ঠ করেন নি।৪২ বাল্মীকি প্রথম পদ্য রচনা করলেন, মহর্ষি চ্যবন তা গ্রথিত করতে পারেন নি। অত্রি যে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নি, পরবর্তীকালে ঋষি আত্রেয় তা প্রকাশ করলেন।৪৩ মহারাজ ! আরও শুনুন, কুশিক যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন নি, গাধির পুত্র তা লাভ করেছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ পূর্বে সমুদ্রে যে বেলা বন্ধন করতে পারেন নি—সগর সেই সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন।৪৪ যোগবিধিতে ব্রাহ্মণগণের যে আচার্য-পদ অন্য কেহ লাভ করেন নি—জনক তা লাভ করেছিলেন, শৌরির যে বিখ্যাত কার্যাবলী, শূর প্রভৃতি তা সম্পাদনে অসমর্থ ছিলেন।৪৫ সুতরাং বয়স বা বংশ প্রমাণ নয়, সংসারে কোন ব্যক্তি কোন একটি স্থানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রে থাকেন। রাজা ও ঋষিদের পুত্রগণ যে-যে কাজ করেছিলেন পূর্বগামীরা তা করতে পারেন নি।৪৬ এইভাবে বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের কথায় রাজা আশ্বস্ত হলেন, অমংগলের আশঙ্কা মন থেকে ত্যাগ ক'রে অধিকতর আনন্দে মগ্ন হলেন।৪৭ প্রীত হয়ে তিনি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদের সম্মানিত ক'রে ধন দান করলেন এই আশায় যে তাদের কথা অনুযায়ী বালক রাজা হবেন, পরে জরাগ্রস্ত হয়ে বনে যাবেন।৪৮

যিনি জন্মান্তরের অবসান ঘটাবেন—মহর্ষি অসিত তাঁর জন্মের কথা জানতে পারলেন তপোবনে আর বিভিন্ন নিমিত্তের সাহায্যে ! এরপর সদ্ধর্মের তৃষ্ণায় তিনি এলেন শাক্যরাজার গৃহে।৪৯ ব্রহ্মজ্ঞানী রাজগুরু ব্রহ্মতেজ ও তপস্যার জ্যোতিতে দীপ্ত সেই ব্রহ্মবিদ্‌কে সম্মান ও পূজার দ্বারা অভ্যর্থিত ক'রে রাজগৃহে প্রবেশ করলেন।৫০

কুমারের জন্মের ফলে তাঁর আনন্দ বর্ধিত হয়েছিল—তবু তপস্যার গৌরব ও জরার আশ্রয়ে ধীরচিত্তে বন মনে করেই তিনি রাজগৃহের নিকটে উপস্থিত হলেন।৫১ মুনি আসনে বসলেন, রাজা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে যোগ্যভাবে তাঁর অর্চনা করলেন—তারপর অতীতে অন্তিদেব বশিষ্ঠকে যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তেমনি ক'রে তাঁকেও সাদর নিবেদন জানালেন।৫২ 'আমি ধন্য হলাম, আমার এই বংশও অনুগৃহীত হলো এইজন্য যে আমাকে দেখতে ভগবান্ এলেন। আমি শিষ্য, আমাকে বিশ্বাস করুন!'৫৩

এইভাবে যথাযোগ্যরূপে অভ্যর্থিত হয়ে মুনি রাজাকে ধীর গম্ভীর বচনে বলতে লাগলেন—তাঁর বিশাল দুই নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।৫৪ বুদ্ধি, বংশ, জ্ঞান ও বয়সের অনুরূপ এই যে আমার প্রতি আপনার স্নিগ্ধ অনুভূতি এটি আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত—কেননা আপনি মহাত্মা, অতিথিপ্রিয়, ত্যাগী ও ধর্মাভিলাষী।৫৫ এ সেই পথ যে পথে অতীতের রাজর্ষিগণ সূক্ষ্ম ধর্মানুশীলনের দ্বারা সম্পদ্ লাভ করেছেন, পরে যথাশাস্ত্র সেই সম্পদ্ নিত্য দান করে তপোবলে সমৃদ্ধ এবং ধনবলে দরিদ্র হয়েছেন।৫৬ কিন্তু আমার আগমনের যে প্রয়োজন তা আমার কাছে আপনি শুনুন, শুনে আপনি প্রীতিলাভ করবেন। আমি আদিত্যপথে দৈববাণী শুনেছি – আপনার পুত্র জ্ঞানের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন।৫৭ সেই বাণী শুনে, মনকে যোগযুক্ত ক'রে নিমিত্তদর্শনের দ্বারা সমস্ত অবগত হবার পর আমি ইন্দ্রধ্বজের মতো সমুন্নত শাক্যকুলের ধ্বজাকে দেখব ব'লে এসেছি।৫৮

এইরূপ কথা শুনে আনন্দে রাজার গতি হলো চঞ্চল—তিনি ধাত্রীর কোল থেকে কুমারকে নিয়ে মহর্ষিকে দেখালেন।৫৯ সেই মহর্ষি সবিস্ময়ে রাজপুত্রকে দেখলেন—তাঁর চরণে চক্রচিহ্ন, হস্ত, পদ এবং অঙ্গুলি জালবদ্ধ, ভ্রূযুগল ঊর্ণাচিহ্নিত এবং ধাত্রীর কোলে একে দেখে মনে হলো-যেন পার্বতীর কোলে কার্তিকেয়। তাঁর নেত্রলোমের প্রান্ত অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ঊর্ধ্বমুখ হলেন।৬০-৬১ অসিতের নয়ন অশ্রুপূর্ণ দেখে পুত্রস্নেহে রাজার হৃদয় কেঁপে উঠল—তিনি যুক্তকরে রুদ্ধস্বরে গদগদকণ্ঠে দেহ আনত ক'রে প্রশ্ন করলেন।৬২ হে ধীর! যার দেহ দেবদেহ থেকে অল্প পৃথক্, যার প্রদীপ্ত জন্ম অতি অদ্ভুত, যার ভবিতব্য আপনি উত্তম বলেছেন, তাকে দেখে আপনার চোখে অশ্রু কেন?৬৩ হে ভগবান্, কুমার দীর্ঘায়ু তো? আমার কোন শোকের কারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে নি তো? আমি কোন মতে তর্পণের জলাঞ্জলি সংগ্রহ করেছি, নিশ্চয় কাল তা পান করতে আসছে না তো?৬৪ আমার যশের ভাণ্ডার অক্ষয় তো? আমার বংশের হাতে রাজ্য সুস্থির তো? মৃত হলেও পুত্রের প্রতি আমার একটি নয়ন নিমেষহীন হয়ে থাকে—পরলোকে আমি সুখলাভ করব তো?৬৫ আমার বংশের এই অঙ্কুর বিকশিত হবার আগেই শুকিয়ে যাবে না তো? ভগবন্, আমাকে শীঘ্র বলুন—আমার শান্তি নেই। পুত্রের প্রতি বন্ধুজনের স্নেহের কথা আপনি অবশ্যই জানেন।৬৬

অনিষ্টের আশঙ্কায় রাজাকে এইভাবে বিচলিত দেখে সেই মুনি বললেন—'হে রাজন্, আপনি অন্য কিছু মনে করবেন না। আমি যা বলেছি তাতে সংশয় নেই।৬৭ আমার বাক্যের অন্যথা হবে ভেবে আমার ভাবান্তর হয় নি, নিজেকে বঞ্চিত জেনেই আমি বিচলিত হয়েছি। আমার যাবার সময় হয়ে এল আর জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের এই দুর্লভ

বোদ্ধাও জন্মগ্রহণ করলেন।৬৮ বিষয়ে উদাসীন হয়ে রাজ্য ত্যাগ ক'রে কঠিন সাধনায় ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবেন। জগতের মোহান্ধকার দূর করবার জন্য এই জ্ঞানময় সূর্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন।৬৯ এই সংসার দুঃখের সমুদ্র—ব্যাধির ফেনায় বিকীর্ণ জরার তরঙ্গে উদ্বেল ও মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ংকর। এই সমুদ্রে প্রবহমান আর্ত জগৎকে ইনি জ্ঞানের তরণীতে উদ্ধার করবেন।৭০ ইনি যে ধর্মনদী প্রবর্তিত করবেন তা জ্ঞান-সলিলের স্রোতোময়, স্থির সদাচার তার তট, সমাধির প্রভাবে শীতল—ব্রতচারণ এই নদীর চক্রবাক। তৃষ্ণার্ত জীবলোক এই নদীর জল পান করবে। ৭১ পথভ্রষ্ট পথিকদের নিকটে উপদেশ-দানের মতোই ইনি দুঃখার্ত, বিষয়াসক্ত সংসারের গহন বন-পথে অবস্থিত মানুষের নিকট মুক্তির পথ ঘোষণা করবেন।৭২ গ্রীষ্মের অবসানে বিশাল মেঘখণ্ড যেমন বর্ষণের সাহায্যে জগৎকে শীতল করে, বিষয়রূপ কাষ্ঠের ইন্ধনে আসক্তিরূপ অগ্নিতে মানুষ তীব্রভাবে দগ্ধ হচ্ছে—ইনিও এই পীড়িত মানুষের আনন্দ সম্পাদন করবেন।৭৩ তৃষ্ণা যেন খিল আর মোহের অন্ধকার যেন কপাট—লোকের মুক্তির জন্য ইনি সদ্ধর্মের কঠিন আঘাতে সেই দ্বার বিদীর্ণ করবেন।৭৪ মানুষ আপন আপন মোহপাশে আবদ্ধ—তাই দুঃখপীড়িত এবং নিরাশ্রয়। এই ধর্মরাজ সম্যক জ্ঞান লাভ ক'রে এই মানুষের বন্ধন মোচন করবেন।৭৫ সুতরাং আপনি এর জন্য শোক করবেন না। মনুষ্যলোকে সেই শোকের যোগ্য—যে মোহ, কামসুখ বা অহংকারের বশে এঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম শ্রবণ করবে না।৭৬ আমি ঐ ধর্ম থেকে বঞ্চিত, ধ্যানলাভ ক'রেও আমি অকৃতার্থই রয়ে গেলাম। ঐ ধর্ম শ্রবণ না করায় আমি স্বর্গবাসকেও দুর্ভাগ্য মনে করছি।'৭৭

এই ব্যাখ্যা শুনে নৃপতি তাঁর বন্ধুবর্গ ও পত্নীর সঙ্গে বিষাদভাব ত্যাগ ক'রে আনন্দ লাভ করলেন। 'আমার এই পুত্র এমন' এই ভেবে তিনি নিজের গুরুত্বও অনুভব করলেন।৭৮ কিন্তু পুত্র ঋষিদের পক্ষে যাবে—এই চিন্তাই তাঁর হৃদয় অধিকার করল। ধর্মের পক্ষ তাঁর প্রিয় ছিল না এমন নয়। কিন্তু তিনি বংশনাশের আশংকায় ভীত হয়ে পড়লেন।৭৯ তারপর ঋষি অসিত পুত্রকাতর রাজাকে পুত্রসম্পর্কে নিশ্চিত তত্ত্ব নিবেদন ক'রে—বায়ুপথে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। বহু সম্মানের সঙ্গে সবাই তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।৮০

সেই সাধু ছিলেন যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি কনিষ্ঠা ভগিনীর পুত্রকে দর্শন ক'রে স্নেহবশত তাকে মুনির বাক্য শ্রবণ ও তার মত অনুসরণ করবার জন্য প্রিয় পুত্রের মতোই নানাভাবে উপদেশ দিলেন।৮১ পুত্রের জন্মে তুষ্ট সেই পুত্রপ্রিয় নরপতিও বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যথা নিয়মে পুত্রের কুলোচিত জাতকর্ম সম্পাদন করলেন।৮২ দশদিন পূর্ণ হলে সংযতচিত্ত সেই রাজা গভীর আনন্দে পুত্রের কল্যাণের জন্য জপ হোম মঙ্গল-কর্ম প্রভৃতি দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।৮৩ অধিকন্তু পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের পূর্ণ লক্ষসংখ্যক পুষ্ট ও দুগ্ধবতী গাভী দান করলেন—তাদের শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত, তাদের বৎস দৃঢ় ও বলবান্।৮৪ তারপর জিতেন্দ্রিয় সেই রাজা বহু বিষয়ে আপন হৃদয়ের প্রীতিকর কর্ম সম্পাদন ক'রে সংকল্প করলেন—তিনি কল্যাণযুক্ত, শাস্ত্রবিহিত শুভ মুহূর্তে নগরে প্রবেশ করবেন।৮৫ তারপর পুত্রবতী সেই মহিষী পুত্রের কল্যাণের জন্য দেবগণকে প্রণাম ক'রে শুভ ও মহার্ঘ

শিবিকায় আরোহণ করলেন—সেই শিবিকা সিত পুষ্পে ও মণিপ্রদীপে শোভিত।৮৬ এর পর সন্তানবতী পত্নীকে রাজা প্রথমে নগরে প্রবেশ করালেন—তাকে অনুগমন করলেন বৃদ্ধজন। ইন্দ্র যেমন দেবগণের অর্চিত হয়ে স্বর্গে গমন করেন—তেমনি রাজাও পৌরজনের অভ্যর্থনা লাভ করে নগরে প্রবেশ করলেন।৮৭ ষড়াননের জন্মে মহাদেবের মতোই প্রীত হয়েছিলেন শাক্যরাজ। ভবনে প্রবেশ ক'রে তিনি—'এইটি কর, এইটি কর' বলে বহুবিধ পুষ্টি ও কল্যাণকর কর্মের আদেশ দিলেন।৮৮

এইভাবে রাজপুত্রজন্মের সমৃদ্ধিতে জনপদ-সমন্বিত কপিলাবস্তু নগরী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—যেমন উদ্বেল হয়েছিল নলকুবরের জন্মে অপ্সরাপূর্ণ কুবেরপুরী।৮৯

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'ভগবৎপ্রসূতি' নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

অন্তঃপুর-বিহার

রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয়—জন্ম ও জরার অন্তকারী। পুত্রের জন্মকাল থেকেই সেই রাজা দিনে দিনে অর্থ, হস্তী অশ্ব ও বান্ধবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলেন—এই বৃদ্ধি জলের বেগে নদীর মতো।১ তিনি তখন ধন রত্ন এবং নানাভাবে নির্মিত এবং অনির্মিত স্বর্ণের বহু সম্পদ্ লাভ করলেন যা কামনার অতীত।২ যে হস্তিদল সমতলভূমিতে আসতে পারে না, হিমালয়ের সেই মদমত্ত হস্তীরাও বিনা চেষ্টায় এঁর কাছে উপস্থিত হলো।৩ কখনও শক্তির প্রয়োগে, কখনও বন্ধুত্বের জোরে, কখনও বা অর্থবলে রাজা যে অশ্বসম্পদের অধিকারী হলেন তাদের আবির্ভাবে তাঁর নগর চঞ্চল হয়ে উঠল। অশ্বগুলি নানারেখায় চিহ্নিত এবং দীর্ঘকেশরমণ্ডিত।৪ এঁর রাজ্যে এল বহু গাভী—গাভীগুলি পুষ্ট, প্রসন্ন, শান্ত ও অমলিন; এদের দুগ্ধ গুণময়, এদের বৎসগুলি সরল। গাভীগুলিও প্রচুর দুগ্ধের ভাণ্ডার।৫ তাঁর শত্রুরা মধ্যস্থভাব অবলম্বন করলেন; যিনি মধ্যস্থ ছিলেন তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেন, যিনি মিত্র তাঁর মৈত্রীভাব আরও দৃঢ় হলো। তাঁর দুটি পক্ষ ছিল—শত্রুপক্ষ কেহ ছিল না।৬ তেমনি এঁর রাজ্যে মন্দ পবন, মৃদু মেঘশব্দ এবং বিদ্যুৎ-কুণ্ডল মেঘের দেবতা ইন্দ্র যোগ্যকালে ও যোগ্যস্থানে বর্ষণ করতেন—তাতে শিলাবৃষ্টি বা বজ্রপাতের কোন দোষ থাকত না।৭ তখন কৃষিকার্যে পরিশ্রম না করলেও ঋতু-অনুযায়ী সকল শস্য উৎপন্ন হয়েছিল—সর্বোত্তম হয়েছিল ওষধিগুলি—রসে এবং শক্তিতে।৮

যুদ্ধের সংঘাতের মতোই শরীরের পক্ষে সংকটজনক কাল উপস্থিত হলেও নারীগণ সুস্থদেহে এবং যথাকালে প্রসব করলেন—এ প্রসব ছিল নিরাপদ এবং নিরাময়।৯ সেই সময়ে বিত্ত অল্প হলেও ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্য কারো কাছে মানুষেরা প্রার্থনা করতেন না; কোন সজ্জন অল্পবিত্ত হলেও কেউ প্রার্থনা করলে বিমুখ হতেন না।১০ তিনি ছিলেন নহুষের পুত্র যযাতির তুল্য। তাঁর রাজ্যে বন্ধুজনের প্রতি কেউ গৌরবহানি করতেন না, কেউ দানে, ধর্মে বা সত্যভাষণে বিমুখ হতেন না, কেউ হিংস্র

ছিলেন না।১১ ধর্মকামিগণ যেন প্রত্যক্ষ স্বর্গ মনে করেই সেখানে উদ্যান, দেবমন্দির, আশ্রম, কূপ, জলসত্র, পুষ্করিণী এবং বন প্রতিষ্ঠা করতেন।১২ দুর্ভিক্ষ, ভয় এবং রোগ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ তাঁর রাজ্যে যেন স্বর্গের সুখ উপভোগ করতেন, তাছাড়া পতি পত্নীর প্রতি কিংবা পত্নী পতির প্রতি পরস্পর অবৈধ আচরণ করতেন না।১৩ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কেউ কামের সেবা করতেন না, কামনা চরিতার্থ করবার জন্য কেউ অর্থ সঞ্চয় করতেন না, ধনের জন্য কেউ ধর্মাচরণ করতেন না, আর ধর্মের জন্য কেউ হিংসা করতেন না।১৪

তাঁর রাজ্য থেকে চোর, শত্রু প্রভৃতি অদৃশ্য হলো। অতীতে অনরণ্যের রাজ্যের মতো তাঁর আপন রাজ্য সুস্থ, স্বাধীন, কল্যাণময় ও শস্য-সমৃদ্ধ হলো।১৫ তাঁর জন্মের পর আদিত্য পুত্র মনুর তুল্য সেই রাজার রাজ্য আনন্দে মুখর হয়ে উঠল, পাপী নিশ্চিহ্ন হলো, ধর্মের জাগরণ হলো, আর পাপ দূরীভূত হলো।১৬ রাজবংশের এইরূপ ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং সর্ববিষয়ে সিদ্ধি হয়েছিল ব'লেই নরপতি 'এই বালক সর্বার্থসিদ্ধি' এই ব'লে পুত্রের নামকরণ করলেন সর্বার্থসিদ্ধ।১৭

পুত্রের দেবর্ষিকল্প প্রভাব দর্শন ক'রে যে আনন্দের সমারোহ ঘটল, মায়াদেবী তা সহ্য করতে পারলেন না—সুতরাং বাস করবার জন্য তিনি স্বর্গে প্রস্থান করলেন।১৮ এরপর দেবশিশুকল্প কুমারকে জননীর ন্যায় প্রভাবময়ী মাতৃষ্বসা স্নেহে ও অনুরাগে জননীর মতোই পালনে ব্রতী হলেন।১৯ সেই রাজপুত্রও ক্রমে শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হলেন—উদয়াচলে স্থিত শিশুসূর্যের মতো বায়ুপ্রেরিত বহ্নির মতো, শুক্ল-পক্ষে চন্দ্রের মতো।২০

এরপর তার কাছে বহু বিচিত্র উপহার এলো মিত্রগৃহ থেকে—প্রচুর চন্দন-কাঠ, ঔষধপূর্ণ নানা রত্নহার, হরিণযুক্ত স্বর্ণনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রথ, বয়সের অনুরূপ বহু অলংকার, স্বর্ণময় ক্ষুদ্র হস্তী, হরিণ এবং অশ্ব, গোবৎসযুক্ত রথরাজি, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত বহু পুত্তলিকা।২১-২২ এইভাবে তিনি বয়সের অনুরূপ বহু বৈষয়িক উপকরণ উপভোগ করলেন। মনে হলো বালক হলেও ধৈর্য, পবিত্রতা বুদ্ধি এবং কল্যাণসম্পদে তিনি বৃদ্ধের মতো।২৩ কুমার-বয়স পার হবার পর যথাকালে তাঁর উপনয়ন-সংস্কার হলো, তখন তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আপন বংশের অনুরূপ বহু বিদ্যার অধিকারী হলেন—যে বিদ্যা বহু বর্ষে আয়ত্তের যোগ্য।২৪ কিন্তু তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হবে মুক্তি—মহর্ষি অসিতের কাছে এই কথা আগে শুনে শাক্যরাজ ভোগ্য বস্তুতে তাঁর আসক্তি উৎপাদিত করলেন—যাতে তিনি বনগমন না করেন।২৫ তারপর তাঁর জন্য দৃঢ়-চরিত্রসম্পন্ন বংশ থেকে সাধ্বী, রূপ, লজ্জা ও বিনয়ের আধার, বিশাল যশের আশ্রয়, যিনি নারীজাতির মধ্যে লক্ষ্মীতুল্যা, সেই যশোধরাকেই পুত্রবধূ-রূপে নির্বাচিত করলেন।২৬

তারপর ইন্দ্র যেমন শচীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন—পরম সৌন্দর্যে ভাস্বর সনৎকুমার-তুল্য সেই রাজপুত্রও শাক্যরাজপুত্রবধূর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন।২৭ মনের উদ্বেগজনক বা প্রতিকূল তিনি যাতে দর্শন না করেন এই ভেবে রাজা নির্দেশ দিলেন—প্রাসাদের মধ্যেই তিনি বাস করবেন—পথে বিচরণ করতে পারবেন না।২৮ তখন তিনি প্রাসাদে-প্রাসাদে রমণীগণের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—সেই প্রাসাদ

শরৎকালের মেঘের মতো শুভ্র, মর্ত্যে অবতীর্ণ দেবরথের ন্যায় রঞ্জিত এবং সমস্ত ঋতুতে সুখের আশ্রয়।২৯

নারীহস্তে আহত হতে লাগল মৃদঙ্গ—তাদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্বর্ণবেষ্টিত। সেই মৃদঙ্গের কলধ্বনিতে আর রূপসী-অপ্সরাতুল্য নৃত্যে সেই ভবন কৈলাসের মতো বিরাজ করতে লাগল।৩০ নারীগণ তাঁর আনন্দবিধান করলেন, তাঁদের উপকরণ—অস্ফুট মধুর বচন, ললিত শৃঙ্গারচেষ্টা, লীলাময় মত্ততা, মধুর হাস্য, ভ্রূবিলাস আর বঙ্কিম দৃষ্টি।৩১ তখন তিনি কামকলায় পণ্ডিত, রতিনিপুণ নারীদলে বন্দী হয়ে প্রাসাদতল থেকে মাটিতে নামতেন না—যেমন পুণ্যকর্মা ব্যক্তি স্বর্গীয় রথ থেকে অবতরণ করেন না।৩২

রাজা কিন্তু তাঁরই ভাবী কল্যাণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবেই নিজে সংযত হলেন, পাপ থেকে বিরত হলেন। তিনি উদার ভাব অবলম্বন ক'রে সাধুদের দান করতে লাগলেন।৩৩

তিনি অসংযমীর মতো কামসুখে আসক্ত হন নি, নারীর প্রতি অনুচিতভাবে আসক্ত হন নি। ধৈর্যের সাহায্যে অশ্বের মতো চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেছিলেন আর বন্ধু ও পুরবাসীদের জয় করেছিলেন গুণের মহিমায়।৩৪ পরের দুঃখের জন্য তিনি বিদ্যা অর্জন করেন নি—যে জ্ঞান কল্যাণজনক তাই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি যেমন আপন প্রজাগণের জন্য, তেমনি সর্বজনের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।৩৫

পুত্রের দীর্ঘায়ুর জন্য তিনি 'আঙ্গিরস'-অধিদেবতাযুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের অর্চনা করলেন, পরিপুষ্ট অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের মুক্তা ও ধেনু দান করলেন।৩৬ দেহ ও মন পবিত্র করার জন্য তিনি তীর্থজল এবং গুণরূপ সলিলে স্নান করলেন, বেদবিহিত সোমরসের সঙ্গে আপন অন্তরজাত মধুর শান্তিরস পান করলেন।৩৭ তিনি প্রিয়বচন বলতেন কিন্তু তা অর্থযুক্ত নয় এমন নয়, সত্য বলতেন যা অপ্রিয় নয়, কারণ স্বভাবতই তিনি লজ্জাবশত মধুর অসত্য এবং রূঢ় সত্য বলতে পারতেন না।৩৮ কর্মচারীদের মধ্যে তিনি প্রিয় বা অপ্রিয়দের প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ব্যবহারশাস্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত মঙ্গলকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্রকে তিনি যেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন যজ্ঞকে তেমন নয়।৩৯ আশান্বিত হয়ে যাঁরা নিকটে আসতেন তাঁদের আকাঙ্ক্ষা তিনি দান সলিলের দ্বারা তৃপ্ত করতেন। বিনা যুদ্ধে চরিত্ররূপ কুঠার দিয়ে তিনি শত্রুর উদ্ধত দর্প খণ্ডিত করতেন।৪০ তিনি একক বিনীত করেছিলেন, সাতকে রক্ষা করেছিলেন, সাতকে ত্যাগ ক'রে পাঁচকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি ত্রিবর্গ লাভ করেছিলেন, ত্রিবর্গ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দ্বিবর্গকে জেনেছিলেন এবং দ্বিবর্গকে ত্যাগ করেছিলেন।৪১ অপরাধীদের বধের যোগ্য মনে করেও তিনি বধ করতেন না, এমন কি ক্রোধের দৃষ্টিতে তাদের দেখতেন না। প্রিয়-বচনরূপ ফলে তিনি তাদের বন্ধন করতেন আবার তাদের মুক্তিদানও অন্যায় ব'লে মনে করতেন।৪২ ঋষি অনুষ্ঠিত পরম ব্রত তিনি পালন করতেন, চিরকালের সঞ্চিত বৈরভাব তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি গুণগন্ধযুক্ত যশ লাভ করেছিলেন আর কলঙ্কজনক রজোগুণগুলি ত্যাগ করেছিলেন।৪৩

যা অনুমোদিত নয় তেমন কর তিনি গ্রহণ করতেন না, পরবস্তুর গ্রহণেও তাঁর

কোন অভিলাষ ছিল না। শত্রুর অধর্মও তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না—হৃদয়ে
ক্রোধ বহন করাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।৪৩ ভূমিপতি ঐরূপ আচরণ করতেন
বলেই ভৃত্য এবং পৌরজনেরাও সেই পথে চলতেন। যোগযুক্ত ব্যক্তির শান্ত ও প্রসন্ন
চিত্তে ইন্দ্রিয়গুলিও অনুরূপ হয়ে থাকে।৪৪ সুন্দর-পয়োধর-বিশিষ্টা যশোধরা যেন
শুদ্ধোদন-পুত্রের যশোধারিণী—যথাকালে তার 'রাহুল' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ
করল। তার মুখ রাহুর শত্রু চন্দ্রের মতো।৪৬ তখন পুত্রপ্রিয় সেই রাজা বংশের
বৃদ্ধিতে পরম আশ্বস্ত হয়ে পুত্রের জন্মে যেমন আনন্দ করেছিলেন পৌত্রের জন্মেও
তেমনি আনন্দিত হলেন।৪৭ 'সম্ভবত পুত্রবিষয়ে আমার পুত্রের আমারই মতো
স্নেহ হবে' -এই ভেবে পুলকিত সেই পুত্রপ্রিয় রাজা যেন স্বর্গে আরোহণের
অভিলাষেই যথাকালে নানা আচারের অনুষ্ঠান করলেন।৪৮ প্রথম কল্পের যশস্বী ও
বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজাদের পথ অনুসরণ ক'রে তিনি শুক্ল বসন ত্যাগ না করেই বহু
তপস্যা করলেন এবং অহিংস যজ্ঞের দ্বারা দেবপূজা করলেন।৪৯

তারপর যেন সূর্যের মতো রশ্মি বিকিরণ করতে অভিলাষী হয়েই কুল, চরিত্র এবং
বুদ্ধিতে দীপ্ত সেই পুণ্যকর্মা রাজা রাজশ্রী এবং তপঃশ্রীতে যুক্ত হয়ে প্রজ্বলিত
হলেন।৫০ স্থিরলক্ষ্মীসম্পন্ন সেই রাজা পুত্রের আয়ুর জন্য মন্ত্র জপ করলেন এবং
আদিকালে প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী প্রজাপতির মতো দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করলেন।৫১
তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন শাস্ত্রের চিন্তা করেছিলেন, শমের সেবা করেছিলেন,
নিয়ম পালন করেছিলেন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মতো তিনি কোন বিষয় ভোগ করতেন না।
পিতার মতোই তিনি রাজ্যের পরিচালনা করতেন।৫২ তিনি পুত্রের জন্য রাজ্যভার
বহন করতেন—বংশের জন্য পুত্র পালন করতেন—তিনি যশের জন্য বংশ, স্বর্গের জন্য
যশ এবং আত্মার জন্য স্বর্গ কামনা করতেন। ধর্মের জন্য তিনি নিজের জীবনের
স্থিতি কামনা করতেন।৫৩ পুত্রমুখ দর্শন ক'রে তিনি সাধুসেবিত বেদসিদ্ধ বিবিধ
ধর্মের অনুষ্ঠান করলেন, তার প্রার্থনা—আমার পুত্র যেন কোনপ্রকারেই বনে না
যায়।৫৪ পৃথিবীতে নরপতিগণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত সম্পদ রক্ষার ইচ্ছায় পুত্রদের
রক্ষা করেন—সেই ধর্মকাম নরপতি কিন্তু বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে পুত্রকে
ধর্ম থেকে রক্ষা করেছিলেন।৫৫ অনুপম-চরিত্র সমস্ত বোধিসত্ত্বই বিষয়সুখরস
অনুভব ক'রে পুত্র উৎপন্ন হলেই বনে গমন করেছিলেন। তাই বনগমনের হেতু
দৃঢ়মূল হলেও বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ায় সিদ্ধার্থ বোধিলাভ না করা পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখের
সেবা করেছিলেন।৫৬

বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'অন্তঃপুর-বিহার' নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

×××××××××××××× তৃতীয় সর্গ ××××××××××××××

উদ্বেগের উৎপত্তি

তারপর কোন এক সময়ে তিনি গীতমুখরিত কাননের কথা শুনতে পেলেন—সেই কানন পদ্মপূর্ণ-সরোবরে শোভিত, স্নিগ্ধ সবুজ তৃণে ঢাকা, আর গাছে-গাছে কোকিলের কূজন।১ রমণীর প্রিয় নগরের সেই কাননগুলি! তাদের সৌন্দর্যের কথা শুনে তিনি বাইরে যাবার সংকল্প করলেন, তার মনে হলো তিনি যেন গৃহের মধ্যে হস্তীর মতো অবরুদ্ধ হয়ে আছেন।২ আপন কামনার 'রূপ' তারই তো নাম 'পুত্র'—নৃপতি তাঁর পুত্রের মনের ভাব জানতে পেরে নিজের স্নেহ ও ঐশ্বর্য এবং পুত্রের বয়সের যোগ্য প্রমোদ-যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন।৩ কোমলহৃদয় রাজপুত্রের চিত্ত যাতে উদ্বিগ্ন না হয় এই ভেবে নৃপতি রাজপথে আর্ত সাধারণ জনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন।৪ তখন রাজকর্মচারিগণ অংগহীন, বিকলেন্দ্রিয়, বৃদ্ধ, রুগ্ন প্রভৃতি এবং দুর্ভাগ্য-পীড়িতদের পরম প্রিয় বচনে সব দিক থেকে অপসারিত ক'রে রাজপথের শোভা বাড়িয়ে দিলেন।৫

রাজপথ সুন্দর করা হলো! শ্রীমান্ কুমার পিতার অনুমতি নিয়ে বিনীত অনুচরের সংগে প্রাসাদতল থেকে নেমে এলেন। যথাকালে তিনি রাজার নিকটে গেলেন।৬ রাজার চোখে জল এল। তিনি তার মাথার ঘ্রাণ নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন—'যাও'! কিন্তু স্নেহবশতঃ তিনি মন থেকে তাকে বিদায় দিলেন না।৭ তারপর কুমার স্বর্ণময় রথে আরোহণ করলেন, রথের সারথি বীর, বিদ্বান্ ও পবিত্র, বাহক—স্বর্ণালঙ্কারভূষিত চারটি বিনীত অশ্ব।৮ নক্ষত্ররাজির সংগে যেমন অন্তরীক্ষে চন্দ্র আবির্ভূত হন, তেমনি কুমার যোগ্য অনুচরদের সংগে পথে উপস্থিত হলেন—সে পথে উজ্জ্বল পুষ্পরাশি ছড়ান, সাজান মালা, আর পতাকা।৯ পুরবাসীরা দেখতে লাগল কুমারকে—কৌতূহলের বশে তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত স্ফীত, সেই দৃষ্টির মধ্যেই অতি-বিকশিত পদ্মদলে সেই পথে এলেন কুমার।১০ কেউ কেউ সৌম্যগুণের জন্য তাঁকে তুষ্ট করলেন, তেমনি অন্যেরা তাঁর বন্দনা করলেন দীপ্তভাবের জন্য, আবার কেউ-কেউ তাঁর প্রসন্নতার জন্যই তাঁর সম্পদ্ ও আয়ুর বিপুলতা প্রার্থনা করলেন।১১ শ্রেষ্ঠ কুলজাত কুব্জগণ, দরিদ্রগৃহ থেকে কিরাত ও বামনের দল আর নারীগণ নির্গত হয়ে দেবতার শোভাযাত্রায় ধ্বজের মতো তাঁকে প্রণাম করলেন।১২ তখন 'কুমার যাচ্ছেন'—ভৃত্যদের কাছে এই বার্তা শুনে গুরুজনের অনুমতি লাভ ক'রে তাঁর দর্শন কামনায় রমণীরা গেলেন প্রাসাদশীর্ষে।১৩ তাদের কাঞ্চী স্খলিত হয়ে পড়েছে, কাঞ্চীর তারে বাধা পাচ্ছেন, ঘুম থেকে জাগরণের ফলে চোখে জড়তা রয়েছে তবু সংবাদ শুনেই অলংকারে সজ্জিত হয়ে আগ্রহের বশে অনবগুণ্ঠিত অবস্থাতেই ছুটে এলেন।১৪

প্রাসাদের সিঁড়িতে তাদের চরণের ধ্বনিতে, কাঞ্চীর শিঞ্জনে, নূপুরের ঝংকারে গৃহপাখিগুলি ত্রস্ত হয়ে উঠল—কে কার আগে যাবেন এইভাবে একে অন্যের বেগকে অতিক্রম করেই তাঁরা চলে এলেন।১৫ ত্বরান্বিত উৎসুক হলেও এই বরাংগনাদের কারো কারো গতি সংযত হলো, তাদের স্থূল বিশাল নিতম্ব আর পীনস্তনের ভারে।১৬

কোন রমণী হয়তো লজ্জায় সংকুচিত, তিনি দ্রুত গমনে সমর্থ হয়েও একান্তে পরিহিত অঙ্গংকারগুলি ঠিক করে সাজাতে-সাজাতে গতি মন্থর করলেন, দ্রুত গেলেন না।১৭ বাতায়নে-বাতায়নে অশান্তি দেখা দিল—কেননা, পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো, পরস্পরের ঘর্ষণে কুন্ডলগুলি আলোড়িত হলো, আর সেই সঙ্গে উঠল অলঙ্কারের ধ্বনি।১৮ রমণীদের মুখগুলি বাতায়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে, পরস্পরের সংসর্গে কুন্ডলগুলি আন্দোলিত হচ্ছে কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হলো প্রাসাদে লগ্ন কতগুলো পদ্ম।১৯ কৌতূহলের বশে বাতায়নগুলি উন্মুক্ত হয়ে গেছে—যুবতীর দল সেই বাতায়ন ব্যাপ্ত করে আছেন—এদিকে বিমানরাজিতে শোভিত নগর, মনে হলো যেন অপ্সরাসমন্বিত প্রাসাদসমূহের দ্বারা শোভিত স্বর্গ।২০ বাতায়নগুলি অপ্রশস্ত—একের কুন্ডল অন্যের গন্ডে লগ্ন হয়ে আছে, তাই সুন্দরী রমণীদের মুখগুলি পদ্মের স্তবকের মতো শোভিত হলো।২১ সেই রমণীরা কুমারকে পথে যেতে দেখছেন—তাঁদের দেখে মনে হলো তাঁরা পৃথিবীতে যেতে উৎসুক ; ঊর্ধ্বে উন্মুখ হয়ে পুরুষেরা দেখছেন, মনে হলো স্বর্গগমনে আগ্রহী।২২ সেই রমণীগণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে দীপ্ত রাজকুমারকে দেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন—'ধন্য এঁর ভার্যা।' শুদ্ধমনেই তাঁরা একথা বলেছিলেন—অন্যভাবে নয়।২৩ রূপে ইনি সাক্ষাৎ কামদেবের মতো, এর বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ইনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ধর্ম লাভ করবেন—এই ভেবে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে গৌরবই অনুভব করলেন।২৪

বিনীত, পবিত্র এবং শান্ত-বেশ-পরিহিত পৌরজনে আকীর্ণ রাজপথ! সেই প্রথম দেখে কুমার হৃষ্ট হলেন এবং নিজের পুনর্জন্মের মতো কিছু অনুভব করলেন।২৫ কিন্তু শুদ্ধাধিবাস দেবগণ সেই নগরকে স্বর্গের মতো প্রহৃষ্ট দেখে রাজকুমারের বনগমনের প্রেরণাদানের জন্যই এক বৃদ্ধ পুরুষ নির্মাণ করলেন।২৬

তাকে দেখলেন কুমার—জরায় অভিভূত, অন্য মানুষ থেকে পৃথক। মনোযোগী হয়ে তার প্রতিই নিষ্কম্প ও নিবিষ্ট দৃষ্টি রেখে তিনি সারথিকে বললেন—২৭ 'হে সারথি! এ কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত হলো? এর হস্ত দণ্ডে লগ্ন ভ্রূতে দুই চক্ষু আবৃত, অঙ্গ আনত ও শিথিল—একি বিকার না স্বভাবধর্মেই এর এই অবস্থা?২৮ দেবতাদের প্রভাবেই সারথির বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হলো। কুমার ঐ কথা বলার পর তিনি কোন দোষ দর্শন না করেই গোপনীয় বিষয়ও রাজপুত্রকে নিবেদন করলেন।২৯ যার প্রভাবে এর দেহ ভেঙে পড়েছে—রূপের ধ্বংসকারী, শক্তির বিপত্তি, শোকের কারণ, আনন্দের মৃত্যু, স্মৃতির নাশ আর ইন্দ্রিয়ের শত্রু—এ হলো সেই জরা।৩০ এ-ও শৈশবে দুগ্ধ পান করেছে, আবার যথাকালে পৃথিবীতে সর্বত্র ভ্রমণ করেছে, ক্রমে সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ হয়ে সেই ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়েছে।৩১ সারথি এই কথা বলার পর সেই রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন ; তিনি সারথিকে বললেন—আমারও কি সেই দোষ হবে? সারথি তখন এঁকে বললেন—৩২ যিনি আয়ুষ্মান্, কালবশে অবশ্য তাঁরও এই রকম বয়োবৃদ্ধি হবে। মানুষ এইভাবে জরাকে রূপধ্বংসা হিসেবেই জানে এবং তাকে প্রার্থনাও করে।৩৩ বহুকল্পে যাঁর পুণ্যকর্ম সঞ্চিত হয়েছিল, পূর্বজন্মের সংস্কারের ফলে শুদ্ধবুদ্ধি সেই মহাত্মা নিকটে মহাবজ্রের ধ্বনিতে গাভীর মতো সন্ত্রস্ত হলেন।৩৪ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আপন মস্তক কম্পিত করে, সেই বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে—আর এদিকে সহর্ষ জনতাকে লক্ষ্য করে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তিনি এই কথা

বললেন—৩৫। এইভাবেই জরা, স্মৃতি, রূপ এবং পরাক্রমকে নির্বিশেষে ধ্বংস করে; লোকে প্রত্যক্ষ এইসব দেখেও বিচলিত হয় না।৩৬ হে সারথি, যখন এইরূপই অবস্থা—তখন অশ্বদের নিবর্তিত করুন। আপনি শীঘ্র গৃহেই ফিরে যান। চিত্তে যখন জরার ভয়, উদ্যানভূমিতে আমার আনন্দ কোথায়?৩৭ তারপর সারথি তার প্রভুপুত্রের আজ্ঞায় রথ ফিরিয়ে আনলেন; কুমার চিন্তার বশবর্তী হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন, গৃহ তাঁর কাছে শূন্যের মতোই মনে হলো।৩৮ যখন 'জরা জরা' এই চিন্তা করতে-করতে সেখানেও শান্তি লাভ করলেন না তখন রাজার অনুমতি নিয়ে আর সেইভাবেই বাইরে গেলেন।৩৯ এরপর সেই দেবগণই আর এক মানুষ সৃষ্টি করলেন—রোগাক্রান্ত তার দেহ। তাকে দেখে তার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শুদ্ধোদন-পুত্র সারথিকে বললেন—৪০ উদর স্থূল, শ্বাসে শরীর কম্পিত, স্কন্ধ শিথিল। বাহু কৃশ, দেহ পাণ্ডুর—অন্যকে আশ্রয় করে করুণস্বরে 'মা—মা' বলে আর্তনাদ করছে, এ ব্যক্তি কে?৪১ তখন এঁর সারথি বললেন—'হে সৌম্য, ধাতুর প্রকোপ থেকে উৎপন্ন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই গুরুতর অনর্থের নাম রোগ—যা শক্তিমান্ এই ব্যক্তিকেও পরাধীন করেছে।'৪২ দয়ালু রাজপুত্র সেই লোকটিকে নিরীক্ষণ করে পুনরায় বললেন—'এই দোষ কি পৃথক্-ভাবে এরই উৎপন্ন হয়েছে না সাধারণভাবে সমস্ত মানুষেরই রোগভয় বর্তমান?'৪৩ সেই রথনায়ক তখন বললেন, কুমার, সাধারণভাবে সমস্ত মানুষই এই দোষভাগী। এইভাবেই রোগের দ্বারা পীড়িত হতে-হতে রোগক্লিষ্ট মানুষ আনন্দলাভ করে।৪৪ এই তত্ত্বকথা শুনে তিনি বিষণ্ণচিত্তে কাঁপতে লাগলেন জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের মতো। তারপর করুণার্দ্র কণ্ঠে মৃদুস্বরে এই কথা বললেন।৪৫ মানুষের এই রোগসঙ্কট দেখেও জগৎ নিশ্চিত থাকে। হায়, মানুষের অজ্ঞান কি বিপুল এরা রোগভয় থেকে অমুক্ত থেকেও হাসে!৪৬ হে সারথি, বহির্গমন থেকে নিবৃত্ত হোন। রোগভয়ের কথা শুনে আমার মন আনন্দ থেকে নিবৃত্ত, আমার হৃদয় সঙ্কুচিত।৪৭

নিরানন্দ-চিত্তে তিনি ফিরে এলেন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁকে সেইভাবে দুবার ফিরে আসতে দেখে ভূপতি এর কারণ অনুসন্ধান করলেন।৪৮ প্রত্যাবর্তনের কারণ শুনে রাজা ভাবলেন, তিনি পুত্রের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন। তিনি পথের শোধনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু রুষ্ট হয়েও কঠোর দণ্ড দিলেন না।৪৯ তাছাড়া, 'ইন্দ্রিয় চঞ্চল, তাই হয়তো আসক্ত হয়ে আমাদের ত্যাগ করবে না' এই কামনায় তিনি সেই পুত্রের জন্য বিচিত্র ভোগ্য-বিষয়ের ব্যবস্থা করলেন।৫০ এবং যখন এঁর পুত্র শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের দ্বারা অন্তঃপুরে আনন্দ লাভ করলেন না তখন তিনি তাঁকে বাইরে যাবার আদেশ দিলেন; ভাবলেন, এর ফলে হয়তো এর ভাবান্তর ঘটবে।৫১ স্নেহবশত পুত্রের ভাব উপলব্ধি করে কারোর কোন দোষের কথা বিচার করলেন না, তিনি যোগ্য, কলাকুশল এবং মুখ্য বারাঙ্গনাদের সেখানে থাকতে নির্দেশ দিলেন।৫২ তারপর রাজপথ বিশেষভাবে সুসজ্জিত এবং পরীক্ষিত হলো। রাজা সারথি ও রথ পরিবর্তিত করে কুমারকে বাইরে প্রেরণ করলেন।৫৩

তারপর রাজপুত্র যখন পথে যাচ্ছিলেন তখন সেই দেবতারাই একটি মৃতদেহ নির্মাণ করলেন। সারথি এবং কুমারই সেই মৃতকে পথে নিয়ে যেতে দেখলেন, অন্য কেউ নয়।৫৪ তখন সেই রাজপুত্র সারথিকে বললেন, কোন্ ব্যক্তিকে এই চারজন বহন

করে নিয়ে যাচ্ছে ? দুঃখী মানুষেরা এর সঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু এই ব্যক্তি সজ্জিত হলেও এরজন্য রোদন করছে ।৫৫ এরপর শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধাধিবাস দেবগণই সারথির চিত্ত অভিভূত করলেন ; অবক্তব্য হলেও সারথি তার জ্ঞানবান প্রভুকে এ-কথা বললেন ।৫৬—'এই ব্যক্তি এখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন, সে সুপ্ত, সংজ্ঞাহীন তৃণ বা কাষ্ঠে পরিণত। এর পরম প্রিয়জনেরা একে লালন ও পালন করেছেন, কিন্তু এখন এই ব্যক্তি পরিত্যক্ত।'৫৭

সারথির এই কথা শুনে তিনি কিছু ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, একি কেবল এই ব্যক্তিরই ধর্ম না সকলেরই এই পরিণাম ?৫৮ তখন সারথি এঁকে বললেন ; 'সমস্ত মানুষেরই এইটি অন্তিম ধর্ম। জগতে হীন, মধ্যম বা মহাত্মা সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।'৫৯ তারপরেই রাজপুত্র ধীরে হলেও মৃত্যুর কথা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। পরে গভীর স্বরে বললেন ; ৬০ 'প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত তবু জগৎ ভয় ত্যাগ করে ভুল করে। মনে হয়, মানুষের মন কঠিন, কেন-না তারা মৃত্যুর পথে থেকেও উদ্বেগহীন ।৬১ সুতরাং হে সারথি, রথ ফিরিয়ে নিন। আমাদের বিহারভূমির স্থান বা কাল এটি নয়। বিনাশ জেনে সচেতন মানুষ কেমন করে জগতে প্রমত্ত হতে পারে ?'৬২ রাজার কুমার এ-কথা বললেও সারথি রথ ফেরালেন না, পরন্তু রাজার আদেশে পদ্মশোভিত এক বিচিত্র বনে উপস্থিত হলেন ।৬৩

তখন তিনি নন্দনকাননের তুল্য সেই বন দর্শন করলেন। সেই বনে ছিল ফুল্ল ও কুসুমিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বৃক্ষ। সেখানে ছিল মত্ত কোকিল। সেই বন কুঞ্জশোভিত, সুন্দর দীর্ঘিগুলি পদ্মপূর্ণ ।৬৪ শ্রেষ্ঠ অপ্সরাশোভিত অলকাধিপতির আলয়ে মুনির মতো বিঘ্নপীড়িত সেই রাজপুত্রকে সুন্দরী নারীশোভিত সেই বনে নিয়ে যাওয়া হলো ।৬৫

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'উদ্বেগের উৎপত্তি' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × **চতুর্থ সর্গ** × × × × × × × × × × × × ×

নারী-প্রত্যাখ্যান

যেমন বর এলে স্ত্রীলোকেরা অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে, পুরোদ্যান থেকে রমণীর দল তেমন করেই এগিয়ে এল রাজকুমারের কাছে, কৌতূহলে তাদের চোখ চঞ্চল ।১ কাছে এসে প্রসন্নতায় তাদের নয়ন বিকশিত হলো। তারা পদ্মকলির মতো হাতে তাঁর প্রতি শিষ্টাচার দেখাল ।২ তারা এঁকে ঘিরে বসে রইল। তাদের চিত্ত কামে বিচলিত ; স্থির প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে তারা যেন এঁর সৌন্দর্যসুধা পান করছিল ।৩ ইনি ছিলেন দীপ্ত লক্ষণে শোভিত, এইগুলো ছিল এঁর সহজাত অলংকার। রমণীর দল এঁকে ভেবেছিল—মূর্তিমান কামদেব ।৪ সৌম্যভাব ও ধীর স্বভাবের জন্য কেউ-কেউ মনে করেছিল—সাক্ষাৎ চন্দ্র যেন তাঁর কিরণ গোপন করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ।৫ এঁর দেহের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা মুখ ঢেকে হাই তুলল আর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ধীরে-ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ।৬ এইভাবে সেই রমণীরা শুধু চোখ দিয়েই এঁকে দেখতে লাগল, কিন্তু এঁর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে কোন কথা বলল না হাসলও না ।৭

রমণীদের ঐরকম প্রণয়ে বিহ্বল অথচ নিষ্ক্রিয় দেখে পুরোহিত-পুত্র বুদ্ধিমান উদায়ী এই কথা বললেন ।৮—'তোমরা সকলেই সকল কলায় অভিজ্ঞ, ভাব-গ্রহণে দক্ষ, রূপ ও চাতুর্যসম্পন্ন, তোমরা আপন গুণেই প্রাধান্য লাভ করেছ ।৯ এই গুণে তোমরা উত্তর কুরু এবং কুবেরের কেলিকাননকেও শোভিত করতে পার, এই পৃথিবীকে তো আগেই শোভিত করেছ ।১০ তোমরা বীতরাগ ঋষিদেরও বিচলিত করতে সমর্থ, অপ্সরায় তৃপ্ত দেবগণকেও বশ করতে পার ।১১ ভাবজ্ঞান, অভিনয়, রূপ ও চাতুর্য-সম্পদে তোমরা স্ত্রীলোকেরও অনুরাগ সৃষ্টিতে সমর্থ, পুরুষদের তো কথাই নাই ।১২ এইরূপে গুণের অধিকারিণী হয়েও তোমরা নিজের কাজে উদাসীন। তোমাদের এই ব্যবহার অসঙ্গত ; তোমাদের সরলতায় আমি তুষ্ট নই ।১৩ তোমাদের এই আচরণ লজ্জায় কুণ্ঠিত-চক্ষু নববধূ বা গোপরমণীদের মতো ।১৪ সত্য বটে ইনি ধীর, সৌন্দর্য ও প্রভাবে মহান ; কিন্তু রমণীরাও মহাশক্তির অধিকারিণী। এখন থেকে এই বিষয়ে সংকল্প স্থির কর ।১৫ পুরাকালে দেবতাদের পক্ষেও দুর্ধর্ষ মহর্ষি ব্যাস বেশ্যাবধূ কাশিসুন্দরীর পদাঘাতে তাড়িত হয়েছিলেন ।১৬

পুরাকালে ভিক্ষু মন্থাল গৌতমজঙ্ঘা নামে এক বারাঙ্গনাকে প্রীত করার অভিলাষে অর্থ-সংগ্রহের জন্য মৃতদেহ বহন করেছিলেন ।১৭ বর্ণ এবং মর্যাদায় নীচ হলেও এই নারী দীর্ঘকালের তপস্বী, মহর্ষি ও দীর্ঘজীবী গৌতমকে মুগ্ধ করেছিলেন ।১৮ তেমনি নারী-সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা নানা উপায়ে হরণ করে বরণ করেছিলেন ।১৯ গভীর তপস্যায় মগ্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও অপ্সরা ঘৃতাচী অপহরণ করেছিলেন, তপস্বী তখন দশ বৎসরকে এক দিন মনে করেছিলেন ।২০ নারীগণ এইভাবেই ঐসব ঋষিদের চিত্তে বিকার সৃষ্টি করেছিল। এই রাজকুমারের তো সুকুমার ও নবীন বয়স, এঁর সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না ।২১ সুতরাং এই অবস্থায় নিশ্চিন্ত হয়ে এমনভাবে সচেষ্ট হও যাতে নৃপতির এই বংশশ্রী এখান থেকে বিমুখ না হন ।২২ যে-কোন যুবতী সমজাতীয় পুরুষের মন হরণ করতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট সকলেরই মন যারা আকর্ষণ করতে পারে তারাই বিশিষ্ট গুণের অধিকারিণী ।'২৩

উদায়ীর এই বাক্য শুনে সেই রমণীরা যেন বিদ্ধ হয়ে সজাগ হয়ে উঠল এবং কুমারকে বশ করার জন্য প্রস্তুত হলো ।২৪ তখন তারা অত্যন্ত ভীত অঙ্গনাদের মতো ভ্রূবিলাস, কটাক্ষ, অভিনয়, হাস্য এবং ললিত-গতির সাহায্যে আকর্ষণ করার কাজে তৎপর হয়ে উঠল ।২৫ কিন্তু রাজার আদেশ আর কুমারের সঙ্কোচ এই দুই কারণেই তাঁরা মদ ও মদনের বশবর্তী হয়ে দ্রুত ভীরুতা ত্যাগ করল ।২৬ তখন হিমালয়ের বনে হস্তিনীদলের সঙ্গে হস্তীর মতো সেই কুমার নারীগণকর্তৃক-পরিবৃত হয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন ।২৭ সেই রম্য কাননে স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি এমন শোভিত হলেন, মনে হলো যেন দেবালয়ের ক্রীড়াঙ্গনে অপ্সরা-পরিবৃত সূর্য ।২৮ কোন-কোন নারী মদমত্ত হয়ে তাদের কঠিন ও পরিপুষ্ট, সংহত ও উন্নত স্তন দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করল ।২৯ কোন-কোন নারীর শিথিল স্কন্ধ থেকে লম্বিত কোমল বাহুলতা। তাঁরা মিথ্যে পদস্খলনের অভিনয় করে এঁকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করল ।৩০ কোন রমণীর রক্তাধর মদিরাগন্ধী, সে তাঁর কর্ণে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'গোপন কথা শুনুন ।'৩১ চন্দন-জাতীয় অনুলেপন হাতে নিয়ে তাঁর হাতের স্পর্শলাভের ইচ্ছাতেই যেন তাঁকে

আদেশের সুরে বলল—'এখানে রেখা অংকন করুন'।৩২ কোন নারী মত্ততার ছলে বারবার তাঁর নীল শাড়ি শিথিল করে দিতে লাগল, তাতে ঈষৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল কোমরের কাঞ্চীমালা। রমণীকে মনে হলো বিদ্যুৎ-বিকশিত রাত্রি।৩৩ কোন-কোন রমণী তাদের সূক্ষ্ম বসনে আবৃত নিতম্ব এঁকে দেখিয়ে ঝংকৃত কনক-কাঞ্চী নিয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল।৩৪ অন্য নারীরা তাদের স্বর্ণকলসের মতো স্তনসমূহ দেখাতে দেখাতে কুসুমিত আম্রশাখা অবলম্বন করে ঝুলতে লাগল।৩৫ পদ্মবন থেকে কোন পদ্মলোচনা পদ্ম হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর পদ্মানন সেই রাজকুমারের পাশে পদ্মশ্রীর মতো এসে দাঁড়াল।৩৬ রাজকুমার তাঁদের কটাক্ষপাতেও শান্ত; কেউ-বা তাঁকে উত্তেজিত করতে-করতে বিচিত্র অংগভংগিমার সংগে মধুর গান গাইতে-গাইতে বলতে লাগল—'আপনি বঞ্চিত হলেন।'৩৭ ভ্রূরূপ ধনুকে কটাক্ষ-তীর নিক্ষেপ করতে-করতে সুমুখে কেউ বা এসে ধীর লীলায় এঁর গতিবিধির অনুকরণ করল।৩৮ কোন রমণীর স্তন সুন্দর ও পরিপুষ্ট। সে হাসতে-হাসতে কুন্তল ঘুরিয়ে এঁকে পরিহাস করল—'আমায় ধরুন তো।' রাজকুমার প্রস্থানোদ্যত হলেন; তখন একজন এসে তাঁকে মাল্যদানে বন্ধন করল, কেউ-কেউ বচনরূপ অংকুশের দ্বারা তাঁকে সংযত করলেন। তাঁদের বচনে বিদ্রূপ ছিল, মাধুর্যও ছিল।৩৯ স্পর্ধা প্রকাশ করে কোন মদবিহ্বলা নারী আম্রমঞ্জরী নিয়ে প্রশ্ন করলেন—'এই ফুল কার?'৪০ কোন একজন গতি এবং আকৃতি পুরুষের মতো করে একে বলল—'নারীদের কাছে জয়ী হয়েছিলেন, এবার এই পৃথিবী জয় করুন।'৪১ চঞ্চলনয়না কোন এক নারী নীলকমলের ঘ্রাণ নিতে-নিতে মধুর অস্ফুট বাক্যে রাজকুমারকে বলল,৪২ 'নাথ! মধুগন্ধি কুসুম-সমূহে ব্যাপ্ত এই আম্রবৃক্ষকে দেখুন, এখানে কোকিল যেন স্বর্ণপিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে কূজন করছে।৪৩ কামীজনের শোকবর্ধক এই অশোক দর্শন করুন, এখানে যেন অগ্নিতে দহ্যমান হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে।৪৪ এই তিলক-বৃক্ষটি দেখুন! চূতলতিকা একে আলিংগন করেছে। মনে হচ্ছে যেন পীত অংগরাগ-রঞ্জিত রমণীর দ্বারা আলিংগিত শুক্লবসন পুরুষ।৪৫ এই বিকশিত কুরুবকটি দেখুন, এ-থেকে অলক্তকের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নারীদের নখপ্রভায় এ তিরস্কৃত, তাই লজ্জিত হয়েই আনত হয়েছে।৪৬ পল্লবে ব্যাপ্ত এই শিশু অশোক-বৃক্ষকে দেখুন! এ-যেন আমাদের হস্ত-শোভায় লজ্জিত হয়ে রয়েছে।৪৭ তীরজাত সিন্ধুবারপুষ্পে আচ্ছাদিত এই দীঘি দেখুন, মনে হচ্ছে যেন শুভ্রবসনে আবৃত হয়ে কোন রমণী শুয়ে আছে।৪৮ নারীর মহিমা দেখুন! অনুগত ঐ চক্রবাক ভৃত্যের মতো জলে ভার্যার পেছনে চলেছে।৪৯

কূজনকারী মত্ত কোকিলের ধ্বনি শুনুন। আর একটি কোকিল সংগে-সংগেই যেন উত্তর দিয়ে কূজন করছে।৫০ বসন্ত ঋতু যে-মত্ততা সৃষ্টি করে তা-কি শুধু বিহংগের জন্যই? চিন্তার অযোগ্য বিষয় যিনি চিন্তা করছেন সেই জ্ঞানাভিমানী মানুষের জন্য নয় কি?'৫১ সেই যুবতীদের হৃদয় ছিল কামোদ্দীপ্ত; তারা পূর্বোক্ত বিচিত্র কৌশলে কুমারকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল।৫২ কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ধৈর্যের আবরণে সুরক্ষিত। 'মরতে হবে' এই উদ্বেগে তিনি হৃষ্ট হলেন না, ব্যথিতও হলেন না।৫৩ জ্ঞানের বিষয়ে তাঁদের অজ্ঞতা দেখে সেই পুরুষোত্তম একই সংগে উদ্বিগ্ন হলেন এবং ধীর চিত্তে চিন্তা করলেন।৫৪

চঞ্চল যৌবনকে কি এই নারীরা জানে না? এরা কি জানে রূপমত্ত ব্যক্তিকে জরা

এসে গ্রাস করবে ? ৫৫ নিশ্চয়ই এরা কারো রোগের আক্রমণ দেখে নি, তাই ব্যাধি ধর্মী জগতে ভয় ত্যাগ করে অমন হৃষ্ট হয়ে উঠেছে।৫৬ এটি সুস্পষ্ট যে সর্ব-অপহরণকারী মৃত্যুর বিষয়ে এরা অনভিজ্ঞ ; তাই শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন হয়ে খেলছে এবং হাসছে।৫৭ জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুকে জেনে কোন সচেতন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে অবস্থান বা উপবেশন কিংবা শয়ন করবে ? হাসা তো দূরের কথা।৫৮

অন্যকে জীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মৃত দেখে যে উদ্বিগ্ন হয় না সুস্থ থাকে, সে অচেতনের মতোই।৫৯ গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ে, ফল খসে পড়ে, গাছও ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটায়, অন্য গাছ তাতে শোক প্রকাশ করে না।৬০ এইভাবে তাঁকে চিন্তাপরায়ণ এবং বিষয়ে নিঃস্পৃহ দেখে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ উদায়ী বন্ধুত্ববশত বললেন।৬১ 'মহারাজ আমাকে সক্ষম বন্ধু জেনেই তোমায় দান করেছেন। সেই প্রণয়ভাব আছে বলেই তোমাকে কিছু বলার জন্য আমাব এই আগ্রহ।৬২ অমঙ্গল থেকে নিবৃত্ত করা, মঙ্গলজনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত করা এবং বিপদে ত্যাগ না করা—এই তিনটি মিত্রেব লক্ষণ।৬৩ সেই আমি মৈত্রীর শপথ নিয়ে পুরুষের লক্ষ্যে তোমাকে উদাসীন দেখেও যদি তোমাকে উপেক্ষা করি তবে বুঝতে হবে আমার মধ্যে মিত্রের গুণ নেই।৬৪ তাই বন্ধু হয়েই বলছি, তুমি তরুণ এবং তোমার দেহ সুন্দর। নারীদের প্রতি উদাসীনতা তোমার যোগ্য নয়।৬৫

নারীদের লজ্জা নিবারণ ও আপনাব আনন্দেব জন্য মিথ্যে বা 'লোক দেখান' হলেও ওদের প্রতি অনুকূল ব্যবহার সঙ্গত।৬৬ নম্রতা এবং অনুকূল আচবণ নারীদের প্রেমবন্ধন। সদ্ভাবই প্রেমের উৎস। নারীগণ সম্মান কামনা কবে।৬৭ স্মৃতরাং হে বিশালনয়ন ! তোমার হৃদয় বিমুখ হলেও এই রূপের যোগ্য সৌজন্যময় আচবণ কর।৬৮ সৌজন্যই নারীদের ঔষধ, সৌজন্যই পরম ভূষণ। সৌজন্যহীন রূপ পুষ্পহীন কাননের মতো।৬৯ কেবল সৌজন্যের কথাই বা বলি কেন ? অনুরাগের সঙ্গেই এই নারীদের গ্রহণ কর। দুর্লভ বিষয় লাভ কবে অবহেলা করা উচিত নয়।৭০ কামই শ্রেষ্ঠ—এই জেনে দেবরাজ ইন্দ্রও পুরাকালে গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যাকে কামনা করেছিলেন।৭১ এমন শোনা যায়, অগস্ত্য সোমের ভার্যা রোহিণীকে প্রার্থনা করেছিলেন, ফলে, তাঁর তুল্য লোপামুদ্রাকে লাভ করেছিলেন।৭২ বৃহস্পতি মমতার গর্ভে ভরদ্বাজকে জন্ম দিয়েছিলেন। মমতা মরুতের কন্যা এবং উতথ্যের ভার্যা।৭৩ হোমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্র বৃহস্পতির হোমকার্যরতা মহিষীব গর্ভে দেবসদৃশকর্মকারী বুধকে সৃষ্টি করেছিলেন।৭৪ অনুরাগের বশবর্তী হয়ে পরাশর যমুনাতীরে মৎস্যকন্যা কালীকে সম্ভোগ করেছিলেন।৭৫ মুনি বশিষ্ঠ রমণের ইচ্ছায় নিন্দিত চণ্ডালকন্যা অক্ষমালার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, ফলে জন্মগ্রহণ করেছিল কপিঞ্জলাদ নামে এক পুত্র।৭৬ বয়স অতিক্রান্ত হলেও রাজর্ষি যযাতিও চৈত্ররথ বনে অপ্সরা বিশ্বাচীর সঙ্গে রমণ করেছিলেন।৭৭ স্ত্রীসংসর্গ প্রাণান্তকারী জেনেও কুরুবংশজাত পাণ্ডু মাদ্রীর রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে কামজ সুখ ভোগ করেছিলেন।৭৮ আবার করালজনক ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তবু কামসেবা করেন নি এমন নয়।৭৯ এইভাবে পুরাকালের মহাত্মাগণ আনন্দের জন্য নিন্দিত বিষয়ও ভোগ করেছেন, গুণযুক্ত বিষয়ের তো কথাই নেই।৮০ কিন্তু তুমি বলবান এবং রূপবান যুবাপুরুষ, এই জগৎ যাতে অনুরক্ত সেই বিষয় ন্যায়ত লাভ করে তুচ্ছ করছ।'৮১

কুমার তার এই মধুর, শাস্ত্রসংগৃহীত কথা শুনলেন ; তারপর মেঘগর্জনের মতো গম্ভীর ধ্বনিতে উত্তর দিলেন ।৮২ 'সৌহার্দসূচক এই বাক্য তোমার পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু যে-বিষয়ে আমাকে মন্দ মনে করছ সে-বিষয়ে তোমাকে বোঝাব ।৮৩ আমি বিষয়কে অবজ্ঞা করছি না। জগৎ এতে আসক্ত তাও আমি জানি। কিন্তু জগৎকে অনিত্য মনে করে, এতে আমার মন আনন্দ পাচ্ছে না ।৮৪ যদি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—এই তিনটি না থাকত তবে মনোজ্ঞ বিষয়গুলিতে আমারও আনন্দ হতো ।৮৫ যদি নারীদের দেহ চিরকাল এরূপই থাকত তবে নিশ্চয়ই দোষযুক্ত হলেও কামে আমার মন অনুরক্ত হতো ।৮৬ কিন্তু যখন জরায় জীর্ণ এদের রূপ নিজেরও অবাঞ্ছিত হবে তখন মোহ-বশতই তাতে আসক্তি হতে পারে ।৮৭ মৃত্যু, ব্যাধি, জরা যার ধর্ম সে যদি অনুদ্বিগ্ন হয়ে মৃত্যু, ব্যাধি, জরা যার স্বরূপ তাকে ভোগ করে তবে সে মৃগপক্ষীদের সমান ।৮৮ যাঁরা মহাত্মা তাঁরাও কামস্বভাব এই যে কথাটি বলেছ এতে ভয়ই করা কর্তব্য, কেননা তাদেরও পতন হয়েছে ।৮৯ সাধারণের মতোই যাদের পতন ঘটে, বিষয়ে যাদের আসক্তি রয়েছে কিংবা আত্মসংযমের সঙ্গে যোগ নেই তাদের মাহাত্ম্য আছে এরূপ আমি মনে করি না ।৯০ তুমি বলেছ, 'ছল করেও রমণীর সঙ্গে মিলিত হও', তার উত্তরে বলি, আনুকূল্যের জন্য কোন কপটতা আমি জানি না ।৯১ সেই আনুগত্য আমার রুচিকর নয় যাতে সরলতা নেই। মিলন যদি সর্বাত্মক না হয় তবে তাকে ধিক্ ।৯২ অধীর, বিশ্বস্ত, আসক্ত অদোষদর্শী ও অনুরাগ-যুক্ত চিত্তকে বঞ্চনা করবার কি থাকতে পারে ?৯৩ অনুরাগী ব্যক্তিরা যদি এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করে তবে পুরুষের নারীকে এবং নারীর পুরুষকে দর্শন করাই সংগত নয় ।৯৪ তাই যদি হয় তবে দুঃখার্ত ও জরা-মরণভাগী আমাকে অশুভ কামে তোমার প্রলুব্ধ করা উচিত নয় ।৯৫ ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যবস্তুতে তুমি সার দর্শন করেছ—তোমার মন অতি ধীর ও শক্তিমান্। প্রাণীদের মৃত্যুর পথে দেখেও অতি তীব্র সংকটের মধ্যে তুমি বিষয়ে আসক্ত রয়েছ ।৯৬ আমি কিন্তু জরা, বিপদ ও ব্যাধির ভয় চিন্তা করে ভীরু ও বিহ্বল হয়ে পড়েছি। আমি শান্তি বা ধৈর্য লাভ করতে পারছি না। জগৎকে যেন অগ্নিতে জ্বলন্ত দেখতে পাচ্ছি, আমার আনন্দ হবে কিসে ?৯৭ মৃত্যু জেনেও যে-মানুষের হৃদয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়, মহাভয়ের মধ্যে যে বিষয়ে অনুরক্ত হয়—কাঁদে না, তার বুদ্ধিকে আমি লৌহময় মনে করি।'৯৮ তারপর কুমার দৃঢ় সংকল্পযুক্ত ও কামাশ্রয়-বিনাশক বাক্য শেষ করলেন, লোকচক্ষুর দর্শনীয় সূর্যমণ্ডলও অস্তমিত হলেন ।৯৯

তখন ব্যর্থভূষণ এবং মাল্যধারিণী রমণীগণ কলা-নৈপুণ্য ও প্রণয় নিষ্ফল হওয়ায় নিজেদের অন্তরেই কাম-বাসনাকে নিগৃহীত করল। পরে ভগ্নমনোরথ হয়ে তারা নগরে প্রস্থান করল ।১০০ তারপর রাজকুমার দেখলেন উদ্যানের জনশোভা প্রত্যাহৃত। তিনি তখন সর্বব্যাপী অনিত্যতার কথা চিন্তা করতে-করতে বাসগৃহে প্রবেশ করলেন ।১০১ তখন রাজা শুনলেন তাঁর পুত্রের মন বিষয়-বিমুখ ; শোনার পর হৃদয়ে শূলবিদ্ধ হস্তীর মতো সেই রাত্রিতে তিনি শয়ন করতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে নানাভাবে মন্ত্রণা করে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তিনি তখন পুত্রের বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণের জন্য বিষয়-ভোগ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখতে পেলেন না ।১০২

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'নারী-প্রত্যাখ্যান'-নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

××××××××××××× পঞ্চম সর্গ ×××××××××××××

অভিনিষ্ক্রমণ

সেই শাক্যরাজপুত্র পরম মূল্যবান ভোগবস্তুতে প্রলুব্ধ হয়েও না পেলেন ধৈর্য, না পেলেন সুখ. তাঁর অবস্থা হয়ে দাঁড়াল অতি বিষাক্ত বাণবিদ্ধ সিংহের মতো।১ তারপর কোন এক সময়ে শান্তিলাভের ইচ্ছায় বনভূমি দর্শনে উৎসুক হলেন। রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি বাইরে চলে গেলেন। তাঁর অনুসরণ করলেন বন্ধু মন্ত্রীপুত্রগণ, তাঁরা বিচিত্র কথায় পটু।২ তিনি বৃক্ষ ও কমল-চিহ্নিত পতাকায় শোভিত হয়ে, নতুন স্বর্ণ-নির্মিত লাগাম ও ঘণ্টাযুক্ত. চঞ্চল চামর ও মনোজ্ঞ স্বর্ণাভরণে ভূষিত, কেতুর মতো শোভমান কন্থক নামে এক উত্তম অশ্বে আরোহণ করে প্রস্থান করলেন।৩ ধনের লোভে এবং মাটির গুণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি অতিদূর বনান্তভূমিতে গমন করলেন এবং দেখলেন জলতরঙ্গের মতো পরিবর্তনশীল লাঙলে পথযুক্ত ভূমি কর্ষিত হচ্ছে।৪ বিচ্ছিন্ন নবীন তৃণ ও কুশে বিকীর্ণ, নিহত ক্ষুদ্র ক্রিমিকীট ও জন্তুতে আচ্ছন্ন সেই ভূমি দর্শন করে এমন শোক করলেন, মনে হলো যে তাঁর স্বজনকে বধ করা হয়েছে।৫ বাতাস, সূর্যকিরণ এবং ধূলায় পুরুষ কৃষকদের দেহবর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছে, বহনের ক্লান্তিতে বৃষগুলি বিকল হয়ে পড়েছে. দেখতে-দেখতে সেই সরল কুমার গভীর শোক প্রকাশ করলেন।৬

তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলেন তারপর শোকযুক্ত হয়ে মাটিতে বিচরণ করতে লাগলেন। জগতের জন্ম-মৃত্যুর কথা ভাবতে-ভাবতে কাতর হয়ে বললেন, এ সংসার প্রকৃতই দুঃখের!৭ অন্তরে একাগ্রতা লাভের ইচ্ছায় অনুগামী সেই বন্ধুদের নিবৃত্ত করে তিনি সম্মুখস্থ নির্জন জম্বু বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হলেন। সেই বৃক্ষের পত্র চঞ্চল ও মনোহর।৮ তিনি বৈদূর্যমণির মতো শ্যামল তৃণময় ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা চিন্তা করতে-করতে মনের একাগ্রতার পথ আশ্রয় করলেন।৯ সঙ্গে-সঙ্গে মনের স্থৈর্য লাভ করে বিষয়-বাসনা ও মনোবেদনা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ধ্যানের স্থিরতা লাভ করলেন। সেই ধ্যান বিতর্ক ও বিচারযুক্ত।১০ এরপর তিনি পরম প্রীতি লাভ করলেন। সেই প্রীতি তাঁর বিবেক থেকে উদ্ভূত; তিনি পেলেন সুখকর একাগ্রতা। তখন লোকের গতি বেশ সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করে গভীরভাবে তিনি এই বিচার করলেন: ১১ 'কি মূর্খতা! অত্যন্ত অজ্ঞ, অহংকারে মত্ত মানুষ নিজে পরাধীন, রোগ ও জরায় পীড়িত এবং মরণশীল হয়েও জরাগ্রস্ত, পীড়িত বা মৃতকে ঘৃণা করে।১২ এ-সংসারে আমি স্বয়ং এইরকম হয়ে যদি সেই স্বভাবসম্পন্ন অন্যকে ঘৃণা করি তবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমি জানি বলেই তা আমার অনুরূপ বা যোগ্য হবে না।'১৩ এইভাবে যখন তিনি ব্যাধি, জরা মৃত্যুরূপ জগতের এই দোষগুলিকে যথাযথভাবে বিচার করে দেখছিলেন তখন—বল, যৌবন ও জীবন থেকে উৎপন্ন নিজের অভিমানও ক্ষণিকের মধ্যে অন্তর্হিত হলো।১৪ তিনি আনন্দ করলেন না, অনুতাপও করলেন না। তাঁর সন্দেহ হলো না, তন্দ্রা বা নিদ্রাও তাঁর এল না। বিষয়ের আস্বাদে তিনি আসক্ত হলেন না; অন্যকে তিনি বিদ্বেষ করলেন না, অবজ্ঞাও করলেন না।১৫

সেই মহাত্মার এই নির্মল ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি আরও বিকশিত হলো। (একদিন) অন্য ব্যক্তিদের অদৃশ্য ভিক্ষুবেশধারী এক পুরুষ তাঁর কাছে এলেন।১৬ রাজকুমার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'জন্ম-মৃত্যুতে ভীত আমি এক শ্রমণ; আমি মুক্তির জন্য গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করেছি।১৭ স্বজন বা পরজনে সমবুদ্ধি আমি। বিভিন্ন বিষয়ে আমার আসক্তি-দোষ দূরীভূত হয়েছে। নশ্বর জগতে মুক্তিকামী হয়ে আমি সেই মঙ্গলময় অক্ষয় পদের সন্ধান করছি।১৮ কখনও বৃক্ষমূলে অথবা বিজন দেবালয়ে, পর্বতে কিংবা বনে বাস করে সঞ্চয়হীন, আশাহীন অবস্থায় আমি অনায়াসে আগত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে পরমার্থের জন্য বিচরণ করছি।'১৯ এই বলে রাজকুমারের দৃষ্টির সামনেই তিনি আকাশে উঠে গেলেন। তিনি স্বর্গবাসী অন্য বুদ্ধদের দেখেছিলেন। রাজকুমারের স্মৃতি জাগরিত করবার জনাই তিনি সেই দেহ ধারণ করেছিলেন।২০ তিনি বিহঙ্গের মতো আকাশে উঠে গেলেন; তাই দেখে নৃপশ্রেষ্ঠ আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তাঁর কাছে ধর্মজ্ঞান লাভ করে তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন।২১

তখন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বজয়ী, ইন্দ্রতুল্য সেই রাজকুমার নগর-প্রবেশের ইচ্ছায় অশ্বে আরোহণ করলেন, কিন্তু পরিজনদের কথা ভেবে সেখান থেকেই অভীষ্ট বনে গমন করলেন না।২২ তিনি জরা-মরণ ক্ষয় করতে ইচ্ছুক হয়ে, বনবাসের সংকল্প স্মরণে রেখে অনিচ্ছায় নগরে প্রবেশ করলেন, গজরাজ যেমন বনভূমি থেকে মণ্ডলে প্রবেশ করে ঠিক তেমনি ধীর গতিতে।২৩ তাঁকে প্রবেশ করতে দেখে কোন রাজকন্যা হাত জোড় করে বললেন—'হে আয়তনয়ন, ইহলোকে যার পতি এমন সেই স্ত্রী অবশ্যই সুখী এবং কৃতার্থ।'২৪ তখন মহামেঘের মতো ধ্বনি বিশিষ্ট এই শব্দ তিনি শুনলেন। 'কৃতার্থ' এই শব্দটি তিনি শুনলেন এবং নির্বাণের উপায় চিন্তায় মন দিলেন।২৫

তারপর রাজপুত্র গৃহে প্রবেশ করলেন। সুমেরু শিখরের মতো উন্নত তাঁর দেহ, হস্তীর শুণ্ডের তুল্য তাঁর বাহু, মেঘের মতো গম্ভীর তাঁর ধ্বনি, ঋষভের মতো নয়ন, চন্দ্রের মতো আনন, আর সিংহের মতো বিক্রম।২৬ স্বর্গলোকে দেবগণের সভায় প্রদীপ্ত ইন্দ্রের নিকটে সনৎকুমার যেমন উপস্থিত হন, তেমনি সিংহগতি রাজকুমার মন্ত্রীসেবিত নৃপতির সম্মুখে উপনীত হলেন।২৭ তিনি প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'হে নরদেব! প্রীতিভরে আমাকে অনুমতি দিন। আমি মোক্ষের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করব। এই ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) বিচ্ছেদ তো একদিন হবেই।'২৮ তাঁর এই কথা শুনে রাজা হস্তীর দ্বারা আহত বৃক্ষের মতো কাঁপতে লাগলেন। পরে কমলতুল্য করপুটে তাঁকে ধরে বললেন,২৯ 'বৎস, এই বুদ্ধি ত্যাগ কর; তোমার ধর্মানুশীলনের সময় এ নয়। প্রথম বয়সে বুদ্ধি চঞ্চল থাকে বলে ধর্মাচরণকে বহু দোষের কারণ বলা হয়েছে।৩০ বিষয়ভোগে যার ইন্দ্রিয় উৎসুক, ব্রতের ক্লেশ বহনের সংকল্পে সে অক্ষম, বিশেষত শুভাশুভ বিচারে যে অনভিজ্ঞ, অরণ্যে থেকে তার মন বিচলিত হয়।৩১ হে ধর্মপ্রিয়! তুমি লক্ষণযুক্ত, তোমাতে রাজলক্ষ্মী স্থাপন করে আমারই ধর্মাচরণের সময় উপস্থিত হয়েছে। হে স্থিরবিক্রম, বলপূর্বক পিতাকে ত্যাগ করলে তোমার ধর্ম অধর্মে পরিণত হবে।৩২ সুতরাং তুমি এই সংকল্প ত্যাগ কর, গৃহস্থ ধর্মে নিযুক্ত হও। যৌবনের সুখ উপভোগ করার পরেই মানুষের তপোবনে প্রবেশ রমণীয়।'৩৩

রাজার এই কথা শুনে তিনি চড়াই পাখির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হে রাজন্, যদি চারটি বিষয়ে আপনি আমার রক্ষক হন তবে তপোবনে যাব না।৩৪ আমার জীবনের মরণ হবে না, রোগ আমার এই স্বাস্থ্য হরণ করবে না, জরা আমার যৌবন আকর্ষণ করবে না এবং বিপদ আমার সম্পত্তি হরণ করবে না।'৩৫ পুত্রের এই অসম্ভব কথা শুনে শাক্যরাজ বললেন, 'তোমার বুদ্ধি অতিরিক্ত বুদ্ধিলাভ করেছে, এই বুদ্ধি তুমি ত্যাগ কর। যে অসম্বন্ধ ও অপ্রাপ্য কামনা করে সে উপহাসের পাত্র হয়ে থাকে।'৩৬ তখন মেরুপর্বতের মতো দৃঢ় কুমার তাঁর পিতাকে বললেন, 'যদি অসম্বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বারণ করা উচিত নয়। অগ্নিতে জ্বলন্ত গৃহ থেকে যে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক তাকে ধরে রাখা সংগত হবে না।'৩৭ জগৎ থেকে বিচ্ছেদ যখন ধ্রুব তখন ধর্মের জন্য নিজেই বিচ্ছেদ ঘটান সংগত। কারণ আমি শক্তিহীন, স্বার্থ সম্পাদনে অতৃপ্ত অবস্থাতে মৃত্যু আমাকে হরণ করবে।'৩৮ রাজা মুক্তিকামী সেই পুত্রের সংকল্পের কথা শুনে, 'না, সে যাবে না,' এই বলে তাঁর ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে দিলেন, তাঁর প্রহরার ব্যবস্থাও করে দিলেন।৩৯ তখন মন্ত্রিগণ তাঁকে সমাদরে প্রীতি-পূর্বক যথাশাস্ত্র বোঝালেন, পিতাও তাঁকে অশ্রুবর্ষণ করে নিবারণ করেছেন। তিনিও শোক করতে-করতে নিজের মহলে প্রবেশ করলেন।৪০

সেই সময়ে মৃগশাবকের মতো চকিত-নয়না যুবতিগণ তাঁকে দেখছিল। এদিকে চঞ্চল কুন্তল তাদের মুখচুম্বন করছিল, ঘন নিঃশ্বাসে তাদের স্তন কম্পিত হচ্ছিল।৪১ সুমেরু পর্বতের মতো প্রদীপ্ত সেই রাজকুমারকে দেখে রমণীদের মন উন্মত্ত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর বাক্যে তাদের শ্রবণ, স্পর্শের দ্বারা তাদের অঙ্গ, দেহের দ্বারা তাদের নয়ন এবং গুণের দ্বারা তাদের রূপাভিমান জয় করলেন।৪২ দিনের অবসানে সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান সেই রাজকুমার, আপন প্রভায় অন্ধকার দূর করার ইচ্ছায় সূর্য যেমন মেরুপর্বতে আরোহণ করেন তেমনি প্রাসাদে উঠলেন।৪৩ সেই প্রাসাদ স্বর্ণ-নির্মিত উজ্জ্বল দীপবৃক্ষে প্রদীপ্ত, উত্তম কৃষ্ণাগুরুধূপে তার কক্ষ পরিপূর্ণ। রাজকুমার আরোহণ করে মণিখণ্ডে চিত্রিত স্বর্ণাসনে উপবেশন করলেন।৪৪ চন্দ্রশুভ্র হিমালয় শিখরে কুবের-নন্দনকে অপ্সরা সঙ্ঘ যেমন অভ্যর্থনা করেন সেইরূপ সেই ইন্দ্রকল্প রাজকুমারকে বরাঙ্গনাগণ তূর্যধ্বনি করে অভ্যর্থনা জানালেন।৪৫ দিব্য তূর্যের ন্যায় সেই শ্রেষ্ঠ তূর্যের ধ্বনিতে তিনি সুখ লাভ করলেন না, প্রসন্নও হলেন না। পরমার্থ সুখের জন্য সেই সাধুর গৃহত্যাগের আগ্রহ, তাই প্রীত হলেন না।৪৬ তারপর তপস্যায় গরিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ তাঁর সংকল্পের কথা জানতে পেরে একই সময়ে নারীদের নিদ্রা বিধান করলেন এবং তাদের অঙ্গভঙ্গী বিকৃত করে দিলেন।৪৭

সেখানে কোন নারী ক্রোড়ে স্থিত, স্বর্ণপাত্রে চিত্রিত, অতিপ্রিয় বীণাটিকে যেন কুপিত হয়েই ত্যাগ করে, চঞ্চল হস্তে কপোল রেখে শয়ন করলেন।৪৮ আর এক রমণী হাতে বেণুটি লগ্ন, দুটি স্তন থেকে শুভ্র বসন বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, দেখে মনে হলো যেন সরল ভ্রমর পঙ্‌ক্তি শোভিত, জলের ফেনায় হাস্যময় তটযুক্ত নদীর মতো।৪৯ অন্য এক নারী, নবীন পদ্মের মধ্যভাগের ন্যায় কোমল, উজ্জ্বল স্বর্ণময় অঙ্গদমণ্ডিত দুই বাহু দিয়ে প্রিয়ের মতো মৃদঙ্গকেই আলিঙ্গন করে ঘুমিয়ে পড়ল।৫০ আবার নবীন স্বর্ণভূষণে ভূষিত, অপূর্ব পীতবসন-পরিহিত অন্য নারীরা গাঢ় নিদ্রায় অবশ হয়ে গজভগ্ন কর্ণিকার শাখার মতোই মাটিতে পড়ে গেল।৫১ গবাক্ষের পার্শ্ব

অবলম্বন করে আর একজন রমণী শুয়ে রয়েছে। তার দেহযষ্টি ধনুকের মতো বঙ্কিম, চারুহার লম্বিত হয়ে আছে। দেখে মনে হয় বাইরের দ্বারে নির্মিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকা।৫২ অন্য একজনের বিনত মুখ মণিময় কুণ্ডলে দষ্ট; মনে হলো যেন কারণ্ডবপক্ষীর দ্বারা আলোড়িত পদ্ম।৫৩ স্তনভারে অবনত দেহ অন্য রমণীরা যেমন বসেছিল তেমনি শুয়ে পড়ল। কনক-কঙ্কণভূষিত বাহুপাশে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে। এক অপরূপ দৃশ্য।৫৪ চঞ্চল স্বর্ণহার পরিহিতা কোন রমণী বৃহৎ বীণাটিকে সখির মতো আলিঙ্গন করে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন তার মুখ থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে লাগল।৫৫ কোন যুবতীর বাহুর স্কন্ধদেশ থেকে চারুবন্ধন-যুক্ত সারঙ্গী খসে পড়েছে, সে তাকে তার উরু দুটির গহ্বরে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সারঙ্গী যেন বিলাসময় রতিক্রীড়ার শেষে তার ক্লান্ত পতি।৫৬ অন্য এক রমণীর আয়ত নয়ন, সুন্দর তার ভ্রুকুটি কিন্তু চক্ষু নিমীলিত; তাই মনে হচ্ছিল যেন সূর্য অস্তমিত হবার পরে নিমীলিত পদ্ম, তার কোষ এখন সংকুচিত।৫৭ আবার অন্য কোন নারীর কেশপাশ শিথিল এবং বিক্ষিপ্ত, জঘন থেকে অলংকার এবং বসনপ্রান্ত স্খলিত হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছিল যেন হাতির আঘাতে কোন স্ত্রী-প্রতিমা ভেঙ্গে গেছে।৫৮ অন্য রমণীরা অবশ, তারা ধৈর্য ও রূপমণ্ডিত হলেও এখন নিদ্রিত থাকায় নির্লজ্জ; তারা উৎকট নিঃশ্বাস ফেলল আর বাহু ছড়িয়ে দিয়ে বিকট হাই তুলতে লাগল।৫৯ ভূষণ ও মাল্য শিথিল হয়ে পড়েছে, বস্ত্রের গ্রন্থি খুলে পড়েছে; এইরকম অন্য রমণীরা শ্বেত ও নিশ্চল নয়ন উন্মুক্ত রেখে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছিল যেন কতকগুলি শব।৬০ আর একটি নারীর মুখ খোলা। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়েছে, তার দেহ ফুলে গেছে। গোপন ইন্দ্রিয় প্রকাশিত করে সে মদমত্তের মতো শায়িত ছিল। তার কোন শোভা ছিল না। সে বিকৃত দেহ ধারণ করেছিল।৬১

এইভাবে স্বভাব, বংশ, এবং চরিত্র অনুযায়ী বিবিধরূপে সেই রমণীগণ শায়িতা। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক সরোবর, সেখানে বায়ুর পীড়নে কমলদল ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত।৬২ তাদের দেহ সুন্দর এবং বচন মধুর হলেও নানাভাবে শায়িত, অস্থির অঙ্গভঙ্গীযুক্ত বিকৃত সেই যুবতীদের দেখে রাজপুত্র ঘৃণাবোধ করলেন।৬৩ জীব-জগতে নারীদের এই প্রকার স্বভাব—অপবিত্র এবং বিকৃত; কিন্তু বসন ও আভরণের শোভায় বঞ্চিত পুরুষ নারীতে অনুরক্ত হয়।৬৪ মানুষ যদি নারীদের প্রকৃতি এবং নিদ্রাবস্থায় এইরূপ বিকৃতির কথা বিবেচনা করে তবে অবশ্যই এই বিষয়ে আর ভুল করবে না; কিন্তু দেহসৌন্দর্যে অভিভূত হয়েই সে অনুরক্ত হয়।৬৫ এইভাবে সেই পার্থক্যটুকু তিনি উপলব্ধি করলেন; ফলে রাত্রিতেই তাঁর নিষ্ক্রমণের ইচ্ছা জাগ্রত হলো। তখন তাঁর সংকল্প জানতে পেরে দেবগণ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন।৬৬

তারপর শায়িত সেই যুবতীদের নিন্দা করতে-করতে তিনি প্রাসাদপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন, শেষে নিঃশঙ্ক হয়ে গৃহের প্রথম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন।৬৭ দ্রুতগামী ছন্দককে জাগ্রত করে তিনি বললেন, শীঘ্রগামী অশ্ব কন্থককে আন। অমৃত লাভের জন্য এই স্থান থেকে আমার যাওয়ার ইচ্ছা।৬৮ আজ আমার হৃদয়ে যে তুষ্টির উদয় হয়েছে, অন্তরে যে-সংকল্পের জাগরণ ঘটেছে তাতে এই বিজনেও আমি প্রভুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি, নিশ্চয় অভীষ্ট বস্তু আজ সম্মুখে সমাগত।৬৯ লজ্জা ও সরলতা ত্যাগ করে যে ভাবে যুবতীরা আমার সম্মুখে শয়ন করল, গৃহদ্বার

যেভাবে স্বয়ং উন্মুক্ত হলো—তাতে মনে হয়, এই আমার যাত্রার সময়।৭০ রাজার আদেশের অর্থ অবগত হলেও যেন অন্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে সে প্রভুর আজ্ঞা স্বীকার করে অশ্ব আনয়নে মন স্থির করল।৭১ এরপর সে প্রভুর সামনে অশ্ব নিয়ে এল। সেই অশ্ব বল, সাহস, বেগ ও বংশগৌরবসম্পন্ন, তার মুখে সোনার লাগাম বাঁধা আর পিঠে কোমল শয্যার আস্তরণ।৭২ সেই অশ্বের মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ, পুচ্ছমূল এবং পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত; রোম, পুচ্ছ ও কর্ণ শান্ত এবং ক্ষুদ্র, পৃষ্ঠ ও কুক্ষির পার্শ্ব নত ও উন্নত; নাসিকা ললাট, কটি এবং বক্ষ বিশাল।৭৩ বিপুলবক্ষ সেই রাজকুমার কমলতুল্য কোমল হস্তে তাকে আলিঙ্গন করলেন; তারপর সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশকামী ব্যক্তির মতো তাকে মধুরাক্ষর যুক্ত বাক্যে প্রীত করতে-করতে আদেশ দিলেন।৭৪ মহারাজ তোমাতে আরোহণ করে সমরে বহুবার শত্রুদের নিরস্ত করেছেন। হে অশ্বশ্রেষ্ঠ, আমিও যাতে অমৃতপদ লাভ করতে পারি তুমি তাই কর।৭৫ সংগ্রামে, ভোগ্যবস্তু থেকে প্রাপ্ত সুখে, ধনোপার্জনে সহায় অবশ্যই সুলভ। কিন্তু আপদে পতিত হলে কিংবা ধর্মের আশ্রয় নিলে পুরুষের আশ্রয় দুর্লভ।৭৬ এই সংসারে যারা কলুষ কর্মে বা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণে সহায় হয়, নিশ্চয়ই সেই পুরুষেরাও তার অংশভাগী হয়। ইহাই আমার অন্তরাত্মার উপলব্ধি।৭৭ সুতরাং এইস্থান থেকে আমার বহির্গমন জগতের হিতের জন্য—তাই ধর্মযুক্ত, এটি বুঝে, হে অশ্বশ্রেষ্ঠ নিজের হিতের জন্য এবং জগতের হিতের জন্য আপন বেগ ও পরাক্রম প্রকাশে যত্নশীল হও।৭৮

এইভাবে বনগমনে অভিলাষী, অগ্নির মতো দীপ্তিমান, উন্নত দেহ সেই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মতো তাকে কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়ে শারদ মেঘে সূর্যের মতো অশ্বরত্নে আরোহণ করলেন।৭৯ তারপর সেই উত্তম অশ্ব নিশীথকালের পক্ষে ভয়ংকর, পরিজনদের নিদ্রাভঙ্গকারী হনুরবহীন এবং হ্রেষাশূন্য হয়ে নির্ভয় পদক্ষেপে যাত্রা করল।৮০ তখন যক্ষগণ অবনত দেহে কমলতুল্য হস্তাগ্রের দ্বারা যেন কমলবর্ষণ করতে-করতে অশ্বের খুরগুলি ধারণ করলেন। তাহাদের হস্তাগ্র স্বর্ণবলয়ে ভূষিত এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন।৮১ বিশাল অর্গল ও কপাটে যে নগরদ্বারগুলি হস্তীসমূহের দ্বারাও সহজে উন্মুক্ত হয় না, রাজপুত্র বেরিয়ে আসার পর তারা নিঃশব্দে নিজ হতেই খুলে গেল।৮২ তারপর তিনি কৃতসংকল্প বলেই অনুকূল পিতা, শিশুপুত্র, অনুরক্ত প্রজা এবং শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে নিস্পৃহচিত্তে পিতৃনগর থেকে নির্গত হলেন।৮৩

তারপর সেই নির্মলপদ্মের মতো আয়তনয়নে নগরের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি সিংহনাদে বলে উঠলেন, 'জন্ম মৃত্যু পার না দেখে আমি কপিলাবস্তু নগরে প্রবেশ করব না।'৮৪ এই ঘোষণাবাক্য শুনে কুবেরের পারিষদবর্গ আনন্দিত হলেন এবং প্রসন্নচিত্ত দেবসংঘ এঁর নিশ্চিত সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করলেন।৮৫ অন্য দেবগণ, যাদের দেহ অগ্নির মতো প্রদীপ্ত, তারা এঁর সংকল্প অতি দুষ্কর জেনে তুষারাবৃত পথে মেঘবিবর থেকে নির্গত চন্দ্রকিরণের মতো আলোক আকর্ষণ করলেন।৮৬ সূর্যের দ্রুতগামী অশ্বের মতো তাঁর অশ্ব যেন অন্তরে প্রেরণা লাভ করে ছুটে চলেছে, নব-সূর্যের আলোকে অন্তরীক্ষে নক্ষত্র যখন ম্লান তখন তিনিও বহু যোজন পথ অতিক্রম করে এলেন।৮৭

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'অভিনিষ্ক্রমণ'-নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

ছন্দক বিসর্জন

তারপর মুহূর্তের মধ্যে জগতের চক্ষু সূর্য উদিত হলো। সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার দেখলেন ভার্গব মুনির আশ্রম।১ সেই আশ্রমে হরিণ সরল বিশ্বাসে প্রসুপ্ত, বিহঙ্গ-দল শান্তিতে অবস্থিত। দেখে তিনি কৃতার্থ হলেন। তাঁর ক্লান্তি আর রইল না।২ নিজের অহংকার নিবারণের জন্য, তপস্যা ও পূজার জন্য, এবং বিনয় রক্ষার জন্য তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন।৩ অবতরণ করে, 'তুমি আমাকে পার করেছ' এই বলে অশ্বকে স্পর্শ করলেন এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করে ছন্দককে বললেন,৪

'হে সৌম্য, তার্ক্ষ্যের সমান বেগবান এই অশ্বের অনুগমন করে আমার প্রতি ভক্তি এবং নিজের এই বিক্রম প্রদর্শন করেছ।৫ আমার কাজ সম্পূর্ণ। তবু তোমার এইপ্রকার প্রভুপ্রীতি, এইপ্রকার শক্তি; তুমি নিশ্চয়ই আমাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছ।৬ প্রীতিহীনও সমর্থ হয়, সামর্থ্যহীনও ভক্তিমান হয়। পৃথিবীতে তোমার মতো ভক্তিমান ও সমর্থ লোক দুর্লভ।৭ সুতরাং তোমার এই মহৎ কর্মে আমি প্রীত হয়েছি, এই ভেবে যে তোমার ফলের কোন কামনা নেই।৮ যে ফলদানে সমর্থ কোন্ ব্যক্তি তাঁর অনুকূল হয় না? বিপর্যয়ে স্বজনও অত্যন্ত সাধারণ জনে পরিণত হয়।৯ বংশের জন্য পুত্রকে পালন করা হয়, ভরণ-পোষণের জন্য পিতাও সেবিত হয়ে থাকেন। কোন এক আশা-সূত্রেই জগৎ পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। অকারণ আত্মীয়তা নেই।১০ অধিক বলে কি লাভ? সংক্ষেপে আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ তুমি করেছ। এখন তুমি অশ্ব নিয়ে ফিরে যাও, আমার ঈপ্সিত স্থান আমি পেয়েছি।'১১

এই বলে সেই মহাবাহু প্রত্যুপকার করবার ইচ্ছায় ভূষণগুলি উন্মোচিত করে সন্তপ্তচিত্ত ছন্দককে দান করলেন।১২ দীপের কাজ করতে পারে এমন একটি উজ্জ্বল মণি মুকুট থেকে নিয়ে কথা বলতে-বলতে তিনি সূর্যসহিত পর্বতের ন্যায় শোভিত হলেন।১৩ 'হে ছন্দক, এই মণি নিয়ে তুমি বহুবার রাজাকে প্রণাম করে তাঁর শোক নিবৃত্তির জন্য তাঁকে এমনভাবে বলবে যাতে তার আশা ক্ষুণ্ণ না হয়।১৪ জন্ম-মৃত্যু নাশের জন্য আমি তপোবনে প্রবেশ করেছি, স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায় নয়, স্নেহের অভাবে নয়, ক্রোধবশতও নয়।১৫ সুতরাং এইভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি বলেই আমার জন্য শোক করা উচিত নয়। মিলন দীর্ঘস্থায়ী হলেও কালে থাকবে না।১৬ যেহেতু বিচ্ছেদ ধ্রুব, তাই মোক্ষের জন্য আমার সংকল্প, যাতে পুনরায় কোনপ্রকারে স্বজন থেকে বিচ্ছেদ না হয়।১৭ শোক ত্যাগের জন্য আমি নিষ্ক্রান্ত হয়েছি, আমার জন্য শোক করা উচিত নয়। শোকের হেতু কামভোগের বস্তু; তাতে যারা আসক্ত থাকে তাহারাই শোকের যোগ্য।১৮ এইটিই আমাদের পূর্বপুরুষদের স্থির সিদ্ধান্ত। উত্তরাধিকার পথেই আমি চলেছি, সুতরাং আমি শোকের যোগ্য নই।১৯ মানুষের মৃত্যুতে ধন-সম্পদের বহু উত্তরাধিকারী হয়। পৃথিবীতে ধর্মের উত্তরাধিকারী দুর্লভ অথবা নেই।২০ যদি বলা হয় "ও অসময়ে বনে গেল!" জীবন চঞ্চল হওয়ায় ধর্মের কাল নির্ধারিত নেই।২১ সুতরাং এইক্ষণেই কল্যাণ সংগ্রহ করতে হবে এই আমার সিদ্ধান্ত।

মৃত্যু প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে জীবনে কি বিশ্বাস ?২২ হে সৌম্য। তুমি এইভাবে বসুধাপতিকে জানাবে। তিনি যাতে আমাকে স্মরণও না করেন সেইভাবে চেষ্টা করবে।২৩ আর তুমি গুণহীনতার কথাও রাজাকে বলবে। গুণহীনতার জন্য লোকে স্নেহ ত্যাগ করে স্নেহত্যাগের ফলে শোক করে না।'২৪

এই কথা শুনে দুঃখকাতর ছন্দক কৃতাঞ্জলি হয়ে বাষ্পজড়িত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করল,২৫ 'প্রভু, আপনার এই মনোভাব বান্ধবের পক্ষে ক্লেশদায়ক। এই মনোভাবে নদীর পঙ্কে হস্তীর মতো আমার চিত্ত অবসন্ন হচ্ছে।২৬ আপনার এইরূপ সংকল্প কি লৌহময় হৃদয়েও সন্তাপ সৃষ্টি করবে না ? স্নেহকাতর হৃদয়ের আর কথা কি।২৭ হায়, প্রাসাদে শয়নের যোগ্য এই কোমলতাই বা কোথায়, আর তীক্ষ্ণ কুশাংকুরযুক্ত তপোবনভূমিই বা কোথায়।২৮ আপনার সংকল্পের কথা শুনে আমি যে এই অশ্ব নিয়ে এসেছিলাম, হে নাথ, দৈব বলপূর্বক আমাকে দিয়ে তা করিয়েছে।২৯ আপনবশে থাকলে আপনার এই সংকল্প জেনে কেমন করে কপিলাবস্তুর শোকের কারণ এই অশ্বটিকে আনতে পারি ?৩০ অতএব, হে মহাবাহু নাস্তিক যেমন সদ্ধর্ম ত্যাগ করে সেইরূপ আপনার পুত্রলোভী স্নেহময় বৃদ্ধ রাজাকে ত্যাগ করা উচিত নয়।৩১ কৃতঘ্ন যেমন সৎকার্য বিস্মৃত হয় সেইরূপ আপনার পালনে পরিশ্রান্তা দ্বিতীয়া জননীকে (বিমাতা) আপনি বিস্মৃত হতে পারেন না।৩২ ক্লীব যেমন প্রাপ্ত লক্ষ্মীকে ত্যাগ করে আপনি সেইভাবে শিশুপুত্রযুক্তা গুণবতী, কুলোত্তমা ও পতিব্রতা দেবীকে ত্যাগ করতে পারেন না।৩৩ যশ ও ধর্মধারণকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যেমন উত্তম যশ ত্যাগ করে আপনিও সেইরূপ যশোধরা থেকে উৎপন্ন পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন না।৩৪ আর বন্ধু ও রাজ্য ত্যাগ করতেই যদি সংকল্প করেছেন তবে হে প্রভু, আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। আপনার চরণ দুটিই আমার গতি।৩৫ সুমন্ত্র যেমন রামকে পরিত্যাগ করেছিলেন তেমনি আপনাকে বনে ত্যাগ করে দুঃখদগ্ধ চিত্তে আমি নগরে ফিরে যেতে সমর্থ নই।৩৬ আপনাকে ছাড়া নগরে ফিরে গেলে রাজাই বা আমাকে কি বলবেন ? আর আপনার এই যথার্থ রূপ দেখার পর আমি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিকটেই বা কি বলব ?৩৭ যে-কথা বলেছেন, "নরপতির নিকটে আমার নির্গুণতার কথাও বলবে" মুনির মতো নির্দোষ আপনার বিষয়ে সেই অসত্য কেমন করে বলব ?৩৮ সলজ্জ হৃদয়ে এবং জড়িত জিহ্বায় আমি যদিও বা বলি, কে তা বিশ্বাস করবে ?৩৯ যে চন্দ্রমার তীক্ষ্ণতার কথা বলতে বা বিশ্বাস করতে পারে, হে দোষজ্ঞ, সে আপনার দোষের কথা বলতে বা বিশ্বাস করতে পারবে।৪০ যিনি সর্বদা দয়ালু, যিনি নিত্য করুণা অনুভব করেন তাঁর পক্ষে স্নেহ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, ফিরে চলুন।'৪১

রাজকুমার ছিলেন বাগ্মিশ্রেষ্ঠ এবং পরম ধৈর্যে আত্মস্থ, শোকে অভিভূত ছন্দকের কথা শুনে তিনি বললেন,৪২ 'হে ছন্দক, আমার বিচ্ছেদের জন্য এই সন্তাপ ত্যাগ কর। পৃথক-পৃথক জাতির দেহধারীদের মধ্যে বিচ্ছেদভাব সকল সময়েই বর্তমান থাকে।৪৩ আমি যদি স্নেহবশত স্বজনকে না ছাড়ি, আমরা শক্তিহীন বলে মৃত্যু আমাদের পরস্পরকে ছাড়িয়ে দেবে।৪৪ বিপুল আকাঙ্ক্ষায় ও বহু দুঃখে যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন সেই ব্যর্থপ্রযত্না মাতার আমি কোথায় ? আমার সেই জননীই বা কোথায় ?৪৫ রাত্রিতে পাখিরা যেমন বাসগৃহে মিলিত হবার পর ভোরে বিচ্ছিন্ন হয়ে

চলে যায় তেমনি প্রাণীদের মিলন নিয়ত বিয়োগান্ত।৪৬ মেঘগুলি যেমন মিলিত হবে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার মতে প্রাণীদের মিলন-বিচ্ছেদও সেইরূপ।৪৭ যখন এই সংসার পরস্পরকে ছলনা করে চলেছে তখন স্বপ্ন-সমান মিলনে মমতা সংগত নয়।৪৮ যদি পত্রের সহজাত বর্ণ থেকে বৃক্ষগুলি বিযুক্ত হয় তবে এক থেকে অন্যের বিচ্ছেদ ঘটবে না?৪৯ সুতরাং হে সৌম্য, এই যখন অবস্থা, সন্তাপ করো না, চলে যাও। যদি স্নেহ স্থায়ী হয় আবার ফিরে এস।৫০ কপিলাবস্তুতে আমার জন্য আশা করে বসে আছে এমন লোককে বলবে, তাঁর প্রতি স্নেহ ত্যাগ করুন এবং তাঁর সঙ্কল্প শুনুন।৫১ হয় তিনি জন্ম-মৃত্যু ক্ষয় করে শীঘ্রই আসবেন, না-হয় ব্যর্থ কর্মহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন।'৫২ তাঁর এই কথা শুনে অশ্বশ্রেষ্ঠ কন্থক জিহ্বা দিয়ে তাঁর চরণ দুটি লেহন করল এবং উষ্ণ অশ্রু মোচন করল।৫৩ কুমার জালবন্ধ, স্বস্তিক অঙ্কিত, মধ্যে চক্রচিহ্নিত হস্তে তাকে স্পর্শ করে বন্ধুর মতো বললেন ৫৪ 'হে কন্থক, অশ্রু মোচন করো না, তুমি সৎ অশ্বের গুণ প্রকাশ করেছ। সহ্য কর, তোমার শ্রম শীঘ্রই সফল হবে।'৫৫

তারপর সেই ধীর রাজকুমার ছন্দকের হস্তে স্থিত মণিমণ্ডিতমুষ্টি, শাণিত, স্বর্ণের কারুকার্যখচিত অসি গ্রহণ করলেন এবং বিবর থেকে যেমন সর্প নির্গত হয় তেমনি তরবারি নিষ্কাশিত করলেন।৫৬ নীলপদ্মের পাপড়ির মতো নীল সেই অসি। অসি নিষ্কাশিত করে তিনি কেশযুক্ত বিচিত্র মুকুটটি ছিন্ন করলেন এবং আকাশে নিক্ষেপ করলেন, কেশের সঙ্গে-সঙ্গে মুকুটের বিচিত্র বর্ণের দীপ্তি অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে পড়ল, মনে হলো হাঁস সরোবরে প্রবেশ করল।৫৭ পূজার ইচ্ছায় দেবগণ ছিন্নভিন্ন সেই মুকুটটিকে বহু সমাদরে গ্রহণ করলেন। স্বর্গে দিব্য সম্মানে তার পূজা করলেন।৫৮ রাজকুমার অলঙ্কাররূপ পত্নীর সংযোগ ত্যাগ করলেন। মস্তকের শ্রী নির্বাসিত করলেন তারপর কাঞ্চনহংস চিহ্নিত নিজের বসন দেখে বনবাসের যোগ্য বস্ত্র প্রার্থনা করলেন।৫৯ তখন তাঁর মনোভাব জানতে পেরে বিশুদ্ধচিত্ত এক দেবতা ব্যাধের বেশে গৈরিকবস্ত্র ধারণ করে কাছে এলেন। শাক্যরাজপুত্র তাঁকে বললেন,৬০ 'ঋষির চিহ্ন আপনার এই গৈরিক বসন মঙ্গলময়, এর সঙ্গে এই হিংস্র ধনু মিলছে না। সুতরাং হে সৌম্য, এতে যদি আসক্তি না থাকে আমাকে এটি দান করুন, আমার এটি আপনি নিন।'৬১ ব্যাধ বললেন, 'হে কামনাপূর্ণকারি, আমি এই বেশের দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করে নিকটে গিয়ে যথেচ্ছভাবে পশুদের বধ করি। হে ইন্দ্রকল্প। যদি এতে প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করুন এবং আপনার শুক্লবসন আমাকে দিন।'৬২ তখন পরম আনন্দের সঙ্গে তিনি বনবাসের যোগ্য বসন গ্রহণ করলেন, নিজের বসনটি দান করলেন। ব্যাধও দিব্য দেহ ধারণ করে শুক্ল বসন নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন।৬৩ তাঁকে সেইভাবে যেতে দেখে কুমার ও অশ্বরক্ষক বিস্মিত হলেন। কুমার অরণ্যযোগ্য সেই বসনটিকে বহু মান প্রদর্শন করলেন।৬৪ তারপর অশ্রুমুখ ছন্দককে বিদায় দিয়ে সেই গৈরিকধারী, ধীর ও কীর্তিমান মহাত্মা সান্ধ্যমেঘপরিবৃত চন্দ্রের মতো যে-পথে আশ্রম সেই পথে যাত্রা করলেন।৬৫ তখন রাজ্যনিস্পৃহ বিবর্ণ-বাসধারী প্রভু তপোবনে গেলে সেই অশ্বরক্ষক দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে প্রভূত ক্রন্দন করল এবং ভূমিতে পতিত হলো।৬৬ আর একবার দেখে অশ্ব কন্থককে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে সে উচ্চস্বরে রোদন করল, অবশেষে নিরাশ হয়ে বারবার বিলাপ

করতে-করতে নগরে ফিরে গেল দেহটি নিয়ে, মনকে নিয়ে নয়।৬৭ সে কখন চিন্তা করল, কখন বিলাপ করল, কখন স্খলিত হলো, কখন পতিত হলো। ভক্তির বশে সে আজ দুঃখী, পরবশ হয়ে সে বহু ক্রিয়া করল।৬৮

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'ছন্দক বিসর্জন'-নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

××××××××××××× সপ্তম সর্গ ×××××××××××××

তপোবন প্রবেশ

তারপর রাজকুমার রোদনপরায়ণ অশ্রুমুখ ছন্দককে বিসর্জন দিয়ে সিদ্ধপুরুষের মতোই দেহের শোভায় আশ্রমকে অভিভূত করে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বনে স্বচ্ছন্দতা ছিল বলেই তিনি তখন ছিলেন অবলম্বহীন।১ রাজপুত্র শীঘ্রগতি, মৃগের মতোই তিনি সেই মৃগপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। রাজচিহ্ন না থাকলেও দেহের শোভায় তিনি আশ্রমবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।২ সস্ত্রীক কৃষাণগণ হাতে জোয়াল নিয়ে তেমনি অবস্থান করলেন, নড়লেন না, জোয়ালবাহী পশুর মতো অবনত শিরে তারা তাঁকে দেখলেন, তাদের মনে হলো তিনি ইন্দ্রকল্প।৩ যজ্ঞীয় কাষ্ঠের জন্য বাইরে গিয়ে ব্রাহ্মণগণ সমিধ পুষ্প ও উপবীত হস্তে ফিরে এলেন। তপস্যাই তাঁদের প্রধান কাজ এবং তাঁরা সংযতবুদ্ধি, তবু তাঁরা তাঁকে দেখতে গেলেন, মঠে গেলেন না।৪ ময়ূরেরা প্রসন্ন হয়ে উত্থিত হলো এবং কেকাধ্বনি শুরু করল যেমন নীল মেঘ দেখে ওরা করে। সবুজ তৃণের মুষ্টি ছেড়ে দিয়ে চঞ্চলনয়ন মৃগ এবং মৃগচারিগণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল।৫ তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকুকুলের প্রদীপ, উদীয়মান সূর্যের মতো প্রদীপ্ত। তাঁকে দেখে দোহন শেষ হলেও হোমের প্রয়োজনে দোহনের গাভীগুলি হৃষ্ট হয়ে দুগ্ধ ক্ষরণ করল।৬ ইনি কি বসুগণের অষ্টম? অথবা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একজন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন? তাঁকে দর্শন করার পরে বিস্মিত মুনিগণের মধ্যে এইপ্রকার উক্তি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হলো।৭ ইন্দ্রের দ্বিতীয় দেহের ন্যায়, চরাচর বিশ্বের জ্যোতির ন্যায় স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ সূর্যের ন্যায়, তিনি সমগ্র বন উদ্ভাসিত করলেন।৮ তারপর আশ্রমবাসিগণ তাঁকে বিধিমতো অর্চনা করলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সজল মেঘের মতো কণ্ঠে ধার্মিকদের প্রতিপূজন করলেন।৯ সেই আশ্রম স্বর্গাভিলাষী পুণ্যকর্মকারী জনে পরিব্যাপ্ত। মুক্তিকামী ধীর রাজপুত্র সেই আশ্রমে বিচিত্র তপস্যা নিরীক্ষণ করতে-করতে বিচরণ করতে লাগলেন।১০ তপোবনে তপস্বীদের নানাপ্রকার তপস্যা দেখে তত্ত্ব জানবার অভিলাষে অনুগামী এক তপস্বীকে তিনি বললেন:১১

'আজ আমার আশ্রম দর্শন এই প্রথম, তাই ধর্মের বিধি জানি না। সুতরাং আপনাদের যা সংকল্প এবং যার উদ্দেশে সেই সংকল্পে প্রবৃত্ত হয়েছেন আমায় তা বলুন।'১২ তখন তপোবিহারী সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠপরাক্রমী সেই শাক্যশ্রেষ্ঠকে ক্রমে-ক্রমে তপস্যার ভেদ এবং তপস্যার ফল সম্পর্কে বলতে লাগলেন।১৩ জলে উৎপন্ন বন্য খাদ্য, পত্র, জল, ফলমূল, মুনিদের এই হলো জীবিকা, তবে সেই-সেই তপস্যার প্রকারগুলি ভিন্ন।১৪ কেউ-কেউ বিহঙ্গের মতো উঞ্ছের দ্বারা জীবনধারণ করেন। কেউ-কেউ হরিণের মতো তৃণ ভোজন করেন। কেউ-কেউ বল্মীকে পরিণত হয়ে বনবায়ুর

দ্বারা জীবন যাপন করেন।১৫ অন্যেরা বহু চেষ্টায় পাথর দিয়ে খাদ্য টুকরো করে জীবিকা নির্বাহ করেন, কেউ-কেউ আপন দাঁতের দ্বারা চূর্ণ করে ভক্ষণ করেন, তেমনি অন্যেরা কোন অতিথির জন্য পাক করে যা অবশিষ্ট থাকে তাতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেন।১৬ জলসিক্ত জটাভূষণ কেউ-কেউ মন্ত্র উচ্চারণ করে দুবার অগ্নিতে আহুতি দান করেন, কেউ-বা মাছের সঙ্গে জলে ডুবে কচ্ছপের দ্বারা রেখাঙ্কিত দেহে বাস করেন।১৭ এইরূপ দীর্ঘকাল সঞ্চিত তপস্যার দ্বারা স্বর্গে গমন করে, নিকৃষ্ট তপস্যা দ্বারা নরলোকে জন্মলাভ করে। দুঃখের পথেই সুখলাভ হয়ে থাকে ; জ্ঞানিগণ সুখকেই ধর্মের মূল বলেন।১৮

নরশ্রেষ্ঠের পুত্র (রাজকুমার) সেই তপোধনের এই জাতীয় কথা শুনে তত্ত্বদর্শী না হলেও প্রসন্ন হলেন না ; ধীরে-ধীরে আত্মগতভাবে এই কথা তিনি বললেন,১৯ 'বিবিধ প্রকার তপস্যাই দুঃখরূপ এবং তপস্যার চূড়ান্ত ফল স্বর্গ। সমস্ত লোকই ক্ষয়শীল। আশ্রমবাসীদের শ্রম অল্প সুখের জন্য।২০ প্রিয়বন্ধু ও বিষয়সমূহ ত্যাগ করে যাঁরা স্বর্গের জন্য নিয়ম পালন করেন তাঁরা দেহ থেকে বিমুক্ত হয়ে অবশ্যই আরও কঠিন বন্ধনে যেতে চান।২১ তাছাড়া, তপস্যারূপ দৈহিক ক্লেশের বিনিময়ে বিষয় সুখের জন্য প্রবৃত্তিকেই কামনা করেন, তিনি সংসারের দোষগুলি পরীক্ষা না করে দুঃখের সাহায্যে দুঃখই আকাঙ্ক্ষা করেন।২২ মৃত্যু থেকে মানুষের নিত্য ভয় তবু যত্নের সঙ্গেই জন্ম কামনা করে। জন্ম হলে মৃত্যু নিশ্চিত, অর্থাৎ যা থেকে তারা ভীত তাতেই তারা মগ্ন রয়েছে।২৩ কেউ-কেউ এ-জগতের জন্য দুঃখ বরণ করে, অন্যেরা স্বর্গের জন্য পরিশ্রম করে। আশায় দীন প্রাণিগণ সুখলাভে ব্যর্থ হয়ে অনর্থের মধ্যেই প্রবেশ করে।২৪ যে-চেষ্টা হীনকে বর্জন করে মহত্ত্বের অনুগামী হয় তা নিশ্চয়ই নিন্দিত হতে পারে না ; কিন্তু প্রাজ্ঞদের সমান পরিশ্রম করে ; তা-ই করা উচিত যাতে পুনরায় করণীয় না থাকে।২৫ ইহলোকে দেহের পীড়া যদি ধর্ম, তবে দেহের সুখ অধর্ম। ধর্মের দ্বারা প্রাণী পরলোকে সুখলাভ করে সুতরাং ইহলোকে ধর্ম অধর্মরূপ ফল দান করে।'২৬

'যেহেতু দেহ মনের অধীন হয়েই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ও নিবৃত্ত হয়, সুতরাং মনের সংযমই যুক্তিযুক্ত। সংযত মন ছাড়া দেহ কাষ্ঠের সমান।২৭ ভোজন শুদ্ধি দ্বারা যদি পুণ্য অভীষ্ট হয় তবে তো হরিণেরও পুণ্য আছে এবং ভাগ্যের দোষে অর্থ যাদের প্রতি বিমুখ, বিষয়-ভোগ থেকে বহিষ্কৃত সেই পুরুষেরাও পুণ্যবান।২৮ আর দুঃখে অভিপ্রায় যদি পুণ্যের হেতু, সেই অভিপ্রায় সুখেও করা উচিত, যদি অভিপ্রায় সুখের ব্যাপারে প্রমাণ না হয় তবে দুঃখের ব্যাপারেও অভিপ্রায় প্রমাণ নয়।২৯ তেমনি যাঁরা কর্মের বিশুদ্ধির জন্য "তীর্থ" মনে করে জলে স্নান করেন সেখানেও হৃদয়ে তুষ্টিমাত্রই থাকে, কারণ জল পাপকে পবিত্র করে না।৩০ গুণিগণ যে-যে জল স্পর্শ করেছেন পৃথিবীতে সেই-সেই জলই যদি অভীষ্ট তীর্থ হয় তবে আমি গুণগুলিকেই তীর্থ মনে করি, জল তো নিঃসংশয়ে জলই।'৩১ এইভাবে তিনি বহু যুক্তিতে মণ্ডিত অনেক কথাই বললেন, সূর্যও অস্ত গেলেন। তখন তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বন তপস্যার প্রভাবে শান্ত, বৃক্ষগুলি ঘৃতের ধোঁয়ায় বিবর্ণ।৩২

প্রজ্বলিত হোমাগ্নি তখন অন্যত্র নেওয়া হয়েছিল, ঋষিগণ স্নান শেষ করে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছেন, জপের ধ্বনিতে দেবমন্দির মুখরিত, এ-বনভূমি যেন কর্মময়।৩৩

'নিশাকর' তুল্য (চন্দ্রতুল্য) রাজকুমার তপস্যাগুলি পরীক্ষা করতে-করতে কয়েকটি 'নিশা' (রাত্রি) সেখানে কাটালেন। সমস্ত তপস্যা দেখে, বিচার করে সেই তপোভূমি থেকে প্রস্থান করলেন।৩৪ তাঁর রূপ ও মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হলো মহর্ষিদের মন। তাঁরা তাঁর অনুগমন করলেন। তিনি যেন ধর্ম, অনার্যের দ্বারা অভিভূত দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন।৩৫ জটা, বল্কল ও চীর শোভিত তপস্বীদের তিনি দেখলেন তাঁদের তপস্যাও দেখলেন এবং তাঁরা অনুরোধ করায় শোভাযুক্ত এক পবিত্র বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করতে বসলেন।৩৬ তখন আশ্রমবাসীগণ সেই নরশ্রেষ্ঠের নিকটে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি তাঁকে সম্মানপূর্বক কোমল ও শান্তকণ্ঠে এই কথা বললেন,৩৭ 'আপনি আসার পব আশ্রম যেন পূর্ণ হয়েছিল, চলে আসার পব যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে। হে তাত! জীবনাভিলাষী ব্যক্তির দেহের পক্ষে আয়ু যেমন ঈপ্সিত, আপনিও তাই, আশ্রমকে আপনার ত্যাগ করা উচিত হবে না।৩৮ নিকটেই রয়েছে পবিত্র হিমালয় পর্বত, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের দ্বারা সেবিত। এঁর সান্নিধ্যেব ফলে তপস্বীদের তপস্যাবও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ৩৯ তেমনি চাবদিকে রয়েছে ধর্মাত্মা, সংযমী, দেবর্ষি ও মহর্ষিদের দ্বারা সেবিত পুণ্যতীর্থগুলি। এইসব তীর্থ স্বর্গেব সোপান স্বরূপ।৪০ তাছাড়া ধর্মের বৃদ্ধির জন্য আরও উত্তরদিকই অনুসবণ করা উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তির দক্ষিণ দিকে একপদও গমন করা সঙ্গত নয়।৪১

আর এই তপোবনে আপনি যদি নিষ্কর্মা, সংকীর্ণস্বভাববিশিষ্ট কিংবা অশুচি দেখে থাকেন, যার ফলে এখানে আপনার বাস করার ইচ্ছে হচ্ছে না তা-ও বলুন। এখানে আপনার অবস্থান অভিলষিত হোক।৪২ আপনি তপস্যার আধার স্বরূপ, এঁরা আপনাকে তপস্যার সহায়রূপে কামনা করেন। ইন্দ্রেব সঙ্গে বসে যেমন বৃহস্পতির অভ্যুদয় সূচনা করেছিল আপনার সান্নিধ্যও তাই হবে'।৪৩

তপস্বীদের মধ্যে তপস্বীপ্রধান এই কথা বলার পর জন্মনাশেব জন্য কৃতসংকল্প সেই মনীষীপ্রধান আপন মনোভাব ব্যক্ত করলেন।৪৪ 'সরল স্বভাব, ধর্মের ধাবক, অতিথিপ্রিয় এবং স্বজনতুল্য মুনিগণ আমার প্রতি যে-ভাব ব্যক্ত কবেছেন, তাতে আমাব পরম প্রীতির উদয় হয়েছে, এদের প্রতি আমার সম্মানবোধও জাগ্রত হযেছে।৪৫ সংক্ষেপে, এই হৃদয়গ্রাহী প্রিয় বচনে আমি যেন অভিষিক্ত হয়েছি। আমি নূতন ধর্মগ্রাহী হলেও সেই ধর্মে আমার আনন্দ অধিক স্পন্দিত হচ্ছে।৪৬ আপনারা এইভাবে আচরণ করছেন, আমার প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত দেখিয়েছেন, আপনারা আশ্রয়যোগ্য, আপনাদের ত্যাগ করে যাব এতে আমারও স্বজন ত্যাগ কবার সময় যেমন হয়েছিল তেমনি দুঃখ হচ্ছে।৪৭ কিন্তু আপনাদের এই ধর্ম স্বর্গের জন্য আর আমার অভিলাষ পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। সেই কারণেই এই বনে আমার বাসের ইচ্ছা নেই। নিবৃত্তির জন্য ধর্ম স্বভাবতই ভিন্ন।৪৮ সুতরাং যে-কারণে আমি এই বন থেকে চলে যাচ্ছি তা আমার অসন্তোষ বা পরের অনাচার নয়। প্রাচীন যুগের অনুরূপ ধর্মে আপনারা অবহিত, আপনারা সকলেই মহর্ষিকল্প।'৪৯

তখন কুমারের সত্য ও প্রিয়, অর্থযুক্ত, সুস্নিগ্ধ, প্রভাবশালী এবং গৌরবান্বিত বচন শুনে তপস্বীগণ তাঁর সম্পর্কে বিশেষ সম্মান অনুভব করলেন।৫০ কিন্তু ভস্মে শয়নকারী, দীর্ঘদেহ, শিখাধারী, বৃক্ষের বল্কল পরিহিত, রক্তচক্ষু, কৃশ এবং দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত এক ব্রাহ্মণ এক হাতে জলপাত্র নিযে সেখানে বললেন,৫১ 'হে ধীমান্,

আপনার সংকল্প অবশ্যই উদার ; যুবক হয়েও আপনি স্বর্গে দোষ দর্শন করছেন। স্বর্গ এবং অপবর্গ (মুক্তি) সম্যকরূপে বিচার করে যাঁর অপবর্গে মন তিনিই যথার্থ বিচারবান।৫২ যাঁরা আসক্তিযুক্ত তাঁরাই যজ্ঞ, তপস্যা এবং সেই-সেই নিয়মাবলীর দ্বারা স্বর্গে গমনের ইচ্ছা করেন, আসক্তির সঙ্গে শত্রুর মতো যুদ্ধ করে সাহসীরাই মোক্ষলাভের অভিলাষী হন।৫৩ সুতরাং আপনার এই সংকল্প যদি নিশ্চিত হয়ে থাকে, তবে আপনি দ্রুত বিন্ধ্যকোষ্ঠে গমন করুন। চরম কল্যাণে যিনি দৃষ্টিলাভ করেছেন সেই মুনি অরাড় সেখানে বাস করেন।৫৪ তাঁর কাছে আপনি তত্ত্বপথের কথা শুনবেন। আর ইচ্ছে হলে তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি যেমন দেখছি তাতে আপনার এই বুদ্ধি তাঁর মতবাদকেও তিরস্কৃত করবে।৫৫ নাসিকা স্পষ্ট এবং উন্নত, নয়ন বিপুল এবং আয়ত, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত শুভ্র ও তীক্ষ্ণ, জিহ্বা কৃশ ও রক্তিম— আপনার এই মুখ। জ্ঞাতব্য বিষয়েব যে সমুদ্র তা আপনি নিশ্চই পান করতে পারবেন। আপনার যে অগাধ গাম্ভীর্য, যে দীপ্তভাব এবং যে-সমস্ত লক্ষণ তাতে পৃথিবীতে প্রাচীনযুগে ঋষিগণও যা লাভ করতে পারেন নি আপনি তা লাভ করতে পারবেন।'৫৬

তখন রাজপুত্র সেই ঋষিসংঘকে 'অতি উত্তম' এই বলে অভিনন্দিত করে নির্গত হলেন। সেই আশ্রমবাসীগণও বিধিমতো তাঁর অনুগমন করে তপোবনে প্রবেশ করলেন।৫৭

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'তপোবন প্রবেশ'-নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × × **অষ্টম সর্গ** × × × × × × × × × × × × × ×

অন্তঃপুরে বিলাপ

তারপর মমতাহীন প্রভু সেইভাবে বলে চলে গেলেন ; সেই বিষণ্ণ অশ্বরক্ষক শোক-সংযমের জন্য চেষ্টা করল কিন্তু অশ্রুর ক্ষয় হলো না।১ প্রভুর আদেশে সেই অশ্বের সঙ্গে যে-পথ সে একরাত্রে গিয়েছিল, প্রভুর বিরহ চিন্তা করতে-করতে সেই পথই সে আটদিনে অতিক্রম করল।২ সেই ওজস্বী অশ্ব কন্থকও চলতে লাগল কিন্তু অন্তরে সে শীর্ণ ও বলহীন হয়ে গেল। প্রভু আজ তাঁকে বর্জন করেছেন, ভূষণে অলংকৃত হলেও সে শ্রীহীন।৩ থেমে, তপোবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে মুহুর্মুহু করুণভাবে উচ্চ হ্রেষারব করল। ক্ষুধিত হলেও পূর্বের মতো পথে সে তৃণ বা জলকে অভিনন্দিত করল না।৪

ক্রমশ তারা দু-জনে সূর্যের দ্বারা পরিত্যক্ত আকাশের মতো সেই জগৎ-কল্যাণ স্বভাব মহাত্মা দ্বারা পরিত্যক্ত শূন্য কপিল নামক নগরে উপস্থিত হলো।৫ স্থলে-জলে পদ্মের শোভা, বৃক্ষে-বৃক্ষে পুষ্পের অলংকার এই ছিল তাঁর উপবন, কিন্তু সেই উপবনই বনের মতো হয়ে উঠেছিল, তবে সেখানে আনন্দহীন নাগরিকদের শোভা ছিল না।৬ আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুঃখী, মলিন ও অশ্রুব্যাকুল মানুষেরা তারা যেন তাদের বারণ করছে। তবু তারা নগরে এল, বিনা স্নানে তাদের দেহ মলিন।৭ তারা শিথিল দেহে পথে চলেছে, তারা শাক্যকুলশ্রেষ্ঠকে ছাড়াই এসেছে দেখে নাগরিকগণ পথে শোক

করতে লাগলেন, পুরাকালে দশরথতনয় রামচন্দ্রের রথ ফিরে এলে প্রজাগণ এমনি শোক প্রকাশ করেছিলেন।৮ 'নগর ও রাষ্ট্রের আনন্দদায়ক রাজপুত্র কোথায়? তুমি তাকে হরণ করেছ' এই কথা বলতে-বলতে ক্রুদ্ধ ও অশ্রু ব্যাকুল মানুষেরা তাকে অনুসরণ করল।৯

তখন সে সেই ভক্তিমান জনতাকে বলল, 'আমি রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করি নি। তিনিই নির্জন বনে আমাকে আর সেই সঙ্গে গৃহস্থের বেশ ত্যাগ করেছেন। আমি তখন কাঁদছিলাম।'১০ তার এই কথা শুনে সেই পুরুষেরা সিদ্ধান্ত করলেন, 'কুমারের এই সিদ্ধান্ত কঠিন।' চোখ থেকে যে-জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল তা তাঁরা মুছলেন না, নিজেদের মমতাযুক্ত মনেরই নিন্দা করলেন। এই মন তাদের কর্মফল থেকেই উৎপন্ন।১১ তারপর তাঁরা বললেন, 'গজরাজবিক্রম সেই রাজকুমার যেখানে অবস্থান করছেন, আজই আমরা সেই বনে প্রবেশ করব। ইন্দ্রিয়নাশের পবে দেহীদের মতো তাঁকে ছাড়া আমাদের জীবনধারণের ইচ্ছা নেই।১২ তিনি ত্যাগ করলে এই নগবই বন, তিনি থাকলে সেই বনই নগর। বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ইন্দ্রের অভাবে স্বর্গের শোভা ছিল না, আমাদের এই নগরও তাব অভাবে শোভা পায় না।'১৩

তারপর কুমার ফিরে এসেছেন এই ভেবে নারীগণ গবাক্ষশ্রেণী আশ্রয় করলেন কিন্তু অশ্বকে শূন্যপৃষ্ঠ দেখে আবার গবাক্ষ রুদ্ধ কবে দিয়ে বিলাপ করতে বসলেন।১৪ নৃপতি কিন্তু পুত্রের সঙ্গে মিলনেব জন্য দীক্ষা গ্রহণ কবে ব্রত এবং শোকে শ্রান্তচিত্ত। দেবগৃহে বসে জপ কবতে লাগলেন এবং নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বহু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন।১৫ তারপর অশ্রুলোচন ছন্দক অশ্ব নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করল যেন যুদ্ধে শত্রু তাব প্রভুকে অপসারিত করেছে।১৬ রাজভবনে প্রবেশ করবার সময় অশ্রুপূর্ণনয়নে চারদিক দেখতে-দেখতে যেন মানুষদের কাছে দুঃখ নিবেদন করতে গিয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করল।১৭ ভবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যে-সব পক্ষী তারা এবং নিকটস্থ সমাদৃত অশ্বগুলি রাজপুত্রেব প্রত্যাগমন অনুমান করে সেই অশ্বের ধ্বনিব প্রতিধ্বনি করল।১৮ যে-সমস্ত ব্যক্তি বাজঅন্তঃপুরের নিকটে বিচরণ করছিলেন তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত হয়ে মনে করলেন, যেভাবে কন্থক হ্রেষারব করছে, অবশ্যই কুমার এসেছেন।১৯

তখন শোকবিহ্বল নারীগণ আশা নিয়ে অতি আনন্দে গৃহ থেকে নির্গত হলেন। তাদের নয়ন কুমারের দর্শনলুব্ধ। তাদের দেখে মনে হলো যেন শরতেব মেঘ থেকে নির্গত চঞ্চল বিদ্যুৎরাশি।২০ তাদের কেশপাশ লুণ্ঠিত, সূক্ষ্ম বসন মলিন, নয়ন অঞ্জনহীন, অশ্রুতে প্লাবিত মুখ এবং তাদের কোন প্রসাধন ছিল না, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, রাত্রির শেষে বিবর্ণ নক্ষত্রের মতো শোভাহীন।২১ তাদের চরণ ছিল অরঞ্জিত, তাম্রবর্ণ ও নূপুর বর্জিত; কানে কুণ্ডল ছিল না, কটিদেশে মেখলা ছিল না, গ্রীবা ছিল সরল, নিতম্ব স্বভাবতই পুষ্ট, এবং স্তন কণকসূত্রহীন।২২ নিরাশ্রয় ছন্দক এবং অশ্বকে দেখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও বিষণ্ণ মুখে সেই বরাঙ্গনাগণ রোদন করতে লাগলেন। তাদের দেখে মনে হলো যেন বনের মধ্যে ঋষভের দ্বারা পরিত্যক্ত গাভী।২৩ মহীপতির স্নেহময়ী মহিষী মৃতবৎসা গৌতমী দুই বাহু বিক্ষিপ্ত করে ক্রন্দন করতে-করতে স্বর্ণময় কদলীতরুর মতো ভূলুণ্ঠিত হলেন।২৪ অন্য নারীরা বিষাদে যেন অচেতন, তাদের হাত ও কাঁধ ঝুলে পড়েছে; তাঁরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদলেন না,

চোখের জলও ফেললেন না, দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না। তাঁরা না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে হলো তাঁরা চিত্রাঙ্কিত।২৫ পর্বত যেমন প্রস্রবণের দ্বারা প্রস্তর-খণ্ডগুলি সিক্ত করে, তেমনি পতিশোকমূর্ছিত অন্য রমণীরা অশ্রুধারায় তাদের চন্দনরহিত স্তন অধীরভাবে সিঞ্চিত করতে লাগলেন, নয়ন তাদের প্রস্রবণ আর স্তনরাজি প্রস্তর খণ্ড।২৬ অশ্রু সলিলে প্লাবিত কতকগুলি মুখ। যেন রাজভবন একটি সরোবর ; সরোবরে ফুটে আছে নবীন বর্ষায় বর্ষণসিক্ত জলস্রাবী কতকগুলি পদ্ম।২৭ বরাঙ্গনাগণ তাদের পদ্মের মতো কোমল হাতে বক্ষে আঘাত করতে লাগলেন। তাদের হাতের আঙ্গুল সুগোল, পুষ্ট, ঘন, অলঙ্কারহীন এবং গূঢ় শিরা-যুক্ত।২৮ সেই নারীদের ঘন উন্নত স্তন করপ্রহারে চঞ্চল, যেন নদীবক্ষ চক্রবাকমিথুনে শোভিত, সেই মিথুন বনবায়ুতে ঘূর্ণিত পদ্মের দ্বারা কম্পিত।২৯ তারা যেমন হস্তের দ্বারা বক্ষ পীড়িত করলেন, তেমনি বক্ষের দ্বারা হস্তও পীড়িত করলেন। অবলাগণ অকরুণ হয়ে করাগ্র এবং বক্ষের দ্বারা পরস্পরে ব্যথা উৎপাদন করলেন।৩০

তারপর যশোধরা গাঢ় শোকের অশ্রুধারণ করে বিষাদ থেকে উৎপন্ন বিকৃত গদগদ স্বরে বললেন,৩১ 'ছন্দক, আমার অন্তরের অভিলাষ, আমার স্বামী রাত্রিতে আমি যখন প্রসুপ্ত ও বিবশ ছিলাম তখন আমাকে ত্যাগ করে কোথায় গিয়েছেন ? একযোগে তোমরা তিনজনে গিয়েছ। তুমি ও কন্থক ফিরে আসায় আমার মন কম্পিত হচ্ছে।৩২ নৃশংস, আমার প্রতি অশোভন, স্নেহহীন ও শত্রুর কর্ম করে কেন এখানে রোদন করছ ? অশ্রু সংযত কর, প্রসন্নচিত্ত হও। তোমার অশ্রু আর সেই কর্মের মধ্যে কোন মিল নেই।৩৩ তুমি প্রিয়, অনুগত, হিতকারী, সাধু এবং আজ্ঞাবহ ; আর্যপুত্র আর ফিরবেন না বলেই তোমার সঙ্গে বনে গিয়েছেন। আনন্দ কর, ভাগ্যক্রমে তোমার শ্রম সফল হয়েছে।৩৪ মানুষের বিচক্ষণ শত্রু বরং ভাল তবু অজ্ঞ এবং বিচ্ছেদ সাধনে পটু, মিত্র নয়। তুমি নিজেকে মিত্র বলে ঘোষণা করেছ, তুমি অপণ্ডিত, তুমি এই বংশের গুরুতর ধ্বংস-সাধন করেছ।৩৫ এই নারীরা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, অবিরল অশ্রুপাতে এদের নয়ন কলুষিত এবং রক্তিম। হিমালয় এবং পৃথিবীর মতো (গম্ভীর ও ক্ষমাশীল) পতি বিদ্যমান থাকতেও শোভাহীন বিধবার মতো হয়েছেন।৩৬ কপোতপালিকা রূপ বাহু বিস্তার করে, পারাবতের অবিরাম দীর্ঘ কূজনযুক্ত এই অট্টালিকা শ্রেণী তাঁকে হারিয়ে যেন অন্তঃপুরগুলির সঙ্গে রোদন করছে।৩৭ এই অশ্ব কন্থকও সর্বপ্রকারে আমার অনর্থকামী, কেন না, রাত্রিতে লোক প্রসুপ্ত হলে সে রত্নচোরের মতো আমার সর্বস্ব হরণ করেছে।৩৮ কশার কথা আর কি ! এ-যদি আগত বাণপ্রহারগুলিও সহ্য করতে সমর্থ, কেন কশাঘাতের ভয়ে কেন একযোগে আমার সৌভাগ্য ও হৃদয়কে নিয়ে প্রস্থান করল ?৩৯ অনার্যের কর্মকারী (এই কন্থক) আজ রাজভবন পূর্ণ করে তীব্রভাবে হ্রেষারব করছে কিন্তু যখন আমার প্রিয়তমকে বহন করছিল তখন অশ্বাধম মূক ছিল।৪০ ও যদি মানুষকে জাগাতে হ্রেষাধ্বনী করত কিংবা খুরগুলি দিয়ে মাটিতে শব্দ করত বা ভাল করে হনুর ধ্বনি উৎপন্ন করত তবে আমার এমন দুঃখ হতো না'।৪১

দেবীর এইপ্রকার বিলাপময় কণ্ঠসলিলসিক্ত বাক্য শুনে অধোমুখ ছন্দক অশ্রুপ্লুত-কণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে ধীরে এই উত্তর দিলেন।৪২ 'দেবি, কন্থককে নিন্দা করবেন না। আমার প্রতিও রোষ করা উচিত নয়। আপনি জেনে রাখুন, আমরা দু-জনে সর্বপ্রকারে

নিরপরাধ। হে দেবি, সেই নরদেবতা দেবতার মতোই চলে গিয়েছেন।৪৩ আমি রাজার আদেশ জেনেও কোন দেববৃন্দের দ্বারা চালিত হয়ে দ্রুত এই অশ্ব নিয়ে তেমনি বিনা শ্রমে পথে তাঁকে অনুসরণ করলাম।৪৪ সেই অশ্বশ্রেষ্ঠও যাবার সময় খুরের অগ্রভাগে মাটি স্পর্শ করে নি, কেউ যেন তা তুলে ধরেছিল। তেমনি সে হন্দুর শব্দ করে নি হ্রেষারবও করে নি যেন দেবতা তার মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।৪৫ যেহেতু রাজপুত্র যখন বাইরে যাত্রা করেছিলেন তখন দ্বার স্বয়ং খুলে গিয়েছিল এবং নৈশ অন্ধকার সূর্যের আলোকে বিদীর্ণ হয়েছিল সেই কারণেও এটি দৈবের বিধান বলে গ্রহণ করুন।৪৬ যেহেতু রাজার আদেশে গৃহে এবং নগরে সহস্র-সহস্র মানুষ সাবধান হওয়া সত্ত্বেও নিদ্রায় অভিভূত হয়ে তখন জাগল না, সেই কারণেও একে দৈবের বিধান বলে গ্রহণ করুন।৪৭ যেহেতু দেবতা যথাসময়ে বনবাসের অভিপ্রেত বসন এঁকে দান করেছিলেন এবং আকাশে নিক্ষিপ্ত মুকুট গ্রহণ করেছিলেন সেই কারণেও একে দৈবের বিধান বলে গ্রহণ করুন।৪৮ সুতরাং হে নবদেবি, তাঁর গমনের জন্য আমাদের দু-জনের দোষ আপনি মনে করতে পারেন না। আমার বা এই অশ্বের এটি স্বেচ্ছাকর্ম নয়—দৈবের প্রেরণাতেই তিনি প্রস্থান করেছেন।'৪৯

সেই মহাত্মার এই বহুদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত অদ্ভুত যাত্রার কথা শুনে সেই নারীরা শোকহীন হয়ে বিস্মিতও হলেন কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য মনের তাপে তপ্ত হলেন।৫০ তখন বিনষ্টশাবক কুররীর মতো দুঃখিতা বিষাদবিহ্বলনয়না অশ্রুমুখী গৌতমী ধৈর্যত্যাগ করে আর্তনাদ করতে-করতে মূর্ছিতা হলেন, পরে বললেন: ৫১ 'রাজমুকুটের যোগ্য তাঁর সেই তরঙ্গায়িত, কোমল, কৃষ্ণ, কল্যাণময় মূল থেকে পৃথক-পৃথকভাবে উৎপন্ন ও উন্নত কেশগুলি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।৫২ লম্বিতবাহু, সিংহবিক্রম, বিশাল বৃষভের মতো নয়ন, কনকোজ্জ্বল দীপ্তি, বিশাল বক্ষ, মেঘদুন্দুভির মতো কণ্ঠ, তাঁর মতো পুরুষ কি আশ্রমবাসের যোগ্য?৫৩ নিশ্চয় এই অভাগিনী বসুন্ধরা সেই মহৎ কর্মকারী অনুত্তম পতির অংশভাগিনী নয়, তাই সে চলে গেছে! তাঁর মতো গুণবান রাজা প্রজাদের ভাগ্যগুণে জন্মগ্রহণ করেন।৫৪ তাঁর সেই দুটি চরণ কেমন করে কঠিন বনভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলবে? সেই দুটি চরণের অঙ্গুলি যে শুভ রেখায় ব্যক্ত এবং মৃদু, গ্রন্থি প্রচ্ছন্ন এবং মৃণাল ও কুসুমের মতো কোমল; আর মধ্যে চক্রচিহ্নযুক্ত।৫৫ উচ্চ প্রাসাদে শয়ন ও উপবেশনে অভ্যস্ত, বহুমূল্য বস্ত্র, ধূপ ও চন্দনে সেবিত সেই বলিষ্ঠ দেহ কিরূপে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বনে থাকবে?৫৬ বংশ, পরাক্রম, বল, তেজ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও বয়সে গৌরবান্বিত, যে দান করতেই অভ্যস্ত প্রার্থনা করতে নয়, সে পরের কাছ থেকে কেমন করে ভিক্ষা গ্রহণ করবে?৫৭ নির্মল স্বর্ণময় শয্যায় শয়ন করে নিশাকালে তূর্যধ্বনিতে যে জাগরিত হত, হায়, সেই আমার ব্রতধারী মাটির উপরে বস্ত্রের এক অংশ বিছিয়ে নিয়ে কেমন করে শুয়ে থাকবে?'৫৮ এই করুণ বিলাপ শুনে সেই নারীরা পরস্পরকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে সুন্দর নয়ন থেকে অশ্রু ত্যাগ করল, যেমন কম্পিত লতা ফুল থেকে মধু বিসর্জন করে।৫৯

তারপর শোকাভিভূতা যশোধরা চক্রবাক থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাকীর মতো ভূলুণ্ঠিত হয়ে বারবার গদগদ রুদ্ধ বাক্যে ধীরে-ধীরে বহু বিলাপ করলেন।৬০ 'আমি সহধর্মচারিণী অনাথা, তিনি আমাকে দূর করে যদি ধর্ম আচরণ করতে চান তবে

কোথায় তাঁর ধর্ম যিনি সহধর্মচারিণী ছাড়াই তপস্যা করতে ইচ্ছুক ?৬১ অবশ্যই তিনি পূর্ববর্তী রাজা সুদর্শ প্রভৃতি পিতামহদের কথা শোনেন নি। এঁরা তো পত্নীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছিলেন। তাই আমাকে ছাড়াই তিনি তপস্যা করতে ইচ্ছুক।৬২ যজ্ঞে বৈদিক বিধানের দ্বারা সংস্কৃত এবং দীক্ষিত, পরকালেও উভয়ে একত্রে ফলভোগে অভিলাষী দম্পতী তিনি দেখেন নি তাই আমার প্রতি ধর্মে এই কার্পণ্য !৬৩ নিশ্চয়ই সেই ধর্মপ্রিয় গোপনে বারবার আমার ঈর্ষ্যা ও কলহপ্রিয় মনকে জেনে এবং সুখের অভাব আশংকা করেছেন ; তাই কোপনস্বভাবা আমাকে ছেড়ে স্বর্গের অপ্সরাদের গ্রহণ করতে অভিলাষী হয়েছেন।৬৪ কিন্তু আমার চিন্তা এই. সেখানে সেই নারীরা কেমন দেহের গুণ ধারণ করে যার উদ্দেশ্যে তিনি ঐশ্বর্য এবং আমার ভক্তি ত্যাগ করে বনে তপস্যায় রত হয়েছেন ?৬৫ এ-নয় যে স্বর্গসুখে আমার অভিলাষ ; আত্মসংযত ব্যক্তির তা দুর্লভও নয়। কিন্তু সেই প্রিয় আমাকে ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকারে যেন ত্যাগ না করেন এই আমার আকাঙ্ক্ষা।৬৬ স্বামীর আয়ত নয়ন, শুচিস্মিত মুখ দেখবার ভাগ্য আমার যদি না হয়, এই মন্দভাগ্য রাহুলও কি কখনও পিতার অঙ্কে লুণ্ঠিত হতে পারবে না ?৬৭ হায়, সুকুমারকান্তি সেই মনস্বীর মনটি অতি কঠোর. অস্ফুট অর্থহীন বচনবিশিষ্ট, শত্রুরও আনন্দকর এইরূপ শিশুপুত্রকেও যিনি ত্যাগ করেন।৬৮ আমারও অতি কঠিন হৃদয় যথার্থই প্রস্তরময় অথবা লৌহ নির্মিত যা ঐশ্বর্যরহিত, সুখে অভ্যস্ত স্বামী অনাথের মতো বনে গেলেও বিদীর্ণ হচ্ছে না।'৬৯ এইভাবে দেবী পতিশোকে বিহ্বল হয়ে রোদন করলেন। স্বভাবত ধীর হয়েও সেই সাধ্বী শোকে ধৈর্যের কথা ভুলে গেলেন এবং লজ্জা অনুভব করলেন না।৭০

তখন শোকবিলাপে বিহ্বল যশোধরাকে ভূমিতে পতিত দেখে নারীরা বৃষ্টি-আহত শ্বেতপদ্মের মতো অশ্রুমণ্ডিত মুখে আর্তনাদ করে উঠলেন।৭১ জপ শেষ করে, মঙ্গলহোম সমাধা করে রাজা দেবগৃহ থেকে নির্গত হলেন। জনতার সেই আর্তরবে আহত হয়ে তিনি বিচলিত হলেন। বজ্রধ্বনিতে হস্তী যেমন বিচলিত হয়।৭২ ছন্দক এবং কন্থক উভয়কে দেখে এবং পুত্রের স্থির সংকল্পের কথা শুনে শোকাহত নরপতি মাটিতে পড়ে গেলেন, শচীপতির উৎসবের অবসানে ধ্বজের মতো।৭৩

তারপর মুহূর্তকাল পুত্রশোকে তিনি বিহ্বল হয়ে রইলেন। আপনার তুল্য অভিজাতজন এসে তাঁকে ধরলেন। তখন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে মাটিতে পড়ে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন।৭৪ 'কন্থক, সমরে আমার বহু প্রিয়কর্ম করে এখন তুমি গুরুতর অপ্রিয় কর্ম করেছ। গুণপ্রিয় আমার সেই প্রিয় তোমার প্রিয় হলেও অপ্রিয়ের মতো বনে ত্যাগ করে এসেছ।৭৫ সুতরাং আজ সে যেখানে আমায় সেখানে নিয়ে যাও অথবা দ্রুত গিয়ে তাকে এখানে আন। রোগগ্রস্ত যেমন ভাল ঔষধ ছাড়া বাঁচে না তেমনি তাকে ছেড়ে আমার জীবন থাকবে না।৭৬ সুবর্ণনিষ্ঠীবী নামে সেই বালক মরে যাবার পর তার পিতা সঞ্জয় মরে নাই, তা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমি তো ধর্মরত পুত্র প্রস্থান করায় অসংযত ব্যক্তির মতো প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছুক।৭৭ প্রভু, দশটি ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্তক, লোকাধিপতি, অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা সূর্যের পুত্র মনুর মনও কি প্রিয় সৎপুত্রের বিচ্ছেদে মোহগ্রস্ত না হয়ে পারে ?৭৮ পুত্র বনে গেলে যিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন, বৃথা অশ্রুতে দীনভাবে জীবন ধারণ করেন নি রাজা অজের পুত্র সেই ধীমান্, নরপতি, ইন্দ্রের সখা দশরথের প্রতি

আমার ঈর্ষ্যা হচ্ছে ।৭৯ ভদ্র, আমাকে জলাঞ্জলি দেবার অধিকারী সেই পুত্রকে তুমি যেখানে হরণ করেছ সেই আশ্রম-প্রাঙ্গণ আমাকে বলে দাও। প্রেতলোকে যাত্রায় অভিলাষী আমার এই পিপাসু প্রাণ তাকে কামনা করছে।'৮০ পুত্রবিচ্ছেদে দুঃখিত নরপতি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পৃথিবীর মতো সহজাত ধৈর্য ত্যাগ করে রামের শোকে বশীভূত দশরথের মতো বহু বিলাপ করলেন ।৮১

অতঃপর বিদ্যা ও বিনয়গুণসম্পন্ন মন্ত্রী এবং বৃদ্ধ পুরোহিত অপরিতৃপ্ত মুখে কিন্তু শোকরহিত না হয়ে তাঁকে মমতাযুক্ত এই উপযুক্ত বাক্য বললেন, ৮২ 'নরশ্রেষ্ঠ, শোক ত্যাগ করুন, ধৈর্যধারণ করুন। হে ধীর, অধীরের মতো আপনি অশ্রুমোচন করতে পারেন না। পৃথিবীতে বহু নৃপতিই দলিত মাল্যের মতো ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে গিয়েছেন।৮৩ তাছাড়া, তাঁর এই ভাব তো পূর্বনির্দিষ্ট। অতীতে ঋষি অসিতের সেই বাক্য স্মরণ করুন। ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্বর্গে বা চক্রবর্তীর রাজ্যে সুখে বাস করাতে পারা যাবে না।৮৪ কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ, যদি চেষ্টা করতেই হবে শীঘ্র বলুন, এখনই গমন করি। এ-বিষয়ে আপনার পুত্র এবং নানা শাস্ত্রীয় বিধানের সঙ্গে বহুবিধ যুদ্ধ হোক।'৮৫ তখন নরপতি তাঁদের আদেশ দিলেন: 'তবে আপনারা দ্রুত এখান থেকেই প্রস্থান করুন। পুত্রলোভী বনবিহঙ্গের মতোই আমার হৃদয় শান্তি লাভ করছে না।'৮৬ 'উত্তম', এই বলে নরপতির আদেশে মন্ত্রী এবং পুরোহিত সেই বনে গমন করলেন। নরপতিও 'সমাধান হলো' এই ভেবে বধূ এবং পত্নীদের সঙ্গে অবশিষ্ট কর্ম সম্পাদন করলেন।৮৭

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'অন্তঃপুরে বিলাপ'-নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × নবম সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

কুমারের অন্বেষণ

তারপর সেই মন্ত্রী এবং পুরোহিত রাজার অশ্রুরূপ কশায় তাড়িত হয়ে উত্তম অশ্বযুগলের মতো মৈত্রীবশত সর্বপ্রযত্নে অবিলম্বে সেই বনে উপস্থিত হলেন।১ পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁরা যথাকালে যোগ্য অনুচরদের সঙ্গে সেই আশ্রমে উপস্থিত হলেন, তারপর রাজকীয় আড়ম্বর ত্যাগ করে বিনীতভাবে ভার্গবের গৃহে গেলেন।২

তাঁরা বিধিমতো ভার্গবের অর্চনা করলেন, ভার্গবও অনুরূপভাবে তাঁদের অর্চনা করলেন। তাঁরা আসনে উপবেশন করলেন। তারপর আসনে উপবিষ্ট ভার্গবের কাছে অন্য কথা বর্জন করে আপন কর্তব্য বিবৃত করলেন।৩ 'আমাদের দুজনকে শুদ্ধতেজ, নির্মল এবং বিশাল কীর্তিমণ্ডিত ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজার শস্ত্র গ্রহণে এবং মন্ত্রণা গ্রহণে শিক্ষিত বলে জানবেন।৪ তিনি ইন্দ্রকল্প—জয়ন্তের মতো তাঁর পুত্র জরা ও মৃত্যুর ভয় উত্তীর্ণ হবার ইচ্ছায় এখানে এসেছেন শুনেছি। আপনাকে জানাই, তাঁর জন্যেই আমরা দুজনে এখানে এসেছি।'৫

ভার্গব তাঁদের বললেন, 'সেই দীর্ঘবাহু কুমার এসেছিলেন কিন্তু তিনি অবোধ নন। আমাদের এই ধর্ম পুনর্জন্ম ফিরিয়ে আনে এই উপলব্ধি করে, মুক্তিকামী হয়ে তিনি অরাড়ের নিকটে গিয়েছেন।'৬ তখন তাঁরা দুজন তাঁর কাছে বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সেই

ব্রাহ্মণকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। পরিশ্রান্ত হলেও রাজভক্তিতে অক্লান্তের মতো তাঁরা অবিলম্বে সেই পথে অগ্রসর হলেন যে-পথে তিনি গিয়েছেন।৭ তারপর যেতে-যেতে তাঁরা দেখলেন তিনি বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি অস্নাত, প্রদীপ্ত দেহ এবং মেঘমণ্ডলের মধ্যে প্রবিষ্ট সূর্যের মতো।৮ তখন পুরোহিত যান থেকে নেমে মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কাছে গেলেন, যেমন বামদেবের সঙ্গে উর্বশীপুত্র বশিষ্ঠ মুনি বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে গিয়েছিলেন।৯ স্বর্গে শুক্র এবং বৃহস্পতিকে ইন্দ্র যেমন অর্চনা করেন তিনি সেইভাবে তাঁদের যোগ্য অভ্যর্থনা করলেন এবং সেখানে শুক্র এবং বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যেমন অর্চনা করেন তাঁরাও তাঁকে সেইভাবে অর্চনা করলেন।১০ তারপর অনুমতি লাভ করে তাঁরা শাক্যকুলধ্বজের সম্মুখে উপবেশন করলেন যেন চন্দ্রের সংযোগে এলেন পুনর্বসু নক্ষত্রযুগল।১১

স্বর্গে পারিজাতবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে যেমন বৃহস্পতি বলেছিলেন তেমনি বৃক্ষমূলে অবস্থিত প্রদীপ্ত সেই রাজপুত্রকে পুরোহিত বললেন ;১২ 'কুমার, আপনার শোকের শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হলে মুহূর্তের জন্য রাজা ভূমিতলে মূর্ছিত হন ; তারপর অশ্রুবর্ষণ করে আপনাকে তিনি যা বলেছেন তা শুনুন।১৩ "ধর্মের প্রতি তোমার সংকল্প আমি জানি, তোমার ভবিতব্য বিষয়ও আমি অবগত আছি। কিন্তু অকালে তোমার বন-আশ্রয়ের জন্য অগ্নির তুল্য শোকাগ্নিতে আমি জ্বলছি।১৪ সুতরাং হে ধর্মপ্রিয়, আমার প্রিয়সাধনের জন্য ধর্মের কারণেই এই বুদ্ধি ত্যাগ কর। বর্ধিত নদীবেগ কূলকে যেমন আহত করে এই শোকবেগ আমাকে তেমনি আহত করছে।১৫ বায়ু, সূর্য, অগ্নি এবং মহাবজ্রের মেঘ, জল, শুষ্ক ঘাস এবং পর্বতে যে-আচরণ হয় অর্থাৎ বিক্ষেপ, শোষণ, দাহ ও বিদারণ, একমাত্র শোক আমার প্রতি একসঙ্গে সেই আচরণ করছে।১৬ সুতরাং এখন পৃথিবীর আধিপত্য ভোগ কর, শাস্ত্রনির্দিষ্টকালে পরে বনে গমন করবে। আমি অনিষ্টবন্ধু অর্থাৎ মৃত্যুর আশঙ্কাযুক্ত, আমার কথা বিবেচনা কর। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াই ধর্ম।১৭ তাছাড়া, এই ধর্ম বনেই সিদ্ধ হয় এমন নয়। যতিদের নগরেও সিদ্ধি নিশ্চিত। বুদ্ধি ও যত্নই সিদ্ধির হেতু। বন এবং যতির চিহ্ন অর্থাৎ ভিক্ষুবেশ দুই-ই ভীরুতার নিদর্শন।১৮ মুকুটধারী, কণ্ঠে হার বিলম্বিত, বাহু কেয়ূরবন্ধ, লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লুণ্ঠনরত এমন রাজগণও গৃহে অবস্থান করেই মোক্ষ লাভ করেছেন।১৯ ধ্রুবের দুই অনুজ বলি এবং বজ্রবাহু, বৈভ্রাজ, আষাঢ়, অন্তিদেব, বিদেহরাজ জনক এবং রাম, দ্রুম ও সেনজিৎ প্রভৃতি গৃহস্থ রাজগণ ২০ এদেরও মোক্ষ ধর্মবিধিতে শিক্ষিত জেনো। সুতরাং জ্ঞানের আধিপত্য এবং রাজশ্রী উভয়েরই যুগপৎ ভজনা কর।২১ তুমি অভিষিক্ত হবে, তোমাকে সলিলসিক্ত অবস্থাতেই গাঢ় আলিঙ্গন করে, রাজছত্রের তলে তোমাকে দেখতে-দেখতে সেই আনন্দের সঙ্গেই আমি বনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি।"২২

নৃপতি আপনাকে এই কথাই বলেছেন। তাঁর কথার প্রতি অক্ষরই ছিল বাষ্পসিক্ত। শুনে তাঁর প্রীতির জন্য আপনার উচিত স্নেহের দ্বারা তাঁর স্নেহকে অনুসরণ করা।২৩ আপনি যেই শোকের হেতু সেই শোক সলিলময় দুঃখসমুদ্রে শাক্যরাজ মগ্ন হতে যাচ্ছেন ; সুতরাং সেই অনাথ নিরাশ্রয়কে সমুদ্রে মগ্ন ব্যক্তিকে নৌকার মতো আপনি উদ্ধার করুন।২৪ গঙ্গার উদর থেকে সঞ্জাত ভীষ্ম, এবং ভৃগুপুত্র পরশুরাম এঁরা সকলেই পিতার জন্য যে-কাজ করেছেন তা শুনে আপনারও পিতার অভিলষিত কাজ

করা উচিত।২৫ আপনি শুনুন, আপনাকে যিনি পালন করেছেন সেই দেবী না মরলেও মৃতবৎসা স্নেহময়ী গাভীর মতো করুণভাবে অজস্র রোদন করছেন।২৬ হংসের থেকে বিচ্ছিন্ন হংসীর মতো, হস্তীর দ্বারা বনে পরিত্যক্ত হস্তিনীর মতো আর্ত; পতিমতী হয়েও পতিহীন বধূকে দর্শন দিয়ে তাকে আপনার রক্ষা করা উচিত।২৭ আপনার একমাত্র শিশুপুত্র দুঃখবহনেরও অযোগ্য তবু সে অন্তরে দুঃখ বহন করছে। রাহুলকে পিতৃশোক থেকে মুক্ত করুন, গ্রাস থেকে পূর্ণচন্দ্রকে মুক্ত করা হবে।২৮ শোকের অগ্নিতে অন্তঃপুর ও সমগ্র নগর জ্বলছে। 'আপনার বিরহ' এই অগ্নির ইন্ধন 'দীর্ঘনিশ্বাস' এর ধূম, 'মোহ' এর শিখা। আপনার দর্শন হবে এই অগ্নি-নির্বাপনের জল, সমগ্র নগর তাই প্রার্থনা করছে।'২৯

গুণবানের গুণে অভিজ্ঞ এবং পূর্ণ সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত সেই বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের কথা শুনে মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন, পরে এই বিনয়যুক্ত উত্তর দিলেন।৩০ 'পুত্রের প্রতি পিতার মনোভাব আমি জানি, বিশেষত আমার প্রতি ভূপতির মনোভাবও আমার জানা। জেনেও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ভয়ে অগত্যা আমি স্বজনকে ত্যাগ করছি।৩১ যদি অন্তিমে প্রিয়বিচ্ছেদ না হতো তবে প্রিয় স্বজনকে কি দেখতে ইচ্ছে করত না? যেহেতু বিলম্ব হলেও বিয়োগ হবেই সেই কারণে আমি স্নেহশীল পিতাকেও ত্যাগ করছি।৩২ আপনি যে বলেছেন, 'আমার জন্যই নরপতির শোক তা আমার ভালো লাগে নি, কারণ মিলন যখন স্বপ্নের মতো এবং বিচ্ছেদ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন তিনি সন্তপ্ত হচ্ছেন।৩৩ জগতের বিচিত্র গতি দেখে আপনার বুদ্ধি এই সিদ্ধান্তই করুক যে সন্তাপের হেতু পুত্র নয়, বন্ধু (পিতা) নয়, অজ্ঞানবশতই এই দুঃখ।৩৪ যেহেতু এ-জগতে সম্মিলিত, পথগামী মানুষদের যথাকালে বিচ্ছেদ নিশ্চিত, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বন্ধুরূপে পরিচিতজনদের বিচ্ছেদে শোক করবে?৩৫ মানুষ (পূর্বজন্মে) স্বজন ত্যাগ করে এখানে আসে, এখানেও (স্বজন) লাভ করে, আবার অন্যত্র চলে যায়। সেখানে গিয়েও আবার অন্যস্থানে যায়, সুতরাং এমন ত্যাগধর্মী মানুষে কিসের অনুরাগ?৩৬ আর যখন গর্ভ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অবস্থাতেই 'মৃত্যু' বধের জন্য প্রবৃত্ত তখন পুত্রবৎসল পূজনীয় পিতা কেন বললেন, আমি অকালে বনে আশ্রয় নিয়েছি?৩৭ বিষয়ভোগে অকাল আছে তেমনি অর্থের উপার্জনেও কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। কাল সর্বদাই জগৎকে পীড়িত করছে। যা মঙ্গলের জন্য পরিচালিত করে তার কোন কাল নেই।৩৮ রাজা যে আমার উপর রাজ্য ছেড়ে দিতে চান তা উদার এবং পিতারই যোগ্য কিন্তু আমার তা গ্রহণ করা সংগত নয় তা হবে পীড়িত ব্যক্তির লোভবশত অপথ্য-গ্রহণের মতো।৩৯ রাজত্ব মোহের ভাণ্ডার, এতে আছে উদ্বেগের সম্পর্ক, অহঙ্কার পরিশ্রম এবং পরের প্রতি অত্যাচারজনিত ধর্মপীড়া জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে তা গ্রহণ করা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে?৪০ রাজ্য রমণীয় এবং বিপদের আশ্রয় প্রজ্বলিত স্বর্ণময় প্রাসাদের মতো, বিষমিশ্রিত উত্তম অন্নের মতো এবং কুম্ভীরে পূর্ণ পদ্মময় জলাশয়ের মতো।৪১ এইভাবে রাজ্য সুখ নয়, ধর্মও নয়। তাই পূর্ববর্তী রাজশ্রেষ্ঠগণ যখন দুঃখ অবশ্যম্ভাবী সেই বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য ত্যাগ করে বনেই গিয়েছেন।৪২ সন্তোষকে পরম রত্নের মতো বুকে জড়িয়ে রেখে অরণ্যে তৃণভোজন বরং ভাল, ঐশ্বর্যের মধ্যে সুলভ অদৃশ্য কৃষ্ণসর্পের মতো দোষসমূহের মধ্যে বাস কোন মতে নয়।৪৩ রাজগণের পক্ষে রাজ্য ত্যাগ করে ধর্মের অভিলাষে বনে প্রবেশ করা

প্রশংসনীয় কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বন ত্যাগ করে গৃহে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত নয়।৪৪ উচ্চ বংশে জাত কোন্‌ সারবান্‌ পুরুষ ধর্মাভিলাষে বনে এসে, কাষায় বিসর্জন দিয়ে, লজ্জা ত্যাগ করে ইন্দ্রপুরীতেও প্রবেশ করতে পারে ?৪৫ লোভে মোহে বা ভয়ে যে ব্যক্তি বমন করা অন্ন পুনরায় ভোজন করতে পারে সে-ই ভোগের বস্তুগুলি ত্যাগ করে লোভ, মোহ বা ভয়বশত পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।৪৬ জ্বলন্ত গৃহ থেকে কোনক্রমে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে সে-ই দোষ দেখে সংসার জীবন ত্যাগ করে আবার মোহবশত তা-ই গ্রহণ করে।৪৭ শোনা যায় গৃহস্থ নৃপগণ মোক্ষলাভ করেছিলেন, তা হয় না। কোথায় শম-প্রধান মোক্ষ ধর্ম আর কোথায় দণ্ডপ্রধান রাজধর্ম।৪৮ শান্তিতে যদি রুচি হয় তবে বুঝতে হবে রাজ্য শিথিল, রাজ্যে যদি মতি হয় তবে শান্তিভঙ্গ অনিবার্য। যেমন শীতল ও উষ্ণ, জল ও অগ্নির একত্র থাকা চলে না তেমনি শম ও উগ্রতা মিলিত থাকে না।৪৯ হয় সেই সিদ্ধান্তের জন্যই সেই ভূপতিগণ রাজ্য ত্যাগ করে শম লাভ করেছিলেন অথবা রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে জিতেন্দ্রিয়তার জন্য যে অবস্থা চূড়ান্ত নয় তাতেই মোক্ষের অভিমান করেছেন।৫০ রাজ্যে তাঁদের শান্তিলাভ যথাযথভাবেই হোক, আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত না করে আসি নি। গৃহ এবং বন্ধু নামক জাল ছিন্ন করে আমি মুক্ত, সেই বন্ধনে আর প্রবেশ করতে চাই না।'৫১

রাজপুত্রকে নিজের জ্ঞান ও গুণের অনুরূপ, নিঃস্পৃহ, যুক্তিযুক্ত এবং ওজস্বী এই কথা বলতে শুনে মন্ত্রীও প্রত্যুত্তরে বললেন ;৫২ 'ধর্মবিধিতে আপনার এই যে সংকল্প এটি অযৌক্তিক নয়, তবে কালোচিতও নয়। বয়স্থ পিতাকে শোকে মগ্ন করে আপনি ধর্মাভিলাষী, আপনার ধর্ম হবে না।৫৩ অবশ্যই আপনার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম নয় ; অথবা ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিষয়ে বিচক্ষণ নয়, কারণ আপনি অদৃষ্টফলের জন্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছেন।৫৪ কেউ-কেউ বলেছেন, পুনর্জন্ম আছে কোন-কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ বলেছেন, নেই। যেহেতু এই বিষয় এইরূপ সংশয় আছে তখন উপস্থিত ঐশ্বর্য ভোগ করাই কর্তব্য।৫৫ পুনরায় যদি কোন জন্ম থাকে, সেই জন্মে যা পাব তাতেই আমরা আনন্দ করব। আর যদি পরে কোন জন্ম না থাকে তবে বিনা প্রযত্নেই জগতের মুক্তি সিদ্ধ হলো।৫৬ কেউ-কেউ বলেন পরলোক আছে, কিন্তু তারা মোক্ষের উপায় বর্ণনা করেন না। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, জলের যেমন তরলতা সেইরকম সৃষ্টিতেও এরা স্বভাবের কথাই বলেন।৫৭ কেউ বলেন—শুভ, অশুভ, জন্ম ও মৃত্যু স্বভাব থেকে হয়। যেহেতু এইসবই স্বাভাবিক, এই কারণে সকল প্রকার প্রযত্নই ব্যর্থ।৫৮ ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া যে নির্দিষ্ট, বস্তুগুলির মধ্যে যে প্রিয়ত্ব বা অপ্রিয়ত্ব, মানুষ যে জরা ও রোগের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেখানে কোন যত্ন বা চেষ্টা আছে ? অবশ্য তা স্বভাব।৫৯ জল অগ্নিকে প্রশমিত করে, অগ্নি শুষ্ক করে জলকে। ভিন্নভিন্ন ভূত দেহবন্ধ এবং একীভূত হয়ে জগৎ গঠন করছে।৬০ মাতৃগর্ভে যে গমন করেছে তার হস্ত, চরণ, উদর, পৃষ্ঠ এবং মস্তক যে উৎপন্ন হয় এবং তার আত্মার যে সেই দেহের সঙ্গে যোগ হয়—অভিজ্ঞগণ এই সবকেই স্বাভাবিক বলেন।৬১ কণ্টকের তীক্ষ্ণতা বা পশুপক্ষীদের বৈচিত্র্য কে সম্পাদন করে ? স্বভাব থেকেই এসব উৎপন্ন হয়েছে। আপন ইচ্ছায় কাজ করবার কেউ নেই প্রযত্ন কোথা থেকে হবে ?৬২ তেমনি অন্যেরা বলেন, সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে। সে-ক্ষেত্রে মানুষের প্রযত্নে কি প্রয়োজন ?

জগতের সৃষ্টিতে যিনি কারণ, নিবৃত্তিতে তিনিই কারণরূপে নির্দিষ্ট রয়েছেন।৬৩ কেউ-কেউ বলেন, জন্ম এবং জন্মক্ষয় আত্মার জন্যই কিন্তু তাঁরা জন্মকে 'বিনা যত্নে' সম্পন্ন বলে ব্যাখ্যা করেন আর বলেন, যত্নের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।৬৪ মানুষ সন্তানের দ্বারা পিতৃগণের, বেদের দ্বারা ঋষিদের এবং যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের ঋণ থেকে মুক্ত হয়। মানুষ এই তিনটি ঋণ নিয়েই উৎপন্ন হয়, সেই তিনটি ঋণ থেকে যার মুক্তি হয়েছে মুক্তি তারই।৬৫ মোক্ষে অভিজ্ঞগণ বলেছেন, এই বিধি অনুযায়ী যিনি যত্নবান তিনিই মোক্ষ লাভ করেন। অত্যন্ত যত্নবান হলেও শক্তির দ্বারা মুক্তির অভিলাষিগণ দুঃখই লাভ করেন।৬৬ সুতরাং হে সৌম্য, মোক্ষে যদি ভক্তি থাকে নীতি অনুসারে যথোক্ত বিধি পালন করুন, এইভাবে মোক্ষেরও সিদ্ধি হবে, নরপতিরও দুঃখনাশ হবে।৬৭ আর তপোবন থেকে গৃহে প্রবেশের বিষয়ে আপনার যে দোষবুদ্ধি জন্মেছে, তাতেও আপনার যেন চিন্তা না হয়। পূর্ববর্তীরাও বন থেকে গৃহে গেছেন।৬৮ তপোবন থেকেও প্রজাদের প্রার্থনায় রাজা অম্বরীষ নগরে ফিরে গিয়েছিলেন। তেমনি রাম তপোবন থেকে এসে রক্ষা করেছিলেন অনার্যদের দ্বারা উৎপীড়িত পৃথিবীকে।৬৯ তেমনিভাবেই শাল্বগণেব অধিপতি দ্রুম পুত্রের সঙ্গে বন থেকে নগরে প্রবেশ করেছিলেন; সংকৃতির পুত্র অন্তিদেব ব্রহ্মর্ষি হবার পর বশিষ্ঠ মুনির কাছ থেকে রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করেছিলেন।৭০ ধর্ম এবং যশে প্রদীপ্ত এইরূপ ব্যক্তিগণ বন ত্যাগ করে গৃহে ফিরে গিয়েছেন সুতরাং ধর্মের জন্য বন থেকে গৃহে ফিরে যাওয়ায় কোন দোষ নেই।'৭১

এরপর নৃপতির চক্ষুস্বরূপ সেই মন্ত্রীর প্রিয় ও হিতকর কথা শুনে রাজপুত্র বললেন। 'তিনি ধৈর্যে অবস্থিত; যে-কথা তিনি বলেন তা অলঙ্ঘ্য, সংলগ্ন, আসক্তিহীন ও ধীর।৭২ 'পরলোক' আছে কি নেই ইহলোকে এই যে সংশয় এ-বিষয়ে অন্যের বাক্যে আমার কোন সিদ্ধান্ত নেই, স্বয়ং তপস্যা ও শমের দ্বারা তত্ত্ব জেনে যেখানে যে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হবে আমি তাই গ্রহণ করব।৭৩ সংশয়জাত, অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী দর্শন আমার গ্রহণ করা উচিত নয়। অন্ধকারে অন্ধনায়ক-চালিত অন্ধের মতো অন্যের উপর বিশ্বাস করে কোন ব্যক্তি ভ্রমণ করবে?৭৪ যদিও আমার তত্ত্বদর্শন হয় নি তবু সংশয়যুক্ত শুভ ও অশুভের মধ্যে শুভেই আমার মন। শুভ বিষয়ে যার মন তার বৃথা পরিশ্রমও ভাল; নিন্দিত বিষয়ে মন তার তত্ত্বের পথে সুখও কিছু নয়।৭৫ কিন্তু এই শাস্ত্রকে অস্থির দেখে আপ্তগণ যা বলেছেন তাকেই সৎ বলে জেনে রাখুন। দোষহীনতাই আপ্ততা বলে জানবেন। দোষহীন ব্যক্তি অসত্য বলবেন না।৭৬ আপনি আমার গৃহ প্রবেশ সম্পর্কে রাম প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এনেছেন কিন্তু তাঁরা প্রমাণ নন কারণ ধর্মের নির্ণয়ে ব্রতভঙ্গকারিগণ যোগ্য প্রমাণ বলে বিবেচিত হন না।৭৭ এই অবস্থায় যদি সূর্যও পৃথিবীতে পতিত হন, হিমালয়ও যদি তাঁর স্থিরত্ব ত্যাগ করেন তবু তত্ত্ব দর্শন না করে, বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয় উন্মুখ রেখে মূর্খের মতো আমি গৃহ আশ্রয় করব না।৭৮ আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করব কিন্তু অসফল হয়ে গৃহে প্রবেশ করব না;' অভিমানের সঙ্গে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন এবং মমতাহীনের মতো উঠে ইচ্ছে মতো প্রস্থান করলেন।৭৯ তখন মন্ত্রী এবং পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) দুজনেই উপলব্ধি করলেন তাঁর সংকল্প দৃঢ়; সাশ্রুলোচনে দুঃখিত ও বিষণ্ণ মুখে তাঁকে (কিছু দূর) অনুসরণ করলেন; তারপর অগত্যা ধীরে-

ধীরে নগরের দিকেই যাত্রা করলেন।৪০ তাঁর প্রতি স্নেহ এবং নৃপতির প্রতি ভক্তিবশত তাঁরা তাঁর আগে গেলেন আবার দাঁড়িয়ে রইলেন। আপন তেজে দীপ্ত ও দুর্ধর্ষ সূর্যের মতো তিনি, তাঁরা পথে-পথে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেও পারলেন না, ত্যাগ করতেও পারলেন না।৪১ পরম যাঁর গতি, তাঁর গতি জানবার জন্য তাঁরা প্রচ্ছন্ন ও বিশ্বস্ত চরদের নিযুক্ত করলেন। প্রিয় পুত্রের দর্শন লালসায় রাজা বসে আছেন, কিরূপে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, এইসব ভাবতে-ভাবতে কোনমতে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন।৪২

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'কুমারের অন্বেষণ'-নামক নবম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × দশম সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

বিম্বসারের আগমন

মন্ত্রী ও পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে রাজকুমার এগিয়ে চললেন। প্রশস্ত ও দৃঢ় বক্ষ তাঁর, তিনি চঞ্চলতরঙ্গা গঙ্গা পার হলেন, গেলেন রাজগৃহে ; এখানকার সব গৃহই শ্রীসম্পন্ন।১ এই নগর পর্বতের দ্বারা সুরক্ষিত এবং সুশোভিত, মঙ্গলময় তপ্ত কুণ্ডের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং পাঁচটি পর্বতের দ্বারা চিহ্নিত। শান্তচিত্ত রাজকুমার এই নগরে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মা যেমন স্বর্গে প্রবেশ করেন তেমনি।২ স্থায়ী ব্রতী শিবের তুল্য তিনি সমস্ত মানুষকে অতিক্রম করে আছে তার গাম্ভীর্য, প্রভাব, দেহ এবং দীপ্তি। সবাই দেখে বিস্মিত হলো।৩ তাঁকে দেখে যে অন্যের সঙ্গে যাচ্ছিল সে থেমে গেল, যে পথে দাঁড়িয়ে ছিল সে পেছনে-পেছনে যেতে লাগল, যে ধীরে যাচ্ছিল সে দ্রুত চলতে লাগল, যে বসে ছিল সে উঠে দাঁড়াল।৪ কোন ব্যক্তি তাঁকে করযুগল দিয়ে অর্চনা করলেন, কেউ সম্মান করে নতশিরে বন্দনা করলেন, কেউ বা প্রিয় বচনে এঁকে অভিনন্দিত করলেন। পূজা না করে কেউ-ই গেলেন না।৫ বিচিত্র বেশধারীরা তাঁকে দেখে লজ্জিত হলেন, বহুভাষীরা মৌন হলেন। যেন সাক্ষাৎ ধর্মের সান্নিধ্যে কোন ব্যক্তিরই অন্যায় বোধ এল না।৬ অন্য কাজে নিযুক্ত থাকলেও রাজপথে নারী বা পুরুষেরা সাদরে সেই দেবকল্প রাজকুমারকে দেখতে লাগল। তাদের দৃষ্টি তৃপ্ত হলো না।৭ দুই ভ্রূ, ললাট, মুখ, দুই নয়ন, দেহ, দুই হাত, দুই চরণ বা তাঁর গমন যেখানে যিনি তাঁর যা দেখলেন তাই তাঁর দৃষ্টিকে বেঁধে রাখল।৮ রোমবহুল ভ্রূ, বিশাল নয়ন, দীপ্ত দেহ শুভ জালমণ্ডিত হস্ত তিনি পৃথিবী পালনের উপযুক্ত ; তাঁকে ভিক্ষুর বেশে দেখে রাজগৃহের লক্ষ্মী ক্ষুব্ধ হলেন।৯

এরপর মগধ প্রান্তের অধিপতি শ্রেণ্য প্রাসাদের বহির্ভাগ থেকে সেই বিপুল জনতা দেখলেন এবং তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল ;১০ ব্রাহ্মণগণ যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'তিনি পরম জ্ঞান বা পৃথিবীর ঐশ্বর্য লাভ করবেন' ইনিও শাক্যরাজ্যের সেই পুত্র, পরিব্রাজক হয়েছেন, লোকে তাঁকে দেখছে।১১ তখন সেই কথা শুনে সশ্রদ্ধ অন্তরে রাজা সেই পুরুষকেই বললেন 'জেনে এস তো কোথায় যাচ্ছেন।' 'উত্তম' এই বলে সে-ব্যক্তিই এঁর অনুসরণ করল।১২ সেই ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ দেহ ও চঞ্চল চিত্তকে স্থির রেখে ভিক্ষা প্রার্থনা করছিলেন তাঁর চক্ষু অচঞ্চল, ভূমিতলের দিকেই

সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ; তাঁর বাণী মৌন, তাঁর গতি ধীর ও নিয়মিত ।১৩ যথাপ্রাপ্ত ভিক্ষাগ্রহণ করে তিনি পর্বতের নিভৃত ঝর্ণার কাছে গেলেন। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তা ভক্ষণ করে পাণ্ডব পর্বতের উপর আরোহণ করলেন ।১৪

সেই পর্বত লোধ্রবনে আচ্ছাদিত, তার কুঞ্জ ময়ূর ধ্বনিতে পূর্ণ। সেখানে সেই নরসূর্য এমন শোভিত হলেন, মনে হলো যেন উদয়গিরির উপরে বালসূর্য উদিত ।১৫ সেই রাজভৃত্য সেখানে এঁকে দেখে রাজা শ্রেণ্যকে সব কথা জানাল। রাজা শুনে সমাদর পূর্বক পরিমিত অনুচরের সঙ্গে প্রস্থান করলেন ।১৬ পাণ্ডবতুল্য বীর্যবান্, পর্বতসমান দেহ মুকুটধারী, সিংহগতি সেই নরসিংহ চঞ্চলকেশর মণ্ডিত সিংহের মতো পর্বত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবে আরোহণ করলেন ।১৭ তারপর তার উপরে শিখরসদৃশ, শান্ত ইন্দ্রিয় বীরাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বকে দেখলেন, মেঘপুঞ্জ থেকে উদীয়মান শশাঙ্কের মতো ।১৮ বিস্মিত রাজা বিনীত হয়ে রূপের শোভায় এবং শমগুণে ধর্মের মূর্তির মতো উপবিষ্ট কুমারের কাছে গেলেন যেন ব্রহ্মার নিকটে গেলেন ইন্দ্র ।১৯

নীতিবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই কুমারের কাছে এসে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তিনিও সমান প্রিয়বচনে রাজাকে তাঁর মনের স্বাস্থ্য ও রোগহীনতার কথা বললেন ।২০ তখন রাজা হস্তীর কর্ণের মতো নীল, পবিত্র শিলাতলে উপবেশন করলেন এবং নিকটে উপবেশন করে অনুমতি নিয়ে তাঁর মনের ভাব জানবার ইচ্ছায় এই কথা বললেন ;২১ 'আপনার কুলের সঙ্গে আমার পরম্পরাগত এবং পরীক্ষিত পরম প্রীতি রয়েছে। আপনার আমার নিজের বয়স তাই এই প্রীতিবচন শুনুন,২২ আপনার বিশাল কুল, সূর্য তার আদি পুরুষ, আপনার নবীন বয়স দীপ্ত দেহ। ক্রম ভঙ্গ করে আপনার এই বুদ্ধি কেন ভিক্ষায় রত হলো, রাজ্যে নয় ?২৩ আপনার দেহ রক্ত চন্দনের যোগ্য, এত কাষায় সংযোগের যোগ্য নয় ।২৪ এই হস্ত প্রজাপালনের যোগ্য, পরদত্ত অন্নভোজনের যোগ্য নয়। সুতরাং হে সৌম্য! পিতার স্নেহে যদি আপনি বিক্রমের দ্বারা পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা না করেন এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম সহ্য করবার অভিলাষও যদি আপনার না থাকে, অবিলম্বে আমার রাজ্যের অর্ধেক ভোগ করুন ।২৫ এইভাবে স্বজনপীড়ন হবে না, লক্ষ্মী ও শান্তি আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হবেন। সুতরাং আপনি আমার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করুন। সজ্জনগণের মিলনই সজ্জনগণের সমৃদ্ধি ।২৬ আর যদি কুলের অভিমানে আমাদের প্রতি আপনার বিশ্বাস না থাকে বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করুন , আমাকে সহায় করে। বাণের সাহায্যে শত্রু জয়ে অভিলাষী হোন ।২৭ এই দুই বুদ্ধির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করুন , বিধিমতো ধর্ম অর্থ ও কামকে ভজনা করুন। আসক্তির বশে ইহলোকে ত্রিবর্গের ক্রম-বিপর্যয় করে পরলোক ও ইহলোকে মানুষের পতন হয় ।২৮ সম্পূর্ণ সিদ্ধি যদি বাঞ্ছিত হয়, অর্থ ও ধর্মকে পীড়িত করে যে কাম, ধর্ম ও কামকে অবজ্ঞা করে যে অর্থ, এবং কাম ও অর্থের নিবৃত্তির দ্বারা যে ধর্ম, তাকে ত্যাগ করতে হবে ।২৯ সুতরাং ত্রিবর্গের সেবার দ্বারা আপনি আপনার এই রূপকে সফল করুন। পণ্ডিতগণ ধর্ম, অর্থ ও কামের পূর্ণ প্রাপ্তিকেই মানুষের পূর্ণ পুরুষার্থ বলেছেন ।৩০ তাই ধনুক আকর্ষণের যোগ্য আপনার এই দুটি পুষ্ট বাহুকে আপনি নিষ্ফল করতে পারেন না। এরা মান্ধাতার মতো তিন লোককেই জয় করার যোগ্য, এখানে এই পৃথিবীর কথা আর কি ?৩১ আমি স্নেহের বশেই একথা বলছি, ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি বা অভিমানবশে

নয়। আপনার এই ভিক্ষুবেশ দেখে আমার অনুকম্পা জেগেছে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে।৩২

সুতরাং হে স্ববংশের প্রতিমূর্তি! যতদিন জরা আপনার রূপকে বহু পরিমাণে অভিভূত করে আগমন না করে ততদিন হে ভিক্ষাশ্রমঅভিলাষি বিষয় ভোগ করুন। হে ধর্মপ্রিয়, যথাকালে আপনি ধর্ম পালন করবেন।৩৩ জীর্ণ ব্যক্তিও ধর্মলাভ করতে পারে, বিষয় ভোগে কিন্তু জরার গতি নেই। এই কারণেই পণ্ডিতগণ যুবকের জন্য বিষয়ভোগ, মধ্যবয়সের জন্য অর্থ এবং বৃদ্ধের জন্য ধর্ম ব্যবস্থা করেছেন।৩৪ জীব-জগতে যৌবন ধর্ম ও অর্থের শত্রু। সযত্নে রক্ষিত হলেও একে ধারণ করা কঠিন, কারণ কাম বিষয়ভোগের পথে তাকে আকর্ষণ করে।৩৫ জীর্ণ বয়স বিচারপরায়ণ, ধীর এবং স্থিতিশীল। গতি না থাকায় এবং লজ্জার বশে অল্প যত্নে শান্ত স্বভাব লাভ করে।৩৬ এই কারণেই চঞ্চল, বিষয়প্রধান, প্রমত্ত অধীর, অদূরদর্শী ও বহু ছলনাময় যৌবনকে অতিক্রম করে মানুষ যেন অরণ্য পার হয়ে আশ্বাস লাভ করে।৩৭ সুতরাং অধীর, চপল, ভ্রান্ত এই নবীন বয়স অপগত হোক। প্রথম বয়সই কামের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে তাকে রক্ষা করা যায় না।৩৮ আর যদি ধর্মেই আপনার অভিলাষ তবে যজ্ঞ করুন। এ-আপনার কুলধর্ম, যজ্ঞের দ্বারা হস্তীর পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়েই ইন্দ্রও স্বর্গে গমন করেছিলেন।৩৯ স্বর্ণকেয়ূরের দ্বারা চিহ্নিত বাহু, মণিরূপ প্রদীপে উজ্জ্বল। বিচিত্র মুকুট মণ্ডিত রাজর্ষিগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই গতিই লাভ করেছিলেন মহর্ষীরা যা শ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছেন।'৪০ মগধপতি এই কথা বললেন, বলতে-বলতে তিনি ইন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হলেন। সেই রাজপুত্র তা শুনে বহু বিচিত্র শিখর মণ্ডিত কৈলাস পর্বতের মতোই অবিচল রইলেন।৪১

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'বিম্বসারের আগমন' নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × একাদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

কামনিন্দা

তখন সুহৃৎপ্রধান মগধাধিপতি এইরূপ বিরোধী মন্তব্য করবার পর শুদ্ধোদনপুত্র এই বললেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতিস্থ, নির্বিকার এবং কুল আচারে শুদ্ধ।১

'হে মিত্রাকাঙ্ক্ষ! আপনি বিরাট চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি শুদ্ধ-স্বভাব। আপনার এই কথায় আশ্চর্য কিছুই নেই, আপনার মিত্র সম্পর্কে এইরূপ আচরণই সঙ্গত।২ ভীরু ব্যক্তিতে যেমন লক্ষ্মী বাস করেন না কুলপরম্পরাগত মৈত্রীও অসৎ ব্যক্তিতে অবস্থান করেন না। সজ্জনগণ প্রীতিপরম্পরা দ্বারা পূর্বপুরুষের স্থাপিত সেই মৈত্রীকে বৃদ্ধি করেন।৩ অর্থের কষ্ট হলেও জগতে যারা সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে পূর্বের মতো একই আমি তাদের মিত্র মনে করি। স্বচ্ছল অবস্থায় সুখী ব্যক্তির বন্ধু কে না হয়?৪ এইভাবে জগতে যারা বিত্ত লাভ করে, মিত্র এবং ধর্মের জন্য তা নিয়োগ করেন, তারাই ঐশ্বর্যের সার লাভ করেছেন। পরিণামে নষ্ট হয়ে গেলেও ঐশ্বর্য তাদের দুঃখ দেয় না। ৫ হে রাজন, আমার প্রতি আপনার এই যে সংকল্প, মিত্রতা ও শিষ্টতা থেকেই তা উৎপন্ন হয়েছে। আমিও মিত্রতা দ্বারাই আপনাকে তৃপ্ত

করব। আমার কাছ থেকে এ-বিষয়ে আর অন্য উত্তর নেই।৬ আমি জরা ও মৃত্যুর ভয় অবগত হয়ে মুক্তির ইচ্ছায় প্রথমেই অমঙ্গলের কারণ কামনাগুলিকে এবং অশ্রুমুখ প্রিয়জনদের ত্যাগ করে এই ধর্ম আশ্রয় করেছি।৭ বিষয়কে আমি যেমন ভয় করি, বিষাক্ত সর্প, আকাশ থেকে বিচ্যুত বজ্র কিংবা বায়ুযুক্ত অগ্নিকেও তেমন ভয় করি না।৮ ভোগ্য বিষয়গুলি জগতে অনিত্য; এরা মানুষের কল্যাণ ও অর্থ হরণ করে। এরা শূন্য এবং মায়াবৎ। কেবলমাত্র আশা করলেই এরা মানুষের চিত্ত মোহগ্রস্ত করে; ব্যক্তির জীবনে অবস্থিত হলে আর কথা কি?৯ কামে অভিভূত মানুষ স্বর্গেও সুখ পায় না, মর্তলোকে পাবে কি? বায়ুসখা অগ্নির যেমন কাষ্ঠে তৃপ্তি নেই, তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তির তেমনি বিষয়ভোগে তৃপ্তি নেই।১০ জগতে বিষয়ের মতো অনর্থ নেই এবং মোহবশত মানুষ এতেই আসক্ত হয়। সত্যকে এইভাবে অবগত হয়ে অনর্থ থেকে ভীত কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি স্বয়ং অনর্থ আকাঙ্ক্ষা করবে?১১ সমুদ্রমেখলা পৃথিবী লাভ করেও মানুষ মহাসমুদ্রের পার জয় করতে চায়। নিপতিত বারিধারা দ্বারা যেমন সমুদ্রের তৃপ্তি হয় না, বিষয়ের দ্বারা বিষয়ী লোকেরও তেমনি তৃপ্তি হয় না।১২

মান্ধাতা চার মহাদেশ সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন; তাঁর জন্য আকাশ থেকে স্বর্ণ-বৃষ্টি হয়েছিল। দেবরাজের অর্ধাসন তিনি লাভ করেন, তবু তিনি ভোগে অতৃপ্ত রইলেন।১৩ ইন্দ্র যখন বৃত্রের ভয়ে পলায়িত, নহুষ তখন স্বর্গে দেবরাজ্য ভোগ করেন। তিনি দর্পবশত মহর্ষিদের দিয়ে তাঁর বাহকের কাজ করিয়েছিলেন। এত করেও তিনি ভোগে অতৃপ্ত রইলেন, তাঁর পতন হলো।১৪ পুরূরবা স্বর্গে প্রবেশ করে দেবী উর্বশীকে বশীভূত করেছিলেন তবু তিনি ভোগে অতৃপ্ত রইলেন। পরে লোভবশত ঋষিদের স্বর্ণ হরণ করতে যাওয়ায় তার বিনাশ হলো।১৫ বলি থেকে মহেন্দ্র, মহেন্দ্র থেকে নহুষ এবং নহুষ থেকে পুনরায় মহেন্দ্র যা লাভ করেছিলেন অদৃষ্টের ক্রীড়ায় বিক্ষিপ্ত সেই বিষয়কে স্বর্গেই হউক, বা মর্তেই হউক, কে বিশ্বাস করবে?১৬ চীরবসনধারী, মূল, ফল ও জলাহারী, সর্পের মতো দীর্ঘ জটাধারী, যাঁদের তপস্যা ছাড়া অন্য কোন কার্য নেই, সেই মুনিগণ যার কাছে পরাস্ত হয়েছে, সেই 'বিষয়' নামধারী শত্রুদের কে প্রার্থনা করবে?১৭ যার জন্য উগ্র আয়ুধ (অস্ত্র) ধারী উগ্রায়ুধের ভীষ্মের হাতে মৃত্যু হয়েছিল, তার চিন্তাও অশুভ। বিষয়চিন্তা সদাচারী ব্যক্তিদেরও ধ্বংস করে ব্রতহীন অসংযত ব্যক্তিদের আর কথা কি।১৮ স্বাদ যার তুচ্ছ, উৎকৃষ্ট যোগাযোগেও যাতে তৃপ্তি নেই, যা সজ্জন-নিন্দিত সুনিশ্চিত পাপ সেই বিষকে কে গ্রহণ করবে?১৯ কৃষি প্রভৃতি কর্মের দ্বারা পীড়িত বিষয়ীস্বভাব ব্যক্তিদের দুঃখ এবং ভোগে অনুৎসুক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য দেখে সংযত ব্যক্তিদের বিষয়ভোগ ত্যাগ করাই উচিত।২০ বিষয়-সম্পদকে বিষয়ী ব্যক্তির বিপদ বলেই জানা প্রয়োজন। কামনা সিদ্ধ হলে মত্ততা আসে; মত্ততা বশত মানুষ কাজ না করে অকাজ করে এবং তাতে নষ্ট হয়ে দুর্গতি লাভ করে।২১

যত্নের দ্বারা লব্ধ এবং রক্ষিত হয়ে যারা ছলনা করে পুনরায় অদৃশ্য হয় সেই বিষয়গুলি তো ঋণতুল্য। (অর্থাৎ ঋণলব্ধ বস্তুর মতো অস্থায়ী); তাতে কোন্ সংযমী বিদ্বান আনন্দলাভ করবে?২২ যাকে অন্বেষণ করে লাভ করার পর তৃষ্ণা জন্মে, যাকে ত্যাগ না করলে দুঃখ পেতে হয় সেই বিষয় যেন তৃণজাত অগ্নির মতো; তাতে কোন্ আত্মসংযমীর আনন্দ হবে?২৩ অসংযমিগণ যাদের দ্বারা হৃদয়ে আহত হয়ে

শান্তিলাভ না করে ধ্বংসলাভ করে সেই ক্রুদ্ধ উগ্র সর্পের মতো বিষয়গুলিতে কোন্ সংযমী পুরুষের আনন্দ হবে? ২৪ ক্ষুধার্ত কুক্কুর যেমন অস্থি ভোজন করে তৃপ্ত হয় না তেমনি যা ভোগ করেও মানুষ তৃপ্ত হয় না, জীর্ণ অস্থি ও কঙ্কালের সমান সেই বিষয়গুলিতে কোন্ জিতেন্দ্রিয়ের আনন্দ হবে? ২৫ যাতে রাজা, চোর, জল ও অগ্নির সমান অধিকার রয়েছে এবং সেইজন্যই যা দুঃখ সৃষ্টি করে সেই বিষয় তো বঁড়শিবিদ্ধ মাংসের মতো! তাতে কোন্ সংযত ব্যক্তির আনন্দ হবে? ২৬ যার মধ্যে থাকলে শত্রুর কাছ থেকে, এমনকি বন্ধুর কাছ থেকেও চারিদিক থেকেই বিপদ আসতে থাকে, 'বিষয়' সেই মারাত্মক স্থান! এতে কোন্ সংযমীর আনন্দ হবে? ২৭ যার জন্য পর্বত, অরণ্য, জল ও সাগর লঙ্ঘন করতে গিয়ে মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেই বিষয় বৃক্ষের উপরে স্থিত ফলের মতো। কোন্ বশী ব্যক্তি তাতে প্রীতিলাভ করবে? ২৮ নানাবিধ তীব্র যত্নের সাহায্যে যা পাওয়া যায়, আর পাওয়ার পর ক্ষণকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায় তা স্বপ্নলব্ধ ভোগের মতো। সেই বিষয়ে কোন সংযমীর আনন্দ হবে? ২৯ যাকে অর্জন করে সুখ হয় না, বর্ধন করে বা রক্ষা করেও সুখ হয় না, অঙ্গারের খাতের মতো সেই বিষয়ভোগে কোন্ আত্মসংযমীর আনন্দ হবে? ৩০ যার জন্য কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মেখল ও দণ্ডকগণ ধ্বংস হলেন সেই বিষয়ভোগ তো সৈনিক গৃহের অসি ও কাষ্ঠের তুল্য। কোন্ বশী ব্যক্তি তাতে প্রীতি ও আনন্দলাভ করবে? ৩১ যার জন্য সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই অসুর পরস্পর শত্রুতা করে বিনষ্ট হলো, সৌহার্দনাশক সেই বিষয়গুলিতে কোন্ সংযত ব্যক্তি প্রীতি ও আনন্দলাভ করবে? ৩২ এই সংসারে যার জন্য মানুষ নিজেকে জলে, অগ্নিতে এবং মাংসাশী জন্তুর কাছে উৎসর্গ করে, শত্রুর ন্যায় অশুভ সেই বিষয়ে কোন্ বশী ব্যক্তি প্রীতিলাভ করবে? ৩৩

বিষয়ের জন্য মূঢ়গণ দীনের ন্যায় আচরণ করে এবং বধ, বন্ধন প্রভৃতি দুঃখভোগ করে। বিষয়ের জন্য আশায় দীন ক্লেশসহিষ্ণু জীবজগৎ ক্লান্তি ও মৃত্যুকে বরণ করে। ৩৪ মৃগগণ মৃত্যুর জন্য গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, পতঙ্গগণ রূপের লোভে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় এবং আমিষ-অভিলাষী মৎস বঁড়শী গ্রাস করে। সুতরাং বিষয় কেবল অনর্থই সৃষ্টি করে থাকে। ৩৫ কিন্তু বিষয়গুলি 'ভোগ' এই যে ধারণা, এতে বক্তব্য এই যে কোন বিষয়ই ভোগ বলে গণ্য হয় না, কারণ জগতে বস্ত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে দুঃখের প্রতিকাররূপেই গ্রহণ করতে হবে। ৩৬ আমরা তৃষ্ণা উপশমের জন্য জল, ক্ষুধানাশের জন্য খাদ্য, রৌদ্র জল ও বায়ু থেকে রক্ষা পাবার জন্য গৃহ এবং নগ্নতা ও শীতাবরণের জন্য বস্ত্র অভিলাষ করে থাকি। ৩৭ তেমনি নিদ্রার বিঘ্ন দূর করার জন্য শয্যা, পথশ্রম নাশ করার জন্য যান, উত্থান-শ্রম দূর করার জন্য উপবেশন এবং শুদ্ধি, আরোগ্য ও বললাভের জন্য স্নান করে থাকি। ৩৮ সুতরাং বিষয় দুঃখ প্রতিকারের নিমিত্ত মাত্র, একে প্রাণীগণের 'ভোগ' বলা যায় না। দুঃখ-প্রতিকারের উপায়ে প্রবৃত্ত কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করবেন 'আমি বিষয় ভোগ করছি'? ৩৯ পিত্তজনিত জ্বালায় দগ্ধ হতে-হতে যে শীতল হবার প্রক্রিয়াকে 'ভোগ' বলে মনে করবে, দুঃখের প্রতিকার করতে উদ্যোগী সেই ব্যক্তিই বিষয়গুলিকে 'ভোগ' এই নাম দেবে। ৪০ তাছাড়া বিষয়গুলিতে যেহেতু ঐক্য নেই, সেই কারণেও আমি তাদের ভোগ বলি না। যে-বস্তুগুলি প্রথমে সুখ দান করে, সেইগুলিই আবার দুঃখ বহন করে আনে। ৪১ অগুরু এবং গুরুভার বস্ত্র শীতকালেই সুখ দেয়, গ্রীষ্মকালে দেয় দুঃখ। তেমনি

চন্দ্রকিরণ ও চন্দন গ্রীষ্মেই সুখকর হয়, শীতে দুঃখ দান করে।৪২ যেহেতু লাভ ও ক্ষতি প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবগুলি জগতে সকল বস্তুতেই জড়িয়ে আছে, এই কারণেও জগতে কোন পুরুষ একান্তভাবে সুখি বা একান্তভাবে দুঃখী নয়।৪৩ সুখ-দুঃখের এইরকম মিশ্রণ দেখে আমার কাছে রাজ্য ও দাসত্ব সমান মনে হয়। রাজাও নিত্য হাসেন না, ভৃত্যও নিত্য সন্তপ্ত হয় না।৪৪

'নৃপত্বে প্রভুত্ব অধিক' এই যদি যুক্তি হয় তবে এই কারণেই রাজার দুঃখও বিপুল। রাজা ভারবাহী দণ্ডকাষ্ঠের (বাঁকের) ন্যায় লোকের জন্য ক্লেশ ভোগ করেন।৪৫ একদিন ত্যাগ করবে এইরকম ব্যক্তি অথবা বহু শত্রুতে ভরা রাজ্যে রাজা যদি বিশ্বাস করেন তবে বিপন্ন হবেন, আর যদি বিশ্বাস করতে না পারেন তবে সেই শঙ্কিত রাজার আর সুখ কোথায়?৪৬ সমগ্র পৃথিবী জয় করলেও দেখা যায় রাজা কেবল একটি পুরীতেই বাস করতে পারেন তার মধ্যেও একটিমাত্র গৃহ ভোগ করতে পারেন। তাহলে রাজত্ব শুধু পরার্থে শ্রম ছাড়া কিছু নয়।৪৭ রাজারও পরিধেয় বস্ত্র দুইটি, ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্নের পরিমাণও সামান্য, তেমনি একটি শয্যা, আসনও একটিই, অন্য যা কিছু অধিক রয়েছে তা কেবল অহংকারের জন্য।৪৮ এই রাজ্যফল তুষ্টির জন্য এই যদি বক্তব্য হয়, তবে আমি রাজ্য ছাড়াই তুষ্ট আছি। জগতে পুরুষের যদি তুষ্টি থাকে তবে সকল ঐশ্বর্যই কি তার কাছে তুচ্ছ নয়?৪৯ আমি শুভ কল্যাণমার্গ লাভ করেছি, সুতরাং আমাকে বিষয়ভোগের প্রতি চালনা করা আপনার উচিত নয়। বরং আমাদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ রেখে আমাকে বারবার বলুন, 'তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।'৫০ আমি ক্রোধের বশে কিংবা শত্রুর বাণে আমার মুকুট কম্পিত হচ্ছে বলে বনে আসি নি। আরও অধিক ভোগফলের জন্য উৎসুক হয়ে যে আপনার কথা মেনে নিচ্ছি না তাও নয়।৫১ যে ক্রুদ্ধ ও হিংস্র সর্পকে কিংবা দহনস্বভাব প্রদীপ্ত মশালকে ত্যাগ করে আবার তাই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় সে-ই কাম বর্জন করে আবার তারই ভজনা করে।৫২ যে অন্ধ না হয়েও অন্ধ হতে চায়, মুক্ত হয়েও বন্ধ হতে চায়, ধনী হয়েও দরিদ্র হতে চায়, সুস্থচিত্ত হয়েও উন্মাদ হতে চায় সে-ই বিষয়ী হতে ইচ্ছা করে।৫৩ জরা ও মৃত্যুর ভয়কে যিনি উত্তীর্ণ হতে চান সেই কৃতী ব্যক্তি ভিক্ষান্ন ভোজন করেন বলে অনুকম্পার যোগ্য নন। ইহলোকে তিনি পরম শান্তি সুখ অনুভব করেন, পরলোকেও তাঁর দুঃখ নষ্ট হয়।৫৪ বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও যে তৃষ্ণায় অভিভূত সে-ই কৃপার পাত্র। সে ইহলোকে শান্তিসুখ পায় না, পরলোকেও দুঃখ ভোগ করে।৫৫ কিন্তু এইরকম বলা আপনার শক্তি, চরিত্র ও বংশের অনুরূপ; আমারও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আমার শক্তি, চরিত্র ও বংশের অনুরূপ।৫৬

'আমি সংসারের জন্মমৃত্যুরূপ শরে বিদ্ধ হয়ে শান্তিলাভের আশায় বেরিয়ে এসেছি। আমি স্বর্গেও নিষ্কণ্টক রাজ্য চাই না মানুষের মধ্যে আর কথা কি।৫৭ রাজন্। আপনি বলছেন, 'সমগ্রভাবে ত্রিবর্গের সেবাই পরম পুরুষার্থ' কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটি অনর্থই। কারণ ত্রিবর্গও ক্ষয়শীল এবং তৃপ্তিদায়কও নয়।৫৮ যেখানে জরা, ভয়, ব্যাধি বা জন্ম মৃত্যু নেই, যেখানে উদ্বেগ নেই, যেখানে কর্মের পুনরাবৃত্তি নেই তাকেই আমি পরম পুরুষার্থ মনে করি।৫৯ আপনি যে বললেন 'জরার প্রতীক্ষা কর; নবীন বয়সে চিত্তের বিকার হয়' এটিও অনিশ্চিত। কেন-না প্রায় দেখা যায় জরায় অধীরতা এবং যৌবনে ধৈর্য থাকে।৬০ যখন স্বকর্মে দক্ষ যমরাজ জগতের

সকলকে সকল বয়সেই জোর করে আকর্ষণ করছেন তখন শান্তিকামী বিজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে জরার প্রতীক্ষা করবে? ৬১ অশুভ যমরাজ ব্যাধের মতো অপেক্ষা করছেন। জরা তার অস্ত্র, ব্যাধি তার নিক্ষিপ্ত শর। অদৃষ্টে অরণ্যে আশ্রিত প্রাণীগণ মৃগ-সমূহের মতো আহত হচ্ছে। এই অবস্থায় বয়স-বৃদ্ধির প্রতি কার অভিলাষ থাকবে? ৬২ সুতরাং যুবাই হোন, বৃদ্ধ অথবা শিশুই হোন, সবারই ত্বরান্বিত হয়ে সেইরকম করা উচিত যাতে তাঁরা ধর্মাত্মা ও কৃতার্থ হয়ে তাঁদের অভিলষিত স্বর্গ প্রভৃতি উচ্চলোকে জন্ম (প্রবৃত্তি) অথবা মোক্ষ (নিবৃত্তি) লাভ করতে পারেন। ৬৩ আপনি বলেছেন, 'ধর্মের জন্য অভীষ্ট ফলদায়ক কুলোচিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন'। যজ্ঞকে নমস্কার! পরের দুঃখ সৃষ্টি করে যে-সুখ প্রার্থনা করা হয় তা আমি চাই না। ৬৪ ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় অন্য অসহায় প্রাণীকে হত্যা করা দয়ালু সাধুজনের কর্তব্য নয়। যজ্ঞের ফল যদি শাশ্বত হতো তবু তা উচিত হতো না, ক্ষয়াত্মক যজ্ঞের আর কথা কি? ৬৫ যদি অন্যরূপে অর্থাৎ ব্রতের দ্বারা, শীলের দ্বারা, চিত্তদমনের দ্বারা ধর্ম না হতো তবু 'পরের হত্যায় ফল লাভ হয়' যে-যজ্ঞ সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কখনই উচিত হতো না। ৬৬ পরের হিংসায় যে-সুখ হয় ইহলোকে থাকার কালে তা-ই যখন বুদ্ধিমান, দয়ালু ব্যক্তি কামনা করেন না তখন দৃষ্টির অগোচর অন্য লোকের আর কথা কি! ৬৭ ফলে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আমাকে প্রতারণা করা যাবে না। হে রাজন্, সংসারে আমার মন আনন্দ পায় না। মেঘের বর্ষণ তাড়িত লতার মতোই প্রবৃত্তি সর্বগামী ও চঞ্চল। ৬৮ আমি মোক্ষবাদী অরাড়মুনিকে দেখবার ইচ্ছায় এখানে এসেছি, আজই এ-স্থান থেকে চলে যাব। রাজন্, আপনার মঙ্গল হোক; আমার এই কঠোর সত্যভাষণ ক্ষমা করবেন। ৬৯

হে রাজন্, আপনি স্বর্গবাসী ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্ব করুন, সূর্যের ন্যায় চিরদীপ্ত থাকুন, গুণের দ্বারা শোভিত হন। ইহলোকে যা শ্রেয় তা কামনা করুন; পৃথিবীকে পালন করুন, দীর্ঘ আয়ুলাভ করুন; আর্য ও সজ্জন-সন্তানকে তৃপ্ত করুন, ঐশ্বর্য বর্ধিত করুন এবং আপনার নিজ ধর্ম আচরণ করুন। ৭০ হিমশত্রু অগ্নি থেকে ধূম এবং ধূম থেকে মেঘ জন্মে। সেই মেঘজাত বৃষ্টিতে অগ্নি বাহ্যরূপ থেকে মুক্ত হন তেমনি আপনিও তমোনাশ রূপ শত্রুনাশের দ্বারা চিত্তকে মুক্ত করুন।' ৭১ রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে সাগ্রহে বললেন, 'আপনি আপনার অভীষ্ট বস্তু বিনা বাধায় লাভ করুন। যথা-কালে সিদ্ধিলাভ করে আমার প্রতিও আপনি যেন অনুগ্রহ করেন।' ৭২ রাজার কাছে 'তাই হবে' এই বলে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর তিনি 'বৈশ্বন্তর' আশ্রমের দিকে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে বিস্মিত রাজাও নিজপুরী 'গিরিব্রজে' প্রস্থান করলেন। ৭৩

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'কামনিন্দা'-নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × × × × দ্বাদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

অরাড়-দর্শন

রাজকুমার ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশের চন্দ্রস্বরূপ। অরাড় মুনি ছিলেন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজপুত্র প্রবেশ করলেন। সেই আশ্রম যেন তাঁর দেহের দীপ্তিতে ভরে গেল।১ কালায়সগোত্রীয় সেই মুনি দূর থেকে তাঁকে দেখে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'স্বাগতম্'। তখন তিনি তাঁর কাছে গেলেন।২ তাঁরা দুজন পরস্পর শিষ্টাচার মতো শারীরিক কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তারপর পবিত্র স্থানে পবিত্র কাষ্ঠাসনে উপবেশন করলেন।৩ মুনিবরের চক্ষু দুইটি শ্রদ্ধায় বিস্ফারিত মনে হলো, তাঁর দৃষ্টিতে যেন রাজকুমারকে পান করছেন। তিনি বললেন, ৪ 'হে সৌম্য, দৃপ্ত হস্তী যেমন বন্ধন ছিন্ন করে তেমনি স্নেহময় বন্ধন ছিন্ন করে তুমি যেভাবে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ তা আমি জানি।৫ তোমার চিত্ত সকল প্রকারে জ্ঞানে ও ধৈর্যে পূর্ণ, তুমি বিষফলযুক্ত লতার মতো রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করে এসেছ।৬ রাজগণ যে-বৃদ্ধ বয়সে ভুক্তাবশিষ্ট মালার মতো রাজলক্ষ্মী পুত্রদের দিয়ে বনে যেতেন তা আশ্চর্য নয়।৭ আমার কাছে এইটিই আশ্চর্য মনে হয়েছে যে বিষয় ভোগের স্থানে থেকেও রাজসম্পদ ভোগ না করেই চলে এসেছ।৮ সুতরাং এই ধর্ম জানবার জন্য তুমিই উপযুক্ত পাত্র। জ্ঞানের তরীতে আরোহণ করে শীঘ্র দুঃখের সাগর পার হও।৯ যদিও শিষ্যের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে জানবার পর যথাকালে তার কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তবু তোমার গাম্ভীর্য ও অধ্যবসায় দেখে আমি তোমার পরীক্ষা নেব না।'১০

সেই নরশ্রেষ্ঠ অরাড়ের এই কথা শুনে পরম প্রীত হয়ে উত্তরে বললেন,১১ 'অনাসক্ত হলেও আমার প্রতি আপনার এই যে পরম দাক্ষিণ্য, এতে এখনও অভীষ্ট লাভ না করেও এখন কৃতার্থ বোধ করছি।১২ দেখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে যেমন আলো, যেতে ইচ্ছুক লোকের নিকট যেমন পথপ্রদর্শক, পারে যেতে যিনি উদ্যত তাঁর কাছে যেমন নৌকা, আপনার দর্শনও আমার কাছে তেমনি।১৩ সুতরাং আমি কোন্ উপায়ে জরা, মরণ ও রোগ থেকে মুক্ত হতে পারি, তা যদি প্রকাশযোগ্য মনে করেন আমার কাছে প্রকাশ করুন।'১৪

ঋষি অরাড় কুমারের মাহাত্ম্যে অনুপ্রেরিত হয়ে তাঁর নিজের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বললেন।১৫ 'শ্রোতাদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। কিভাবে এই সংসার অর্থাৎ এই জন্ম মৃত্যুর ধারা প্রবর্তিত হয়, এবং কিভাবে তা নিবৃত্ত হয় সে-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত তুমি শোন।১৬ হে স্থিরবুদ্ধি! তুমি জেনে রাখ, প্রকৃতি ও বিকার, জন্ম মৃত্যু ও জরা এই সকলকেই আমরা 'সত্ত্ব' বলি।১৭ তুমি বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে স্বভাবতই অভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে পঞ্চভূত, অহংকার, বুদ্ধি এবং অব্যক্তকে প্রকৃতি বলে জান।১৮ বিষয়, ইন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, মলদ্বার, লিংগ এবং মনকে 'বিকার' বলে জান।১৯ যার সংজ্ঞা বা চেতনা আছে, এবং এই ক্ষেত্র বা দেহ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। যাঁরা আত্মা সম্পর্কে চিন্তা করেন তাঁরা আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।২০ স-শিষ্য কপিলকে এ-বিষয়ে (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান বিষয়ে) 'প্রতিবুদ্ধ' বলা হয়; কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানীই পুত্রের সংগে সংসারে 'প্রজাপতি' (কেবল পুত্রপালনে

চতুর) নামে অভিহিত হন ।২১ যা জন্মে, জীর্ণ হয়, দুঃখভোগ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাকে 'ব্যক্ত' আর তার বিপরীতকে 'অব্যক্ত' বলে জান ।২২ অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণাকে সংসারের হেতু বলে জানবে। যে-প্রাণী এই তিনটিকে অবলম্বন করে থাকে সে (পূর্বোক্ত) সত্ত্বকে অতিক্রম করে না ।২৩ বিপ্রত্যয়, অহঙ্কার, সন্দেহ, অভিসংপ্লব, অবিশেষ, অনুপায়, সঙ্গ, অভ্যবপাত এই সমস্ত কারণেও প্রাণী সত্ত্বকে অতিক্রম করতে পারে না ।২৪ এগুলোর মধ্যে 'বিপ্রত্যয়' অর্থ বিপরীত জ্ঞান। বিপরীত জ্ঞানযুক্ত প্রাণী বিপরীত আচরণ করে। কাজ বিপরীতভাবে করে, যা চিন্তা করবার তা বিপরীতভাবে চিন্তা করে ।২৫ আমি বলছি, আমি জানি, আমি যাচ্ছি, আমি আছি, হে নিরহঙ্কার! এইভাবেই সংসারে অহংকারের উদয় হয় ।২৬ হে সংশয়হীন! যা পৃথক-পৃথক বস্তুতেও মৃৎপিণ্ডের মতো একাকার দেখে তাকেই বলা হয় 'সন্দেহ' ।২৭ যে এই আমি, সে-ই এই 'মন বুদ্ধি ও কর্ম'। এই মন, বুদ্ধি ও কর্ম যে, আমিও সে-ই। এইরকম যে-সিদ্ধান্ত তাকেই বলা হয় 'অভিসংপ্লব' ।২৮ যা প্রতিবুদ্ধ ও অপ্রতিবুদ্ধ এবং প্রকৃতি সমূহের ভেদ বুঝতে পারে না, হে বিশেষজ্ঞ, তাকেই বলা হয়েছে 'অবিশেষ' (বিশেষ ভেদ) ।২৯ হে উপায়জ্ঞ! নমস্কার, বষট্‌কার, প্রোক্ষণ, অভ্যুক্ষণ প্রভৃতিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'অনুপায়' (ধর্মের উপায় নয়) এইভাবেই জেনেছেন ।৩০ হে অনাসক্ত! যার ফলে দুর্বুদ্ধি পুরুষ মন, বাক্য, কর্ম ও বুদ্ধিসহ বিষয়ে আসক্ত হয় তাকেই 'অভিষঙ্গ' বলা হয় ।৩১ 'ঐ আমার', 'আমি এর' এইভাবে মানুষ যে-দুঃখ কল্পনা করে আর যার ফলে সংসারে (জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে) নিক্ষিপ্ত হয় তাকে 'অভ্যবপাত' বলে জান ।৩২ তমঃ, মোহ, মহামোহ এবং দুই প্রকার তামিস্র এইভাবে অবিদ্যাকে সেই বিদ্বান ব্যক্তি (কপিল) পাঁচটি পর্বযুক্ত বলেছেন '৩৩ হে মোহহীন! এদের মধ্যে আলস্য 'তমঃ', জন্ম-মৃত্যুকে 'মোহ' এবং কামকে 'মহামোহ' বলে জানবে ।৩৪ যেহেতু এতে মহা-মহা প্রাণীরাও মোহগ্রস্ত হয় একে বলা হয় মহামোহ ।৩৫ হে ক্রোধহীন, বিদ্বানগণ ক্রোধকেই তামিস্র বলেন এবং হে বিষাদহীন, তারা বিষাদকে বলেন অন্ধতামিস্র ।৩৬ মূঢ়গণ এই পঞ্চপর্ব অবিদ্যায় যুক্ত হয়ে এই দুঃখ বহুল সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করে ।৩৭ আমিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, আমিই কার্য এবং কারণ এইরূপ ধারণা করে তারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে ।৩৮ হে ধীমন্, এই হেতুসমূহের দ্বারাই সংসারে জন্মস্রোত চলছে। হেতুব অভাবে ফলেব অভাব এটি তোমাকে জানতে হবে ।৩৯ হে মোক্ষকামি, তার মধ্যে যথার্থই মতিমান ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ, অপ্রতিবুদ্ধ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই চারটিকে জানবেন ।৪০ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ (আত্মা) এই চারটিকে যথাযথভাবে জেনে জন্ম-মৃত্যুর পথ ছেড়ে দিয়ে অক্ষয়পদ লাভ করেন ।৪১ এইজন্যই পরম ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সংসারে ব্রহ্মচর্য পালন করেন ও ব্রাহ্মণদের তা শিক্ষা দেন ।'৪২

রাজপুত্র মুনির এই কথা শুনে উপায় এবং মুক্তির অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ।৪৩ 'এই ব্রহ্মচর্য যেমন করে, যতদিন, যেখানে পালন করতে হবে এবং এই ধর্মের অন্ত কোথায় এই সম্পর্কে বিশদ করে বলুন ।'৪৪ এই কথা শুনে অরাড স্পষ্টভাবে, সংক্ষেপে এবং শাস্ত্রানুসারে সেই ধর্মই অন্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করলেন ।৪৫ 'ব্রহ্মচারী প্রথমে গৃহত্যাগ করে, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে শিষ্টাচার পরিপূর্ণ শীল গ্রহণ করে থাকেন ।৪৬ সেই শাস্ত্রজ্ঞ কৃতী ব্যক্তি যেখান থেকে যা পান তাতেই সন্তোষ

লাভ করেন, নির্জনে এককভাবে বাস করেন।৪৭ তারপর আসক্তি থেকে ভয় আর বৈরাগ্য থেকে পরম কল্যাণ দেখে তিনি ইন্দ্রিয় বশ করে মনের শান্তির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।৪৮ তখন মন কাম ও হিংসা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়, বিবেকজনিত বিতর্ক জাগে এই হলো প্রথম সমাধি ; এই সমাধি তিনি লাভ করেন।৪৯ সেই ধ্যানের সুখ লাভ করে, সেই বিষয়ে বারবার চিন্তা করতে-করতে মূর্খ মানুষ সেই অনাস্বাদিত আনন্দে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন।৫০ চিত্তের এই শান্তি রাগ ও দ্বেষের বিরোধী, এর ফলে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই রকম সন্তুষ্টির জন্য তাকে বঞ্চিত হতে হয়।৫১ কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন বিতর্ক চিত্তের উদ্বেগজনক। তিনি তা থেকে মুক্ত হয়ে বিতর্কহীন এবং প্রীতিসুখযুক্ত 'দ্বিতীয়ধ্যান' লাভ করেন।৫২ সেই প্রীতিসুখে মুগ্ধ হয়ে যিনি ধ্যানের উচ্চতর স্তর দেখতে পান না, তিনি 'আভাস্বর' দেবগণের মধ্যে ভাস্বর স্থান লাভ করেন।৫৩ কিন্তু যিনি সেই প্রীতিসুখ থেকে মনকে মুক্ত রাখেন তিনি প্রীতিবর্জিত সুখরূপ 'তৃতীয় ধ্যান' লাভ করেন।৫৪ যিনি সেই সুখে মগ্ন হয়ে উচ্চতর স্তরের জন্য যত্ন করেন না তিনি 'শুভকৃৎস্ন' দেবগণের সমান সুখলাভ করেন।৫৫ যিনি সুখলাভ করেও তাতে আসক্ত না হয়ে অপেক্ষা করেন তিনি সুখ-দুঃখ বিবর্জিত 'চতুর্থ ধ্যান' লাভ করেন।৫৬ এই অবস্থায় সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে না, চিত্তের ক্রিয়াও বন্ধ হয়। অভিমানী ব্যক্তিগণ একে মোক্ষ ভেবে এতেই স্থিতি লাভ করেন।৫৭ এই ধ্যানের ফল, 'বৃহৎফল' দেবগণের ন্যায় সুদীর্ঘকাল স্থায়ী। বৃহৎফলের (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের) পরীক্ষকগণ এই কথাই বলেন।৫৮ এই সমাধি থেকে উঠে দেহধারীর দোষ দেখে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দেহের নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন।৫৯ তারপর সেই ধ্যান ত্যাগ করে উচ্চতর ধ্যানের জন্য কৃতসংকল্প হয়ে সেই প্রাজ্ঞজন কামের মতো রূপ থেকেও বিরত হন।৬০ প্রথমে দেহের মধ্যে যে অবকাশ (ইন্দ্রিয়, ছিদ্র) রয়েছে তার ভাবনা (শূন্যভাবনা) করতে-করতে শেষে ঘনদ্রব্যের মধ্যেও তিনি অবকাশ (শূন্য) দর্শন করতে থাকেন।৬১ কিন্তু অন্য কোন বিজ্ঞজন আকাশ পরিব্যাপ্ত আত্মাকে সংকুচিত করে তাকে অনন্তরূপে দেখতে-দেখতে উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন।৬২ অধ্যাত্মবিষয়ে নিপুণ অন্য কোন বিজ্ঞজন আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিবর্তিত করে 'কিছুই নেই' (অকিঞ্চন) এই দৃষ্টি লাভ করেন। তিনি 'আকিঞ্চন্য' নামে অভিহিত হন।৬৩ তখন মুঞ্জতৃণ থেকে তার দণ্ড বা পিঞ্জর থেকে পাখি যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি দেহ থেকে আত্মাও পৃথক হয়ে আসে। তখনই আত্মাকে মুক্ত বলা হয়।৬৪

এই সেই লিঙ্গরহিত, ধ্রুব, অক্ষর, পরম ব্রহ্ম। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ একেই মোক্ষ বলেছেন।৬৫ এইভাবে আমি তোমাকে মোক্ষ এবং তা লাভ করবার উপায়ের কথা বললাম। যদি বুঝে থাক, যদি রুচি হয় তবে যথাযথভাবে গ্রহণ কর।৬৬ জৈগীষব্য, জনক, বৃদ্ধ পরাশর ও অন্যান্য মোক্ষকামিগণ এই পথ অনুসরণ করেই মুক্ত হয়েছেন।'৬৭

মুনির সেই বাক্যের অর্থ গ্রহণ করে এবং তা বিচার করে পূর্বজন্মের সাধনাবশত, শক্তিমান সেই রাজকুমার প্রত্যুত্তরে বললেন,৬৮ 'উত্তরোত্তর কল্যাণময় এই সূক্ষ্ম ধর্মের ব্যাখ্যা শুনলাম। কিন্তু এই ধর্মে আত্মাকে ত্যাগ না করায় আমি একে নিত্য বা চিরস্থায়ী মনে করি না।৬৯ বিকার ও প্রকৃতি থেকে মুক্ত হলেও আত্মা প্রসবধর্মী ও

বীজধর্মী থাকে, এই আমার ধারণা।৭০ বিশুদ্ধ আত্মা যদিও মুক্ত বলে কল্পিত হয় তবু সমবায়ী কারণ থাকার জন্য সে পুনরায় বন্ধ হবে।৭১ ঋতু, ভূমি ও জল না থাকলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু ঐসব সমবায়ী কারণ থাকলে অঙ্কুরিত হয়, আত্মার ব্যাপারও সেইরূপ, এই আমার মত।৭২ কর্ম, অজ্ঞান ও তৃষ্ণার ত্যাগ হলে মোক্ষ হবে এই কল্পনা করা হয়, কিন্তু আত্মা বর্তমান থাকলে তাদের সম্পূর্ণ ত্যাগ সম্ভব নয়।৭৩ এই তিনটিকে (কর্ম, অজ্ঞান, তৃষ্ণা) ক্রমাগত ত্যাগ করতে-করতে উচ্চতর অবস্থা লাভ হয় বটে, কিন্তু যেখানে বা যতক্ষণ আত্মার অস্তিত্ব থাকবে বা ততক্ষণ সূক্ষ্মভাবে এই তিনটিও থাকবে।৭৪ দোষগুলি সূক্ষ্ম হয়, চিত্তের ক্রিয়া বন্ধ হয় আয়ু দীর্ঘ হয়, এই অবস্থায় মোক্ষ হয়েছে বলে মনে করা হয়।৭৫ আর এই যে 'অহঙ্কার-ত্যাগে'র কথা বলা হয় তা কল্পনা মাত্র; আত্মা থাকতে অহঙ্কারের ত্যাগ হয় না।৭৬ সম্যক জ্ঞান প্রভৃতি থেকে মুক্ত না হওয়ায় আত্মা নির্গুণ হয় না, আর নির্গুণ ভাব না থাকায় 'এর মোক্ষ হয়েছে' এ-কথা বলা যাবে না।৭৭ গুণী ও গুণের ভেদ নেই। রূপ ও উষ্ণতা না থাকলে অগ্নির উপলব্ধি হয় না। ৭৮ দেহের অস্তিত্বের পূর্বে দেহী হয় না, গুণের অস্তিত্বের পূর্বে গুণী হয় না। যেহেতু আত্মা শরীরধর্মী তাই প্রথমে দেহ থেকে মুক্ত হলেও, পরে দেহের সঙ্গে বন্ধনযুক্ত হয়। ৭৯ এই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) দেহহীন হলে হয় জ্ঞাতা কিংবা অজ্ঞ হবে। যদি জ্ঞাতা হয় তবে এর জ্ঞেয় আছে, জ্ঞেয় থাকলে মুক্তি হয় না।৮০ আবার যদি আত্মাকে অজ্ঞ বলেই স্বীকার করা হয় তবে এই কল্পিত আত্মার কি প্রয়োজন? কাঠ এবং দেওয়াল প্রভৃতির অজ্ঞান তো প্রসিদ্ধ।৮১ উত্তরোত্তর ত্যাগ যখন এই ধর্মে অধিকতর গুণবান বলা হচ্ছে তখন সব ত্যাগ থেকেই পূর্ণ কৃতার্থতা'।৮২

অরাড়ের এই ধর্ম জেনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। ধর্ম অসম্পূর্ণ এই জেনে সেখান থেকে চলে গেলেন।৮৩ এরপর আরও উন্নততর কিছু শোনবার ইচ্ছায় তিনি উদ্রকের আশ্রমে গেলেন কিন্তু মুক্তিতে আত্মাকে স্বীকার করায় তাঁর দর্শনও গ্রহণ করলেন না।৮৪ মুনি উদ্রক সংজ্ঞা (চেতন) ও অসংজ্ঞাব (জড়) দোষ জেনে 'আকিঞ্চন্যে'রও ঊর্ধ্বে সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা-রহিত তত্ত্ব লাভ করেছিলেন।৮৫ যেহেতু সূক্ষ্ম সংজ্ঞা (চেতনা) এবং অসংজ্ঞা (জড়ত্ব) কর্মের আশ্রয় এবং পরেও জড় নয় বা চেতন নয় এমন অবস্থা আছে, সেই কারণেই উদ্রক মুনি সেই বিষয়েই অভিলাষী হয়েছিলেন।৮৬ এবং যেহেতু বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে সেখানেই থাকে, অন্যত্র যায় না, সেই কারণেই ঐ অবস্থায় চেতনার অভাব নেই, চেতনাও নেই।৮৭ এবং যেহেতু সেই অবস্থাকেও লাভ করে মানুষ আবার সংসারে ফিরে আসে সেই কারণে বোধিসত্ত্ব পরম অবস্থা প্রাপ্তির ইচ্ছায় উদ্রককে ত্যাগ করলেন।৮৮ তারপর কল্যাণ-অভিলাষী দৃঢ় সঙ্কল্প রাজকুমার উদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করে রাজর্ষি গয়ের 'নগরী' নামক আশ্রমে গেলেন।৮৯

তারপর একান্তে বিহারাভিলাষী পূতপরাক্রম সেই শাক্যমুনি পবিত্র নিরাঞ্জনা তীরে বাস করতে লাগলেন।৯০ সেখানে তিনি পাঁচজন ভিক্ষুকে দেখতে পেলেন, তাঁরা তাঁর আগেই এসেছিলেন। তাঁরা ব্রতধারী এবং তপস্যায় রত; পঞ্চ ইন্দ্রিয় বশ করেছিলেন বলে তাঁরা গৌরবান্বিত।৯১ যিনি পুণ্যের দ্বারা ধন ও আরোগ্য লাভ করেছেন সেই ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির নিকটে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বস্তুগুলি উপস্থিত হয় তেমনি

তাঁকে দেখে সেই মুক্তিকামী পঞ্চভিক্ষু কাছে এল ।৯২ চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যেমন মন পূজিত হয় সেইরূপ বশবর্তী বিনয়ে অনুগামী শিষ্যগণের ন্যায় তাদের দ্বারা তিনি পূজিত হলেন ।৯৩ 'জন্ম-মৃত্যুর অবসানের এই হলো উপায়' এই মনে করে তিনি অনাহারে দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করলেন ।৯৪ শান্তিলাভের জন্য তিনি ছয় বৎসর ধরে মানুষের পক্ষে দুষ্কর নামা-প্রকার উপবাস বিধি পালন করে নিজের দেহকে শুষ্ক ও শীর্ণ করে তুললেন।৯৫ পারহীন সংসারের পারপ্রাপ্তির ইচ্ছায় তিনি আহারকালে মাত্র একটি বদরী, তিল ও তণ্ডুলকণা গ্রহণ করতে লাগলেন ।৯৬ তাঁর সেই তপস্যার জন্য দেহের যে-ক্ষয় হলো তাঁর দেহের তেজের দ্বারা তাই আবার পরিপুষ্ট হলো ।৯৭ শুক্লপক্ষের প্রথম চন্দ্র যেমন কুমুদকে আহ্লাদিত করে তিনিও তাঁর অ-কৃশ মহিমার সৌন্দর্যে অন্যের চক্ষুর আনন্দ বিধান করেছিলেন।৯৮ মেদ-মাংস-রক্ত বর্জিত অস্থিচর্মসার ক্ষীণ হয়েও তিনি অক্ষীণ গাম্ভীর্য সমুদ্রের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন ।৯৯ ক্লেশকর সেই তপস্যায় বৃথাই দেহ ক্লিষ্ট হচ্ছে, এই সত্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে সংসার-ভীরু সেই মুনি বুদ্ধত্ব লাভের আশায় এই বিচার করলেন ।১০০

'এই ধর্ম বৈরাগ্য দান করে না, জ্ঞানও নয়, মুক্তিও নয় । জম্বুবৃক্ষের মূলে আমি তখন যা লাভ করেছিলাম ত ই শাশ্বত বিধি ।১০১ কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি তা লাভ করতে পারে না' এই ভেবে সাগ্রহে দেহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আবার এইভাবে চিন্তা করলেন । ১০২ ক্ষুধা, পিপাসা এবং শ্রান্তিতে ক্লিষ্ট, ক্লান্তিতে অসুস্থ চিত্ত অশান্ত মানুষ কেমন করে সেই ফল লাভ করবে যা চিত্তের দ্বারা লাভ করা যায় ?১০৩ সর্বদা ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করলে সম্যক শান্তি লাভ হয় । ইন্দ্রিয় সম্যকরূপে তৃপ্ত হওয়ায় মনের স্বাস্থ্যলাভ ঘটে ।১০৪ স্থির ও প্রসন্ন চিত্তের পক্ষে একাগ্রতা সম্ভব । যাঁহার চিত্ত একাগ্র তিনিই ধ্যানযোগ লাভ করে থাকেন ।১০৫ ধ্যান উৎপন্ন হলে সেই ধর্মগুলি আয়ত্ত হয় যার সাহায্যে দুর্লভ, শান্ত, জরাহীন, মৃত্যুহীন সেই পরমপদ লাভ করা যায় ।১০৬ 'সুতরাং এই উপায় আহারমূলক' এই স্থির করে সেই অমিতবুদ্ধি ধীর শাক্যপুত্র আহার সম্পর্কে মতি স্থির করলেন ।১০৭

স্নান শেষ করে শাক্যপুত্র ক্ষীণদেহে তীরবর্তী বৃক্ষের অবনত শাখার সাহায্যে ধীরে-ধীরে নিরঞ্জনা তীর থেকে উঠে এলেন । তীরবর্তী বৃক্ষগণ যেন তাঁর সাহায্যের জন্য ভক্তিতে তাঁদের শাখাহস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল ।১০৮ তারপর দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে গোপরাজকন্যা নন্দবলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেখানে এলেন ।১০৯ শুভ্র শঙ্খে উজ্জ্বল তাঁর বাহু, পরিধানে নীল উত্তরীয় যেন নদীশ্রেষ্ঠা, ফেনরাজিমণ্ডিতা নীলসলিলা যমুনা ।১১০ শ্রদ্ধায় তাঁর প্রীতি বর্ধিত হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল তাঁর পদ্মের মতো লোচন । তিনি এঁকে নতশিরে প্রণাম করে পায়স খাওয়ালেন ।১১১ তিনি আহার করলেন, সেই গোপকন্যার জন্ম সার্থক হলো । ছয় ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হবার পর তিনি বোধিলাভে সামর্থ্য লাভ করলেন ।১১২ কীর্তিসহ তাঁর দেহ পূর্ণভাবে পুষ্ট হলো ; শাক্যমুনি একাকীই শশাঙ্ক এবং সমুদ্রের কান্তি এবং ধৈর্য ধারণ করলেন ।১১৩ সেই পঞ্চভিক্ষু তাঁকে বিষয়ে পুনরাবৃত্ত মনে করে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন যেমন মুক্ত মনীষীর আত্মাকে পঞ্চভূত ত্যাগ করে ।১১৪

তারপর জ্ঞানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে তিনি সঙ্কল্পমাত্রকে সঙ্গী করে অশ্বত্থ-

বৃক্ষের মূলে সবুজ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে উপস্থিত হলেন।১১৫ তারপর ঐ সময়ে তাঁর অনুপম পদধ্বনিতে গজরাজের মতো বিক্রমশালী 'কাল' নামে নাগশ্রেষ্ঠ জাগরিত হলো; সে তাঁর বোধিলাভ নিকটবর্তী জেনে সেই মহামুনির স্তুতি করতে লাগলেন।১১৬ 'হে মুনি, আপনার চরণবিক্ষেপের দ্বারা যেভাবে পৃথিবী বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, আপনার প্রভা যেভাবে সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিশ্চয় আপনি আজ অভীষ্ট ফল ভোগ করবেন।১১৭ হে কমলনয়ন, যেভাবে আকাশে বিচরণশীল চাতক পঙ্‌ক্তি আপনাকে প্রদক্ষিণ করছে, যেভাবে আকাশে শান্ত বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে নিশ্চয় আপনি আজ বুদ্ধ হবেন।'১১৮ নাগশ্রেষ্ঠ এইভাবে তাঁর স্তুতি করলেন; তারপর তিনি এক তৃণচ্ছেদকের কাছ থেকে পবিত্র তৃণ গ্রহণ করলেন। শেষে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সেই পবিত্র মহাতরুর মূলে বোধির জন্য আসন গ্রহণ করলেন।১১৯ তারপর তিনি সুপ্ত সর্পের পিণ্ডিত ফণার মতো নিশ্চল ও উৎকৃষ্ট পর্যঙ্ক-আসন রচনা করলেন। বললেন, 'যতদিন কৃতার্থ না হই ততদিন আমি আমার এই আসন ত্যাগ করব না।'১২০ ভগবান্ এরূপ দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে আসন গ্রহণ করার পর দেবগণ অতুল আনন্দলাভ করলেন। পক্ষীগণ কূজন করল না, পশুগণ নীরব হলো। বায়ুতে আহত হয়েও বনের বৃক্ষরাজি মর্মরধ্বনি বন্ধ করল।১২১

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'অরাড়-দর্শন'-নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

×××××××××××××× ত্রয়োদশ সর্গ ××××××××××××××

মার বিজয়

রাজর্ষি বংশোদ্ভূত সেই মহর্ষি মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করে আসনে উপবেশন করলেন. এতে জগৎ আনন্দিত হলো, কিন্তু সৎ ধর্মের শত্রু 'মার' সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।১ লোকে কামদেব, চিত্রায়ুধ, পুষ্পশর প্রভৃতি বলে সেই কামপ্রচারের অধিপতিকে মোক্ষরিপু মারও বলা হয়।২ তাঁর তিন পুত্র—বিভ্রম, হর্ষ এবং দর্প তিন কন্যা—রতি, প্রীতি ও তৃষা। তারা তাঁকে তাঁর মনের বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের এই কথা বললেন।৩ 'বর্ম পরিহিত ধনুর্ধর ঐ মুনি -র আকর্ষণ করে আমার রাজ্য জয়ে অভিলাষী হয়েছেন, সেই জন্যই আমর চিত্তের এই বিষাদ। সংকল্প ও'র বর্ম, সত্ত্বগুণ ও'র ধনু, বুদ্ধি ও'র শর, ঐ উনি উপবিষ্ট রয়েছেন।৪

যদি উনি আমাকে পরাস্ত করে যান এবং জগতে মুক্তির পথ প্রচার করেন তবে চরিত্র ভ্রষ্ট বিদেহরাজের মতোই আমার এই রাজ্য জনশূন্য হবে।৫ সুতরাং দিব্য দৃষ্টি লাভ করার আগে যতক্ষণ উনি আমার গণ্ডীর মধ্যে রয়েছেন সেই সময়ের মধ্যে সেতুভঙ্গ করবার জন্য অতি-বর্দ্ধিত নদী বেগের মতোই এর ব্রত ভঙ্গ কবতে যাব।'৬

তারপর পুষ্পময় ধনু ও বিশ্বজগতের মোহকর পঞ্চশর নিয়ে প্রাণীগণের মনোবিকারকারী মার পুত্রদের সঙ্গে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হলেন।৭ তখন অস্ত্রের অগ্রভাগে বাম হাত রেখে, বাণ নিয়ে খেলা করতে করতে আসনস্থ ভাবসাগর উত্তরণকারী সেই প্রশান্ত মুনিকে বললেন।৮ 'হে মৃত্যুভীত ক্ষত্রিয়, ওঠ, আপন ধর্ম আচরণ কর। বাণের দ্বারা ইহলোক জয় করে যজ্ঞের দ্বারা পরলোকে ইন্দ্রত্ব লাভ কর।৯

পূর্ববর্তী নরপতিগণ যে-পথে গিয়েছেন এই হচ্ছে সেই পথ, এই পথে বিচরণ করাই প্রশংসনীয়। বিরাট রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা নিন্দনীয়।১০ হে দৃঢ়চিত্ত, আজ যদি না ওঠ তবে স্থির হও; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরো না। যেই শর মীনশত্রু শূর্পকের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলাম, সেই শর এই উদ্যত হলো।১১ এর অল্পমাত্র স্পর্শে চন্দ্রের পুত্র ঐড় সজ্ঞা হারিয়েছিলেন আর শান্তনু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছিলেন। এই ক্ষীণ যুগে দুর্বল অন্য পুরুষের আর কথা কি?১২ সুতরাং শীঘ্র ওঠ, চৈতন্য লাভ কর। এই শরটি লেলিহান হয়ে আছে। চক্রবাকের মতো প্রিয়ার অনুগত রতিপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি এই বাণ আমি প্রয়োগ করি না।'১৩

এইভাবে বললেও যখন শাক্যমুনি উপেক্ষা করে আসন ত্যাগ করলেন না তখন কন্যা ও পুত্রদের সামনে রেখে মার এঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন।১৪ সেই বাণ নিক্ষিপ্ত হলেও তিনি গ্রাহ্য করলেন না এবং ধৈর্য থেকেও বিচলিত হলেন না। এঁকে এইভাবে দেখে মার বিষণ্ণ হলেন এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ধীরে-ধীরে বললেন,১৫ 'যে-শরে বিদ্ধ হয়ে দেব শম্ভুও পর্বতরাজকন্যার প্রতি আসক্তিতে বিচলিত হয়েছিলেন সেই বাণকেও গ্রাহ্য করছে না। এই ব্যক্তি কি চিত্তহীন? না, এটি সেই বাণ নয়?১৬ সুতরাং এই ব্যক্তি পুষ্পশরের লক্ষ্য হতে পারে না। আনন্দদায়ক বস্তু বা রতিক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যও এ নয়। এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ভূতগণের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন তর্জন ও প্রহারেরই উপযুক্ত।১৭ তারপর মার শাক্যমুনির শান্তিতে বাধা সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় নিজের সৈন্যগণকে স্মরণ করলেন। তখন পাহাড়, বৃক্ষ, বর্শা, গদা ও তরবারি হাতে নিয়ে নানা আকারের অনুচরদল তার চারদিকে এসে দাঁড়াল।১৮

শূকর, মৎস্য, অশ্ব, গর্দভ আর উটের মতো তাদের মুখ; কারও মুখ বাঘ, ভালুক, সিংহ বা হাতির মতো। কারও একটি চোখ, কারও অনেক মুখ, কারও তিনটে মাথা, কারও উদর লম্বা, আবার উদরে গোলাকার চিহ্ন।১৯ তাদের কারও বা জানু নেই, কারও বা উরু নেই আবার কারও জানু ঘটের মতো; কারও অস্ত্র দাঁত, কারও বা নখ। কারও কঙ্কালের মতো মুখ, কারও অনেক দেহ, কারও মুখের অর্ধেক ভাঙ্গা, আবার কারও মুখ বিরাট।২০ কারও দেহ ভস্মের মতো কালো-লালে মেশা, কারও দেহ লাল-লাল বিন্দুতে চিত্রিত, কারও হাতে মুদ্গর, কারও বানরের মতো ধোঁয়াটে কেশ, কারও মালা ঝুলছে, কারও হাতির মতো লম্বা কান, চামড়ার বস্ত্র, কেউ আবার নগ্ন।২১ কারও মুখের অর্ধেক সাদা, দেহের অর্ধেক সবুজ, তামাটে, ধোঁয়াটে, নীল-হলুদে মেশান বা কালো। কারও বা সাপের উত্তরীয়, কোমরে শব্দময় বহু ঘণ্টা বাঁধা।২২ কেউ তালগাছের মতো লম্বা, হাতে শূল কারও শিশুর মতো আকার, উঁচু দাঁত, ভেড়ার মুখ, পাখির মতো চোখ, বিড়ালের মতো মুখ, মানুষের মতো দেহ।২৩ কারও ছড়ান কেশ, কারও বা চূড়া বাঁধা, কেহ বা অর্ধমুণ্ডিত, কারও এলোমেলো পাগড়ি, কারও মুখ প্রফুল্ল, কারও বা ভ্রূকুটিভরা, কেউ শক্তি হরণ করে নেয় অথচ মনোহর।২৪

কেউ চলতে-চলতে বিরাট লাফ দিচ্ছিল, আবার কেউ অন্যের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল, কেউ শূন্যে উঠে গিয়ে খেলছিল, আবার কেউ গাছের মাথায় উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল।২৫ কেউ ত্রিশূল ঘুরিয়ে নাচল, কেউ গদা ঘুরিয়ে আস্ফালন করল, কেউ আনন্দে ষাঁড়ের মতো গর্জন শুরু করল, কার বা কেশ থেকে আগুন ঝলকাতে

লাগল ।২৬ এই জাতীয় ভূতেরা শাক্যমুনিকে ধরবার এবং বধ করবার আগ্রহে সেই বোধিবৃক্ষকে ঘিরে দাঁড়াল প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় ।২৭ রাত্রির গোড়ার দিকে মার ও শাক্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে যুদ্ধের সময় উপস্থিত দেখে আকাশ মলিন হয়ে গেল, পৃথিবী কাঁপতে লাগল, সমস্ত দিক সশব্দে জ্বলে উঠল ।২৮ সমস্ত দিকে বায়ু তীব্র বেগে প্রবাহিত হলো, নক্ষত্র দীপ্তিহীন হলো, জ্যোতি হারাল চন্দ্র। রাত্রি আরও গভীর অন্ধকার বিস্তার করল আর সমস্ত দিক সশব্দে জ্বলে উঠল ।২৯ যে-ধর্মপরায়ণ সর্পগণ পৃথিবী ধারণ করে আছে তাঁরা মহামুনির তপস্যার বিঘ্ন সইতে না পেরে ক্রোধে চক্ষু ঘুরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল আর হাই তুলতে লাগল ।৩০

সৎ ধর্মের সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত শুদ্ধাধিবাস দেবর্ষিগণ কিন্তু মারের প্রতি হৃদয়ে দয়া অনুভব করলেন, তাঁরা উদাসীন বলেই ক্রুদ্ধ হলেন না ।৩১ হিংস্র সেই মারসৈন্য বোধিবৃক্ষের মূল ঘিরে রেখেছে দেখে জগতের মুক্তিকামী ধর্মাত্মাগণ অন্তরীক্ষে হাহাকার করে উঠলেন ।৩২ কিন্তু ধর্মবিধির বিঘ্নস্বরূপ সেই মারসৈন্যকে অবস্থিত দেখে মহর্ষি ক্ষুব্ধ হলেন না, তাঁর মনেও কোন বিকার হলো না। তিনি গো-গণের মধ্যে সিংহের মতো বসে রইলেন ।৩৩

মার তখন উত্তেজিত ভূতসেনাকে তাঁর ভয় উৎপাদনের আদেশ দিলেন। তখন সেই সেনা নিজের-নিজের প্রভাবে তাঁর ধৈর্যভঙ্গ করার সংকল্প করল ।৩৪ কোন কোন ভূত ভয় দেখাতে-দেখাতে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের জিহ্বা দীর্ঘ ও চঞ্চল, দন্তের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, চক্ষু সূর্যমণ্ডলের মতো (বড় আর গোল), বিদারিত মুখ আর কীলকের মতো কান ।৩৫ রূপে ও ভঙ্গীতে ভয়ংকর সেই ভূতগুলিকে ঐভাবে থাকতে দেখে মহামুনি ব্যথিত বা উদ্বিগ্ন হলেন না, যেমন খেলায় মত্ত উদ্ধত শিশুদের দেখে লোকে ব্যথিত বা উদ্বিগ্ন হয় না ।৩৬

তারপর একজন ক্রোধে চোখ ঘুরিয়ে গদা নিয়ে এগিয়ে এল তাঁর দিকে, তখন তার গদাশুদ্ধ হাত অতীতে ইন্দ্রের বজ্রধারী হাতের মতোই নিশ্চল হয়ে রইল ।৩৭ কেউ কেউ বহু প্রস্তর ও বৃক্ষ তুলেও মুনির প্রতি নিক্ষেপ করতে পারল না, বজ্রভগ্ন বিন্ধ্যাচলের মতোই তারা বৃক্ষ ও প্রস্তর নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ।৩৮ কেউ-কেউ আকাশে উঠে প্রস্তর, বৃক্ষ আর কুঠার নিক্ষেপ করল, কিন্তু সেইগুলো নিচে পড়ল না, সন্ধ্যার নানা রং-এর মেঘখণ্ডের মতো আকাশেই রয়ে গেল ।৩৯ আর একজন তাঁর উপর পর্বতশৃঙ্গের সমান জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র আকাশেই তা শতখণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে গেল ।৪০ কেউ বা জ্বলন্ত সূর্যের মতো উদিত হয়ে কল্পান্তে মেরুপর্বত যেমন তার স্বর্ণ গহ্বরের চূর্ণ বর্ষণ করে তেমনি আকাশ থেকে বিপুল জ্বলন্ত কয়লা বর্ষণ করল ।৪১ কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠের মৈত্রীর প্রভাবে সেই বোধিবৃক্ষের মূলে ছড়িয়ে-পড়া অঙ্গার বর্ষণ হয়ে উঠল রক্তপদ্মের পাপড়ি বর্ষণ ।৪২ দেহ ও মনের দুঃখ ও সন্তাপজনক এই জাতীয় সেই বস্তুগুলি নিক্ষিপ্ত হলেও নিজের সঙ্কল্পকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করে শাক্যমুনি তাঁর আসন থেকে বিচলিত হলেন না ।৪৩

অন্য ভূতেরা জীর্ণ বৃক্ষরাজির মতো মুখ থেকে সর্প উদ্গীরণ করল। সেই সর্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কাছে এল, তারা নিশ্বাস নিল না, মাথা তুলল না, নড়লও না ।৪৪ অন্য ভূতেরা বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনযুক্ত বিশাল মেঘ হয়ে সে-বৃক্ষে শিলাবৃষ্টি

করল, সেই শিলাবর্ষণ মনোরম কুসুম বর্ষণে পরিণত হলো।৪৫ আর একজন ভূত তার ধনুকে বাণ রাখল কিন্তু ক্রুদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির ক্রোধ যেমন নিজের মধ্যেই জ্বলতে থাকে সেই বাণও ধনুকেই জ্বলে উঠল। ৪৬ আর এক ভূত পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করল। সংসারভীরু জ্ঞানী ব্যক্তির পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যেমন বিষয়ের দিকে যায় না তেমনি সেই পঞ্চবাণও আকাশেই রইল, তাঁর দিকে এল না।৪৭ আর এক ভূত বধের আকাঙ্ক্ষায় গদা নিয়ে মহর্ষির দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু দুর্বল যেমন পাপে পতিত হয় তেমনি বিবশ হয়ে পড়ে গেল।৪৮ মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী মহর্ষির চিত্তে মোহ সৃষ্টি করবার জন্য নর-কঙ্কাল হাতে নিয়ে অবিশ্রাম ঘুরতে লাগল। চঞ্চল স্বভাব পুরুষের বুদ্ধি যেমন শাস্ত্রে স্থির হয় না তেমনি সে-ও স্থির হলো না।৪৯ একজন বিষাক্ত সর্পের মতো তাঁকে দগ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু কামী ব্যক্তি যেমন উপবিষ্ট কল্যাণের পথ দেখতে পায় না সে-ও সেখানে উপবিষ্ট ঋষিকে দেখতে পেল না।৫০

কেউ বা বিরাট এক শিলাখণ্ড তাঁর দিকে উদ্যত করল। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা লভ্য মুক্তি-ধর্মকে দেহক্লেশের দ্বারা লাভ করতে গেলে মানুষ যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি তার চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।৫১ নেকড়ে বাঘ ও সিংহের আকৃতি বিশিষ্ট অন্য ভূতেরা উচ্চকণ্ঠে বিপুল গর্জন করতে শুরু করল, চারদিকে প্রাণীরা তাতে বজ্রাঘাতে আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে মনে করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।৫২ হরিণ আর হস্তীরা আর্তনাদ করতে-করতে ছুটে গেল এবং আত্মগোপন করল। সেই রাত্রিতে দিনের মতোই আর্ত বিহঙ্গেরা চারদিক থেকে কোলাহল করতে-করতে উড়তে লাগল।৫৩ তাদের সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী কম্পিত হলেও মুনি কিন্তু ভীত হলেন না, কাকের শব্দে গরুড় যেমন ভীত হয় না, তেমনি।৫৪ এই ভয়াবহ দলগুলি থেকে মুনি যতই ভীত হলেন না, ধার্মিকগণের শত্রু মার শোকে ও ক্রোধে ততই অবসন্ন হয়ে পড়লেন।৫৫

তখন অদৃশ্যমূর্তি কোন বিশিষ্ট প্রাণী ঋষির প্রতি মারের অনিষ্ট আচরণ এবং বিনা শত্রুতায় ক্রোধ দেখে আকাশে থেকেই গম্ভীর স্বরে বললেন, ৫৬ 'হে মার, বৃথা শ্রম করো না, হিংস্রভাব ত্যাগ কর, শান্ত হও। বায়ু যেমন মহাগিরি মেরুকে কম্পিত করতে পারে না তেমনি তুমিও একে কম্পিত করতে পারবে না।৫৭

অগ্নি তার উষ্ণতা ত্যাগ করতে পারে, জল তার তরলতা ত্যাগ করতে পারে, আর পৃথিবীও তার স্থিরতা ত্যাগ করতে পারে কিন্তু বহুকল্পসঞ্চিত পুণ্যের অধিকারী এই মুনি তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করবেন না।৫৮ কারণ, এঁর যে-সঙ্কল্প, যে-পরাক্রম, যে তেজ, প্রাণীদের প্রতি যে-দয়া, তাতে সত্যলাভ না করে ইনি উঠবেন না, যেমন অন্ধকার নাশ না করে সূর্য ওঠেন না।৫৯ কাষ্ঠ ঘর্ষণ করতে-করতে মানুষ অগ্নিলাভ করে, মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে জলও পায়। তীব্র আগ্রহশীল ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নেই। ন্যায়ের সঙ্গে যা যুক্ত ত, সবই সিদ্ধ হয়। ৬০

রোগ ও আসক্তি প্রভৃতিতে এই জগৎ আর্ত, এতে করুণাসিক্ত হয়ে যে মহাচিকিৎসক জ্ঞানরূপ ঔষধের জন্য পরিশ্রম করছেন তার বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।৬১ জনগণ বিভিন্ন কুপথে ভ্রষ্ট। পরিশ্রম করে সৎপথের সন্ধান করছেন। সেই গুরুকে ক্ষুব্ধ করা সঙ্গত নয়। ইনি যেন পথভ্রষ্ট বণিকদলকে সৎপথে চালনা করবেন।৬২ মানুষ গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। ইনি এসেছেন জ্ঞানের প্রদীপ রূপে, অন্ধকারে

জ্বলছে এই প্রদীপ। এঁকে নিভিয়ে দেওয়া আর্যজনের পক্ষে সঙ্গত নয়।৬৩ জন্ম মৃত্যুপূর্ণ মহাপ্রবাহে মগ্ন জগতের পরপারে যেতে সক্ষম জনগণকে যিনি পার করতে উদ্যোগী হয়েছেন কোন্ আর্যগণ তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করবেন?৬৪ ক্ষমা যার শিকড়, ধৈর্য যার দৃঢ় মূল, চরিত্রই যার ফুল, ধ্যান ও বুদ্ধি যার শাখা ধর্মরূপ ফলদাতা সেই জ্ঞানবৃক্ষ বেড়ে উঠছে, এই বৃক্ষ উৎপাটনের যোগ্য হতে পারে না।৬৫ দৃঢ় মোহজালে বন্ধ জীবগণকে মুক্ত করবার জন্য যাঁর প্রজ্ঞা, জগতের বন্ধন মুক্তির জন্য উদ্যোগী সেই ব্যক্তিকে তোমার বধ করার আগ্রহ সঙ্গত নয়।৬৬ জ্ঞানলাভের জন্য ইনি অতীত জীবনে যে-সমস্ত কর্ম করেছেন আজ তার ফললাভের নির্দিষ্ট দিন। অতীত যুগের মুনি-গণের মতো ইনিও এখানে সাধনার আসনে উপবেশন করেছেন।৬৭ এই স্থানই ধরাতলের নাভি, শ্রেষ্ঠ শক্তির সঙ্গে সমগ্রভাবে যুক্ত। এটি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থান নেই যা এঁর সমাধির বেগ সহ্য করবে।৬৮

সুতরাং হে মার, শোক কোরো না, শান্ত হও, আপন শক্তির অভিমান ত্যাগ কর। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বিশ্বাস করতে নেই, তোমার মর্যাদাই যখন কম্পমান তখন কেন দম্ভ করছ?'৬৯ তখন তাঁর সেই কথা শুনে আর মহামুনির অচঞ্চল ভাব দেখে ব্যর্থ মার চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল সেই সমস্ত শর যার দ্বারা জগৎ আহত হয়।৭০

তখন এর সেই বাহিনী সবদিকে পালিয়ে গেল, তার আনন্দ গেল, পরিশ্রম ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলো, তার প্রস্তর, কাষ্ঠখণ্ড, বৃক্ষ প্রভৃতি সব ছড়িয়ে রইল। শত্রু নায়ককে নিহত করলে বিপক্ষের সেনা যেমন পালিয়ে যায় তেমনি করেই তারা ছুটে পালাল।৭১ কামদেব পরাস্ত হয়ে সপরিবারে পলায়ন করলেন। যখন মহর্ষি রজ ও তমোগুণ ত্যাগ করে জয়লাভ করলেন তখন চন্দ্রশোভিত আকাশ হাস্যময়ী যুবতীর মতো শোভিত হলো, আর সেখান থেকে সুগন্ধি ও সজল পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।৭২

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'মারবিজয়' নামক ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

×××××××××××××× চতুর্দশ সর্গ ××××××××××××××

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

তারপর ধৈর্য ও শমগুণে মারের বাহিনী জয় করে সেই ধ্যানপণ্ডিত পরমতত্ত্ব জানবার জন্য ধ্যান করতে লাগলেন।১ সমস্ত ধ্যানবিধিতে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করে রাত্রির প্রথম যামে তিনি পূর্ব-পূর্ব জন্মের ধারা স্মরণ করলেন।২ 'অমুক স্থানে আমি এই ছিলাম, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এখানে এসেছি' এইভাবে অনুভব করতে-করতে যেন সহস্র জন্ম স্মরণ করলেন। সেই-সেই আবির্ভাবে জন্ম ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সেই সদয় পুরুষ প্রাণীদের প্রতি দয়া অনুভব করলেন।৪ এখানে স্বজন ত্যাগ করে আবার অন্যত্র (অর্থাৎ অন্য জন্ম গ্রহণ করে) কাজকর্ম করছে। এ-জগতে রক্ষার ব্যবস্থা নেই। চাকার মতো ঘুরছে।৫ এইভাবে চিন্তা করতে-করতে সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষের এই স্থির বিশ্বাস হলো যে সংসার কদলীবৃক্ষের গর্ভের

মতো সারহীন।৬ দ্বিতীয় প্রহর আগত হলে অদ্বিতীয় শক্তিমান সমস্ত চক্ষুষ্মানদের শ্রেষ্ঠ পরম দিব্য চক্ষু লাভ করলেন।৭

তখন সেই দিব্য বিশুদ্ধ নয়ন দিয়ে তিনি যেন নির্মল দর্পণে সারা বিশ্ব দর্শন করলেন।৮ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট কর্মের প্রাণীদের কর্ম অনুসারে বিনাশ ও জন্ম দেখে তার কারুণ্য বৃদ্ধি পেল।৯ এই দুষ্কর্মকারীরা স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন।১০ হায়, পূর্বোক্ত ঐ প্রাণীরা অতি ঘোর ভয়ংকর নরকে উৎপন্ন হয়ে নানাপ্রকার দুঃখে করুণভাবে পীড়িত হচ্ছে।১১ কাউকে আগুন রঙের গলিত লোহার রস পান করান হচ্ছে, অন্যদের অতি তপ্ত লোহার স্তম্ভে বসিয়ে দিচ্ছে, তারা আর্তনাদ করছে।১২ লোহার কলসীতে নিচের দিকে মুখ করিয়ে রেখে কাউকে খাদ্যদ্রব্যের মতো পাক করছে; কাউকে জ্বলন্ত অঙ্গার রাশির মধ্যে করুণভাবে দগ্ধ করছে।১৩ কাউকে তীক্ষ্ণ লোহার দাঁত দিয়ে ভয়ঙ্কর কুকুরেরা, আবার কাউকে যেন লোহার তৈরি ধৃষ্ট কাকেরা লোহার তৈরি মুখ দিয়ে ভোজন করছে।১৪ দাহে অবসন্ন কেউ-কেউ শীতল ছায়ায় অভিলাষী হয়ে ঐ যে বন্দীর মতো অন্ধকার 'অসিপত্রে'র বনে গমন করছে।১৫ হাত-বাঁধা কাউকে কুঠার দিয়ে কাঠের মতো বিদীর্ণ করছে, দুঃখেও তারা মরছে না, কর্ম তাদের প্রাণ ধারণ করে আছে।১৬ সুখ হবে মনে করে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে-সকল কর্ম এরা করেছিল তার ফল হিসাবে দুঃখই তারা ভোগ করছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।১৭ এই যারা সুখের জন্য অশুভ কর্ম করে অশেষ দুঃখভোগ করছে সেই সুখের আস্বাদ কি এদের অণুমাত্র সুখ দান করছে?১৮ পাপী প্রাণীরা হাসতে-হাসতে যে-পাপ করেছে পরিণাম কালে কাঁদতে-কাঁদতে এই ফলভোগ করছে।১৯ যদি পাপীরা কর্মের এমন ফল দেখতে পেত তবে যেন মর্মস্থলে আহত হয়ে উষ্ণরক্ত বমন করত।২০ অবশ্য এই হতভাগ্যের চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু বিভিন্ন কর্ম করেছে, তার ফলে পশুপক্ষীরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে।২১ সেই অবস্থায় তারা মাংস, চর্ম, কেশ বা দন্তের জন্য কিংবা শত্রুতা বা অহংকার বশত বন্ধুজনের সম্মুখেই নিহত হচ্ছে।২২ যারা গরু ও ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রমে পীড়িত হয়ে অসমর্থ হলেও কশার আঘাত ক্ষতদেহে বহন করতে বাধ্য হচ্ছে।২৩ বলিষ্ঠ হস্তীতে পরিণত হয়েও অঙ্কুশের আঘাতে তাদের মস্তক ক্লিষ্ট; দুর্বলেরা পায়ের গোড়ালি দিয়ে তাদের আঘাত করছে।২৪ সেই অবস্থায় অন্য অনেক দুঃখ থাকলেও বিশেষ দুঃখ হচ্ছে পরস্পর বিরোধ এবং পরাধীনতা।২৫ কারণ পরস্পরকে ধরে আকাশচারীরা আকাশচারীদের, জলচরেরা জলচরদের এবং স্থলবাসীরা স্থলবাসীদের পীড়ন করছে।২৬ ঈর্ষায় এই প্রাণীদের চিত্ত আক্রান্ত; এরা আলোকহীন পিতৃলোকে জন্ম নিয়ে দীন কর্মফল ভোগ করছে।২৭ এই দুঃখভাগীরা সূচীছিদ্রের মতো মুখ আর পর্বতের ন্যায় উদর লাভ করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাজনিত দুঃখে পীড়িত হচ্ছে।২৮ এদের আশা নেই, নিজের কর্মফলে জীবিত আছে; জীবিত থেকে ওরা ইতস্তত ছড়ান অপবিত্র বস্তুও খেতে পায় না।২৯ ঈর্ষার ফল এইরকম। জীব যদি তা জানত, তবে সে সর্বপ্রকারে শিবির মতো দেহের অঙ্গগুলিও দান করত।৩০ এই অন্য আর একদল নরকতুল্য 'গর্ভ' নামক অপবিত্র হ্রদে মানুষদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করছে।৩১

'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যে 'বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি' নামক চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূলে বুদ্ধচরিতের চতুর্দশ সর্গের একত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়। অতঃপর এই সর্গের আকস্মিক বিরতির অতৃপ্ততা নিবারণের জন্য 'বুদ্ধচরিতে'র তিব্বতী অনুবাদকে ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

রাত্রির তৃতীয় যামে তিনি জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে ধ্যান করলেন। তিনি বুঝলেন, জন্ম হলেই জরা এবং মৃত্যু অভিভূত করে। জন্মের কারণ হলো কর্ম। কোন সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি, কিংবা আত্মা অথবা অভাব থেকে জীব উৎপন্ন হয় না। কর্ম উৎপন্ন হয় বিভিন্ন উপাদান (গ্রহণ, আদান) থেকে। উপাদান হলো নানা নিয়ম, আচার ইত্যাদি। এইসব উপাদানের কারণ হলো তৃষ্ণা। তৃষ্ণার উৎস বেদনা (অনুভব)। বেদনার কারণ ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং মনের সংযোগ। এই সংযোগের নাম 'স্পর্শ'। স্পর্শের কারণ ইন্দ্রিয়। অন্ধের চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় নেই, অতএব বিষয় দর্শন করে না বলে বিষয়ের সঙ্গে মনের স্পর্শ বা সংযোগ হয় না। নাম এবং রূপই ইন্দ্রিয়ের কারণ। নাম এবং রূপের কারণ হলো বিজ্ঞান (Consciousness)। বিজ্ঞান থেকে নাম এবং রূপ উৎপন্ন; আবার নাম এবং রূপই হলো সেই আধার যাতে বিজ্ঞান আশ্রিত থাকে। জলে নৌকা মানুষকে বহন করে আবার স্থলে মানুষ নৌকাকে বয়ে নিয়ে যায়। তাই বিজ্ঞান এবং নাম-রূপ একটি আর একটির কারণ। এইভাবে স্পর্শ থেকে অনুভব, অনুভব থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান এবং উপাদান থেকে সত্তা বা অস্তিত্ব, অস্তিত্ব থেকে জন্ম এবং জন্ম থেকে জরা ও মৃত্যু উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করলেন জন্মের বিনাশ হলে জরা এবং মৃত্যুর বিনাশ হবে। সত্তার বিনাশে জন্মের অবসান ঘটবে এবং উপাদানের যদি নিরোধ ঘটে তবে সত্তাও নিরুদ্ধ হবে। উপাদানের অবসানের জন্য তৃষ্ণা দূর করতে হবে। বেদনা বা অনুভবের ধ্বংস হলে তৃষ্ণাও বিলুপ্ত হবে। স্পর্শ বা সংযোগের বিনাশ ঘটলে বেদনার অস্তিত্ব থাকবে না। দুটি ইন্দ্রিয় যদি না থাকে তবে স্পর্শ বা সংযোগও ঘটবে না। নাম এবং রূপ যদি নিরুদ্ধ হয় তবে ইন্দ্রিয় দুটিও বিনষ্ট হবে। বিজ্ঞানের নিরোধে নাম এবং রূপও নিরুদ্ধ হবে এবং সংস্কার (পূর্বজন্মের অর্জিত কর্ম) যদি নিরুদ্ধ হয় তবে বিজ্ঞানেরও সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হবে কেমন করে? মহর্ষি বুঝলেন অবিদ্যা, (অজ্ঞান) নাশ হলেই সমস্ত সংস্কার ধ্বংস হবে। নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বের বাহিরে বা অন্তরে কোথাও আত্মা দেখলেন না। যা জানবার তা জেনে তিনি বুদ্ধ হয়ে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বিশ্বচরাচর যখন শান্ত তখন ঋষি সর্বজ্ঞতা লাভ করলেন।

সাতদিন নিষ্পলক নেত্রে তিনি বসে রইলেন। তারপর বিশ্বের মুক্তির জন্য উত্থান করলেন। অরাড় (দ্বাদশ সর্গ) এবং উদ্রককে (দ্বাদশ সর্গ) তিনি তাঁর ধর্মগ্রহণের উপযোগী মনে করলেন কিন্তু তাঁরা স্বর্গে গমন করলেন দেখে পঞ্চ ভিক্ষুর (দ্বাদশ সর্গ) কথা স্মরণ করলেন।

অতঃপর লোকের অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করবার জন্য উদীয়মান সূর্যের মতো বুদ্ধদেব পবিত্র বারাণসী নগরীতে গমন করলেন।

প্রসঙ্গ কথা

××××××××××××× **প্রথম সর্গ** ×××××××××××××

১. শাক্য : কপিলাবস্তুতে ক্ষত্রিয় রাজবংশের নাম।
ইক্ষ্বাকুবংশ : বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু তাঁর বংশ। শুদ্ধোদন এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৬. দোহদ : গর্ভিণীর আগ্রহ, চলতি ভাষায় 'সাধ' বলা হয়।

৯. পুষ্য : অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের একটি। 'পুষ্যা'ও বলা হয়।

১০. উর্ব : একজন বিখ্যাত মুনি। জননীর উরু ভেদ করে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।
পৃথু : বেণ রাজার পুত্র। পিতার দক্ষিণ হস্ত থেকে ইনি জন্মেছিলেন।
মান্ধাতা : সূর্যবংশের প্রসিদ্ধ রাজা। এখানে ইনি মস্তক থেকে জাত বলে কথিত হয়েছেন কিন্তু অন্যত্র পিতা রাজা যুবনাশ্বের বাম পার্শ্বদেশ থেকে জাত বলে খ্যাত।
কক্ষীবান্ : দীর্ঘতমা মুনির পুত্র ঋকবেদের কয়েক সূক্তের ঋষি। 'অভিধান-চিন্তামণি'র রচয়িতা হেমচন্দ্রের মতে এঁর অপর নাম স্ফোটায়ন।

১৪. সপ্তর্ষি নক্ষত্র : কথিত আছে যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি নক্ষত্র হয়ে আকাশে বিরাজ করছেন। এঁদেরই সপ্তর্ষি নক্ষত্র বলা হয়।

১৯. অতীত বুদ্ধদের : গৌতমবুদ্ধের পূর্বে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে আরও চব্বিশ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। কারও-কারও মতে তাঁর পূর্বে ছয়জন প্রধান বৌদ্ধ আবির্ভূত হন।

২০. তথাগত : গৌতম বুদ্ধের এক নাম। তথা (সেই প্রকারে) গত। যে পথে মুনি ঋষিগণ গিয়াছেন সেই পথে গত।
শুদ্ধাধিবাস দেবগণ : এক শ্রেণীর দেবতা।

২১. পর্বতরাজে নিবদ্ধ পৃথিবী : পর্বতরাজ এখানে পুরাণে বর্ণিত সুমেরু পর্বত। পুরাণের মতে পৃথিবী তার উপরে এঁটে বসান রয়েছে।

৪১. ভৃগু : প্রসিদ্ধ মুনি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভৃগুবংশের আদি পুরুষ। ইনি ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তন করেন।
অঙ্গিরা : প্রখ্যাত ঋষি, সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ইনিও ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং বংশের প্রবর্তক। বৃহস্পতি এবং উতথ্য এঁর দুই পুত্র ইনি অঙ্গিরস্ সংহিতার রচয়িতা।
শুক্র এবং বৃহস্পতি : এঁরা দুজন রাজনীতি শাস্ত্রের আদি কর্তা, যথাক্রমে 'শুক্রনীতি' এবং 'বার্হস্পত্য' বা 'বার্হস্পত্য নীতি'র রচয়িতা।

৪২. বসিষ্ঠ বা বশিষ্ঠ : প্রসিদ্ধ মুনি, বশিষ্ঠ-সংহিতার রচয়িতা।

৪৩. বাল্মীকি : আদি কবি, রামায়ণ প্রণেতা।
চ্যবন : প্রসিদ্ধ ঋষি, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। ইনি যে-ঔষধ সেবন করে বার্ধক্যে যৌবন লাভ করেছিলেন তারই নাম 'চ্যবনপ্রাশ'।

অত্রি : ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বনবাসের সময় রামচন্দ্র অত্রি মুনির আশ্রমে অতিথি হয়েছিলেন।

আত্রেয় : অত্রিমুনির পুত্র কিংবা অত্রিমুনির বংশে জাত আয়ুর্বেদের আচার্য। 'নাড়ীজ্ঞান প্রকরণ' নামক চিকিৎসা-গ্রন্থ এঁরই রচিত।

৪৪. কুশিক এবং গাধি বিশ্বামিত্রের পিতার নাম। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ দেখে অতি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট হতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

সাগর : সূর্যবংশের একজন রাজা। এঁরই পুত্রেরা সমুদ্র খনন করেছিলেন বলে তার নাম 'সাগর' হয়েছে।

৫২. অন্তিদেব : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এঁকে 'রন্তিদেব' বলা হয়েছে। ইনি চন্দ্রবংশের একজন রাজা, সংকৃতির পুত্র। বিপুল অর্থব্যয় করে ইনি বহু বিশাল-বিশাল যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। এই সমস্ত যজ্ঞে যেসব পশুবলি দেওয়া হয় তাদের শোণিত ধারা জলে পরিণত হয়ে চর্মণ্বতী নদীর সৃষ্টি করে।

৫৮. ইন্দ্রধ্বজ : ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে প্রাচীনকালে রাজারা উত্তম বর্ষণের জন্য পুরদ্বারে বাঁশের মাথায় ধ্বজ বা ধ্বজা অর্থাৎ পতাকা উড্ডীন করতেন ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, তারই নাম ইন্দ্রধ্বজ। দেবরাজের উদ্দেশ্যে এই পতাকা উত্তোলন 'শক্রোত্থান' বা শক্রোৎসব' নামে খ্যাত। আজও কোন-কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। শক্র ইন্দ্রেরই এক নাম।

৬০. ঊর্ণা : দুই ভ্রূর মাঝখানে অবস্থিত রোমের আবর্ত অর্থাৎ গোল আকৃতি। এটি সৌভাগ্যের চিহ্ন।

বস্তি : নাভির নিম্নদেশ যা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে থেমেছে।

৭১. ব্রতচক্রবাকমণ্ডি : ব্রত=নিয়ম, যা পাপ ক্ষয় করে এবং পুণ্য উৎপাদন করে। চক্রবাক= কোক পাখি, চকা। নদীর তীরে চক্রবাক থাকে। সিদ্ধার্থ যে ধর্মনদী প্রবাহিত করবেন তাতে চক্রবাকের অংশ নেবে ব্রত।

৮৬. সিতপুষ্প : জটাধর শীতপুষ্পের অর্থ বলেছেন 'কৈবর্তীমুস্তকম্'। চলিত ভাষায় 'কেওট মুথা'। একজাতীয় মুথা। শব্দটি 'সিতপুষ্পম্' অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ। মূলজাতীয় দ্রব্য, তা দিয়ে পালঙ্ক সাজান চলে কিভাবে এই আশঙ্কা উদিত হয়। মূলের শব্দটি হলো 'সিত সিতপুষ্প ভৃতাম্'। এখানে সিতপুষ্পের 'সিত' অর্থাৎ শুভ্র এই বিশেষণ আছে। মুথা দেখতে কালো সুতরাং 'সিত' এই উপাধি সঙ্গত হয় কেমন করে?

এর সমাধান এই হতে পারে যে সিতপুষ্প অর্থাৎ কেওট মুথার আবরণটি মলিন হতে পারে কিন্তু ভিতরের পদার্থটি অর্থাৎ আসল বস্তুটি সাদা। সুতরাং চালের উপরের পাতলা আবরণটি রক্তিম বা ঈষৎ হলদে-হলদে হলেও অভ্যন্তরের প্রধান বস্তু অর্থাৎ তণ্ডুলটির শুভ্রতার জন্য যেমন 'সিত তণ্ডুল' বা শুভ্র চাল বলা হয় তেমনি মুস্তা বলতে যা বোঝায় তার বর্ণটি শুভ্র হওয়ায় 'সিত সিতপুষ্প' অথাৎ সাদা কেওট মুথা বলা চলতে পারে।

৮৯. নলকুবর : যক্ষদের অধিপতি কুবেরের পুত্র।

দ্বিতীয় সর্গ

২. কৃতাকৃতস্যঃ নির্মিত এবং অনির্মিত স্বর্ণ ঃ নির্মিত স্বর্ণের অর্থ সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণ হতে পারে, যে-সোনা দিয়ে গয়না গড়া হয়েছে তা-ও এর দ্বারা বোঝান সম্ভব। অনির্মিত স্বর্ণ সম্ভবত অসংস্কৃত বা অবিশুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে যেমন পাওয়া গেছে অবিকল সেই স্বর্ণকে বোঝাচ্ছে।

৩. পদ্ম ঃ পৌরাণিক এক হস্তীর নাম।

৬. মধ্যস্থভাব ঃ উদাসীনভাব।

৮. সেই ওষধিগুলিই ঃ পূর্বে রাজ্যে যেসব ওষধি উৎপন্ন হতো তারাই অতিরিক্ত রস এবং শক্তিতে সর্বোত্তম হলো। ওষধি=যে-সমস্ত উদ্ভিদের ফল পাকলে গাছ মরে যায় সেই সমস্ত উদ্ভিদ, যেমন—কলাগাছ, ধানগাছ. ইত্যাদি।

১১. নহুষ ঃ চন্দ্রবংশের রাজা। অগস্ত্য ঋষির শাপে সর্পে পরিণত হয়েছিলেন।
যযাতি ঃ নহুষের পুত্র। এঁরই পুত্র পুরু পিতার অকালে আগত জরা গ্রহণ করেছিলেন।

১৫. অনরণ্য ঃ ইক্ষ্বাকুর বংশে জাত পুষ্যের পুত্র। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৯ অধ্যায়ের ৯-১০ শ্লোকে অনরণ্যের বিবরণ আছে। তাঁর রাজত্বে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং তস্কর ছিল না।

২৭. সনৎকুমার প্রতিম ঃ সনৎকুমারের মতো। সনৎ=ব্রহ্মা, সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, মহাতপস্বী এবং পরম ধর্মজ্ঞ।

৩৬. আঙ্গিরস ঃ অধিদেবতাযুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র ঃ এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সিদ্ধার্থের জন্মনক্ষত্র, নাম পুষ্য বা পুষ্যা। অঙ্গিরা মুনির পুত্র বলে দেবগুরু বৃহস্পতির নাম আঙ্গিরস। প্রত্যেকটি নক্ষত্রের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁকেই ঐ নক্ষত্রের অধিদেবতা বলা হয়। পুষ্যা নক্ষত্রের অধিদেবতা বৃহস্পতি। বৃহস্পতিকে অনুকূল করতে হলে মুক্তা দান করতে হবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই নির্দেশ। তাই মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণদের মুক্তা দান করেছিলেন।

৩৯. ব্যবহারশাস্ত্র ঃ ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

৪০. দানসলিলের দ্বারা ঃ কোন কিছু দানের সময় দানের নিয়ম অনুসারে দাতাকে গ্রহীতার হাতে জল দিতে হয়, শাস্ত্রের এই বিধি। সেই হলো দানসলিল। জল তৃষ্ণা মেটায়। এখানে দানসলিল প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষারূপ তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করত।

৪৩. রজোগুণ ঃ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ আছে। এর মধ্যে রজোগুণ বিষয়ে আসক্ত করে এবং অহংকার, দ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

৫১. স্বায়ম্ভুবম্ ঃ স্বায়ম্ভুর পুত্র ; স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র। প্রথম মনু।

তৃতীয় সর্গ

১০. নীলপদ্মের খণ্ডে : নীলপদ্মের টুকরোয়। পথে খণ্ড খণ্ড নীলপদ্ম ছড়ান ছিল।

১২. দেবতার……মতো : দেবপ্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার সময় সর্বাগ্রে যে পতাকাটি থাকে তাকে যেমন লোক প্রণাম করে, সিদ্ধার্থকে তেমনি প্রণাম করলেন।

১৪. স্খলিতকাঞ্চী : কোমরে পরবার অলঙ্কারের নাম কাঞ্চী। মেখলা। সেই মেখলা খুলে পড়েছিল।

২৪. পুষ্পকেতু : মদন, প্রেমের দেবতা। পুষ্প হয়েছে যাঁর কেতু অর্থাৎ প্রতীক, কিংবা পুষ্প দিয়ে তৈরি কেতু অর্থাৎ পতাকা যাঁর।

৪২. ধাতু : আয়ুর্বেদমতে বাত, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতু শরীরে বর্তমান। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র শরীরে অবস্থিত এই সপ্ত ধাতুরও উল্লেখ আছে। শরীরকে এরা ধারণ করে বলে এদের নাম ধাতু। এদের কোন একটির 'প্রকোপ' অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধ বা প্রবলতা ঘটলে দেহ অসুস্থ হয়।

৬০. কুবর : যুগন্ধর। যে-পশু রথ বা শকট টানবে তার কাঁধের জোয়ালটা যেখানে এসে যুক্ত হয় তারই নাম কুবর বা যুগন্ধর।

৬৫. অলকাধিপতি : অলকা=কুবেরপুরী। তার অধিপতি অর্থাৎ রাজা, কুবের।

চতুর্থ সর্গ

১১. উত্তরকুরু : ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত বিশাল ভূখণ্ড। এখানে একদা কুরুজাতির বাস ছিল বলে এর নাম কুরুবর্ষ। বিভিন্ন কাব্য এবং পুরাণে, রামায়ণে (অরণ্যকাণ্ড, ৩৯, ১৮), মহাভারতে, একে স্বর্গের মতো পুণ্যস্থান বলা হয়েছে। উত্তরকুরুর অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, একালের তুর্কিস্থান এবং তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম অংশকে উত্তরকুরু বলা হতো।

১৩. আপন বিষয়ে বিযুক্ত : যে-কাজ করতে এসেছ তা থেকে বিচ্ছিন্ন। সিদ্ধার্থকে আসক্ত করাই রমণীদের কাজ ছিল।

১৮. গৌতম : প্রসিদ্ধ ঋষি, গৌতমসংহিতার রচয়িতা। অহল্যার পতি।

১৯. ঋষ্যশৃঙ্গ : ঋষ্য অর্থাৎ শ্বেতপাদ মৃগের মতো শৃঙ্গ অর্থাৎ শিঙ্ বা চিহ্ন যাঁর। ইনি বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র, মহাতপস্বী। স্ত্রীজনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় এই মুনিবরের সঙ্গে কালে দশরথের কন্যা এবং দশরথের বন্ধু রাজা লোমপাদের দ্বারা প্রতিপালিতা শান্তার বিবাহ হয়।

২০. বিশ্বামিত্র : কুশিক ঋষির পুত্র, বিখ্যাত মুনি। ইনি মেনকার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এ-কথা রামায়ণে আছে। উভয়ের মিলনের ফলে

শকুন্তলার জন্ম হয়। অশ্বঘোষ মেনকার পরিবর্তে ঘৃতাচীর উল্লেখ করেছেন।
ঘৃতাচী ঃ স্বর্গের একজন প্রসিদ্ধ অপ্সরা।

৪৯. সিন্ধুবার ঃ নিসিন্দা গাছ।

৫১. পরপুষ্ট ঃ পরের দ্বারা পুষ্ট বা পালিত। পরভৃত। কোকিল। কোকিল অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে এবং তার শাবক অন্যের দ্বারা পালিত হয়।

৭২. পুরন্দর ঃ পুর অর্থাৎ সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত নগর বা গৃহ যিনি বিদীর্ণ করেন। ইন্দ্র একদিন ঋষি গৌতমের অনুপস্থিতিকালে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে তাঁর পত্নীকে কামনা করেছিলেন।

৭৩. সোম ঃ চন্দ্র। রোহিণী ঃ চন্দ্রের পত্নী।
অগস্ত্য ঃ প্রসিদ্ধ মুনি। বহু অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সমুদ্রের জল নিঃশেষে পান, হরিণরূপী দানব বাতাপীকে ভক্ষণ প্রভৃতি তাদের অন্তর্গত। বিবাহে অভিলাষী হয়ে সমস্ত জীবের শ্রেষ্ঠ অংগ নিয়ে তিনি একটি কন্যা সৃষ্টি করেন এবং সন্তানকামী বিদর্ভরাজকে সেই কন্যাটি দান করেন। তাঁর নাম হলো লোপামুদ্রা। পরে এঁরই সংগে অগস্ত্যের বিবাহ হয়। রোহিণীর জন্য অগস্ত্যের আগ্রহ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।
লোপামুদ্রা ঃ নারীদের রূপের অভিমান লোপ করিয়ে যিনি স্বামীর পক্ষে আনন্দদানকারিণী। অগস্ত্যের পরম রূপবতী পত্নী। ঋক্‌বেদের কিছু মন্ত্র ইনি দর্শন করেছিলেন।

৭৫. হোমকার্যে রত মহিষী ঃ ইনি তারা, দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্যা।
বুধ ঃ তারার গর্ভে উৎপন্ন চন্দ্রের পুত্র।

৭৬. পরাশর ঃ বশিষ্ঠতনয় শক্ত্রির পুত্র। বিখ্যাতকীর্তি ঋষি। ব্যাসদেবের পিতা। এঁর বরে মৎস্যের গন্ধযুক্ত মৎস্যগন্ধার দেহে পদ্মগন্ধের আবির্ভাব হয়। পরাশর তাঁর নাম রাখেন সত্যবতী। ইনি যমুনাতীরে নৌকা চালাতেন। এঁর গর্ভে পরাশরের যে-পুত্র জন্মে তাঁরই নাম ব্যাসদেব। পরাশর-সংহিতা পরাশরের সংকলিত অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে কলিকালে পালনীয় আচার-নিয়মের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৭৭. অক্ষমালা ঃ বশিষ্ঠের এক পত্নী। এই চণ্ডালকন্যা মুনিবরের সংসর্গে পরম গুণের আধার হয়েছিলেন।

পঞ্চম সর্গ

৩. খলীন ঃ লাগাম বাঁধবার লোহা। এটি ঘোড়ার মুখে থাকে।
কিঙ্কিণী ঃ ছোট ঘণ্টা।
কেতু ঃ নবগ্রহের অন্যতম গ্রহ।

৪. লাঙ্গলপথযুক্ত ঃ কর্ষিত মৃত্তিকায় লাঙ্গল নালার মতো পথ সৃষ্টি করে। এই পথ ঢেউএর মতো উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা, তাই পরিবর্তনশীল।
১১. সমাধি ঃ চিত্তের বিভিন্ন ক্রিয়া নিরোধ। এর আর এক নাম 'যোগ'।
১৮. অক্ষয়পদ ঃ যে-পদ বা আশ্রয়ের ক্ষয় নেই। মুক্তি।
২৩. মণ্ডল ঃ বন্য হাতি ধরবার বেষ্টনী। খেদা।
২৪. নির্বৃত ঃ এই শব্দটির দুটি অর্থ, সন্তুষ্ট এবং নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত। রাজকন্যা প্রথম অর্থে একে ব্যবহার করেছেন, সিদ্ধার্থ দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন।
৩৪. কলবিঙ্ক ঃ চড়ুই পাখি।
৩৬. ক্রমভঙ্গ ঃ যৌবনে ভোগসুখ বার্ধক্যে দার্শনিক চিন্তা—এটিই সংসারে প্রচলিত ক্রম। সিদ্ধার্থ সেই ক্রম ভঙ্গ করে যৌবনেই ধর্ম এবং দর্শনের তত্ত্বে স্থির হয়েছেন, তাই রাজার মতে তাঁর ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটেছে।
৪৪. দীপবৃক্ষ ঃ দীপ ধারণের জন্য বৃক্ষের মতো বস্তু। পিলসুজ প্রভৃতি।
৫০. অঙ্গদ ঃ বাহুর ভূষণ, বাজু, অনন্ত প্রভৃতি।
৫১. কর্ণিকার ঃ একজাতীয় বৃক্ষ।
৫২. তোরণে ঃ বহির্দ্বারে।
শালভঞ্জিকা ঃ পুতুল।
৫৩. দষ্ট ঃ যাকে দংশন করা হয়েছে। কর্ণের কুণ্ডল গাল স্পর্শ করেছিল, একেই কুণ্ডলের দংশন বলেছেন কবি।
কারণ্ডব ঃ এক শ্রেণীর হংস।
শতপত্র ঃ একশত পাঁপড়ি আছে যার, কমল। একেই শতদল বলা হয়।
৫৬. পণব ঃ একরকমের ঢাক।
৮০. হনুরবহীন ঃ হনু অর্থাৎ চোয়ালের শব্দরহিত।
৮১. প্রকোষ্ঠ ঃ কফোণি অর্থাৎ কনুই থেকে মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত অংশ।

ষষ্ঠ সর্গ

৫. তার্ক্ষ্য ঃ পাখিদের রাজা গরুড়। বিষ্ণুর বাহন।
২৩. দীপের-কর্মকারী ঃ প্রদীপের কাজ যে করে। প্রদীপের কাজ আলো দেওয়া। মণি তাই করছিল।
সূর্যসনাথ মন্দারবৃক্ষের মতো ঃ সূর্যসনাথ—সূর্যযুক্ত। মন্দারবৃক্ষ—স্বর্গের দেবতরু। উজ্জ্বল মণিটি যেন সূর্য, কুমার যেন মন্দারবৃক্ষ। মণিযুক্ত কুমার সূর্যযুক্ত মন্দারবৃক্ষের মতো শোভা পেয়েছিলেন।
২৫. ছন্দ ঃ সিদ্ধার্থের সারথিকে কোথায়ও (যেমন ৬. ৪-এ) ছন্দক, কোথায়ও ছন্দ বলা হয়েছে।
৫৪. চক্রচিহ্ন ঃ চক্র বিষ্ণুর হাতে অবস্থিত একটি অস্ত্র। চাকার মতোই চেহারা। হাতে চক্রের চিহ্ন রেখাভিজ্ঞদের মতে অতি শুভপ্রদ।

৫৯. অলঙ্কাররূপ পত্নীর সংযোগ : পত্নী মানুষের শ্রীবৃদ্ধি করে এবং মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাই অলঙ্কারকে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সিদ্ধার্থ পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক আগেই ত্যাগ করেছেন, এবার অলঙ্কারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেন।

সপ্তম সর্গ

৭. বসুগণের অষ্টম : অর্থাৎ বসু। বসু=গণদেবতা। সংখ্যায় আট। যথা— ১. আপ ২. ধ্রুব ৩. সোম ৪. ধর ৫. অনিল ৬. অনল ৭. প্রত্যূষ ৮. প্রভাস। বসুগণের অষ্টম হলেন প্রভাস। প্রভাস শব্দের অর্থ আলোক। সিদ্ধার্থের আলোকময় কান্তি দেখে মুনিদের চিত্তে প্রভাসের কথা উদিত হয়েছিল।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় : সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা ঘটনাক্রমে অশ্বিনী অর্থাৎ ঘোটকীর রূপ ধারণ করেন। সূর্য অশ্বের রূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাঁদেরই নাম অশ্বিনীকুমার। এঁরা চিকিৎসাবিদ্যায় নিপুণ হয়ে স্বর্গে দেববৈদ্যের পদে আসীন হন। মাদ্রীর পুত্র নকুল এবং সহদেবের এঁরাই জনক।

৮. লেখর্ষভ : ইন্দ্র। লেখ+ঋষভ। লেখা=দেবতা, ঋষভ=বৃষ, 'শ্রেষ্ঠ' এই অর্থে গৃহীত, যেমন, পুরুষর্ষভ=পুরুষশ্রেষ্ঠ। ফলত লেখর্ষভ শব্দের অর্থ হলো দেবশ্রেষ্ঠ বা দেবরাজ। ইন্দ্রের 'লেখর্ষভ' নাম অতি অল্প ব্যবহৃত। অমরকোষ ইন্দ্রের নামাবলী বলবার সময় এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যথা, 'জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ' (অমরকোষ ১.৪২)।

১৫. উঞ্ছ : কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের টীকায় বলেছেন : 'একৈকধান্যাদিগুড়কোচ্চয়নমু উঞ্ছঃ'—একটি একটি করে ধান ইত্যাদির অংশ সংগ্রহের নাম উঞ্ছ। এইভাবে জীবনযাপন করার নামই উঞ্ছবৃত্তি।

১৬. পাথর দিয়ে খাদ্য : পাথর নিক্ষেপ করে ফল পেড়ে খান কিংবা রান্না না করে শুধু পাথরে চূর্ণ করে খাদ্য খান।

৩৬. অনুরুধ্যমানঃ : তপস্বীরা তাঁকে অনুরোধ করায়।

৩৮. জীবন আকাঙ্ক্ষীর দেহকে, ইত্যাদি : জীবন আকাঙ্ক্ষী=ঋষিগণ, দেহ =আশ্রম ; আয়ু=সিদ্ধার্থ।

৩৯. ব্রহ্মর্ষি : ব্রাহ্মণ অথচ ঋষি, যেমন বশিষ্ঠ। জ্ঞানমার্গে বিচরণ করে যিনি পরমতত্ত্ব জেনেছেন তিনি ঋষি। 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ' এই উক্তিতে বেদের মন্ত্র যাঁরা দর্শন করেছেন তাঁরা ঋষি, এই বলা হয়েছে। অমরকোষ বলেছেন : 'ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ'—যাঁদের বাক্য সত্য অর্থাৎ যা বলেন তাই হয়, তাঁরা ঋষি। বস্তুত, ঋষ্ ধাতুর অর্থ জানা। 'ঋষন্তি, জানন্তি' ইতি ঋষ্+ইন্=ঋষি। ফলে ঋষি=জ্ঞানী। রাজর্ষি : রাজা অথচ ঋষি, যেমন জনক।

৪৩. বৃহস্পতি ঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরার পুত্র। দেবগুরু।
৪৬. হৃদয়ঙ্গম ঃ বোধগম্য, মনোহর।
আমি নূতন ধর্মগ্রাহী হলেও, ইত্যাদি ঃ সিদ্ধার্থ ধর্মে নবীন কিন্তু প্রাচীন তপস্বীরা তাঁকে তাঁদের চেয়েও প্রবীণের সম্মান দিচ্ছেন। এতে তাঁর হৃদয়ে আহ্লাদ উদ্বেল হয়েছে। সম্ভবত এই হলো মহাকবির বক্তব্য।
৪৭. পক্ষপাত ঃ অনুগ্রহ, আসক্তি।
৫২. স্বর্গ এবং অপবর্গ ঃ স্বর্গ—দেবতাদের আলয়, বিশেষ সুখের স্থান। অপবর্গ=মুক্তি, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের সম্পূর্ণ অবসান। পৃথিবীতে যজ্ঞ প্রভৃতিতে পুণ্য কর্ম করে লোক স্বর্গে যায় মৃত্যুর পরে, কিন্তু যে পুণ্য স্বর্গ দিয়েছিল সেই পুণ্য ক্ষীণ হলে মর্তলোকে আবার ফিরে আসে। এই কারণেই গীতা বলেছেন ঃ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশান্তি' (৯. ১৫)। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় 'পুণ্যবল হলো ক্ষীণ / আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন', এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অপবর্গ বা মুক্তি হলে আর সংসারে ফিরতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেছেন ঃ 'ন চ পুনরাবর্ততে' (৯. ১৫) সেই মুক্ত পুরুষ আর ফেরে না, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে না।
তিনিই আছেন ঃ তিনিই স্থির, কোন কিছুর অভিলাষে তাঁর দেহ বা মন চঞ্চল হয় না।
৫৪. বিন্ধ্যকোষ্ঠ ঃ বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থিত কোন গৃহ বা গুহা হওয়া সম্ভব। বিন্ধ্যপর্বত সাংখ্যদর্শনের আচার্যদের প্রিয় স্থান ছিল কিনা এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা চিন্তা করেছেন। সাংখ্যদর্শনের একজন আচার্যের নাম বিন্ধ্যবাসী। বর্তমান শ্লোকে যে-মুনি অরাড়ের কথা বলেছেন বিন্ধ্যপর্বতনিবাসী তিনিই সাংখ্যদর্শনেরও প্রবক্তা বলে মনে হয়। 'বুদ্ধ চরিতের' দ্বাদশ সর্গে সিদ্ধার্থের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছে।
৫৬. জ্ঞাতব্য সমুদ্র ঃ জ্ঞেয় অর্থাৎ জানবার যাকিছু আছে তার সমুদ্র। অগস্ত্য নিঃশেষে সমুদ্র পান করেছিলেন, সেই চিত্র মনে আসে।

অষ্টম সর্গ

২২. বঞ্চিত স্তন ঃ যে-স্তন থেকে অলঙ্কার অপহৃত হয়েছিল। হার ছিল না বলে এই বিশেষণ।
২৪. মহিষী ঃ প্রথম 'মহিষী' শব্দটির অর্থ মহিষের স্ত্রী, দ্বিতীয় 'মহিষী' শব্দের অর্থ রাজার প্রধান পত্নী।
২৭. স্রবজ্জলেস্তামরসৈ ঃ জল ঝরে পড়ছে এমন পদ্ম। তামরস—পদ্ম।
২৮. নিরন্তরৈ ঃ অবকাশহীন ; ফাঁক নেই। আঙুলগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট।
গূঢ়শিরা ঃ শিরাগুলো ঢাকা।

৩৭. বিটঙ্ক ঃ কপোতপালিকা, পায়রার খোপ।
বিমান ঃ সাততলা প্রাসাদ।

৫০. মনের জ্বরে ঃ দুঃখজনিত মনের জ্বালায়।

৫১. কুররী ঃ স্ত্রীজাতীয় কুরল পাখি।

৫৩. মেঘদুন্দুভি ঃ দুন্দুভি—নাগরা, বড় ঢাক। মেঘের দুন্দুভি হলো বজ্র।

৫৫. গূঢ়গুল্ফ ঃ আবৃত গোড়ালি। যে-গোড়ালির হাড় দেখা যায় না।

৭৭. স্বর্ণনিষ্ঠীবী ঃ মুখ দিয়ে কিছু ত্যাগ করার নাম নিষ্ঠীবন। স্বর্ণ অর্থাৎ সোনা যিনি মুখ দিয়ে ফেলেন তাঁরই নাম স্বর্ণনিষ্ঠীবী। মহাভারতে এঁর নাম আছে স্বর্ণষ্ঠীবী। দুটি শব্দরই অর্থ এক।
সৃঞ্জয় ঃ স্বর্ণষ্ঠীবীব পিতা। মহাভারতে ইনি সৃঞ্জয় বলে অভিহিত হয়েছেন
মহাভারতের দ্রোণপর্বে স্বর্ণষ্ঠীবী এবং সৃঞ্জয়েব উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। রাজা সৃঞ্জয় নারদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর এমন একটি পুত্র জন্মে যার মূত্র, বিষ্ঠা, ক্লেদ, ঘর্ম, সবই হবে সোনা। নারদ বর দিলেন। তেমনি পুত্র হলো রাজাব। রাজা নাম রাখলেন স্বর্ণষ্ঠীবী। সে দেহ থেকে যা ত্যাগ করে তা-ই সোনা। ফলে রাজা তাঁর শয্যা, আসন, রথ, ঘর, দেওয়াল, যা ইচ্ছা সব পুত্রের দৌলতে সোনায় গড়ে নিলেন। একদা সোনার লোভে দস্যুরা স্বর্ণষ্ঠীবীকে অপহরণ কবে অবণ্যে টুকরো-টুকবো কবে কাটল। মৃতেব কোন শক্তি থাকে না সুতরাং সোনা না পেয়ে দস্যুরা নিজেদের মধ্যেই কলহ করতে-কবতে মরল। এদিকে সৃঞ্জয় পুত্রের শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। দ্রোণপর্বের ৬৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে নারদই 'পুনর্দামি তে পুত্রম্' তোমার পুত্রকে আবার দান করছি,-এই বলে স্বর্ণষ্ঠীবীকে পুনরায় জীবিত করে সৃঞ্জয়ের হাতে সমর্পণ করলেন।
মহাভারতের শান্তিপর্বের ২৯-৩১ অধ্যায়েও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তবে এখানে স্বর্ণষ্ঠীবী ব্যাঘ্রের দ্বার ১।
উভয় পর্বেই পিতার নাম সৃঞ্জয কিন্তু অশ্বঘোষ এঁকে সঞ্জয বলেছেন। তাছাড়া দুই ক্ষেত্রেই স্বর্ণষ্ঠীবী প্রাণ ফিরে পান কিন্তু অশ্বঘোষের বলার ভঙ্গিতে মনে হয় যেন তিনি পুনরুজ্জীবিত হন নি।

৮০. জলাঞ্জলি ঃ মৃত পিতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে গৃহীত অঞ্জলিভবা তর্পণের জল। এখানে আলংকারিক প্রয়োগে জলদানকাবী পুত্র সিদ্ধার্থকে বোঝান হয়েছে।
প্রাণগুলি ঃ সংস্কৃত ভাষায় প্রাণ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। প্রাণ শব্দের দ্বারা বায়ু বোঝায়। দেহের বিভিন্ন স্থানে পাঁচ রকম বায়ু আছে বলেই সম্ভবত বহুবচনে প্রাণ শব্দটির ব্যবহার। এই পাঁচটি বায়ু হলো ঃ ১. হৃদয়ে—প্রাণবায়ু ২. গুহ্যদেশে—আপানবায়ু ৩. নাভিদেশে—সমান বায়ু ৪. কণ্ঠদেশে—উদানবায়ু ৫. সর্বশরীরে—ব্যানবায়ু।

৮৪. চক্রবর্তীরাজ্যে ঃ চক্রে অর্থাৎ দেশসমূহে যিনি বর্তমান তিনিই চক্রবর্তী।

অতিবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি। চক্রবর্তীর রাজ্যে—চক্রবর্তীর রাজার বিপুল সাম্রাজ্যে।

নবম সর্গ

৯. বামদেব ঃ দশরথের মন্ত্রী।

উর্বশীর পুত্র মুনি ঃ বশিষ্ঠ। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেই প্রসিদ্ধ। একদা মহারাজ নিমি বশিষ্ঠকে চৈতন্যহীন হবার অভিশাপ দেন। তখন ব্রহ্মা এঁকে মিত্রাবরুণের ঔরসে পুনরায় জন্মগ্রহণের উপদেশ দেন। ঋক্‌বেদ বলছেন ঃ 'উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধিজাতঃ'। (৭. ৩৫. ১১) হে বসিষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ্, উর্বশীর মন থেকে তুমি জাত। এই মন্ত্রে বসিষ্ঠকে উর্বশীর পুত্র বলা হয়েছে।

বশিষ্ঠ এবং বসিষ্ঠ দুটি নামই সূর্যবংশের এই পুরোহিতের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। বশিষ্ঠ=বশিন্+ইষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বসিষ্ঠ=বসিন্+ইষ্ঠ।

২০. ধ্রুব ঃ এই ধ্রুব, রাজা উত্তানপাদের পুত্র হরিভক্ত সেই ধ্রুব নন। ডক্টর জনষ্টন তাঁর সম্পাদিত 'বুদ্ধচরিতে' এঁকে ব্রহ্মা বলে অভিহিত করেছেন।

আষাঢ় ঃ মহাভারতে বর্ণিত জনৈক রাজকুমারের নাম।

বিদেহ ঃ বিহার বা মিথিলার প্রাচীন নাম।

দ্রুম ঃ রুক্মিণীর গর্ভে জাত কৃষ্ণের পুত্র।

২৫. ভীষ্ম ঃ রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র গঙ্গাদেবীর গর্ভে জাত। প্রখ্যাত অষ্ট বসুদের অন্তর্গত অষ্টম বসু ইনি। বশিষ্ঠের শাপে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। পিতার স্বেচ্ছা-বিবাহে নিজেকে অন্তরায় বলে উপলব্ধি করে ইনি 'ভীষ্ম' অর্থাৎ ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কখনই পিতৃরাজ্য গ্রহণ করবেন না এবং চিরকাল অবিবাহিত থাকবেন। ফলে তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। মহাত্যাগী, মহাবীর, মহাপ্রাজ্ঞ এই অতুলনীয় চরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এঁর কর্ম এবং উক্তিগুলি মহাভারতের বহু অধ্যায়কে ভাস্বর করেছে।

রাম ঃ দশরথের পুত্র রাম। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন। ভৃগুর বংশে জাত রাম ঃ পরশুরাম। রেণুকার গর্ভে মুনিবর জমদগ্নির পুত্র। শৈশবে এঁর নাম ছিল রাম, পরে পরশু অর্থাৎ কুঠারকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করায় নাম হয় পরশুরাম।

২৬. অগস্ত্যজুষ্টাম্ অগস্ত্যসেবিত দিকে ঃ দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ যমালয়ের দিকে। অগস্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র, বিখ্যাত মুনি। বর্তমান প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কাহিনীটি হলো, একবার বিন্ধ্যপর্বত আপন দেহ বর্ধিত করে সূর্যের

গতিপথ রুদ্ধ করতে চান। সৃষ্টির বিপদ দেখে দেবতারা অগস্ত্যের কাছে যান কারণ অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। মুনিবর বিন্ধ্যপর্বতের কাছে গেলে শিষ্য মস্তক আনত করে প্রণাম করলেন। গুরু আদেশ করলেন, 'যাবৎ আমি না ফিরি তাবৎ এই অবস্থায় থাক,' অগস্ত্য কিন্তু আর ফিরলেন না ফলে বিন্ধ্য মাথা তুলতে পারলেন না, সূর্যের গমন পথ নির্বিঘ্ন হলো। অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে চলে যান, তাই দক্ষিণ দিককে অগস্ত্যসেবিত দিক বলা হয়েছে।

৬২. স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্ঃ স্বভাবকারণবাদীদের এটি প্রিয় উক্তি। মন্ত্রীর বক্তব্য, মুক্তি যদি হবার হয় তবে আপনা থেকেই হবে, গৃহত্যাগ করে চেষ্টা করবার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী বিভিন্ন মত বলে সিদ্ধার্থকে অভিভূত করবার প্রয়াস করছেন।

৬৫. জাত মানুষ তিনটি ঋণে আবদ্ধ হয়, যথা—'দেবানাং চ পিতৃণাং চ ঋষীণাং চ তথা নরঃ। ঋণবান্ জায়তে যস্মাৎ তন্মোক্ষে প্রযতেৎ সদা।।' (বিষ্ণুধর্মোত্তর) যেহেতু মানুষ দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ঋষিদের কাছে ঋণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে অতএব তা থেকে মুক্তির বিষয়ে সর্বদা যত্ন করবে। বর্তমান শ্লোকে এই তিন ঋণ থেকে মুক্তির উপায় বর্ণিত হয়েছে। মন্ত্রী বলতে চাইছেন, এই তিনটি ঋণ থেকে মুক্তিই মুক্তি, অন্য মুক্তির কথা ওঠে না এবং এই তিনটি থেকে মুক্তি গৃহে থেকেই হয় অতএব গৃহে চলুন।

দশম সর্গ

অভিগমনঃ নিকটে গমন। শ্রেণ্য সিদ্ধার্থের নিকটে গিয়েছিলেন, এটি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

১. রাজগৃহঃ বিহারের অন্তর্গত মগধের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানটি মহাভারতে কথিত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ নামেও অভিহিত হয়েছে। বর্তমান রাজগীর-এরই কিছু দূরে স্থাপিত নূতন শহর।

৬. বহুভাষীরা ঃ মূলে আছে প্রকীর্ণবাচঃ—'প্রকীর্ণ'। অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়েছে, 'বাক্' অর্থাৎ বাক্য যাদের। যাঁরা বক্‌বক্ করছিলেন। প্রকীর্ণ শব্দের আর একটি অর্থ হলো 'অসংলগ্ন'। 'অসংলগ্নভাষী'র চেয়ে 'বহুভাষী' অর্থ বর্তমান ক্ষেত্রে খাটে ভালো। সিদ্ধার্থকে দেখে লোকের কথা বলা বন্ধ হয়েছিল এইটি কবির বক্তব্য। 'অসংলগ্নভাষীরা মৌন হলেন' বললে যাঁরা সংলগ্ন অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক কথা বলছিলেন তাঁদের নীরব হওয়া বোঝায় না। ফলে একাংশমাত্রের নীরবতা মাত্র ব্যক্ত হলো। এতে সিদ্ধার্থের উপস্থিতির সর্বজনব্যাপ্ত প্রভাবটি প্রকাশিত হয় না।

১৪ পাণ্ডব ঃ একটি পর্বতের নাম।

১৫. লোধ্র ঃ এক জাতীয় বৃক্ষ। প্রাচীন ভারতে নারীরা এর ফুলের রেণু

মুখে মাখতেন। কালিদাস বলেছেন: 'নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ,' (মেঘদূত, উত্তর মেঘ, ২)—লোধ্রকুসুমের পরাগ মুখশ্রীকে পাণ্ডুবর্ণ করেছে।
উদয়গিরি: উদয় পর্বত। যে-পর্বতে সূর্য এবং চন্দ্রকে প্রথম উদিত দেখা যায়।

২০. ধাতু সাম্যবিষয়ে: ধাতুর সমতা আছে কিনা এই সম্বন্ধে। আয়ুর্বেদ-মতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতু শরীর রক্ষা করছে। এরা সমানভাবে থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। এদের একটি যদি প্রবল হয় তবে শরীর অসুস্থ হয়।

৪০. কেয়ূর: অঙ্গদ, বাহুর ভূষণ।

৪১. বলভিদ্: বল নামক দৈত্যের বিনাশক। ইন্দ্র।

একাদশ সর্গ

২. হর্যঙ্ক: হরি=সিংহ, অঙ্ক=চিহ্ন। সিংহচিহ্নিত ছিল মগধাধিপতিদের পতাকা। বস্তুত, 'হর্যঙ্কুল' বলতে সূর্যবংশ বোঝায়। কারণ এই বংশের প্রতীক ছিল সিংহ। শুদ্ধোদন সূর্যবংশের রাজা ছিলেন।

১০. ত্রিপিটক: স্বর্গ।

১৪. পৌরাণিক কাহিনী: বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্র যখন ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হয়ে স্বর্গ ত্যাগ করে নিরুদ্দিষ্ট হন, দেবতা এবং ঋষিরা তখন চন্দ্রবংশীয় নহুষকে স্বর্গের রাজা করেন। নহুষ সেখানে ইন্দ্রের পত্নী শচীকে কামনা করেন। শচী বৃহস্পতির কাছে এসে বিপদ জানালে তিনি সময় প্রার্থনা করতে বলেন। নহুষ রাজি হলেন। শচী অলৌকিক শক্তির বলে সূক্ষ্ম মৃণালের মধ্যে আত্মগোপনকারী ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলে তিনি শচীকে বলেন, বিক্রমে নয়, কৌশলে নহুষকে পদানত করতে হবে। নহুষকে বলবে: 'ঋষিযানেন দিব্যেন মামুপৈহি জগৎপতে। এবং তব বশে প্রীতা ভবিষ্যামি ॥' (মহাভারত, ৫. ১৫. ৪) হে জগৎপতি, ঋষিদের দ্বারা বাহিত দিব্যযানে আরোহণ করে আমার কাছে আসুন, তবেই প্রীত হয়ে আমি আপনার বশীভূত হব। উৎসাহিত নহুষ ঋষিদের দ্বারা শিবিকা বহন করাতে লাগলেন। একবার শ্রান্ত ঋষিগণ নহুষকে শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করলে তর্কের উদ্ভব হয় এবং অগস্ত্যের ভাষায় নহুষ 'অথ মামস্পৃশন্ মূর্ধ্নি পাদেনাধর্মতাড়িতঃ' (ঐ ৫ ৭. ১২) অধর্মতাড়িত নহুষ পা দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করল। তাতেই হীনতেজ হয়ে স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হলেন নহুষ। শচীপতি পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অগস্ত্য শাপ দিলেন, দশ সহস্র বৎসর সর্পরূপে অবস্থান করে নহুষ স্বর্গে গমন করবেন। শাপের বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতের বনপর্বের ১৭৭-১৮০ অধ্যায়ে আছে। বৃহৎ অজগরের অবস্থায়ও নহুষ অতৃপ্ত, পাণ্ডবদের বনবাসের সময় পরিপুষ্ট

ভীমসেনকে দেখে গ্রাস করতে উদ্যত হন। পরে তিনি আপন পরিচয় দেন এবং ভীম বুঝলেন চন্দ্রবংশের এই নৃপতি তাঁর পূর্বপুরুষ। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির সন্ধান করতে-করতে সেখানে উপস্থিত হলে প্রশ্নোত্তরের ফলে শাপের শর্তানুসারে 'স নহুষো নৃপঃ। দিব্যং বপুঃ সমাস্থায় গতস্ত্রিদিবমেব হ ॥' (বনপর্ব ১৮১. ৪৪) দিব্য দেহ ধারণ করে নহুষ স্বর্গে গমন করলেন।

১৫. ঐড়ঃ ইড়ার পুত্র। পুরূরবা। ইড়াকে ইলাও বলা হয়, এই কারণে পুরূরবা 'ঐল' বলেও অভিহিত। ইনি চন্দ্রবংশের অতি প্রসিদ্ধ প্রথম নরপতি। উর্বশী ইন্দ্রের শাপে পৃথিবীতে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন. সেই সময়ে পুরূরবার পত্নীত্ব স্বীকার করেন। শাপের অবসানে স্বর্গে যখন ফিরতে হবে সেই বিদায়কালীন অপূর্ব আলাপ ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে বিবৃত আছে।

কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্রে'র ইন্দ্রিয়জয়প্রকরণে বলেছেন, 'লোভাদ্ ঐলঃ' (১. ৬) লোভবশত ঐল অর্থাৎ পুরূরবা নষ্ট হয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী-এর টীকায় 'ইতি ঐতিহ্যং কৈশ্চিদ্ বর্ণ্যতে' এরকম কাহিনী কেউ-কেউ বলেন, এই বলে যে কাহিনী বলেছেন তা হলো, পুরূরবা লোভবশত নৈমিষারণ্যে ঋষিদের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে সেখান থেকে অপরিমিত ধন হরণ করতে উদ্‌যুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণশাপে বিনষ্ট হন।

১৬. বলি: পৌরাণিক কাহিনী, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি, প্রসিদ্ধ দৈত্যরাজ। কঠোর তপস্বী এবং পরাক্রান্ত রাজা। স্বর্গরাজ্য অধিকার করে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করেন। দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে খর্বাকৃতি বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বামন শব্দের অর্থ খর্বকায় পুরুষ। দশ অবতারের মধ্যে বিষ্ণুর এটি পঞ্চম অবতার। বিষ্ণু দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে গিয়ে তাঁকে ছলনা করবেন, যোগবলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এটি জানতে পেরে বলিকে সাবধান করেন কিন্তু দান-বীর বলি সাবধান বাণী না শুনে দানে প্রবৃত্ত হন।

১৮. উগ্রায়ুধ: প্রাচীন পুরুবংশের এক রাজা। ইনি উগ্র অর্থাৎ তীব্র আয়ুধ বা অস্ত্র সম্পন্ন ছিলেন। ভীষ্ম যখন পিতৃশোকে কাতর ছিলেন তখন উগ্রায়ুধ দূতের মুখে বলে পাঠান যে ভীষ্ম যদি স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা তাঁর জননী গন্ধকালীকে উগ্রায়ুধের হাতে প্রদান করেন তবে ভীষ্মকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন দেবেন। ভীষ্ম নীরব রইলেন। তারপর অশৌচ গেলে ভীষণ যুদ্ধ করে উগ্রায়ুধকে বিনষ্ট করেন। এই কাহিনী হরিবংশের ২০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

২২. ঋণের তুল্য: ঋণ যেমন ফিরিয়ে দিতে হয়, বিষয়গুলিও তেমনি চলে যায়। ঋণ রাখা চলে না, বিষয়ও রাখা যায় না।

২৩. তৃণোল্কা: তৃণ অর্থাৎ শুষ্ক ঘাস থেকে জাত উল্কা বা অগ্নি। তৃণজাত অগ্নি।

৩২. সুন্দ এবং উপসুন্দ: প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশে

নিকুম্ভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্রের নাম সুন্দ এবং উপসুন্দ। এই মহাবীর অসুরেরা স্বভাবে এবং আচরণে এত ঐক্যবদ্ধ ছিলেন যে মনে হতো একজনকে দুভাগে ভাগ করে এই দুই ভাই হয়েছে 'একশীলসমাচারৌ দ্বিধৈবেকোঽভবৎ কৃতঃ,' (মহাভারত, আদিপর্ব ২০৯.৬)। এঁরা ব্রহ্মার আরাধনা করে এই বর চাইলেন যে 'সর্বস্মান্ নৌ ভয়ং ন স্যাদ্ ঋতেঽন্যোন্যং পিতামহ' (ঐ, ২০৯.২৪), আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে ছাড়া আর কারও কাছ থেকে ভয় অর্থাৎ বিনাশ হবে না। পিতামহ বললেন 'তথাস্তু'। অতঃপর অজেয় হয়ে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অর্জন করে সমস্ত দেবকুল, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাকে তীব্রভাবে উৎপীড়িত করলেন। তাঁরা শরণ নিলেন ব্রহ্মার। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা অপরূপ রূপসী এক কন্যা গড়লেন। 'তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্ বিনির্মিতা। তিলোত্তমেতি তৎ তস্যা নাম চক্রে পিতামহঃ॥' (ঐ, ২১১. ১৮) সমস্ত রত্ন থেকে তিল-তিল করে আহরণ করে যেহেতু সে নির্মিত হয়েছিল তাই পিতামহ ব্রহ্মা তার নাম করলেন তিলোত্তমা। সে দুই ভাইয়ের কাছে গেল। তারা দুজনেই এর পাণিপ্রার্থী হয়ে কলহ আরম্ভ করলেন। 'মম ভার্যা তব গুরুরিতি সুন্দোঽভ্যভাষত। মম ভার্যা তব বধূরূপ সুন্দোঽভ্যভাষত।' (ঐ, ২১২.১৬) সুন্দ বললেন, এ-আমার স্ত্রী, তোমার গুরুজন; উপসুন্দ বললেন, এ আমার স্ত্রী, তোমার বৌমা। অতঃপর ভ্রাতৃবন্ধন ছিন্ন হলো। পরস্পর সেই রমণীর জন্য যুদ্ধ করে তাঁরা ধ্বংস হলেন। বরের মধ্যে যে অভিশাপ ছিল সেটি পূর্ণ হলো।

৩৬. ভোগ ঃ আনন্দজনক ভোগ্য পদার্থ।

৩৮. তন্দ্রা ঃ অল্প নিদ্রা, অবসন্নতা।

৪৫ আসঙ্গকাষ্ঠ ঃ বাঁক। এর দুদিকে দড়ির সাহায্যে দ্রব্য নিয়ে কাঁধে করে বহন করা হয়।

৭৯. শীতের শত্রুর পতাকা, ইত্যাদি ঃ শীতের শত্রু = অগ্নি, তার পতাকা = ধূম, তা থেকে উৎপন্ন বস্তু = মেঘ; তা থেকে উৎপন্ন বস্তু = বৃষ্টি। অতএব 'শীতের শত্রুর······উৎপন্ন বস্তুতে' এই অংশের নির্গলিত অর্থ হলো 'বৃষ্টিতে'। দ্বিজ = অগ্নি।

শীতের শত্রু = সূর্য; তাঁর শত্রু = অন্ধকার, তমঃ। 'শীতের শত্রুর··· শত্রুনাশের দ্বারা' এই অংশের নির্গলিত অর্থ হলো—'অজ্ঞান নাশের দ্বারা'। 'দ্বিজ' শব্দের এখানে অর্থ 'অগ্নি'। 'দ্বিজন্মা' অর্থাৎ দুবার জন্মগ্রহণ করেন বলে ঋক্‌বেদে অগ্নির উল্লেখ আছেঃ 'দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তম্' (১. ৬০. ১) দ্বিজন্মা অগ্নি বিত্তের মতো প্রশংসিত। 'অভি দ্বিজন্মা ত্রিবৃদন্নম্ ঋজ্যতে' (১. ১৪০. ২) দ্বিজন্মা (অগ্নি) তিনপ্রকার অন্ন সম্মুখে এনে (ভক্ষণ করছেন)। অগ্নি দ্বিজন্মা এই কারণে যে তিনি দুই অরণি অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন। উপরের কাষ্ঠটির নাম 'উত্তর অরণি' এবং নিচের কাষ্ঠটির নাম 'অধর অরণি'। এদের ঘর্ষণের দ্বারা যজ্ঞের অগ্নি উৎপাদিত হতো। বর্তমান শ্লোকটি একটি প্রহেলিকা।

ই, বি, কাওয়েল একে 'অত্যন্ত কঠিন শ্লোক' বলেছেন। 'প্রহেলিকা তু সা জ্ঞেয়া বচঃ সংবৃতিকারি যৎ' অভিপ্রেত অর্থকে বচনবিন্যাসের দ্বারা আবৃত করার নাম 'প্রহেলিকা'। ইচ্ছাকৃত বাক্‌চাতুর্যের ফলে এই শ্লোকের অতি সরল অর্থ কষ্ট-গ্রাহ্য হয়েছে। রসোপলব্ধির বিঘ্ন ঘটায় বলেই বিশ্বনাথ একে অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন নি: 'রহস্য পরিপন্থিত্বান্ নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা' (সাহিত্যদর্পণ, ১০. ১৬)।

দ্বাদশ সর্গ

২০. ক্ষেত্রজ্ঞ : ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে যিনি জানেন, তিনি আত্মা। গীতায় আছে : 'ইদং শরীরং কৌন্তেয়, ক্ষেত্রম্ ইত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥' (১৩.২) হে অর্জুন, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়। একে যিনি জানেন, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেন।

২৬. অহঙ্কার : 'এবং জাতি-রূপ-বিত্ত-বৃত্ত-বুদ্ধি-শীল-বিদ্যাভিজন-বয়োবীর্য-প্রভাব-সম্পন্নঃ অহম্ ইতি অহঙ্কারঃ' (শরীরস্থান, ৫. ১১) এইরকম জাতি, রূপ, বিত্ত, চরিত্র, বুদ্ধি, স্বভাব, বিদ্যা, বংশ, বয়স, বীর্য এবং প্রভাব সম্পন্ন আমি এই হলো 'অহঙ্কার'।

২৭. সন্দেহ : 'কর্মফল-মোক্ষ-পুরুষ-প্রেত্যভাবাদয়ঃ সন্তি ন বা ইতি সংশয়ঃ' (ঐ, ৫. ১৩) কর্মফল, মোক্ষ, পুরুষ (আত্মা) এবং পরলোক প্রভৃতি আছে কি নেই এই ভাব হলো 'সংশয়'।

২৮. গণ : মন, বুদ্ধি এবং কর্ম নিয়ে যে শ্রেণী বা সমূহ।

৩০. বষট্‌কার : দেবযজ্ঞ, হোম, আহুতি। 'স্যাদ্ দেবযজ্ঞ আহুতিঃ। হোমো হোত্রং বষট্‌কারঃ।' হেমচন্দ্র, অভিধানচিন্তামণি, মর্ত্যকাণ্ড, (৩৯), প্রোক্ষণঃ 'উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্' (ছন্দোগপরিশিষ্ট) চিৎ হাতে কোন কিছুতে জলের ছিটা দেওয়ার নাম 'প্রোক্ষণ।'
অভ্যুক্ষণ : 'ন্যঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তম্' (ছন্দোগপরিশিষ্ট) উপুড় হাতে জলের ছিটা দেওয়ার নাম 'অভ্যুক্ষণ'। যজ্ঞ প্রভৃতিতে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যাপারে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারে জলের ছিটা দেওয়ার বিধি আছে।

৪৮. নিগৃহীত : সংযত। বিষয়ের প্রতি গমন থেকে নিবারিত।

৪৯. বিবেক : জড় এবং চেতনের ভেদ।

৫৩. আভাস্বর : একশ্রেণীর দেবতা, এঁদের সংখ্যা ৬৪। অন্য নাম 'আভাস্বর'।

৫৫. শুভকৃৎস্ন : একশ্রেণীর দেবতা। এঁরা দেহে এবং মনে সম্পূর্ণ একপ্রকার।

৬১. আকাশ : অবকাশ, শূন্যতা।
বক্তব্য এই যে শরীরে শূন্যস্থান কিছু-কিছু আছে আবার তার বহু অংশ ঘন। যোগী প্রথমে শূন্যস্থানগুলির কথা ভাববেন, ক্রমশ শূন্যতার দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ বলে ঘন দেহের মধ্যেও শূন্যতা চিন্তা করেন।

৬৩. আকিঞ্চন্য ঃ অকিঞ্চনের ভাব। 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ যার কিছুই নেই। বর্তমান শ্লোকে কথিত ধ্যানে কোন বিষয় প্রতিভাত হয় না বলে অনুরূপ ধ্যান যুক্ত পুরুষের 'আকিঞ্চন্য' সংজ্ঞা হয়েছে।

৬৪. মুঞ্জ তৃণ থেকে ইষীকা ঃ মুঞ্জ একরকমের তৃণ। ইষীকা=শীষ। মুঞ্জ তৃণ থেকে ইষীকা বা শীষ যেমন আকর্ষণের ফলে বেরিয়ে আসে, সাধনার ফলে তেমনি ক্ষেত্র বা দেহ থেকে ক্ষেত্রজ্ঞ বেরিয়ে আসেন। এই উপমাটি প্রসিদ্ধ।

কঠোপনিষদ্ বলেছেন ঃ 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রম্ অমৃতম্ ॥' (২. ৩. ১৭) অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদা সর্বজনের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জ তৃণ থেকে যেমন ইষীকা তুলে নেওয়া হয় তেমনি আপন শরীর থেকে তাঁকে পৃথক করতে হবে। তাঁকেই জানতে হবে শুদ্ধ, মরণধর্মবর্জিত (ব্রহ্ম) বলে। শতপথব্রাহ্মণ এবং মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি আছে।

৬৫. লিঙ্গরহিত ঃ চিহ্নরহিত, ফলত বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যার অযোগ্য।

অক্ষর ঃ 'ক্ষর সঞ্চলনে' ক্ষর্ ধাতুর অর্থ প্রবাহিত হওয়া। 'ন ক্ষরতি, ন চলতি ইতি অক্ষরম্' (শ্রীধর স্বামীর টীকা, গীতা, ৮.৩) যার ক্ষরণ অর্থাৎ চলন নেই তা-ই অক্ষর। 'অক্ষর' শব্দের 'অবিনাশী' অর্থও প্রসিদ্ধ। বিকাররহিত ব্রহ্মকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে বহুস্থানে, যেমন, 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩.৮.৯) হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই সূর্য এবং চন্দ্র বিধৃত রয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে ঃ 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' (৮.৩) যা পরম অক্ষর তা ব্রহ্ম।

ধ্রুব ঃ নিশ্চল, অটল।

৬৭. জৈগীষব্য ঃ প্রসিদ্ধ মুনি এবং সাংখ্যদর্শনের আচার্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তাদের মধ্যে জৈগীষব্য অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। শান্তিপর্বের ২২৯ অধ্যায়ে দেবলের সঙ্গে জৈগীষব্যের যে-আলাপ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে নৈতিক আচরণকে চরম শ্রেয়প্রাপ্তির উপায় বলে প্রতিপাদন করেছেন জৈগীষব্য।

৬৯. ক্ষেত্রজ্ঞের পরিত্যাগ না হওয়ায় ঃ ক্ষেত্রজ্ঞ=আত্মা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতা (১২.২০ দ্রষ্টব্য)। সমাধিতে 'আকিঞ্চন্যের' (১২.৬৩ দ্রষ্টব্য) যে-অবস্থা হয় তাতে তিনি কিছুই দর্শন করেন না। রূপ বা অরূপ কোন-কিছুরই অনুভব তাঁর হয় না। কিন্তু যাঁর কোন কিছুর অনুভব হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তো রয়েছেন। নইলে 'কোন-কিছুরই অনুভব হচ্ছে না' এই উক্তি বা অনুভূতি সম্ভব কেমন করে?

অনৈষ্ঠিক ঃ যা চূড়ান্ত বা চরম নয়। অরাড়্ সমাধিতে আকিঞ্চন্যের স্তর ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে এটি নৈষ্ঠিক বা চূড়ান্ত নয় কারণ এই অবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা থাকায় আবার সংসারে অর্থাৎ

জন্মমৃত্যুর প্রবাহে ফিরে আসবার আশঙ্কা রয়েছে। সিদ্ধার্থ নির্বাণ বা আত্মার অবলুপ্তির প্রয়াসী।

৭০. প্রসবধর্মী : বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন : 'প্রসব-রূপো ধর্মঃ যঃ স অস্য অস্তি ইতি প্রসবধর্মী" (তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা, ১১) প্রসব অর্থাৎ উৎপাদন রূপ যে-ধর্ম, তা এর আছে বলে প্রসবধর্মী। উৎপাদন করবার স্বভাব বিশিষ্ট। সাংখ্য মতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা প্রসবধর্মী নন; জড়প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার প্রভৃতিই প্রসবধর্মী। আত্মা নিষ্ক্রিয়। সিদ্ধার্থ অরাড়ের বক্তব্যের উত্তরে আপন মত এখানে ব্যক্ত করছেন।

বীজধর্মী : উৎপাদনশক্তিযুক্ত। উৎপাদন শক্তিই বীজের ধর্ম। সাংখ্য মতে প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার এবং পাঁচটি সূক্ষ্মভূত, যাদের পঞ্চ 'তন্মাত্র' বলা হয়েছে, এরাই বীজধর্মী। 'ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ' (সাংখ্যকারিকা, ৩) পুরুষ অর্থাৎ আত্মা কোন-কিছু উৎপাদন করে না, কোনকিছুর দ্বারা উৎপাদিত হয় না। সুতরাং আত্মা বীজধর্মী নয়। ন জায়তে ম্রিয়তে বা' (কঠোপনিষদ্, ১. ২. ১৮) এই আত্মা জন্মগ্রহণ করে না, মৃত্যুর অধীনও হয় না। 'ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬. ৯) এর কোন উৎপাদনকারী নেই। একে বলা হয়েছে 'নিষ্ক্রিয়' (ঐ, ৬. ১৯)।

৭২. ঋতু : ঋতু শব্দের ব্যবহার হয়েছে কাল বোঝাবার জন্য। বীজ, মৃত্তিকা এবং জল থাকলেও অনুকূল সময় না থাকলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, হলেও সুফল প্রসব করে না।

৭৩. সিদ্ধার্থ আপন দর্শন ব্যক্ত করছেন এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে। সাংখ্যমতে আত্মা 'নিষ্ক্রিয়', তার কর্ম নেই, অজ্ঞান তার স্বাভাবিক নয়, আগন্তুক। 'ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশ বিধিঃ' (সাংখ্যদর্শন, ১. ৭) স্বভাবত যে বদ্ধ তার সম্বন্ধে মোক্ষসাধনের উপদেশ দেওয়া হয় না। কারণ স্বভাবত মলিন অঙ্গারের যেমন মলিনতা শতবার ধৌত হলেও যায় না তেমনি মুক্তির শত উপদেশবিধিতেও স্বভাবত বদ্ধ আত্মার বন্ধন ঘুচবে না। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মার (সাংখ্যদর্শন, ১. ১৯) বন্ধন যে অজ্ঞানকৃত সেই অজ্ঞানও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, এই হলো সাংখ্যদর্শনের মত, কারণ আত্মা স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ। ব্যাসদেব বলেছেন, 'চিতিরেব পুরুষঃ' (যোগভাষ্য, ১.৯) চৈতন্যই আত্মা। চৈতন্য পুরুষের গুণ নয় কারণ পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, তাই চৈতন্য বা জ্ঞান পুরুষের স্বরূপ এই কথা বোঝাবার জন্য সাংখ্যদর্শন বলেছেন 'নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা' (১. ১৪৬) আত্মা নির্গুণ বলে চৈতন্য বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণবিশেষ নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু আত্মা সম্পর্কে সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট করে বলার জন্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করেছেন : 'জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথঞ্চন। জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ'। (সাংখ্যদর্শনভাষ্য, ১. ১৪৬) জ্ঞান কোন প্রকারেই আত্মার ধর্ম বা গুণ নয়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপই বটে এবং নিত্য। 'তৃষ্ণা' ও আত্মার

স্বাভাবিক নয়। উপনিষদ্ তাকে বলেছেন 'বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮. ৭. ১) ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন। জ্ঞানস্বরূপের পক্ষে অজ্ঞানও স্বাভাবিক নয় কিন্তু নৈমিত্তিক। বস্তুর যা স্বাভাবিক ধর্ম, তা যতক্ষণ বস্তুটি আছে ততক্ষণ থাকবেই, হয়ত ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সাময়িকভাবে তাকে তিরোহিত করা যেতে পারে কিন্তু যা স্বভাবসিদ্ধ নয়, বস্তু থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুটিকে অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়। চর্ম দেহের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বস্ত্র নয়, তাই বস্ত্রকে দেহ থেকে বিযুক্ত করা চলে এবং করলেও দেহ অবিকৃতই থাকে। অজ্ঞান, কর্ম এবং তৃষ্ণা ইত্যাদি সাংখ্যদর্শন মতে নির্গুণ আত্মার স্বভাব বা ধর্ম না হওয়ায় মুক্তিতে আত্মা থাকলেও এরা থাকে না, সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। বস্তুত সাংখ্যমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ এবং তার ফলে কর্ম ও তৃষ্ণা ইত্যাদি যাকিছু অজ্ঞানকৃত তার সম্পূর্ণ বিনাশই চিরস্থায়ী আত্মার মুক্তি। এবং একবার যদি এদের বর্জন করে তবে পুনরায় গ্রহণের প্রশ্ন থাকে না। সাপ যে খোলস ছেড়েছে তাতে আর প্রবেশ করে না।

৭৫ সিদ্ধার্থ এই শ্লোকে যে কল্পিত মুক্তির কথা বলেছেন তা সাংখ্যদর্শনে মুক্তি বলে গৃহীত হয় নি। সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত মুক্তিতে দোষ সূক্ষ্মভাবেও থাকে না, সে তখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চিত্ত নেই কেননা পুরুষ মুক্তিতে উপাধিহীন। চিত্ত পুরুষের উপাধি। ফলত মুক্তিতে চিত্তবিহীন পুরুষ 'কেবল' অর্থাৎ একাকী। তার এই একাকীত্বকেই 'স্বরূপপ্রতিষ্ঠা' বা 'কৈবল্য' বলা হয়েছে সাংখ্যদর্শনে। তবে মুক্তি নয় অথচ মূঢ়ভাবে মুক্তি বলে কল্পিত হয় এমন অবস্থার কথাও এই দর্শনে রয়েছে। যোগদর্শন বলেছেনঃ 'ভাবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্' (১. ১৯.) যা আত্মা নয় তাকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় এবং প্রকৃতিকে আত্মা বলে উপাসনা করে যাঁরা সিদ্ধ হন সেই দেবগণ এবং প্রকৃতিতে লীন ব্যক্তিগণের সমাধি অজ্ঞানমূলক। এই জাতীয় অবস্থা গৌণমুক্তি বলে অভিহিত। বায়ুপুরাণ এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ 'দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ। নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥' ইন্দ্রিয়ের উপাসকদের মুক্তিকাল দশ মন্বন্তর, সূক্ষ্মভূত উপাসকদের শত মন্বন্তর, অহংকারের উপাসকদের সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধি বা মহৎ-তত্ত্বের উপাসকদের দশ হাজার মন্বন্তর এবং প্রকৃতির উপাসকদের লক্ষ মন্বন্তর। এক মন্বন্তর = মনুষ্যজগতের ৪,৩২,,০০০ বৎসর। এই দীর্ঘকাল এঁদের আর আবির্ভাব হয় না। কিন্তু যার যেটি নির্ধারিত সময় তার অবসানে পুনরায় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় বলে এটি যথার্থ মুক্তি নয়। নির্গুণ পুরুষকে লাভ করলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হলে যে-মুক্তি হয় তা কোন কালের দ্বারা সীমিত নয়। 'ন চ পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮. ১৫) সে আর সংসারে ফিরে আসে না। এই হলো প্রকৃত মুক্তি।

৮২. সর্বপরিত্যাগ ঃ এমনকি আত্মাকেও। সিদ্ধার্থ আপন অভিপ্রেত শূন্যবাদের কথা বলছেন। বাচস্পতি মিশ্র এই অভিমতকে লক্ষ্য করেই বলেছেন ঃ 'কোচৎ পশ্যন্তি হ্যতুঃ স্বরূপোচ্ছেদ এব মোক্ষঃ। তথা আহুঃ "প্রদীপস্যেব নির্বাণং বিমোক্ষস্তস্য তায়িনঃ" ইতি' (তত্ত্ববৈশারদী, যোগসূত্র, ২. ১৫) কেউ-কেউ মনে করেন, দুঃখবহুল সংসার যিনি ত্যাগ করবেন তাঁর স্বরূপের উচ্ছেদ বা বিনাশই মুক্তি। তাঁরা বলেন, "সেই ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্তানরূপ আত্মার মুক্তি হলো প্রদীপের নিভে যাওয়ার মতো।" অর্থাৎ আত্মাব সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব বা বিনাশই মুক্তি। একেই বলা হয় নির্বাণ। এই মতে সবই ক্ষণিক। জ্ঞানও ক্ষণিক। একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়েই বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ক্ষণে-ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের যে-সন্তান বা সমূহ তা-ই আত্মা। তাই আত্মা=ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্ততি।

৮৪. উদ্রক ঃ জনৈক মুনি।

৮৯. রাজর্ষি গয়ের নগরী ঃ এরই নাম গয়া। হেমচন্দ্র বলেছেন, 'গয়া পুঃ গয়রাজর্ষেঃ' (অভিধানচিন্তামণি, ভূমিকাণ্ড) 'গয়' নামক রাজর্ষির নামে নগরীর নাম গয়া। বায়ুপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'গয়' নামক অসুরেব নামে গয়া নামকরণ হয়েছে স্থানটিব। প্রসিদ্ধ তীর্থ।

১২০. পর্যঙ্ক আসন ঃ বীরাসন। মল্লিনাথ কুমারসম্ভবের ৩. ৪৫ শ্লোকের টীকায় বশিষ্ঠের উক্তি বলে বীরাসনের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ তু সংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈবোরৌ বীরাসনমুদাহৃতম্ ।।, দক্ষিণ চবণ বাম উরুর উপরে এবং বাম চবণ দক্ষিণ উরুর উপরে রেখে বসার নাম বীরাসন।

ত্রয়োদশ সর্গ

৭. পাঁচটি বাণ ঃ 'সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।' সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন—এই পাঁচটি কামদেবের বাণ। যেই বাণ দিয়ে যাকে আঘাত করেন তার সেই অবস্থা হয়। তাই প্রেমে অবস্থার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই পাঁচটি বাণ পাঁচ রকমের ফুল দিয়ে তৈরী ঃ 'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।' শ্বেতপদ্ম, অশোক, আম্রকুসুম, নবমল্লিকা এবং নীলপদ্ম—এই পাঁচটি কামদেবের পঞ্চ বাণের পাঁচ ফুল।

২১. খট্বাঙ্গ ঃ হেমচন্দ্র বলেছেন, মহাদেবের অস্ত্রবিশেষ। পুষ্পদন্তের রচিত শিবমহিম্নস্তোত্রে বলা হয়েছে ঃ 'মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ (অষ্টম শ্লোক) বিপুলকায় বৃষ, খট্বাঙ্গ, কুঠার, চর্ম, ভস্ম, বৃহৎসর্প ইত্যাদি শিবের পরিবার প্রতিপালনের উপকরণ। টীকাকার ঐ

শ্লোকে 'খট্বাঙ্গ' শব্দের অর্থ বলেছেন, লাঠির মাথায় মানুষের খুলি লাগান অস্ত্রবিশেষ।

২২. পিঙ্গল : নীল এবং হলুদ মেশান রঙ।

৩০. ধর্মপরায়ণ সর্পগণ, ইত্যাদি : অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কট, কুলীর, শঙ্খ, পদ্ম এবং মহাপদ্ম—এই আটটি সর্প আপন মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, পুরাণে এইরকম প্রসিদ্ধি আছে।

৪০. কড়ঙ্গর : শস্যহীন ধান অর্থাৎ ধানের চিটার নাম কড়ঙ্গর। ধানের চিটা দিয়ে বিরাট গোলা তৈরি করে তাতে আগুন ধরিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলে বোঝা যায়।

৫০. গরুড় : পাখিদের রাজা। বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপ এঁর পিতা, বিনতা মাতা।

চতুর্দশ সর্গ

২. যাম: এক প্রহর পরিমিত সময়। সাড়ে সাত দণ্ড বা তিন ঘণ্টা।

৬. কদলীবৃক্ষের গর্ভের মতো : কলাগাছের খোলা ছাড়াতে-ছাড়াতে দেখা যাবে ভিতরে কোন পদার্থ নেই। খোলা দিয়েই কলাগাছ তৈরি। তাই কলাগাছ অন্তসারশূন্য। সংসারের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার ভিতরেও সার পদার্থ নেই।

২২. তির্যক্‌যোনি : পশুপক্ষীর জাতি।

২৪. অঙ্কুশ : লোহার তৈরি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট দণ্ড। এটির সাহায্যে মাহুত হাতিকে পরিচালিত করে। চলতি নাম 'ডাঙশ।'

৩০. শিবি : উশীনরের পুত্র। প্রসিদ্ধ দানশীল রাজা। মহাভারতের বনপর্বের ২১৬ অধ্যায়ে এঁর দানশীলতা এবং শরণাগত পালনের কথা বিবৃত আছে।

দেবতারা একবার শিবিরাজার পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব করলেন। অগ্নিদেব কপোত (পায়রা)-এর রূপ ধারণ করলেন, ইন্দ্র নিলেন শ্যেনের (বাজপাখী) রূপ। শ্যেন কপোতকে ধরতে গেলে সে শিবিরাজের কাছে এসে পড়ল। শরণার্থীকে শিবি ত্যাগ করবেন না। শ্যেন বলল, আমার আহারে বিঘ্ন করা আপনার উচিত নয়। পাখিদের মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শুনে শিবি বিস্মিত হলেন। অন্য খাদ্য দিয়ে শ্যেনকে রাজী করাতে না পেরে শিবি বললেন, তবে কপোতকেও দেব না। শ্যেন বলল, তাহলে আপনার দক্ষিণ উরু থেকে মাংস কেটে দিন। শিবি তাই করলেন কিন্তু কপোত ওজনে ভারি। একের পর এক দেহ থেকে মাংস কেটে দিয়েও যখন কপোতের সমান ওজন হয় না তখন শিবি নিজেই দাঁড়িপাল্লায় উঠে বসলেন। রাজার মহিমায় মুক্তি পেল কপোত, এবং প্রকাশ করল নিজের ও শ্যেনের প্রকৃত পরিচয়।

বুদ্ধচরিতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

ইক্ষ্বাকুবংশার্ণবসম্প্রসূতঃ প্রেমাকরশ্চন্দ্র ইব প্রজানাম্ ।
শাক্যেষু সাকল্যগণাধিবাসঃ শুদ্ধোদনাখ্যো নৃপতির্বভূব ।।১।।

আসীন্মহেন্দ্রাদিসমস্য তস্য পৃথ্বীব গুর্বী মহিষী নৃপস্য ।
মায়েতি নাম্নী শিবরত্নসাবা শীলেন কান্ত্যাঽপ্যধিদেবতেব ।।২।।

দেবৈরভিপ্রার্থ্যমনল্পভোগং সার্ধং তয়াঽসৌ বুভুজে নৃপালঃ ।
সা চাথ বিদ্যেব সমাধিযুক্তা গর্ভং দধে লোকহিতায় সাধ্বী ।।৩।।

পূর্বং তু সা চন্দ্রমিবাভ্রমধ্যে স্বপ্নে দদর্শাত্মবপুর্বিশন্তম্ ।
নাগেন্দ্রমেকং ধবলং ন ধীরা তস্মান্নিমিত্তাদ্বিভয়াঞ্চকার ।।৪।।

বংশশ্রিয়ং গর্ভগতাং বহন্তী প্রাচীব কল্পে বিরবাজ রাজ্ঞী ।
সা শোকমোহক্লমবর্জিতাপি ঘনং বনং গন্তুমিযেষ দেবী ।।৫।।

সা লুম্বিনীনাম্নি বনে মনোজ্ঞে ধ্যানপ্রদে দেববনাদনূনে ।
বাসেচ্ছয়া প্রাহ পতিং প্রতীতা সত্ত্বানিভং দোহদমামনন্তি ।।৬।।

তস্যা বিদিত্বা নৃপ আর্যভাবং ধর্ম্যঞ্চ তুষ্টঃ সুতরামনন্দৎ ।
ইচ্ছাবিঘাতাদহিতং বিশঙ্ক্য তৎপ্রীতয়ে চাশু বিনির্জগাম ।।৭।।*

তস্মিন্ বনে শ্রীমতী রাজপত্নী প্রসূতিকাসং সমবেক্ষমাণা ।
শয্যাং বিতানোপহিতাং প্রপেদে নারীসহস্রৈরভিনন্দ্যমানা ।।৮।।

ততঃ প্রসন্নশ্চ বভূব পুষ্যস্তস্যাশ্চ দেব্যা ব্রতসংস্কৃতায়াঃ ।
পার্শ্বাৎ সুতো লোকহিতায় জজ্ঞে নির্বেদনং চৈব নিরাময়ং চ ।।৯।।

উরোর্যথৌর্বস্য পৃথোশ্চ হস্তান্মান্ধাতুরিন্দ্রপ্রতিমস্য মূর্ধ্নঃ ।
কক্ষীবতশ্চৈব ভুজাংসদেশাত্তথাবিধং তস্য বভূব জন্ম ।।১০।।

ক্রমেণ গর্ভাদভিনিঃসৃতঃ সন্ বভৌ চ্যুতঃ খাদিব যোন্যজাতঃ ।
কল্পেষ্বনেকেষু চ ভাবিতাত্মা যঃ সম্প্রজানন্ সুষুবে ন মূঢ়ঃ ।।১১।।

দীপ্ত্যা চ ধৈর্যেণ চ যো ররাজ বালো রবির্ভূমিমিবাবতীর্ণঃ ।
তথাতিদীপ্তোঽপি নিরীক্ষ্যমাণো জহার চক্ষূংষি যথা শশাঙ্কঃ ।।১২।।

স হি স্বগাত্রপ্রভয়া জ্বলন্ত্যা দীপপ্রভাং ভাস্করবন্মুমোষ ।
মহার্হজাম্বূনদচারুবর্ণো বিদ্যোতয়ামাস দিশশ্চ সর্বাঃ ।।১৩।।

অনাকুলান্যুব্জসমুদ্গতানি নিষ্পেষবদ্ ব্যায়ত-বিক্রমাণি ।
তথৈব ধীরাণি পদানি সপ্ত সপ্তর্ষিতারাসদৃশো জগাম ।।১৪।।

* ১-৭ সংখ্যক শ্লোক অশ্বঘোষের রচিত নয় । এ বিষয়ে মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

বোধায় জাতোঽস্মি জগদ্ধিতার্থমন্ত্যা ভবোৎপত্তিরিয়ং মমেতি।
চতুর্দিশং সিংহগতির্বিলোক্য বাণীং চ ভব্যার্থকরীমুবাচ ॥১৫॥

খাৎ প্রস্নুতে চন্দ্রমরীচিশুভ্রে দ্বে বারিধারে শিশিরোষ্ণবীর্যে।
শরীরসংস্পর্শসুখান্তরায় নিপেততু মূর্ধনি তস্য সৌম্যে ॥১৬॥

শ্রীমদ্বিতানে কনকোজ্জ্বলাঙ্গে বৈদূর্যপাদে শয়নে শয়ানম্।
যদ্গৌরবাৎ কাঞ্চনপদ্মহস্তা যক্ষাধিপাঃ সংপরিবার্য তস্থুঃ ॥১৭॥

অদৃশ্যরূপাশ্চ দিবৌকসঃ খে যস্য প্রভাবাৎ প্রণতৈঃ শিরোভিঃ।
অধারয়ন্ পাণ্ডুরমাতপত্রং বোধায় জেপুঃ পরমাশিষশ্চ ॥১৮॥

মহোরগা ধর্মবিশেষতর্ষাদ্ বুদ্ধেষ্বতীতেষু কৃতাধিকারাঃ।
যমব্যজন্ ভক্তিবিশিষ্টনেত্রা মন্দারপুষ্পৈঃ সমবাকিরংশ্চ ॥১৯॥

তথাগতোৎপাদগুণেন তুষ্টাঃ শুদ্ধাধিবাসাশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ
দেবা ননন্দুর্বিগতেঽপি রাগে মগ্নস্য দুঃখে জগতো হিতায় ॥২০॥

যস্য প্রসূতৌ গিরিরাজকীলা বাতাহতা নৌরিব ভূশ্চচাল
সচন্দনা চোৎপলপদ্মগর্ভা পপাত বৃষ্টির্গগনাদনভ্রাৎ ॥২১॥

বাতা ববুঃ স্পর্শসুখা মনোজ্ঞা
দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ
সূর্যঃ স এবাভ্যধিকং চকাশে
জজ্বাল সৌম্যার্চিরনীরিতোঽগ্নিঃ ॥২২॥

প্রাগুত্তরে চাবসথপ্রদেশে কূপঃ স্বয়ং প্রাদুরভূৎ সিতাম্বুঃ।
অন্তঃপুরাণ্যাগতবিস্ময়ানি যস্মিন্ ক্রিয়াস্তীর্থ ইব প্রচক্রুঃ ॥২৩॥

ধর্মার্থিভির্ভূতগণৈশ্চ দিব্যৈস্তদ্দর্শনার্থং বনমাপুপূরে।
কৌতূহলেনৈব চ পাদপেভ্যঃ পুষ্পাণ্যকালেঽপি চ বর্ষিতানি ॥২৪॥*

ভূতৈরসৌম্যৈঃ পরিহীন হিংসৈর্নাকারি পীড়া স্বগণে পরে বা।
লোকে হি সর্বাশ্চ বিনা প্রয়াসং রুজো নরাণাং শময়াং বভূবুঃ ॥২৫॥

কলং প্রণেদুঃ মৃগপক্ষিণশ্চ শান্তাম্বুবাহাঃ সরিতো বভূবুঃ।
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলে নিরভ্রে বিহায়সি দুন্দুভয়ো নিনেদুঃ ॥২৬॥

লোকস্য মোক্ষায় গুরৌ প্রসূতে শমং প্রপেদে জগদব্যবস্থম্।
প্রাপ্যেব নাথং খলু নীতিমন্তমেকো ন মারো মুদমাপ লোকে ॥২৭॥

দিব্যাদ্ভুতং জন্ম নিরীক্ষ্য তস্য ধীরোঽপি রাজা বহুক্ষোভমেতঃ
স্নেহাদসৌ ভীতিপ্রমোদজন্যো দ্বে বারিধারে মুমুচে নরেন্দ্রঃ ॥২৮॥

অমানুষীং তস্য নিশম্য শক্তিং মাতা প্রকৃত্যা করুণার্দ্রচিত্তা
প্রীতা চ ভীতা চ বভূব দেবী শীতোষ্ণমিশ্রেব জলস্য ধারা ॥২৯॥

---

* ২৪ সংখ্যক শ্লোকের 'চ বর্ষিতানি' অংশ থেকে ৪০ সংখ্যক শ্লোকের 'নিদর্শনান্যত্র' এই শব্দের পূর্ব পর্যন্ত অংশগুলি অশ্বঘোষের রচিত নয়।

নিরীক্ষমাণা ভয়হেতুমেব ধ্যাতুং ন শেকু র্বনিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ
পূতাশ্চ তা মঙ্গলকর্ম চক্রুঃ শিবং যযাচুঃ শিশবে স্ববোধান্ ।।৩০।।

বিপ্রাঃ প্রসিদ্ধাঃ শ্রুতশীলবাগ্ভিঃ শ্রুত্বা নিমিত্তানি বিচার্য্য সম্যক্
মুখৈঃ প্রফুল্লৈশ্চকিতৈশ্চ দীপ্তৈর্ভীতিঃ প্রসন্নং নৃপমেত্য প্রোচুঃ ।।৩১।।

শমেপ্সবো যে ভুবি সন্তি সত্ত্বাঃ পুত্রং বিনেচ্ছন্তি গুণং ন কঞ্চিৎ
ত্বৎপুত্র এষোঽস্তি কুলপ্রদীপো নৃত্যোৎসবং ত্বদ্য বিধেহি রাজন্ ।।৩২।।

বিহায় চিন্তাং ভব শান্তচিত্তো মোদস্ব বংশস্তব বৃদ্ধিভাগী ।
লোকস্য নেতা তব পুত্রভূতো দুঃখার্দিতানাং ভুবি এষ পাতা ।।৩৩।।

দীপপ্রভোঽয়ং কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ সুলক্ষণৈর্যৈস্তু সমন্বিতোঽস্তি ।
নিধির্গুণানাং সময়ে স গন্তা বুদ্ধর্ষিভাবং পরমাং শ্রিয়ং বা ।।৩৪।।

ইচ্ছেদসৌ বৈ পৃথিবীশ্রিয়ং চেন্ ন্যায়েন জিত্বা পৃথিবীং সমগ্রাম্ ।
ভূপেষু রাজেত যথা প্রকাশো গ্রহেষু সর্বেষু রবের্বিভাতি ।।৩৫।।

মোক্ষায় চেদ্বা বনমেব গচ্ছেৎ তত্ত্বেন সম্যক্ স বিজিত্য কৃৎস্নম্ ।
মতং পৃথিব্যাং বহুমানমেতো রাজেত শৈলেষু যথা সুমেরুঃ ।।৩৬।।

যথা হিরণ্যং শুচি ধাতুমধ্যে মেরুর্গিরীণাং সরসাং সমুদ্রঃ ।
তারাসু চন্দ্রস্তপতাং চ সূর্যঃ পুত্রস্তথা তে দ্বিপদেষু বর্যঃ ।।৩৭।।

তস্যাক্ষিণী নির্নিমিষে বিশালে স্নিগ্ধে চ দীপ্তে বিমলে তথৈব ।
নিষ্কম্পকৃষ্ণায়তশুদ্ধপক্ষ্মে দ্রষ্টুং সমর্থে খলু সর্বভাবান্ ।।৩৮।।

কস্মান্নু হেতোঃ কথিতান্ ভবদ্ভির্বরান্ গুণান্ ধারয়তে কুমারঃ ।
প্রাপুর্ন পূর্বে মুনয়ো নৃপাশ্চ রাজ্ঞেতি পৃষ্টা জগদুর্দ্বিজাস্তম্ ।।৩৯।।

খ্যাতানি কর্মাণি যশো মতিশ্চ পূর্বং ন ভূতানি ভবন্তি পশ্চাৎ ।
গুণা হি সর্বাঃ প্রভবন্তি হেতোর্নিদর্শনান্যত্র চ নো নিবোধ ।।৪০।।

যদ্রাজশাস্ত্রং ভৃগুরঙ্গিরা বা ন চক্রতুর্বংশকরাবৃষী তৌ ।
তয়োঃ সুতৌ সৌম্য সসর্জতুস্তৎ-কালেন শুক্রশ্চ বৃহস্পতিশ্চ ।।৪১।।

সারস্বতশ্চাপি জগাদ নষ্টং বেদং পুনর্যং দদৃশুর্ন পূর্বে !
ব্যাসস্তথৈনং বহুধা চকার ন যং বসিষ্ঠঃ কৃতবানশক্তিঃ ।।৪২।।

বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ ।।৪৩।।

যচ্চ দ্বিজত্বং কুশিকো ন লেভে তদ্গাধিনঃ সূনুরবাপ রাজন্ ।
বেলাং সমুদ্রে সগরশ্চ দধ্রে নেক্ষ্বাকবো যাং প্রথমং ববন্ধুঃ ।।৪৪।।

আচার্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানামপ্রাপ্তমন্যৈর্জনকো জগাম ।
খ্যাতানি কর্মাণি চ যানি শৌরেঃ শূরাদয়স্তেষ্ববলা বভূবুঃ ।।৪৫।।

তস্মাৎ প্রমাণং ন বয়ো ন বংশঃ কশ্চিৎ ক্বচিচ্ছ্রৈষ্ঠ্যমুপৈতি লোকে ।
রাজ্ঞামৃষীণাং চ হিতানি তানি কৃতানি পুত্রৈরকৃতানি পূর্বৈঃ ।।৪৬।।

এবং নৃপঃ প্রত্যয়িতৈর্দ্বিজেন্দ্রৈস্তৈরাশ্বাসিতশ্চাপ্যভিনন্দিতশ্চ ।
শঙ্কামনিষ্টাং বিজহৌ মনস্তঃ প্রহর্ষমেবাধিকমারুরোহ ।।৪৭।।

প্রীতশ্চ তেভ্যো দ্বিজসত্তমেভ্যঃ সৎকারপূর্বং প্রদদৌ ধনানি ।
ভূয়াদয়ং ভূমিপতির্যথোক্তো যায়াজ্জরামেত্য বনানি চেতি ।।৪৮।।

অথো নিমিত্তৈশ্চ তপোবলাচ্চ তজ্জন্ম জন্মান্তকরস্য বুদ্ধ্বা ।
শাক্যেশ্বরস্যালয়মাজগাম সদ্ধর্মতর্ষাদসিতো মহর্ষিঃ ।।৪৯।।

তং ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মবিদং জ্বলন্তং ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া চৈব তপঃশ্রিয়া চ ।
রাজ্ঞো গুরুর্গৌরবসৎক্রিয়াভ্যাং প্রবেশয়ামাস নরেন্দ্রসদ্ম ।।৫০।।

স পার্থিবান্তঃপুরসংনিকর্ষং কুমারজন্মাগতহর্ষবেগঃ ।
বিবেশ ধীরো বনসংজ্ঞয়েব তপঃপ্রকর্ষাচ্চ জরাশ্রয়াচ্চ ।।৫১।।

ততো নৃপস্তং মুনিমাসনস্থং পাদ্যার্ঘ্যপূর্বং প্রতিপূজ্য সম্যক্ ।
নিমন্ত্রয়ামাস যথোপচারং পুরা বসিষ্ঠং স ইবান্তিদেবঃ ।।৫২।।

ধন্যোঽস্ম্যনুগ্রাহ্যমিদং কুলং মে
যন্মাং দিদৃক্ষুর্ভগবানুপেতঃ ।
আজ্ঞাপ্যতাং কিং করবাণি সৌম্য
শিষ্যোঽস্মি বিশ্রম্ভিতুমর্হসীতি ।।৫৩।।

এবং নৃপেণোপনিমন্ত্রিতঃ সন্ সর্বেণ ভাবেন মুনির্যথাবৎ ।
স বিস্ময়োৎফুল্লবিশালদৃষ্টির্গম্ভীরধীরাণি বচাংস্যুবাচ ।।৫৪।।

মহাত্মনি ত্বয্যুপপন্নমেতৎ প্রিয়াতিথৌ ত্যাগিনি ধর্মকামে ।
সত্ত্বান্বয়জ্ঞানবয়োঽনুরূপা স্নিগ্ধা যদেবং ময়ি তে মতিঃ স্যাৎ ।।৫৫।।

এতচ্চ তদ্যেন নৃপর্ষয়স্তে ধর্মেণ সূক্ষ্মেণ ধনান্যবাপ্য ।
নিত্যং ত্যজন্তো বিধিবদ্ বভূবুস্তপোভিরাঢ্যা বিভবৈর্দরিদ্রাঃ ।।৫৬।।

প্রয়োজনং যত্তু মমোপযানে তন্মে শৃণু প্রীতিমুপেহি চ ত্বম্ ।
দিব্যা ময়াদিত্যপথে শ্রুতা বাগ্বোধায় জাতস্তনয়স্তবেতি ।।৫৭।।

শ্রুত্বা বচস্তচ্চ মনশ্চ যুক্ত্বা জ্ঞাত্বা নিমিত্তৈশ্চ ততোঽস্ম্যুপেতঃ ।
দিদৃক্ষয়া শাক্যকুলধ্বজস্য শক্রধ্বজস্যেব সমুচ্ছ্রিতস্য ।।৫৮।।

ইত্যেতদেবং বচনং নিশম্য প্রহর্ষসংভ্রান্তগতির্নরেন্দ্রঃ ।
আদায় ধাত্র্যঙ্কগতং কুমারং সংদর্শয়ামাস তপোধনায় ।।৫৯।।

চক্রাঙ্কপাদং স ততো মহর্ষির্জালাবনদ্ধাঙ্গুলিপাণিপাদম্ ।
সোর্ণভ্রুবং বারণবস্তিকোশং সবিস্ময়ং রাজসুতং দদর্শ ।।৬০।।

ধাত্র্যঙ্কসংবিষ্টমবেক্ষ্য চৈনং দেব্যঙ্কসংবিষ্টমিবাগ্নিসূনুম্ ।
বভূব পক্ষ্মান্তবিচঞ্চিতাশ্রুর্নিশ্বস্য চৈব ত্রিদিবোন্মুখোঽভূৎ ।।৬১।।

দৃষ্ট্বাসিতং অশ্রুপরিপ্লুতাক্ষং স্নেহাত্তনূজস্য নৃপশ্চকম্পে ।
সগদ্গদং বাষ্পকষায়কণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ স প্রাঞ্জলিরানতাঙ্গঃ ।।৬২।।

অল্পান্তরং যস্য বপুঃ সুরেভ্যো বহুবদ্ভুতং যস্য চ জন্ম দীপ্তম্ ।
যস্যোত্তমং ভাবিনমাথ চার্থং তং প্রেক্ষ্য কস্মাত্তব ধীর বাষ্পঃ ॥৬৩॥

অপি স্থিরায়ুর্ভগবন্ কুমারঃ কচ্চিন্ন শোকায় মম প্রসূতঃ ।
লব্ধা কথংচিৎ সলিলাঞ্জলির্মে ন খল্বিমং পাতুমুপৈতি কালঃ ॥৬৪॥

অপ্যক্ষয়ং মে যশসো নিধানং কচ্চিদ্ধ্রুবো মে কুলহস্তসারঃ ।
অপি প্রয়াস্যামি সুখং পরত্র সুপ্তোঽপি পুত্রেঽনিমিষৈকচক্ষুঃ ॥৬৫॥

কচ্চিন্ন মে জাতমফুল্লমেব
কুলপ্রবালং পরিশোষভাগি ।
ক্ষিপ্রং বিভো ব্রূহি ন মেঽস্তি শান্তিঃ
স্নেহং সুতে বেৎসি হি বান্ধবানাম্ ॥৬৬॥

ইত্যাগতাবেগমনিষ্টবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্বা নরেন্দ্রং স মুনির্বভাষে ।
মা ভূন্মতিস্তে নৃপ কাচিদন্যা নিঃসংশয়ং তদ্ যদবোচমস্মি ॥৬৭॥

নাস্যান্যথাত্বং প্রতি বিক্রিয়া মে
স্বাং বঞ্চনাং তু প্রতি বিক্লবোঽস্মি ।
কালো হি মে যাতুময়ং চ জাতো
জাতিক্ষয়স্যাসুলভস্য বোদ্ধা ॥৬৮॥

বিহায় রাজ্যং বিষয়েষ্বনাস্থস্তীব্রৈঃ প্রযত্নৈরধিগম্য তত্ত্বম্ ।
জগত্যয়ং মোহতমো নিহন্তুং জ্বলিষ্যতি জ্ঞানময়ো হি সূর্যঃ ॥৬৯॥

দুঃখার্ণবাদ্ ব্যাধিবিকীর্ণফেনাজ্জরাতরঙ্গান্মরণোগ্রবেগাৎ ।
উত্তারয়িষ্যত্যয়মুহ্যমানমার্তং জগজ্জ্ঞানমহাপ্লবেন ॥৭০॥

প্রজ্ঞাম্বুবেগাং স্থিরশীলবপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রতচক্রবাকাম্ ।
অস্যোত্তমাং ধর্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ ॥৭১॥

দুঃখার্দিতেভ্যো বিষয়াবৃতেভ্যঃ সংসারকান্তারপথস্থিতেভ্যঃ ।
আখ্যাস্যতি হ্যেষ বিমোক্ষমার্গং মার্গপ্রণষ্টেভ্য ইবাধ্বগেভ্যঃ ॥৭২॥

বিদহ্যমানায় জনায় লোকে রাগাগ্নিনায়ং বিষয়েন্ধনেন ।
প্রহ্লাদমাধাস্যতি ধর্মবৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা মহামেঘ ইবাতপান্তে ॥ ৭৩ ॥

তৃষ্ণার্গলং মোহতমঃকপাটং দ্বারং প্রজানামপযানহেতোঃ ।
বিপাটয়িষ্যত্যয়মুত্তমেন সদ্ধর্মতাড়েন দুরাসদেন ॥ ৭৪ ॥

স্বৈর্মোহপাশৈঃ পরিবেষ্টিতস্য দুঃখাভিভূতস্য নিরাশ্রয়স্য ।
লোকস্য সংবুধ্য চ ধর্মরাজঃ করিষ্যতে বন্ধনমোক্ষমেষঃ ॥ ৭৫ ॥

তন্মা কৃথাঃ শোকমিমং প্রতি ত্ব-
মস্মিন্স শোচ্যোঽস্তি মনুষ্যলোকে ।
মোহেন বা কামসুখৈর্মদাদ্বা
যো নৈষ্ঠিকং শ্রোষ্যতি নাস্য ধর্মম্ ॥ ৭৬ ॥

ভ্রষ্টস্য তস্মাচ্চ গুণাদতো মে
ধ্যানানি লব্ধ্বাপ্যকৃতার্থতৈব।
ধর্মস্য তস্যাশ্রবণাদহং হি
মন্যে বিপত্তিং ত্রিদিবেঽপি বাসম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রুতার্থঃ সসুহৃৎসদার-
স্ত্যক্ত্বা বিষাদং মুমুদে নরেন্দ্রঃ।
এবং বিধোঽয়ং তনয়ো মমেতি
মেনে স হি স্বামপি সারবত্তাম্ ॥ ৭৮ ॥

আর্ষেণ মার্গেণ তু যাস্যতীতি চিন্তাবিধেয়ং হৃদয়ং চকার।
ন খল্বসৌ ন প্রিয়ধর্মপক্ষঃ সন্তাননাশাত্তু ভয়ং দদর্শ ॥ ৭৯ ॥

অথ মুনিরসিতো নিবেদ্য তত্ত্বং সুতনিয়তং সুতবিক্লবায় রাজ্ঞে।
সবহুমতমুদীক্ষ্যমাণরূপঃ পবনপথেন যথাগতং জগাম ॥ ৮০ ॥

কৃতমতিরনুজাসুতং চ দৃষ্ট্বা
মুনিবচনশ্রবণে চ তন্মতৌ চ।
বহুবিধমনুকম্পয়া স সাধুঃ
প্রিয়সুতবদ্বিনিযোজয়াং চকার ॥ ৮১ ॥

নরপতিরপি পুত্রজন্মতুষ্টো বিষয়গতানি বিমুচ্য বন্ধনানি।
কুলসদৃশমচীকরদ্ যথাবৎ প্রিয়তনয়স্তনয়স্য জাতকর্ম ॥ ৮২ ॥

দশসু পরিণতেষ্বহঃসু চৈব প্রয়তমনাঃ পরয়া মুদা পরীতঃ।
অকুরুত জপহোমমঙ্গলাদ্যাঃ পরমভবায় সুতস্য দেবতেজ্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

অপি চ শতসহস্রপূর্ণসংখ্যাং স্থিরবলবত্তনয়াঃ সহেমশৃঙ্গীঃ।
অনুপগতজরাং পয়স্বিনীর্গাঃ স্বয়মদদাৎ সুতবৃদ্ধয়ে দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৮৪ ॥

বহুবিধবিষয়াস্ততো যতাত্মা স্বহৃদয়তোষকরীঃ ক্রিয়া বিধায়।
গুণবতি নিয়তে শিবে মুহূর্তে মতিমকরোন্মুদিতঃ পুরপ্রবেশে ॥ ৮৫ ॥

দ্বিরদরদময়ীমথো মহার্হাং
সিতসিতপুষ্পভৃতাং মণিপ্রদীপাম্।
অভজত শিবিকাং শিবায় দেবী
তনয়বতী প্রণিপত্য দেবতাভ্যঃ ॥ ৮৬ ॥

পুরমথ পুরতঃ প্রবেশ্য পত্নীং স্থবিরজনানুগতামপত্যনাথাম্।
নৃপতিরপি জগাম পৌরসংঘৈর্দিবমমরৈর্মঘবানিবার্চ্যমানঃ ॥ ৮৭ ॥

ভবনমথ বিগাহ্য শাক্যরাজো ভব ইব ষন্মুখজন্মনা প্রতীতঃ।
ইদমিদমিতি হর্ষপূর্ণবক্ত্রো বহুবিধপুষ্টিযশস্করং ব্যধত্ত ॥ ৮৮ ॥

ইতি নরপতিপুত্রজন্মবৃদ্ধ্যা
সজনপদং কপিলাহ্বয়ং পুরং তৎ।
ধনদপুরমিবাপ্সরসোঽবকীর্ণং
মুদিতমভূন্নলকূবরপ্রসূতৌ ॥ ৮৯ ॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে ভগবৎপ্রসূতির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

দ্বিতীয় সর্গঃ

অন্তঃপুরবিহারঃ

আ জন্মনো জন্মজরান্তকস্য তস্যাত্মজস্যাত্মজিতঃ স রাজা।
অহন্যহন্যর্থগজাশ্বমিত্রৈর্বৃদ্ধিং যযৌ সিন্ধুরিবাম্বুবেগৈঃ ॥ ১ ॥

ধনস্য রত্নস্য চ তস্য কৃতাকৃতস্যৈব চ কাঞ্চনস্য।
তদা হি নৈকান্ স নিধীনবাপ মনোরথস্যাপ্যতিভারভূতান্ ॥ ২ ॥

যে পদ্মকল্পৈরপি চ দ্বিপেন্দ্রৈর্ন মণ্ডলং শক্যমিহাভিনেতুম্।
মদোৎকটা হৈমবতা গজাস্তে বিনাপি যত্নাদুপতস্থুরেনম্ ॥ ৩ ॥

নানাঙ্কচিহ্নৈর্নবহেমভাণ্ডৈর্বিভূষিতৈর্লম্বসটৈস্তথান্যৈঃ।
সংচুক্ষুভে চাস্য পুরং তুরঙ্গৈর্বলেন মৈত্র্যা চ ধনেন চাপ্তৈঃ ॥ ৪ ॥

পুষ্টাশ্চ তুষ্টাশ্চ তথাস্য রাজ্যে সাধ্ব্যোঽরজস্কা গুণবৎপয়স্কাঃ।
উদগ্রবৎসৈঃ সহিতা বভূবুর্বহ্ব্যো বহুক্ষীরদুহশ্চ গাবঃ ॥ ৫ ॥

মধ্যস্থতাং তস্য রিপুর্জগাম মধ্যস্থভাবঃ প্রযযৌ সুহৃত্ত্বম্।
বিশেষতো দার্ঢ্যমিয়ায় মিত্রং দ্বাবস্য পক্ষাবপরস্তু নাস ॥ ৬ ॥

তথাস্য মন্দানিলমেঘশব্দঃ সৌদামিনীকুণ্ডলমণ্ডিতাভ্রঃ।
বিনাশ্মবর্ষাশনিপাতদোষৈঃ কালে চ দেশে প্রববর্ষ দেবঃ ॥ ৭ ॥

রুরোহ শস্যং ফলবদ্‌যথর্তু কদাকৃতেনাপি কৃষিশ্রমেণ।
তা এব চাস্যৌষধয়ো রসেন সারেণ চৈবাভ্যধিকা বভূবুঃ ॥ ৮ ॥

শরীরসন্দেহকরেঽপি কালে সংগ্রামসংমর্দ ইব প্রবৃত্তে।
স্বস্থাঃ সুখং চৈব নিরাময়ং চ প্রজজ্ঞিরে কালবশেন নার্যঃ ॥৯॥

পৃথগ্‌ব্রতিভ্যো বিভবেঽপি গর্হ্যে ন প্রার্থয়ন্তি স্ম নরাঃ পরেভ্যঃ।
অভ্যর্থিতঃ সূক্ষ্মধনোঽপি চার্যস্তদা ন কশ্চিদ্বিমুখো বভূব ॥১০॥

নাগৌরবো বন্ধুষু নাপ্যদাতা নৈবাব্রতো নানৃতিকো ন হিংস্রঃ।
আসীৎ তদা কশ্চন তস্য রাজ্যে রাজ্ঞো যযাতেরিব নাহুষস্য ॥১১॥

উদ্যানদেবায়তনাশ্রমাণাং কূপপ্রপাপুষ্করিণীবনানাম্।
চক্রুঃ ক্রিয়াস্তত্র চ ধর্মকামাঃ প্রত্যক্ষতঃ স্বর্গমিবোপলভ্য ॥১২॥

মনুষ্ণ্চ দুর্ভিক্ষভয়ামযেভ্যো হৃষ্টো জনঃ স্বর্গ ইবাভিরেমে ।
পত্নীং পতির্বা মহিষী পতিং বা পরস্পরং ন ব্যভিচেরতুশ্চ ।।১৩।।

কশ্চিৎ সিষেবে রতয়ে ন কামং কামার্থমর্থং ন জুগোপ কশ্চিৎ ।
কশ্চিদ্ধনার্থং ন চচার ধর্মং ধর্মায় কশ্চিন্ন চকার হিংসাম্ ।।১৪।।

স্তেয়াদিভিশ্চাপ্যরিভিশ্চ নষ্টং স্বস্থং স্বচক্রং পরচক্রমুক্তম্ ।
ক্ষেমং সুভিক্ষং চ বভূব তস্য পুরানরেন্দ্রস্য যথৈব রাষ্ট্রে ।।১৫।।

তদা হি তজ্জন্মনি তস্য রাজ্ঞো মনোরিবাদিত্যসুতস্য রাজ্যে ।
চচার হর্ষঃ প্রণনাশ পাপ্মা জজ্বাল ধর্মঃ কলুষঃ শশাম ।।১৬।।

এবংবিধা রাজকুলস্য সংপৎ সর্বার্থসিদ্ধিশ্চ যতো বভূব ।
ততো নৃপস্তস্য সুতস্য নাম সর্বার্থসিদ্ধোহয়মিতি প্রচক্রে ।।১৭।।

দেবী তু মায়া বিবুধর্ষিকল্পং দৃষ্ট্বা বিশালং তনয়প্রভাবম্ ।
জাতং প্রহর্ষং ন শশাক সোঢ়ুং ততো নিবাসায় দিবং জগাম ।।১৮।।

ততঃ কুমারং সুরগর্ভকল্পং স্নেহেন ভাবেন চ নির্বিশেষম্ ।
মাতৃষ্বসা মাতৃসমপ্রভাবা সংবর্ধনায়াত্মজবদ্ বভূব ।।১৯।।

ততঃ স বালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতো বহ্নিরিবানিলেন ।
ক্রমেণ সম্যগ্ ববৃধে কুমারস্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমস্কে ।।২০।।

ততো মহার্হাণি চ চন্দনানি রত্নাবলীশ্চৌষধিভিঃ সগর্ভাঃ ।
মৃগপ্রযুক্তান্ রথকাংশ্চ হৈমানচক্রিরেঽস্মৈ সুহৃদালয়েভ্যঃ ।।২১।।

বয়োঽনুরূপাণি চ ভূষণানি হিরণ্ময়ান্ হস্তিমৃগাশ্বকাংশ্চ ।
রথাংশ্চ গোপুত্রকসংপ্রযুক্তান্ পুত্রীশ্চ চামীকররূপ্যচিত্রাঃ ।।২২।।

এবং স তৈস্তৈর্বিষয়োপচারৈর্বয়োঽনুরূপৈরুপচর্যমাণঃ ।
বালোঽপ্যবালপ্রতিমো বভূব ধৃত্যা চ শৌচেন ধিয়া শ্রিয়া চ ।।২৩।।

বয়শ্চ কৌমারমতীত্য সম্যক্ সংপ্রাপ্য কালে প্রতিপত্তিকর্ম ।
অল্পৈরহোভির্বহুবর্ষগম্যা জগ্রাহ বিদ্যাঃ স্বকুলানুরূপাঃ ।।২৪।।

নৈঃশ্রেয়সং তস্য তু ভব্যমর্থং শ্রুত্বা পুরস্তাদসিতান্মহর্ষেঃ ।
কামেষু সঙ্গং জনয়াং বভূব বনানি যায়াদিতি শাক্যরাজঃ । ২৫।।

কুলাৎ ততোঽস্মৈ স্থিরশীলযুক্তাৎ সাধ্বীং বপুর্হ্রীবিনয়োপপন্নাম্ ।
যশোধরাং নাম যশোবিশালাং বামাভিধানাং শ্রিয়মাজুহাব ।।২৬।।

বিদ্যোতমানো বপুষা পরেণ সনৎকুমারপ্রতিমঃ কুমারঃ ।
সার্ধং তয়া শাক্যনরেন্দ্রবধ্বা শচ্যা সহস্রাক্ষ ইবাভিরেমে ।।২৭।।

কিঞ্চিন্মনঃ ক্ষোভকরং প্রতীপং কথং ন পশ্যেদিতি সোঽনুচিন্ত্য ।
বাসং নৃপো ব্যাদিশতি স্ম তস্মৈ হর্ম্যোদরেষ্বেব ন ভূপ্রচারম্ ।।২৮।।

ততঃ শরত্তোয়দপাণ্ডুরেষু ভূমৌ বিমানেষ্বিব রঞ্জিতেষু ।
হর্ম্যেষু সর্বর্তুসুখাশ্রয়েষু স্ত্রীণামুদারৈর্বিজহার তূর্যৈঃ ।।২৯।।

কলৈর্হি চামীকরবদ্ধকক্ষৈর্নারীকরাগ্রাভিহতৈর্মৃদঙ্গৈঃ।
বরাপ্সরোনৃত্যসমৈশ্চ নৃত্যৈঃ কৈলাসবৎ তদ্ভবনং ররাজ ॥৩০॥

বাগ্‌ভিঃ কলাভির্ললিতৈশ্চ হাবৈর্মদৈঃ সখেলৈর্মধুরৈশ্চ হাসৈঃ।
তং তত্র নার্যো রময়াংবভূবুর্ভ্রূবঞ্চিতৈরর্ধনিরীক্ষিতৈশ্চ ॥৩১॥

ততঃ স কামাশ্রয়পণ্ডিতাভিঃ স্ত্রীভির্গৃহীতো রতিকর্কশাভিঃ।
বিমানপৃষ্ঠান্ন মহীং জগাম বিমানপৃষ্ঠাদিব পুণ্যকর্মা ॥৩২॥

নৃপস্তু তস্যৈব বিবৃদ্ধিহেতোস্তদ্ভাবিনার্থেন চ চোদ্যমানঃ।
শমেঽভিরেমে বিররাম পাপাদ্ ভেজে দমং সংবিবভাজ সাধূন্ ॥৩৩॥

নাধীরবৎ কামসুখে সসঞ্জে ন সংররঞ্জে বিষমং জনন্যাম্।
ধৃত্যেন্দ্রিয়াশ্বাংশ্চপলান্ বিজিগ্যে বন্ধূংশ্চ পৌরাংশ্চ গুণৈর্জিগায় ॥৩৪॥

নাধ্যৈষ্ট দুঃখায় পরস্য বিদ্যাং জ্ঞানং শিবং যত্তু তদধ্যগীষ্ট।
স্বাভ্যঃ প্রজাভ্যো হি যথা তথৈব সর্বপ্রজাভ্যঃ শিবমাশশংসে ॥৩৫॥

তং ভাস্বরং চাঙ্গিরসাধিদেবং যথাবদানর্চ তদায়ুষে সঃ।
জুহাব হব্যান্যকৃশে কৃশানৌ দদৌ দ্বিজেভ্যঃ কৃশনং চ গাশ্চ ॥৩৬॥

সস্নৌ শরীরং পবিতুং মনশ্চ তীর্থাম্বুভিশ্চৈব গুণাম্বুভিশ্চ।
বেদোপদিষ্টং সমমাত্মজং চ সোমং পপৌ শান্তিসুখং চ হার্দম্ ॥৩৭॥

সান্ত্বং বভাষে ন চ নার্থবদ্যজ্জজল্প তত্ত্বং ন চ বিপ্রিয়ং যৎ।
সান্ত্বং হ্যতত্ত্বং পরুষং চ তত্ত্বং হ্রিয়াশকন্নাত্মন এব বক্তুম্ ॥৩৮॥

ইষ্টেষ্বনিষ্টেষু চ কার্যবৎসু ন রাগদোষাশ্রয়তাং প্রপেদে।
শিবং সিষেবে ব্যবহারশুদ্ধং যজ্ঞং হি মেনে ন তথা যথা তৎ ॥৩৯॥

আশাবতে চাভিগতায় সদ্যো দেয়াম্বুভিস্তর্ষমচেচ্ছিদিষ্ট।
যুদ্ধাদৃতে বৃত্তপরশ্বধেন দ্বিড্দর্পমুদ্বৃত্তমবেভিদিষ্ট ॥৪০॥

একং বিনিন্যে স জুগোপ সপ্ত সপ্তৈব তত্যাজ ররক্ষ পঞ্চ।
প্রাপ ত্রিবর্গং বুবুধে ত্রিবর্গং যজ্ঞে দ্বিবর্গং প্রজহৌ দ্বিবর্গম্ ॥৪১॥

কৃতাগসোঽপি প্রতিপাদ্য বধ্যান্নাজীঘনন্নাপি রুষা দদর্শ।
ববন্ধ সান্ত্বেন ফলেন চৈতাংস্ত্যাগোঽপি তেষাং হ্যনয়ায় দৃষ্টঃ ॥৪২॥

আর্ষাণ্যচারীৎ পরমব্রতানি বৈরাণ্যহাসীচ্চিরসংভৃতানি।
যশাংসি চাপদ্ গুণগন্ধবন্তি রজাংস্যহার্ষীন্মলিনী করাণি ॥৪৩॥

ন চাজিহীর্ষীদ্বলিমপ্রবৃত্তং ন চাচিকীর্ষীৎ পরবস্ত্বভিধ্যাম্।
ন চাবিবক্ষীদ্ দ্বিষতামধর্মং ন চাবিবক্ষীদ্ধৃদয়েন মন্যুম্ ॥৪৪॥

তস্মিংস্তথা ভূমিপতৌ প্রবৃত্তে ভৃত্যাশ্চ পৌরাশ্চ তথৈব চেরুঃ।
শমাত্মকে চেতসি বিপ্রসন্নে প্রযুক্তযোগস্য যথেন্দ্রিয়াণি ॥৪৫॥

কালে ততশ্চারুপয়োধরায়াং যশোধরায়াং স্বযশোধরায়াম্।
শৌদ্ধোদনে রাহুসপত্নবক্ত্রো জজ্ঞে সুতো রাহুল এব নাম্না ॥৪৬॥

অথেষ্টপুত্রঃ পরমপ্রতীতঃ কুলস্য বৃদ্ধিং প্রতি ভূমিপালঃ ।
যথৈব পুত্রপ্রসবে ননন্দ তথৈব পৌত্রপ্রসবে ননন্দ ॥৪৭॥

পুত্রস্য মে পুত্রগত মমেব স্নেহঃ কথং স্যাদিতি জাতহর্ষঃ ।
কালে স তং তং বিধিনাললম্বে পুত্রপ্রিয়ঃ স্বর্গমিবারুরুক্ষন্ ॥৪৮॥

স্থিত্বা পথি প্রাথমকল্পিকানাং রাজর্ষভাণাং যশসান্বিতানাম্ ।
শুক্লান্যমুক্তবাপি তপাংস্যতপ্ত যজ্ঞৈশ্চ হিংসারহিতৈরযষ্ট ॥৪৯॥

অজাজ্বলিষ্টাথ স পুণ্যকর্মা নৃপশ্রিয়া চৈব তপঃশ্রিয়া চ ।
কুলেন বৃত্তেন ধিয়া চ দীপ্তস্তেজঃ সহস্রাংশুরিবোৎসিসৃক্ষুঃ ॥৫০॥

স্বায়ংভুবং চার্চিকমর্চয়িত্বা জজাপ পুত্রস্থিতয়ে স্থিতশ্রীঃ ।
চকার কর্মাণি চ দুষ্করাণি প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ ক ইবাদিকালে ॥ ৫১ ॥

তত্যাজ শস্ত্রং বিমমর্শ শাস্ত্রং শমং সিষেবে নিয়মং বিষেহে ।
বশীব কঞ্চিদ্ বিষয়ং ন ভেজে পিতেব সর্বান্ বিষয়ান্ দদর্শ ॥ ৫২ ॥

বভার রাজ্যং স হি পুত্রহেতোঃ পুত্রং কুলার্থং যশসে কুলং তু ।
স্বর্গায় শব্দং দিবমাত্মহেতোঃ ধর্মার্থমাত্মস্থিতিমাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৫৩ ॥

এবং স ধর্মং বিবিধং চকার সদ্ভির্নিপাতং শ্রুতিতশ্চ সিদ্ধম্ ।
দৃষ্টবা কথং পুত্রমুখং সুতো মে বনং ন যায়াদিতি নাথমানঃ ॥ ৫৪ ॥

রিরক্ষিষন্তঃ শ্রিয়মাত্মসংস্থাং রক্ষন্তি পুত্রান্ ভুবি ভূমিপালাঃ ।
পুত্রং নরেন্দ্রঃ স তু ধর্মকামো ররক্ষ ধর্মাদ্ বিষয়েষু মুঞ্চন্ ॥ ৫৫ ।

বনমনুপমসত্ত্বা বোধিসত্ত্বাস্তু সর্বে
বিষয়সুখরসজ্ঞা জগ্মুরুৎপন্নপুত্রাঃ ।
অত উপচিতকর্মা রূঢ়মূলেঽপি হেতৌ
স রতিমুপসিষেবে বোধিমাপন্ন যাবৎ ॥ ৫৬ ॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে অন্তঃপুরবিহারো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

সংবেগোৎপত্তিঃ

ততঃ কদাচিন্মৃদুশাদ্বলানি পুংস্কোকিলোন্নাদিতপাদপানি ।
শুশ্রাব পদ্মাকরমণ্ডিতানি গীতৈর্নিবদ্ধানি স কাননানি ॥ ১ ॥

শ্রুত্বা ততঃ স্ত্রীজনবল্লভানাং মনোজ্ঞভাবং পুরকাননানাম্ ।
বহিঃপ্রয়াণায় চকার বুদ্ধিমন্তর্গৃহে নাগ ইবাবরুদ্ধঃ ॥ ২ ॥

ততো নৃপস্তস্য নিশম্য ভাবং পুত্রাভিধানস্য মনোরথস্য ।
স্নেহস্য লক্ষ্যা বয়সশ্চ যোগ্যামাজ্ঞাপয়াম্নস বিহারযাত্রাম্ ॥ ৩ ॥

নিবর্তয়ামাস চ রাজমার্গে সংপাতমার্তস্য পৃথগ্ জনস্য।
মা ভূৎ কুমারঃ সুকুমারচিত্তঃ সংবিগ্নচেতা ইতি মন্যমানঃ॥ ৪॥

প্রত্যঙ্গহীনান্ বিকলেন্দ্রিয়াংশ্চ জীর্ণাতুরাদীন্ কৃপণাংশ্চ দিক্ষু।
ততঃ সমুৎসার্য পরেণ সাম্না শোভাং পরাং রাজপথস্য চক্রুঃ॥ ৫॥

ততঃ কৃতে শ্রীমতি রাজমার্গে শ্রীমান্বিনীতানুচরঃ কুমারঃ।
প্রাসাদপৃষ্ঠাদবতীর্য কালে কৃতাভ্যনুজ্ঞো নৃপমভ্যগচ্ছৎ॥ ৬॥

অথো নরেন্দ্রঃ সুতমাগতাশ্রুঃ শিরস্যুপাঘ্রায় চিরং নিরীক্ষ্য।
গচ্ছেতি চাজ্ঞাপয়তি স্ম বাচা স্নেহান্ন চৈনং মনসা মুমোচ॥ ৭॥

ততঃ স জাম্বূনদভাণ্ডভৃদ্ভির্যুক্তং চতুর্ভির্নিভৃতৈস্তুরঙ্গৈঃ।
অক্লীববিদ্বচ্ছুচিরশ্মিধারং হিরণ্ময়ং স্যন্দনমারুরোহ॥ ৮॥

ততঃ প্রকীর্ণোজ্জ্বলপুষ্পজালং বিষক্তমাল্যং প্রচলৎপতাকম্।
মার্গং প্রপেদে সদৃশানুযাত্রশ্চন্দ্রঃ সনক্ষত্র ইবান্তরীক্ষম্॥ ৯॥

কৌতূহলাৎ স্ফীততরৈশ্চ নেত্রৈর্নীলোৎপলার্ধৈরিব কীর্যমাণম্।
শনৈঃ শনৈ রাজপথং জগাহে পৌরৈঃ সমন্তাদভিবীক্ষ্যমাণঃ।॥ ১০॥

তং তুষ্টুবুঃ সৌম্যগুণেন কেচিদ্ববন্দিরে দীপ্ততয়া তথান্যে।
সৌমুখ্যতস্তু শ্রিয়মস্য কেচিদ্বৈপুল্যমাশংসিষুরায়ুষশ্চ॥ ১১॥

নিঃসৃত্য কুব্জাশ্চ মহাকুলেভ্যো ব্যূহাশ্চ কৈরাতকবামনানাম্।
নার্যঃ কৃশেভ্যশ্চ নিবেশনেভ্যো দেবানুযানধ্বজবৎ প্রণেমুঃ॥ ১২॥

ততঃ কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বা স্ত্রিয়ঃ প্রেষ্যজনাৎপ্রবৃত্তিম্।
দিদৃক্ষয়া হর্ম্যতলানি জগ্মুর্জনেন মান্যেন কৃতাভ্যনুজ্ঞাঃ॥ ১৩॥

তাঃ স্রস্তকাঞ্চীগুণবিঘ্নিতাশ্চ সুপ্তপ্রবুদ্ধাকুললোচনাশ্চ
বৃত্তান্তবিন্যস্তবিভূষণাশ্চ কৌতূহলেনানিভৃতাঃ পরীয়ুঃ॥ ১৪॥

প্রাসাদসোপানতলপ্রণাদৈঃ কাঞ্চীরবৈর্নূপুরনিস্বনৈশ্চ।
বিত্রাসয়ন্ত্যো গৃহপক্ষিসঙ্ঘানন্যোন্যবেগাংশ্চ সমাক্ষিপন্ত্যঃ॥ ১৫॥

কাসাংচিদাসাং তু বরাঙ্গনানাং জাতত্বরাণামপি সোৎসুকানাম্।
গতিং গুরুত্বাজ্জগৃহুর্বিশালাঃ শ্রোণীরথাঃ পীনপয়োধরাশ্চ॥ ১৬॥

শীঘ্রং সমর্থাপি তু গন্তুমন্যা গতিং নিজগ্রাহ যযৌ ন তূর্ণম্।
হ্রিয়া প্রগল্ভা বিনিগূহমানা রহঃপ্রযুক্তানি বিভূষণানি॥ ১৭॥

পরস্পরোৎপীড়নপিণ্ডিতানাং সংমর্দসংক্ষোভিতকুণ্ডলানাম্।
তাসাং তদা সস্বনভূষণানাং বাতায়নেষ্বপ্রশমো বভূব॥ ১৮॥

বাতায়নেভ্যস্তু বিনিঃসৃতানি পরস্পরায়াসিতকুণ্ডলানি।
স্ত্রীণাং বিরেজুর্মুখপঙ্কজানি সক্তানি হর্ম্যেষ্বিব পঙ্কজানি॥ ১৯॥

ততো বিমানৈর্যুবতীকরালৈঃ কৌতূহলোদ্ঘাটিতবাতযানৈঃ।
শ্রীমৎসমন্তান্নগরং বভাসে বিয়দ্বিমানৈরিব সাপ্সরোভিঃ॥ ২০॥

বাতায়নানামবিশালভাবাদন্যোন্যগণ্ডাপিতকুণ্ডলানাম্ ।
মুখানি রেজুঃ প্রমদোত্তমানাং বদ্ধাঃ কলাপা ইব পঙ্কজানাম্ ॥ ২১ ॥

তং তাঃ কুমারং পথি বীক্ষমাণাঃ স্ত্রিয়ো বভুর্গামিব গন্তুকামাঃ ।
ঊর্ধ্বোন্মুখাশ্চৈনমুদীক্ষমাণা নরা বভুর্দ্যামিব গন্তুকামাঃ ॥ ২২ ॥

দৃষ্টা চ তং রাজসুতং স্ত্রিয়স্তা
জাজ্বল্যমানং বপুষা শ্রিয়া চ ।
ধন্যাস্য ভার্যেতি শনৈরবোচঞ্
শুদ্ধৈর্মনোভিঃ খলু নান্যভাবাৎ ॥ ২৩ ॥

অয়ং কিল ব্যায়তপীনবাহু
রূপেণ সাক্ষাদিব পুষ্পকেতুঃ ।
ত্যক্ত্বা শ্রিয়ং ধর্মমুপৈষ্যতীতি
তস্মিন্ হি তা গৌরবমেব চক্রুঃ ॥ ২৪ ॥

কীর্ণং তথা রাজপথং কুমারঃ পৌরৈর্বিনীতৈঃ শুচিধীরবেষৈঃ ।
তৎ পূর্বমালোক্য জহর্ষ কিংচিন্মেনে পুনর্ভাবমিবাত্মনশ্চ ॥২৫॥

পুরং তু তৎস্বর্গমিব প্রহৃষ্টং শুদ্ধাধিবাসাঃ সমবেক্ষ্য দেবাঃ ।
জীর্ণং নরং নির্মমিরে প্রয়াতুং সংচোদনার্থং ক্ষিতিপাত্মজস্য ॥২৬॥

ততঃ কুমারো জরয়াভিভূতং দৃষ্ট্বা নরেভ্যঃ পৃথগাকৃতিং তম্ ।
উবাচ সংগ্রাহকমাগতাস্থস্তত্রৈব নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ ॥২৭॥

ক এষ ভোঃ সূত নরোঽভ্যুপেতঃ কেশৈঃ সিতৈর্যষ্টিবিষক্তহস্তঃ ।
ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ শিথিলানতাঙ্গঃ কিং বিক্রিয়ৈষা প্রকৃতির্যদৃচ্ছা ॥২৮॥

ইত্যেবমুক্তঃ স রথপ্রণেতা নিবেদয়ামাস নৃপাত্মজায় ।
সংরক্ষ্যমপ্যর্থমদোষদর্শী তৈরেব দেবৈঃ কৃতবুদ্ধিমোহঃ ॥২৯॥

রূপস্য হন্ত্রী ব্যসনং বলস্য শোকস্য যোনির্নিধনং রতীনাম্ ।
নাশঃ স্মৃতীনাং রিপুরিন্দ্রিয়াণামেষা জরা নাম যয়ৈষ ভগ্নঃ ॥৩০॥

পীতং হ্যনেনাপি পয়ঃ শিশুত্বে কালেন ভূয়ঃ পরিসৃপ্তমুর্ব্যাম্ ।
ক্রমেণ ভূত্বা চ যুবা বপুষ্মান্ ক্রমেণ তেনৈব জরামুপেতঃ ॥৩১॥

ইত্যেবমুক্তে চলিতঃ স কিঞ্চিদ্রাজাত্মজঃ সূতমিদং বভাষে ।
কিমেষ দোষো ভবিতা মমাপীত্যস্মৈ ততঃ সারথিরভ্যুবাচ ॥৩২॥

আয়ুষ্মতোঽপ্যেষ বয়ঃপ্রকর্ষো নিঃসংসশয়ং কালবশেন ভাবী ।
এবং জরাং রূপবিনাশয়িত্রীং জানাতি চৈবেচ্ছতি চৈব লোকঃ ॥৩৩॥

ততঃ স পূর্বাশয়শুদ্ধবুদ্ধি
র্বিস্তীর্ণকল্পাচিতপুণ্যকর্মা ।
শ্রুত্বা জরাং সংবিবিজে মহাত্মা
মহাশনের্ঘোষমিবান্তিকে গৌঃ ॥৩৪॥

নিঃশ্বস্য দীর্ঘং স্বশিরঃ প্রকম্প্য তস্মিংশ্চ জীর্ণে বিনিবেশ্য চক্ষুঃ ।
তাং চৈব দৃষ্ট্বা জনতাং সহর্ষাং বাক্যং স সংবিগ্ন ইদং জগাদ ।।৩৫।।

এবং জরা হন্তি চ নির্বিশেষং স্মৃতিং চ রূপং চ পরাক্রমং চ ।
ন চৈব সংবেগমুপৈতি লোকঃ প্রত্যক্ষতোঽপীদৃশমীক্ষমাণঃ ।।৩৬।।

এবং গতে সূত নিবর্তয়াশ্বান্ শীঘ্রং গৃহাণ্যেব ভবান্ প্রয়াতু ।
উদ্যানভূমৌ হি কুতো রতির্মে জরাভয়ে চেতসি বর্তমানে ।।৩৭।।

অথাজ্ঞয়া ভর্তৃসুতস্য তস্য নিবর্তয়ামাস রথং নিয়ন্তা ।
ততঃ কুমারো ভবনং তদেব চিন্তাবশঃ শূন্যমিব প্রপেদে ।।৩৮।।

যদা তু তত্রৈব ন শর্ম লেভে জরা জরেতি প্রপরীক্ষমাণঃ ।
ততো নরেন্দ্রানুমতঃ স ভূয়ঃ ক্রমেণ তেনৈব বহির্জগাম ।।৩৯।।

অথাপরং ব্যাধিপরীতদেহং ত এব দেবাঃ সসৃজুর্মনুষ্যম্ ।
দৃষ্ট্বা চ তং সারথিমাবভাষে শৌদ্ধোদনিস্তদ্গতদৃষ্টিরেব ।।৪০।।

স্থূলোদরঃ শ্বাসচলচ্ছরীরঃ স্রস্তাংসবাহুঃ কৃশপাণ্ডুগাত্রঃ ।
অম্বেতি বাচং করুণং ব্রুবাণঃ পরং সমাশ্রিত্য নরঃ ক এষঃ ।।৪১।।

ততোঽব্রবীৎ সারথিরস্য সৌম্য ধাতুপ্রকোপপ্রভবঃ প্রবৃদ্ধঃ ।
রোগাভিধানঃ সুমহাননর্থঃ শক্তোঽপি যেনৈষ কৃতোঽস্বতন্ত্রঃ ।।৪২।।

ইত্যূচিবান্ রাজসুতঃ স ভূয়স্তং সানুকম্পো নরমীক্ষমাণঃ ।
অস্যৈব জাতো পৃথগেষ দোষঃ সামান্যতো রোগভয়ং প্রজানাম্ ।।৪৩।।

ততো বভাষে স রথপ্রণেতা কুমার সাধারণ এষ দোষঃ ।
এবং হি রোগৈঃ পরিপীড্যমানো রুজাতুরো হর্ষমুপৈতি লোকঃ ।।৪৪।।

ইতি শ্রুতার্থঃ স বিষণ্ণচেতা প্রাবেপতাম্বূর্মিগতঃ শশীব ।
ইদং চ বাক্যং করুণায়মানঃ প্রোবাচ কিঞ্চিন্মৃদুনা স্বরেণ ।।৪৫।।

ইদং চ রোগব্যসনং প্রজানাং পশ্যংশ্চ বিশ্রম্ভমুপৈতি লোকঃ ।
বিস্তীর্ণমজ্ঞানমহো নরাণাং হসন্তি যে রোগভয়ৈরমুক্তাঃ ।।৪৬।।

নিবর্ত্যতাং সূত বহিঃপ্রয়াণান্নরেন্দ্রসদ্মৈব রথঃ প্রয়াতু ।
শ্রুত্বা চ মে রোগভয়ং রতিভ্যঃ প্রত্যাহতং সংকুচতীব চেতঃ ।।৪৭।।

ততো নিবৃত্তঃ স নিবৃত্তহর্ষঃ প্রধ্যানযুক্তঃ প্রবিবেশ বেশ্ম ।
তং দ্বিস্তথা প্রেক্ষ্য চ সংনিবৃত্তং পর্যেষণং ভূমিপতিশ্চকার ।।৪৮।।

শ্রুত্বা নিমিত্তং তু নিবর্তনস্য সংত্যক্তমাত্মানমনেন মেনে ।
মার্গস্য শৌচাধিকৃতায় চৈব চুক্রোশ রুষ্টোঽপি চ নোগ্রদণ্ডঃ ।।৪৯।।

ভূয়শ্চ তস্মৈ বিদধে সুতায়
বিশেষযুক্তং বিষয়প্রচারম্ ।
চলেন্দ্রিয়ত্বাদপি নাম সক্তো
নাস্মান্বিজহ্যাদিতি নাথমানঃ ।।৫০।।

যদা চ শব্দাদিভিরিন্দ্রিয়ার্থৈ
রন্তঃপুরে নৈব সুতোঽস্য রেমে।
ততো বহির্ব্যাদিশতি স্ম যাত্রাং
রসান্তরং স্যাদিতি মন্যমানঃ ॥৫১॥

স্নেহাচ্চ ভাবং তনয়স্য বুদ্ধা স রাগদোষানবিচিন্ত্য কাংশ্চিৎ।
যোগ্যাঃ সমাজ্ঞাপয়তি স্ম তত্র কলাস্বভিজ্ঞা ইতি বারমুখ্যাঃ ॥৫২॥

ততো বিশেষেণ নরেন্দ্রমার্গে স্বলংকৃতে চৈব পরীক্ষিতে চ।
ব্যত্যাস্য সূতং চ রথং চ রাজা প্রস্থাপয়ামাস বহিঃ কুমারম্ ॥৫৩॥

ততস্তথা গচ্ছতি রাজপুত্রে তৈরেব দেবৈর্বিহিতো গতাসুঃ।
তং চৈব মার্গে মৃতমুহ্যমানং সূতঃ কুমারশ্চ দদর্শ নান্যঃ ॥ ৫৪ ॥

অথাব্রবীদ্রাজসুতঃ স সূতং নরৈশ্চতুর্ভির্হ্রিয়তে কঃ এষঃ।
দীনৈর্মনুষ্যৈরনুগম্যমানো বিভূষিতশ্চাপ্যবরুদ্যতে চ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ স শুদ্ধাত্মভিরেব দেবৈঃ শুদ্ধাধিবাসৈরভিভূতচেতাঃ।
অবাচ্যমপ্যর্থমিমং নিয়ন্তা প্রব্যাজহারার্থবদীশ্বরায় ॥ ৫৬ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্বিযুক্তঃ সুপ্তো বিসংজ্ঞস্তৃণকাষ্ঠভূতঃ।
সংবর্ধ্য সংরক্ষ্য চ যত্নবদ্ভিঃ প্রিয়প্রিয়ৈস্ত্যজ্যত এষ কোঽপি ॥৫৭॥

ইতি প্রণেতুঃ স নিশম্য বাক্যং সংচুক্ষুভে কিংচিদুবাচ চৈনম্।
কিং কেবলাঽস্যৈব জনস্য ধর্মঃ সর্বপ্রজানাময়মীদৃশোঽন্তঃ ॥৫৮॥

ততঃ প্রণেতা বদতি স্ম তস্মৈ
সর্বপ্রজানামিদমন্তকর্ম।
হীনস্য মধ্যস্য মহাত্মনো বা
সর্বস্য লোকে নিয়তো বিনাশঃ ॥৫৯॥

ততঃ স ধীরোঽপি নরেন্দ্রসূনুঃ শ্রুত্বৈব মৃত্যুং বিষসাদ সদ্যঃ।
অংসেন সংশ্লিষ্য চ কূবরাগ্রং প্রোবাচ নিহ্রাদবতা স্বরেণ ॥৬০॥

ইয়ং চ নিষ্ঠা নিয়তা প্রজানাং
প্রমাদ্যতি ত্যক্তভয়শ্চ লোকঃ।
মনাংসি শঙ্কে কঠিনানি নৃণাং
স্বস্থাস্তথা হ্যধ্বনি বর্তমানঃ ॥৬১॥

তস্মাদ্রথঃ সূত নিবর্ত্যতাং নো বিহারভূমের্ন হি দেশকালঃ।
জানন্বিনাশং কথমার্তিকালে সচেতনঃ স্যাদিহ হি প্রমত্তঃ ॥৬২॥

ইতি ব্রুবাণেঽপি নরাধিপাত্মজে নিবর্তয়ামাস স নৈব তং রথম্।
বিশেষযুক্তং তু নরেন্দ্রশাসনাৎ স পদ্মষণ্ডং বনমেব নির্যযৌ ॥৬৩॥

ততঃ শিবং কুসুমিতবালপাদপং
পরিভ্রমৎপ্রমুদিতমত্তকোকিলম্ ।
বিমানবৎ স কমলচারুদীর্ঘিকং
দদর্শ তদ্বনমিব নন্দনং বনম্ ॥৬৪॥

বরাঙ্গনাগণকলিলং নৃপাত্মজ
স্ততো বলাদ্বনমতিনীয়তে স্ম তৎ ।
বরাপ্সরোবৃতমলকাধিপালয়ং
নবব্রতো মুনিরিব বিঘ্নকাতরঃ ॥৬৫॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে সংবেগোৎপত্তির্নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

স্ত্রীবিঘাতনঃ

ততস্তস্মাৎ পুরোদ্যানাৎ কৌতূহলচলেক্ষণাঃ ।
প্রত্যুজ্জগ্মুর্নৃপসুতং প্রাপ্তং বরমিব স্ত্রিয়ঃ ॥১॥

অভিগম্য চ তাস্তস্মৈ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ।
চক্রিরে সমুদাচারং পদ্মকোশনিভৈঃ করৈঃ ॥২॥

তস্থুশ্চ পরিবার্যৈনং মন্মথাক্ষিপ্তচেতসঃ ।
নিশ্চলৈঃ প্রীতিবিকচৈঃ পিবন্ত্য ইব লোচনৈঃ ॥৩॥

তং হি তা মেনিরে নার্যঃ কামো বিগ্রহবানিতি ।
শোভিতং লক্ষণৈর্দীপ্তৈঃ সহজৈর্ভূষণৈরিব ॥৪॥

সৌম্যত্বাচ্চৈব ধৈর্যাচ্চ কাশ্চিদেনং প্রজজ্ঞিরে ।
অবতীর্ণো মহীং সাক্ষাদ্ গূঢ়াংশুশ্চন্দ্রমা ইতি ॥৫॥

তস্য তা বপুষাক্ষিপ্তা নিগৃহীতং জজৃম্ভিরে ।
অন্যোন্যং দৃষ্টিভির্হত্বা শনৈশ্চ বিনিশশ্বসুঃ ॥৬॥

এবং তা দৃষ্টিমাত্রেণ নার্যো দদৃশুরেব তম্ ।
ন ব্যাজহ্রুর্ন জহসুঃ প্রভাবেণাস্য যন্ত্রিতাঃ ॥৭॥

তাস্তথা তু নিরারম্ভা দৃষ্টবা প্রণয়বিক্লবাঃ ।
পুরোহিতসুতো ধীমানুদায়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥

সর্বাঃ সর্বকলাজ্ঞাঃ স্থ ভাবগ্রহণপণ্ডিতাঃ ।
রূপচাতুর্যসংপন্নাঃ স্বগুণৈর্মুখ্যতাং গতাঃ ॥৯॥

শোভয়েত গুণৈরেভিরপি তানুত্তরান্ কুরূন্ ।
কুবেরস্যাপি চাক্রীড়ং প্রাগেব বসুধামিমাম্ ॥১০॥

শক্তাশ্চালয়িতুং যূয়ং বীতরাগানৃষীনপি ॥১১॥
অপ্সরোভিশ্চ কলিতান্ গ্রহীতুং বিবুধানপি ।

ভাবজ্ঞানেন হাবেন রূপচাতুর্যসংপদা ।
স্ত্রীণামেব চ শক্তাঃ স্থ সংরাগে কিং পুনর্নৃণাম্ ॥১২॥

তাসামেবংবিধানাং বো বিযুক্তানাং স্বগোচরে । ।
ইয়মেবংবিধা চেষ্টা ন তুষ্টোঽস্ম্যার্জবেন বঃ ॥১৩॥

ইদং নববধূনাং বো হ্রীনিকুঞ্চিতচক্ষুষাম্ ।
সদৃশং চেষ্টিতং হি স্যাদপি বা গোপযোষিতাম্ ॥১৪॥

যদপি স্যাদয়ং ধীরঃ শ্রীপ্রভাবান্মহানিতি ।
স্ত্রীণামপি মহত্তেজ ইতঃ কার্যোঽত্র নিশ্চয়ঃ ॥১৫॥

পুরা হি কাশিসুন্দর্যা বেশবধ্বা মহানৃষিঃ ।
তাড়িতোঽভূৎ পদা ব্যাসো দুর্ধর্ষো দৈবতৈরপি ॥১৬॥

মন্থালগৌতমো ভিক্ষুর্জঙ্ঘয়া বারমুখ্যয়া ।
পিপ্রীষুশ্চ তদর্থার্থং ব্যসূন্নিরহরৎপুরা ॥১৭॥

গৌতমং দীর্ঘতপসং মহর্ষিং দীর্ঘজীবিনম্ ।
যোষিৎ সংতোষয়ামাস বর্ণস্থানাববা সতী ॥১৮॥

ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতং তথৈব স্ত্রীষ্বপণ্ডিতম্ ।
উপায়ৈর্বিবিধৈঃ শান্তা জগ্রাহ চ জহার চ ॥১৯॥

বিশ্বামিত্রো মহর্ষিশ্চ বিগাঢ়োঽপি মহত্তপঃ ।
দশ বর্ষাণ্যহর্মেনে ঘৃতাচ্যাপ্সরসা হৃতঃ ॥২০॥

এবমাদীনৃষীংস্তাং স্তাননয়ন্বিক্রিয়াং স্ত্রিয়ঃ ।
ললিতং পূর্ববয়সং কিং পুনর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২১॥

তদেবং সতি বিশ্রব্ধং প্রযতধ্বং তথা যথা ।
ইয়ং নৃপস্য বংশশ্রীরিতো ন স্যাৎ পরাঙ্মুখী ॥২২॥

যা হি কাশ্চিদ্যুবতয়ো হরন্তি সদৃশং জনম্ ।
নিকৃষ্টোৎকৃষ্টয়োর্ভাবং যা গৃহ্ণন্তি তু তা স্ত্রিয়ঃ ॥২৩॥

ইত্যুদায়িবচঃ শ্রুত্বা তা বিদ্ধা ইব যোষিতঃ ।
সমারুরুহুরাত্মানং কুমারগ্রহণং প্রতি ॥২৪॥

তা ভ্রূভিঃ প্রেক্ষিতৈর্হাবৈর্হসিতৈর্লড়িতৈর্গতৈঃ
চক্রুরাক্ষেপিকাশ্চেষ্টা ভীতভীতা ইবাঙ্গনাঃ ॥২৫॥

রাজ্ঞস্তু বিনিয়োগেন কুমারস্য চ মার্দবাৎ
জহুঃ ক্ষিপ্রমবিশ্রম্ভং মদেন মদনেন চ ॥২৬॥

অথ নারীজনবৃতঃ কুমারো ব্যচরদ্বনম্
বাসিতাযূথসহিতঃ করীব হিমবদ্বনম্ ॥২৭॥

স তস্মিন্ কাননে রম্যে জজ্বাল স্ত্রীপুরঃসরঃ ।
আক্রীড় ইব বিভ্রাজে বিবস্বানপ্সরোবৃতঃ ।।২৮।।

মদেনাবর্জিতা নাম তং কাশ্চিত্তত্র যোষিতঃ ।
কঠিনৈঃ পস্পৃশুঃ পীনৈঃ সংহতৈর্বল্গুভিঃ স্তনৈঃ ।।২৯।।

স্রস্তাংসকোমলালম্বমৃদুবাহুলতাবলা ।
অনৃতং স্খলিতং কাচিৎ কৃত্বৈনং সস্বজে বলাৎ ।।৩০।।

কাচিৎ তাম্রাধরোষ্ঠেন মুখেনাসবগন্ধিনা ।
বিনিশশ্বাস কর্ণেঽস্য রহস্যং শ্রূয়তামিতি ।।৩১।।

কাচিদাজ্ঞাপয়ন্তীব প্রোবাচার্দ্রানুলেপনা ।
ইহ ভক্তিং কুরুষ্বেতি হস্তসংশ্লেষলিপ্সয়া ।।৩২।।

মুহুর্মুহুর্মদব্যাজস্রস্তনীলাংশুকাপরা ।
আলক্ষ্যরশনা রেজে স্ফুরদ্বিদ্যুদিব ক্ষপা ।।৩৩।।

কাশ্চিৎকনককাঞ্চীভির্মুখরাভিরিতস্ততঃ ।
বভ্রমুর্দর্শয়ন্ত্যোঽস্য শ্রোণীস্তন্বংশুকাবৃতাঃ ।।৩৪।।

চূতশাখাং কুসুমিতাং প্রগৃহ্যান্যা ললম্বিরে ।
সুবর্ণকলশপ্রখ্যান্দর্শয়ন্ত্যঃ পয়োধরান্ ।।৩৫।।

কাচিৎ পদ্মবনাদেত্য সপদ্মা পদ্মলোচনা ।
পদ্মবক্ত্রস্য পার্শ্বেঽস্য পদ্মশ্রীরিব তস্থুষী ।।৩৬।।

মধুরং গীতমন্বর্থং কাচিৎ সাভিনয়ং জগৌ ।
তং স্বস্থং চোদয়ন্তীব বঞ্চিতোঽসীত্যবেক্ষিতৈঃ ।।৩৭।।

শুভেন বদনেনান্যা ভ্রূকার্মুকবিকর্ষিণা ।
প্রাবৃত্যানুচকারাস্য চেষ্টিতং ধীরলীলয়া ।।৩৮।।

পীনবল্গুস্তনী কাচিদ্ধাসাঘূর্ণিতকুণ্ডলা ।
উচ্চৈরবজহাসৈনং সমাপ্নোতু ভবানিতি ।।৩৯।।

অপযান্তং তথৈবান্যা ববন্ধুর্মাল্যদামভিঃ ।
কাশ্চিৎ সাক্ষেপমধুরৈর্জগৃহুর্বচনাঙ্কুশৈঃ ।।৪০।।

প্রতিযোগার্থিনী কাচিদ্ গৃহীত্বা চূতবল্লরীম্ ।
ইদং পুষ্পং তু কস্যেতি পপ্রচ্ছ মদবিক্লবা ।।৪১।।

কাচিৎ পুরুষবৎ কৃত্বা গতিং সংস্থানমেব চ ।
উবাচৈনং জিতঃ স্ত্রীভির্জয় ভো পৃথিবীমিমাম্ ।।৪২।।

অথ লোলেক্ষণা কাচিজ্জিঘ্রন্তী নীলমুৎপলম্ ।
কিঞ্চিন্মদকলৈর্বাক্যৈর্নৃপাত্মজমভাষত ।।৪৩।।

পশ্য ভর্তশ্চিতং চূতং কুসুমৈর্মধুগন্ধিভিঃ ।
হেমপঞ্জররুদ্ধো বা কোকিলো যত্র কূজতি ।।৪৪।।

অশোকো দৃশ্যতামেষ কামিশোকবিবর্ধনঃ ।
রুবন্তি ভ্রমরা যত্র দহ্যমানা ইবাগ্নিনা ।।৪৫।।

চূতযষ্ট্যা সমাশ্লিষ্টো দৃশ্যতাং তিলকদ্রুমঃ ।
শুক্লবাসা ইব নরঃ স্ত্রিয়া পীতাঙ্গরাগয়া ।।৪৬।।

ফুল্লং কুরুবকং পশ্য নির্ভুক্তালক্তকপ্রভম্ ।
যো নখপ্রভয়া স্ত্রীণাং নির্ভর্ৎসিত ইবানতঃ ।।৪৭।।

বালাশোকশ্চ নিচিতো দৃশ্যতামেষ পল্লবৈঃ ।
যোঽস্মাকং হস্তশোভাভির্লজ্জমান ইব স্থিতঃ ।।৪৮।।

দীর্ঘিকাং প্রাবৃতাং পশ্য তীরজৈঃ সিন্ধুবারকৈঃ ।
পাণ্ডুরাংশুকসংবীতাং শয়ানাং প্রমদামিব ।।৪৯।।

দৃশ্যতাং স্ত্রীষু মাহাত্ম্যং চক্রবাকো হ্যসৌ জলে ।
পৃষ্ঠতঃ প্রেষ্যবদ্ভার্যামনুবর্ত্যানুগচ্ছতি ।।৫০।।

মত্তস্য পরপুষ্টস্য রুবতঃ শ্রূয়তাং ধ্বনিঃ ।
অপরঃ কোকিলোঽন্বক্ষং প্রতিশ্রুত্যেব কূজতি ।।৫১।।

অপি নাম বিহঙ্গানাং বসন্তেনাহৃতো মদঃ
ন তু চিন্তয়তোঽচিন্ত্যং জনস্য প্রাজ্ঞমানিনঃ ।।৫২।।

ইত্যেবং তা যুবতয়ো মন্মথোদ্দামচেতসঃ ।
কুমারং বিবিধৈস্তৈস্তৈরুপচক্রমিরে নয়ৈঃ ।।৫৩।।

এবমাক্ষিপ্যমাণোঽপি স তু ধৈর্যাবৃতেন্দ্রিয়ঃ ।
মর্তব্যমিতি সোদ্বেগো ন জহর্ষ ন বিব্যথে ।।৫৪।।

তাসাং তত্ত্বেঽনবস্থানং দৃষ্ট্বা স পুরুষোত্তমঃ ।
সমং বিগ্নেন ধীরেণ চিন্তয়ামাস চেতসা ।।৫৫।।

কিং বিম্মা নাবগচ্ছন্তি চপলং যৌবনং স্ত্রিয়ঃ ।
যতো রূপেণ সংমত্তং জরা যন্নাশয়িষ্যতি ।।৫৬।।

নূনমেতা ন পশ্যন্তি কস্যচিদ্রোগসংপ্লবম্ ।
তথা হৃষ্টা ভয়ং ত্যক্ত্বা জগতি ব্যাধিধর্মিণি ।।৫৭।।

অনভিজ্ঞাশ্চ সুব্যক্তং মৃত্যোঃ সর্বাপহারিণঃ ।
ততঃ স্বস্থা নিরুদ্বিগ্নাঃ ক্রীড়ন্তি চ হসন্তি চ ।।৫৮।।

জরাং ব্যাধিং চ মৃত্যুং চ কো হি জানন্ সচেতনঃ ।
স্বস্থস্তিষ্ঠেন্নিষীদেদ্বা শয়েদ্বা কিং পুনর্হসেৎ ।।৫৯।।

যস্তু দৃষ্ট্বা পরং জীর্ণং ব্যাধিতং মৃতমেব চ ।
স্বস্থো ভবতি নোদ্বিগ্নো যথাচেতাস্তথৈব সঃ ।।৬০।।

বিযুজ্যমানে হি তরৌ পুষ্পৈরপি ফলৈরপি ।
পততি ছিদ্যমানে বা তরুরন্যো ন শোচতে ।।৬১।।

ইতি ধ্যানপরং দৃষ্ট্বা বিষয়েভ্যো গতস্পৃহম্ ।
উদায়ী নীতিশাস্ত্রজ্ঞস্তমুবাচ সুহৃত্তয়া ॥৬২॥

অহং নৃপতিনা দত্তঃ সখা তুভ্যং ক্ষমঃ কিল ।
যস্মাৎ ত্বয়ি বিবক্ষা মে তয়া প্রণয়বত্তয়া ॥৬৩॥

অহিতাৎ প্রতিষেধশ্চ হিতে চানুপ্রবর্তনম্ ।
ব্যসনে চাপরিত্যাগস্ত্রিবিধং মিত্রলক্ষণম্ ॥৬৪॥

সোঽহং মৈত্রীং প্রতিজ্ঞায় পুরুষার্থাৎ পরাঙ্মুখঃ ।
যদি ত্বাং সমুপেক্ষেয় ন ভবেন্মিত্রতা ময়ি ॥৬৫॥

তদ্ ব্রবীমি সুহৃদ্ভূত্বা তরুণস্য বপুষ্মতঃ ।
ইদং ন প্রতিরূপং তে স্ত্রীষ্বদাক্ষিণ্যমীদৃশম্ ॥৬৬॥

অনৃতেনাপি নারীণাং যুক্তং সমনুবর্তনম্ ।
তদ্‌ব্রীড়াপরিহারার্থমাত্মরত্যর্থমেব চ ॥৬৭॥

সংনতিশ্চানুবৃত্তিশ্চ স্ত্রীণাং হৃদয়বন্ধনম্ ।
স্নেহস্য হি গুণা যোনির্মানকামাশ্চ যোষিতঃ ॥৬৮॥

তদর্হসি বিশালাক্ষ হৃদয়েঽপি পরাঙ্মুখে ।
রূপস্যাস্যানুরূপেণ দাক্ষিণ্যেনানুবর্তিতুম্ ॥৬৯॥

দাক্ষিণ্যমৌষধং স্ত্রীণাং দাক্ষিণ্যং ভূষণং পরম্ ।
দাক্ষিণ্যরহিতং রূপং নিষ্পুষ্পমিব কাননম্ ॥৭০॥

কিং বা দাক্ষিণ্যমাত্রেণ ভাবেনাস্তু পরিগ্রহঃ ।
বিষয়ান্দুর্লভাঁল্লব্ধ্বা ন হ্যবজ্ঞাতুমর্হসি ॥৭১॥

কামং পরমিতি জ্ঞাত্বা দেবোঽপি হি পুরন্দরঃ ।
গৌতমস্য মুনেঃ পত্নীমহল্যাং চকমে পুরা ॥৭২॥

অগস্ত্যঃ প্রার্থয়ামাস সোমভার্যাং চ রোহিণীম্ ।
তস্মাৎ তৎসদৃশীং লেভে লোপামুদ্রামিতি শ্রুতিঃ ॥৭৩॥

উতথ্যস্য চ ভার্যায়াং মমতায়াং মহাতপঃ ।
মারুত্যাং জনয়ামাস ভরদ্বাজং বৃহস্পতিঃ ॥৭৪॥

বৃহস্পতের্মহিষ্যাং চ জুহ্বত্যাং জুহ্বতাং বরঃ ।
বুধং বিবুধকর্মাণং জনয়ামাস চন্দ্রমাঃ ॥৭৫॥

কালীং চৈব পুরা কন্যাং জলপ্রভবসংভবাম্ ।
জগাম যমুনাতীরে জাতরাগং পরাশরঃ ॥৭৬॥

মাতঙ্গ্যামক্ষমালায়াং গর্হিতায়াং রিরংসয়া ।
কপিঞ্জলাদং তনয়ং বসিষ্ঠোঽজনয়ন্মুনিঃ ॥৭৭॥

যযাতিশ্চৈব রাজর্ষির্বয়স্যপি বিনির্গতে ।
বিশ্বাচ্যাপ্সরসা সার্ধং রেমে চৈত্ররথে বনে ॥৭৮॥

স্ত্রীসংসর্গং বিনাশান্তং পাণ্ডুর্জ্ঞাত্বাপি কৌরবঃ।
মাদ্রীরূপগুণাক্ষিপ্তঃ সিষেবে কামজং সুখম্ ॥৭৯॥

করালজনকশ্চৈব হৃত্বা ব্রাহ্মণকন্যকাম্।
অবাপ ভ্রংশমপ্যেবং ন তু সেজে ন মন্মথম্ ॥৮০॥

এবমাদ্যা মহাত্মানো বিষয়ান্ গর্হিতানপি।
রতিহেতোর্বুভুজিরে প্রাগেব গুণসংহিতান্ ॥৮১॥

ত্বং পুনর্ন্যায়তঃ প্রাপ্তান্ বলবান্ রূপবান্ যুবা।
বিষয়ানবজানাসি যত্র সক্তমিদং জগৎ ॥৮২॥

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শ্লক্ষ্ণমাগমসংহিতম্।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষঃ কুমারঃ প্রত্যভাষত ॥৮৩॥

উপপন্নমিদং বাক্যং সৌহার্দব্যঞ্জকং ত্বয়ি।
অত্র চ ত্বানুনেষ্যামি যত্র মা দুষ্ঠু মন্যসে ॥৮৪॥

নাবজানামি বিষয়ান্ জানে লোকং তদাত্মকম্।
অনিত্যং তু জগন্মত্বা নাত্র মে রমতে মনঃ ॥৮৫॥

জরা ব্যাধিশ্চ মৃত্যুশ্চ যদি ন স্যাদিদং ত্রয়ম্।
মমাপি হি মনোজ্ঞেষু বিষয়েষু রতির্ভবেৎ ॥৮৬॥

নিত্যং যদ্যপি হি স্ত্রীণামেতদেব বপুর্ভবেৎ।
দোষবৎস্বপি কামেষু কামং রজ্যেত মে মনঃ ॥৮৭॥

যদা তু জরয়া পীতং রূপমাসাং ভবিষ্যতি।
আত্মনোঽপ্যনভিপ্রেতং মোহাত্তত্র রতির্ভবেৎ ॥৮৮॥

মৃত্যুব্যাধিজরাধর্মা মৃত্যুব্যাধিজরাত্মভিঃ।
রমমাণো হ্যসংবিগ্নঃ সমানো মৃগপক্ষিভিঃ ॥৮৯॥

যদপ্যাত্থ মহাত্মানস্তেঽপি কামাত্মকা ইতি।
সংবেগোঽত্রৈব কর্তব্যো যদা তেষামপি ক্ষয়ঃ ॥৯০॥

মাহাত্ম্যং ন চ তন্মন্যে যত্র সামান্যতঃ ক্ষয়ঃ।
বিষয়েষু প্রসক্তির্বা যুক্তির্বা নাত্মবত্তয়া ॥৯১॥

যদপ্যাত্থানৃতেনাপি স্ত্রীজনে বর্ত্যতামিতি।
অনৃতং নাবগচ্ছামি দাক্ষিণ্যেনাপি কিঞ্চন ॥৯২॥

ন চানুবর্তনং তন্মে রুচিতং যত্র নার্জবম্।
সর্বভাবেন সংপর্কো যদি নাস্তি ধিগস্তু তৎ ॥৯৩॥

অধৃতেঃ শ্রদ্দধানস্য সক্তস্যাদোষদর্শিনঃ।
কিং হি বঞ্চয়িতব্যং স্যাজ্জাতরাগস্য চেতসঃ ॥৯৪॥

বঞ্চয়ন্তি চ যদ্যেবং জাতরাগাঃ পরস্পরম্।
ননু নৈব ক্ষমং দ্রষ্টুং নরাঃ স্ত্রীণাং নৃণাং স্ত্রিয়ঃ ॥৯৫॥

তদেবং সতি দুঃখার্তং জরামরণভাগিনম্ ।
ন মাং কামেষ্বনার্যেষু প্রতারয়িতুমর্হসি ।।৯৬।।

অহোঽতিধীরং বলবচ্চ তে মন শ্চলেষু কামেষু চ সারদর্শিনঃ ।
ভয়েঽতিতীব্রে বিষয়েষু সজ্জসে নিরীক্ষমাণো মরণাধ্বনি প্রজাঃ ।।৯৭।।

অহং পুনর্ভীরুরতীববিক্লবো জরাবিপদ্‌ব্যাধিভয়ং বিচিন্তয়ন্ ।
লভে ন শান্তিং ন ধৃতিং কুতো রতিং নিশাময়ন্ দীপ্তমিবাগ্নিনা জগৎ ।।৯৮।।

অসংশয়ং মৃত্যুরিতি প্রজানতো নরস্য রাগো হৃদি যস্য জায়তে ।
অয়োময়ীং তস্য পরৈমি চেতনাং মহাভয়ে রজ্যতি যো ন রোদিতি ।।৯৯।।

অথ কুমারশ্চ বিনিশ্চয়াত্মিকাং চকার কামাশ্রয়ঘাতিনীং কথাম্ ।
জনস্য চক্ষুর্গমনীয়মণ্ডলো মহীধরং চাস্তমিয়ায় ভাস্করঃ ।।১০০।।

ততো বৃথা ধারিতভূষণস্রজঃ কলাগুণৈশ্চ প্রণয়ৈশ্চ নিষ্ফলৈঃ ।
স্ব এব ভাবে বিনিগৃহ্য মন্মথং পুরং যযুর্ভগ্নমনোরথাঃ স্ত্রিয়ঃ ।।১০১।।

ততঃ পুরোদ্যানগতাং জনশ্রিয়ং নিরীক্ষ্য সায়ং প্রতিসংহৃতাং পুনঃ ।
অনিত্যতাং সর্বগতাং বিচিন্তয় ন্বিবেশ ধিষ্ণ্যং ক্ষিতিপালকাত্মজঃ ।।১০২।।

ততঃ শ্রুত্বা রাজা বিষয়বিমুখং তস্য তু মনো
ন শিশ্যে তাং রাত্রিং হৃদয়গতশল্যো গজ ইব ।
অথ শাস্ত্রে মন্ত্রে বহুবিধিমার্গে সসচিবো
ন সোঽন্যৎকামেভ্যো নিয়মনমপশ্যৎ সুতমতেঃ ।।১০৩।।

।। ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে স্ত্রীবিঘাতনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

অভিনিষ্ক্রমণম্

স তথা বিষয়ৈর্বিলোভ্যমানঃ পরমার্হৈরপি শাক্যরাজসূনুঃ ।
ন জগাম ধৃতিং ন শর্ম লেভে হৃদয়ে সিংহ ইবাতিদিগ্ধবিদ্ধঃ ।। ১ ।।

অথ মন্ত্রিসুতৈঃ ক্ষমৈঃ কদাচিৎ সখিভিশ্চিত্রকথৈঃ কৃতানুযাত্রঃ ।
বনভূমিদিদৃক্ষয়া সমেংসুর্নরদেবানুমতো বহিঃ প্রতস্থে ।। ২ ।।

নবরুক্মখলীনকিঙ্কিণীকং প্রচলচ্চামরচারুহেমভাণ্ডম্ ।
অভিরুহ্য স কন্থকং সদশ্বং প্রযযৌ কেতুমিব দ্রুমাব্জকেতুঃ ।। ৩ ।।

স বিকৃষ্টতরাং বনান্তভূমিং বনলোভাচ্চ যযৌ মহীগুণাচ্চ ।
সলিলোর্মিবিকারসীরমার্গাং বসুধাং চৈব দদর্শ কৃষ্যমাণাম্ ।। ৪ ।।

হলভিন্নবিকীর্ণশষ্পদর্ভাং হতসূক্ষ্মক্রিমিকীটজন্তুকীর্ণাম্ ।
সমবেক্ষ্য রসাং তথাবিধাং তাং স্বজনস্যেব বধে ভৃশং শুশোচ ।। ৫ ।

কৃষতঃ পুরুষাংশ্চ বীক্ষমাণঃ পবনার্কাংশুরজোবিভিন্নবর্ণান্ ।
বহনক্লমবিক্লবাংশ্চ ধুর্যান্ পরমার্যঃ পরমাং কৃপাং চকার ॥ ৬ ॥

অবতীর্য ততস্তুরঙ্গপৃষ্ঠাচ্ছনকৈর্গাং ব্যচরচ্ছুচা পরীতঃ ।
জগতো জননব্যয়ং বিচিন্বন্ কৃপণং খল্বিদমিত্যুবাচ চার্তঃ ॥ ৭ ॥

মনসা চ বিবিক্ততামভীপ্সুঃ সুহৃদস্তাননুযায়িনো নিবার্য ।
অভিতশ্চলচারুপর্ণবত্যা বিজনে মূলমুপেয়িবান্ স জম্ব্বাঃ ॥ ৮ ॥

নিষসাদ স যত্র শৌচবত্যাং ভুবি বৈদূর্যনিকাশশাদ্বলায়াম্ ।
জগতঃ প্রভবব্যয়ৌ বিচিন্বন্মনসশ্চ স্থিতিমার্গমাললম্বে ॥ ৯ ॥

সমবাপ্তমনঃস্থিতিশ্চ সদ্যো বিষয়েচ্ছাদিভিরাধিভিশ্চ মুক্তঃ ।
সবিতর্কবিচারমাপ শান্তং প্রথমং ধ্যানমনাস্রবপ্রকারম্ ॥ ১০ ॥

অধিগম্য ততো বিবেকজং তু পরমপ্রীতিসুখং মনঃসমাধিম্ ।
ইদমেব ততঃ পরং প্রদধ্যৌ মনসা লোকগতিং নিশম্য সম্যক্ ॥ ১১ ॥

কৃপণাং বত যজ্জনঃ স্বয়ং সন্নবশো ব্যাধিজরাবিনাশধর্মা ।
জরয়ার্দিতমাতুরং মৃতং বা পরমজ্ঞো বিজুগুপ্সতে মদান্ধঃ ॥ ১২ ॥

ইহ চেদহমীদৃশঃ স্বয়ং সন্বিজুগুপ্সেয় পরং তথাস্বভাবম্ ।
ন ভবেৎ সদৃশং হি তৎক্ষমং বা পরমং ধর্মমিমং বিজানতো মে ॥ ১৩ ॥

ইতি তস্য বিপশ্যতো যথাবজ্জগতো ব্যাধিজরাবিপত্তিদোষান্ ।
বলযৌবনজীবিতপ্রবৃত্তো বিজগামাত্মগতো মদঃ ক্ষণেন ॥ ১৪ ॥

ন জহর্ষ ন চাপি চানুতেপে বিচিকিৎসাং ন যযৌ ন তন্দ্রিনিদ্রে ।
ন চ কামগুণেষু সংররঞ্জে ন বিদিদ্বেষ পরং ন চাবমেনে ॥ ১৫ ॥

ইতি বুদ্ধিরিয়ং চ নীরজস্কা ববৃধে তস্য মহাত্মনো বিশুদ্ধা ।
পুরুষৈরপরৈরদৃশ্যমানঃ পুরুষশ্চোপসসর্প ভিক্ষুবেষঃ ॥ ১৬ ॥

নরদেবসুতস্তমভ্যপৃচ্ছদ্বদ কোহসীতি শশংস সে হথ তস্মৈ ।
নরপুঙ্গব জন্মমৃত্যুভীতঃ শ্রমণঃ প্রব্রজিতোহস্মি মোক্ষহেতোঃ ॥ ১৭ ॥

জগতি ক্ষয়ধর্মকে মুমুক্ষুর্মৃগয়েহহং শিবমক্ষয়ং পদং তৎ ।
স্বজনেহন্যজনে চ তুল্যবুদ্ধির্বিষয়েভ্যো বিনিবৃত্তরাগদোষঃ ॥ ১৮ ॥

নিবসন্ ক্বচিদেব বৃক্ষমূলে বিজনে বায়তনে গিরৌ বনে বা ।
বিচরাম্যপরিগ্রহো নিরাশঃ পরমার্থায় যথোপপন্নভৈক্ষ্যঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি পশ্যত এব রাজসূনোরিদমুক্ত্বা স নভঃ সমুৎপপাত ।
স হি তদ্বপুরন্যবুদ্ধদর্শী স্মৃতয়ে তস্য সমেয়িবান্দিবৌকাঃ ॥ ২০ ॥

গগনং খগবদ্ গতে চ তস্মিন্নৃবরঃ সংজহৃষে বিসিস্মিয়ে চ ।
উপলভ্য ততশ্চ ধর্মসংজ্ঞামভিনির্যাণবিধৌ মতিং চকার ॥ ২১ ॥

তত ইন্দ্রসমো জিতেন্দ্রিয়াশ্বঃ প্রবিবিক্ষুঃ পুরমশ্বমারুরোহ ।
পরিবারজনং ত্ববেক্ষমাণস্তত এবাভিমতং বনং ন ভেজে ॥ ২২ ॥

স জরামরণক্ষয়ং চিকীর্ষুর্বনবাসায় মতিং স্মৃতৌ নিধায় ।
প্রবিবেশ পুনঃ পুরং ন কামাদ্বনভূমেরিব মণ্ডলং দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ২৩ ॥

সুখিতা বত নির্বৃতা চ সা স্ত্রী পতিরীদৃক্ষ ইহায়তাক্ষ যস্যাঃ ।
ইতি তং সমুদীক্ষ্য রাজকন্যা প্রবিশন্তং পথি সাঞ্জলির্জগাদ ॥ ২৪ ॥

অথ ঘোষমিমং মহাভ্রঘোষঃ পরিশুশ্রাব শমং পরং চ লেভে ।
শ্রুতবান্ স হি নির্বৃতেতি শব্দং পরিনির্বাণবিধৌ মতিং চকার ॥ ২৫ ॥

অথ কাঞ্চনশৈলশৃঙ্গবর্ষ্মা গজমেঘর্ষভবাহুনিস্বনাক্ষঃ ।
ক্ষয়মক্ষয়ধর্মজাতরাগঃ শশিসিংহাননবিক্রমঃ প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

মৃগরাজগতিস্ততোঽভ্যগচ্ছন্নৃপতিং মন্ত্রিগণৈরুপাস্যমানম্ ।
সমিতৌ মরুতামিব জ্বলন্তং মঘবন্তং ত্রিদিবে সনৎকুমারঃ ॥ ২৭ ॥

প্রণিপত্য চ সাঞ্জলির্বভাষে দিশ মহ্যং নরদেব সাধ্বনুজ্ঞাম্ ।
পরিবিব্রজিষ্যামি মোক্ষহেতোর্নিয়তো হ্যস্য জনস্য বিপ্রয়োগঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি তস্য বচো নিশম্য রাজা করিণেবাভিহতো দ্রুমশ্চচাল ।
কমলপ্রতিমেঽঞ্জলৌ গৃহীত্বা বচনং চেদমুবাচ বাষ্পকণ্ঠঃ ॥ ২৯ ॥

প্রতিসংহর তাত বুদ্ধিমেতাং ন হি কালস্তব ধর্মসংশ্রয়স্য ।
বয়সি প্রথমে মতৌ চলায়াং বহুদোষাং হি বদন্তি ধর্মচর্যাম্ ॥ ৩০ ॥

বিষয়েষু কুতূহলেন্দ্রিয়স্য ব্রতখেদেষ্বসমর্থনিশ্চয়স্য ।
তরুণস্য মনশ্চলত্যরণ্যাদনভিজ্ঞস্য বিশেষতো বিবেকে ॥ ৩১ ॥

মম তু প্রিয়ধর্ম ধর্মকালস্ত্বয়ি লক্ষ্মীমবসৃজ্য লক্ষভূতে ।
স্থিরবিক্রম বিক্রমেণ ধর্মস্তব হিত্বা তু গুরুং ভবেদধর্মঃ ॥ ৩২ ॥

তদিমং ব্যবসায়মুৎসৃজ ত্বং ভব তাবন্নিরতো গৃহস্থধর্মে ।
পুরুষস্য বয়ঃসুখানি ভুক্ত্বা রমণীয়ো হি তপোবনপ্রবেশঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি বাক্যমিদং নিশম্য রাজ্ঞঃ কলবিঙ্কস্বর উত্তরং বভাষে ।
যদি মে প্রতিভূশ্চতুর্ষু রাজন্ ভবসি ত্বং ন তপোবনং শ্রয়িষ্যে ॥ ৩৪ ॥

ন ভবেন্মরণায় জীবিতং মে বিহরেৎ স্বাস্থ্যমিদং চ মে ন রোগঃ ।
ন চ যৌবনমাক্ষিপেজ্জরা মে ন চ সংপত্তিমিমাং হরেদ্বিপত্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি দুর্লভমর্থমূচিবাংসং তনয়ং বাক্যমুবাচ শাক্যরাজঃ ।
ত্যজ বুদ্ধিমিমামতিপ্রবৃত্তামবহাস্যোঽতিমনোরথোঽক্রমশ্চ ॥ ৩৬ ॥

অথ মেরুগুরুর্গুরুং বভাষে যদি নাস্তি ক্রম এষ নাস্মি বার্যঃ ।
শরণাজ্জ্বলনেন দহ্যমানান্ন হি নিশ্চিক্রমিষুঃ ক্ষমং গ্রহীতুম্ ॥ ৩৭ ॥

জগতশ্চ যদা ধ্রুবো বিয়োগো ননু ধর্মায় বরং স্বয়ং বিয়োগঃ ।
অবশং ননু বিপ্রয়োজয়েন্মামকৃতস্বার্থমতৃপ্তমেব মৃত্যুঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি ভূমিপতির্নিশম্য তস্য ব্যবসায়ং তনয়স্য নির্মুমুক্ষোঃ ।
অভিধায় ন যাস্যতীতি ভূয়ো বিদধে রক্ষণমুত্তমাংশ্চ কামান্ ॥ ৩৯ ॥

সচিবৈস্তু নিদর্শিতো যথাবদ্ বহুমানাৎ প্রণয়াচ্চ শাস্ত্রপূর্বম্ ।
গুরুণা চ নিবারিতোঽশ্রুপাতৈঃ প্রবিবেশাবসথং ততঃ স শোচন্ ॥ ৪০ ॥

চলৎকুণ্ডলচুম্বিতাননাভির্ঘননিশ্বাসবিকম্পিতস্তনীভিঃ ।
বনিতাভিরধীরলোচনাভির্মৃগশাবাভিরিবাভ্যুদীক্ষ্যমাণঃ ॥ ৪১ ॥

স হি কাঞ্চনপর্বতাবদাতো হৃদয়োন্মাদকরো বরাঙ্গনানাম্ ।
শ্রবণাঙ্গবিলোচনাত্মভাবান্বচনস্পর্শবপুর্গুণৈর্জহার ॥ ৪২ ॥

বিগতে দিবসে ততো বিমানং বপুষা সূর্য ইব প্রদীপ্যমানঃ ।
তিমিরং বিজিঘাংসুরাত্মভাসা রবিরুদ্যন্নিব মেরুমারুরোহ ॥ ৪৩ ॥

কনকোজ্জ্বলদীপ্তদীপবৃক্ষং বরকালাগুরুধূপপূর্ণগর্ভম্ ।
অধিরুহ্য স বজ্রভক্তিচিত্রং প্রবরং কাঞ্চনমাসনং সিষেবে ॥ ৪৪ ॥

তত উত্তমমুত্তমাঙ্গনাস্তং তূর্যৈরুপতস্থুরিন্দ্রকল্পম্ ।
হিমবচ্ছিরসীব চন্দ্রগৌরে দ্রবিণেন্দ্রাত্মজমপ্সরোগণৌঘাঃ ॥ ৪৫ ॥

পরমৈরপি দিব্যতূর্যকল্পৈঃ স তু তৈর্নৈব রতিং যযৌ ন হর্ষম্ ।
পরমার্থসুখায় তস্য সাধোরভিনিশ্চিক্রমিষা যতো ন রেমে ॥ ৪৬ ॥

অথ তত্র সুরৈস্তপোবরিষ্ঠৈরকনিষ্ঠৈর্ব্যবসায়মস্য বুদ্ধ্বা ।
যুগপৎ প্রমদাজনস্য নিদ্রা বিহিতাসীদ্বিকৃতাশ্চ গাত্রচেষ্টাঃ ॥ ৪৭ ॥

অভবচ্ছয়িতা হি তত্র কাচিদ্ বিনিবেশ্য প্রচলে করে কপোলম্ ।
দয়িতামপি রুক্মপত্রচিত্রাং কুপিতেবাঙ্কগতাং বিহায় বীণাম্ ॥ ৪৮ ॥

বিবভৌ করলগ্নবেণুরন্যা স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা ।
ঋজুষট্পদপঙ্‌ক্তিজুষ্টপদ্মা জলফেনপ্রহসত্তটা নদীব ॥ ৪৯ ॥

নবপুষ্করগর্ভকোমলাভ্যাং তপনীয়োজ্জ্বলসংগতাঙ্গদাভ্যাম্ ।
স্বপিতি স্ম তথা পরা ভুজাভ্যাং পরিরভ্য প্রিয়বন্মৃদঙ্গমেব ॥ ৫০ ॥

নবহাটকভূষণাস্তথান্যা বসনং পীতমনুত্তমং বসানাঃ ।
অবশা ঘননিদ্রয়া নিপেতুর্গজভগ্না ইব কর্ণিকারশাখাঃ ॥ ৫১ ॥

অবলম্ব্য গবাক্ষপার্শ্বমন্যা শয়িতা চাপবিভুগ্নগাত্রযষ্টিঃ ।
বিররাজ বিলম্বিচারুহারা রচিতা তোরণশালভঞ্জিকেব ॥ ৫২ ॥

মণিকুণ্ডলদষ্টপত্রলেখং মুখপদ্মং বিনতং তথাপরস্যাঃ ।
শতপত্রমিবার্ধবক্রনাড়ং স্থিতকারণ্ডবঘট্টিতং চকাশে ॥ ৫৩ ॥

অপরাঃ শয়িতা যথোপবিষ্টাঃ স্তনভারৈরবনম্যমানগাত্রাঃ ।
উপগুহ্য পরস্পরং বিরেজুর্ভুজপাশৈস্তপনীয়পারিহার্যৈঃ ॥ ৫৪ ॥

মহতীং পরিবাদিনীং চ কাচিদ্বনিতালিঙ্গ্য সখীমিব প্রসুপ্তা ।
বিজুঘূর্ণ চলৎসুবর্ণসূত্রা বদনেনাকুলযোক্ত্রকেণ ॥ ৫৫ ॥

পণবং যুবতির্ভুজাংসদেশাদববিস্রংসিতচারুপাশমন্যা ।
সবিলাসরতান্ততান্তমূর্বোর্বিবরে কান্তমিবাভিনীয় শিশ্যে ॥ ৫৬ ॥

অপরা বভূবুর্নিমীলিতাক্ষ্যো বিপুলাক্ষ্যোঽপি শুভভ্রুবোঽপি সত্যঃ
প্রতিসংকুচিতারবিন্দকোশাঃ সবিতর্যস্তমিতে যথা নলিন্যঃ ॥ ৫৭ ॥

শিথিলাকুলমূর্ধজা তথান্যা জঘনস্রস্তবিভূষণাংশুকান্তা।
অশয়িষ্ট বিকীর্ণকণ্ঠসূত্রা গজভগ্না প্রতিযাতনাঙ্গনেব ॥ ৫৮ ॥

অপরাস্ত্ববশা হ্রিয়া বিযুক্তা ধৃতিমত্যোঽপি বপুর্গুণৈরুপেতাঃ।
বিনিশশ্বসুরুল্বণং শয়ানা বিকৃতাঃ ক্ষিপ্তভুজা জজৃম্ভিরে চ ॥ ৫৯ ।

ব্যপবিদ্ধবিভূষণস্রজোঽন্যা বিসৃতাগ্রন্থনবাসসো বিসংজ্ঞাঃ।
অনিমীলিতশুক্লনিশ্চলাক্ষ্যো ন বিরেজুঃ শয়িতা গতাসুকল্পাঃ ॥ ৬০ ॥

বিবৃতাস্যপুটা বিবৃদ্ধগাত্রী প্রপতদ্বক্ত্রজলা প্রকাশগুহ্যা।
অপরা মদঘূর্ণিতেব শিশ্যে ন বভাসে বিকৃতং বপুঃ পুপোষ ॥৬১॥

ইতি সত্ত্বকুলান্বয়ানুরূপং বিবিধং স প্রমদাজনঃ শয়ানঃ।
সরসঃ সদৃশং বভার রূপং পবনাবর্জিতরুগ্নপুষ্করস্য ॥৬২॥

সমবেক্ষ্য তথা তথা শয়ানা বিকৃতাস্তা যুবতীরধীরচেষ্টাঃ।
গুণবদ্বপুষোঽপি বল্গুভাষা নৃপসূনুঃ স বিগর্হয়াংবভূব ॥৬৩॥

অশুচির্বিকৃতশ্চ জীবলোকে বনিতানাময়মীদৃশঃ স্বভাবঃ।
বসনাভরণৈস্তু বঞ্চ্যমানঃ পুরুষঃ স্ত্রীবিষয়েষু রাগমেতি ॥৬৪॥

বিমৃশেদ্ যদি যোষিতাং মনুষ্যঃ প্রকৃতিং স্বপ্নবিকারমীদৃশং চ।
ধ্রুবমত্র ন বর্ধয়েৎ প্রমাদং গুণসংকল্পহতস্তু রাগমেতি ॥৬৫॥

ইতি তস্য তদন্তরং বিদিত্বা নিশি নিশ্চিক্রমিশা সমুদ্বভূব।
অবগম্য মনস্ততোঽস্য দেবৈর্ভবনদ্বারমপাবৃতং বভূব ॥৬৬॥

অথ সোঽবততার হর্ম্যপৃষ্ঠাদ্ যুবতীস্তাঃ শয়িতা বিগর্হমাণঃ।
অবতীর্য ততশ্চ নির্বিশঙ্কো গৃহকক্ষ্যাং প্রথমাং বিনির্জগাম ॥৬৭॥

তুরগাবচরং স বোধয়িত্বা জবিনং ছন্দকমিত্থমিত্যুবাচ।
হয়মানয় কন্থকং ত্বরাবানমৃতং প্রাপ্তুমিতোঽদ্য মে যিযাসা ॥৬৮॥

হৃদি যা মম তুষ্টিরদ্য জাতা ব্যবসায়শ্চ যথা মতৌ নিবিষ্টঃ।
বিজনেঽপি চ নাথবানিবাস্মি ধ্রুবমর্থোঽভিমুখঃ সমেত ইষ্টঃ ॥৬৯॥

হ্রিয়মেব চ সংনতিং চ হিত্বা শয়িতা মৎপ্রমুখে যথা যুবত্যঃ।
বিবৃতে চ যথা স্বয়ং কপাটে নিয়তং যাতুমতো মমাদ্য কালঃ ॥৭০॥

প্রতিগৃহ্য ততঃ স ভর্তুরাজ্ঞাং বিদিতার্থোঽপি নরেন্দ্রশাসনস্য।
মনসীব পরেণ চোদ্যমানস্তুরগস্যানয়নে মতিং চকার ॥৭১॥

অথ হেমখলীনপূর্ণবক্ত্রং লঘুশয্যাস্তরণোপগূঢ়পৃষ্ঠম্।
বলসত্ত্বজবান্বয়োপপন্নং স বরাশ্বং তমুপানিনায় ভর্ত্রে ॥৭২॥

পততত্রিকপুচ্ছমূলপার্ষ্ণিং নিভৃতহ্রস্বতনূজপুচ্ছকর্ণম্।
বিনতোন্নতপৃষ্ঠকুক্ষিপার্শ্বং বিপুলপ্রোথললাটকট্যুরস্কম্ ॥ ৭৩ ॥

উপগৃহ্য স তং বিশালবক্ষাঃ কমলাভেন চ সান্ত্বয়ন্ করেণ।
মধুরাক্ষরয়া গিরা শশাস ধ্বজিনীমধ্যমিব প্রবেষ্টুকামঃ ॥ ৭৪ ॥

বহুশঃ কিল শত্রবো নিরস্তাঃ সমরে ত্বামধিরুহ্য পার্থিবেন।
অহমপ্যমৃতং পদং যথাবৎ তুরগশ্রেষ্ঠ লভেয় তৎ কুরুষ্ব ॥ ৭৫ ॥

সুলভাঃ খলু সংযুগে সহায়া বিষয়াবাপ্তসুখে ধনার্জনে বা।
পুরুষস্য তু দুর্লভাঃ সহায়াঃ পতিতস্যাপদি ধর্মসংশ্রয়ে বা ॥ ৭৬ ॥

ইহ চৈব ভবন্তি যে সহায়াঃ কলুষে কর্মণি ধর্মসংশ্রয়ে বা।
অবগচ্ছতি মে যথান্তরাত্মা নিয়তং তেঽপি জনাস্তদংশভাজঃ ॥ ৭৭ ॥

তদিদং পরিগম্য ধর্মযুক্তং মম নির্যাণমিতো জগদ্ধিতায়।
তুরগোত্তম বেগবিক্রমাভ্যাং প্রযতস্বাত্মহিতে জগদ্ধিতে চ ॥ ৭৮ ।

ইতি সুহৃদমিবানুশিষ্য কৃত্যে তুরগবরং নৃবরো বনং যিযাসুঃ।
সিতমসিতগতিদ্যুতির্বপুষ্মান্ রবিরিব শরদম্ভ্রমারুরোহ ॥ ৭৯ ॥

অথ স পরিহরন্নিশীথচণ্ডং পরিজনবোধকরং ধ্বনিং সদশ্বঃ।
বিগতহনুরবঃ প্রশান্তহ্রেষশ্চকিতবিমুক্তপদক্রমো জগাম ॥ ৮০ ॥

কনকবলয়ভূষিতপ্রকোষ্ঠৈঃ কমলনিভৈঃ কমলানিব প্রবিধ্য।
অবনততনবস্ততোঽস্য যক্ষা শ্চকিতগতৈর্দধিরে খুরান্ করাগ্রৈঃ ॥ ৮১ ॥

গুরুপরিঘকপাটসংবৃতা যা ন সুখমপি দ্বিরদৈরপাব্রিয়ন্তে।
ব্রজতি নৃপসুতে গতস্বনাস্তাঃ স্বয়মভবন্বিবৃতাঃ পুরঃ প্রতোল্যঃ ॥ ৮২ ॥

পিতরমভিমুখং সুতং চ বালং জনমনুরক্তমনুত্তমাং চ লক্ষ্মীম্।
কৃতমতিরপহায় নির্ব্যপেক্ষঃ পিতৃনগরাৎ স ততো বিনির্জগাম ॥ ৮৩ ।

অথ স বিমলপঙ্কজায়তাক্ষঃ পুরমবলোক্য ননাদ সিংহনাদম্।
জননমরণযোরদৃষ্টপারো ন পুরমহং কপিলাহ্বয়ং প্রবেষ্টা ॥ ৮৪ ॥

ইতি বচনমিদং নিশম্য তস্য দ্রবিণপতেঃ পরিষদ্গণা ননন্দুঃ।
প্রমুদিতমনসশ্চ দেবসঙ্ঘা ব্যবসিতপারণমাশশংসিরেঽস্মৈ ॥ ৮৫ ॥

হুতবহবপুষো দিবৌকসোঽন্যে ব্যবসিতমস্য সুদুষ্করং বিদিত্বা।
অকৃষত তুহিনে পথি প্রকাশং ঘনবিবরপ্রসৃতা ইবেন্দুপাদাঃ ॥ ৮৬ ॥

হরিতুরগতুরঙ্গবত্তুরঙ্গঃ স তু বিচরন্মনসীব চোদ্যমানঃ।
অরুণপরুষতারমন্তরিক্ষং স চ সুবহূনি জগাম যোজনানি ॥ ৮৭ ॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে অভিনিষ্ক্রমণো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

ছন্দকনিবর্ত্তনঃ

ততো মুহূর্তাভ্যুদিতে জগচ্চক্ষুষি ভাস্করে।
ভার্গবস্যাশ্রমপদং স দদর্শ নৃণাং বরঃ ॥ ১ ॥

সুপ্তবিশ্বস্তহরিণং স্বস্থস্থিতবিহঙ্গমম্।
বিশ্রান্ত ইব যদ্ দৃষ্ট্বা কৃতার্থ ইব চাভবৎ ॥ ২ ॥

স বিস্ময়নিবৃত্ত্যর্থং তপঃপূজার্থমেব চ।
স্বাং চানুবর্তিতাং রক্ষন্নশ্বপৃষ্ঠাদবাতরৎ ॥ ৩ ॥

অবতীর্য চ পস্পর্শ নিস্তীর্ণমিতি বাজিনম্।
ছন্দকং চাব্রবীৎ প্রীতঃ স্নাপয়ন্নিব চক্ষুষা ॥ ৪ ॥

ইমং তার্ক্ষ্যোপমজবং তুরঙ্গমনুগচ্ছতা।
দর্শিতা সৌম্য মদ্ভক্তির্বিক্রমশ্চায়মাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

সর্বথাস্ম্যন্যকার্যেঽপি গৃহীতো ভবতা হৃদি।
ভর্তৃস্নেহশ্চ যস্যায়মীদৃশঃ শক্তিরেব চ ॥ ৬ ॥

অস্নিগ্ধোঽপি সমর্থোঽস্তি নিঃসামর্থ্যোঽপি ভক্তিমান্।
ভক্তিমাংশ্চৈব শক্তশ্চ দুর্লভস্ত্বদ্বিধো ভুবি ॥ ৭ ॥

তৎপ্রীতোঽস্মি তবানেন মহাভাগেন কর্মণা।
যস্য তে ময়ি ভাবোঽয়ং ফলেভ্যোঽপি পরাঙ্মুখঃ ॥ ৮ ॥

কো জনস্য ফলস্থস্য ন স্যাদভিমুখো জনঃ।
জনীভবতি ভূয়িষ্ঠং স্বজনোঽপি বিপর্যযে ॥ ৯ ॥

কুলার্থং ধার্যতে পুত্রঃ পোষার্থং সেব্যতে পিতা।
আশয়াচ্ছ্লিষ্যতি জগন্নাস্তি নিষ্কারণা স্বতা ॥ ১০ ॥

কিমুক্ত্বা বহু সংক্ষেপাৎ কৃতং মে সুমহৎপ্রিয়ম্।
নিবর্তস্বাশ্বমাদায় সংপ্রাপ্তোঽস্মীপ্সিতং পদম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুরনুশংসচিকীর্ষয়া।
ভূষণান্যবমুচ্যাস্মৈ সংতপ্তমনসে দদৌ ॥ ১২ ॥

মুকুটাদ্ দীপকর্মাণং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
ব্রুবন্বাক্যমিদং তস্থৌ সাদিত্য ইব মন্দরঃ ॥ ১৩ ॥

অনেন মণিনা ছন্দ প্রণম্য বহুশো নৃপঃ।
বিজ্ঞাপ্যোঽমুক্তবিশ্রম্ভং সন্তাপবিনিবৃত্তয়ে ॥ ১৪ ॥

জন্মমরণনাশার্থং প্রবিষ্টোঽস্মি তপোবনম্।
ন খলু স্বর্গতর্ষেণ নাস্নেহেন ন মন্যুনা ॥ ১৫ ॥

তদেবমভিনিষ্ক্রান্তং ন মাং শোচিতুমর্হসি।
ভূত্বাপি হি চিরং শ্লেষঃ কালেন ন ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ধ্রুবো যস্মাচ্চ বিশ্লেষস্তস্মান্মোক্ষায় মে মতিঃ।
বিপ্রয়োগঃ কথং ন স্যাদ্ ভূয়োঽপি স্বজনাদিতি ॥ ১৭ ॥

শোকত্যাগায় নিষ্ক্রান্তং ন মাং শোচিতুমর্হসি।
শোকহেতুষু কামেষু সক্তাঃ শোচ্যাস্তু রাগিণঃ ॥ ১৮ ॥

অয়ং চ কিল পূর্বেষামস্মাকং নিশ্চয়ঃ স্থিরঃ।
ইতি ছায়াদাভূতেন ন শোচ্যোঽস্মি পথা ব্রজন্ ॥ ১৯ ॥

ভবন্তি হ্যর্থদায়াদাঃ পুরুষস্য বিপর্যয়ে।
পৃথিব্যাং ধর্মদায়াদঃ দুর্লভাস্তু ন সন্তি বা ॥ ২০ ॥

যদপি স্যাদসময়ে যাতো বনমসাবিতি।
অকালো নাস্তি ধর্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি ॥ ২১ ॥

তস্মাদদ্যৈব মে শ্রেয়শ্চেতব্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
জীবিতে কো হি বিশ্রম্ভো মৃত্যৌ প্রত্যর্থিনি স্থিতে ॥ ২২ ॥

এবমাদি ত্বয়া সৌম্য বিজ্ঞাপ্যো বসুধাধিপঃ।
প্রযতেথাস্তথা চৈব যথা মাং ন স্মরেদপি ॥ ২৩ ॥

অপি নৈর্গুণ্যমস্মাকং বাচ্যং নরপতৌ ত্বয়া।
নৈর্গুণ্যাৎ ত্যজ্যতে স্নেহঃ স্নেহত্যাগান্ন শোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

ইতি বাক্যমিদং শ্রুত্বা ছন্দঃ সন্তাপবিক্লবঃ।
বাষ্পগ্রথিতয়া বাচা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫ ॥

অনেন তব ভাবেন বান্ধবায়াসদায়িনা।
ভর্তঃ সীদতি মে চেতো নদীপঙ্ক ইব দ্বিপঃ ॥ ২৬ ॥

কস্য নোৎপাদয়েদ্বাষ্পং নিশ্চয়স্তেঽয়মীদৃশঃ।
অয়োময়েঽপি হৃদয়ে কিং পুনঃ স্নেহবিক্লবে ॥ ২৭ ॥

বিমানশয়নার্হং হি সৌকুমার্যমিদং ক্ব চ।
খরদর্ভাঙ্কুরবতী তপোবনমহী ক্ব চ ॥ ২৮ ॥

শ্রুত্বা তু ব্যবসায়ং তে যদশ্বোঽয়ং ময়াহৃতঃ।
বলাৎকারেণ তন্নাথ দৈবেনৈবাস্মি কারিতঃ ॥ ২৯ ॥

কথং হ্যাত্মবশো জানন্ ব্যবসায়মিমং তব।
উপানয়েয়ং তুরগং শোকং কপিলবাস্তুনঃ ॥ ৩০ ॥

তন্নার্হসি মহাবাহো বিহাতুং পুত্রলালসম্।
স্নিগ্ধং বৃদ্ধং চ রাজানং সদ্ধর্মমিব নাস্তিকঃ ॥ ৩১ ॥

সংবর্ধনপরিশ্রান্তাং দ্বিতীয়াং তাং চ মাতরম্।
দেবীং নার্হসি বিস্মর্তুং কৃতঘ্ন ইব সৎক্রিয়াম্ ॥ ৩২ ॥

বালপুত্রং গুণবতীং কুলশ্লাঘ্যাং পতিব্রতাম্ ।
দেবীমর্হসি ন ত্যক্তুং ক্লীবঃ প্রাপ্তামিব শ্রিয়ম্ ।। ৩৩ ।।

পুত্রং যাশোধরং শ্লাঘ্যং যশোধর্মভৃতাং বরম্ ।
বালমর্হসি ন ত্যক্তুং ব্যসনীবোত্তমং যশঃ ।। ৩৪ ।।

অথ বন্ধুং চ রাজ্যং চ ত্যক্তুমেব কৃতা মতিঃ ।
মাং নার্হসি বিভো ত্যক্তুং ত্বৎপাদৌ হি গতির্মম ।। ৩৫ ।।

নাস্মি যাতুং পুরং শক্তো দহ্যমানেন চেতসা ।
ত্বামরণ্যে পরিত্যজ্য সুমন্ত্র ইব রাঘবম্ ।। ৩৬ ।।

কিং হি বক্ষ্যতি মাং রাজা ত্বদৃতে নগরং গতম্ ।
বক্ষ্যাম্যুচিতদর্শিত্বাৎ কিং তবান্তঃপুরাণি বা ।। ৩৭ ।।

যদপ্যাত্থাপি নৈর্গুণ্যং বাচ্যং নবপতাবিতি ।
কিং তদ্বক্ষ্যাম্যভূতং তে নির্দোষস্য মুনেরিব ।। ৩৮ ।।

হৃদয়েন সলজ্জেন জিহ্বয়া সজ্জমানয়া ।
অহং যদ্যপি বা ব্রুয়াং কস্তচ্ছ্রদ্ধাতুমর্হতি ।। ৩৯ ।।

যো হি চন্দ্রমসস্তৈক্ষ্ণ্যং কথয়েচ্ছ্রদ্দধীত বা ।
স দোষাংস্তব দোষজ্ঞ কথয়েচ্ছ্রদ্দধীত বা ।। ৪০ ।।

সানুক্রোশস্য সততং নিত্যং করুণবেদিনঃ ।
স্নিগ্ধত্যাগো ন সদৃশো নিবর্তস্ব প্রসীদ মে ।। ৪১ ।।

ইতি শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা ছন্দস্য ভাষিতম্ ।
স্বস্থঃ পরমযা ধৃত্যা জগাদ বদতাং বরঃ ।।৪২।।

মদ্বিয়োগং প্রতি ছন্দ সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্ ।
নানাভাবো হি নিয়তং পৃথগ্জাতিষু দেহিষু ।।৪৩।।

স্বজনং যদ্যপি স্নেহান্ন ত্যজেয়মহং স্বয়ম্ ।
মৃত্যুরন্যোন্যমবশানস্মান্ সংত্যাজয়িষ্যতি ।।৪৪।।

মহত্যা তৃষ্ণয়া দুঃখৈর্গর্ভেণাস্মি যয়া ধৃতঃ ।
তস্যা নিষ্ফলযত্নায়াঃ ক্বাহং মাতুঃ ক্ব সা মম ।।৪৫।।

বাসবৃক্ষে সমাগম্য বিগচ্ছন্তি যথাণ্ডজাঃ ।
নিয়তং বিপ্রয়োগান্তস্তথা ভূতসমাগমঃ ।।৪৬।।

সমেত্য চ যথা ভূয়ো ব্যপযান্তি বলাহকাঃ ।
সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ তথা মে প্রাণিনাং মতঃ ।।৪৭।।

যস্মাদ্ যাতি চ লোকোঽয়ং বিপ্রলভ্য পরংপরম্ ।
মমত্বং ন ক্ষমং তস্মাৎ স্বপ্নভূতে সমাগমে ।।৪৮।।

সহজেন বিযুজ্যন্তে পর্ণরাগেণ পাদপাঃ ।
অন্যেনান্যস্য বিশ্লেষঃ কিং পুনর্ন ভবিষ্যতি ।।৪৯।।

তদেবং সতি সন্তাপং মা কার্ষীঃ সৌম্য গম্যতাম্ ।
লম্বতে যদি তু স্নেহো গত্বাপি পুনরাব্রজ ॥৫০॥
ব্রূয়াশ্চাস্মৎকৃতাপেক্ষং জনং কপিলবাস্তুনি ।
ত্যজ্যতাং তদ্গতঃ স্নেহঃ শ্রূয়তাং চাস্য নিশ্চয়ঃ ॥৫১॥
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বা কৃত্বা জন্মমৃত্যুক্ষয়ং কিল ।
অকৃতার্থো নিরারম্ভো নিধনং যাস্যতীতি বা ॥৫২॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কন্থকস্তুরগোত্তমঃ ।
জিহ্বয়া লিলিহে পাদৌ বাষ্পমুষ্ণং মুমোচ চ ॥৫৩॥
জালিনা স্বস্তিকাঙ্কেন চক্রমধ্যেন পাণিনা ।
আমমর্শ কুমারস্তং বভাষে চ বয়স্যবৎ ॥৫৪॥
মুঞ্চ কন্থক মা বাষ্পং দর্শিতেয়ং সদশ্বতা ।
মৃষ্যতাং সফলঃ শীঘ্রং শ্রমস্তেহয়ং ভবিষ্যতি ॥৫৫॥
মণিৎসরুং ছন্দকহস্তসংস্থং ততঃ স ধীরো নিশিতং গৃহীত্বা ।
কোশাদসিং কাঞ্চনভক্তিচিত্রং বিলাদিবাশীবিষমুদ্ববর্হ ॥৫৬॥
নিষ্কাস্য তং চোৎপলপত্রনীলং চিচ্ছেদ চিত্রং মুকুটং সকেশম্ ।
বিকীর্যমাণাংশুকমন্তরীক্ষে চিক্ষেপ চৈনং সরসীব হংসম্ ॥৫৭॥
পূজাভিলাষেণ চ বাহুমান্যাদ্দিবৌকসস্তং জগৃহুঃ প্রবিদ্ধম্ ।
যথাবদেনং দিবি দেবসঙ্ঘা দিব্যৈর্বিশেষৈর্মহয়াং চ চক্রুঃ ।৫৮॥
মুক্ত্বা ত্বলংকারকলত্রবত্তাং শ্রীবিপ্রবাসং শিরসশ্চ কৃত্বা ।
দৃষ্ট্বাংশুকং কাঞ্চনহংসচিহ্নং বন্যং স ধীরোঽভিচকাঙ্ক্ষ বাসঃ ॥৫৯॥
ততো মৃগব্যাধবপুর্দিবৌকা ভাবং বিদিত্বাস্য বিশুদ্ধভাবঃ ।
কাষায়বস্ত্রোঽভিযযৌ সমীপং তং শাক্যরাজপ্রভবোঽভ্যুবাচ ॥৬০॥
শিবং চ কাষায়মৃষিধ্বজস্তে ন যুজ্যতে হিংস্রমিদং ধনুশ্চ ।
তৎ সৌম্য যদ্যস্তি ন সক্তিরত্র মহ্যং প্রযচ্ছেদমিদং গৃহাণ ॥৬১॥
ব্যাধোঽব্রবীৎ কামদ কামমারাদনেন বিশ্বাস্য মৃগান্নিহন্মি ।
অর্থস্তু শক্রোপম যদ্যনেন হন্ত প্রতীচ্ছানয় শুক্লমেতৎ ॥৬২॥
পরেণ হর্ষেণ ততঃ স বন্যং জগ্রাহ বাসোঽংশুকমুৎসসর্জ ।
ব্যাধস্তু দিব্যং বপুরেব বিভ্রত্তচ্ছুক্লমাদায় দিবং জগাম ॥৬৩॥
ততঃ কুমারশ্চ স চাশ্বগোপস্তস্মিংস্তথা যাতি বিসিস্মিয়াতে ।
আরণ্যকে বাসসি চৈব ভূয়স্তস্মিন্নকার্ষ্টাং বহুমানমাশু ।৬৪॥
ছন্দং ততঃ সাশ্রুমুখং বিসৃজ্য কাষায়সংভৃদ্ধৃতি কীর্তিভৃৎ সঃ ।
যেনাশ্রমস্তেন যযৌ মহাত্মা সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবোড়ুরাজঃ ॥৬৫॥
ততস্তথা ভর্তরি রাজ্যনিঃস্পৃহে তপোবনং যাতি বিবর্ণবাসসি ।
ভুজৌ সমুৎক্ষিপ্য ততঃ স বাজিভৃদ্ভৃশং বিচুক্রোশ পপাত চ ক্ষিতৌ ॥৬৬॥

বিলোক্য ভূয়শ্চ রুরোদ সস্বরং হয়ং ভুজাভ্যামুপগুহ্য কন্থকম্ ।
ততো নিরাশো বিলপন্মুহুর্মুহুর্যযৌ শরীরেণ পুরং ন চেতসা ॥৬৭॥

ক্বচিৎ প্রদধ্যৌ বিললাপ চ ক্বচিৎ ক্বচিৎপ্রচস্খাল পপাত চ ক্বচিৎ ।
অতো ব্রজন্ ভক্তিবশেন দুঃখিতশ্চচার বহ্বীরবশঃ পথি ক্রিয়াঃ ॥৬৮॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে ছন্দকনিবর্তনো নাম ষষ্ঠ সর্গঃ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

তপোবন প্রবেশঃ

ততো বিসৃজ্যাশ্রুমুখং রুদন্তং ছন্দং বনচ্ছন্দতয়া নিরাস্থঃ ।
সর্বার্থসিদ্ধো বপুষাভিভূয় তমাশ্রমং সিদ্ধ ইব প্রপেদে ॥১॥

স রাজসূনুর্মৃগরাজগামী মৃগাজিরং তন্মৃগবৎ প্রবিষ্টঃ ।
লক্ষ্মীবিযুক্তোঽপি শরীরলক্ষ্ম্যা চক্ষুংষি সর্বাশ্রমিণাং জহার ॥২॥

স্থিতা হি হস্তস্থযুগাস্তথৈব কৌতূহলাচ্চক্রধরাঃ সদারাঃ ।
তমিন্দ্রকল্পং দদৃশুর্ন জগ্মুর্ধুর্যা ইবার্ধাবনতৈঃ শিরোভিঃ ॥৩॥

বিপ্রাশ্চ গত্বা বহিরিধ্মহেতোঃ প্রাপ্তাঃ সমিৎপুষ্পপবিত্রহস্তাঃ ।
তপঃপ্রধানাঃ কৃতবুদ্ধয়োঽপি তং দ্রষ্টুমীয়ুর্ন মঠানভীয়ুঃ ॥৪॥

হৃষ্টাশ্চ কেকা মুমুচুর্ময়ূরা দৃষ্টবাম্বুদং নীলমিবোন্নমন্তঃ ।
শষ্পাণি হিত্বাভিমুখাশ্চ তস্থুর্মৃগাশ্চলাক্ষা মৃগচারিণশ্চ ॥৫॥

দৃষ্ট্বা তমিক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপং জ্বলন্তমুদ্যন্তমিবাংশুমন্তম্ ।
কৃতেঽপি দোহে জনিতপ্রমোদাঃ প্রস্রুবুর্হোমদুহশ্চ গাবঃ ॥৬॥

কচ্চিদ্বসূনাময়মষ্টমঃ স্যাৎ স্যাদশ্বিনোরন্যতরশ্চ্যুতো বা ।
উচ্চেরুরুচ্চৈরিতি তত্র বাচস্তদ্দর্শনাদ্বিস্ময়জা মুনীনাম্ ॥৭॥

লেখর্ষভস্যেব বপুর্দ্বিতীয়ং ধামেব লোকস্য চরাচরস্য ।
স দ্যোতয়ামাস বনং হি কৃৎস্নং যদৃচ্ছয়া সূর্য ইবাবতীর্ণঃ ॥৮॥

ততঃ স তৈরাশ্রমিভির্যথাবদভ্যর্চিতশ্চোপনিমন্ত্রিতশ্চ ।
প্রত্যর্চয়াং ধর্মভৃতো বভূব স্বরেণ সাম্ভোঽম্বুধরোপমেন ॥৯॥

কীর্ণং তথা পুণ্যকৃতা জনেন স্বর্গাভিকামেন বিমোক্ষকামঃ ।
তমাশ্রমং সোঽনুচচার ধীরস্তপাংসি চিত্রাণি নিরীক্ষমাণঃ ॥১০॥

তপোবিকারাংশ্চ নিরীক্ষ্য সৌম্যস্তপোবনে তত্র তপোধনানাম্ ।
তপস্বিনং কঞ্চিদনুব্রজন্তং তত্ত্বং বিজিজ্ঞাসুরিদং বভাষে ॥১১॥

তৎপূর্বমদ্যাশ্রমদর্শনং মে যস্মাদিমং ধর্মবিধিং ন জানে ।
তস্মাদ্ভবানর্হতি ভাষিতুং মে যো নিশ্চয়ো যৎপ্রতি বঃ প্রবৃত্তঃ ॥১২॥

ততো দ্বিজাতিঃ স তপোবিহারঃ শাক্যর্ষভায়র্ষভবিক্রমায় ।
ক্রমেণ তস্মৈ কথয়াংচকার তপোবিশেষাংস্তপসঃ ফলং চ ॥১৩॥

অগ্রাম্যমন্নং সলিলে প্ররূঢ়ং পর্ণানি তোয়ং ফলমূলমেব ।
যথাগমং বৃত্তিরিয়ং মুনীনাং ভিন্নাস্তু তে তে তপসাং বিকল্পাঃ ॥১৪॥

উঞ্ছেন জীবন্তি খগা ইবান্যে তৃণানি কেচিন্মৃগবচ্চরন্তি ।
কেচিদ্ ভুজঙ্গৈঃ সহ বর্তয়ন্তি বল্মীকভূতা বনমারুতেন ॥১৫॥

অশ্মপ্রযত্নার্জিতবৃত্তয়োঽন্যে কেচিৎস্বদন্তাপহতান্নভক্ষাঃ ।
কৃত্বা পরার্থং শ্রপণং তথান্যে কুর্বন্তি কার্যং যদি শেষমস্তি ॥১৬॥

কেচিজ্জলক্লিন্নজটাকলাপা দ্বিঃ পাবকং জুহ্বতি মন্ত্রপূর্বম্ ।
মীনৈঃ সমং কেচিদপো বিগাহ্য বসন্তি কূর্মোল্লিখিতৈঃ শরীরৈঃ ॥১৭॥

এবংবিধৈঃ কালচিতৈস্তপোভিঃ পরৈর্দিবং যান্ত্যপরৈর্নৃলোকম্ ।
দুঃখেন মার্গেণ সুখং হ্যুপৈতি সুখং হি ধর্মস্য বদন্তি মূলম্ ॥১৮॥

ইত্যেবমাদি দ্বিপদেন্দ্রবৎসঃ শ্রুত্বা বচস্তস্য তপোধনস্য ।
অদৃষ্টতত্ত্বোঽপি ন সংতুতোষ শনৈরিদং চাত্মগতং বভাষে ॥১৯॥

দুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলং চ ।
লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবন্তঃ স্বল্পে শ্রমঃ খল্বয়মাশ্রমাণাম্ ॥২০॥

প্রিয়াংশ্চ বন্ধূন্বিষয়াংশ্চ হিত্বা যে স্বর্গহেতোর্নিয়মং চরন্তি ।
তে বিপ্রযুক্তাঃ খলু গন্তুকামা মহত্তরং বন্ধনমেব ভূয়ঃ ॥২১॥

কায়ক্লমৈর্যশ্চ তপোঽভিধানৈঃ প্রবৃত্তিমাকাঙ্ক্ষতি কামহেতোঃ ।
সংসারদোষানপরীক্ষমাণো দুঃখেন সোঽন্বিচ্ছতি দুঃখমেব ॥২২॥

ত্রাসশ্চ নিত্যং মরণাৎ প্রজানাং যত্নেন চেচ্ছন্তি পুনঃপ্রসূতিম্ ।
সত্যাং প্রবৃত্তৌ নিয়তশ্চ মৃত্যুস্তত্রৈব মগ্না যত এব ভীতাঃ ॥২৩॥

ইহার্থমেকে প্রবিশন্তি খেদং স্বর্গার্থমন্যে শ্রমমাপ্নুবন্তি ।
সুখার্থমাশাকৃপণোঽকৃতার্থঃ পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ ॥২৪॥

ন খল্বয়ং গর্হিত এব যত্নো যো হীনমুৎসৃজ্য বিশেষগামী ।
প্রাজ্ঞৈঃ সমানেন পরিশ্রমেণ কার্যং তু তদ্ যত্র পুনর্ন কার্যম্ ॥২৫॥

শরীরপীড়া তু যদীহ ধর্মঃ সুখং শরীরস্য ভবত্যধর্মঃ ।
ধর্মেণ চাপ্নোতি সুখং পরত্র তস্মাদধর্মং ফলতীহ ধর্মঃ ॥২৬॥

যতঃ শরীরং মনসো বশেন প্রবর্ততে চাপি নিবর্ততে চ ।
যুক্তো দমশ্চেতস এব তস্মাচ্চিত্তাদৃতে কাষ্ঠসমং শরীরম্ ॥২৭॥

আহারশুদ্ধ্যা যদি পুণ্যমিষ্টং তস্মান্মৃগাণামপি পুণ্যমস্তি ।
যে চাপি বাহ্যাঃ পুরুষাঃ ফলেভ্যো ভাগ্যাপরাধেন পরাঙ্মুখার্থাঃ ॥২৮॥

দুঃখেঽভিসংধিস্ত্বথ পুণ্যহেতুঃ সুখেঽপি কার্যো ননু সোঽভিসংধিঃ ।
অথ প্রমাণং ন সুখেঽভিসংধির্দুঃখে প্রমাণং ননু নাভিসংধিঃ ॥২৯॥

তথৈব যে কর্মবিশুদ্ধিহেতোঃ স্পৃশন্ত্যপস্তীর্থমিতি প্রবৃত্তাঃ ।
তত্রাপি তোষো হৃদি কেবলোঽয়ং ন পাবয়িষ্যন্তি হি পাপমাপঃ ॥৩০॥

স্পৃষ্টং হি যদ্‌গুণবদ্ভিরম্ভস্তত্তৎ পৃথিব্যাং যদি তীর্থমিষ্টম্ ।
তস্মাদ্‌গুণানেব পরৈমি তীর্থমাপস্তু নিঃসংশয়মাপ এব ॥৩১॥

ইতি স্ম তত্তদ্ বহুযুক্তিযুক্তং জগাদ চাস্তং চ যযৌ বিবস্বান্ ।
ততো হবির্ধূমবিবর্ণবৃক্ষং তপঃপ্রশান্তং স বনং বিবেশ ॥৩২॥

অভ্যুদ্ধৃতপ্রজ্বলিতাগ্নিহোত্রং কৃতাভিষেকর্ষিজনাবকীর্ণম্ ।
জাপ্যস্বনাকূজিতদেবকোষ্ঠং ধর্মস্য কর্মান্তমিব প্রবৃত্তম্ ॥৩৩॥

কাশ্চিন্নিশাস্তত্র নিশাকরাভঃ পরীক্ষমাণশ্চ তপাংস্যুবাস ।
সর্বং পরিক্ষেপ্য তপশ্চ মত্বা তস্মাত্তপঃক্ষেত্রতলাজ্জগাম ॥৩৪॥

অন্বব্রজন্নাশ্রমিণস্ততস্তং তদ্রূপমাহাত্ম্যগতৈর্মনোভিঃ ।
দেশাদনার্যৈরভিভূয়মানান্মহর্ষয়ো ধর্মমিবাপযান্তম্ ॥৩৫॥

ততো জটাবল্কলচীরখেলাংস্তপোধনাংশ্চৈব স তান্দদর্শ ।
তপাংসি চৈষামনুরুধ্যমানস্তস্থৌ শিবে শ্রীমতি বৃক্ষমূলে ॥৩৬॥

অথোপসৃত্যাশ্রমবাসিনস্তং মনুষ্যবর্যং পরিবার্য তস্থুঃ ।
বৃদ্ধশ্চ তেষাং বহুমানপূর্বং কলেন সাম্না গিরমিত্যুবাচ ॥৩৭॥

ত্বয্যাগতে পূর্ণ ইবাশ্রমোঽভূৎ সংপদ্যতে শূন্য ইব প্রয়াতে ।
তস্মাদিমং নার্হসি তাত হাতুং জিজীবিষোর্দেহমিবেষ্টমায়ুঃ ॥৩৮॥

ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিজুষ্টঃ পুণ্যঃ সমীপে হিমবান্ হি শৈলঃ ।
তপাংসি তান্যেব তপোধনানাং যৎসন্নিকর্ষাদ্বহুলীভবন্তি ॥৩৯॥

তীর্থানি পুণ্যান্যভিতস্তথৈব সোপানভূতানি নভস্তলস্য ।
জুষ্টানি ধর্মাত্মভিরাত্মবদ্ভির্দেবর্ষিভিশ্চৈব মহর্ষিভিশ্চ ॥৪০॥

ইতশ্চ ভূয়ঃ ক্ষমমুত্তরৈব দিক্‌সেবিতুং ধর্মবিশেষহেতোঃ ।
ন তু ক্ষমং দক্ষিণতো বুধেন পদং ভবেদেকমপি প্রয়াতুম্ ॥৪১॥

তপোবনেঽস্মিন্নথ নিষ্ক্রিয়ো বা সংকীর্ণধর্মাপতিতোঽশুচির্বা ।
দৃষ্টস্ত্বয়া যেন ন তে বিবৎসা তদ্ব্রূহি যাবদ্রুচিতোঽস্তু বাসঃ ॥৪২॥

ইমে হি বাঞ্ছন্তি তপঃসহায়ং তপোনিধানপ্রতিমং ভবন্তম্ ।
বাসস্ত্বয়া হীন্দ্রসমেন সার্ধং বৃহস্পতেরভ্যুদয়াবহঃ স্যাৎ ॥৪৩॥

ইত্যেবমুক্তে স তপস্বিমধ্যে তপস্বিমুখ্যেন মনীষিমুখ্যঃ ।
ভবপ্রণাশায় কৃতপ্রতিজ্ঞঃ স্বং ভাবমন্তর্গতমাচচক্ষে ॥৪৪॥

ঋজ্বাত্মনাং ধর্মভৃতাং মুনীনামিষ্টাতিথিত্বাৎ স্বজনোপমানাম্ ।
এবং বিধৈর্মাং প্রতি ভাবজাতৈঃ প্রীতিঃ পরা মে জনিতশ্চ মানঃ ॥৪৫॥

স্নিগ্ধাভিরাভির্হৃদয়ংগমাভিঃ সমাসতঃ স্নাত ইবাস্মি বাগ্ভিঃ ।
রতিশ্চ মে ধর্মনবগ্রহস্য বিস্পন্দিতা সংপ্রতি ভূয় এব ॥৪৬॥

এবং প্রবৃত্তান্ ভবতঃ শরণ্যানতীব সংদর্শিতপক্ষপাতান্ ।
যাস্যামি হিত্বেতি মমাপি দুঃখং যথৈব বন্ধুংস্ত্যজতস্তথৈব ।।৪৭।।

স্বর্গায় যুষ্মাকময়ং তু ধর্মো মমাভিলাষস্তু পুনর্ভবায় ।
অস্মিন্ বনে যেন ন মে বিবৎসা ভিন্নঃ প্রবৃত্ত্যা হি নিবৃত্তিধর্মঃ ।।৪৮।।

তন্নারতির্মে ন পরাপচারো বনাদিতো যেন পরিব্রজামি ।
ধর্মে স্থিতাঃ পূর্বযুগানুরূপে সর্বে ভবন্তো হি মহর্ষিকল্পাঃ ।।৪৯।।

ততো বচঃ সূনৃতমর্থবচ্চ সুশ্লক্ষ্ণমোজস্বি চ গর্বিতং চ ।
শ্রুত্বা কুমারস্য তপস্বিনস্তে বিশেষযুক্তং বহুমানমীয়ুঃ ।।৫০।।

কশ্চিদ্ দ্বিজস্তত্র তু ভস্মশায়ী প্রাংশুঃ শিখী দারবচীরবাসাঃ ।
আপিঙ্গলাক্ষস্তনুদীর্ঘঘোণঃ কুণ্ডৈকহস্তো গিরমিত্যুবাচ ।।৫১।।

ধীমন্নুদারঃ খলু নিশ্চয়স্তে যস্তং যুবা জন্মনি দৃষ্টদোষঃ ।
স্বর্গাপবর্গৌ হি বিচার্য সম্যাগ্ যস্যাপবর্গে মতিরস্তি সোঽস্তি ।।৫২।।

যজ্ঞৈস্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈঃ স্বর্গং যিযাসন্তি হি রাগবন্তঃ ।
রাগেণ সার্ধং রিপুণেব যুদ্ধ্বা মোক্ষং পরীপ্সন্তি তু সত্ত্ববন্তঃ ।।৫৩।।

তদ্বুদ্ধিরেষা যদি নিশ্চিতা তে তূর্ণং ভবান্ গচ্ছতু বিন্ধ্যকোষ্ঠম্ ।
অসৌ মুনিস্তত্র বসত্যরাড়ো যো নৈষ্ঠিকে শ্রেয়সি লব্ধচক্ষুঃ ।।৫৪।

তস্মাদ্ভবাঞ্ছ্রোষ্যতি তত্ত্বমার্গং সত্যাং রুচৌ সংপ্রতিপৎস্যতে চ ।
যথা তু পশ্যামি মতিস্তথৈষা তস্যাপি যাস্যত্যবধূয় বুদ্ধিম্ ।।৫৫।।

স্পষ্টোচ্চঘোণং বিপুলায়তাক্ষং তাম্রাধরৌষ্ঠং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রম্ ।
ইদং হি বক্ত্রং তনুরক্তজিহ্বং জ্ঞেয়ার্ণবং পাস্যতি কৃৎস্নমেব ।।৫৬।।

গম্ভীরতা যা ভবতস্ত্বগাধা যা দীপ্ততা যানি চ লক্ষণানি ।
আচার্যকং প্রাপ্স্যসি তৎপৃথিব্যাং যন্নর্ষিভিঃ পূর্বযুগেঽপ্যবাপ্তম্ ।।৫৭।।

পরমমিতি ততো নৃপাত্মজ স্তমৃষিজনং প্রতিনন্দ্য নির্যযৌ ।
বিধিবদনুবিধায় তেঽপি তং প্রবিবিশুরাশ্রমিণস্তপোবনম্ ।।৫৮।।

।। ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে তপোবনপ্রবেশো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

অষ্টমঃ সর্গঃ

অন্তঃপুরবিলাপঃ

ততস্তুরঙ্গাবচরঃ স দুর্মনাস্তথা বনং ভর্তরি নির্মমে গতে ।
চকার যত্নং পথি শোকনিগ্রহে তথাপি চৈবাশ্রু ন তস্য চিক্ষিয়ে ।।১।।

যমেকরাত্রেণ তু ভর্তুরাজ্ঞয়া জগাম মার্গং সহ তেন বাজিনা ।
ইয়ায় ভর্তুর্বিরহং বিচিন্তয়ংস্তমেব পন্থানমহোভিরষ্টভিঃ ।।২।।

হয়শ্চ সৌজা বিচচার কন্থকস্ততাম ভাবেন বভূব নির্মদঃ ।
অলংকৃতশ্চাপি তথৈব ভূষণৈরভূদ্গতশ্রীরিব তেন বর্জিতঃ ।।৩।।

নিবৃত্য চৈবাভিমুখস্তপোবনং
ভৃশং জিহ্রেষে করুণং মুহুর্মুহুঃ ।
ক্ষুধান্বিতোঽপ্যধ্বনি শষ্পমম্বু বা
যথা পুরা নাভিননন্দ নাদদে ।।৪।।

ততো বিহীনং কপিলাহ্বয়ং পুরং মহাত্মনা তেন জগদ্ধিতাত্মনা ।
ক্রমেণ তৌ শূন্যমিবোপজগ্মতুর্দিবং রবেণেব বিনাকৃতং নভঃ ।।৫।।

সপুণ্ডরীকৈরপি শোভিতং জলৈরলংকৃতং পুষ্পধরৈর্নগৈরপি ।
তদেব তস্যোপবনং বনোপমং গতপ্রহর্ষৈর্ন ররাজ নাগরৈঃ ।।৬।।

ততো ভ্রমদ্ভির্দিশি দীনমানসৈরনুজ্জ্বলৈর্বাষ্পহতেক্ষণৈর্নরৈঃ ।
নিবার্যমাণাবিব তাবুভৌ পুরং শনৈরপস্নাতমিবাভিজগ্মতুঃ ।।৭।।

নিশাম্য চ স্রস্তশরীরগামিনৌ
বিনাগতৌ শাক্যকুলর্ষভেণ তৌ ।
মুমোচ বাষ্পং পথি নাগরো জনঃ
পুরা রথে দাশরথেরিবাগতে ।।৮।।

অথ ব্রুবন্তঃ সমুপেতমন্যবো জনা পথি ছন্দকমাগতাশ্রবঃ ।
ক্ব রাজপুত্রঃ পুররাষ্ট্রনন্দনো হৃতস্ত্বয়াসাবিতি পৃষ্ঠতোঽন্বযুঃ ।।৯।।

ততঃ স তান্ ভক্তিমতোঽব্রবীজ্জনান্নরেন্দ্রপুত্রং ন পরিত্যজাম্যহম্ ।
রুদন্নহং তেন তু নির্জনে বনে গৃহস্থবেশশ্চ বিসর্জিতাবিতি ।।১০।।

ইদং বচস্তস্য নিশম্য তে জনাঃ সুদুষ্করং খল্বিতি নিশ্চয়ং যযুঃ ।
পতদ্ধি জহ্রুঃ সলিলং ন নেত্রজং মনো নিনিন্দুশ্চ ফলোত্থমাত্মনঃ ।।১১।।

অথোচুরদ্যৈব বিশাম তদ্বনং গতঃ স যত্র দ্বিপরাজবিক্রমঃ ।
জিজীবিষা নাস্তি হি তেন নো বিনা যথেন্দ্রিয়াণাং বিগমে শরীরিণাম্ ।।১২ ।।

ইদং পুরং তেন বিবর্জিতং বনং বনং চ তত্তেন সমন্বিতং পুরম্ ।
ন শোভতে তেন হি নো বিনা পুরং মরুত্বতা বৃত্রবধে যথা দিবম্ ।।১৩।।

পুনঃ কুমারো বিনিবৃত্য ইত্যথো গবাক্ষমালাঃ প্রতিপেদিরেঽঙ্গনাঃ ।
বিবিক্তপৃষ্ঠং চ নিশাম্য বাজিনং পুনর্গবাক্ষাণি পিধায় চুক্রুশুঃ ।।১৪।।

প্রবিষ্টদীক্ষস্তু সুতোপলব্ধয়ে ব্রতেন শোকেন চ খিন্নমানসঃ ।
জজাপ দেবায়তনে নরাধিপশ্চকার তাস্তাশ্চ যথাশয়াঃ ক্রিয়াঃ ।।১৫।।

ততঃ স বাষ্পপ্রতিপূর্ণলোচনস্তুরঙ্গমাদায় তুরঙ্গমানুগঃ ।
বিবেশ শোকাভিহতো নৃপক্ষয়ং যুধাপনীতে রিপুণেব ভর্তরি ।।১৬।।

বিগাহমানশ্চ নরেন্দ্রমন্দিরং বিলোকয়ন্নশ্রুবহেন চক্ষুষা ।
স্বরেণ পুষ্টেন রুরাব কন্থকো জনায় দুঃখং প্রতিবেদয়ন্নিব ।।১৭ ।।

ততঃ খগাশ্চ ক্ষয়মধ্যগোচরাঃ সমীপবন্ধস্তুরগাশ্চ সংকৃতাঃ।
হয়স্য তস্য প্রতিসস্বনুঃ স্বনং নরেন্দ্রসূনোরুপযানশঙ্কিনঃ ॥১৮॥

জনাশ্চ হর্ষাতিশয়েন বঞ্চিতা জনাধিপান্তঃপুরসংনিকর্ষগাঃ।
যথা হয়ঃ কন্থক এষ হেষতে ধ্রুবং কুমারো বিশতীতি মেনিরে ॥১৯॥

অতিপ্রহর্ষাদথ শোকমূর্ছিতাঃ কুমারসন্দর্শনলোললোচনাঃ।
গৃহাদ্বিনিশ্চক্রমুরাশয়া স্ত্রিয়ঃ শরৎপয়োদাদিব বিদ্যুতশ্চলাঃ ॥২০॥

বিলম্বকেশ্যো মলিনাংশুকাম্বরা নিরঞ্জনৈর্বাষ্পহতেক্ষণৈর্মুখৈঃ।
স্ত্রিয়ো ন রেজুর্মৃজয়া বিনাকৃতা দিবীব তারা রজনীক্ষয়ারুণাঃ ॥২১॥

অরক্ততাম্রৈশ্চরণৈরনূপুরৈরকুণ্ডলৈরার্জবকন্ধরৈর্মুখৈঃ।
স্বভাবপীনৈর্জঘনৈরমেখলৈরহারযোক্ত্রৈর্মুষিতৈরিব স্তনৈঃ ॥২২॥

নিরীক্ষ্য তা বাষ্পপরীতলোচনা নিরাশ্রয়ং ছন্দকমশ্বমেব চ।
বিষণ্ণবক্ত্রা রুরুদুর্বরাঙ্গনা বনান্তরে গাব ইবর্ষভোজ্ঝিতাঃ ॥২৩॥

ততঃ সবাষ্পা মহিষী মহীপতেঃ প্রনষ্টবৎসা মহিষীব বৎসলা।
প্রগৃহ্য বাহূ নিপপাত গৌতমী বিলোলপর্ণা কদলীব কাঞ্চনী ॥২৪॥

হতত্বিষোঽন্যাঃ শিথিলাংসবাহবঃ স্ত্রিয়ো বিষাদেন বিচেতনা ইব।
ন চুক্রুশুর্নাশ্রু জহুর্ন শশ্বসুর্ন চেলুরাসুর্লিখিতা ইব স্থিতাঃ ॥২৫॥

অধীরমন্যাঃ পতিশোকমূর্ছিতা বিলোচনপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিষিঞ্চিরে প্রোষিতচন্দনান্ স্তনান্ধরাধরঃ প্রস্রবণৈরিবোপলান্ ॥২৬॥

মুখৈশ্চ তাসাং নয়নাম্বুতাড়িতৈ ররাজ তদ্রাজনিবেশনং তদা।
নবাম্বুকালেঽম্বুদবৃষ্টিতাড়িতৈঃ স্রবজ্জলৈস্তামরসৈর্যথা সরঃ ॥২৭॥

সুবৃত্তপীনাঙ্গুলিভির্নিরন্তরৈরভূষণৈর্গূঢ়সিরৈর্বরাঙ্গনাঃ।
উরাংসি জঘ্নুঃ কমলোপমৈঃ করৈঃ স্বপল্লবৈর্বাতচলা লতা ইব ॥২৮ ॥

করপ্রহারপ্রচলৈশ্চ তা বভুস্তথাপি নার্যঃ সহিতোন্নতৈঃ স্তনৈঃ
বনানিলাঘূর্ণিতপদ্মকম্পিতে রথাঙ্গনাম্নাং মিথুনৈরিবাপগাঃ ॥২৯॥

যথা চ বক্ষাংসি করৈরপীড়য়ংস্তথৈব বক্ষোভিরপীড়য়ন্ করান্।
অকারয়ংস্তত্র পরস্পরং ব্যথাঃ করাগ্রবক্ষাংস্যবলা দয়ালসাঃ ॥৩০॥

ততস্তু রোষপ্রবিরক্তলোচনা বিষাদসংবর্ধিকষায়গদ্গদম্।
উবাচ নিশ্বাসচলৎপয়োধরা বিগাঢ়শোকাশ্রুধরা যশোধরা ॥৩১॥

নিশি প্রসুপ্তামবশাং বিহায় মাং গতঃ ক স ছন্দক মন্মনোরথঃ।
উপাগতে চ ত্বয়ি কন্থকে চ মে সমং গতেষু ত্রিষু কম্পতে মনঃ ॥৩২॥

অনার্যমস্নিগ্ধমমিত্রকর্ম মে নৃশংস কৃত্বা কিমিহাদ্য রোদিষি।
নিযচ্ছ বাষ্পং ভব তুষ্টমানসো ন সংবদত্যশ্রু চ তচ্চ কর্ম তে ॥৩৩॥

প্রিয়েণ বশ্যেন হিতেন সাধুনা ত্বয়া সহায়েন যথার্থকারিণা।
গতোঽর্যপুত্রো হ্যপুনর্নিবৃত্তয়ে রমস্ব দিষ্ট্যা সফলঃ শ্রমস্তব ॥৩৪॥

বরং মনুষ্যস্য বিচক্ষণো রিপুর্ন মিত্রমপ্রাজ্ঞমযোগপেশলম্ ।
সুহৃদ্ব্রুবেণ হ্যবিপশ্চিতা ত্বয়া কৃতঃ কুলস্যাস্য মহাননুপপ্লবঃ ॥৩৫॥

ইমা হি শোচ্যা ব্যবমুক্তভূষণাঃ প্রসক্তবাষ্পাবিলরক্তলোচনাঃ ।
স্থিতেঽপি পত্যৌ হিমবন্মহীসমে প্রনষ্টশোভা বিধবা ইব স্ত্রিয়ঃ ॥৩৬॥

ইমাশ্চ বিক্ষিপ্তবিটঙ্কবাহবঃ প্রসক্তপাবাবতদীর্ঘনিস্বনাঃ ।
বিনাকৃতাস্তেন সহাববোধনৈর্ভৃশং রুদন্তীব বিমানপংক্তয়ঃ ॥৩৭॥

অনর্থকামোঽস্য জনস্য সর্বথা তুরঙ্গমোঽপি ধ্রুবমেষ কন্থকঃ ।
জহার সর্বস্বমিতস্তথা হি মে জনে প্রসুপ্তে নিশি রত্নচৌরবৎ ॥৩৮॥

যদা সমর্থঃ খলু সোঢুমাগতানিষুপ্রহারানপি কিং পুনঃ কশাঃ ।
গতঃ কশাপাতভয়াৎ কথং ন্বয়ং শ্রিয়ং গৃহীত্বা হৃদয়ং চ মে সমম্ ॥৩৯॥

অনার্যকর্ম ভৃশমদ্য হেষতে নরেন্দ্রধিষ্ণ্যং প্রতিপূরয়ন্নিব ।
যদা তু নির্বাহয়তি স্ম মে প্রিয়ং তদা হি মূকস্তুরগাধমোঽভবৎ ॥৪০॥

যদি হ্যহেষিষ্যত বোধয়ন্ জনং খুরৈঃ ক্ষিতৌ বাপ্যকরিষ্যত ধ্বনিম্ ।
হনুস্বনং বাজনয়িষ্যদুত্তমং ন চাভবিষ্যন্মম দুঃখমীদৃশম্ ॥৪১॥

ইতীহ দেব্যাঃ পবিদেবিতাশ্রয়ং নিশম্য বাষ্পগ্রথিতাক্ষবং বচঃ ।
অধোমুখঃ সাশ্রুকলঃ কৃতাঞ্জলিঃ শনৈরিদং ছন্দক উত্তবং জগৌ ॥৪২॥

বিগর্হিতুং নার্হসি দেবি কন্থকং ন চাপি বোষং ময়ি কর্তুমর্হসি ।
অনাগসৌ স্বঃ সমবেহি সর্বশো গতো নৃদেবঃ স হি দেবি দেববৎ ॥৪৩॥

অহং হি জানন্নপি বাজশাসনং বলাৎকৃতঃ কৈবপি দৈবতৈবিব ।
উপানয়ং তূর্ণমিমং তুবঙ্গমঃ তথান্বগচ্ছং বিগতশ্রমোঽধ্বান ॥৪৪

ব্রজন্নয়ং বাজিববোঽপি নাস্পৃশন্মহীং খুবাগ্রৈর্বিধৃতৈবিবান্তবা ।
তথৈব দৈবাদিব সংযতাননো হনুস্বনং নাকৃত নাপ্যহেষত ॥৪৫॥

যতো বহির্গচ্ছতি পার্থিবাত্মজে তদাভবদ্দ্বাবমপাবৃতং স্বয়ম্ ।
তমশ্চ নৈশং ববিণেব পাটিতং ততোঽপি দৈবো বিধিবেষ গৃহ্যতাম্ ॥৪৬॥

যদপ্রমত্তোঽপি নবেন্দ্রশাসনাদ্গৃহে পুবে চৈব সহস্রশো জনঃ ।
তদা স নাবুধ্যত নিদ্রয়া হৃতস্ততোঽপি দৈবো বিধিবেষ গৃহ্যতাম ॥৪৭॥

যতশ্চ বাসো বনবাসসংমতং নিসৃষ্টমস্মৈ সময়ে দিবৌকসা ।
দিবি প্রবিদ্ধং মুকুটং চ তদ্ধৃতং ততোঽপি দৈবো বিধিবেষ গৃহ্যতাম্ ॥৪৮॥

তদেবমাবাং নরদেবি দোষতো ন তৎ প্রযাতং প্রতি গন্তুমর্হসি ।
ন কামকারো মম নাস্য বাজিনঃ কৃতানুযাত্রঃ স হি দৈবতৈর্গতঃ ॥৪৯॥

ইতি প্রয়াণং বহুদেবমদ্ভুতং নিশম্য তাস্তস্য মহাত্মনঃ স্ত্রিয়ঃ ।
প্রনষ্টশোকা ইব বিস্ময়ং যযুর্মনোজ্বরং প্রব্রজনাত্তু লেভিরে ॥৫০॥

বিষাদপারিপ্লবলোচনা ততঃ প্রনষ্টপোতা কুররীব দুঃখিতা ।
বিহায় ধৈর্যং বিরুবাব গৌতমী ততাম চৈবাশ্রুমুখী জগাদ চ ॥৫১॥

মহোর্মিমন্তো মৃদবোঽসিতাঃ শুভাঃ পৃথক্ পৃথঙ্মূলরুহাঃ সমুদ্গতাঃ ।
প্রবেরিতাস্তে ভুবি তস্য মূর্ধজা নরেন্দ্রমৌলীপরিবেষ্টনক্ষমাঃ ।।৫২।।

প্রলম্ববাহুর্মৃগরাজবিক্রমো মহর্ষভাক্ষঃ কনকোজ্জ্বলদ্যুতিঃ ।
বিশালবক্ষা ঘনদুন্দুভিস্বনস্তথাবিধোঽপ্যাশ্রমবাসমর্হতি ।।৫৩।।

অভাগিনী নূনমিয়ং বসুন্ধরা তমার্যকর্মাণমনুত্তমং পতিম্ ।
গতস্ততোঽসৌ গুণবান্ হি তাদৃশো নৃপঃ প্রজাভাগ্যগুণৈঃ প্রসূয়তে ।।৫৪।।

সুজাতজালাবততাঙ্গুলী মৃদূ নিগূঢ়গুল্ফৌ বিসপুষ্পকোমলৌ ।
বনান্তভূমিং কঠিনাং কথং নু তৌ সচক্রমধ্যৌ চরণৌ গমিষ্যতঃ ।।৫৫।।

বিমানপৃষ্ঠে শয়নাসনোচিতং মহার্হবস্ত্রাগুরুচন্দনার্চিতম্ ।
কথং নু শীতোষ্ণজলাগমেষু তচ্ছরীরমোজস্বি বনে ভবিষ্যতি ।।৫৬।।

কুলেন সত্ত্বেন বলেন বর্চসা শ্রুতেন লক্ষ্ম্যা বয়সা চ গর্বিতঃ ।
প্রদাতুমেবাভ্যুচিতো ন যাচিতুং কথং স ভিক্ষাং পরতশ্চরিষ্যতি ।।৫৭।।

শুচৌ শয়িত্বা শয়নে হিরণ্ময়ে প্রবোধ্যমানো নিশি তূর্যনিস্বনৈঃ ।
কথং বত স্বপ্স্যতি সোঽদ্য মে ব্রতী পটৈকদেশান্তরিতে মহীতলে ।।৫৮।।

ইমং প্রলাপং করুণং নিশম্য তা ভুজৈঃ পরিষ্বজ্য পরস্পরং স্ত্রিয়ঃ ।
বিলোচনেভ্যঃ সলিলানি তত্যজুর্মধূনি পুষ্পেভ্য ইবেরিতা লতাঃ ।।৫৯।।

ততো ধরায়ামপতদ্ যশোধরা বিচক্রবাকেব রথাঙ্গসাহ্বয়া ।
শনৈশ্চ তত্তদ্বিললাপ বিক্লবা মুহুর্মুহুর্গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।।৬০।।

স মামনাথাং সহধর্মচারিণীমপাস্য ধর্মং যদি কর্তুমিচ্ছতি ।
কুতোঽস্য ধর্মঃ সহধর্মচারিণীং বিনা তপো যঃ পরিভোক্তুমিচ্ছতি ।।৬১।।

শৃণোতি নূনং স ন পূর্বপার্থিবান্মহাসুদর্শপ্রভৃতীন্ পিতামহান্ ।
বনানি পত্নীসহিতানুপেয়ুষস্তথা হি ধর্মং মদৃতে চিকীর্ষতি ।।৬২।।

মখেষু বা বেদবিধানসংস্কৃতৌ দম্পতী পশ্যতি দীক্ষিতাবুভৌ ।
সমং বুভুক্ষূ পরতোঽপি তৎফলং ততোঽস্য জাতো মযি ধর্মমৎসরঃ ।।৬৩।।

ধ্রুবং স জানন্মম ধর্মবল্লভো মনঃ প্রিয়েৰ্ষ্যাকলহং মুহুর্মিথঃ ।
সুখং বিভীর্মামপহায় রোষণাং মহেন্দ্রলোকেঽপ্সরসো জিঘৃক্ষতি ।।৬৪।।

ইয়ং তু চিন্তা মম কীদৃশং নু তা বপুর্গুণং বিভ্রতি তত্র যোষিতঃ ।
বনে যদর্থং স তপাংসি তপ্যতে শ্রিয়ং চ হিত্বা মম ভক্তিমেব চ ।।৬৫।।

ন খল্বিয়ং স্বর্গসুখায় মে স্পৃহা ন তজ্জনস্যাত্মবতোঽপি দুর্লভম্ ।
স তু প্রিয়ো মামিহ বা পরত্র বা কথং ন জহ্যাদিতি মে মনোরথঃ ।।৬৬।।

অভাগিনী যদ্যহমায়তেক্ষণং শুচিস্মিতং ভর্তুরুদীক্ষিতং মুখম্ ।
ন মন্দভাগ্যোঽর্হতি রাহুলোঽপ্যয়ং কদাচিদঙ্কে পরিবর্তিতুং পিতুঃ ।।৬৭।।

অহো নৃশংসং সুকুমারবর্চসঃ সুদারুণং তস্য মনস্বিনো মনঃ ।
কলপ্রলাপং দ্বিষতোঽপি হর্ষণং শিশুং সুতং যস্ত্যজতীদৃশং বত ।।৬৮।।

মমাপি কামং হৃদয়ং সুদারুণং শিলাময়ং বাপ্যয়সোঽপি বা কৃতম্ ।
অনাথবচ্ছ্রীরহিতে সুখোচিতে বনং গতে ভর্তরি যন্ন দীর্যতে ॥৬৯॥

ইতীহ দেবী পতিশোকমূর্ছিতা রুরোদ দধ্যৌ বিললাপ চাসকৃৎ ।
স্বভাবধীরাপি হি সা সতী শুচা ধৃতিং ন সস্মার চকার নো হ্রিয়ম্ ॥৭০॥

ততস্তথা শোকবিলাপবিক্লবাং যশোধরাং প্রেক্ষ্য বসুন্ধরাগতম্ ।
মহারবিন্দৈরিব বৃষ্টিতাড়িতৈর্মুখৈঃ সবাষ্পৈর্বনিতা বিচুক্রুশঃ ॥৭১॥

সমাপ্তজাপ্যঃ কৃতহোমমঙ্গলো নৃপস্তু দেবায়তনাদ্বিনির্যযৌ ।
জনস্য তেনার্তরবেণ চাহতশ্চচাল বজ্রধ্বনিনেব বারণঃ ॥৭২॥

নিশাম্য চ ছন্দক কন্থকাবুভৌ সুতস্য সংশ্রুত্য চ নিশ্চয়ং স্থিরম্ ।
পপাত শোকাভিহতো মহীপতিঃ শচীপতের্বৃত্ত ইবোৎসবে ধ্বজঃ ॥৭৩॥

ততো মুহূর্তং সুখশোকমোহিতো জনেন তুল্যাভিজনেন ধারিতঃ ।
নিরীক্ষ্য দৃষ্ট্যা জলপূর্ণয়া হয়ং মহীতলস্থো বিললাপ পার্থিবঃ ॥৭৪॥

বহূনি কৃত্বা সমরে প্রিয়াণি মে মহত্ত্বয়া কন্থক বিপ্রিয়ং কৃতম্ ।
গুণপ্রিয়ো যেন বনে স মে প্রিয়ঃ প্রিয়োঽপি সন্নপ্রিয়বৎ প্রবেরিতঃ ॥৭৫॥

তদদ্য মাং বা নয় তত্র যত্র স ব্রজ দ্রুতং বা পুনরেনমানয় ।
ঋতে হি তস্মান্মম নাস্তি জীবিতং বিগাঢরোগস্য সদৌষধাদিব ॥৭৬॥

সুবর্ণনিষ্ঠীবিনি মৃত্যুনা হৃতে সুদুষ্করং যন্ন মমার সংজয়ঃ ।
অহং পুনর্ধর্মরতৌ সুতে গতে মুমুক্ষুরাত্মানমনাত্মবানিব ॥৭৭॥

বিভোর্দশক্ষত্রকৃতঃ প্রজাপতেঃ পরাপরজ্ঞস্য বিবস্বদাত্মনঃ ।
প্রিয়েণ পুত্রেণ সতা বিনাকৃতং কথং ন মুহ্যেদ্ধি মনো মনোরপি ॥৭৮॥

অজস্য রাজ্ঞস্তনয়ায় ধীমতে নরাধিপায়েন্দ্রসখায় মে স্পৃহা ।
গতে বনং যস্তনয়ে দিবং গতো ন মোঘবাষ্পঃ কৃপণং জিজীব হ ॥৭৯॥

প্রচক্ষ্ব মে ভদ্র তমাশ্রমাজিরং হৃতস্ত্বয়া যত্র স মে জলাঞ্জলিঃ ।
ইমে পরীপ্সন্তি হি তং পিপাসবো মমাসবঃ প্রেতগতিং যিযাসবঃ ॥৮০॥

ইতি তনয়বিয়োগজাতদুঃখঃ ক্ষিতিসদৃশং সহজং বিহায় ধৈর্যম্
দশরথ ইব রামশোকবশ্যো বহু বিললাপ নৃপো বিসংজ্ঞকল্পঃ ॥৮১॥

শ্রুতবিনয়গুণান্বিত স্ততস্তং মতিসচিবঃ প্রবয়াঃ পুরোহিতশ্চ ।
সমধৃতমিদমূচতুর্যথাবন্ন চ পরিতপ্তমুখৌ ন চাপ্যশোকৌ ॥৮২॥

ত্যজ নরবর শোকমেহি ধৈর্যং কুধৃতিরিবার্হসি ধীর নাশ্রু মোক্তুম্ ।
স্রজমিব মৃদিতামপাস্য লক্ষ্মীং ভুবি বহবো নৃপা বনান্যতীয়ুঃ ॥৮৩॥

অপি চ নিয়ত এব তস্য ভাবঃ স্মর বচনং তদৃষেঃ পুরাসিতস্য ।
ন হি স দিবি ন চক্রবর্তিরাজ্যে ক্ষণমপি বাসয়িতুং সুখেন শক্যঃ ॥৮৪॥

যদি তু নৃবর কার্য এব যত্নস্ত্বরিতমুদাহর যাবদত্র যাবঃ ।
বহুবিধমিহ যুদ্ধমস্তু তাবৎ তব তনয়স্য বিধেশ্চ তস্য তস্য ॥৮৫॥

নরপতিরথ তৌ শশাস তস্মাদ্দ্রুতমিত এব যুবামভিপ্রয়াতম্ ।
ন হি মম হৃদয়ং প্রয়াতি শান্তিং বনশকুনেরিব পুত্রলালসস্য ॥৮৬॥

পরমমিতি নরেন্দ্রশাসনাত্তৌ যযতুরমাত্যপুরোহিতৌ বনং তৎ ।
কৃতমিতি সবধূজনঃ সদারো নৃপতিরপি প্রচকার শেষকার্যম্ ॥৮৭॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে অন্তঃপুরবিলাপো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

নবমঃ সর্গঃ

কুমারান্বেষণঃ

ততস্তদা মন্ত্রিপুরোহিতৌ তৌ বাষ্পপ্রতোদাভিহতৌ নৃপেন ।
বিদ্ধৌ সদশ্বাবিব সর্বযত্নাৎ সৌহার্দশীঘ্রং যযতুর্বনং তৎ ॥১॥

তমাশ্রমং জাতপরিশ্রমৌ তাবুপেত্য কালে সদৃশানুযাত্রৌ ।
রাজর্দ্ধিমুৎসৃজ্য বিনীতচেষ্টাবুপেয়তুর্ভার্গববিধিষ্ণ্যমেব ॥২॥

তৌ ন্যায়তস্তং প্রতিপূজ্য বিপ্রং তেনার্চিতৌ তাবপি চানুরূপম্ ।
কৃতাসনৌ ভার্গবমাসনস্থং ছিত্ত্বা কথামূচতুরাত্মকৃত্যম্ ॥৩॥

শুদ্ধৌজসঃ শুদ্ধবিশালকীর্তেরিক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ ।
ইমং জনং বেত্তু ভবানধীতং শ্রুতগ্রহে মন্ত্রপরিগ্রহে চ ॥৪॥

তস্যেন্দ্রকল্পস্য জয়ন্তকল্পঃ পুত্রো জরামৃত্যুভয়ং তিতীর্ষুঃ ।
ইহাভ্যুপেতঃ কিল তস্য হেতোরাবামুপেতৌ ভগবানবৈতু ॥৫॥

তৌ সোঽব্রবীদস্তি স দীর্ঘবাহুঃ প্রাপ্তঃ কুমারো ন তু নাববুদ্ধঃ ।
ধর্মোঽয়মাবর্তক ইত্যবেত্য যাতস্ত্বরাড়াভিমুখো মুমুক্ষুঃ ॥৬॥

তস্মাৎ ততস্তাবুপলভ্য তত্ত্বং তং বিপ্রমামন্ত্র্য তদৈব সদ্যঃ ।
খিন্নাবখিন্নাবিব রাজভক্ত্যা প্রসস্রতুস্তেন যতঃ স যাতঃ ॥৭

যান্তৌ ততস্তৌ মৃজয়া বিহীনমপশ্যতাং তং বপুষোজ্জ্বলন্তম্ ।
উপোপবিষ্টং পথি বৃক্ষমূলে সূর্যং ঘনাভোগমিব প্রবিষ্টম্ ॥৮॥

যানং বিহায়োপযযৌ ততস্তং পুরোহিতো মন্ত্রধরেণ সার্ধম্ ।
যথা বনস্থং সহবামদেবো রামং দিদৃক্ষুর্মুনিরৌর্বশেয়ঃ ॥৯॥

তাবর্চয়ামাসতুরর্হতস্তং দিবীব শুক্রাঙ্গিরসৌ মহেন্দ্রম্ ।
প্রত্যর্চয়ামাস স চার্হতস্তৌ দিবীব শুক্রাঙ্গিরসৌ মহেন্দ্রঃ ॥১০॥

কৃতাভ্যনুজ্ঞাবভিতস্ততস্তৌ নিষেদতুঃ শাক্যকুলধ্বজস্য ।
বিরেজতুস্তস্য চ সন্নিকর্ষে পুনর্বসূ যোগগতাবিবেন্দোঃ ॥১১॥

তং বৃক্ষমূলস্থমভিজ্বলন্তং পুরোহিতো রাজসুতং বভাষে ।
যথোপবিষ্টং দিবি পারিজাতে বৃহস্পতিঃ শক্রসুতং জয়ন্তম্ ॥১২॥

ত্বচ্ছোকশল্যে হৃদয়াবগাঢ়ে মোহং গতো ভূমিতলে মুহূর্তম্ ।
কুমার রাজা নয়নাম্বুবর্ষো যৎ ত্বামবোচৎ তদিদং নিবোধ ॥১৩॥

জানামি ধর্মং প্রতি নিশ্চয়ং তে পরৈমি তে ভাবিনমেতমর্থম্ ।
অহং ত্বকালে বনসংশ্রয়াৎ তে শোকাগ্নিনাগ্নিপ্রতিমেন দহ্যে ॥১৪॥

তদেহি ধর্মপ্রিয় মৎপ্রিয়ার্থং ধর্মার্থমেব ত্যজ বুদ্ধিমেতাম্ ।
অয়ং হি মা শোকরয়ঃ প্রবৃদ্ধো নদীবহঃ কূলমিবাভিহন্তি ॥১৫॥

মেঘাম্বুকক্ষাদ্রিষু যা হি বৃত্তিঃ সমীরণার্কাগ্নিমহাশনীনাম্ ।
তাং বৃত্তিমস্মাসু করোতি শোকো বিকর্ষণোচ্ছোষণদাহভেদৈঃ ॥১৬॥

তদ্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব তাবদ্ বসুধাধিপত্যং কালে বনং যাস্যসি শাস্ত্রদৃষ্টে ।
অনিষ্টবন্ধৌ কুরু ময্যপেক্ষাং সর্বেষু ভূতেষু দয়া হি ধর্মঃ ॥১৭॥

ন চৈষ ধর্মো বন এব সিদ্ধঃ পুরেঽপি সিদ্ধির্নিয়তা যতীনাম্ ।
বুদ্ধিশ্চ যত্নশ্চ নিমিত্তমত্র বনং চ লিঙ্গং চ হি ভীরুচিহ্নম্ ॥১৮॥

মৌলীধরৈরংসবিষক্তহারৈঃ কেয়ূরবিষ্টব্ধভুজৈর্নরেন্দ্রৈঃ ।
লক্ষ্ম্যঙ্কমধ্যে পরিবর্তমানৈঃ প্রাপ্তো গৃহস্থৈরপি মোক্ষধর্মঃ ॥১৯॥

ধ্রুবানুজৌ যৌ বলিবজ্রবাহূ বৈভ্রাজমাষাঢ়মথান্তিদেবম্ ।
বিদেহরাজং জনকং তথৈব রামং দ্রুমং সেনজিতশ্চ রাজ্ঞঃ ॥২০॥

এতান্ গৃহস্থান্নৃপতীনবেহি নৈঃশ্রেযসে ধর্মবিধৌ বিনীতান্ ।
উভে হি তস্মাদ্ যুগপদ্ ভজস্ব চিত্তাধিপত্যং চ নৃপশ্রিয়ং চ ॥২১॥

ইচ্ছামি হি ত্বামুপগুহ্য গাঢ়ং কৃতাভিষেকং সলিলার্দ্রমেব ।
ধৃতাতপত্রং সমুদীক্ষমাণস্তেনৈব হর্ষেণ বনং প্রবেষ্টুম্ ॥২২॥

ইত্যব্রবীদ্ ভূমিপতির্ভবন্তং বাক্যেন বাষ্পগ্রথিতাক্ষরেণ ।
শ্রুত্বা ভবানর্হতি তৎপ্রিয়ার্থং স্নেহেন তৎস্নেহমনুপ্রয়াতুম্ ॥২৩॥

শোকাম্ভসি ত্বৎপ্রভবে হ্যগাধে দুঃখার্ণবে মজ্জতি শাক্যরাজঃ ।
তস্মাৎ তমুত্তারয় নাথহীনং নিরাশ্রয়ং মগ্নমিবার্ণবে নৌঃ ॥২৪॥

ভীষ্মেণ গঙ্গোদরসম্ভবেন রামেণ রামেণ চ ভার্গবেণ ।
শ্রুত্বা কৃতং কর্ম পিতুঃ প্রিয়ার্থং পিতুস্ত্বমপ্যর্হসি কর্তুমিষ্টম্ ॥২৫॥

সংবর্ধয়িত্রীং সমবেহি দেবীমগস্ত্যজুষ্টাং দিশমপ্রয়াতাম্ ।
প্রনষ্টবৎসামিব বৎসলাং গামজস্রমার্তাং করুণং রুদন্তীম্ ॥২৬॥

হংসেন হংসীমিব বিপ্রযুক্তাং ত্যক্তাং গজেনেব বনে করেণুম্ ।
আর্তাং সনাথামপি নাথহীনাং ত্রাতুং বধূমর্হসি দর্শনেন ॥২৭॥

একং সুতং বালমনর্হদুঃখং সন্তাপমন্তর্গতমুদ্বহন্তম্ ।
তং রাহুলং মোক্ষয় বন্ধুশোকাদ্রাহূপসর্গাদিব পূর্ণচন্দ্রম্ ॥২৮॥

শোকাগ্নিনা ত্বদ্বিরহেন্ধনেন নিঃশ্বাসধূমেন তমঃশিখেন ।
ত্বদ্দর্শনাম্বিচ্ছতি দহ্যমানমন্তঃপুরং চৈব পুরং চ কৃৎস্নম্ ॥২৯॥

স বোধিসত্ত্বঃ পরিপূর্ণসত্ত্বঃ শ্রুত্বা বচস্তস্য পুরোহিতস্য ।
ধ্যাত্বা মুহূর্তং গুণবদ্‌গুণজ্ঞঃ প্রত্যুত্তরং প্রশ্রিতমিত্যুবাচ ॥৩০॥

অবৈমি ভাবং তনয়ে পিতৃণাং বিশেষতো যো ময়ি ভূমিপস্য ।
জানন্নপি ব্যাধিজরাবিপদ্ভ্যো ভীতস্ত্বগত্যা স্বজনং ত্যজামি ॥৩১॥

দ্রষ্টুং প্রিয়ং কঃ স্বজনং হি নেচ্ছেন্নান্তে যদি স্যাৎ প্রিয়বিপ্রয়োগঃ ।
যদা তু ভূত্বাপি চিরং বিয়োগস্ততো গুরুং স্নিগ্ধমপি ত্যজামি ॥৩২॥

মদ্ধেতুকং যৎ তু নরাধিপস্য শোকং ভবানাহ তৎ প্রিয়ং মে ।
যৎ স্বপ্নভূতেষু সমাগমেষু সন্তপ্যতে ভাবিনি বিপ্রয়োগে ॥৩৩॥

এবং চ তে নিশ্চয়মেতু বুদ্ধির্দৃষ্ট্বা বিচিত্রং জগতঃ প্রচারম্ ।
সন্তাপহেতুর্ন সুতো ন বন্ধুরজ্ঞাননৈমিত্তিক এষ তাপঃ ॥৩৪॥

যথাধ্বগানামিহ সংগতানাং কালে বিয়োগো নিয়তঃ প্রজানাম্ ।
প্রাজ্ঞো জনঃ কো নু ভজেত শোকং বন্ধুপ্রতিজ্ঞাতজনৈর্বিহীনঃ ॥৩৫॥

ইহৈতি হিত্বা স্বজনং পরত্র প্রলভ্য চেহাপি পুনঃ প্রয়াতি ।
গত্বাপি তত্রাপ্যপরত্র গচ্ছত্যেবং জনে ত্যাগিনি কোঽনুরোধঃ ॥৩৬॥

যদা চ গর্ভাৎ প্রবৃত্তঃ সর্বাস্ববস্থাসু বধায় মৃত্যুঃ ।
কস্মাদকালে বনসংশ্রয়ং মে পুত্রপ্রিয়স্তত্রভবানবোচৎ ॥৩৭॥

ভবত্যকালো বিষয়াভিপত্তৌ কালস্তথৈবার্থবিধৌ প্রদিষ্টঃ ।
কালো জগৎ কর্ষতি সর্বকালান্নির্বাহকে শ্রেয়সি নাস্তি কালঃ ॥৩৮॥

রাজ্যং মুমুক্ষুর্ময়ি যচ্চ রাজা তদপ্যুদারং সদৃশং পিতুশ্চ ।
প্রতিগ্রহীতুং মম ন ক্ষমং তু লোভাদপথ্যান্নমিবাতুরস্য ॥৩৯॥

কথং নু মোহায়তনং নৃপত্বং ক্ষমং প্রপত্তুং বিদুষা নরেণ ।
সোদ্বেগতা যত্র মদঃ শ্রমশ্চঃ পরাপচারেণ চ ধর্মপীড়া ॥৪০॥

জাম্বূনদং হর্ম্যমিব প্রদীপ্তং বিষেণ সংযুক্তমিবোত্তমান্নম্ ।
গ্রাহাকুলং চাম্বিব সারবিন্দং রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ং চ ॥৪১॥

ইত্থং চ রাজ্যং ন সুখং ন ধর্মঃ পূর্বে যথা জাতঘৃণা নরেন্দ্রাঃ ।
বয়ঃপ্রকর্ষেঽপরিহার্যদুঃখে রাজ্যানি মুক্ত্বা বনমেব জগ্মুঃ ॥৪২॥

বরং হি ভুক্তানি তৃণান্যরণ্যে তোষং পরং রত্নমিবোপগুহ্য ।
সহোষিতং শ্রীসুলভৈর্ন চৈব দোষৈরদৃশ্যৈরিব কৃষ্ণসর্পৈঃ ॥৪৩॥

শ্লাঘ্যং হি রাজ্যানি বিহায় রাজ্ঞাং ধর্মাভিলাষেণ বনং প্রবেষ্টুম্ ।
ভগ্নপ্রতিজ্ঞস্য ন তূপপন্নং বনং পরিত্যজ্য গৃহং প্রবেষ্টুম্ ॥৪৪॥

জাতঃ কুলে কো হি নরঃ সসত্ত্বো ধর্মাভিলাষেণ বনং প্রবিষ্টঃ ।
কাষায়মুৎসৃজ্য বিমুক্তলজ্জঃ পুরন্দরস্যাপি পুরং শ্রয়েত ॥৪৫॥

লোভাদ্ধি মোহাদথবা ভয়েন যো বান্তমন্নং পুনরাদদীত ।
লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সংত্যজ্য কামান্ পুনরাদদীত ॥৪৬॥

যশ্চ প্রদীপ্তাচ্ছরণাৎ কথঞ্চিন্নিষ্ক্রম্য ভূয়ঃ প্রবিশেৎ তদেব।
গার্হস্থ্যমুৎসৃজ্য স দৃষ্টদোষো মোহেন ভূয়োঽভিলষেদ্ গ্রহীতুম্ ॥৪৭॥

যা চ শ্রুতির্মোক্ষমবাপ্তবন্তো নৃপা গৃহস্থা ইতি নৈতদস্তি।
শমপ্রধানঃ ক্ব চ মোক্ষধর্মো দণ্ডপ্রধানঃ ক্ব চ রাজধর্মঃ ॥৪৮॥

শমে রতিশ্চেচ্ছিথিলং চ রাজ্যং রাজ্যে মতিশ্চেচ্ছমবিপ্লবশ্চ।
শমশ্চ তৈক্ষ্ণ্যং চ হি নোপপন্নং শীতোষ্ণযোরৈক্যমিবোদকাগ্ন্যোঃ ॥৪৯॥

তন্নিশ্চয়াদ্বা বসুধাধিপাস্তে রাজ্যানি মুক্ত্বা শমমাপ্তবন্তঃ।
রাজ্যাঙ্গিতা বা নিভৃতেন্দ্রিয়ত্বাদনৈষ্ঠিকে মোক্ষকৃতাভিমানাঃ ॥৫০॥

তেষাং চ রাজ্যেঽস্তু শমো যথাবৎ প্রাপ্তো বনং নাহমনিশ্চয়েন।
ছিত্ত্বা হি পাশং গৃহবন্ধুসংজ্ঞং মুক্তঃ পুনর্ন প্রবিবিক্ষুরস্মি ॥৫১॥

ইত্যাত্মবিজ্ঞানগুণানুরূপং মুক্তস্পৃহং হেতুমদূর্জিতং চ।
শ্রুত্বা নরেন্দ্রাত্মজমুক্তবন্তং প্রত্যুত্তরং মন্ত্রধরোঽপ্যুবাচ ॥৫২॥

যো নিশ্চয়ো ধর্মবিধৌ তবায়ং নায়ং ন যুক্তো ন তু কালযুক্তঃ।
শোকায় দত্ত্বা পিতরং বয়স্থং স্যাদ্ ধর্মকামস্য হি তে ন ধর্মঃ ॥৫৩॥

নূনং চ বুদ্ধিস্তব নাতিসূক্ষ্মা ধর্মার্থকামেষ্ববিচক্ষণা বা।
হেতোরদৃষ্টস্য ফলস্য যস্ত্বং প্রত্যক্ষমর্থং পরিভূয় যাসি ॥৫৪ ॥

পুনর্ভবোঽস্তীতি চ কেচিদাহুর্নাস্তীতি কেচিন্নিয়তপ্রতিজ্ঞাঃ।
এবং যদা সংশয়িতোঽয়মর্থস্তস্মাৎ ক্ষমং ভোক্তুমুপস্থিতা শ্রীঃ ॥৫৫॥

ভূয়ঃ প্রবৃত্তির্যদি কাচিদস্তি রংস্যামহে তত্র যথোপপত্তৌ।
অথ প্রবৃত্তিঃ পরতো ন কাচিৎ সিদ্ধোঽপ্রযত্নাজ্জগতোঽস্য মোক্ষঃ ॥৫৬॥

অস্তীতি কেচিৎ পরলোকমাহুর্মোক্ষস্য যোগং ন তু বর্ণয়ন্তি।
অগ্নের্যথা হ্যৌষ্ণ্যমপাং দ্রবত্বং তদ্বৎ প্রবৃত্তৌ প্রকৃতিং বদন্তি ॥৫৭॥

কেচিৎ স্বভাবাদিতি বর্ণয়ন্তি শুভাশুভং চৈব ভবাভবৌ চ।
স্বাভাবিকং সর্বমিদং চ যস্মাদতোঽপি মোঘো ভবতি প্রযত্নঃ ॥৫৮॥

যদিন্দ্রিয়াণাং নিয়তঃ প্রচারঃ প্রিয়াপ্রিয়ত্বং বিষয়েষু চৈব।
সংযুজ্যতে যজ্জরয়ার্তিভিশ্চ কস্তত্র যত্নো ননু স স্বভাবঃ ॥৫৯॥

অদ্ভির্হুতাশঃ শমমভ্যুপৈতি তেজাংসি চাপো গময়ন্তি শোষম্।
ভিন্নানি ভূতানি শরীরসংস্থান্যৈক্যং চ গত্বা জগদুদ্বহন্তি ॥৬০॥

যৎপাণিপাদোদরপৃষ্ঠমূর্ধ্নাং নির্বর্ততে গর্ভগতস্য ভাবঃ।
যদাত্মনস্তস্য চ তেন যোগঃ স্বাভাবিকং তৎ কথয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥৬১।

কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাং বা।
স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তং ন কামকারোঽস্তি কুতঃ প্রযত্নঃ ॥৬২॥

সর্গং বদন্তীশ্বরতস্তথান্যে তত্র প্রযত্নে পুরুষস্য কোঽর্থঃ।
স এব হেতুর্জগতঃ প্রবৃত্তৌ হেতুর্নিবৃত্তৌ নিয়তঃ স এব ॥৬৩॥

কেচিদ্ বদন্ত্যাত্মনিমিত্তমেব প্রাদুর্ভবং চৈব ভবক্ষয়ং চ ।
প্রাদুর্ভবং তু প্রবদন্ত্যযত্নাদ্ যত্নেন মোক্ষাধিগমং ব্রুবন্তি ॥৬৪॥

নরঃ পিতৄণামনৃণঃ প্রজাভির্বেদৈর্ঋষীণাং ক্রতুভিঃ সুরাণাম্ ।
উৎপদ্যতে সার্ধমৃণৈস্ত্রিভিস্তৈর্যস্যাস্তি মোক্ষঃ কিল তস্য মোক্ষঃ ॥৬৫॥

ইত্যেবমেতেন বিধিক্রমেণ মোক্ষং সযত্নস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
প্রযত্নবন্তোঽপি হি বিক্রমেণ মুমুক্ষবঃ খেদমবাপ্নুবন্তি ॥৬৬॥

তৎ সৌম্য মোক্ষে যদি ভক্তিরস্তি ন্যায়েন সেবস্ব বিধিং যথোক্তম্ ।
এবং ভবিষ্যত্যুপপত্তিরস্য সন্তাপনাশশ্চ নরাধিপস্য ॥৬৭॥

যা চ প্রবৃত্তা তব দোষবুদ্ধিস্তপোবনেভ্যো ভবনং প্রবেষ্টুম্ ।
তত্রাপি চিন্তা তব তাত মা ভূৎ পূর্বেঽপি জগ্মুঃ স্বগৃহান্বনেভ্যঃ ॥৬৮॥

তপোবনস্থোঽপি বৃতঃ প্রজাভির্জগাম রাজা পুরমম্বরীষঃ ।
তথা মহীং বিপ্রকৃতামনার্যৈস্তপোবনাদেত্য ররক্ষ রামঃ ॥৬৯॥

তথৈব শাল্বাধিপতির্দ্রুমাখ্যো বনাৎ সসূনুর্নগরং বিবেশ ।
ব্রহ্মর্ষিভূতশ্চ মুনের্বসিষ্ঠাদ্দধ্রে শ্রিয়ং সাংকৃতিরন্তিদেবঃ ॥৭০॥

এবংবিধা ধর্মযশঃপ্রদীপ্তা বনানি হিত্বা ভবনান্যতীয়ুঃ ।
তস্মান্ন দোষোঽস্তি গৃহং প্রয়াতুং তপোবনাদ্ ধর্মনিমিত্তমেব ॥৭১॥

ততো বচস্তস্য নিশম্য মন্ত্রিণঃ প্রিয়ং হিতং চৈব নৃপস্য চক্ষুষঃ ।
অনূনমব্যস্তমসক্তমদ্রুতং ধৃতৌ স্থিতো রাজসুতোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৭২॥

ইহাস্তি নাস্তীতি য এষ সংশয়ঃ পরস্য বাক্যৈর্ন মমাত্র নিশ্চয়ঃ ।
অবেত্য তত্ত্বং তপসা শমেন চ স্বয়ং গ্রহীষ্যামি যদত্র নিশ্চিতম্ ॥৭৩॥

ন মে ক্ষমং সংশয়জং হি দর্শনং গ্রহীতুমব্যক্তপরস্পরাহতম্ ।
বুধঃ পরপ্রত্যয়তো হি কো ব্রজেজ্জনোঽন্ধকারেঽন্ধ ইবান্ধদেশিকঃ ॥৭৪॥

অদৃষ্টতত্ত্বস্য সতোঽপি কিং তু মে শুভাশুভে সংশয়িতে শুভে মতিঃ ।
বৃথাপি খেদো হি বরং শুভাত্মনঃ সুখং ন তত্ত্বেঽপি বিগর্হিতাত্মনঃ ॥৭৫॥

ইমং তু দৃষ্ট্বাগমমব্যবস্থিতং যদুক্তমাপ্তৈস্তদবেহি সাধ্বিতি ।
প্রহীণদোষত্বমবেহি চাপ্ততাং প্রহীণদোষো হ্যনৃতং ন বক্ষ্যতি ॥৭৬॥

গৃহপ্রবেশং প্রতি যচ্চ মে ভবানুবাচ রামপ্রভৃতীন্নিদর্শনম্ ।
ন তে প্রমাণং ন হি ধর্মনিশ্চয়েষ্বলং প্রমাণায় পরিক্ষতব্রতাঃ ॥৭৭॥

তদেবমপ্যেব রবির্মহীং পতেদপি স্থিরত্বং হিমবান্ গিরিস্ত্যজেৎ ।
অদৃষ্টতত্ত্বো বিষয়োন্মুখেন্দ্রিয়ঃ শ্রয়েয় ন ত্বেব গৃহান্ পৃথগ্জনঃ ॥৭৮॥

অহং বিশেয়ং জ্বলিতং হুতাশনং ন চাকৃতার্থঃ প্রবিশেয়মালয়ম্ ।
ইতি প্রতিজ্ঞাং স চকার গর্বিতো যথেষ্টমুত্থায় চ নির্মমো যযৌ ॥৭৯॥

ততঃ সবাষ্পৌ সচিবদ্বিজাবুভৌ নিশম্য তস্য স্থিরমেব নিশ্চয়ম্ ।
বিষণ্ণবক্ত্রাবনুগম্য দুঃখিতৌ শনৈরগত্যা পুরমেব জগ্মতুঃ ॥৮০॥

তৎস্নেহাদথ নৃপতেশ্চ ভক্তিতস্তৌ সাপেক্ষং প্রতিযযতুশ্চ তস্থতুশ্চ ।
দুর্ধর্ষং রবিমিব দীপ্তমাত্মভাসা তং দ্রষ্টুং ন হি পথি শেকতুর্ন মোক্তুম্ ।।৮১।।

তৌ জ্ঞাতুং পরমগতের্গতিং তু তস্য প্রচ্ছন্নাংশ্চরপুরুষাঞ্ছুচীন্বিধায় ।
রাজানং প্রিয়সুতলালসং নু গত্বা দ্রক্ষ্যাবঃ কথমিতি জগ্মতুঃ কথঞ্চিৎ ।।৮২।।

।। ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে কুমারান্বেষণো নাম নবমঃ সর্গঃ ।।

দশমঃ সর্গঃ

শ্রেণ্যাভিগমনঃ

স রাজবৎসঃ পৃথুপীনবক্ষাস্তৌ হব্যমন্ত্রাধিকৃতৌ বিহায় ।
উত্তীর্য গঙ্গাং প্রচলত্তরঙ্গাং শ্রীমদ্গৃহং রাজগৃহং জগাম ।।১।।

শৈলৈঃ সুগুপ্তং চ বিভূষিতং চ ধৃতং চ পূতং চ শিবৈস্তপোদৈঃ ।
পঞ্চাচলাঙ্কং নগরং প্রপেদে শান্তঃ স্বয়ম্ভূরিব নাকপৃষ্ঠম্ ।।২।।

গাম্ভীর্যমোজশ্চ নিশাম্য তস্য বপুশ্চ দীপ্তং পুরুষানতীত্য ।
বিসিস্মিয়ে তত্র জনস্তদানীং স্থাণুব্রতস্যেব বৃষধ্বজস্য ।।৩।।

তং প্রেক্ষ্য যোঽন্যেন যযৌ স তস্থৌ যস্তত্র তস্থৌ পথি সোঽন্বগচ্ছৎ ।
দ্রুতং যযৌ যঃ স জগাম ধীরং যঃ কশ্চিদাস্তে স্ম স চোৎপপাত ।।৪।।

কশ্চিৎ তমানর্চ জনঃ করাভ্যাং সৎকৃত্য কশ্চিচ্ছিরসা ববন্দে ।
স্নিগ্ধেন কশ্চিদ্ বচসাভ্যনন্দন্নৈনং জগামাপ্রতিপূজ্য কশ্চিৎ ।।৫।।

তং জিহ্রিয়ুঃ প্রেক্ষ্য বিচিত্রবেষাঃ প্রকীর্ণবাচঃ পথি মৌনমীয়ুঃ ।
ধর্মস্য সাক্ষাদিব সন্নিকর্ষে ন কশ্চিদন্যায়মতির্বভূব ।।৬।।

অন্যক্রিয়াণামপি রাজমার্গে স্ত্রীণাং নৃণাং বা বহুমানপূর্বম্ ।
তং দেবকল্পং নবদেবসূনুং নিরীক্ষমাণা ন ততর্প দৃষ্টিঃ ।।৭।।

ভ্রুবৌ ললাটং মুখমীক্ষণে বা বপুঃ করৌ বা চরণৌ গতিং বা ।
যদেব যস্তস্য দদর্শ তত্র তদেব তস্যাথ ববন্ধ চক্ষুঃ ।।৮।।

দৃষ্ট্বা চ সোর্ণভ্রুবমায়তাক্ষং জ্বলচ্ছরীরং শুভজালহস্তম্ ।
তং ভিক্ষুবেষং ক্ষিতিপালনার্হং সংচুক্ষুভে রাজগৃহস্য লক্ষ্মীঃ ।।৯।।

শ্রেণ্যোঽথ ভর্তা মগধাজিরস্য বাহ্যাদ্ বিমানাদ্ বিপুলং জনৌঘম্ ।
দদর্শ পপ্রচ্ছ চ তস্য হেতুং ততস্তমস্মৈ পুরুষঃ শশংস ।।১০।।

জ্ঞানং পরং বা পৃথিবীশ্রিয়ং বা বিপ্রৈর্য উক্তোঽধিগমিষ্যতীতি ।
স এষ শাক্যাধিপতেস্তনূজো নিরীক্ষ্যতে প্রব্রজিতো জনেন ।।১১।।

ততঃ শ্রুতার্থো মনসাগতাস্থো রাজা বভাষে পুরুষং তমেব ।
বিজ্ঞায়তাং ক্ব প্রতিগচ্ছতীতি তথেত্যথৈনং পুরুষোঽন্বগচ্ছৎ ।।১২ ।।

অলোলচক্ষুর্যুগমাত্রদর্শী নিবৃত্তবাগ্ যন্ত্রিতমন্দগামী ।
চচার ভিক্ষাং স তু ভিক্ষুবর্যো নিধায় গাত্রাণি চলং চ চেতঃ ॥১৩॥

আদায় ভৈক্ষং চ যথোপপন্নং যযৌ গিরেঃ প্রস্রবণং বিবিক্তম্ ।
ন্যায়েন তত্রাভ্যবহৃত্য চৈনম্মহীধরং পাণ্ডবমারুরোহ ॥১৪॥

তস্মিন্নবৌ লোধ্রবনোপগূঢ়ে ময়ূরনাদপ্রতিপূর্ণকুঞ্জে ।
কাষায়বাসাঃ স বভৌ নৃসূর্যো যথোদয়স্যোপরি বালসূর্যঃ ॥১৫॥

তত্রৈনমালোক্য স রাজভৃত্যঃ শ্রেণ্যায় রাজ্ঞে কথয়াঞ্চকার ।
সংশ্রুত্য রাজা স চ বাহুমান্যাত্তত্র প্রতস্থে নিভৃতানুযাত্রঃ ॥১৬ ॥

স পাণ্ডবং পাণ্ডবতুল্যবীর্যঃ শৈলোত্তমং শৈলসমানবর্ষ্মা ।
মৌলীধরঃ সিংহগতির্নৃসিংহশ্চলৎসটঃ সিংহ ইবারুরোহ ॥১৭॥

ততঃ স্ম তস্যোপরি শৃঙ্গভূতং শান্তেন্দ্রিয়ং পশ্যতি বোধিসত্ত্বম্ ।
পর্যঙ্কমাস্থায় বিরোচমানং শশাঙ্কমুদ্যন্তমিবাভ্রকুঞ্জাৎ ॥১৮॥

তং রূপলক্ষ্ম্যা চ শমেন চৈব ধর্মস্য নির্মাণমিবাপবিষ্টম্ ।
সবিস্ময়ঃ প্রশ্রয়বান্নরেন্দ্রঃ স্বয়ম্ভুবং শক্র ইবোপতস্থে ॥১৯॥

তং ন্যায়তো ন্যায়বিদাং বরিষ্ঠং সমেত্য পপ্রচ্ছ চ ধাতুসাম্যম্ ।
স চাপ্যবোচৎ সদৃশেন সাম্না নৃপং মনঃস্বাস্থ্যমনাময়ং চ ॥২০ ॥

ততঃ শুচৌ বারণকর্ণনীলে শিলাতলে সংনিষসাদ রাজা ।
উপোপবিশ্যানুমতশ্চ তস্য ভাবং বিজিজ্ঞাসুরিদং বভাষে ॥২১॥

প্রীতিঃ পরা মে ভবতঃ কুলেন ক্রমাগতা চৈব পরীক্ষিতা চ ।
জাতা বিবক্ষা স্ববয়ো যতো মে তস্মাদিদং স্নেহবচো নিবোধ ॥২২॥

আদিত্যপূর্বং বিপুলং কুলং তে নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ ।
কস্মাদিয়ং তে মতিরক্রমেণ ভৈক্ষাক এবাভিরতা ন রাজ্যে ॥২৩॥

গাত্রং হি তে লোহিতচন্দনার্হং কাষায়সংশ্লেষমনর্হমেতৎ ।
হস্তঃ প্রজাপালনযোগ্য এষ ভোক্তুং ন চার্হঃ পরদত্তমন্নম্ ॥২৪ ॥

তৎ সৌম্য রাজ্যং যদি পৈতৃকং ত্বং স্নেহাৎ পিতুর্নেচ্ছসি বিক্রমেণ ।
ন চ ক্রমং মর্ষয়িতুং মতিস্তে ভুঙ্‌ক্ষ্বার্ধমস্মদ্ বিষয়স্য শীঘ্রম্ ॥২৫॥

এবং হি ন স্যাৎ স্বজনাবমর্দঃ কালক্রমেণাপি শমশ্রয়া শ্রীঃ ।
তস্মাৎ কুরুষ্ব প্রণয়ং ময়ি ত্বং সদ্ভিঃ সহীয়া হি সতাং সমৃদ্ধিঃ ॥২৬॥

অথ ত্বিদানীং কুলগর্বিতত্বাদস্মাসু বিশ্রম্ভগুণো ন তেঽস্তি ।
ব্যূঢ়ান্যনীকানি বিগাহ্য বাণৈর্ময়া সহায়েন পরান্ জিগীষ ॥২৭॥

তন্বুদ্ধিমত্রান্যতরাং বৃণীষ্ব ধর্মার্থকামান্বিধিবদ্ ভজস্ব ।
ব্যত্যস্য রাগাদিহ হি ত্রিবর্গং প্রেত্যেহ চ ভ্রংশমবাপ্নুবন্তি ॥২৮॥

যো হ্যর্থধর্মৌ পরিপীড্য কামঃ স্যাদ্ ধর্মকামৌ পরিভূয় চার্থঃ ।
কামার্থয়োশ্চোপরমেণ ধর্ম স্ত্যাজ্যঃ স কৃৎস্নো যদি কাঙ্ক্ষিতোঽর্থঃ ॥২৯॥

তস্মাৎ ত্রিবর্গস্য নিষেবণেন ত্বং রূপমেতৎ সফলং কুরুষ্ব ।
ধর্মার্থকামাধিগমং হ্যনূনং নৃণামনূনং পুরুষার্থমাহুঃ ॥৩০॥

তন্নিষ্ফলৌ নার্হসি কর্তুমেতৌ পীনৌ ভুজৌ চাপবিকর্ষণার্হৌ
মান্ধাতৃবজ্জেতুমিমৌ হি যোগ্যৌ লোকানপি ত্রীনিহ কিং পুনর্গাম্ ॥৩১॥

স্নেহেন খল্বেতদহং ব্রবীমি নৈশ্বর্যরাগেণ ন বিস্ময়েন ।
ইমং হি দৃষ্টবা তব ভিক্ষুবেষং জাতানুকম্পোঽস্ম্যপি চাগতাশ্রুঃ ॥৩২॥

যাবৎ স্ববংশপ্রতিরূপ রূপং ন তে জরাভ্যেত্যভিভূয় ভূয়ঃ ।
তদ্ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভিক্ষাশ্রমকাম কামান্ কালেঽসি কর্তা প্রিয়ধর্ম ধর্মম্ ॥৩৩॥

শক্নোতি জীর্ণঃ খলু ধর্মমাপ্তুং কামোপভোগেষ্বগতির্জরায়াঃ ।
অতশ্চ যূনঃ কথয়ন্তি কামান্ মধ্যস্য বিত্তং স্থবিরস্য ধর্মম্ ॥৩৪॥

ধর্মস্য চার্থস্য চ জীবলোকে প্রত্যর্থিভূতানি হি যৌবনানি ।
সংরক্ষ্যমাণান্যপি দুর্গ্রহাণি কামা যতস্তেন পথা হরন্তি ॥৩৫॥

বয়াংসি জীর্ণানি বিমর্শবন্তি ধীরাণ্যবস্থানপরায়ণানি ।
অল্পেন যত্নেন শমাত্মকানি ভবন্ত্যগত্যৈব চ লজ্জয়া চ ॥৩৬॥

অতশ্চ লোলং বিষয়প্রধানং প্রমত্তমক্ষান্তমদীর্ঘদর্শি ।
বহুচ্ছলং যৌবনমভ্যতীত্য নিস্তীর্য কান্তারমিবাশ্বসন্তি ॥৩৭॥

তস্মাদধীরং চপলপ্রমাদি নবং বয়স্তাবদিদং ব্যপৈতু ।
কামস্য পূর্বং হি বয়ঃ শরব্যং ন শক্যতে রক্ষিতুমিন্দ্রিয়েভ্যঃ ॥৩৮॥

অথো চিকীর্ষা তব ধর্ম এব যজস্ব যজ্ঞং কুলধর্ম এষঃ ।
যজ্ঞৈরধিষ্ঠায় হি নাগপৃষ্ঠং যযৌ মরুত্বানপি নাকপৃষ্ঠম্ ॥৩৯॥

সুবর্ণকেয়ূরবিদষ্টবাহবো মণিপ্রদীপোজ্জ্বলচিত্রমৌলয়ঃ ।
নৃপর্ষয়স্তাং হি গতিং গতা মখৈঃ শ্রমেণ যামেব মহর্ষয়ো যযুঃ ॥৪০॥

ইত্যেবং মগধপতির্বচো বভাষে যঃ সম্যগ্বলভিদিব ব্রুবন্ বভাসে ।
তচ্ছ্রুত্বা ন স বিচচাল রাজসূনুঃ কৈলাসো গিরিরিব নৈকচিত্রসানুঃ ॥৪১॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে শ্রেণ্যাভিগমনো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥

একাদশঃ সর্গঃ

কামবিগর্হণম্

অথৈবমুক্তো মগধাধিপেন সুহৃন্মুখেন প্রতিকূলমর্থম্ ।
স্বস্থোঽবিকারঃ কুলশৌচশুদ্ধঃ শৌদ্ধোদনির্বাক্যমিদং জগাদ ॥১॥

নাশ্চর্যমেতদ্ ভবতো বিধানং জাতস্য হর্যঙ্ককুলে বিশালে ।
যন্মিত্রপক্ষে তব মিত্রকাম স্যাদ্ বৃত্তিরেষা পরিশুদ্ধবৃত্তেঃ ॥২॥

অসৎসু মৈত্রী স্বকুলানুবৃত্তা ন তিষ্ঠতি শ্রীরিব বিক্লবেষু ।
পূর্বৈঃ কৃতাং প্রীতিপরংপরাভিস্তামেব সন্তস্তু বিবর্ধয়ন্তি ॥৩॥

যে চার্থকৃচ্ছ্রেষু ভবন্তি লোকে সমানকার্যাঃ সুহৃদাং মনুষ্যাঃ ।
মিত্রাণি তানীতি পরৈমি বুদ্ধ্যা স্বস্থস্য বৃদ্ধিষ্বিহ কো হি ন স্যাৎ ॥৪॥

এবং চ যে দ্রব্যমবাপ্য লোকে মিত্রেষু ধর্মে চ নিযোজয়ন্তি ।
অবাপ্তসারাণি ধনানি তেষাং ভ্রষ্টানি নান্তে জনয়ন্তি তাপম্ ॥৫॥

সুহৃত্তয়া চার্যতয়া চ রাজন্ খল্বেষ যো মাং প্রতি নিশ্চয়স্তে ।
অত্রানুনেষ্যামি সুহৃত্তয়ৈব ব্রূয়ামহং নোত্তরমন্যদত্র ॥৬॥

অহং জরামৃত্যুভয়ং বিদিত্বা মুমুক্ষয়া ধর্মমিমং প্রপন্নঃ ।
বন্ধূন্ প্রিয়ানশ্রুমুখান্বিহায় প্রাগেব কামানশুভস্য হেতূন্ ॥৭॥

নাশীবিষেভ্যো হি তথা বিভেমি নৈবাশনিভ্যো গগনাচ্চ্যুতেভ্যঃ ।
ন পাবকেভ্যোঽনিলসংহিতেভ্যো যথা ভয়ং মে বিষয়েভ্য এব ॥৮॥

কামা হ্যনিত্যাঃ কুশলার্থচৌরা রিক্তাশ্চ মায়াসদৃশাশ্চ লোকে ।
আশাস্যমানা অপি মোহয়ন্তি চিত্তং নৃণাং কিং পুনরাত্মসংস্থাঃ ॥৯॥

কামাভিভূতা হি ন যান্তি শর্ম ত্রিপিষ্টপে কিং বত মর্ত্যলোকে ।
কামৈঃ সতৃষ্ণস্য হি নাস্তি তৃপ্তির্যথেন্ধনৈর্বাতসখস্য বহ্নেঃ ॥১০॥

জগত্যনর্থো ন সমোঽস্তি কামৈর্মোহাচ্চ তেষ্বেব জনঃ প্রসক্তঃ ।
তত্ত্বং বিদিত্বৈবমনর্থভীরুঃ প্রাজ্ঞঃ স্বয়ং কোঽভিলষেদনর্থম্ ॥১১॥

সমুদ্রবস্ত্রামপি গামবাপ্য পারং জিগীষন্তি মহার্ণবস্য ।
লোকস্য কামৈর্ন বিতৃপ্তিরস্তি পতদ্ভিরম্ভোভিরিবার্ণবস্য ॥১২॥

দেবেন বৃষ্টেঽপি হিরণ্যবর্ষে দ্বীপান্ সমগ্রাংশ্চতুরোঽপি জিত্বা ।
শক্রস্য চার্ধাসনমপ্যবাপ্য মান্ধাতুরাসীদ্ বিষয়েষ্বতৃপ্তিঃ ॥১৩॥

ভুক্ত্বাপি রাজ্যং দিবি দেবতানাং শতক্রতৌ বৃত্রভয়াৎ প্রনষ্টে ।
দর্পান্মহর্ষীনপি বাহয়িত্বা কামেষ্বতৃপ্তো নহুষঃ পপাত ॥১৪॥

ঐড়শ্চ রাজা ত্রিদিবং বিগাহ্য নীত্বাপি দেবীং বশমুর্বশীং তাম্ ।
লোভাদ্ ঋষিভ্যঃ কনকং জিহীর্ষুর্জগাম নাশং বিষয়েষ্বতৃপ্তঃ ॥১৫॥

বলের্মহেন্দ্রং নহুষং মহেন্দ্রাদিন্দ্রং পুনর্যে নহুষাদুপেয়ুঃ ।
স্বর্গে ক্ষিতৌ বা বিষয়েষু তেষু কো বিশ্বসেদ্ ভাগ্যকুলাকুলেষু ॥১৬॥

চীরাম্বরা মূলফলাম্বুভক্ষা জটা বহন্তোঽপি ভুজঙ্গদীর্ঘাঃ ।
যৈর্নান্যকার্যা মুনয়োপি ভগ্নাঃ কঃ কামসংজ্ঞান্মৃগয়েত শত্রূন্ ॥১৭॥

উগ্রায়ুধশ্চোগ্রধৃতায়ুধোঽপি যেষাং কৃতে মৃত্যুমবাপ ভীষ্মাৎ ।
চিন্তাপি তেষামশিবা বধায় সদ্বৃত্তিনাং কিং পুনরব্রতানাম্ ॥১৮॥

আস্বাদমল্পং বিষয়েষু মত্বা সংযোজনোৎকর্ষমতৃপ্তিমেব ।
সদ্ভ্যশ্চ গর্হাং নিয়তং চ পাপং কঃ কামসংজ্ঞং বিষমাদদীত ॥১৯॥

কৃষ্যাদিভিঃ কর্মভিরর্দিতানাং কামাত্মকানাং চ নিশম্য দুঃখম্ ।
স্বাস্থ্যং চ কামেষ্বকুতূহলানাং কামান্বিহাতুং ক্ষমমাত্মবদ্ভিঃ ॥২০॥

জ্ঞেয়া বিপৎকামিনি কামসংপৎসিদ্ধেষু কামেষু মদং হ্যুপৈতি ।
মদাদকার্যং কুরুতে ন কার্যং যেন ক্ষতো দুর্গতিমভ্যুপৈতি ॥২১॥

যত্নেন লব্ধাঃ পরিরক্ষিতাশ্চ যে বিপ্রলভ্য প্রতিযান্তি ভূয়ঃ ।
তেষ্বাত্মবান্ যাচিতকোপমেষু কামেষু বিদ্বানিহ কো রমেত ॥২২॥

অন্বিষ্য চাদায় চ জাততর্ষা যানত্যজন্তঃ পরিযান্তি দুঃখম্ ।
লোকে তৃণোল্কাসদৃশেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৩॥

অনাত্মবন্তো হৃদি যৈর্বিদষ্টা বিনাশমর্চ্ছন্তি ন যান্তি শর্ম ।
ক্রুদ্ধোগ্রসর্পপ্রতিমেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৪॥

অস্থি ক্ষুধার্তা ইব সারমেয়া ভুক্ত্বাপি যন্নৈব ভবন্তি তৃপ্তাঃ ।
জীর্ণাস্থিকঙ্কালসমেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৫॥

যে রাজচৌরোদকপাবকেভ্যঃ সাধারণত্বাজ্জনয়ন্তি দুঃখম্ ।
তেষু প্রবিদ্ধামিষসন্নিভেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৬॥

যত্র স্থিতানামভিতো বিপত্তিঃ শত্রোঃ সকাশাদপি বান্ধবেভ্যঃ ।
হিংস্রেষু-তেষ্বায়তনোপমেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৭॥

গিরৌ বনে চাপ্সু চ সাগরে চ যান্ ভ্রংশমর্চ্ছন্তি বিলঙ্ঘমানাঃ ।
তেষু দ্রুমপ্রাগ্রফলোপমেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৮॥

তীব্রৈঃ প্রযত্নৈর্বিবিধৈরবাপ্তাঃ ক্ষণেন যে নাশমিহ প্রয়ান্তি ।
স্বপ্নোপভোগপ্রতিমেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥২৯॥

যানর্জয়িত্বাপি ন যান্তি শর্ম বিবর্ধয়িত্বা পরিপালয়িত্বা ।
অংগারকর্ষুপ্রতিমেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥৩০॥

বিনাশমীয়ুঃ কুরবো যদর্থং বৃষ্ণ্যন্ধকা মেখলদণ্ডকাশ্চ ।
সূনাসিকাষ্ঠপ্রতিমেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥৩১॥

সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ যদর্থমন্যোন্যবৈরপ্রসৃতৌ বিনষ্টৌ ।
সৌহার্দবিশ্লেষকরেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥৩২॥

যেষাং কৃতে বারিণি পাবকে চ ক্রব্যাৎসু চাত্মানমিহোৎ সৃজন্তি ।
সপত্নভূতেষ্বশিবেষু তেষু কামেষু কস্যাত্মবতো রতিঃ স্যাৎ ॥৩৩॥

কামার্থমজ্ঞঃ কৃপণং করোতি প্রাপ্নোতি দুঃখং বধবন্ধনাদি ।
কামার্থমাশাকৃপণস্তপস্বী মৃত্যুং শ্রমং চার্চ্ছতি জীবলোকঃ ॥৩৪॥

গীতৈর্হ্রিয়ন্তে হি মৃগা বধায় রূপার্থমগ্নৌ শলভাঃ পতন্তি ।
মৎস্যো গিরত্যায়সমামিষার্থী তস্মাদনর্থং বিষয়াঃ ফলন্তি ॥৩৫॥

কামাস্তু ভোগা ইতি যন্মতিঃ স্যাদ্ ভোগা ন কেচিৎ পরিগণ্যমানাঃ ।
বস্ত্রাদয়ো দ্রব্যগুণা হি লোকে দুঃখপ্রতীকার ইতি প্রধার্যাঃ ॥৩৬॥

ইষ্টং হি তর্ষপ্রশমায় তোয়ং ক্ষুন্নাশহেতোরশনং তথৈব।
বাতাতপাম্বাবরণায় বেশ্ম কৌপীনশীতাবরণায় বাসঃ ॥৩৭॥

নিদ্রাবিঘাতায় তথৈব শয্যা যানং তথাধ্বশ্রমনাশনায়।
তথাসনং স্থানবিনোদনায় স্নানং মৃজারোগ্যবলাশ্রয়ায় ॥৩৮॥

দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তভূতা স্তস্মাৎ প্রজানাং বিষয়া ন ভোগাঃ।
অশ্নামি ভোগানিতি কোঽভ্যুপেয়াৎ প্রাজ্ঞঃ প্রতীকারবিধৌ প্রবৃত্তঃ ॥৩৯॥

যঃ পিত্তদাহেন বিদহ্যমানঃ শীতক্রিয়াং ভোগ ইতি ব্যবস্যেৎ।
দুঃখপ্রতীকারবিধৌ প্রবৃত্তঃ কামেষু কুর্যাৎ স হি ভোগসংজ্ঞাম্ ॥৪০॥

কামেষ্বনৈকান্তিকতা চ যস্মাদতোঽপি মে তেষু ন ভোগসংজ্ঞা।
য এব ভাবা হি সুখং দিশন্তি ত এব দুঃখং পুনরাবহন্তি ॥৪১।

গুরূণি বাসাংস্যগুরূণি চৈব সুখায় শীতে হ্যসুখায় ঘর্মে।
চন্দ্রাংশবশ্চন্দনমেব চোষ্ণে সুখায় দুঃখায় ভবন্তি শীতে ॥৪২॥

দ্বন্দ্বানি সর্বস্য যতঃ প্রসক্তান্যলাভলাভপ্রভৃতীনি লোকে।
অতোঽপি নৈকান্তসুখোঽস্তি কশ্চি ন্নৈকান্তদুঃখঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাম্ ॥৪৩॥

দৃষ্টবা বিমিশ্রাং সুখদুঃখতাং মে রাজ্যং চ দাস্যং চ মতং সমানম্।
নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা ন চাপি সন্তপ্যত এব দাসঃ ॥৪৪॥

আজ্ঞা নৃপত্বেঽভ্যধিকেতি যৎস্যান্মহান্তি দুঃখান্যত এব রাজ্ঞঃ।
আসঙ্গকাষ্ঠপ্রতিমো হি রাজা লোকস্য হেতোঃ পরিখেদমেতি ॥৪৫॥

রাজ্যে নৃপস্ত্যাগিনি বহ্বমিত্রে বিশ্বাসমাগচ্ছতি চেদ্ বিপন্নঃ।
তথাপি বিস্রম্ভমুপৈতি নেহ কিং নাম সৌখ্যং চকিতস্য রাজ্ঞঃ ॥৪৬॥

যদা চ জিত্বাপি মহীং সমগ্রাং বাসায় দৃষ্টং পুরমেকমেব।
তত্রাপি চৈকং ভবনং নিষেব্যং শ্রমঃ পরার্থে ননু রাজভাবঃ ॥৪৭॥

রাজ্ঞোঽপি বাসোযুগমেকমেব ক্ষুৎসন্নিরোধায় তথান্নমাত্রা।
শয্যা তথৈকাসনমেকমেব শেষা বিশেষা নৃপতের্মদায় ॥৪৮॥

তুষ্ট্যর্থমেতচ্চ ফলং যদীষ্টমৃতেঽপি রাজ্যান্মম তুষ্টিরস্তি।
তুষ্টৌ চ সত্যাং পুরুষস্য লোকে সর্বে বিশেষা ননু নির্বিশেষাঃ ॥৪৯॥

তন্নাস্মি কামান্ প্রতি সংপ্রতার্যঃ ক্ষেমং শিবং মার্গমনুপ্রপন্নঃ।
স্মৃত্বা সুহৃত্ত্বং তু পনঃ পুনর্মাং ব্রূহি প্রতিজ্ঞাং খলু পালয়েতি ॥৫০॥

ন হ্যস্ম্যমর্ষেণ বনং প্রবিষ্টো ন শত্রুবাণৈরবধূতমৌলিঃ।
কৃতস্পৃহো নাপি ফলাধিকেভ্যো গৃহ্ণামি নৈতদ্ বচনং যতস্তে ॥৫১॥

যো দন্দশূকং কুপিতং ভুজঙ্গং মুক্ত্বা ব্যবস্যেদ্ধি পুনর্গ্রহীতুম্।
দাহাত্মিকাং বা জ্বলিতাং তৃণোল্কাং সংত্যজ্য কামান্ স পুনর্ভজেত ॥৫২॥

অন্ধায় যশ্চ স্পৃহয়েদনন্ধো বদ্ধায় মুক্তো বিধনায় চাঢ্যঃ।
উন্মত্তচিত্তায় চ কল্যচিত্তঃ স্পৃহাং স কুর্যাদ্ বিষয়াত্মকায় ॥৫৩॥

ভৈক্ষোপভোগীতি চ নানুকম্প্যঃ কৃতী জরামৃত্যুভয়ং তিতীর্ষুঃ।
ইহোত্তমং শান্তিসুখং চ যস্য পরত্র দুঃখানি চ সংবৃতানি ॥৫৪॥

লক্ষ্ম্যাং মহত্যাপি বর্তমানস্তৃষ্ণাভিভূতস্ত্বনুকম্পিতব্যঃ।
প্রাপ্নোতি যঃ শান্তিসুখং ন চেহ পরত্র দুঃখৈঃ প্রতিগৃহ্যতে চ ॥৫৫॥

এবং তু বক্তুং ভবতোঽনুরূপং সত্ত্বস্য বৃত্তস্য কুলস্য চৈব।
মমাপি বোঢ়ুং সদৃশং প্রতিজ্ঞাং সত্ত্বস্য বৃত্তস্য কুলস্য চৈব ॥৫৬॥

অহং হি সংসারশরেণ বিদ্ধো বিনিঃসৃতঃ শান্তিমবাপ্তুকামঃ।
নেচ্ছেয়মাপ্তুং ত্রিদিবেঽপি রাজ্যং নিরাময়ং কিং বত মানুষেষু ॥৫৭॥

ত্রিবর্গসেবাং নৃপ যত্তু কৃৎস্নতঃ পরো মনুষ্যার্থ ইতি ত্বমাত্থ মাম্।
অনর্থ ইত্যেব মমাত্র দর্শনং ক্ষয়ী ত্রিবর্গো হি ন চাপি তর্পকঃ ॥৫৮॥

পদে তু যস্মিন্ ন জরা ন ভীর্ন রুঙ্ ন জন্ম নৈবোপরমো ন চাধয়ঃ।
তমেব মন্যে পুরুষার্থমুত্তমং ন বিদ্যতে যত্র পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া ॥৫৯॥

যদপ্যবোচঃ পরিপাল্যতাং জরা নবং বয়ো গচ্ছতি বিক্রিয়ামিতি।
অনিশ্চয়োঽয়ং চপলং হি দৃশ্যতে জরাপ্যধীরা ধৃতিমচ্চ যৌবনম্ ॥৬০॥

স্বকর্মদক্ষশ্চ যদান্তকো জগদ্ বয়ঃসু সর্বেষ্ববশং বিকর্ষতি।
বিনাশকালে কথমব্যবস্থিতে জরা প্রতীক্ষ্যা বিদুষা শমেপ্সুনা ॥৬১॥

জরায়ুধো ব্যাধিবিকীর্ণসায়কো যদান্তকো ব্যাধ ইবাশিবঃ স্থিতঃ।
প্রজামৃগান্ ভাগ্যবনাশ্রিতাংস্তুদন্ বয়ঃপ্রকর্ষং প্রতি কো মনোরথঃ ॥৬২॥

অতো যুবা বা স্থবিরোঽথবা শিশুস্তথা ত্বরাবানিহ কর্তুমর্হতি।
যথা ভবেদ্ ধর্মবতঃ কৃতাত্মনঃ প্রবৃত্তিরিষ্টা বিনিবৃত্তিরেব বা ॥৬৩॥

যদাত্থ চাপীষ্টফলাং কুলোচিতাং কুরুষ্ব ধর্মায় মখক্রিয়ামিতি।
নমো মখেভ্যো ন হি কাময়ে সুখং পরস্য দুঃক্রিয়য়া যদিষ্যতে ॥৬৪॥

পরং হি হন্তুং বিবশং ফলেপ্সয়া ন যুক্তরূপং করুণাত্মনঃ সতঃ।
ক্রতোঃ ফলং যদ্যপি শাশ্বতং ভবে-ত্তথাপি কৃত্বা কিমু যৎ ক্ষয়াত্মকম্ ॥৬৫॥

ভবেচ্চ ধর্মো যদি নাপরো বিধির্ব্রতেন শীলেন মনঃশমেন বা।
তথাপি নৈবার্হতি সেবিতুং ক্রতুং বিশস্য যস্মিন্ পরমুচ্যতে ফলম্ ॥৬৬॥

ইহাপি তাবৎ পুরুষস্য তিষ্ঠতঃ প্রবর্ততে যৎ পরহিংসয়া সুখম্।
তদপ্যনিষ্টং সঘৃণস্য ধীমতো ভবান্তরে কিং বত যন্ন দৃশ্যতে ॥৬৭॥

ন চ প্রতার্যোঽস্মি ফলপ্রবৃত্তয়ে ভবেষু রাজন্ রমতে ন মে মনঃ।
লতা ইবাম্ভোধরবৃষ্টিতাড়িতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ সর্বগতা হি চঞ্চলাঃ ॥৬৮॥

ইহাগতশ্চাহমিতো দিদৃক্ষয়া মুনেররাড়স্য বিমোক্ষবাদিনঃ।
প্রয়ামি চাদ্যৈব নৃপাস্তু তে শিবং বচঃ ক্ষমেথা মম তত্ত্বনিষ্ঠুরম্ ॥৬৯॥

অবেন্দ্রবদ্ দিব্যব শশ্বদর্কবদ্ গুণৈরব শ্রেয় ইহাব গামব।
অবায়ুরার্যৈরব সৎসুতানব শ্রিয়শ্চ রাজন্নব ধর্মমাত্মনঃ ॥৭০॥

হিমারিকেতূদ্ভবসংভবান্তরে যথা দ্বিজো যাতি বিমোক্ষয়ংস্তনুম্ ।
হিমারিশত্রুক্ষয়শত্রুঘাতনে তথান্তরে যাহি বিমোক্ষয়ন্মনঃ ।।৭১।।

নৃপোঽব্রবীৎ সাঞ্জলিরাগতস্পৃহো যথেষ্টমাপ্নোতু ভবানবিঘ্নতঃ ।
অবাপ্য কালে কৃতকৃত্যতামিমাং মমাপি কার্যো ভবতা ত্বনুগ্রহঃ ।।৭২।।

স্থিরং প্রতিজ্ঞায় তথেতি পার্থিবে ততঃ স বৈশ্বন্তরমাশ্রমং যযৌ ।
পরিব্রজন্তং তমুদীক্ষ্য বিস্মিতো নৃপোঽপি বব্রাজ পুরং গিরিব্রজম্ ।।৭৩।।

।। ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে কামবিগর্হণো নাম একাদশঃ সর্গঃ ।।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

অরাড়দর্শনম্

ততঃ শমবিহারস্য মুনেরিক্ষ্বাকুচন্দ্রমাঃ ।
অরাড়স্যাশ্রমা ভেজে বপুষা পূরয়ন্নিব ।।১।।

স কালামসগোত্রেণ তেনালোক্যৈব দূরতঃ ।
উচ্চৈঃ স্বাগতমিত্যুক্তঃ সমীপমুপজগ্মিবান্ ।।২।।

তাবুভৌ ন্যায়তঃ পৃষ্ট্বা ধাতুসাম্যং পরস্পরম্ ।
দারব্যোর্মেধ্যয়োর্বৃষ্যোঃ শুচৌ দেশে নিষেদতুঃ ।।৩।।

তমাসীনং নৃপসুতং সোঽব্রবীন্মুনিসত্তমঃ ।
বহুমানবিশালাভ্যাং দর্শনাভ্যাং পিবন্নিব ।।৪।।

বিদিতং মে যথা সৌম্য নিষ্ক্রান্তো ভবনাদসি ।
ছিত্বা স্নেহময়ঃ পাশং পাশং দৃপ্ত ইব দ্বিপঃ ।।৫।।

সর্বথা ধৃতিমচ্চৈব প্রাজ্ঞং চৈব মনস্তব ।
যস্ত্বং প্রাপ্তঃ শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা লতাং বিষফলামিব ।।৬।।

নাশ্চর্যং জীর্ণবয়সো যজ্জগ্মুঃ পার্থিবা বনম্ ।
অপত্যেভ্যঃ শ্রিয়ং দত্ত্বা ভুক্তোচ্ছিষ্টামিব স্রজম্ ।।৭।।

ইদং মে মতমাশ্চর্যং নবে বয়সি যদ্ভবান্ ।
অভুক্ত্বৈব শ্রিয়ং প্রাপ্তঃ স্থিতো বিষয়গোচরে ।।৮।।

তদ্ বিজ্ঞাতুমিমং ধর্মং পরমং ভাজনং ভবান্ ।
জ্ঞানপ্লবমধিষ্ঠায় শীঘ্রং দুঃখার্ণবং তর ।।৯।।

শিষ্যে যদ্যপি বিজ্ঞাতে শাস্ত্রং কালেন বর্ণ্যতে ।
গাম্ভীর্যাদ্ ব্যবসায়াচ্চ ন পরীক্ষ্যো ভবান্ মম ।।১০।।

ইতি বাক্যমরাড়স্য বিজ্ঞায় স নরর্ষভঃ ।
বভূব পরমপ্রীতঃ প্রোবাচোত্তরমেব চ ।।১১।।

বিরক্তস্যাপি যদিদং সৌমুখ্যং ভবতঃ পরম্ ।
অকৃতার্থোঽপ্যনেনাস্মি কৃতার্থ ইব সম্প্রতি ॥১২॥

দিদৃক্ষুরিব হি জ্যোতির্যিযাসুরিব দৈশিকম্ ।
ত্বদ্দর্শনমহং মন্যে তিতীর্ষুরিব চ প্লবম্ ॥১৩॥

তস্মাদর্হসি তদ্বক্তুং বক্তব্যং যদি মন্যসে ।
জরামরণরোগেভ্যো যথায়ং পরিমুচ্যতে ॥১৪॥

ইত্যারাড়ঃ কুমারস্য মাহাত্ম্যাদেব চোদিতঃ ।
সংক্ষিপ্তং কথয়াঞ্চক্রে স্বস্য শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ম্ ॥১৫॥

শ্রূয়তামিয়মস্মাকং সিদ্ধান্তঃ শৃণ্বতাং বর ।
যথা ভবতি সংসারো যথা চৈব নিবর্ততে ॥১৬॥

প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যুর্জরৈব চ ।
তৎ তাবৎ সত্ত্বমিত্যুক্তং স্থিরসত্ত্ব পরেহি তৎ ॥১৭॥

তত্র তু প্রকৃতিং নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ ।
পঞ্চ ভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ ॥১৮॥

বিকার ইতি বুধ্যস্ব বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ ।
পাণিপাদং চ বাদং চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ ॥১৯॥

অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ন্ত্যাত্মচিন্তকাঃ ॥২০॥

সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধ ইতি স্মৃতঃ ।
সপুত্রঃ প্রতিবুদ্ধস্তু প্রজাপতিরিহোচ্যতে ॥২১॥

জায়তে জীর্যতে চৈব বাধ্যতে ম্রিয়তে চ যৎ ।
তদ্ ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়মব্যক্তং তু বিপর্যয়াৎ ॥২২॥

অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ ।
স্থিতোঽস্মিংস্ত্রিতয়ে জন্তুস্তৎ সত্ত্বং নাতিবর্ততে ॥২৩॥

বিপ্রত্যয়াদহংকারাৎ সন্দেহাদভিসংপ্লবাৎ ।
অবিশেষানুপায়াভ্যাং সঙ্গাদভ্যবপাততঃ ॥২৪॥

তত্র বিপ্রত্যয়ো নাম বিপরীতং প্রবর্ততে ।
অন্যথা কুরুতে কার্যং মন্তব্যং মন্যতেঽন্যথা ॥২৫॥

ব্রবীম্যহমহং বেদ্মি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ ।
ইতীহৈবমহংকারস্ত্বনহংকার বর্ততে ॥২৬॥

যস্তু ভাবানসংদিগ্ধানেকীভাবেন পশ্যতি ।
মৃৎপিণ্ডবদসন্দেহ সন্দেহঃ স ইহোচ্যতে ॥২৭॥

য এবাহং স এবেদং মনো বুদ্ধিশ্চ কর্ম চ ।
যশ্চৈবৈষ গণঃ সোঽহমিতি যঃ সোঽভিসংপ্লবঃ ॥২৮॥

অবিশেষং বিশেষজ্ঞ প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধয়োঃ।
প্রকৃতীনাং চ যো বেদ সোঽবিশেষ ইতি স্মৃতঃ ।।২৯।।

নমস্কারবষট্কারৌ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদয়ঃ।
অনুপায় ইতি প্রাজ্ঞৈরুপায়জ্ঞ! প্রবেদিতঃ ।।৩০।।

সজ্জতে যেন দুর্মেধা মনোবাগ্বুদ্ধিকর্মভিঃ।
বিষয়েষ্বনভিষ্বঙ্গ! সোঽভিষ্বঙ্গ ইতি স্মৃতঃ ।।৩১।।

মমেদমহমস্যেতি যদ্ দুঃখমভিমন্যতে।
বিজ্ঞেয়োঽভ্যবপাতঃ স সংসারে যেন পাত্যতে ।।৩২।।

ইত্যবিদ্যাং হি বিদ্বান্ স পঞ্চপর্বাং সমীহতে।
তমো মোহং মহামোহং তামিস্রদ্বয়মেব চ ।।৩৩।।

তত্রালস্যং তমো বিদ্ধি মোহং মৃত্যুং চ জন্ম চ।
মহামোহস্ত্বসংমোহ কাম ইত্যেব গম্যতাম্ ।।৩৪।।

যস্মাদত্র চ ভূতাদি প্রমুহ্যন্তি মহান্ত্যপি।
তস্মাদেষ মহাবাহো মহামোহ ইতি স্মৃতঃ ।।৩৫।।

তামিস্রমিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে।
বিষাদং চান্ধতামিস্রমবিষাদ প্রচক্ষতে ।।৩৬।।

অনয়াবিদ্যয়া বালঃ সংযুক্তঃ পঞ্চপর্বয়া।
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে জন্মস্বভিনিষিচ্যতে ।।৩৭।।

দ্রষ্টা শ্রোতা চ মন্তা চ কার্যকারণমেব চ।
অহমিত্যেবমাগম্য সংসারে পরিবর্ততে ।।৩৮।।

ইহৈভির্হেতুভির্ধীমন্ জন্মস্রোতঃ প্রবর্ততে।
হেত্বভাবাৎ ফলাভাব ইতি বিজ্ঞাতুমর্হসি ।।৩৯।।

তত্র সম্যঙ্ মতির্বিদ্যান্মোক্ষকাম চতুষ্টয়ম্।
প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধৌ চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ ।।৪০।।

যথাবদেতদ্বিজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞো হি চতুষ্টয়ম্।
আজবংজবতাং হিত্বা প্রাপ্নোতি পদমক্ষরম্ ।।৪১।।

ইত্যর্থং ব্রাহ্মণা লোকে পরমব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মচর্যং চরন্তীহ ব্রাহ্মণান্বাসয়ন্তি চ ।।৪২।।

ইতি বাক্যমিদং শ্রুত্বা মুনেস্তস্য নৃপাত্মজঃ।
অভ্যুপায়ং চ পপ্রচ্ছ পদমেব চ নৈষ্ঠিকম্ ।।৪৩।।

ব্রহ্মচর্যমিদং চর্যং যথা যাবচ্চ যত্র চ।
ধর্মস্যাস্য চ পর্যন্তং ভবান্ ব্যাখ্যাতুমর্হতি ।।৪৪।।

ইত্যারাড়ো যথাশাস্ত্রং বিস্পষ্টার্থং সমাসতঃ।
তমেবান্যেন কল্পেন ধর্মমস্মৈ ব্যভাষত ।।৪৫।।

অয়মাদৌ গৃহান্মুক্ত্বা ভৈক্ষাকং লিংগমাশ্রিতঃ ।
সমুদাচারবিস্তীর্ণং শীলমাদায় বর্ততে ।।৪৬।।

সন্তোষং পরমাস্থায় যেন যেন যতস্ততঃ ।
বিবিক্তং সেবতে বাসং নির্দ্বন্দ্বঃ শাস্ত্রবিৎ কৃতী ।।৪৭।।

ততো রাগাদ্ ভয়ং দৃষ্ট্বা বৈরাগ্যাচ্চ পরং শিবম্ ।
নিগৃহ্ণন্নিন্দ্রিয়গ্রামং যততে মনসঃ শমে ।।৪৮।।

অথো বিবিক্তং কামেভ্যো ব্যাপাদাদিভ্য এব চ ।
বিবেকজমবাপ্নোতি পূর্বধ্যানং বিতর্কবৎ ।।৪৯।।

তচ্চ ধ্যানসুখং প্রাপ্য তৎ তদেব বিতর্কয়ন্ ।
অপূর্বসুখলাভেন হ্রিয়তে বালিশো জনঃ ।।৫০।।

শমেনৈবংবিধেনায়ং কামদ্বেষবিগর্হিণা ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পরিতোষেণ বঞ্চিতঃ ।।৫১।।

জ্ঞাত্বা বিদ্বান্বিতর্কাংস্তু মনঃসংক্ষোভকারকান্ ।
তদ্বিযুক্তমবাপ্নোতি ধ্যানং প্রীতিসুখান্বিতম্ ।।৫২।।

হ্রিয়মাণস্তয়া প্রীত্যা যো বিশেষং ন পশ্যতি ।
স্থানং ভাস্বরমাপ্নোতি দেবেষ্বাভাস্বরেষু সঃ ।।৫৩।।

যস্তু প্রীতিসুখাৎ তস্মাদ্ বিবেচয়তি মানসম্ ।
তৃতীয়ং লভতে ধ্যানং সুখং প্রীতিবিবর্জিতম্ ।।৫৪।।

যস্তু তস্মিন্ সুখে মগ্নো ন বিশেষায় যত্নবান্ ।
শুভকৃৎস্নৈঃ স সামান্যং সুখং প্রাপ্নোতি দৈবতৈঃ ।।৫৫।।

তাদৃশং সুখমাসাদ্য যো ন রজ্যত্যুপেক্ষকঃ ।
চতুর্থং ধ্যানমাপ্নোতি সুখদুঃখবিবর্জিতম্ ।।৫৬।।

তত্র কেচিদ্ ব্যবস্যন্তি মোক্ষ ইত্যভিমানিনঃ ।
সুখদুঃখপরিত্যাগাদব্যাপারাচ্চ চেতসঃ ।।৫৭।।

অস্য ধ্যানস্য তু ফলং সমং দেবৈর্বৃহৎফলৈঃ ।
কথয়ন্তি বৃহৎকালং বৃহৎপ্রজ্ঞাপরীক্ষকাঃ ।।৫৮।।

সমাধের্ব্যুত্থিতস্তস্মাদ্ দৃষ্ট্বা দোষাঞ্শরীরিণাম্ ।
জ্ঞানমারোহতি প্রাজ্ঞঃ শরীরবিনিবৃত্তয়ে ।।৫৯।।

ততস্তদ্ধ্যানমুৎসৃজ্য বিশেষে কৃতনিশ্চয়ঃ ।
কামেভ্য ইব স প্রাজ্ঞো রূপাদপি বিরজ্যতে ।।৬০।।

শরীরে খানি যান্যস্মিংস্তান্যাদৌ পরিকল্পয়ন্ ।
ঘনেষ্বপি ততো দ্রব্যেষ্বাকাশমধিমুচ্যতে ।।৬১।।

আকাশগতমাত্মানং সংক্ষিপ্য ত্বপরো বুধঃ ।
তদেবানন্ততঃ পশ্যন্বিশেষমধিগচ্ছতি ।।৬২।।

অধ্যাত্মকুশলস্ত্বন্যো নিবর্ত্যাত্মনমাত্মনা।
কিঞ্চিন্নাস্তীতি সংপশ্যন্নাকিংচন্য ইতি স্মৃতঃ ॥৬৩॥

ততো মুঞ্জাদিষীকেব শকুনিঃ পঞ্জরাদিব।
ক্ষেত্রজ্ঞো নিঃসৃতো দেহান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥৬৪॥

এং তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
যন্মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥৬৫॥

ইত্যুপায়শ্চ মোক্ষশ্চ ময়া সন্দর্শিতস্তব।
যদি জ্ঞাতং যদি রুচির্যথাবৎ প্রতিপদ্যতাম্ ॥৬৬॥

জৈগীষব্যোঽথ জনক বৃদ্ধশ্চৈব পরাশরঃ।
ইমং পন্থানমাসাদ্য মুক্তা হ্যন্যে চ মোক্ষিণঃ ॥৬৭॥

ইতি তস্য স তদ্বাক্যং গৃহীত্বা তু বিচার্য্য চ।
পূর্বহেতুবলপ্রাপ্তঃ প্রত্যুত্তরমুবাচ হ ॥৬৮॥

শ্রুতং জ্ঞানমিদং সূক্ষ্মং পরতঃ পরতঃ শিবম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যাপরিত্যাগাদবৈম্যেতদনৈষ্ঠিকম্ ॥৬৯॥

বিকারপ্রকৃতিভ্যো হি ক্ষেত্রজ্ঞং মুক্তমপ্যহম্।
মন্যে প্রসবধর্মাণং বীজধর্মাণমেব চ ॥৭০॥

বিশুদ্ধো যদ্যপি হ্যাত্মা নির্মুক্ত ইতি কল্প্যতে।
ভূয়ঃ প্রত্যয়সম্ভাবাদমুক্তঃ স ভবিষ্যতি ॥৭১॥

ঋতুভূম্যম্বুবিরহাদ্ যথা বীজং ন রোহতি।
রোহতি প্রত্যয়ৈস্তৈস্তৈস্তদ্বৎসোঽপি মতো মম ॥৭২॥

যৎকর্মাজ্ঞানতৃষ্ণানাং ত্যাগান্ মোক্ষশ্চ কল্প্যতে।
অত্যন্তস্তৎপরিত্যাগঃ সত্যাত্মনি ন বিদ্যতে ॥৭৩॥

হিত্বা হিত্বা ত্রয়মিদং বিশেষস্তূপলভ্যতে।
আত্মনস্তু স্থিতির্যত্র তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ম্ ॥৭৪॥

সূক্ষ্মত্বাচ্চৈব দোষাণামব্যাপারাচ্চ চেতসঃ।
দীর্ঘত্বাদায়ুষশ্চৈব মোক্ষস্তু পরিকল্প্যতে ॥৭৫॥

অহংকারপরিত্যাগো যশ্চৈষ পরিকল্প্যতে।
সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্য বিদ্যতে ॥৭৬॥

সংখ্যাদিভিরমুক্তশ্চ নির্গুণো ন ভবত্যয়ম্।
তস্মাদসতি নৈর্গুণ্যে নাস্য মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥৭৭ ॥

গুণিনোহি গুণানাং চ ব্যতিরেকো ন বিদ্যতে।
রূপোষ্ণাভ্যাং বিরহিতো ন হ্যগ্নিরুপলভ্যতে ॥৭৮॥

প্রাগ্‌দেহান্ন ভবেদ্ দেহী প্রাগ্‌গুণেভ্যস্তথা গুণী।
তস্মাদাদৌ বিমুক্তঃ সন্ শরীরী বধ্যতে পুনঃ ॥৭৯॥

ক্ষেত্রজ্ঞ বিশরীরশ্চ জ্ঞাতা স্যাদজ্ঞ এব বা।
যদি জ্ঞো জ্ঞেয়মস্যাস্তি জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে ॥৮০॥

অথাজ্ঞ ইতি সিদ্ধো বঃ কল্পিতেন কিমাত্মনা।
বিনাপি হ্যাত্মনাজ্ঞানং প্রসিদ্ধং কাষ্ঠকুড্যবৎ ॥৮১॥

পরতঃ পরতস্ত্যাগো যস্মাত্তু গুণবান্ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্ ॥৮২॥

ইতি ধর্মমরাডস্য বিদিত্বা ন তুতোষ সঃ।
অকৃৎস্নমিতি বিজ্ঞায় ততঃ প্রতিজগাম হ ॥৮৩॥

বিশেষমথ শুশ্রূষুরুদ্রকস্যাশ্রমং যযৌ।
আত্মগ্রহাচ্চ তস্যাপি জগৃহে ন স দর্শনম্ ॥৮৪॥

সংজ্ঞাসংজ্ঞিত্বযোর্দোষং জ্ঞাত্বা হি মুনিরুদ্রকঃ।
আকিঞ্চন্যাৎ পরং লেভেঽসংজ্ঞাসংজ্ঞাত্মিকাং গতিম্ ॥৮৫॥

যস্মাচ্চালম্বনে সূক্ষ্মে সংজ্ঞাসংজ্ঞে ততঃ পরম্।
নাসংজ্ঞী নৈব সংজ্ঞীতি তস্মাৎ তত্র গতস্পৃহঃ ॥৮৬॥

যতশ্চ বুদ্ধিস্তত্রৈব স্থিতানান্যপ্রচারিণী।
সূক্ষ্মাপটবী ততস্তত্র নাসংজ্ঞিত্বং ন সংজ্ঞিতা ॥৮৭॥

যস্মাচ্চ তদপি প্রাপ্য পুনরাবর্ততে জগৎ।
বোধিসত্ত্বঃ পরং প্রেপ্সুস্তস্মাদুদ্রকমত্যজৎ ॥৮৮॥

ততো হিত্বাশ্রমং তস্য শ্রেয়োঽর্থী কৃতনিশ্চয়ঃ
ভেজে গয়স্য রাজর্ষের্নগরীসংজ্ঞমাশ্রমম্ ॥৮৯॥

অথ নৈরঞ্জনাতীরে শুচৌ শুচিপরাক্রমঃ।
চকার বাসমেকান্তবিহারাভিরতির্মুনিঃ ॥৯০॥

আগতান্ তত্র তৎপূর্বং পঞ্চেন্দ্রিয়বশোদ্ধতান্।
তপঃপ্রবৃত্তান্ ব্রতিনো ভিক্ষূন্ পঞ্চ নিরৈক্ষত ॥৯১॥

তে চোপতস্থুর্দৃষ্ট্বাত্র ভিক্ষবস্তং মুমুক্ষবঃ।
পুণ্যার্জিতধনারোগ্যমিন্দ্রিয়ার্থা ইবেশ্বরম্ ॥৯২॥

সম্পূজ্যমানস্তৈঃ প্রহ্বৈর্বিনয়াদনুবর্তিভিঃ।
তদ্বশস্থায়িভিঃ শিষ্যৈর্লোলৈর্মন ইবেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৯৩॥

মৃত্যুজন্মান্তকরণে স্যাদুপায়োঽয়মিত্যথ।
দুষ্করাণি সমারেভে তপাংস্যনশনেন সঃ ॥৯৪॥

উপবাসবিধীন্নৈকান্ কুর্বন্নরদুরাচরান্।
বর্ষাণি ষট্ শমপ্রেপ্সুরকরোৎ কার্শ্যমাত্মনঃ ॥৯৫॥

অন্নকালেষু চৈকৈকৈঃ স কোলতিলতণ্ডুলৈঃ।
অপারপারসংসারপারং প্রেপ্সুরপারয়ৎ ॥৯৬॥

দেহাদপচয়স্তেন তপসা তস্য যঃ কৃতঃ ।
স এবোপচয়ো ভূয়স্তেজসাস্য কৃতোঽভবৎ ॥৯৭॥

কৃশোঽপ্যকৃশকীর্তিশ্রীর্হ্লাদং চক্রেঽন্যচক্ষুষাম্ ।
কুমুদানামিব শরচ্ছুক্লপক্ষাদিচন্দ্রমাঃ ॥৯৮॥

ত্বগস্থিশেষো নিঃশেষৈর্মেদঃ পিশিতশোণিতৈঃ ।
ক্ষীণোঽপ্যক্ষীণগাম্ভীর্যঃ সমুদ্র ইব স ব্যভাৎ ॥৯৯॥

অথ কষ্টতপঃ স্পষ্টব্যর্থক্লিষ্টতনুর্মুনিঃ ।
ভবভীরুরিমাং চক্রে বুদ্ধিং বুদ্ধত্বকাঙ্ক্ষয়া ॥১০০॥

নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে ।
জম্বুমূলে ময়া প্রাপ্তো যস্তদা স বিধির্ধ্রুবঃ ॥১০১॥

ন চাসৌ দুর্বলেনাপ্তুং শক্যমিত্যাগতাদরঃ ।
শরীরবলবৃদ্ধ্যর্থমিদং ভূয়োঽন্বচিন্তয়ৎ ॥১০২॥

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্লান্তঃ শ্রমাদস্বস্থমানসঃ ।
প্রাপ্নুয়ান্মনসাবাপ্যং ফলং কথমনির্বৃতঃ ॥১০৩॥

নির্বৃতিঃ প্রাপ্যতে সম্যক্ সততেন্দ্রিয়তর্পণাৎ ।
সংতর্পিতেন্দ্রিয়তয়া মনঃস্বাস্থ্যমবাপ্যতে ॥১০৪॥

স্বস্থপ্রসন্নমনসঃ সমাধিরুপপদ্যতে ।
সমাধিযুক্তচিত্তস্য ধ্যানযোগঃ প্রবর্ততে ॥১০৫॥

ধ্যানপ্রবর্তনাদ্ধর্মাঃ প্রাপ্যন্তে যৈরবাপ্যতে ।
দুর্লভং শান্তমজরং পরং তদমৃতং পদম্ ॥১০৬॥

তস্মাদাহারমূলোঽয়মুপায় ইতি নিশ্চয়ঃ ।
আহারকরণে ধীরঃ কৃত্বামিতমতির্মতিম্ ॥১০৭॥

স্নাতো নৈরঞ্জনাতীরাদুত্ততার শনৈঃ কৃশঃ ।
ভক্ত্যাবনতশাখাগ্রৈর্দত্তহস্তস্তটদ্রুমৈঃ ॥১০৮॥

অথ গোপাধিপসুতা দৈবতৈরভিচোদিতা ।
উদ্ভূতহৃদয়ানন্দা তত্র নন্দবলাগমৎ ॥১০৯॥

সিতশঙ্খোজ্জ্বলভুজা নীলকম্বলবাসিনী ।
সফেনমালানীলাম্বুর্যমুনেব সরিদ্বরা ॥১১০॥

সা শ্রদ্ধাবর্জিতপ্রীতির্বিকসল্লোচনোৎপলা ।
শিরসা প্রণিপত্যৈনং গ্রাহয়ামাস পায়সম্ ॥১১১॥

কৃত্বা তদুপভোগেন প্রাপ্তজন্মফলাং স তাম্ ।
বোধিপ্রাপ্তৌ সমর্থোঽভূৎ সন্তর্পিতষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥১১২॥

পর্যাপ্তাপ্যানমূর্তিশ্চ সার্ধং স্বযশসা মুনিঃ ।
কান্তিধৈর্যে বভারৈকঃ শশাঙ্কার্ণবয়োর্দ্বয়োঃ ॥১১৩॥

আবৃত্ত ইতি বিজ্ঞায় তং জহুঃ পঞ্চ ভিক্ষবঃ।
মনীষিণমিবাত্মানং নির্মুক্তং পঞ্চ ধাতবঃ ॥১১৪॥

ব্যবসায়দ্বিতীয়োঽথ শাদ্বলাস্তীর্ণভূতলম্।
সোঽশ্বত্থমূলং প্রযযৌ বোধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১১৫॥

ততস্তদানীং গজরাজবিক্রমঃ পদস্বনেনানুপমেন বোধিতঃ।
মহামুনেরাগতবোধিনিশ্চয়ো জগাদ কালো ভুজগোত্তমঃ স্তুতিম্ ॥১১৬॥

যথা মুনে ত্বচ্চরণাবপীড়িতা মুহুর্মুহুর্নিষ্টনতীব মেদিনী।
যথা চ তে রাজতি সূর্যবৎপ্রভা ধ্রুবত্বমিষ্টং ফলমদ্য ভোক্ষ্যসে ॥১১৭॥

যথা ভ্রমন্ত্যো দিবি চাষপঙ্ক্তয়ঃ প্রদক্ষিণং ত্বাং কমলাক্ষ কুর্বতে।
যথা চ সৌম্যা দিবি বান্তি বায়বস্ত্বমদ্য বুদ্ধো নিয়তং ভবিষ্যসি ॥১১৮॥

ততো ভুজঙ্গপ্রবেবণ সংস্তুতস্তৃণান্যুপাদায শুচীনি লাবকাৎ।
কৃতপ্রতিজ্ঞো নিষসাদ বোধয়ে মহাতরোমূর্লমুপাশ্রিতঃ শুচেঃ ॥১১৯॥

ততঃ স পর্যঙ্কমকম্প্যমুত্তমং ববন্ধ সুপ্তোরগভোগপিণ্ডিতম্।
ভিনদ্মি তাবদ্ ভুবি নৈতদাসনং ন যামি যাবৎ কৃতকৃত্যতামিতি ॥১২০॥

ততো যযুর্মুদমতুলাং দিবৌকসো ববাশিরে ন মৃগগণা ন পক্ষিণঃ।
ন সস্বনুর্বনতরবেঽনিলাহতাঃ কৃতাসনে ভগবতি নিশ্চিতাত্মনি ॥১২১॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে অবাড়দর্শনো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

মারবিজয়ঃ

তস্মিন্বিমোক্ষায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজর্ষিবংশপ্রভবে মহর্ষৌ।
তত্রোপবিষ্টে প্রজহর্ষ লোকস্তত্রাস সদ্ধর্মরিপুস্তু মারঃ ॥১॥

যং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে চিত্রায়ুধং পুষ্পশরং তথৈব।
কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরন্তি ॥২॥

তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রোঽরতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।
পপ্রচ্ছুরেনং মনসো বিকারং স তাংশ্চ তাশ্চৈব বচোঽভ্যুবাচ ॥৩॥

অসৌ মুনির্নিশ্চয়বর্ম বিভ্রৎ সত্ত্বায়ুধং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য।
জিগীষুরাস্তে বিষয়ান্মদীয়ান্তস্মাদয়ং মে মনসো বিষাদঃ ॥৪॥

যদি হ্যসৌ মামভিভূয় যাতি লোকায় চাখ্যাত্যপবর্গমার্গম্।
শূন্যস্ততোঽয়ং বিষয়ো মমাদ্য বৃত্তাচ্চ্যুতস্যেব বিদেহভর্তুঃ ॥৫॥

তদ্ যাবদেবৈষ ন লব্ধচক্ষুর্মদ্গোচরে তিষ্ঠতি যাবদেব।
যাস্যামি তাবদ্ ব্রতমস্য ভেত্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাতিবৃদ্ধঃ ॥৬॥

ততো ধনুঃ পুষ্পময়ং গৃহীত্বা শরান্ জগন্মোহকরাংশ্চ পঞ্চ।
সোঽশ্বত্থমূলং সমুতোঽভ্যগচ্ছদস্বাস্থ্যকারী মনসঃ প্রজানাম্ ॥৭॥

অথ প্রশান্তং মুনিমাসনস্থং পারং তিতীর্ষুং ভবসাগরস্য।
বিষজ্য সব্যং করমায়ুধাগ্রে ক্রীড়ন্ শরেণেদমুবাচ মারঃ ॥৮॥

উত্তিষ্ঠ ভোঃ ক্ষত্রিয় মৃত্যুভীত চর স্বধর্মং ত্যজ মোক্ষধর্মম্।
বাণৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ বিনীয় লোকং লোকাৎ পদং প্রাপ্নুহি বাসবস্য ॥৯॥

পন্থা হি নির্যাতুমরং যশস্যো যো বাহিতঃ পূর্বতমৈর্নরেন্দ্রৈঃ।
জাতস্য রাজর্ষিকুলে বিশালে ভৈক্ষাকমশ্লাঘ্যমিদং প্রপত্তুম্ ॥১০॥

অথাদ্য নোত্তিষ্ঠসি নিশ্চিতাত্মন্ ভব স্থিরো মা বিমুচঃ প্রতিজ্ঞাম্
ময়োদ্যতো হ্যেষ শরঃ স এব যঃ শূর্পকে মীনরিপৌ বিমুক্তঃ ॥১১॥

স্পৃষ্টঃ স চানেন কথঞ্চিদৈড়ঃ সোমস্য নপ্তাপ্যভবদ্বিচিত্তঃ।
স চাভবচ্ছন্তনুরস্বতন্ত্রঃ ক্ষীণে যুগে কিং বত দুর্বলোঽন্যঃ ॥১২॥

তৎ ক্ষিপ্রমুত্তিষ্ঠ লভস্ব সংজ্ঞাং বাণো হ্যয়ং তিষ্ঠতি লেলিহানঃ।
প্রিয়াবিধেয়েষু রতিপ্রিয়েষু যং চক্রবাকেষ্বিব নোৎসৃজামি ॥১৩॥

ইত্যেবমুক্তোঽপি যদা নিরাস্থো নৈবাসনং শাক্যমুনির্বিভেদ।
শরং ততোঽস্মৈ বিসসর্জ মারঃ কন্যাশ্চ কৃত্বা পুরতঃ সুতাংশ্চ ॥১৪॥

তস্মিংস্তু বাণেঽপি স বিপ্রমুক্তে চকার নাস্থাং ন ধৃতেশ্চচাল।
দৃষ্ট্বা তথৈনং বিষসাদ মারশ্চিন্তাপরীতশ্চ শনৈর্জগাদ ॥১৫॥

শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেন বিদ্ধো দেবোঽপি শম্ভুশ্চলিতো বভূব।
ন চিন্তয়ত্যেষ তমেব বাণং কিং স্যাদচিত্তো ন শরঃ স এষঃ ॥১৬॥

তস্মাদয়ং নার্হতি পুষ্পবাণং ন হর্ষণং নাপি রতের্নিয়োগম্।
অর্হত্যয়ং ভূতগণৈরসৌম্যৈঃ সন্ত্রাসনাতর্জনতাড়নানি ॥১৭॥

সস্মার মারশ্চ ততঃ স্বসৈন্যং বিঘ্নং শমে শাক্যমুনেশ্চিকীর্ষন্।
নানাশ্রয়াশ্চানুচরাঃ পরীয়ুঃ শৈলদ্রুমপ্রাসগদাসিহস্তাঃ ॥১৮॥

বরাহমীনাশ্বখরোষ্ট্রবক্ত্রা ব্যাঘ্রর্ক্ষসিংহদ্বিরদাননাশ্চ।
একেক্ষণা নৈকমুখাস্ত্রিশীর্ষা লম্বোদরাশ্চৈব পৃষোদরাশ্চ ॥১৯॥

অজানুসক্থা ঘটজানবশ্চ দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ।
করঙ্কবক্ত্রা বহুমূর্তয়শ্চ ভগ্নার্ধবক্ত্রাশ্চ মহামুখাশ্চ ॥২০॥

ভস্মারুণা লোহিতবিন্দুচিত্রাঃ খট্বাঙ্গহস্তা হরিধূম্রকেশাঃ।
লম্বস্রজো বারণলম্বকর্ণাশ্চর্মাম্বরাশ্চৈব নিরম্বরাশ্চ ॥২১॥

শ্বেতার্ধবক্ত্রা হরিতার্ধকায়াস্তাম্রাশ্চ ধূম্রা হরয়োঽসিতাশ্চ।
ব্যালোত্তরাসঙ্গভুজাস্তথৈব প্রঘুষ্টঘণ্টাকুলমেখলাশ্চ ॥২২॥

তালপ্রমাণাশ্চ গৃহীতশূলা দংষ্ট্রাকরালাশ্চ শিশুপ্রমাণাঃ।
উরভ্রবক্ত্রাশ্চ বিহঙ্গমাক্ষা মার্জারবক্ত্রাশ্চ মনুষ্যকায়াঃ ॥২৩॥

প্রকীর্ণকেশাঃ শিখিনোঽর্ধমুণ্ডা রক্তাম্বরা ব্যাকুলবেষ্টনাশ্চ ।
প্রহৃষ্টবক্ত্রা ভ্রূকুটীমুখাশ্চ তেজোহরাশ্চৈব মনোহরাশ্চ ॥২৪॥

কেচিদ্ ব্রজন্তো ভৃশমাববল্গুরন্যোঽন্যমাপ্লুপ্লুবিরে তথান্যে ।
চিক্রীড়ুরাকাশগতাশ্চ কেচিৎ কেচিচ্চ চেরুস্তরুমস্তকেষু ॥২৫॥

ননর্ত কশ্চিদ্ভ্রময়ংস্ত্রিশূলং কশ্চিদ্বিপুস্ফূর্জ গদাং বিকর্ষন্ ।
হর্ষেণ কশ্চিদ্ বৃষবন্ননর্দ কশ্চিৎ প্রজজ্বাল তনূরুহেভ্যঃ ॥২৬॥

এবংবিধা ভূতগণাঃ সমন্তাৎ তদ্বোধিমূলং পরিবার্য তস্থুঃ ।
জিঘৃক্ষবশ্চৈব জিঘাংসবশ্চ ভর্তুর্নিয়োগং পরিপালয়ন্তঃ ॥২৭॥

তং প্রেক্ষ্য মারস্য চ পূর্বরাত্রে শাক্যর্ষভস্যৈব চ যুদ্ধকালম্ ।
ন দ্যৌশ্চকাশে পৃথিবী চকম্পে প্রজজ্বলুশ্চৈব দিশঃ সশব্দাঃ ॥২৮॥

বিষ্বগ্ববৌ বায়ুরুদীর্ণবেগস্তারা ন বেজুর্ন বভৌ শশাঙ্কঃ ।
তমশ্চ ভূয়ো বিততান রাত্রিঃ সর্বে চ সংচুক্ষুভিরে সমুদ্রাঃ ॥২৯॥

মহীভৃতো ধর্মপরাশ্চ নাগা মহামুনের্বিঘ্নমমৃষ্যমাণাঃ ।
মারং প্রতি ক্রোধবিবৃত্তনেত্রা নিঃশশ্বসুশ্চৈব জজৃম্ভিরে চ ॥৩০॥

শুদ্ধাধিবাসা বিবুধর্ষয়স্তু সদ্ধর্মসিদ্ধ্যর্থমভিপ্রবৃত্তাঃ ।
মারেঽনুকম্পাং মনসা প্রচক্রুর্বিরাগভাবাত্তু ন রোষমীয়ুঃ ॥৩১॥

তদ্বোধিমূলং সমবেক্ষ্য কীর্ণং হিংসাত্মনা মারবলেন তেন ।
ধর্মাত্মভির্লোকবিমোক্ষকামৈর্বভূব হাহাকৃতমন্তরীক্ষে ॥৩২॥

উপপ্লবং ধর্মবিধেস্তু তস্য দৃষ্ট্বা স্থিতং মারবলং মহর্ষিঃ ।
ন চুক্ষুভে নাপি যযৌ বিকারং মধ্যে গবাং সিংহ ইবোপবিষ্টঃ ॥৩৩॥

মারস্ততো ভূতচমূমুদীর্ণামাজ্ঞাপয়ামাস ভয়ায় তস্য ।
স্বৈঃ স্বৈঃ প্রভাবৈরথ সাস্য সেনা তদ্ধৈর্যভেদায় মতিং চকার ॥৩৪॥

কেচিচ্চলন্নৈকবিলম্বিজিহ্বাস্তীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রা হরিমণ্ডলাক্ষাঃ ।
বিদারিতাস্যাঃ স্থিরশঙ্কুকর্ণাঃ সন্ত্রাসয়ন্তঃ কিল নাম তস্থুঃ ॥৩৫॥

তেভ্যঃ স্থিতেভ্যঃ স তথাবিধেভ্যঃ রূপেণ ভাবেন চ দারুণেভ্যঃ ।
ন বিব্যথে নোদ্বিবিজে মহর্ষিঃ ক্রীড়ৎসু বালেভ্য ইবোদ্ধতেভ্যঃ ॥৩৬॥

কশ্চিত্ততো রোষবিবৃত্তদৃষ্টিস্তস্মৈ গদামুদ্যময়াংচকার ।
তস্তম্ভ বাহুঃ সগদস্ততোঽস্য পুরন্দরস্যেব পুরা সবজ্রঃ ॥৩৭॥

কেচিৎ সমুদ্যম্য শিলাস্তরূংশ্চ বিষেহিরে নৈব মুনৌ বিমোক্তুম্ ।
পেতুঃ সবৃক্ষাঃ সশিলাস্তথৈব বজ্রাবভগ্না ইব বিন্ধ্যপাদাঃ ॥৩৮॥

কৈশ্চিৎ সমুৎপত্য নভো বিমুক্তাঃ শিলাশ্চ বৃক্ষাশ্চ পরশ্বধাশ্চ ।
তস্থুর্নভস্যেব ন চাবপেতুঃ সন্ধ্যাভ্রপাদা ইব নৈকবর্ণাঃ ॥৩৯॥

চিক্ষেপ তস্যোপরি দীপ্তমন্যঃ কড়ঙ্গরং পর্বতশৃঙ্গমাত্রম্ ।
যন্মুক্তমাত্রং গগনস্থমেব তস্যানুভাবাচ্ছতধা পফাল ॥৪০॥

কশ্চিজ্জ্বলন্নর্ক ইবোদিতঃ খাদঙ্গারবর্ষং মহদুৎসসর্জ ।
চূর্ণানি চামীকরকন্দরাণাং কল্পাত্যয়ে মেরুরিব প্রদীপ্তঃ ॥৪১॥

তদ্বোধিমূলে প্রবিকীর্যমাণমঙ্গারবর্ষং তু সবিস্ফুলিঙ্গম্ ।
মৈত্রীবিহারাদ্ ঋষিসত্তমস্য বভূব রক্তোৎপলপত্রবর্ষঃ ॥৪২॥

শরীরচিত্তব্যসনাতপৈস্তৈরেবংবিধৈস্তৈশ্চ নিপাত্যমানৈঃ ।
নৈবাসনাচ্ছাক্যমুনিশ্চচাল স্বনিশ্চয়ং বন্ধুমিবোপগুহ্য ॥৪৩॥

অথাপরে নির্জগলুর্মুখেভ্যঃ সর্পান্বিজীর্ণেভ্য ইব দ্রুমেভ্যঃ ।
তে মন্ত্রবদ্ধা ইব তৎসমীপে ন শশ্বসুর্নোৎসসৃপুর্ন চেলুঃ ॥৪৪॥

ভূত্বাপরে বারিধরা বৃহন্তঃ সবিদ্যুতঃ সাশনিচণ্ডঘোষাঃ ।
তস্মিন্ দ্রুমে তত্যজুরশ্মবর্ষং তৎ পুষ্পবর্ষং রুচিরং বভূব ॥৪৫॥

চাপেঽথ বাণো নিহিতোঽপরেণ জজ্বাল তত্রৈব ন নিষ্পপাত ।
অনীশ্বরস্যাত্মনি ধূয়মানো দুর্মর্ষণস্যেব নরস্য মন্যুঃ ॥৪৬॥

পঞ্চেষবোঽন্যেন তু বিপ্রমুক্তাস্তস্থুর্নভস্যেব মুনৌ ন পেতুঃ ।
সংসারভীরোর্বিষয়প্রবৃত্তৌ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীব পরীক্ষকস্য ॥৪৭॥

জিঘাংসয়ান্যঃ প্রসসার রুষ্টো গদাং গৃহীত্বাভিমুখো মহর্ষেঃ ।
সোঽপ্রাপ্তকামো বিবশঃ পপাত দোষেষ্বিবানর্থকরেষু লোকঃ ॥৪৮॥

স্ত্রী মেঘকালী তু কপালহস্তা কর্তুং মহর্ষেঃ কিল চিত্তমোহম্ ।
বভ্রাম তত্রানিয়তং ন তস্থৌ চলাত্মনো বুদ্ধিরিবাগমেষু ॥৪৯॥

কশ্চিৎ প্রদীপ্তং প্রণিধায় চক্ষুর্নেত্রাগ্নিনাশীবিষবদ্ দিধক্ষুঃ ।
তত্রৈব নাসীনমৃষিং দদর্শ কামাত্মকঃ শ্রেয় ইবোপদিষ্টম্ ॥৫০॥

গুর্বীং শিলামুদ্যময়ংস্তথান্যঃ শশ্রাম মোঘং বিহতপ্রযত্নঃ ।
নিশ্রেয়সং জ্ঞানসমাধিগম্যং কায়ক্লমৈর্ধর্মমিবাপ্তুকামঃ ॥৫১॥

তরক্ষুসিংহাকৃতয়স্তথান্যে প্রণেদুরুচ্চৈর্মহতঃ প্রণাদান্ ।
সত্ত্বানি যৈঃ সংচুকুচুঃ সমন্তাদ্ বজ্রাহতা দ্যৌঃ ফলতীতি মত্বা ॥৫২॥

মৃগা গজাশ্চার্তরবান্ সৃজন্তো বিদুদ্রুবুশ্চৈব নিলিল্যিরে চ ।
রাত্রৌ চ তস্যামহনীব দিগ্ভ্যঃ খগা রুবন্তঃ পরিপেতুরার্তাঃ ॥৫৩॥

তেষাং প্রণাদৈস্তু তথাবিধৈস্তৈঃ সর্বেষু ভূতেষ্বপি কম্পিতেষু ।
মুনির্ন তত্রাস ন সংচুকোচ রবৈর্গরুত্মানিব বায়সানাম্ ॥৫৪॥

ভয়াবহেভ্যঃ পরিষদ্গণেভ্যো যথা যথা নৈব মুনির্বিভায় ।
তথা তথা ধর্মভৃতাং সপত্নঃ শোকাচ্চ রোষাচ্চ সসাদ মারঃ ॥৫৫॥

ভূতং ততঃ কিঞ্চিদদৃশ্যরূপং বিশিষ্টভূতং গগনস্থমেব ।
দৃষ্টবর্ষয়ে দ্রুগ্ধমবৈরর্ষ্টং মারং বভাষে মহতা স্বরেণ ॥৫৬॥

মোঘং শ্রমং নার্হসি মার কর্তুং হিংস্রাত্মতামুৎসৃজ গচ্ছ শর্ম ।
নৈষ ত্বয়া কম্পয়িতুং হি শক্যো মহাগিরির্মেরুরিবানিলেন ॥৫৭॥

অপাৎস্বভাবং জ্বলনঃ প্রজহ্যাদাপো দ্রবত্বং পৃথিবী স্থিরত্বম্‌ ।
অনেক কল্পাচিত পুণ্যকর্ম্মা ন ত্বেব জহ্যাদ্‌ ব্যবসায়মেষঃ ॥৫৮॥

যো নিশ্চয়ো হ্যস্য পরাক্রমশ্চ তেজশ্চ যদ্‌ যা চ দয়া প্রজাসু ।
অপ্রাপ্য নোত্থাস্যতি তত্ত্বমেষ তমাংস্যহত্বেব সহস্ররশ্মিঃ ॥৫৯॥

কাষ্ঠং হি মথ্নন্‌ লভতে হুতাশং ভূমিং খনন্বিন্দতি চাপি তোয়ম্‌ ।
নির্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যসাধ্যং ন্যায়েন যুক্তং চ কৃতং চ সর্বম্‌ ॥৬০॥

তল্লোকমার্তং করুণায়মানো রোগেষু রাগাদিষু বর্তমানম্‌ ।
মহাভিষগ্‌ নার্হতি বিঘ্নমেষ জ্ঞানৌষধার্থং পরিখিদ্যমানঃ ॥৬১॥

হৃতে চ লোকে বহুভিঃ কুমার্গৈঃ সন্মার্গমন্বিচ্ছতি যঃ শ্রমেণ ।
স দৈশিকঃ ক্ষোভয়িতুং ন যুক্তং সুদেশিকঃ সার্থ ইব প্রনষ্টে ॥৬২॥

সত্ত্বেষু মহান্ধকারে জ্ঞানপ্রদীপঃ ক্রিয়মাণ এষঃ ।
আর্যস্য নির্বাপয়িতুং ন সাধু প্রজ্বাল্যমানস্তমসীব দীপঃ ॥৬৩॥

দৃষ্ট্বা চ সংসারময়ে মহৌঘে মগ্নং জগৎপারমবিন্দমানম্‌ ।
যশ্চেদমুত্তারয়িতুং প্রবৃত্তঃ কশ্চিন্তয়েৎ তস্য তু পাপমার্যঃ ॥৬৪॥

ক্ষমাশিফো ধৈর্যবিগাঢমূলশ্চারিত্রপুষ্পঃ স্মৃতিবুদ্ধিশাখঃ ।
জ্ঞানদ্রুমো ধর্মফলপ্রদাতা নোৎপাটনং হ্যর্হতি বর্ধমানঃ ॥৬৫॥

বদ্ধো দৃঢ়ৈশ্চেতসি মোহপাশৈর্যস্য প্রজাং মোক্ষয়িতুং মনীষা ।
তস্মিন্‌ জিঘাংসা তব নোপপন্না শ্রান্তে জগদ্বন্ধনমোক্ষহেতোঃ ॥৬৬॥

বোধায় কর্মাণি হি যান্যনেন কৃতানি তেষাং নিয়তোঽদ্য কালঃ ।
স্থানে তথাস্মিন্নুপবিষ্ট এষ যথৈব পূর্বে মুনয়স্তথৈব ॥৬৭॥

এষা হি নাভির্বসুধাতলস্য কৃৎস্নেন যুক্তা পরমেণ ধাম্না ।
ভূমেরতোঽন্যোঽস্তি হি ন প্রদেশো বেগং সমাধির্বিষহেত যোঽস্য ॥৬৮॥

তন্মা কৃথাঃ শোকমুপেহি শান্তিং মা ভূন্মহিম্না তব মার মানঃ ।
বিশ্রম্ভিতুং ন ক্ষমমধ্রুবা শ্রীশ্চলে পদে বিস্ময়মভ্যুপৈষি ॥৬৯॥

ততঃ স সংশ্রুত্য চ তস্য তদ্বচো মহামুনেঃ প্রেক্ষ্য চ নিষ্প্রকম্পতাম্‌ ।
জগাম মারো বিমনা হতোদ্যমঃ শরৈর্জগচ্চেতসি যৈর্বিহন্যতে ॥৭০॥

গতপ্রহর্ষা বিফলীকৃতশ্রমা প্রবিদ্ধপাষাণকড়ঙ্গরদ্রুমা ।
দিশঃ প্রদুদ্রাব ততোঽস্য সা চমূর্হতাশ্রয়েব দ্বিষতা দ্বিষচ্চমূঃ ॥৭১॥

দ্রবতি সপরিপক্ষে নির্জিতে পুষ্পকেতৌ
জয়তি জিততমস্কে নীরজস্কে মহর্ষৌ ।
যুবতিরিব সহসা দ্যৌশ্চকাশে সচন্দ্রা
সুরভি চ জলগর্ভং পুষ্পবর্গং পপাত ॥৭২॥

তথাপি পাপীয়সি নির্জিতে গতে দিশঃ প্রসেদুঃ প্রবভৌ নিশাকরঃ ।
দিবো নিপেতুর্ভুবি পুষ্পবৃষ্টয়ো ররাজ যোষেব বিকল্মষা নিশা ॥৭৩॥

॥ ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে মারবিজয়ো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ

বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ

ততো মারবলং জিত্বা ধৈর্যেণ চ শমেন চ।
পরমার্থং বিজিজ্ঞাসুঃ স দধ্যৌ ধ্যানকোবিদঃ ॥১॥

সর্বেষু ধ্যানবিধিষু প্রাপ্য চৈশ্বর্যমুত্তমম্।
সস্মার প্রথমে যামে পূর্বজন্মপরম্পরাম্ ॥২॥

অমুত্রাহময়ং নাম চ্যুতস্তস্মাদিহাগতঃ।
ইতি জন্মসহস্রাণি সস্মারানুভবন্নিব ॥৩॥

স্মৃত্বা জন্ম চ মৃত্যুং চ তাসু তাসূপপত্তিষু।
ততঃ সত্ত্বেষু কারুণ্যং চকার করুণাত্মকঃ ॥৪॥

কৃত্বেহ স্বজনোৎসর্গং পুনরন্যত্র চ ক্রিয়াঃ।
অত্রাণঃ খলু লোকোঽয়ং পরিভ্রমতি চক্রবৎ ॥৫॥

ইত্যেবং স্মরতস্তস্য বভূব নিয়তাত্মনঃ।
কদলীগর্ভনিঃসারঃ সংসার ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৬॥

দ্বিতীয়ে ত্বাগতে যামে সোঽদ্বিতীযপরাক্রমঃ।
দিব্যং লেভে পরং চক্ষুঃ সর্বচক্ষুষ্মতাং বরঃ ॥৭॥

ততস্তেন স দিব্যেন পরিশুদ্ধেন চক্ষুষা।
দদর্শ নিখিলং লোকমাদর্শ ইব নির্মলে ॥৮॥

সত্ত্বানাং পশ্যতস্তস্য নিকৃষ্টোৎকৃষ্টকর্মণাম্।
প্রচ্যুতিং চোপপত্তিং চ ববৃধে করুণাত্মতা ॥৯॥

ইমে দুষ্কৃতকর্মাণঃ প্রাণিনো যান্তি দুর্গতিম্।
ইমেঽন্যে শুভকর্মাণঃ প্রতিষ্ঠন্তে ত্রিপিষ্টপে ॥১০॥

উপপন্নাঃ প্রতিভয়ে নরকে ভৃশদারুণে।
অমী দুঃখৈর্বহুবিধৈঃ পীড্যন্তে কৃপণং বত ॥১১॥

পায্যন্তে কথিতং কেচিদগ্নিবর্ণময়োরসম্।
আরোপ্যন্তে রুবন্তোঽন্যে নিষ্টপ্তস্তম্ভমায়সম্ ॥১২॥

পচ্যন্তে পিষ্টবৎ কেচিদয়স্কুম্ভীষ্ববাঙ্মুখাঃ।
দহ্যন্তে করুণং কেচিদ্ দীপ্তেষ্বঙ্গাররাশিষু ॥১৩॥

কেচিৎ তীক্ষ্ণৈরয়োদংষ্ট্রৈর্ভক্ষ্যন্তে দারুণৈঃ শ্বভিঃ।
কেচিদ্ ধৃষ্টৈরয়স্তুণ্ডৈর্বায়সৈরায়সৈরিব ॥১৪॥

কেচিদ্ দাহপরিশ্রান্তাঃ শীতচ্ছায়াভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
অসিপত্রবনং নীলং বদ্ধা ইব বিশন্ত্যমী ॥১৫॥

পাট্যন্তে দারুবৎ কেচিৎ কুঠারৈরূর্ধ্ববাহবঃ ।
দুঃখেঽপি ন বিপচ্যন্তে কর্মভির্ধারিতাসবঃ ॥১৬॥

সুখং স্যাদিতি যৎ কর্ম কৃতং দুঃখনিবৃত্তয়ে ।
ফলং তস্যেদমবশৈর্দুঃখমেবোপভুজ্যতে ॥১৭॥

সুখার্থমশুভং কৃত্বা চ এতে ভৃশদুঃখিতাঃ ।
আস্বাদঃ স কিমেতেষাং করোতি সুখমণ্বপি ॥১৮॥

হসদ্ভির্যৎ কৃতং কর্ম কলুষং কলুষাত্মভিঃ ।
এতৎ পরিণতে কালে ক্রোশদ্ভিরনুভূয়তে ॥১৯॥

যদ্যেবং পাপকর্মাণঃ পশ্যেয়ুঃ কর্মণাং ফলম্ ।
বমেয়ুরুষ্ণং রুধিরং মর্মস্বভিহতা ইব ॥২০॥

ইমেঽন্যে কর্মভিশ্চিত্রৈশ্চিত্রবিস্পন্দসম্ভবৈঃ ।
তির্যগ্যোনৌ বিচিত্রায়ামুপপন্নাস্তপস্বিনঃ ॥২১॥

মাংসত্বগ্বালদন্তার্থং বৈরাদপি মদাদপি ।
হন্যন্তে কৃপণং যত্র বন্ধুনাং পশ্যতামপি ॥২২॥

অশক্নুবন্তোঽপ্যবশাঃ ক্ষুত্তর্ষশ্রমপীড়িতাঃ ।
গোঽশ্বভূতাশ্চ বাহ্যন্তে প্রতোদক্ষতমূর্তয়ঃ ॥২৩॥

বাহ্যন্তে গজভূতাশ্চ বলীয়াংসোঽপি দুর্বলৈঃ ।
অঙ্কুশক্লিষ্টমূর্ধানস্তাডিতাঃ পাদপার্ষ্ণিভিঃ ॥২৪॥

সৎস্বপ্যন্যেষু দুঃখেষু দুঃখং যত্র বিশেষতঃ ।
পরস্পরবিরোধাচ্চ পরাধীনতয়ৈব চ ॥২৫॥

খস্থাঃ খস্থৈর্হি বাধ্যন্তে জলস্থা জলচারিভিঃ ।
স্থলস্থাঃ স্থলসংস্থৈশ্চ প্রাপ্য চৈবেতরেতরৈঃ ॥২৬॥

উপপন্নাস্তথা চেমে মাৎসর্যাক্রান্তচেতসঃ ।
পিতৃলোকে নিবালোকে কৃপণং ভুঞ্জতে ফলম্ ॥২৭॥

সূচীছিদ্রোপমমুখাঃ পর্বতোপমকুক্ষয়ঃ ।
ক্ষুত্তর্ষজনিতৈর্দুঃখৈঃ পীড্যন্তে দুঃখভাগিনঃ ॥২৮॥

আশয়া সমতিক্রান্তা ধার্যমাণাঃ স্বকর্মভিঃ ।
লভন্তে ন হ্যমী ভোক্তুং প্রবিদ্ধান্যশুচীন্যপি ॥২৯॥

পুরুষো যদি জানীত মাৎসর্যস্যেদৃশং ফলম্ ।
সর্বথা শিবিবদ্ দদ্যাচ্ছরীরাবয়বানপি ॥৩০॥

ইমেঽন্যে নরকপ্রখ্যে গর্ভসংজ্ঞেঽশুচিহ্রদে ।
উপপন্না মনুষ্যেষু দুঃখমর্চ্ছন্তি জন্তবঃ ॥৩১॥

গুহ্যমানাঃ করৈরাদৌ কর্কশৈর্জনলক্ষণে।
রুদন্তি শিতশস্ত্রৈস্তে ছিদ্যমানা ইবাতুরাঃ ॥৩২॥*

স্বজনৈ লালিতাঃ পুষ্টাঃ সম্যক্ প্রেম্না চ বর্ধিতাঃ।
তথাপি বিবিধৈ দুঃখৈঃ ক্লিশ্যন্তে তে স্বকর্মভিঃ ॥৩৩॥

ইদং কার্য্যমিদং কার্য্যমিত্যেবং বহুতৃষ্ণয়া।
চিন্তোর্মিষু নিমজ্জন্তে বুধ্যন্তে তে হ্যহর্নিশম্ ॥৩৪॥

কৃতপুণ্যচয়াশ্চান্যে গচ্ছন্তি ত্রিদিবং ততঃ।
কামজ্বালাসু দহ্যন্তে যথা দীপ্তেষু বহ্নিষু ॥৩৫॥

অতৃপ্তাস্তে চ কামেভ্যঃ পূর্বমেব পতন্ত্যধঃ।
ম্লানস্রজোঽতি শোকার্তা উর্ধ্বেক্ষণ-হৃতপ্রভাঃ ॥৩৬॥

যদাপতন্তি তেঽনাথা দীনা অপ্সরসাং প্রিয়াঃ।
কাতরাস্তাস্তু বস্ত্রেষু ধৃত্বা পশ্যন্তি সস্পৃহম্ ॥৩৭॥

পততস্তান্ বিমানেভ্যঃ প্রিয়ান্ পাতুং সমুদ্যতাঃ।
পতন্ত্যাস্তাশ্চ দৃশ্যন্তে চ্যুতিতাস্তারকা ইব ॥৩৮॥

চিত্রস্রগ্ভূষণাঃ কাশ্চিদ্বিপদ্গ্রস্তান্ নিজপ্রিয়ান্।
তত্রস্থা হ্যনুগচ্ছন্তি কেবলং সাশ্রুদৃষ্টিভিঃ ॥৩৯॥

পততস্তান্ প্রতি স্নেহাদশ্রুক্লিন্নাননা ভৃশম্)
মহাধিপীড়িতাশ্চান্যাস্তাড়য়ন্তি করৈরুরঃ ॥৪০॥

পতন্তস্তেঽপি শোকার্তা হা চৈত্ররথ হা প্রিয়ে।
হা মন্দাকিনি হা মেরো! ইতি দীনা রুদন্ত্যলম্ ॥৪১॥

এবং কষ্টেন লব্ধোঽপি দেবলোকো হ্যনিশ্চিতঃ।
দৃশ্যন্তে ক্ষণিকশ্চাপি বিয়োগেন চ দুঃখদঃ ॥৪২॥

জগতো নিয়মো হ্যেষ স্বভাবশ্চাপ্যয়ং ধ্রুবঃ।
তথাপি ন জনা অস্য রূপং পশ্যন্তি তাদৃশম্ ॥৪৩॥

স্বর্গো জিতেন্দ্রিয়ৈ যৈশ্চ শাশ্বতো হীতি নিশ্চিতঃ।
তেঽপি নিপতিতাশ্চার্তা ধ্বস্তাখিল মনোরথাঃ ॥৪৪॥

নিরয়েষ্বার্তিবাহুল্যং মৃগেষু ভক্ষণং মিথঃ।
প্রেতেষু ক্ষুৎপিপাসা চ তৃষ্ণাদুঃখং নরেষ্বলম্ ॥৪৫॥

---

* অশ্বঘোষ রচিত মূল বুদ্ধচরিত কাব্যের ৩২ সংখ্যক শ্লোক থেকে ১১২ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকগুলি পাওয়া যায় নি। শ্লোকগুলোর তিব্বতী অনুবাদ মিলেছে—সেই অনুবাদের ভিত্তিতেই পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র দাসশাস্ত্রী এই শ্লোকগুলি রচনা করেছেন। এদের সারাংশ দেওয়া হয়েছে অনুবাদ বিভাগে। অশ্বঘোষের রচিত নয় বলেই শ্লোক-অনুযায়ী অনুবাদ দেওয়া হয় নি।

পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুরিহ স্বর্গে চ নারকে।
সততং ভ্রমতামিত্থং জীবানাং নাস্তি বৈ সুখম্ ॥৪৬॥

নিরাধারং জগচ্চক্রং তীব্রগত্যা ভ্রমত্যলম্।
তদারূঢ়স্তু জীবোঽয়ং শ্রান্তিভূমিং ন গচ্ছতি ॥৪৭॥

জীবলোকান্ স পশ্যেবমপশ্যদ্দিব্যচক্ষুষা।
ন লেভে তেষু বৈ সারং রম্ভাস্তম্ভোদরেষ্বিব ॥৪৮॥

অর্ধরাত্রে ব্যতীতে তু জগত্তত্ত্ববুভুৎসয়া।
অজ্ঞানাগূঢ্য সত্ত্বস্তো দধ্যৌ স ধ্যানিনাং বরঃ ॥৪৯॥

অহো জীবা ন কুত্রাপি লভন্তে শর্ম চ স্থিতিম্।
জায়ন্তে চৈব জীর্যন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥৫০॥

কামমোহতমশ্ছন্না দৃষ্টির্লোকস্য বৈ ধ্রুবম্।
মহাদুঃখাদ্ বিনির্গন্তুং সন্মার্গং নানুপশ্যতি ॥৫১॥

অহো ন খলু কিঞ্চৈতদ্ যস্যাস্তিত্বং তু কেবলম্।
জরামরণদুঃখানাং হেতুরেবেত্যচিন্তয়ৎ ॥৫২॥

সত্যাস্যান্তঃ প্রবিশ্যাসৌ বুবুধে জ্ঞানিনাং বরঃ।
জন্মনস্ত্বেব সম্ভাবাজ্জরামৃত্যু ন চান্যথা ॥৫৩॥

শিরোঽস্তিত্বে শিরঃপীড়া সতি বৃক্ষে চ কর্তনম্।
ইত্যন্তশ্চক্ষুষা সর্বং দদর্শ মুনিসত্তমঃ ॥৫৪॥

জন্মনঃ কারণং কিং স্যাদিতি চিন্তাপরো মুনিঃ।
ততঃ কর্ম ভবঞ্চৈব নিদানং দৃষ্টবানসৌ ॥৫৫॥

কর্মণৈব প্রবৃত্তির্হি দৃষ্টা তেনান্তরাত্মনা।
ন প্রকৃত্যা ন কর্ত্রা চ নাভাবেন ন চাত্মনা ॥৫৬॥

বংশস্য প্রথমে ছিন্নে পর্বাণি যুক্তিতস্ততঃ।
শেষং তু সুকরং তদ্বজ্ জ্ঞানং তস্যাপ্যবর্ধত ॥৫৭॥

ততো দধ্যৌ ভবস্যাস্য কারণং যত্নবান্ মুনিঃ।
উপাদানে দদর্শাসৌ নিহিতং ভবকারণম্ ॥৫৮॥

বিবিধং জীবনস্যাত্র ব্রতং শীলং চ কর্ম চ।
উপাদানং তদেব স্যাদিন্ধনাদনলো যথা ॥৫৯॥

উপাদানমিদং কেন হেতুনা চাত্র জায়তে।
ইতি চিন্তয়তা তেন তৃষ্ণৈব দদৃশে পুরঃ ॥৬০॥

যথা বায়ুযুতো বহ্নিকণোঽরণ্যে প্রবর্ধতে।
তথা তৃষ্ণাযুতঃ কামঃ কর্মারণ্যে বিবর্ধতে ॥৬১॥

পুনর্দধ্যৌ স তৃষ্ণৈষা জায়তে কেন হেতুনা।
ততো ধ্যানপরঃ সম্যক্ কারণং বেদ বেদনাম্ ॥৬২॥

তয়া চাকৃষ্টলোকোঽয়ং তৃপ্ত্যর্থমনুধাবতি ।
পিপাসাকুলিতো লোকো জলং বাঞ্ছতি নান্যথা ।।৬৩।।

পুনঃ স বেদনামূলং জ্ঞাতুং দধ্যৌ জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্পর্শেষু বেদনাস্রোতো দদর্শ বেদনাত্মকঃ ।।৬৪।।

অক্ষবস্তুমনোযোগঃ স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে ।
তস্মাচ্চ বেদনোৎপত্তিররণেঃ পাবকো যথা ।।৬৫।।

পুনশ্চ ধ্যায়মানোঽসৌ স্পর্শস্যাপি হি কারণম্ ।
জজ্ঞাবায়তনং ষট্কং লোকে লোকবিদাং বরঃ ।।৬৬।।

ন পশ্যতি ঘটং হ্যন্ধো যতো দৃষ্ট্যা যুতো ন সঃ ।
অতো হ্যায়তনেষ্বেব সৎসু স্পর্শস্য সম্ভবঃ ।।৬৭।।

ততঃ ষট্কস্য তত্ত্বজ্ঞ আয়তনস্য কারণম্ ।
নামরূপে বিবেদাসৌ চিন্তয়ন্ সততং ধিয়া ।।৬৮।।

অঙ্কুরে সতি পত্রাণাং শাখানাং চ সমুদ্গমঃ ।
আয়তনোদ্গমস্তদ্বদ্বৈ সতো নামরূপয়োঃ ।।৬৯।।

ততশ্চ স পুনর্দধ্যৌ কারণং নামরূপয়োঃ ।
জ্ঞানপারং গতোঽপশ্যদ্ বিজ্ঞানং মূলমাস্থিতম্ ।।৭০।।

বিজ্ঞানস্যোদয়ে নামরূপে সম্ভবতো যতঃ ।
সম্যগ্ বিকসিতাদ্ বীজাদঙ্কুরোঽত্র বিভাব্যতে ।।৭১।।

বিজ্ঞানং জায়তে কস্মাদিতি চিন্তয়তা পুনঃ ।
নামরূপে সমাশ্রিত্য নির্গতং তেন বীক্ষিতম্ ।।৭২।।

নিমিত্তস্য ক্রমং জ্ঞাত্বা নৈমিত্তিকস্য বা পুনঃ ।
সঞ্চার স্থিরং তত্র নান্যত্রাস্য যযৌ মনঃ ।।৭৩।।

বিজ্ঞানং প্রত্যয়ো হ্যস্তি নামরূপোদ্ভবো যতঃ ।
নামরূপে তথাধারো বিজ্ঞানঞ্চ যদাশ্রিতম্ ।।৭৪।।

জলে নয়তি নৌ মর্ত্যং স্থলং নাবং নরস্তথা ।
বিজ্ঞানং নামরূপে চ হ্যন্যোন্যং কারণং মতম্ ।।৭৫।।

তৃণং দহতি তপ্তায়ো জ্বলত্তত্তাপয়ত্যয়ঃ ।
কার্যাকারণ সম্বন্ধ স্তয়ো স্তদ্বৎ পরস্পরম্ ।।৭৬।।

বিজ্ঞানাদ্ভবতো নামরূপে চাযতনং ততঃ ।
ততঃ স্পর্শ ইতি ধ্যায়ঞ্জজ্ঞৌ তত্ত্ববিদাং বরঃ ।।৭৭।।

স্পর্শাত্তু বেদনাজন্ম ততস্তৃষ্ণা প্রজায়তে ।
উপাদানং ততস্তস্মাজ্ জাতস্তেন ভবোদ্ভবঃ ।।৭৮।।

ভবাজ্জন্ম মতং তেন জরামৃত্যু তু জন্মতঃ ।
সম্যগ্ জাতস্ততস্তেন প্রত্যয়েভ্যো ভবোদ্ভবঃ ।।৭৯।।

জন্মনাশাজ্জরামৃত্যো নিরোধো নান্যথা পুনঃ।
জন্মনাশো ভবে নষ্ট ইতি সম্যগ্ বিনিশ্চিতম্ ॥৮০॥

উপাদান নিরোধেন ভবঃ সংরুধ্যতে ধ্রুবম্।
ইতি ধ্যানবতস্তস্য চান্তর্বোধোহভ্যবর্ধত ॥৮১॥

তৃষ্ণারোধ উপাদানং নিরুদ্ধং ভবতি ক্ষণাৎ।
বেদনায়াং বিনষ্টায়াং তৃষ্ণাস্তিত্বং ন বিদ্যতে ॥৮২॥

স্পর্শে নষ্টে ততঃ সম্যগ্ বেদনা নশ্যতি ধ্রুবম্।
ষড়ায়তনসন্নাশে স্পর্শশ্চাপি বিলীয়তে ॥৮৩॥

নামরূপনিরোধে চ ষড়াযতন-সংক্ষয়ঃ।
তথা বিজ্ঞান বোধে চ নামরূপে বিনশ্যতঃ ॥৮৪॥

সংস্কারস্য নিবোধেন বিজ্ঞানং সন্নিরুধ্যতে।
ইতি চৈকৈকমন্যোন্যং কারণং জ্ঞাতবান্ মুনিঃ ॥৮৫॥

অবিদ্যাপগমে সম্যক্ সংস্কাবঃ ক্ষীয়তেহখিলঃ।
ইতি জ্ঞেয়ং বিদিত্বাসৌ বুদ্ধো ভূত্বা বিনির্যযৌ ॥৮৬॥

নান্তবর্ণীহশ্চ লোকেষু হ্যাত্মানং দৃষ্টবান্ ক্বচিৎ।
আষ্টাঙ্গিকেন মার্গেণ পরমাং শান্তিমাযযৌ ॥৮৭॥

এষ লব্ধো ময়া মার্গঃ পূর্ণো যস্মিন্ মহর্ষযঃ।
সত্যানৃতবিদশ্চেবুঃ পবার্থায়েতি নিশ্চিতম্ ॥৮৮॥

তুর্যযাম উষঃকালে যদা শান্তাশ্চবাচরাঃ।
অবিনাশিপদং ধ্যাতা সর্বজ্ঞত্বঞ্চ প্রাপ্তবান্ ॥৮৯॥

বুদ্ধে তস্মিন্ জুঘূর্ণাসৌ ধরা মত্তেব কামিনী।
সিদ্ধৈঃ সহ দিশো দীপ্তা নেদু দুন্দুভযো দিবি ॥৯০॥

অনভ্রা বৃষ্টয়ঃ পেতু মন্দং বাতা ববুঃ সুখাঃ।
অকালে ফলপুষ্পাণি তস্মৈ বৃক্ষাশ্চ ততাজুঃ ॥৯১।

দিবঃ পেতুঃ সুবর্ণানি মাণিক্যাদীনি বৈ তথা।
মন্দারাদীনি পুষ্পাণি তৈবাপূর্ণস্তদাশ্রমঃ ।।৯২।

নাসীৎ ক্রুদ্ধস্তদা কশ্চিন্ন বুগ্নো ন চ পাপকৃৎ।
পূর্ণতাস্তমিবাত্যর্থং জগচ্ছান্তং সমাবভৌ ॥৯৩॥

হৃষ্টা মোক্ষার্থিনো দেবাস্তুষ্টোহধোলোকগো জনঃ।
ধর্মবৃদ্ধ্যাভিতোহজ্ঞানাত্তমসো জগদুদ্ গতম্ ॥৯৪॥

তুষ্টা ইক্ষ্বাকুবংশর্ষেঃ সিদ্ধ্যা দেবমহর্ষয়ঃ।
দিব্যয়ানজুষস্তস্য সম্মানায় সমায়যুঃ ॥৯৫॥

উচ্চৈস্তমীড়িরেহদৃশ্যাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ।
আপতিষ্যদ্ বিপক্ষেঃ প্রাগিব মন্দো তু মন্মথঃ ॥৯৬॥

কায়ক্লেশ বিমুক্তোঽসৌ স্বান্তঃ পশ্যন্ হি তত্র বৈ।
তস্থৌ সপ্তদিনং স্নেহাল্লব্ধ লক্ষ্যতয়া স্থলে ।।৯৭।।

কার্যকারণতত্ত্বজ্ঞঃ সুস্থিতোঽনাত্মবর্ত্মনি।
জগচ্ছান্ত্যর্থমত্যর্থমপশ্যদ্ বুদ্ধচক্ষুষা ।।৯৮।।

মিথ্যাচারং মুধায়াসং কামাঢ্যং পতিতং জগৎ।
মোক্ষমার্গং তনুং দৃষ্ট্বাবিচলং ভাবমাস্থিতঃ ।।৯৯।।

স্মৃত্বা পূর্বপ্রতিজ্ঞাতং দৃষ্ট্বা দুঃখার্দিতং জগৎ।
কর্তুং শমোপদেশঃ স ইয়েষ মুনিনায়কঃ ।।১০০।।

জগত্যাং বোধদানায় বুদ্ধস্য কৃতনিশ্চয়ম্।
মনো জ্ঞাত্বা মুনেঃ পার্শ্বমাযযৌ দেবৌ দিবৌকসৌ ।।১০১।।

ত্যক্তপাপং স্থিতং ধর্মসঙ্গিনং লব্ধলক্ষ্যকম্।
সাদরং মুনিমানম্য ধর্মং তাবুচতুর্বচঃ ।।১০২।।

সৌভাগ্যস্য কিমেতস্য নাস্তি যোগ্যমিদং জগৎ।
চিত্তমার্দ্রং মুনে যত্তে দীনান্ জীবান্ন পশ্যতি ।।১০৩।।

জীবা বহুবিধা লোকে সন্তি তত্তৎ স্বভাবতঃ।
কামাঢ্যা অল্পকামাশ্চ বিমুখাঃ সম্মুখা অপি ।।১০৪।।

উদ্ধর ত্বং জগদ্দুঃখাদ্ ভবসাগব পারগ!
ধনাঢ্যা হি ধনানীব বিতর স্বগুণাংস্তুভান্ ।।১০৫।।

স্বার্থং প্রায়ঃ সমীহন্তে জনা হ্যত্র পরত্র চ।
কার্যাজ্জগদ্ধিতং যস্তু দুর্লভস্তাদৃশো জনঃ ।।১০৬ ।।

ইত্যুক্ত্বা জগ্মতুস্তৌ স্বপথা তৈনৈব ভাস্বতা।
মুনিশ্চ জগতো মুক্তে নির্মিত্তং মন আদধে ।।১০৭।।

দদুঃ পাত্রাণি ভিক্ষার্থমেত্য তস্মৈ দিশাং সুরাঃ।
আদায় তানি সর্বাণি তেন চৈকীকৃতং মুদা । ১০৮।।

সার্থস্য গচ্ছতস্তস্মৈ তদা দ্বৌ শ্রেষ্ঠিনৌ বরৌ।
দদতুঃ প্রথমাং ভিক্ষাং সম্পূজ্য মুনয়ে নতৌ ।।১০৯।।

অরাড় উদকশ্চ দ্বৌ ধর্মাদানক্ষমৌ মুনিঃ।
জ্ঞাত্বা দিবং গতৌ তৌ চ সোঽস্মরদ্ভিক্ষু পঞ্চকম্ ।।১১০।।

লোকাজ্ঞানতমশ্ছেত্তুমুদ্যান্ সূর্য ইবাভিতঃ।
যযৌ ধন্যাং পুরীং রম্যাং মুনির্ভীম রথপ্রিয়াম্ ।।১১১।।

ততঃ স কাশীমভিজগ্মিষুর্মুনির্গজেন্দ্র গামী মৃগরাজ কন্ধরঃ।
অপাতয়দ্ বোধিতরৌ সুনিশ্চলা নিবর্ত্য কায়ং শুভদৃষ্টিমাত্মনঃ ।।১১২।।

।। ইতি শ্রীঅশ্বঘোষকৃতে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির্নাম বুদ্ধচরিতমহাকাব্যে চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

ভাস

স্বপ্নবাসবদত্তম্

ভূমিকা

নাট্যকার ভাস

দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্যকার ভাস কেবল আভাসরূপেই বিরাজিত ছিলেন, তবে সে-আভাস খুবই স্পষ্ট, প্রদীপ্ত এবং ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। শুধু ব্যক্তিটিকেই চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে স্বয়ং কবি কালিদাসের সশ্রদ্ধ উক্তি—'প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ'? 'প্রথিতযশসাং' বিশেষণটি তুচ্ছ করা চলে না। সপ্তমশতকে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে লিখলেন—

'সূত্রধারকৃতারম্ভৈ র্নাটকৈ র্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈ র্যশো লেভে ভাসঃ দেবকুলৈরিব ॥'

অর্থাৎ ভাস-রচিত নাটকগুলির লক্ষণ এই—সূত্রধারের প্রবেশের সঙ্গে এইসব নাটকের সূচনা, এগুলোতে আছে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু চরিত্রের সমাবেশ আর রয়েছে আখ্যানের বৈচিত্র্য। এ-যেন পতাকা শোভিত বহুতল সম্পন্ন সুদৃশ্য মন্দিরের বিন্যাস। এইসব নাটকের গুণেই ভাস খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ তাঁর 'গৌড়বহো' কাব্যে ভাসকে বর্ণনা করেছেন অগ্নির মিত্ররূপে ('ভাসে জ্বলনমিত্তে')। দশম শতকে রাজশেখর তার 'সূক্তিরত্নাবলী'তে বলেছেন—

'ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্নপাবকঃ ॥'

ভাস-রচিত 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম্' নাটক সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই শ্লোকে রাজশেখর দুটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, ভাস-রচিত 'নাটকচক্রের' অস্তিত্ব ছিল এবং 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দশম-একাদশ শতকের আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় বহুস্থলে ভাসের উল্লেখ করেছেন—

(ক) ক্বচিৎ ক্রীড়া। যথা স্বপ্নবাসবদত্তায়াম্··· (স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই কন্দুকক্রীড়ার কথা আছে)

(খ) মহাকবিনা ভাসেনাপি স্বপ্রবন্ধে উক্তম্···('অভিনবভারতী'—রৌদ্ররসের ব্যাখ্যায়)।

দ্বাদশ শতকে শারদা-তনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে প্রশান্ত নাটকের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং ঐ নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেছেন—

'চিরপ্রসুপ্তঃকামো মে বীণয়া প্রতিবোধিতঃ।
তাং তু দেবীং ন পশ্যামি যস্যা ঘোষবতী প্রিয়া ॥' (স্বপ্ন—ষষ্ঠ অ)

দ্বাদশ শতকে জয়দেবের একটি বিখ্যাত উক্তিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

'যস্যা ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ'। এখানে বলা হয়েছে ভাস হলেন কাব্যলক্ষ্মীর হাসি আর কালিদাস তাঁর বিলাসকথা।

বিস্তরেণালম্। বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও আলঙ্কারিকগণের উক্তি ছাড়াও বিভিন্ন শ্লোকসংগ্রহে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ভাসের রচনা উদ্ধৃত হয়েছে, ভাসের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে, যাতে এটুকু অন্তত স্পষ্ট হয় যে কালিদাসের পূর্বে ভাস নামে একজন সুবিখ্যাত নাট্যকার বর্তমান ছিলেন এবং তিনি একাধিক নাটক (নাটকচক্র) রচনা করেছিলেন।

ভাস নাটকচক্র

ভাসনাটকচক্রের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রাজশেখর দশম শতকে। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত একটিও নাটক আমাদের হস্তগত হয় নি। প্রায় হাজার বছর পরে সংস্কৃত সাহিত্যের এক অজ্ঞাত রহস্য-জগতের দ্বার উন্মোচন করলেন মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য-সরকার গণপতি শাস্ত্রীর পরিচালনায় সংস্কৃত-সাহিত্যের অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশনার জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করেন। পুঁথির সন্ধানে ব্যাপৃত থাকাকালে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী পদ্মনাভপুরের কাছে 'মনলিক্কর মঠম্' নামক স্থানে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। একটি তালপাতার পুঁথি, মালয়ালম হরফে লেখা। এই পুঁথিতে যে সম্পূর্ণ নাটকগুলো পাওয়া গেল তাদের নাম—স্বপ্নবাসবদত্তম্, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, পঞ্চরাত্রম চারুদত্তম্, দূতঘটোৎকচম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, মধ্যমব্যায়োগম্, কর্ণভারম্ ও উরুভঙ্গম্।

এই দশটি ছাড়াও আরও একটি অসম্পূর্ণ নাটক পুঁথিতে ছিল। পরে আরও দুটি নাটক আবিষ্কৃত হলো। এইভাবে মোট নাটকের সংখ্যা দাঁড়াল তেরোটি। পরবর্তী তিনটি নাটকের নাম। প্রতিমানাটকম্, অভিষেকনাটকম্ ও দূতবাক্যম্।

এই তেরোটি নাটকের মধ্যে চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যেতে পারে:

(ক) রামায়ণের কাহিনী নিয়ে রচিত—প্রতিমা, অভিষেক।

(খ) মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত একাঙ্ক নাটক—মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ এবং তিন অঙ্কের নাটক—পঞ্চরাত্র।

(গ) হরিবংশের কাহিনী নিয়ে রচিত চারুদত্ত। (মহাভারতের অন্তর্গত) কৃষ্ণ-উপাখ্যান নিয়ে রচিত—বালচরিত।

(ঘ) কল্পিত বা প্রাচীন কাহিনী থেকে উপাদান নিয়ে রচিত—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক, চারুদত্ত।

এই তেরোটি নাটক যে একই লেখকের লেখা তা অধিকাংশ সমালোচক মেনে নিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই:

(১) নাট্যারম্ভে সবগুলো নাটকেরই একইরকম মঞ্চ নির্দেশ—'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবেশতি সূত্রধারঃ' অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের সূচনায় থাকে নান্দী—তারপর থাকে এই নির্দেশনা—'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ'।

(২) সব নাটকেই 'প্রস্তাবনা'র পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দটির প্রয়োগ।

(৩) কোন নাটকেই নাট্যকারের নাম নেই—অন্যান্য সংস্কৃত নাটকে নাট্যকারের নাম ও পরিচয় থাকে।

(৪) প্রারম্ভিক শ্লোকে প্রধান পাত্রপাত্রীদের নাম উল্লেখ।

(৫) নাটকগুলিতে প্রায় একইরকম (সামান্য পরিবর্তন ছাড়া) ভরতবাক্যের প্রয়োগ— 'ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।'

(৬) নাটকগুলিতে ভাষা ও রচনারীতির সাদৃশ্য। একই রূপকল্প, একই ধরনের শব্দগুচ্ছের বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি।

(৭) সব নাটকেই আর্ষপ্রয়োগ সগৌরবে বিরাজমান।

(৮) নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ—মঞ্চে মৃত্যু বা যুদ্ধ দেখান চলবে না. আলোচ্য নাটকগুলি এ-বিধি সম্পর্কে উদাসীন।

বিদগ্ধ সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়তো আরও কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়বে, যাতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে উঠবে যে নাটকগুলি একই নাট্যকারের লেখনী-নিঃসৃত।

কিন্তু কে সেই প্রতিভাবান নাট্যকার ?

বহু যুক্তিতর্কের দ্বারা পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী প্রমাণ করেছেন ভাসই এই নাটকগুলির রচয়িতা। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রধান ভিত্তি অবশ্য বাণভট্টের এবং রাজশেখরের উক্তি। এই উক্তির আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

ভাস সমস্যা নিয়ে একদিন সাহিত্য-মহলে তর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। একদল ভাসের কর্তৃত্ব মানেন নি আর একদল সূক্ষ্ম বিচার ও গবেষণার পর ভাসকেই রচয়িতা বলে স্বীকার করেছেন। দুই শিবিরেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষিগণ যোগদান করেছিলেন। কোন্ সংখ্যা ভারী ছিল সে বিচারের প্রয়োজন নেই, কেননা ভোটের জোরে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে।

কতকগুলো প্রথম শ্রেণীর নাটক আমাদের হাতে এসেছে। রচনার ঐশ্বর্য সম্পর্কে দ্বিমত নেই. থাকতেও পারে না। এটুকু অন্তত বলা যেতে পারে যদি এই নাটকগুলির রচয়িতা ভাস না-ও হন তাহলে যথার্থ ভাস যে-গৌরবের অধিকারী ছিলেন আলোচ্য নাটকগুলির রচয়িতাকেও সেই ভাসেরই মর্যাদা দানে কোন বাধা থাকতে পারে না। যুক্তিকে তুচ্ছ করে ভাস নামক একজন নাট্যকার হয়তো ছিলেন শুধু এই সম্ভাব্যতাটুকু নিয়ে ঘর করা কঠিন। এতদিন ভাসের নাটক পাই নি, পেয়েছি তাঁর নাটক থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি ; এখন আবিষ্কৃত নাটকগুলিতেও সেই উদ্ধৃতির মিল আমরা উপেক্ষা করব কোন্ যুক্তিতে ? Dr. Keith-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন– 'To ignore these coincidences and to leave us with an anonymous dramatist of highest Indian rank is to demand to much from probability.

নাটকগুলির ভাষা, গঠনপ্রকৃতি, পরিবেশনা সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলে একথা সহজেই মেনে নেওয়া যায় যে এগুলো একই লেখনী প্রসূত। কোথাও নাট্যকারের নাম নেই একথা সত্য, কিন্তু ভাস-রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' দশম শতকের রাজশেখরের নিকটে অজ্ঞাত ছিল না। কোন-কোন আলঙ্কারিক এবং শ্লোক সংগ্রাহকও এই নাটকের কথা জানতেন। অভিনবগুপ্ত, ভোজদেব, শারদা-তনয়, সাগরনন্দী প্রভৃতি উল্লিখিত নাটকের কয়েকটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন, অবশ্য ভাসের নাম তাঁরা বলেন নি। রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্রের (দ্বাদশ শতক) সাক্ষ্যও কি উপেক্ষার যোগ্য ?

তাঁরা তাঁদের 'নাট্যদর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন 'যথা ভাসকৃতে স্বপ্নবাসবদত্তে শেফালিকা শিবাতনমবলোক্য বৎসরাজঃ'...। এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ভাসের নাম।

প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে ভাস-রচিত পনেরটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কারো-কারো মতে শ্লোকের সংখ্যা তেরো। তেরো সংখ্যাটিই কি অশুভ? অভিযোগ এই শ্লোকগুলি আবিষ্কৃত নাটকগুলিতে নেই। কিন্তু এই না-থাকাটা নানা কারণেই সম্ভব হতে পারে: (১) ভাস হয়তো আরো অনেক নাটক লিখেছিলেন। শ্লোকগুলি হয়তো সেই অনাবিষ্কৃত নাটকগুলির অন্তর্গত। (২) শ্লোকগুলি হয়তো তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনা। (৩) শ্লোকগুলি হয়তো আবিষ্কৃত নাটকগুলিরই অন্য কোন সংস্করণে গৃহীত হয়ে থাকবে। (৪) শ্লোক সংগ্রাহকগণই হয়তো ভুল করে শ্লোকগুলি ভাস-রচিত বলে ঘোষণা করেছেন। এই জাতীয় ভুল শ্লোক সংগ্রাহকগণ সাধারণত করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সপ্তম শতকের লেখক মহেন্দ্র বিক্রমবর্মার রচিত 'মত্তবিলাস' নামক প্রহসনের একটি শ্লোক ভাস রচিত বলে ঘোষিত হয়েছে। (৫) এই সকল সংগ্রহগ্রন্থে দেখা যায় কোন-কোন শ্লোক হয়তো কালিদাস বা অশ্বঘোষের রচিত বলে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সেইসব শ্লোক তাঁদের প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে দুর্লভ। তাতে কি কালিদাস বা অশ্বঘোষের প্রচলিত রচনাগুলিকে 'ভেজাল' বলে নিগৃহীত করা সম্ভব?

ভাসের কাল

ভাসের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। রচনার মধ্যে তিনি নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা চলতে পারে।

অবশ্য ভাসের কাল নিয়ে পণ্ডিতবর্গের বিতর্ক ও কুতর্কের অভাব নেই। দেশ বিদেশের বিখ্যাত লেখক এ-সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন, সে-মতামত এত অস্থির যে দীর্ঘপথ অতিক্রমেও সংকুচিত নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক!—প্রায় দেড় হাজার বছরেরও অধিককালের মধ্যে যে-কোন সময়ে ভাসের আবির্ভাব ঘটেছে এইটেই ধরে নিতে হয়। এদের আলোচনা পড়লে যে-কোন নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় পাঠকের মনে হবে, এরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের অহমিকাকেই অনুসরণ করেছেন, যুক্তিকে আমল দেন নি। সাল তারিখ নিয়ে পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন করুন, কল্পনার এই যথেচ্ছ বিহারকে কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। কালিদাস ভাসের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী এ-সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না। কালিদাসকে যদি চতুর্থ শতকের কবি (উজ্জয়িনীর কালিদাস সমিতি বলেন, কবির আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে) বলে ধরে নিতে হয় তবে অন্তত এক শতাব্দী আগেই ভাস সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এটা মেনে নিতেও অসুবিধে হয় না। সুতরাং ভাস খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লেখক। স্টেন কোনো, জলি, এ. বি. কীথ, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এই মতের পোষক। ভাস Epic Style-এ লিখেছেন তাঁর রচনাশৈলীতে ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ মহাকাব্যোচিত স্নিগ্ধ প্রসাদ গুণে পূর্ণ, এই যুক্তিতেই তাঁকে টেনে মহাকাব্যের যুগে নিয়ে যেতে হবে এর কোন অর্থ নেই। তাঁর ভাষা স্থানে-স্থানে পাণিনি ব্যাকরণ সূত্র লঙ্ঘন করেছে। এর জন্যেই বলতে

হবে পাণিনির আগে তিনি জন্মেছিলেন ? পাণিনির পরবর্তী কালেও বহু লেখকের রচনায় অপাণিনীয় প্রয়োগ রয়েছে। ভাস ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করেছেন। এ-থেকেও তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তিনি হয়তো অন্য কোনো 'নাট্যশাস্ত্র' অনুসরণ করেছেন। তাঁর লেখাও নাকি একটি 'নাট্যশাস্ত্র' ছিল বিদগ্ধমহল এই মত স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং তিনি নিজেকেই নিজে অনুসরণ করেছেন, এমন সিদ্ধান্তে বাধা নেই। কিংবা পাণিনিতে যে 'নটসূত্রে'র উল্লেখ রয়েছে তাকেই তিনি আদর্শ করেছিলেন। উদয়ন, প্রদ্যোত, দর্শক এঁরা ঐতিহাসিক চরিত্র এবং এঁদের কেউ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী নন। সুতরাং লেখক ভাসকেও সেই ষষ্ঠ শতকেই নিয়ে যেতে হবে, যেহেতু তিনি এইসব চরিত্র নিয়ে নাটক লিখেছেন ?

এঁদের ভাসভক্তি এত প্রগাঢ় যে তাকে ধূসর অতীতের অস্পষ্ট আলোয় রেখে তার একটা রোমান্টিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলাটাই এঁদের বিলাস, যুক্তিবিচারের কথা এখানে ওঠে না।

অবশ্য যতদিন না নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয় ততদিন ভাসের কাল-প্রশ্নটি ভাবীকালের হাতেই তোলা রইল। আপাতত খ্রীষ্টীয় 'দ্বিতীয় শতক' নিয়ে কাজ চলতে পারে।

ভাসকে যাঁরা খ্রীষ্টপূর্ব শতকে নিয়ে যেতে আগ্রহী, আগ্রহের বশেই হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভিদে দীক্ষিতকর, পুশলকর, পরাঞ্জপে প্রভৃতি প্রধান। ভাসের ভাষা সম্পর্কে এঁদের প্রধান বক্তব্য—পতঞ্জলির সময়ে পাণিনির সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। কিন্তু ভাসের সংস্কৃত কথ্য ভাষাগন্ধী, সুতরাং যখন সংস্কৃত কথ্যভাষা ছিল, ভাস সেই সময়কার লেখক। অর্থাৎ তিনি পতঞ্জলির পূর্বে এমনকি কাত্যায়ন, পাণিনির পূর্বে জীবিত ছিলেন।

আমাদের বক্তব্য—পাণিনির সংস্কৃত খ্রীষ্টীয় শতকগুলিতেও কথ্য ভাষা ছিল, অন্তত সমাজের অভিজাতমহলে। পরবর্তী অলংকার শাস্ত্রগুলিতে নাট্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ভাষা বিভাগের কথা বলা হয়েছে, কারা সংস্কৃত বলবেন তা-ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কালিদাস প্রভৃতি বৈদর্ভী রীতির লেখকদের রচনাতেও সহজ সংস্কৃতের মধ্যে কথ্য ভাষার বাগ্‌ভঙ্গী ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, কবে সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা হিসেবে 'অচল' হয়ে গেল, সেই সম্পর্কে শেষকথা বলবার অধিকারী কে ? প্রশ্নটি এখনও বিতর্কমূলক।

আর একটি কথা। ভাসের ব্যবহৃত প্রাকৃত নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় শতকের। খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু আগে স্বরমধ্যবর্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের 'ঘোষীভবন' সুরু হয়েছিল (জানাতি>জাণাদি , পীড়িতঃ>পীড়িদো , উপরতা>উবরদা)—ঘোষীভূত ব্যঞ্জন লুপ্ত হতে সুরু করেছে খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে। (ওষ্ঠগতম্>ওট্‌ঠগঅং , লাবাণক>লাবাণঅ।) আশা করি এ-ব্যাপারে আচার্য সুনীতিকুমারের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে না। ভাসের প্রাকৃত সংলাপে ঘোষবর্ণের লোপ, অ-লোপ দুই-ই আছে। সুতরাং ভাস দ্বিতীয় শতকের লেখক এ-অনুমান যুক্তিসহ। ভাস কালিদাসের সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ; কালিদাস গুপ্তযুগের কবি চতুর্থ শতকের কবি, এ-সম্পর্কে যুক্তিবিন্যাস করার অবকাশ এখানে নেই।

পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে ভাসের প্রভাব

পরবর্তী নাট্যকার কালিদাস, ভবভূতি ও শূদ্রক এই তিনজনের উপরেই ভাস অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কালিদাস যে ভাসের প্রতিভা স্বীকার করতেন তা তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকেই বুঝতে পারা যায়। খুবই স্বাভাবিক যে তিনি তাঁর রচনাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভাসের অবিমারক নাটকে 'চন্দ্রভার্গবা'র অভিশাপের প্রসঙ্গ আছে। শকুন্তলা নাটকের দুর্বাসার অভিশাপ কি এর দ্বারা প্রভাবিত ? অবশ্য এটা হতে পাবে নাটকে কোনো অভিশাপকে কাজে লাগাবার তথ্যটুকু হয়তো কালিদাস ভাসের নাটক থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপের নাটকীয় এবং নৈতিক তাৎপর্য এত গভীর যে স্বীকার করতেই হবে কালিদাস ঋণী হয়েও একান্তভাবে মৌলিক। শাপের অবসানে প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন ভাসের নাটকেও আছে। তবু ভাসেব প্রেমভাবনা কালিদাসীয় শীর্ষে উঠতে পারে নি।

প্রতিমা নাটকে সীতা কৌতুকের ছলেই বল্কলেব পোশাক পরেছেন—সখি অবদাতিকা তাকে দেখে বলে উঠলেন, 'সর্বশোভনীয়ং সুরূপং নাম' অর্থাৎ সৌন্দর্য সবকিছুকেই শোভনীয় করে তোলে। শকুন্তলাকে বল্কলসজ্জায় দেখে দুষ্মন্তের উক্তি 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম !' নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

ভাস ও কালিদাসের কয়েকটি উক্তি পাশাপাশি রেখে তাদের সাদৃশ্য উপভোগ কবা যেতে পারে ঃ

	ভাস	কালিদাস
১।	পদ্মাবতী—অনেন বহুমানবচনেন অনুগৃহীতাস্মি। (স্বপ্ন—১)	রাজা—ভবতীনাং সুনৃতয়েব গিরা কৃতমাতিথ্যম্। (শকুন্তলা—১)
২।	রাজা—লব্ধাং বাণাং প্রতি) শ্রুতিসুখনিনদে কথং নু দেব্যা স্তনযুগলে জঘনস্থলে চ সুপ্তা। বিহগগণরজো বিকীর্ণদণ্ডা প্রতিভয়মধ্যুষিতাস্যরণ্যবাসম ॥ (স্বপ্ন—৬)	রাজা—(অঙ্গুরীয়কং প্রতি) কথংনু বন্ধুব কোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি অচেতনং না গুণং ন লক্ষয়েন্ ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া। (শকুন্তলা—৬)
৩।	বিবাহো নাম বহুশঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যা ভবন্তি (অবিমারক—১)	অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ (শকুন্তলা—৫)
৪।	অহো ভবিতব্যস্য প্রভাবঃ। (অবিমারক)	অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র। (শকুন্তলা—১)

ভাস	কালিদাস
৫। দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুতরথগতিক্ষীণবিষয়া নদীবোদ্বৃত্তাম্বু নির্পতিত মহী নেমিবিবরে। (প্রতিমা—৩)	যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম যদর্ধাবিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ। (শকুন্তলা—১)
৬। আপৃচ্ছ পুত্রকৃতকান্ হরিণান্ দ্রুমাংশ্চ (প্রতিমা—৫)	সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে (শকুন্তলা—৪)
৭। যোঽস্যা করঃ শ্রাম্যতি দর্পণেঽপি স নৈতি খেদং কলশং বহন্ত্যাঃ। কষ্টং বনং স্ত্রীজনসৌকুমার্য্যম্ সমং লতাভিঃ কঠিনীকরোতি। (প্রতিমা—৫)	ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু স্তপক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি। (শকুন্তলা—১)

এই ধরনের 'ভাসাভাস' ভবভূতির নাটক 'উত্তরচরিতে'ও মিলবে। 'উত্তরচরিত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের 'আত্রেয়ী সংবাদ' স্বপ্ন নাটকের প্রথম অঙ্কস্থ 'ব্রহ্মচারী সংবাদ'-এর আদর্শে লেখা বলে মনে হতে পারে। 'উত্তরচরিত' প্রথম অঙ্কের বিদ্যাধরবার্তার সঙ্গে অভিষেক নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের বিদ্যাধর বার্তা, এই দুইয়ের সাদৃশ্যও চিন্তনীয়।

নাট্যকার শূদ্রক ভাস-রচিত 'চারুদত্ত' নাটকের কয়েকটি শ্লোক অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করেছেন। 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি, সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য' প্রভৃতি শ্লোক এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 'চারুদত্ত' নাটকের সঙ্গে শূদ্রক-রচিত 'মৃচ্ছকটিক'-এর সাদৃশ্য এত অধিক যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত মনে করেন, 'চারুদত্ত' 'মৃচ্ছকটিকে'রই সংক্ষিপ্ত রূপ। অবশ্য এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয়নি।

পরবর্তীকালের সাহিত্যে ভাসেব প্রভাব স্থায়ী হতে পারে নি। কেননা, কালিদাস যদিও ভাসের মতোই বৈদর্ভী রীতির কবি ছিলেন, তবু কালিদাসের পরে এই রীতি আর অনুসৃত হয় নি। ভবভূতি ছিলেন গৌড়ীয় রীতির লেখক, প্রকৃতপক্ষে, কালিদাসের পর থেকেই নানা কারণে (প্রধানত অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপীড়নে) সংস্কৃত-সাহিত্য কৃত্রিম হয়ে পড়ে। পরবর্তী কবিরা ভাষার সহজ লাবণ্যকে বা ভাবের সরল প্রকাশকে কাব্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। ভাবে ও রূপে ভাস তো 'সহজিয়া' তাঁর কথা লোকে সহজেই ভুলে গিয়েছিল। তবে যারা 'ঘটত্বাৎ—পটত্বাৎ' নিয়ে মেতে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ তাঁকে স্মরণ করেছেন—কখনো বাণভট্ট, কখনো অভিনবগুপ্ত, কখনো রাজশেখর।

ভাসের রচনারীতি

বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যের শিল্পী হিসেবে ভাস সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে একক। এত অধিক সংখ্যক এবং এত বিচিত্র বস্তু বিষয়ে নাটক আর কেউ রচনা করেন নি। তাঁর ভাষা সরল ও স্নিগ্ধ, প্রকাশভঙ্গীও স্বাভাবিক। চরিত্র চিত্রণে বা কাহিনীর বিন্যাসে

তিনি কোথাও বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। অলংকরণের বাহুল্য থেকে মুক্ত বলেই তার ভাষা সহজ, স্পষ্ট এবং মধুর। শব্দ নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত সতর্ক। রচনায় কোথাও দীর্ঘ সমাসের ফাঁস বা অযথা অলংকারের কৃত্রিমতা নেই। কোথাও-কোথাও হয়তো তিনি অনুপ্রাস বা যমকের মোহে বিভ্রান্ত হয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রধান অবলম্বন উপমা আর উৎপ্রেক্ষা।

সমালোচক বলবেন, ভাসের রচনার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি—ভাষা সংহত হওয়ার জন্য কোথাও-কোথাও অর্থবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বাক্যে কোন শব্দ বাদ রেখে যাওয়ার জন্যই হয়তো দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালে প্রচলিত থাকে নি এমন শব্দও তিনি কোথাও-কোথাও প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য এই অপরাধের জন্য লেখককে দায়ী করা কঠিন।

কিন্তু ব্রণসন্ধানের জন্য মক্ষিকার অভাব নেই। গুণের কথা বলি। ভাস রচিত নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে শ্লোকগুলোকেও নাট্যকার কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই রচনা করেছেন, শুধু আখ্যান-বিযুক্ত বর্ণনা এদের লক্ষ্য নয়। এরা যেন সংলাপেরই অংশ। অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে এই গুণটি দুর্লভ। নাট্যকার হিসেবে ভাস আর একটি বিশেষ শক্তিরও অধিকারী, সেটি হলো 'পতাকাস্থানে'র সার্থক প্রয়োগ। ইংরাজীতে যাকে Dramatic Irony বলে 'পতাকাস্থান' বললে তাই বুঝতে হবে। বিস্ময় সৃষ্টি এর লক্ষ্য। 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ' থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বাসবদত্তার পিতা মহিষীর সঙ্গে কন্যার প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শেষে রাজা প্রশ্ন করলেন রানীকে, এদের মধ্যে কাকে তোমার কন্যার যোগ্য মনে হয়?

ঠিক এই মুহূর্তেই কঞ্চুকী এসে বলল, 'বৎসরাজ'! সে সংবাদ এনেছে, বৎসরাজ উদয়নকে বন্দী করা হয়েছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে 'বৎসরাজ' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে নি।

ভাস রচনারীতিতে Epic style-কেই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু Epic-এর ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। পরিমিতির অভাব Epic-এর সেই ত্রুটি। নিজের রচনায় সর্বত্র ভাস সেই ত্রুটি পরিহার করে চলেছেন, কোথাও কোনো আতিশয্য নেই।

ভাসের নাটক

ভাস রচিত তেরোটি নাটকের সাধারণ পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১. **দূতবাক্য**—একাঙ্ক নাটক, কাহিনীর উৎস মহাভারত। এখানে দুই বিবদমান পক্ষ, কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি ঘটাবার জন্য শান্তির দূতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধত দুর্যোধন নানাভাবে তাঁকে অপমানিত করে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে নতিস্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

২. **কর্ণভার**—এটিও একাঙ্ক নাটক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের দায়িত্বভারের কথা মনে রেখেই নাটকের এই নামকরণ। ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণ এই নাটকের মূল কাহিনী।

৩. **দূতঘটোৎকচ**—এই নাটকে হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ শ্রীকৃষ্ণের দূত হয়ে এসেছেন কৌরব শিবিরে। অর্জুন-তনয় অভিমন্যুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন জয়দ্রথ। পুত্রশোকে অধীর অর্জুন এই হত্যার প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করেছেন। দূত ঘটোৎকচ এসেছেন কৌরবদের যে সর্বনাশ এসেছে সেই কথা জানাতে। 'দূত ঘটোৎকচ'ও এক অঙ্কের নাটক।

৪. **মধ্যম ব্যায়োগ**—এই এক অঙ্কের নাটকে আছে দুই মধ্যমের কাহিনী—একজন মধ্যমপাণ্ডব ভীম আর একজন এক ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র। হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ এলেন এক ব্রাহ্মণের কাছে। তার মাতা হিড়িম্বার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য একজন মানুষ চাই। ব্রাহ্মণের তিন পুত্র, মধ্যম পুত্র আত্মবিসর্জনে সম্মত হলেন। পথে পিপাসার্ত মধ্যম পুত্র একটি সরোবরে গেলেন জলপান করতে। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ঘটোৎকচ ডাকলেন মধ্যম, শীগ্‌গির চলে এস। মধ্যম পাণ্ডব ভীম কাছেই ব্যায়ামে রত ছিলেন, ডাক শুনে তিনি চলে এলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রও এলেন। ব্রাহ্মণ তার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ভীমকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণ-পুত্রকে ছাড়তে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণ-পুত্রের পরিবর্তে ভীমকেই নিয়ে গেলেন মার কাছে। তারপর হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের মিলন আর পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

৫. **উরুভঙ্গ**—এক অঙ্কে রচিত উরুভঙ্গের অবলম্বন ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের 'উরু-বিপর্যয়'! দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ, যেখানে দুর্যোধনের তরুণ পুত্র পিতার ভগ্ন উরুর উপরে উঠে বসার চেষ্টা করছে সেখানে করুণরস আরও ঘনীভূত হয়েছে। অনুতপ্ত বীর দুর্যোধন বিরোধের অবসানের জন্যই পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন। 'উরুভঙ্গ' নাটক সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে একমাত্র ট্র্যাজেডি।

৬. **পঞ্চরাত্র**—তিন অঙ্কের নাটক। দুর্যোধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। এই উপলক্ষে উদারভাবে প্রার্থীদের দান করা হচ্ছে। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে তিনি দক্ষিণা দিতে ইচ্ছুক। দ্রোণ চাইলেন পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজত্ব। শকুনি একটি শর্ত আরোপ করলেন, দ্রোণকে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ এনে দিতে হবে। এই সময়ে সংবাদ এল, যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে বিরাটরাজ উপস্থিত হতে পারেন নি, কেন-না তাঁরই আত্মীয় একশত কীচককে কেবলমাত্র বাহুর আঘাতেই কোন এক অজ্ঞাত যোদ্ধা বধ করেছে—। ভীষ্ম বুঝলেন এ-যোদ্ধা আর কেউ নয় স্বয়ং ভীম। শকুনির শর্তে দ্রোণাচার্য সম্মত হলেন। এদিকে বিরাট রাজার গোধন অপহরণের জন্য ভীষ্মের পরামর্শে এক অভিযান প্রেরিত হলে—রাজকুমার উত্তর এগিয়ে এলেন যুদ্ধে, তাঁর সারথি হলেন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন। যুদ্ধে কৌরবদল পরাজিত হলেন, দ্রৌপদীপুত্র অভিমন্যু বন্দী হলেন বিরাট রাজার পাচকবেশী ভীমের হাতে। নাটকে শেষ পর্যন্ত দেখান হয়েছে অভিমন্যুর সঙ্গে রাজকুমারী উত্তরার বিবাহ হলো ; দুর্যোধন তার শপথ পালন করলেন।

৭. **বালচরিত**—পাঁচ অঙ্কের নাটক। নাট্যবস্তু কংসবধ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের কাহিনী। নাটকে হত্যাকাণ্ডের প্রাচুর্য দেখা যায়।

৮. **অভিষেক**—কাহিনীর উৎস রামায়ণ। ছয় অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে আছে তিনটি অভিষেকের কাহিনী। বালি ও সুগ্রীবের অভিষেক থেকে কাহিনীর শুরু আর সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামের অভিষেকে সমাপ্ত।

৯. **প্রতিমা নাটক**—ভাস-রচিত রামায়ণ অবলম্বনে নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রতিমা'। রচনা সর্বত্র নাটকীয়গুণে সমৃদ্ধ। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন চলেছে। সহসা সব বন্ধ হয়ে গেল। সংবাদ এল বৃদ্ধ রাজা দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে কৈকেয়ীর দাবী। তাঁর দাবী—রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হতে হবে, আর ভরতকে অভিষিক্ত করতে হবে রাজসিংহাসনে।

রামচন্দ্র বনে যাত্রা করলেন, তাঁর অনুগামী হলেন লক্ষ্মণ ও সীতা। ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন, কিছুই জানতেন না। তিনি ফিরে এসে প্রতিমাগৃহে দেখতে পেলেন দশরথের মূর্তি; এই গৃহে মৃত রাজাদেরই মূর্তি রক্ষিত হতো। ভরত সব কথা জানতে পারলেন, এটুকু জানতে বাকি রইল যে তাঁর মা এই সর্বনাশের মূলে। ভবত রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বনে যাত্রা করলেন। কিন্তু রাম ফিরলেন না, পিতৃসত্য তাঁকে পালন করতে হবে; তখন রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে ভরত ফিরে গেলেন অযোধ্যায়, পাদুকার প্রতিনিধি হয়েই তিনি রাজকার্য চালাবেন।

এইভাবেই কাহিনী অগ্রসর হযেছে—সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্রেব অযোধ্যায় ফিরে আসা পর্যন্ত। নাটকটি সাত অঙ্কে সমাপ্ত।

১০. **স্বপ্নবাসবদত্তা**—ভাস-রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। এই নাটক ছয় অঙ্কে রচিত। নাটকটি স্বপ্ন-নাটক নামেও পরিচিত। নাটকের উৎস 'বৃহৎকথা'।

১১. **প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ**—এই নাটকেরও উৎস 'বৃহৎকথা'। নাটকটি যেন 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র ভূমিকা। চার অঙ্কের এই নাটকে আছে—যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনীতে এসেছেন, উদয়ন প্রদ্যোত মহাসেন কর্তৃক বন্দী; বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পলায়নব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে। শেষ পর্যন্ত সুদক্ষ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সাহায্যে বাসবদত্তাকে নিয়ে উদয়ন পালিয়ে গেলেন কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ বন্দী হলেন মহাসেনের হাতে। পরে উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহ স্থির হলো, যৌগন্ধরায়ণ মুক্তি পেলেন। নাটকটি চার অঙ্কে সমাপ্ত। এই নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র পূর্ববর্তী কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত।

১২. **অবিমারক**—ছয় অঙ্কের নাটক। ইহার আখ্যানবস্তু কুমার বিষ্ণুসেনের (অরিমারক) সঙ্গে রাজা কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীর মিলন। কাহিনীর উৎস—বৃহৎকথা। নাটকটি অতি নাটকীয় এবং ভাবাবেগপ্রধান।

১৩. **চারুদত্ত**—চার অঙ্কের এক অসম্পূর্ণ নাটক। বিদগ্ধ মহলের মতে পরবর্তী কালে শূদ্রক 'চারুদত্ত'কে অবলম্বন করেই 'মৃচ্ছকটিক' রচনা করেছিলেন। নাটকের আখ্যানবস্তু ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী বসন্তসেনার প্রেম, সে-যুগের এক জনপ্রিয় কাহিনী।

স্বপ্ন নাটকের কথা

স্বপ্ন নাটককে অর্ধ-ঐতিহাসিক নাটক বলা যেতে পারে। 'কথাসরিৎসাগরে' যে উদয়ন-কথা বর্ণিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক হলেও নাট্যকার প্রয়োজন মতো নিজের কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন।

নাটক সম্পর্কে আলঙ্কারিক যেসব বিধান দিয়েছেন, ভাস সেইসব সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন বলেই মনে হয়।

আলঙ্কারিক বিধি নির্দেশ করলেন, নাটক রচনায় মঞ্চে কোনো যুদ্ধ মৃত্যু বা শোকাবহ দৃশ্য কিংবা বধ প্রভৃতি দেখান চলবে না, ভাস 'উরুভঙ্গ' লিখে বিধিভঙ্গের দুঃসাহস দেখালেন।

সংস্কৃত নাটক নান্দীশ্লোক (শুভেচ্ছা বা আশীর্বাণী সূচক) দিয়ে সুরু হয়। নান্দীপাঠের পর মঞ্চ নির্দেশ থাকে 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' অর্থাৎ নান্দীপাঠের পর সূত্রধার প্রবেশ করবেন। কিন্তু ভাস-রচিত নাটকে দেখা যাচ্ছে এই শুভেচ্ছা শ্লোকের আগেই মঞ্চ নির্দেশ থাকে—'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ'। তার অর্থ এই—নান্দী হয়ে গেছে নেপথ্যে, হবার পর সূত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে একটি শ্লোক পাঠ করেন। কিন্তু সেই শ্লোকটিকে কি আর নান্দী বলে চিহ্নিত করা যাবে?

স্বপ্ন নাটকেও তাই। ভাসের যুগে নিশ্চয়ই আলঙ্কারিকের নিয়ম তেমন বাধ্যতামূলক ছিল না অথবা সেই যুগে প্রচলিত অন্য কোনো নাট্যশাস্ত্রের বিধান তিনি পালন করেছেন। নইলে 'প্রস্তাবনার' পরিবর্তে 'স্থাপনা' তিনি পেলেন কোথা থেকে?

পঞ্চসন্ধি

সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র নাটকীয় আখ্যানকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে দিতে হয়, এই হলো অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ। এই পাঁচটি ভাগের এক একটিকে বলা হয় সন্ধি। স্বপ্ন নাটকে এই পঞ্চসন্ধির ব্যাপারটি বেশ স্পষ্ট। সন্ধিগুলির নাম—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি। স্বপ্ন নাটকে প্রথম অঙ্কে মুখ সন্ধির সূচনা, যেখানে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীকে বললেন—'ভোঃ অহম্ প্রার্থী'। মুখসন্ধির এই বীজ বিকশিত হতে-হতে ক্রমশ অভিপ্রেত ফলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার নাম প্রতিমুখ সন্ধি। স্বপ্ন নাটকের দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা প্রতিমুখসন্ধির অন্তর্গত। এই অংশে বাসবদত্তা পদ্মাবতীর সহচরী, ঘটনাগুলোও এমনভাবে ঘটে যাচ্ছে যাতে নায়ক ও নায়িকার মিলন হতে পারে।

এরপর গর্ভসন্ধি। এই অংশে কতকগুলো অনুকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়ঃ স্বপ্ন নাটকে দেখা যায়—পঞ্চম অঙ্কে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে সমুদ্রগৃহে সামান্য সময়ের জন্য হলেও মিলিত হয়েছেন। উদয়ন যেখানে বাসবদত্তার স্পর্শে জেগে উঠেই আর্তনাদ করে উঠেছেন—'তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!'—সেইখানেই গর্ভসন্ধির সমাপ্তি। গর্ভসন্ধির পর বিমর্শ সন্ধি। আখ্যানের এই অংশে নায়ক-নায়িকার বিরহের বর্ণনা থাকে। ষষ্ঠ অঙ্কের যেখানে বাসবদত্তার

ছবি উদয়নের হাতে তুলে দেওয়া হলো (এসা চিত্তফলআ তব সআসং পেসিদা) সেই পর্যন্ত বিমর্শ সন্ধি বিস্তৃত। উপসংহৃতি অর্থাৎ উপসংহার। ষষ্ঠ অঙ্কে যেখানে পদ্মাবতী চিত্রের দিকে তাকিয়ে উদয়নকে বলছেন—তার সঙ্গিনী আবন্তিকার (বাসবদত্তা) সঙ্গে প্রতিকৃতির সাদৃশ্যের কথা সেখান থেকেই নির্বহণ সন্ধির (উপসংহারের) সূচনা। এই অংশে ধীরে-ধীরে মিলনের বাধাগুলো অপসারিত হচ্ছে এবং শেষপর্যন্ত নায়ক-নায়িকার মিলনের মধ্যে আখ্যান সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্বহণ সন্ধিতে থাকে বাধা অপসারণ আর ফলপ্রাপ্তির কথা।

নাটকের নাম

নাটকের নাম প্রসঙ্গে খুব বিচলিত হবার দরকার নেই, কেন-না প্রাচীন যুগের লেখকগোষ্ঠী খুব সোজাসুজি নাম রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। যাতে নামের মধ্যে বিষয়বস্তুটা ধরা পড়ে সেইদিকেই তাঁদের যত্ন ছিল। রচনার নাম বেশ ইঙ্গিতবহ হবে এ-ব্যতিকটা আধুনিক কালের।

ভাস-রচিত একটি নাটকের নাম 'ঊরুভঙ্গম্' ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর একটি নাটক 'দূতঘটোৎকচম্'—দূতরূপী ঘটোৎকচের কাহিনী; অন্য একটি নাটকের নাম অভিষেক নাটকম্'—এর মধ্যেও দুর্বোধ্য কিছু নেই। তবে 'প্রতিমা নাটকম্' বা 'পঞ্চরাত্রম্'—এই জাতীয় নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম্' নাটকটিও এই পর্যায়ের। 'বাসবদত্তা'র সঙ্গে 'স্বপ্ন' যুক্ত হওয়ার ফলেই একটা কৌতূহল জাগে,—নামকরণের মধ্যে এই উৎকণ্ঠা সৃষ্টি রীতিমত নাটকীয়।

'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামটি তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

১. 'বাসবদত্তামধিকৃত্য কৃতং নাটকম্'—'বাসবদত্তম্' বাসবদত্তাকে নিয়ে লেখা নাটক। 'স্বপ্ন প্রধানম্ বাসবদত্তম্'—অর্থাৎ বাসবদত্তাকে নিয়ে লিখিত যে নাটকে 'স্বপ্নই' প্রাধান্য পেয়েছে।

২. স্বপ্ন দৃষ্টা বাসবদত্তা—স্বপ্নবাসবদত্তা, স্বপ্নবাসবদত্তাম্ অধিকৃত্য কৃতং নাটকম্।

৩. স্বপ্নদৃষ্টা বাসবদত্তা যস্মিন (বহুব্রীহি) তৎ (নাটকম্)।

কাহিনী

মগধের রাজধানী রাজগৃহের একপ্রান্তে তপোবন। সেই তপোবনের পথে এসে দাঁড়ালেন এক পরিব্রাজক আর তারই সঙ্গে এক রমণী।

সঙ্গে-সঙ্গে নেপথ্যে এক কোলাহল শোনা গেল। পরিব্রাজক জানতে পারলেন মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী তপোবনে এসেছেন তাঁর মাকে দেখতে, রাতটা তপোবনেই কাটাবেন, পরে ফিরে যাবেন রাজগৃহে।

পদ্মাবতী এলেন। এসে ঘোষণা করলেন—যাঁর যেমন ইচ্ছে প্রার্থনা করুন, আমি দান করব। কারও প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।

পরিব্রাজক এগিয়ে এলেন। পদ্মাবতীকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, আমি প্রার্থী। সঙ্গে আমার ভগিনী আছেন। এঁকে আপনার কাছে কিছুকালের জন্য রেখে যেতে চাই, কেন-না এঁর স্বামী আছেন প্রবাসে।

পদ্মাবতী সম্মত হলেন।

এমন সময় এক ব্রহ্মচারী এলেন আশ্রমে। তিনি লাবাণক থেকে এসেছেন। লাবাণক বৎসরাজ্যেরই একটি অঞ্চল। ব্রহ্মচারীর মুখে শোনা গেল—লাবাণকে সম্প্রতি একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সেখানে ছিলেন বৎসরাজ উদয়ন আর তাঁর স্ত্রী বাসবদত্তা। একদিন উদয়ন মৃগয়ায় গেলেন, সুরু হলো অগ্নিকাণ্ড, বাসবদত্তা সেই আগুনে পুড়ে মরলেন; উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রানীকে রক্ষা করতে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলেন কিন্তু তাঁরও মৃত্যু হলো। উদয়ন ফিরে এসে সব শুনলেন। তাঁর অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না, দিনরাত করুণ বিলাপের মধ্যে তাঁর দিন কাটছে।

কাহিনী শুনে পরিব্রাজকের ভগিনীরূপে পরিচিতা সেই রমণীর চোখে জলের ধারা নামল।

একি পরদুঃখ কাতরতা? না অন্য কিছু?

ভগিনীকে পদ্মাবতীর আশ্রমে রেখে পরিব্রাজক চলে গেলেন।

পদ্মাবতীর আশ্রিতা সেই রমণীর নাম 'আবন্তিকা'।

রাজভবনে সুখের অভাব নেই। মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী তিনি তাঁর সহচরী। পদ্মাবতীর যত্নে, তাঁর সঙ্গে আলাপে ও বিহারে আবন্তিকার বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল।

রাজবাড়িতে এসে পদ্মাবতীর এক দাসীর মুখেই আবন্তিকা শুনলেন, উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত মহাসেনের ছেলের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ের প্রস্তাব চলেছে। কিন্তু পদ্মাবতীর ইচ্ছে নয়, ওখানে বিয়ে হোক। পদ্মাবতী নাকি বৎসরাজ উদয়নকেই স্বামীরূপে পেতে ইচ্ছুক।

তারপর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল।

উদয়নের সঙ্গেই পদ্মাবতীর বিবাহ স্থির হলো একদিন উৎসব ও আড়ম্বরের মধ্যে উদয়ন-পদ্মাবতীর বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু এই আনন্দোৎসবের উচ্ছলতায় আবন্তিকাকে যেন ঠিক মানায় না, যেন সে এক সর্বসুখবঞ্চিতা দুঃখিনীর প্রতিমূর্তি।

পদ্মাবতীকে পেয়েও উদয়ন বাসবদত্তাকে ভুলতে পারেন নি। একদিন বয়স্যের কাছে তিনি মনের কথা বলেই ফেললেন—রূপে, শীলে আর মাধুর্যে পদ্মাবতী আমার আদরের পাত্রী কিন্তু বাসবদত্তায় আবদ্ধ আমার মনটিকে তিনি হরণ করতে পারেন নি।

কখনও বা উদয়ন কথাপ্রসঙ্গে বাসবদত্তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে ফেলেন—ভুলে যান যে তিনি আর জীবিত নেই।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল।

একদিন পদ্মাবতীর ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা, সমুদ্রগৃহে তার শয্যা রচিত হয়েছে। দাসীর মুখে খবর পেয়ে আবন্তিকা এগিয়ে গেলেন সমুদ্রগৃহের দিকে বিদূষক গেলেন উদয়নকে সংবাদ দিতে, দাসী ছুটে গেল মাথার প্রলেপ আনতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদূষকের সঙ্গে উদয়ন এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রগৃহের সামনে।

ঘরে ঢুকে দেখলেন বিছানায় পদ্মাবতী নেই।

বিদূষক বললেন, বোধহয় এসে চলে গেছেন।

উদয়ন একটু দেখে বললেন, না আসাই সম্ভব। বিছানায় কেউ শুয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার ঘুম আসছে বয়স্য!

বিদূষকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে উদয়ন ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘুমন্ত দেখে বিদূষক ছুটে গেলেন রাজার গায়ের চাদর আনতে।

বিদূষক চলে যেতেই ঘরে ঢুকলেন বাসবদত্তা—দাসীকে নিয়ে। দাসী চলে গেল মাথার প্রলেপের খোঁজে। আবন্তিকা বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পদ্মাবতীকে খুশি করবার জন্যেই আবন্তিকা বিছানার কাছে বসলেন, তারপর পাশে শুয়ে পড়লেন।

ওদিকে স্বপ্নের মধ্যে উদয়ন বলে উঠেছেন, হায় বাসবদত্তা!

আবন্তিকা চমকে উঠলেন, পদ্মাবতী তো নয়! সর্বনাশ! দেখে ফেলেছেন নাকি?

স্বপ্নের ঘোরেই উদয়ন বললেন, প্রিয়ে! আমার কথার উত্তর দাও!

আবন্তিকা বললেন, আমি তো বলছি।

রাজা বললেন, তুমি কি রাগ করেছ?

আবন্তিকা জবাব দিলেন, না, না, রাগ কিসের? তবে আমার বড় দুঃখ!

রাজা বললেন, তুমি কি বিরচিকার কথা ভাবছ?

আবন্তিকা উত্তর দিলেন, আঃ যাও! এখানেও বিরচিকা? রাজা তখনও স্বপ্নের ঘোরে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে প্রসন্ন দেখতে চাই, এস কাছে এস হাত বাড়ালেন ঘুমন্ত উদয়ন।

আবন্তিকা সরে গেলেন! অনেকক্ষণ আছেন, কেউ হয়তো দেখে ফেলতে পারে। তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল উদয়নের। বিদূষক ঘরে এসে ঢুকতেই উদয়ন ব'লে উঠলেন, একটি সুসংবাদ বয়স্য, বাসবদত্তা জীবিত আছেন!

বিদূষক বোঝাতে চাইলেন, এ স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়, অত্যধিক তদ্গতচিন্তার ফলমাত্র!

উদয়ন বুঝতে চাইলেন না।

এদিকে সংবাদ এল বৎসরাজ্য নিষ্কণ্টক, উদয়নের মন্ত্রী রুমণ্বান সৈন্যবল নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, রাজা দর্শকের সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত।

উদয়ন তাঁর পরম শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন।

বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী—

উদয়নের রাজপ্রাসাদ!

এরই মধ্যে একদিন একটি বীণা উদয়নের হাতে এল, একটা লোক বীণাটিকে খুঁজে পেয়েছিল নর্মদার তীরে কুঁচি লতার ঝোপের মধ্যে।

বহু অতীত সুখের স্মৃতি উদয়নের কাছে বহন করে এনেছে সেই বীণা। বীণার নাম 'ঘোষবতী' বাসবদত্তা বাজাতেন।

ঘোষবতী বীণা নূতন তারে বাঁধিয়ে নিয়ে আসা হলো!

উদয়নের শোক যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

সেদিন রাজসভায় বসে আছেন উদয়ন, খবর এল প্রদ্যোত মহাসেনের কাছ থেকে বাসবদত্তার ধাত্রী এসেছেন। বাসবদত্তার পিতা মহাসেন। তিনি পিতার কাছ থেকে

কন্যাকে হরণ করে এনেছিলেন কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেননি। উদয়ন ভীত হয়ে উঠলেন। মহাসেন তাঁর হাতে বাসবদত্তাকে তুলে দেবার জন্যেই উজ্জয়িনীতে এনেছিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে বীণা শেখাতেন—অনংগদেবের লীলা। বিবাহ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই তিনি কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

ধাত্রীর মুখে শোনা গেল আর এক ইতিহাস। তিনি চলে আসার পর নাকি দুজনের ছবি একত্র করে, সামাজিক বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাসবদত্তার মাতা সেই দম্পতীর ছবি ধাত্রীর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, উদয়ন পত্নীবিরহে সান্ত্বনা পাবেন এই আশায়।

পদ্মাবতী সেই ছবি দেখেই চমকে উঠলেন, এ-যে আবন্তিকা। তাঁর সহচরীর ছবি।

পদ্মাবতী উদয়নকে বললেন, এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ তাঁর ভগিনীকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, এর স্বামী প্রবাসে আছেন, তাই তিনি পরপুরুষ দর্শন করেন না। উদয়ন বললেন, রূপের সাদৃশ্য কি থাকে না? যাইহোক, আবন্তিকাকে ডেকে পাঠাও।

পদ্মাবতী চলে গেলেন আবন্তিকাকে খবর দিতে। এমন সময় দ্বারপালের সঙ্গে ঘরে এলেন এক পরিব্রাজক। তিনি বললেন, আমার ভগিনীকে মহিষীর কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

উদয়ন চমকে উঠল, এ-স্বর তাঁর পরিচিত।

পদ্মাবতীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী আবন্তিকা এসে দাঁড়ালেন। ধাত্রী দেখেই বলে উঠলেন, এ-যে রাজকন্যা বাসবদত্তা।

বিস্মিত উদয়ন বলে উঠলেন, একি। এ-যে মহাসেনপুত্রী। দেবি। তুমি পদ্মাবতীর সঙ্গে অন্তপুরে—

বাধা দিয়ে পরিব্রাজক বললেন, না, না, ও'র ভিতরে যাওয়া চলবে না, উনি আমার ভগিনী!

অবগুণ্ঠন মোচন করা হলো।

উদয়ন দেখলেন বাসবদত্তাকে, চিনতে পারলেন পরিব্রাজক-বেশী মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণকে।

যৌগন্ধরায়ন বললেন, দেবীকে আমি আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আমি অপরাধী আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু এসবই আপনার কল্যাণের জন্য—মহারাজ দর্শকের ভগিনীর সঙ্গে এ-বিবাহ না হলে আপনার শত্রু আরুণিকে পরাজিত করা সম্ভব হোতো না। সুখময় মিলন পর্বের পরে ঠিক হলো উদয়ন সকলকে নিয়ে মহাসেনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

চরিত্রলিপি

উদয়ন

উদয়ন বৎস রাজ্যের রাজা তাঁর রাজধানী কৌশাম্বী। কিন্তু আলোচ্য নাটকে রাজা হিসাবে তাঁর কোন পরিচয় নেই। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কিন্তু সে-আবির্ভাব প্রেমিকরূপে। অবশ্য, বাসবদত্তার প্রতি তাঁর গভীর প্রেমই যে তাঁর

চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পদ্মাবতীকে বিবাহ করার পরেও তিনি মুহূর্তের জন্য বাসবদত্তাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। নাটকে উদয়ন চরিত্রের অন্যান্য অনেক গুণের কথাই আমরা শুনেছি, কিন্তু তাঁর প্রেমিকসত্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকের যুদ্ধ যাকিছু সব নেপথ্যেই ঘটেছে, তবু এটুকু বলতে হবে যে যুদ্ধের আহ্বানে তিনি বীরের মতোই সাড়া দিয়েছেন পঞ্চম অঙ্কের শেষে স্বপ্নে দৃষ্টা বাসবদত্তার স্মৃতিতে মুহ্যমান থেকেও তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন আরুণির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য। তার উক্তি—'তমারুণিং দারুণকর্মদক্ষং মহার্ণবাভে যুধি নাশয়ামি'। অর্থাৎ সাগরতুল্য মহাসংগ্রামে নির্মম সেই আরুণিকে আমি বধ করব।

উদয়নের চরিত্র শালীনতামণ্ডিত। মহাসেনের কাছে তিনি যে-অপরাধ করেছেন তারজন্য তিনি অনুতপ্ত। ষষ্ঠ অঙ্কে ধাত্রী বসুন্ধরা এবং কঞ্চুকীর প্রতি বাক্যালাপে বাসবদত্তার পিতামাতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

উদয়ন আদর্শ প্রেমিক। পঞ্চম অঙ্কে স্বপ্নের মধ্যে তিনি বিরচিকার প্রসঙ্গ তুলে ফেলেছেন, নইলে আমাদের জানবার কোন অবকাশ হতো না। কালিদাসের দুষ্যন্ত নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ' আমরা শুধু একেবার প্রণয় করে ছেড়ে দিই উদয়নকে সে-পর্যায়ে ফেলা চলবে না। বিরচিকার জন্য তিনি অনুতপ্ত, তার জন্য বাসবদত্তার নিকটে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

মোটকথা উদয়ন ধীরোদাত্ত শ্রেণীর নায়ক, প্রজাপ্রিয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কের বিচিত্র গুণে মণ্ডিত।

বাসবদত্তা

কেবল উদয়নের প্রিয়তমা মহিষী, এইটুকুই বাসবদত্তার পরিচয় নয়। এই চরিত্রে ভারতীয় নারীত্বের বহুবিচিত্র গুণের সমাবেশ ঘটেছে। পতিপ্রেমের জন্য, রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি জীবনের সর্বসুখ থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, স্বেচ্ছায় বিরহ বরণ করেছেন। স্বপ্ন-নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা এক অপরিসীম মমতায় ভরা কারুণ্যের প্রতিমূর্তি। দুর্লভ আত্মত্যাগের জন্য তিনি সকল সময় দর্শকহৃদয় আকর্ষণ করে রাখেন। তিনি দেহের মাধুর্যে সুন্দর কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে সুন্দরতম। পদ্মাবতীকে স্বামীর হাতে সঁপে দেবার পরেও তিনি তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যাবোধ করেন নি। পদ্মাবতীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা, আশ্চর্য দাক্ষিণ্য। ধৈর্য ও ক্ষমার তিনি মূর্ত বিগ্রহ। পতির জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত; কখনও বা তিনি ভাবের আবেগে কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন কিন্তু আশ্চর্য সংযমশক্তির গুণে মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। গোপনে তিনি যে-অশ্রু বিসর্জন করেছেন, দর্শকগণ তা দেখে তার প্রতি সমবেদনা বোধ করবেন। বাসবদত্তার প্রেম ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছেন, 'বিরহপর্যুৎসুকস্য আর্যপুত্রস্য বিশ্রামস্থানভূতা ইয়মপি অস্বস্থা জাতা'। স্বামী আমার বিরহে কাতর, এখন পদ্মাবতীর কাছে এসেই তিনি সান্ত্বনা পাবেন=পদ্মাবতীও অসুস্থ হয়ে পড়ল।

স্বপ্ন নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা, আদর্শ প্রেমিকা। নাটকে তাঁকে মাতৃত্বের অধিকারিণীরূপে দেখান হয়নি একথা সত্য, তবু আমরা অনুভব করি বাসবদত্তার

প্রেম মাতৃত্বভাবমণ্ডিত। অনুগত সকলের প্রতিই তিনি মাতৃরূপা, পঞ্চম অংকের স্বপ্নদৃশ্যে যেখানে তিনি চলে আসবার সময় নিদ্রিত উদয়নের হাত শয্যায় যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে এলেন তা এক কথায় অপূর্ব। ঠিক মা যেমন করে সন্তানকে ঠিকমতো শুইয়ে রেখে চলে আসেন তেমনি।

যৌগন্ধরায়ণ

নাটকেব প্রথম অংকে আর শেষ অংকে দুইবার মাত্র মঞ্চে এই চরিত্রটির আবির্ভাব, দুইবারই ছদ্মবেশে। সমস্ত নাটকীয় ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। নেপথ্যে থেকেও তিনি দর্শকের মন জুড়ে থাকেন। রাজনৈতিক পরিকল্পনার এমন সুনিপুণ গঠনশক্তি, এমন নিখুঁৎ বয়নবিদ্যা ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও সুলভ নয়। মনে হয় রাজ্যের শাসনযন্ত্রের পরিচালক তিনিই, উদয়ন নামে মাত্র রাজা।

ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ'ও এই শ্রেণীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক নাটক। ভাসের অংকিত যৌগন্ধরায়ণ চরিত্রটির সঙ্গে বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের চাণক্য চরিত্রটির তুলনা চলতে পারে। সেখানেও কূটনীতিবিদ্ চাণক্য অপূর্ব কৌশলে নন্দরাজার উচ্ছেদ সাধন করেছেন এবং তার মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বপক্ষে এনেছেন।

স্বপ্ন-নাটকে যৌগন্ধরায়ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লাবাণকের অগ্নিদাহে নিজের ও বাসবদত্তার মৃত্যুর কাহিনী প্রচারিত করেছিলেন। বাসবদত্তাকে ভগিনী পরিচয়ে পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, উদ্দেশ্য—সফলতার দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষমানা বাসবদত্তার চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না ওঠে। তারপর পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ, পদ্মাবতী মগধরাজ দর্শকের ভগিনী এরপর মগধের রাজশক্তিকে উদয়নের শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার আর কোন বাধা রইল না।

এসবই যৌগন্ধরায়ণ করেছেন প্রভুর কল্যাণের জন্য, স্বামীর কল্যাণের জন্য বাসবদত্তাও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিলেন। রাজভক্ত বীর যৌগন্ধরায়ণের পরিকল্পনা যখন সফল হলো তখনও তিনি উদয়নের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী। অভিভূত উদয়ন শুধু বলেছিলেন, 'ভবদ্ যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ'। আমরা বিপদ সাগরে ডুবে গিয়েছিলাম, তোমার যত্নেই আমাদের উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

এইখানেই যৌগন্ধরায়ণের মহত্ত্ব যে শাসনযন্ত্রের পরিচালক হয়েও তিনি রাজা উদয়নের দীনতম সেবক।

পদ্মাবতী

স্বপ্ন নাটকের এই নারীচরিত্রটি সর্বাংশে অপরূপ স্নিগ্ধতায় ও লাবণ্যে ভরা। তিনি মগধের রাজা দর্শকের ভগিনী, সংস্কৃতিগত শুচিতা তাঁর চরিত্রে থাকবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এর সঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবগত ধর্মবোধ আলাপে ও আচরণে, নাটকের সর্বত্র তাঁর এ-মহিমান্বিত রূপটিই ফুটে উঠেছে।

বিবাহের পরেও স্বামী বাসবদত্তাকে ভুলতে পারেন নি একথা জেনেও তিনি বাসবদত্তার প্রতি ঈর্ষান্বিতা নন। এমনকি উদয়ন যখন বিদূষককে বললেন, 'বাসবদত্তাবদ্ধং নতু তভাবন্ মে মনো হরতি'। অর্থাৎ বাসবদত্তায় আবদ্ধ আমার মন পদ্মাবতী হরণ করতে পারেনি', তখনও পদ্মাবতী অবিচলিত; তিনি বলছেন, আর্যপুত্রের হৃদয় কেমন অনুকম্পায় ভরা, এখনও তিনি বাসবদত্তার গুণ ভুলতে পারছেন না।

এইদিক দিয়ে পদ্মাবতী চরিত্র দর্শকের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করবে। মহাসেনের কাছ থেকে বাসবদত্তার চিত্র যখন উদয়নের হাতে এল, তখন পদ্মাবতী বললেন, চিত্রগতং গুরুজনং দৃষ্ট্বা অভিবাদয়িতুমিচ্ছামি, অর্থাৎ চিত্রে গুরুজনকে দেখে আমি প্রণাম করব। আর যখন পদ্মাবতী জানতে পারলেন, আবন্তিকা প্রকৃতপক্ষে বাসবদত্তা, তখন তিনি বললেন, এতদিন সখীজনের মতো দেখেছি, আপনি তো গুরুজন, কোথাও ত্রুটি ঘটে থাকলে ক্ষমা করুন।

নাটকে উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী প্রধান হলেও পদ্মাবতী কোনক্রমেই অপ্রধান নয়। চরিত্রের মহিমায় তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন অধিকার করে থাকেন।

বসন্তক (বিদূষক)

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের বিশেষ কোনো কাজ নেই, হাস্যপরিহাসে রাজার মন সরল রাখা আর উদরভর্তি করে ভোজনপর্ব সমাধা করা, এর বাইরে বিদূষকের দৃষ্টি দেবার দরকার নেই। বসন্তকও ভোজন বিলাসী ছিল সন্দেহ নেই। উদয়ন একবার প্রশ্ন করেছিলেন, বয়স্য, কে তোমার প্রিয়—বাসবদত্তা না পদ্মাবতী ? বিদূষক তার জবাবে বলেছিলেন, পদ্মাবতীর সবই ভাল, কিন্তু বাসবদত্তার মতো তিনি ভোজ্যদ্রব্য হাতে নিয়ে আমার খোঁজ করে বেড়ান না। উদয়ন-পদ্মাবতীর বিবাহের পরে আমরা বিদূষকের আক্ষেপ শুনেছি, 'আহার্য দ্রব্যের তেমন পরিপাক হচ্ছে না।'

বসন্তক ঔদরিক; কিন্তু শুধু এদিক দিয়ে দেখলে অবিচার করা হবে। কতকগুলো গুণেরও তিনি অধিকারী। বাসবদত্তার শোকে অভিভূত রাজাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন—গল্প বলে সখাকে ভুলিয়েছেন। পঞ্চম অঙ্কে বিদূষকের সেই গল্পটি খুবই উপভোগ্য, সেই যে 'এক নগর—নাম ব্রহ্মদত্ত সেখানে এক রাজ্য—নাম কাম্পিল্য। উপস্থিত বুদ্ধি ও তার কম নেই। বাসবদত্তার কথায় রাজার চোখে জল এল, বিদূষক গেলেন জল আনতে; আনবার পথে পদ্মাবতীর সঙ্গে দেখা। —পদ্মাবতী জানতে চাইলেন, ও জল কিসের ? একটু আমতা-আমতা করেই তিনি জবাব দিলেন, কাশফুলের রেণু রাজার চোখে লেগেছে তাই।

স্বপ্ন-নাটকের বিদূষকের একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে, শুধু ভোজন সর্বস্ব নয়। শকুন্তলার 'মাধবের' সঙ্গে তুলনা করলেই এই স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারা যাবে।

নাট্যালোক

প্রেক্ষাগৃহে বসেই নাটকটিকে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম অঙ্কের ঘটনাপুঞ্জ সুপরিকল্পিত—মূল ঘটনা, একজন পরিব্রাজক এসে এক রমণীকে তার ভগিনীর পরিচয়ে পদ্মাবতীর কাছে রেখে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের গতি অত্যন্ত দ্রুত। পদ্মাবতী তাঁর আশ্রিতা বাসবদত্তার সঙ্গে একদিন খেলায় মত্ত। সেদিন দাসীর মুখে বাসবদত্তা শুনলেন পদ্মাবতীর বিবাহ উদয়নের সঙ্গে স্থির হয়ে গেছে—আর একজন দাসী এসে জানিয়ে গেল শুভদিন, বিবাহ সেইদিনই অনুষ্ঠিত হবে।

হোক, আপত্তি নেই, কিন্তু সবই যেন বড় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে, মনে হয়।

পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত স্বপ্ন দৃশ্যটি চমৎকার কিন্তু দিঙ্নাগ হয়তো মাথা উঁচু করে বলে বসবেন—নিদ্রিত মানুষের স্বপ্নে কি জাগ্রত কারো সঙ্গে বার্তালাপ সম্ভব? উদয়ন স্বপ্নে কথা বলছেন বাসবদত্তার সঙ্গে, অথচ বাসবদত্তা জাগ্রত। তিনি যা বলছেন উদয়ন তা শুনছেন, শুনে নূতন প্রশ্ন করছেন। জাগ্রত বাসবদত্তার কণ্ঠস্বর তিনি শুনছেন অথচ তিনি নিদ্রিত। এই দৃশ্যের পরিকল্পনায় মনে হয় ভাস সম্ভাব্যতার সীমা একটু লঙ্ঘন করে গেছেন।

আর একটি প্রশ্ন দর্শকের মনে জাগবে পঞ্চম অঙ্কের স্বপ্নদৃশ্যে পদ্মাবতী কোথায়? সমুদ্রগৃহে তিনি মাথার যন্ত্রণায় শুয়ে আছেন তাই সেখানে থাকবার শিরঃপীড়া তো তারই। সকলের মুখেই শোনা গেল তিনি সমুদ্রগৃহে, কিন্তু উদয়ন তাঁকে পাননি, বাসবদত্তা এসে তাঁকে পাননি। না-থাকার একটা কৈফিয়ত থাকলে সঙ্গত হত। হয়তো এই 'Comedy of errors' লিখতে গিয়ে ভাসেরও সামান্য 'error' হয়ে গেছে।

বিদূষক স্বপ্ন নাটকের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

উদয়ন ও বাসবদত্তার মিলনের পথে তাঁর যেটুকু করণীয় তিনি তা করেছেন। কিন্তু নাটক দেখার পর দর্শকের মনে একটি প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগবে—এত দুঃখের পর পতি-পত্নীর মিলন-দৃশ্যে বিদূষক নেই কেন? থাকলে ভাল হতো একথা বলব না—বলব এই চরিত্র না থাকায় এই মিলন-দৃশ্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, উৎসবের আনন্দদীপ্তিও ম্লান মনে হয়েছে। ভাস ভুলেছেন বিদূষককে কিন্তু দর্শক মনে রেখেছেন। ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে উদয়ন বলেছেন—

দেবী পদ্মাবতীকে নিয়ে আমরা সবাই যাব মহাসেনের কাছে। যৌগন্ধরায়ণ বললেন—আপনার যেমন ইচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে বিদূষক বসন্তক প্রবেশ করলে নাটকের কোনো ক্ষতি হতো না—প্রবেশ করে তিনি অনায়াসে বলে উঠতে পারতেন—'কহং। দুবে বি ভাট্টিদারিআ। অহুনা দাব কিম্পি ভোজং ণ শক্কং সিণিদ্ধং ভোঅণং বজ্জিঅ!'—কি আশ্চর্য। এযে দুজন ভর্তৃদারিকাই একসঙ্গে। তাহলে এখন প্রথমে স্নিগ্ধ ভোজন পর্ব বাদ দিয়ে অন্য কিছুই হতে পারবে না।

সূক্তি রত্নাবলী

ভাসের রচনায় বহু স্থানেই এমন বাক্য রয়েছে যা প্রবাদ-বাক্যের মতোই জ্ঞানগর্ভ, সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যময়। স্বপ্ন-নাটক থেকে এমনি কয়েকটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. চক্রার পঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ। (প্রথম অঙ্ক)
চক্রনেমির মতোই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়।

২. প্রদ্বেষো বহুমানো বা সংকল্পাদ্ উপজায়তে। (প্রথম অংক)
বিদ্বেষ বা ভালবাসাব মূল—মানুষের বাসনা।

৩. দুঃখং ন্যাসস্য বক্ষণম্। (প্রথম অংক)
গচ্ছিত বস্তুব রক্ষা খুবই কঠিন।

৪. তথা পবিশ্রমঃ পবিখেদং নোৎপাদয়তি যথায়ং পবিভবঃ—(প্রথম অংক)
শ্রমে দুঃখ নেই, দুঃখ পরাজযে।

৫. নহি সিদ্ধবাক্যানুৎক্রম্য গচ্ছতি বিধিঃ সুপবীক্ষিতানি—(প্রথম অংক)
স্মৃতিব মধ্যেই দুঃখ।

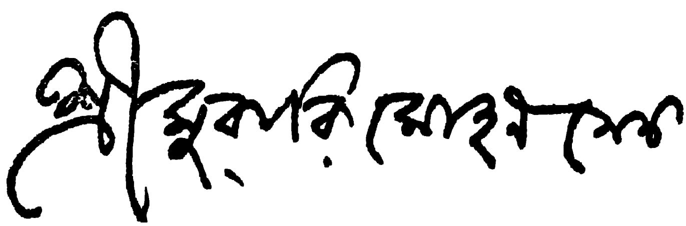
৬ স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্—(চতুর্থ অংক)
স্মৃতিব মধ্যেই দুঃখ।

৭. স্ত্রী স্বভাবস্ত কাতবঃ--(চতুর্থ অংক)
স্ত্রীলোক স্বভাবতই অধীব।

৮. কর্ত্তারঃ সুলভা লোকে বিজ্ঞাতাবস্তু দুর্লভাঃ—(চতুর্থ অংক)
কাজ কববাব লোক মিলে কিন্তু যিনি সব জানেন এমন লোক দুর্লভ।

৯ পবস্পবতা লোকে দৃশ্যতে রূপতুল্যতা।
পবস্পব রূপেব সাদৃশ্য সংসাবে দেখা যায।

১০. বজ্জুচ্ছেদে কে ঘটং ধাবযন্তি—(৬ষ্ঠ শ্লোক)
বজ্জু যদি ছিন্ন হয় তবে ঘট ধবে রাখবে কে ?



স্বপ্নবাসবদত্তা

স্থাপনা[1]

(নান্দী[2] পাঠের শেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—বলরামের দুই বাহু তোমাদের রক্ষা করুক ; ঐ দুই বাহু উদীয়মান নূতন চন্দ্রের ন্যায় বর্ণযুক্ত, মদ্যপানহেতু বিশেষ শক্তিমান এবং বসন্তের আবির্ভাবে অপরূপ শ্রীসম্পন্ন ।

সভ্যগণকে একটি কথা জানাই—কিন্তু কি আশ্চর্য । জানাবার আগেই যেন কোথাও শব্দ শুনতে পাচ্ছি ! একটু দেখতে হচ্ছে—

(নেপথ্যে চীৎকার শোনা গেল—'সরে যান, সরে যান, ভদ্রমহোদয়গণ সরে যান !')

সূত্রধার—বুঝতে পেরেছি মগধ রাজকন্যা এসেছেন তপোবনে, তাই রাজভৃত্যেরা অশোভনভাবে আশ্রমের লোকদের সরিয়ে দিচ্ছে ! (নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা সমাপ্ত

প্রথম অঙ্ক

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রহরীদ্বয়—সরে যান, ভদ্রমহোদয়গণ, সরে যান ।

[মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন পরিব্রাজক বেশী[3] যৌগন্ধরায়ণ সঙ্গে আছেন বাসবদত্তা—তাঁর সঙ্গে অবন্তীনারীর ছদ্মবেশ]

যৌগন্ধরায়ণ—(কান পেতে শুনলেন) কি আশ্চর্য ! এখানেও কেন লোকজন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? এরা বল্কলধারী বনফলে তুষ্ট, শান্ত, আশ্রমবাসী ; এরা সম্মানের যোগ্য, এদের মধ্যেও ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন ? চঞ্চলভাগ্যে গর্বিত কে এমন উদ্ধত অবিনয়ী পুরুষ যে আদেশ প্রচারে এই শান্ত তপোবনকে কোলাহলময় গ্রামে পরিণত করতে চায় ?

বাসবদত্তা—আর্য ! এই লোকজন সরিয়ে দিচ্ছে কে ?

যৌগন্ধরায়ণ—যে ধর্মপথ থেকে নিজেকেই সরিয়ে নিচ্ছে ।

বাসবদত্তা—আমি তা বলিনি । আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকেও কি সরে যেতে হবে ?

যৌগন্ধরায়ণ—ভদ্রে, দেবতারাও অজ্ঞাতসারে এইভাবেই অনাদৃত হয়ে থাকেন ।

বাসবদত্তা—আর্য, পথশ্রমে আমার দুঃখ হয় নি কিন্তু এই অবজ্ঞা আমার অসহ্য ।

যৌগন্ধরায়ণ—একদিন আপনি সৌভাগ্য ভোগ করেছেন পরে স্বেচ্ছায় তা ত্যাগও করেছেন । এখন এসব কথা ভাববেন না । ভেবে দেখুন, আগে আপনিও তো জীবন ইচ্ছেমতোই ভোগ করেছেন, সেই গৌরবের পদ স্বামীর বিজয়লাভের

পরেই আপনি ফিরে পাবেন। চক্রনেমির মতোই ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। (দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরীদ্বয়—সরে যান, সরে যান! (কঞ্চুকীর[৪] প্রবেশ)

কঞ্চুকী—না, না সম্ভষক, সরিয়ে দিও না। রাজার যাতে নিন্দে হয় এমন কাজ কেন করবে? নগরের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্যই তো এইসব মনস্বী বনে এসে বাস করছেন।

প্রহরীদ্বয়—বেশ, তাই হোক! (উভয়ের প্রস্থান)

যৌগন্ধরায়ণ—একে দেখে মনে হয় ইনি জ্ঞানী—বৎসে, চলো কাছে যাই!

বাসবদত্তা—তাই হোক! (দুইজনে কঞ্চুকীর কাছে এলেন)

যৌগন্ধরায়ণ—এই লোকজন সরাবার কারণ কি?

কঞ্চুকী—তপস্বিন্!

যৌগন্ধরায়ণ—সম্বোধনটি গৌরবের কিন্তু পরিচয় নেই বলে মনে ঠিক লাগছে না।

কঞ্চুকী—শুনুন! আমাদের মহারাজ সার্থকনামা দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী এসেছেন মহারাজ জননী আশ্রমবাসিনী মহাদেবীকে দেখতে। আজ তিনি তপোবনে বাস করবেন, এই তাঁর ইচ্ছে, পরে রাজমাতাব অনুমতি নিযে রাজগৃহে ফিরে যাবেন। আপনারা তীর্থজল, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, পুষ্প, কুশ এইসব উপকবণ ইচ্ছেমতো সংগ্রহ করুন। তপস্বীদের পুতকর্মে কোন বাধা সৃষ্টি হোক, তা ধর্মপ্রিয়া রাজকন্যার ইচ্ছে নয়।

যৌগন্ধরায়ণ—(স্বগত) বটে ইনিই সেই মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতী। পুষ্পকভদ্র প্রভৃতি দৈবজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, ইনিই হবেন আমাব প্রভু বৎসবাজ উদয়নের দ্বিতীয় মহিষী। তাই দেখছি, মনের ভাবনা অনুযায়ী বিদ্বেষ বা প্রীতি জন্মে থাকে, প্রভুপত্নীরূপে একে পেতে চাই বলেই একে আমার পরমাত্মীয় বলে মনে হচ্ছে।

বাসবদত্তা—(স্বগত) 'ইনিই রাজকন্যা' এই কথা শুনে এর প্রতি আমারও ভগিনী স্নেহ জেগে উঠেছে।

(পরিজন সহ পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে চেটী)

চেটী—ভর্তৃদারিকে, আসুন! আসুন! এই তো আশ্রম; আপনি প্রবেশ করুন।

(জনৈকা তাপসীর[৫] প্রবেশ)

তাপসী—স্বাগত, রাজপুত্রী!

বাসবদত্তা—(স্বগত) ইনিই সেই রাজকন্যা! এর রূপ বংশের যোগ্যই বটে।

পদ্মাবতী—আর্যে! আপনাকে প্রণাম করি।

তাপসী—চিরজীবী হও! এস বৎসে এস, তপোবন অতিথিদেরই নিজের গৃহ।

পদ্মাবতী—তাই হোক তাই হোক—! আমি আশ্বস্ত হলাম; এই সম্মান-বাক্যে আমি ধন্য হলাম।

বাসবসদত্তা—(স্বগত) কেবল রূপ নয়, এর কথাও মধুর।

তাপসী—আচ্ছা, দর্শক রাজার এই ভগিনীকে কোন রাজা কি বরণ করেন নি?

চেটী—উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ তাঁর পুত্রের জন্য দূত পাঠাচ্ছেন।

বাসবদত্তা—(আত্মগত) আহা, তাই হোক। তাহলে ইনি আমার আত্মীয়া হতে চলেছেন।

তাপসী—এর রূপ এই সমাদরের যোগ্য। শুনেছি দুই রাজবংশই মহৎ!

পদ্মাবতী—আর্য! আমাকে অনুগ্রহ করতে পারেন এমন কোন মুনি আপনি দেখেছেন কি? কে কি পেতে ইচ্ছে করেন তা জানবার জন্য তপস্বীগণকে বলুন, আমি তাঁদের ঈপ্সিত বস্তু দান করব।

কঞ্চুকী—আপনার যেমন ইচ্ছে। 'হে আশ্রমবাসী তপস্বীগণ! আপনারা শুনুন—শুনুন! মাননীয়া মগধরাজপুত্রী দানের দ্বারা ধর্ম অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়ে জানাচ্ছেন, কার কি প্রয়োজন তা বলুন। কার কলস চাই, কার বস্ত্র চাই? দীক্ষিত ব্যক্তিগণ গুরুকে কি দান করতে ইচ্ছুক? কাকে কি দিতে হবে, আপনারা বলুন।'

যৌগন্ধরায়ণ—(স্বগত) এইবার পথ খুঁজে পেয়েছি! (প্রকাশ্যে) আর্য! আমি একজন প্রার্থী!

পদ্মাবতী—ভাগ্যবশত আমার তপোবনে আসা তাহলে সার্থক হলো!

তাপসী—এই আশ্রমের তপস্বীগণ তো সকলেই সন্তুষ্ট। ইনি নিশ্চয়ই কোন আগন্তুক হবেন।

কঞ্চুকী—বলুন, আপনার জন্য কি করতে হবে?

যৌগন্ধরায়ণ—(বাসবদত্তাকে লক্ষ্য করে) ইনি আমার ভগিনী; এর স্বামী এখন প্রবাসী। আমার প্রার্থনা, রাজকুমারী কিছুকাল এর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করুন। আমার অর্থে, ভোগে বা বস্ত্রে কোন প্রয়োজন নেই, আমি জীবিকার জন্য এই কাষায় ধারণ করি নি। আমি মনে করি এই ধীরা ও ধর্মপ্রিয়া রাজপুত্রীই আমার ভগিনীর চরিত্র রক্ষা করতে পারবেন।

বাসবদত্তা—(স্বগত) দেখছি, আর্য যৌগন্ধরায়ণ আমাকে এই রাজকন্যার হাতে তুলে দিতে চান। যাইহোক, বিচার না করে তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন না।

কঞ্চুকী—ভদ্রে, এঁর প্রার্থনা বেশ গুরুতর, কিভাবে কথা দেব? কেননা, অর্থ, প্রাণ বা তপস্যা অনায়াসে দান করা চলে। অন্য সবকিছু দানেই সুখ, কিন্তু গচ্ছিত বস্তুর রক্ষা অত্যন্ত দুঃখজনক!

পদ্মাবতী—আর্য! প্রথমে ঘোষণা করলেন—কে কি চান! তারপর এখন এভাবে ভাবা অন্যায়। ইনি যা বলছেন তাই করুন।

কঞ্চুকী—একথা আপনারই যোগ্য!

চেটী—সত্যবাদিনী রাজপুত্রী চিরজীবী হোন!

তাপসী—ভদ্রে আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কঞ্চুকী—ভদ্রে, তবে তাই হোক! (কাছে গিয়ে) মাননীয়া পদ্মাবতী আপনার ভগিনীর পরিপালনে সম্মত হয়েছেন!

যৌগন্ধরায়ণ—আমি অনুগৃহীত হলাম। বৎসে, এর কাছে যাও।

বাসবদত্তা—(স্বগত) তাছাড়া আর উপায়? আমি মন্দভাগিনী, তাই আমাকে যেতে হচ্ছে।

পদ্মাবতী—আচ্ছা আচ্ছা, ভালই ত হলো; এখন থেকে ইনি আমাদের আত্মীয়া হলেন।

তাপসী—এর যা রূপ, একেও রাজকন্যা বলেই মনে হচ্ছে।

চেটী—আপনি ঠিকই বলেছেন; আমারও মনে হচ্ছে ইনি পূর্বে রাজসুখ ভোগ করেছিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ—(স্বগত) যাক, ভগবানের আশীর্বাদে অর্ধেক ভার নেমে গেল। মন্ত্রীদের সংগে যেমন পরামর্শ করেছিলাম সেইভাবেই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। প্রভু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন দেবীকে নিয়ে যাব তখন তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষী থাকবেন এই মগধরাজপুত্রী। মহারাজের বিপদ দেখে যাঁরা বলেছিলেন, পদ্মাবতী তাঁর মহিষী হবেন তাঁদের কথায় বিশ্বাস করেই এই কাজ করলাম। দৈব কখনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধ বাক্যকে লঙ্ঘন করে না।

(একজন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

ব্রহ্মচারী—(আকাশের দিকে তাকিয়ে) মধ্যাহ্ন উপস্থিত। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। কোথায় গিয়ে বিশ্রাম করব? (পরিক্রমণ করে) এই তো দেখতে পেয়েছি। চারদিক দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি তপোবন, কেননা হরিণগুলি গভীর বিশ্বাসে অচকিতভাবে বিচরণ করছে। পুষ্পফলে সমৃদ্ধ, শাখায় শোভিত বৃক্ষগুলি এখানে সযত্নে রক্ষিত; কপিল বর্ণের বহু গাভী এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চারদিকে চাষ না-করা জমি। বহুস্থানে বহ্নি থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি তপোবন। তাহলে এখন প্রবেশ করা যেতে পারে।

(ব্রহ্মচারী অগ্রসর হলেন)

এটি দেখে মনে হয় আশ্রম বিবুদ্ধ! (অন্যদিকে তাকিয়ে) তাইতো, এখানে যে তপস্বীও আছেন, তাহলে কাছে যাওয়া নিশ্চয়ই দোষের হবে না! বটে! স্ত্রীলোকও আছেন দেখতে পাচ্ছি!

কঞ্চুকী—আপনি স্বচ্ছন্দভাবে আসুন, আশ্রম সর্বসাধারণের।

(বাসবদত্তা অসম্মতিসূচক অভিনয় করলেন)

পদ্মাবতী—আর্য পরপুরুষের দর্শন এড়িয়ে যাচ্ছেন। গচ্ছিত বস্তুর রক্ষণ সহজেই হবে বলে মনে হচ্ছে!

কঞ্চুকী—আমরা এখানে আগে এসেছি। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মচারী—বেশ বেশ তাই হোক্। (জলে আচমন করে) যাক, শ্রম অনেকটা দূর হলো!

যৌগন্ধরায়ণ—আপনি কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন? আর আপনার বাসস্থানই বা কোথায়?

ব্রহ্মচারী—শুনুন আমি আসছি রাজগৃহ থেকে! বেদপাঠের জন্য বৎসদেশের লাবাণক গ্রামে বাস করতাম।

বাসবদত্তা—(স্বগত) লাবাণক। গ্রামের নামেই যেন আমার দুঃখ নূতন করে জেগে উঠল।

যৌগন্ধরায়ণ—আপনার বিদ্যাগ্রহণ শেষ হয়েছে?

ব্রহ্মচারী—আজ্ঞে না, এখনও হয় নি।

যৌগন্ধরায়ণ—কিন্তু বিদ্যাগ্রহণ যদি না শেষ হয়ে থাকে তবে এখানে এলেন কেন, জানতে পারি কি?

ব্রহ্মচারী—নিশ্চয়ই। সেখানে এখন ভীষণ এক বিপদ—

যৌগন্ধরায়ণ—(উৎসুক কণ্ঠে) কিরকম?

ব্রহ্মচারী—সেখানে উদয়ন নামে এক রাজা বাস করতেন—

যৌগন্ধরায়ণ—হ্যাঁ, রাজা উদয়নের কথা শুনেছি বটে। তার কী হয়েছে ?
ব্রহ্মচারী—অবন্তীরাজপুত্রী বাসবদত্তা তাঁর প্রিয়তমা পত্নী—
যৌগন্ধরায়ণ—তা হবে। কিন্তু তারপর ?
ব্রহ্মচারী—একদিন রাজা মৃগয়া উপলক্ষ্যে বাইরে যাবার পর গ্রামের একটি অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করেন।
বাসবদত্তা—(স্বগত) মিথ্যে, সব মিথ্যে! হতভাগিনী তো এখনও বেঁচে আছে!
যৌগন্ধরায়ণ—তারপর কি হলো বলুন—
ব্রহ্মচারী—তারপর তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেই অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন!
যৌগন্ধরায়ণ—সত্যি ? তারপর ?
ব্রহ্মচারী—তারপর রাজা ফিরে এলেন। সব কথা শুনে তিনি তাঁদের মৃত্যুশোকে অধীর হয়ে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁকে বাধা দিলেন।
বাসবদত্তা—(স্বগত) জানি, আমার প্রতি আমার স্বামীর অনুকম্পার কথা আমি জানি বই কি!
যৌগন্ধরায়ণ—তারপর কি হলো বলুন।
ব্রহ্মচারী—তখন মহিষীর ব্যবহৃত সেই দগ্ধাবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি আলিঙ্গন করে রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন!
সকলে—আহা! তারপর ?
বাসবদত্তা—(স্বগত) এখন তাহলে আর্য যৌগন্ধরায়ণের অভিলাষ পূর্ণ হোক!

(বাসবদত্তার দুই চোখে দেখা দিল অশ্রুবিন্দু)

চেটী—রাজপুত্রী! দেখুন, আর্যা কাঁদছেন।
পদ্মাবতী—নিশ্চয়ই, পরের দুঃখে অনুকম্পাই এর কারণ!
যৌগন্ধরায়ণ—হাঁ, হাঁ, আমার ভগিনী পরের দুঃখ একেবারেই সইতে পারেন না। কিন্তু তারপর ?
ব্রহ্মচারী—তারপর ধীরে-ধীরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল—
পদ্মাবতী—তিনি বেঁচে উঠেছেন, খুবই ভাগ্যের কথা! মূর্চ্ছার সংবাদে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।
যৌগন্ধরায়ণ—তারপর কি হলো ?
ব্রহ্মচারী—জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ভূমিতে লুণ্ঠনের জন্য তাঁর দেহ ধুলায় ধূসরিত। হায় বাসবদত্তে, হায় অবন্তীরাজপুত্রী, হায় প্রিয়ে, হায় প্রিয়শিষ্যে তুমি কোথায়—এই বলে তিনি কতভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। বেশি কি আর বলব ? এখন চক্রবাকও তাঁর চেয়ে বেশি বিরহ-কাতর নয়। গুণবতী পত্নীর মৃত্যুতে আর কাকেও এমন শোক করতে দেখা যায় না! স্বামী যে পত্নীকে এই চোখে দেখবেন—সেই স্ত্রী তো ধন্য। পত্নী প্রেমের গুণে ইনি দগ্ধ হয়েও দগ্ধ হলেন না।
যৌগন্ধরায়ণ—তাঁকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে কোন মন্ত্রীই কি চেষ্টা করেন নি ?

ব্রহ্মচারী—হ্যাঁ—রুমন্বান্[৭] নামে এক মন্ত্রী সুস্থ করে তুলতে খুবই চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দিবারাত্র সযত্নে রাজার সেবা করছেন। রাজার মতোই তিনিও অনাহারী; সকল সময় অশ্রুপাতের ফলে তাঁর মুখ শীর্ণ, রাজার দুঃখে সহানুভূতির ফলে তিনিও দেহের সংস্কার করেন না। যদি রাজার মৃত্যু হয়—তাঁরও মৃত্যু হবে।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র সুজনের হাতে পড়েছেন এটি ভাগ্যের কথা।

যৌগন্ধরায়ণ—(স্বগত) রুমন্বান্ গুরুভার বহন করছেন। আমি যে বাসবদত্তার ভার নিয়েছি তাতে তো বিশ্রাম আছে। কিন্তু রুমন্বানের কাজে কোন বিরাম নেই। রাজা যার অধীন, সকলেই তার অধীন, একথা মানতেই হয়। (প্রকাশ্যে) রাজা কি এখন প্রকৃতিস্থ ?

ব্রহ্মচারী—ঠিক বলতে পারব না। লাবাণকে[৮] তাঁর মুখে শুধু একটি বিলাপই শোনা যেত—'এখানে তাঁর সঙ্গে হেসেছিলাম, এখানে কথা বলেছিলাম, এখানে রাগ করেছিলাম, এখানেই একসঙ্গে বাস করেছিলাম, একসঙ্গে শুয়েছিলাম!' যখন রাজার এই বিলাপ চলতে থাকল তখন মন্ত্রিগণ বহু চেষ্টায় তাঁকে গ্রাম থেকে নিয়ে গেছেন। রাজা চলে যাবার পর মনে হলো লাবাণক নক্ষত্রহীন আকাশের মতোই শ্রীহীন—আমিও সেই গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি।

তাপসী—এই আগন্তুক যাঁকে এত প্রশংসা করছে, নিশ্চয়ই সেই রাজা গুণবান!

চেটী—রাজপুত্রী! আপনার কি মনে হয় রাজা অন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করবেন ?

পদ্মাবতী—(স্বগত) ঠিক আমার মনের কথাই বলেছে!

ব্রহ্মচারী—আমাকে বিদায় দিন। এখন আমি যাই!

উভয়ে—আচ্ছা, আসুন, আপনার ইষ্টসিদ্ধি হোক।

ব্রহ্মচারী—তাই হোক্। (প্রস্থান)

যৌগন্ধরায়ণ—রাজপুত্রীর অনুমতি পেলে আমিও যেতে চাই।

কঞ্চুকী—(পদ্মাবতীর প্রতি) ইনি যাবার অনুমতি চান।

পদ্মাবতী—আপনি চলে গেলে আপনার ভগিনী যে উৎকণ্ঠিতা হবেন।

যৌগন্ধরায়ণ—ওকে আপনার হাতে রেখে গেলাম, উৎকণ্ঠার কারণ নেই। (কঞ্চুকীর প্রতি) আমি যাই।

কঞ্চুকী—আচ্ছা আসুন। আবার যেন দেখা হয়।

যৌগন্ধরায়ণ—তাই হোক্! (প্রস্থান)

কঞ্চুকী—এখন ভিতরে যাবার সময় হয়েছে!

পদ্মাবতী—আর্যে আপনাকে প্রণাম করি।

তাপসী—বৎসে, তুমি তোমার যোগ্য স্বামী লাভ কর।

বাসবদত্তা—আর্যে! আমিও অভিবাদন জানাই।

তাপসী—অচিরে পতির সঙ্গে মিলিত হও।

বাসবদত্তা—আমি কৃতার্থ হলাম।

কঞ্চুকী—তবে আসুন ভদ্রে, এইদিকে—এইদিকে। পাখিরা কুলায় ফিরেছে, মুনিগণ স্নানে রত, উজ্জ্বল শিখায় জ্বলেছে অগ্নি, ধূমরাশি ছড়িয়ে

পড়েছে তপোবনে; সূর্যদেবও মধ্য গগন থেকে সরে গিয়ে কিরণ সংকুচিত করেছেন এবং রথ ফিরিয়ে অস্তাচল শিখরে অবতরণ করতে উদ্যত হয়েছেন।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—কুঞ্জরিকে! কুঞ্জরিকে! রাজপুত্রী পদ্মাবতী কোথায়? (কান পেতে) কি বললে? রাজপুত্রী মাধবীলতা মণ্ডপের পাশে বল নিয়ে খেলছেন? আচ্ছা তবে যাই ও'র কাছে (পদচারণা করে চেয়ে দেখলে) এই যে রাজপুত্রী বল খেলতে-খেলতে এইদিকেই আসছেন; ওর কানের অলঙ্কার উপরের দিকে উঠে গেছে, মুখখানি ক্লান্তি হেতু সুন্দর শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুতে চিত্রিত। (প্রস্থান)

প্রবেশক সমাপ্ত

(এরপর বল নিয়ে খেলতে-খেলতে বাসবদত্তা ও পরিজনবর্গের সঙ্গে পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন।)

বাসবদত্তা—সখি, এই নাও তোমার বল!

পদ্মাবতী—আর্যে, আজ এই পর্যন্তই থাক!

বাসবদত্তা—সখি, অনেকক্ষণ বল খেলতে-খেলতে তোমার হাত দুটি রক্তিম হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন আর কারও হাত।

চেটী—খেলুন, রাজপুত্রী খেলুন! রমণীয় কন্যাকাল এইভাবেই কাটুক।

পদ্মাবতী—আর্যে, পরিহাসের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যে!

বাসবদত্তা—না, না তা নয়। আসল কথা, আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে—তোমার চারদিকেই যেন তোমার বরের মুখ দেখতে পাচ্ছি।

পদ্মাবতী—আপনি যান তো এখান থেকে; আমাকে আর উপহাস করতে হবে না।

বাসবদত্তা—ওগো ভাবী মহাসেন পুত্রবধূ! এই আমি চুপ করলাম।

পদ্মাবতী—মহাসেন আবার কে?

বাসবদত্তা—উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ; বিপুল সেনার অধিকারী বলেই তার নাম 'মহাসেন'।

চেটী—কিন্তু তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ হোক এটা তো রাজপুত্রীর ইচ্ছে নয়—

বাসবদত্তা—তবে কার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন তাঁর ইচ্ছে?

চেটী—বৎসরাজ উদয়ন রয়েছেন। রাজপুত্রী তাঁর গুণে মুগ্ধ!

বাসবদত্তা—(স্বগত) আমার স্বামীকেই পতিরূপে পেতে ইচ্ছুক। (প্রকাশ্যে) কিন্তু কোন্ গুণে?

চেটী—তিনি খুব দয়ালু তাই!

বাসবদত্তা—(স্বগত) তা কি আর জানি না? আমিও তো ঐ গুণেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

চেটী—কিন্তু রাজপুত্রী! সেই রাজা যদি দেখতে কুৎসিত হন?

বাসবদত্তা—না, না তিনি খুবই সুন্দর দেখতে।

পদ্মাবতী—আপনি কি করে জানলেন ?

বাসবদত্তা—(স্বগত) স্বামীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছি। এখন কি করি। আচ্ছা, এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) সখি উজ্জয়িনীবাসীবাই ওকথা বলে থাকে।

পদ্মাবতী—তা বটে। উজ্জয়িনীতে তাঁর দর্শন সুলভ। সৌন্দর্য সবাব কাছেই মনোহারী। (ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী—রাজপুত্রীর জয় হোক্। রাজপুত্রী। আপনি এখন বাগ্‌দত্তা হলেন।

বাসবদত্তা—কার কাছে ?

ধাত্রী—বৎসদেশের রাজা উদয়নেব কাছে।

বাসবদত্তা—সেই বাজার কুশল তো ?

ধাত্রী—তিনি কুশলেই আছেন, তাছাড়া রাজপুত্রীকে গ্রহণ কবেছেন।

বাসবদত্তা—সর্বনাশ।

ধাত্রী—সর্বনাশ কেন ?

বাসবদত্তা—না—না, তেমন কিছুই নয়। তবে এইটেই ভয়েব কথা যে তিনি ঐরকম সন্তাপে আবাব উদাসীন হযে না পড়েন।

ধাত্রী—আর্যে, মহাপুরুষদেব হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞানে পূর্ণ, তাই হৃদয প্রকৃতিস্থ হতে দেবী হয় না।

বাসবদত্তা—আর্যে, তিনি নিজেই কি বরণ করেছেন ?

ধাত্রী—না, না তিনি এখানে এসেছিলেন অন্য প্রয়োজনে। তাঁব বংশ, কাল, বয়স ও রূপ দেখে মহারাজ নিজেই দান করেছেন।

বাসবদত্তা—(স্বগত) তাহলে এ-ব্যাপারে আর্যপুত্রের কোন অপরাধ নেই। (অন্য এক চেটীর প্রবেশ)

চেটী—আর্যে, শীঘ্র আসুন, আজই ভাল নক্ষত্র, বাণী বললেন আজই কৌতুক মঙ্গল করতে হবে।

বাসবদত্তা—(স্বগত) এরা যত তাড়াতাড়ি কবছে আমাব হৃদয় ততই অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ধাত্রী—রাজপুত্রী আসুন। আসুন! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

(চিন্তাব্যাকুল বাসবদত্তার প্রবেশ)

বাসবদত্তা—বিবাহের আনন্দোৎসবে উচ্ছ্বসিত অন্তঃপুর। চতুঃশালায় বিদ্যাবতীকে রেখে আমি চলে এলাম এই প্রমোদবনে, দুঃখের সান্ত্বনার আশায়।

(ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে)

কি দুর্ভাগ্য আমার। আজ আমার স্বামীও অন্যের হতে চলেছেন। একটু বসি এখানে।

(বসলেন ; একটু পরে)

চক্রবাক বধূই ধন্যা, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে সে বেঁচে থাকে না, কিন্তু আমি ত প্রাণত্যাগ করতে পারছি না, আমি নিশ্চয়ই হতভাগিনী, আর্যপুত্রকে দেখবার আশায় এখনও বেঁচে আছি।

(হাতে ফুল নিয়ে চেটীর প্রবেশ)

চেটী—(এদিক-ওদিক তাকিয়ে) আর্যা আবন্তিকা গেলেন কোথায় ? (একটু অগ্রসর হয়ে বাসবদত্তাকে দেখে) এই যে প্রিয়ংগুলতার নিচে শিলায় বসে আছেন—অলংকার নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন বেশ, কিসের ধ্যানে যেন মগ্ন। দেখে মনে হচ্ছে যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন চন্দ্রলেখা। কাছে যাই।

(বাসবদত্তার কাছে এসে)

আর্যে আবন্তিকে ! কতক্ষণ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাসবদত্তা—কেন ?

চেটী—আমাদের রাণী বললেন, আপনি উচ্চবংশে জাতা, স্নেহময়ী ও নিপুণা, তাই আপনাকে বিবাহের মালা গাঁথতে হবে।

বাসবদত্তা—কার জন্য গাঁথব ?

চেটী—আমাদের রাজপুত্রীর জন্য।

বাসবদত্তা—(স্বগত) এই কাজটিও আমাকেই করতে হবে, এই কি নিয়তির নির্দেশ। দেবগণ কি নিষ্ঠুর !

চেটী—এখন আর ভাববার সময় নেই। জামাতা মণিভূমিতে স্নান করছেন। তাড়াতাড়ি মালা গেঁথে দিন।

বাসবদত্তা—(স্বগত) আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারছি না ! (প্রকাশ্যে) তুমি কি জামাতাকে দেখেছ ?

চেটী—রাজপুত্রীর প্রতি স্নেহ, আর আমাদের কৌতূহল, দেখা হয়ে গেছে বই কি।

বাসবদত্তা—জামাতা কেমন দেখতে ?

চেটী—সত্যি বলছি, এমন আর আগে দেখিনি !

বাসবদত্তা—ওগো বল না, দেখতে সুন্দর তো ?

চেটী—কি আর বলব, মনে হলো যেন ধনুঃশর হীন স্বয়ং কামদেব ! মনে হলো—

বাসবদত্তা—থাক্, ও-কথা থাক।

চেটী—বলতে বারণ করছেন কেন ?

বাসবদত্তা—পরপুরুষের গুণকীর্তন শুনতে নেই !

চেটী—তাহলে মালা গাঁথার কাজটি তাড়াতাড়ি করে ফেলুন—

বাসবদত্তা—ফুল নিয়ে এস গেঁথে দিচ্ছি।

চেটী—এই নিন ফুল ! (হাতের ফুল ঢেলে দিল)

বাসবদত্তা—(ফুলগুলি পরীক্ষা করে) এই ওষুধীর নাম কি ?

চেটী—'অবিধবাকরণ'

বাসবদত্তা—(স্বগত) আমার ও পদ্মাবতীর জন্য এটি বহুবার গাঁথব ! (প্রকাশ্যে) এটির কি নাম ?

চেটী—'সপত্নীসংহার'।

বাসবদত্তা—এটি গাঁথব না।

চেটী—কেন ?

বাসবদত্তা—তাঁর ভার্যা ত মরেছে, কাজেই এর আর প্রয়োজন নেই।

(অন্য এক চেটীর প্রবেশ)

দ্বিতীয় চেটী—আর্যে, একটু তাড়াতাড়ি গাঁথুন। এয়ো-দল জামাতাকে অন্তঃপুরের চতুঃশালাতে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাসবদত্তা—গাঁথা হয়ে গেছে। এই নাও।

চেটী—সুন্দর হয়েছে। আর্যে। আমি তবে এখন যাই।

(দুই চেটীর প্রস্থান)

বাসবদত্তা—যাক্ চলে গেছে! দুর্ভাগ্য আমার! আর্যপুত্রও আজ পরের হয়ে গেলেন। যদি নিদ্রা হয়, শয্যাতেই আমার দুঃখ দূর করব।

তৃতীয় অংক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—(সহর্ষে) বৎসরাজের বিবাহোৎসব, খুবই রমণীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যের কথা, সেই উৎসবে যোগদান করে সময়টা বেশ ভালই কেটেছে! সংকটের ঘূর্ণিজলে ডুবতে বসেছিলাম, কে জানত যে আবার উপরে ভেসে উঠতে পারব। এখন প্রাসাদে বাস করি, অন্তঃপুরের দীঘিতে স্নান করি আর মিষ্টদ্রব্য ভোজন করি—সেই মিষ্টি, বলব কি, খুবই মধুর আর কোমল। এ-যেন শান্তিময় স্বর্গবাস—শুধু অপ্সরাই নেই। কিন্তু একটি বিরাট ত্রুটি দেখা যাচ্ছে; আমার খাদ্যটা ঠিক হজম হচ্ছে না। বিছানায় সুন্দর আচ্ছাদন। কিন্তু তার উপর শুয়েও ঘুম আসে না—চারদিকে দেখছি বাতবক্তের বিভীষিকা! রোগে কাবু হয়ে পড়ব এদিকে প্রাতর্ভোজনটাও বাদ যাবে, ব্যাপারটা মোটেই সুখকর নয়।

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—আর্য বসন্তক কোথায়? (অগ্রসর হয়ে) এই যে আর্য বসন্তক! (কাছে এসে) আর্য বসন্তক! কতক্ষণ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বিদূষক—ভদ্রে! কিসের জন্য এত খোঁজাখুঁজি ?

চেটী—আমাদের রাণীমা জিজ্ঞেস করলেন, জামাতা স্নান করেছেন কি ?

বিদূষক—ভদ্রে! তিনি কেন জিজ্ঞেস করছেন, জানতে পারি ?

চেটী—কেন আবার ? পুষ্প, গন্ধদ্রব্য এসব নিয়ে আসতে হবে না ?

বিদূষক—জামাতা স্নান করেছেন। ভদ্রে, খাদ্য বাদে সবকিছুই নিয়ে এস।

চেটী—খাদ্য নিষিদ্ধ হলো যে।

বিদূষক—আমি হতভাগ্য! উদরের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়ে গেছে।

চেটী—তাহলে আপনি এইভাবেই থাকুন।

বিদূষক—তুমি যাও, আমিও মহারাজের কাছে যাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রবেশক সমাপ্ত

(এরপর প্রবেশ করলেন পরিজন সহ পদ্মাবতী এবং আবন্তিকা বেশধারিণী বাসবদত্তা)

চেটী—রাজপুত্রী ! প্রমোদ বনে কেন এলেন ?

পদ্মাবতী—শেফালিকাগুচ্ছে ফুল ফুটেছে কিনা তাই দেখতে ?

চেটী—ফুটেছে ; দেখে মনে হবে যেন প্রবালখচিত মুক্তামালায় ছেয়ে গেছে।

পদ্মাবতী—তাই যদি হয় তবে আর দেরী কিসের ?

চেটী—তাহলে আপনি এই শিলার উপর কিছুক্ষণ বসুন, আমি তুলে আনছি।

পদ্মাবতী—আর্যে, এইখানেই বসা যাক।

বাসবদত্তা—তাই হোক।

(দুইজনে বসলেন)

চেটী—(ফুল তুলতে-তুলতে) দেখুন, শেফালি ফুলে আমার অঞ্জলি ভরে গেছে !

পদ্মাবতী—(দেখে) কি বিচিত্র ফুল। চেয়ে দেখুন।

বাসবদত্তা—সত্যি কি সুন্দর ফুল !

চেটী—আর তুলব কি ?

পদ্মাবতী—না, আর তুলে কাজ নেই।

বাসবদত্তা—তুলতে বারণ করছ কেন ?

পদ্মাবতী—আর্যপুত্র এখানে এসে এই ফুলের সমারোহ দেখবেন তাই আমারই গৌরব বাড়বে।

বাসবদত্তা—সখি, স্বামী তোমার প্রিয় হয়েছেন তো ?

পদ্মাবতী—তা জানি না, তবে তাঁর বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

বাসবদত্তা—(স্বগত) স্বামীর বিরহে থেকে আমি নিশ্চয়ই কঠিন কর্মে ব্রতী হয়েছি, এও তো এই কথাই বলছে !

চেটী—রাজপুত্রী ঠিকই বলেছেন—'স্বামী আমার প্রিয়'।

পদ্মাবতী—কিন্তু একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ জাগছে !

বাসবদত্তা—সন্দেহ কিসে ?

পদ্মাবতী—আর্যপুত্র আমার কাছে যেমন প্রিয়—আর্যা বাসবদত্তার কাছেও সেইরকমই ছিলেন কিনা—

বাসবদত্তা—তার চেয়েও বেশি !

পদ্মাবতী—কিসে জানলেন ?

বাসবদত্তা—(স্বগত) তাইতো, আর্যপুত্রের প্রতি পক্ষপাত আছে বলেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এখন একটু ঘুরিয়ে বলি। (প্রকাশ্যে) তাঁর ভালবাসা যদি অল্পই হতো তাহলে তিনি কখনও স্বজন ত্যাগ করতেন না।

পদ্মাবতী—তা হয়তো সম্ভব।

চেটী—রাজপুত্রী। স্বামীকে ভাল করে বলুন, আমিও বীণা শিখব।

পদ্মাবতী—বলেছিলাম ওঁকে।

বাসবদত্তা—তিনি কি বললেন ?
পদ্মাবতী—কিছু বলেন নি তো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু চুপ করে রইলেন।
বাসবদত্তা—তাতে তুমি কি ভাবলে ?
পদ্মাবতী—ভাবলাম, নিশ্চয়ই ওঁর বাসবদত্তার গুণাবলীর কথা মনে পড়েছে, তাই নীরব রইলেন, শুধু দেখতে খারাপ হবে বলেই যেন চোখের জল ফেলেন নি।
বাসবদত্তা—(স্বগত) যদি তাই সত্য হয়, তবে আমি ধন্যা।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—কি সুন্দর। চয়নের পরে ওখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে 'বন্ধুক' ফুল। তাতে প্রমোদবনটি চমৎকার দেখাচ্ছে। এদিকে আসুন মহারাজ।
রাজা—সখে বসন্তক, আমি আসছি। যখন আমি উজ্জয়িনীতে অবন্তিরাজকুমারী বাসবদত্তাকে দেখে এক অনির্বচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম তখন পঞ্চশর মদন তার পাঁচটি শরই নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই শর কয়টি আজও হৃদয়ে বিঁধে আছে। পদ্মাবতীকে বিবাহ করে আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হলাম। মদন যখন পঞ্চশর, তখন এই ষষ্ঠ শরটি কেমন করে নিক্ষিপ্ত হলো ?
বিদূষক—দেবী পদ্মাবতী কোথায় গেলেন ? বোধহয় লতামণ্ডপে গিয়েছেন কিংবা 'পর্বততিলক' নামক সেই শিলাখণ্ডে 'অসন' কুসুমে ব্যাপ্ত বলেই যাকে মনে হয় ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত। কিংবা তাঁর গন্তব্যস্থান প্রবল কটু গন্ধে ভরা 'সপ্তপর্ণবন' অথবা বিচিত্র মৃগপক্ষীপূর্ণ 'দারু পর্বত' ? (ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে) কি অপরূপ! শরতের নির্মল আকাশে বলদেবের প্রসারিত বাহুর মতো রমণীয় সুশ্রী সারসশ্রেণী দলবদ্ধভাবে উড়ে যাচ্ছে। দেখুন একবার।
রাজা—দেখছি বই কি সখা। কখনও সরল ও প্রসারিত, কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও উপরে উড়ে যাচ্ছে, কখনও আবার নিচে নেমে আসছে। খোলস ছেড়ে দিলে সাপের উদর যেমন নির্মল দেখায় তেমনি নির্মল ঐ আকাশ, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ন্যায় কুটিল এই সারসশ্রেণী যেন ঐ আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।
চেটী—রাজপুত্রী দেখুন, দেখুন। শ্বেতপদ্মমালার মতো পাণ্ডুবর্ণ অথচ সুন্দর ঐ সারসশ্রেণী কেমন দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে। এই যে প্রভু।
পদ্মাবতী—তাইতো আর্যপুত্র যে! আর্যে, আপনার জন্যই আমার স্বামীকে আমি দর্শন দেবো না। চলুন, আমরা মাধবীমণ্ডপে যাই।
বাসবদত্তা—তাই হোক।

(দুইজনে মাধবীলতা কুঞ্জে প্রবেশ করলেন)

বিদূষক—দেবী পদ্মাবতী এখানে এসে চলে গেছেন।
রাজা—বুঝলে কি করে ?
বিদূষক—এই দেখুন না, শেফালিকাকুঞ্জ থেকে ফুল তোলা হয়েছে।
রাজা—বসন্তক! সত্যি ফুলের কি বৈচিত্র্য!
বাসবদত্তা—(স্বগত) 'বসন্তক' কথাটি শুনে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি উজ্জয়িনীতেই আছি।
রাজা—তাহলে এস বসন্তক। আমরা এই শিলাতলে বসে পদ্মাবতীর জন্য অপেক্ষা করি।

বিদূষক—তাই হোক্। (বসেই উঠে পড়ল) উঃ শরতের তীক্ষ্ণ রোদ একেবারে অসহ্য! চলুন, মাধবীমণ্ডপে প্রবেশ করি।
রাজা—বেশ, তুমি আগে চল।
বিদূষক—তাই হোক।

(দুজনে অগ্রসর হলেন)

পদ্মাবতী—সব পণ্ড করতে আসছেন আর্য বসন্তক! এখন কি করি?
চেটী—রাজপুত্রী! এই লতায় কত ভ্রমর এসে বসেছে, লতাটিকে কাঁপিয়ে দিই প্রভুকে ওরাই বারণ করবে।
পদ্মাবতী—তবে তাই কর।

(চেটী নির্দেশ মতো কাজ সুরু করল)

বিদূষক—কি বিপদ, কি বিপদ—দাঁড়ান, দাঁড়ান।
রাজা—কেন?
বিদূষক—দুর্বিনীত ভ্রমরের দল আমাকে আক্রমণ করেছে!
রাজা—না, না তুমি ও-কথা বল না। ভ্রমরগুলিকে তুমি ভয় দেখিও না! ঐ দেখ ফুলের মধু পান করে অস্ফুট গুঞ্জনকারী ভ্রমরের দল কামার্তা প্রিয়ার আলিঙ্গনে আবদ্ধ! আমাদের পাদক্ষেপে পীড়িত হলে আমার মতোই ওরা প্রিয়ার বিচ্ছেদে কষ্ট পাবে! তারচেয়ে এস, আমরা এইখানেই বসি।
বিদূষক—বেশ, তবে তাই কর।

(দুজনে উপবেশন করলেন)

চেটী—রাজপুত্রী! এইবার আমরা কারারুদ্ধ হলাম!
পদ্মাবতী—ভাগ্যের কথা, আর্যপুত্র বসে পড়েছেন!
বাসবদত্তা—আমার ভাগ্য, আর্যপুত্র সুস্থই আছেন।
চেটী—রাজপুত্রী! আর্যার চোখে জল!
বাসবদত্তা—না, না মধুকরের উৎপাতে কাশফুলের রেণু চোখে এসে পড়েছে, তাই!
পদ্মাবতী—তা হতে পারে!
বিদূষক—প্রমোদবন তো শূন্য দেখতে পাচ্ছি। কিছু জিজ্ঞাসা আছে।
রাজা—স্বচ্ছন্দে বল।
বিদূষক—কে আপনার প্রিয়তমা? তখনকার দেবী বাসবদত্তা? না এখনকার পদ্মাবতী?
রাজা—তুমি তো দেখছি আমাকে এক জটিল প্রেম সংকটে ফেলে দিলে!
পদ্মাবতী—সত্যি, আর্যপুত্র কি বিষম সংকটেই না পড়েছেন!
বাসবদত্তা—(স্বগত) আর, হতভাগিনী আমিও সংকটে পড়েছি বই কি।
বিদূষক—আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। একজন তো মরেই গেছেন আর একজন কাছে নেই!
রাজা—আমি বলব না। তুমি বড্ড মুখর!
পদ্মাবতী—এতে তো সবই বলা হয়ে গেল!
বিদূষক—আমি শপথ করছি, কাউকে বলব না। এই জিভ্ কাটলাম।
রাজা—সখে, বলতে আমার উৎসাহ নেই।

পদ্মাবতী—কি নির্বোধ। এতেও আর্যপুত্রের মন বুঝতে পারল না?

বিদূষক—কি, আমাকে বলবেন না? তাহলে এই শিলাখণ্ড থেকে এক পা-ও নড়তে পারবেন না। এই আপনাকে বন্দী করলাম।

রাজা—জোর করে?

বিদূষক—হ্যাঁ, জোর করে।

রাজা—তাহলে দেখা যাক্‌।

বিদূষক—প্রসন্ন হউন প্রসন্ন হউন। আমি বয়স্য ভাবেই ও-কথা বলেছি। আমার দিব্যি, আমাকে সত্য কথা বলুন।

রাজা—না বলে আর উপায় কি। তবে শোনো, পদ্মাবতী যদিও রূপে শীলে ও মাধুর্যে আমার আদরের পাত্রী, তবু বাসবদত্তায় আবদ্ধ আমার মনটি তিনি হরণ করতে পারেন নি।

বাসবদত্তা—(স্বগত) আমার সকল দুঃখের পুরস্কার আজ পেলাম, আজ মনে হচ্ছে এই অজ্ঞাতবাসও কত মধুর!

চেটী—রাজপুত্রী! আপনার স্বামী নিষ্ঠুর!

পদ্মাবতী—ও কথা বল না। আমার আর্যপুত্র করুণাময়। আর্যা বাসবদত্তার গুণ তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি।

বাসবদত্তা—ভদ্রে, তুমি যা বললে তা তোমার উচ্চ বংশেরই যোগ্য।

রাজা—আচ্ছা, আমি তো বললাম। এখন তুমি বল, কে তোমার প্রিয়, পূর্বের বাসবদত্তা না বর্তমানের পদ্মাবতী?

বিদূষক—প্রলাপে কাজ নেই, দুজনেই আমার সম্মানের পাত্রী।

রাজা—মূর্খ! আমার কাছ থেকে জোর করে শুনে নিয়ে এখন নিজে চুপ করে আছ?

বিদূষক—তাহলে কি আমার কাছ থেকেও জোর করে শুনবেন?

রাজা—হ্যাঁ, জোর করে।

বিদূষক—তাহলে শুনতে পাবেন না।

রাজা—হে মহাব্রাহ্মণ![১১] প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও! স্বচ্ছন্দে বল।

বিদূষক—এখন তবে শুনুন। বাসবদত্তা আমার সম্মানের পাত্রী আর পদ্মাবতীও তরুণী, সুন্দরী, ও করুণাময়ী—কোন রাগ নেই, অহংকারও নেই! কিন্তু বাসবদত্তার একটি মহৎ গুণ ছিল—তিনি মধুর খাদ্যসম্ভার নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতেন এই বলে—'আর্য বসন্তক কোথায় গেলেন'?

বাসবদত্তা—(স্বগত) বসন্তক! এখন তাহলে এইটুকুই মনে রেখ!

রাজা—বেশ বেশ বসন্তক দেবী বাসবদত্তাকে আমি সব কথাই বলব।

বিদূষক—হায় বাসবদত্তা! বাসবদত্তা কোথায়? অনেকদিন আগেই তো তার মৃত্যু হয়েছে!

রাজা—হ্যাঁ, বাসবদত্তা তো জীবিত নেই! পরিহাসের প্রসঙ্গে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই আগের অভ্যাস মতোই কথাগুলো বলে ফেলেছি!

পদ্মাবতী—সুন্দর কথা চলছিল, এই নিষ্ঠুর লোকটিই বাধা দিল!

বাসবদত্তা—(স্বগত) এখন আমি আশ্বস্ত হলাম; এমন কথা আড়াল থেকে শোনাই ভাল!

বিদূষক—আপনি ধৈর্য ধরুন। দৈবকে অতিক্রম করা যায় না, যা ঘটবার তা এইভাবে ঘটেছে।

রাজা—বয়স্য, আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। কেননা, গভীর অনুরাগ ত্যাগ করা কঠিন, বার-বার স্মরণ করলে দুঃখ নতুন হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় বুদ্ধি চায় অশ্রুবিসর্জনে ঋণমুক্ত হতে, মুক্তির পর প্রসন্নতা লাভ করতে।

বিদূষক—চোখের জলে আপনার মুখ সিক্ত হচ্ছে, আমি মুখধোবার জল নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান)

পদ্মাবতী—আর্যে, আর্যপুত্রের মুখ অশ্রুসিক্ত! চলুন, আমরা বেরিয়ে যাই!

বাসবদত্তা—তাই ভাল। কিংবা তুমিই থাক, উৎকণ্ঠিত স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আমিই যাই।

চেটী—আর্যা ঠিক বলেছেন। প্রভুপত্নীর স্বামীর কাছে যাওয়াই ভাল।

পদ্মাবতী—আমি কি তাহলে প্রবেশ করব?

বাসবদত্তা—যাও ভগ্নি, প্রবেশ কর। (প্রস্থান)

(এরপর প্রবেশ করলেন বিদূষক ও পদ্মাবতী—বিদূষকের হাতে পদ্মের পাতায় জল)

বিদূষক—এই যে দেবী পদ্মাবতী!

পদ্মাবতী—আর্য বসন্তক! এটা কি?

বিদূষক—(বিমূঢ় কণ্ঠে) এটা—মানে, মানে ওটা—

পদ্মাবতী—বলুন আর্য, বলুন।

বিদূষক—বাতাসে কাশফুলের রেণু মহারাজের চক্ষে এসে পড়েছে, মুখ ভেসেছে চোখের জলে। এই মুখ ধোবার জল; তা আপনিই গ্রহণ করুন।

পদ্মাবতী—(স্বগত) প্রভুর যেমন দাক্ষিণ্য, ওর পরিজনেরও তাই। (কাছে গিয়ে) আর্যপুত্রের জয় হোক। এই যে মুখ ধোবার জল।

রাজা—এই যে পদ্মাবতী (জনান্তিকে) বসন্তক এ কি ব্যাপার?

বিদূষক—(রাজার কানে কানে) ব্যাপারটা এই।

রাজা—সাধু বসন্তক সাধু। (আচমন করে) বস পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী—আর্যপুত্রের যেমন আদেশ। (বসলেন)

রাজা—পদ্মাবতী। শরৎকালের চাঁদের মতো শাদা কাশফুলের রেণু বাতাসে উড়ে এসে পড়ল চোখে, তাই মুখে নামল চোখের ধারা। (স্বগত) নূতন বিবাহিতা এই বালিকা হয়তো সত্য কথা শুনে ব্যথা পাবে। এর স্বভাব ধীর কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অধীর!

বিদূষক—সখে, আজ অপরাহ্ণে মগধরাজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুপরিজনদের সঙ্গে দেখা করবেন। সৎকারের বিনিময়ে সৎকার হলে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। সুতরাং এখন উঠুন।

রাজা—বেশ ভাল কথা। (আসন ত্যাগ করলেন) বিশাল গুণরাশির অধিকারী কিংবা বিপুল সৎকারের কর্তা সুলভ কিন্তু বোদ্ধাই দুর্লভ।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

(পদ্মাবতীর পরিচারিকা পদ্মিনিকার প্রবেশ)

পদ্মিনিকা—মধুকরিকে। মধুকরিকে। শীগ্‌গির এস।

(দ্বিতীয় পরিচারিকা মধুকরিকার প্রবেশ)

মধুকরিকা—ওগো, এই যে আমি! কি করতে হবে শুনি?

পদ্মিনিকা—কেন, তুমি কি জান না, প্রভুপত্নী পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন?

মধুকরিকা—ওমা, তাই নাকি। কি সর্বনাশ?

পদ্মিনিকা—ওগো তুমি শীগ্‌গির যাও। আর্যা আবন্তিকাকে খবর দিয়ে এস। শুধু প্রভুপত্নীর মাথার যন্ত্রণার কথাটি বোলো, তাহলে তিনি নিজেই আসবেন।

মধুকরিকা—এসে তিনি কি করবেন?

পদ্মিনিকা—তিনি সুন্দর গল্প বলে যন্ত্রণা দূর করতে পারবেন।

মধুকরিকা—ঠিক বলেছ তুমি! কিন্তু প্রভুপত্নীর শয্যারচনা কোথায় করা হয়েছে?

পদ্মিনিকা—সমুদ্রগৃহে। তুমি এখন যাও, আমিও প্রভুকে সংবাদ দেবার জন্য আর্য বসন্তকের খোঁজ করি।

মধুকরিকা—তবে তাই হোক্।

(প্রস্থান)

পদ্মিনিকা—আর্য বসন্তককে এখন কোথায় পাই?

(বিদূষক বসন্তকের প্রবেশ)

বিদূষক—বাসবদত্তার বিয়োগে সখার যে-হৃদয় ছিল বেদনার্ত, পদ্মাবতীর সঙ্গে এই মধুর মিলনোৎসবে আজ সেখানেই জ্বলে উঠেছে কামানল! (পদ্মিনিকাকে দেখে) এ যে পদ্মিনিকা, ব্যাপার কি?

পদ্মিনিকা—আর্য বসন্তক, প্রভুপত্নী পদ্মাবতী দারুণ শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছেন?

বিদূষক—ভদ্রে, আমি সত্যই জানি না।

পদ্মিনিকা—তাহলে প্রভুকে খবর দিন। আমি ততক্ষণ মাথার প্রলেপ নিয়ে আসি।

বিদূষক—যাও তুমি—আমিও সখাকে সংবাদ দিই।

প্রবেশক সমাপ্ত (উভয়ের প্রস্থান)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা—(স্বগত) কালক্রমে আবার পত্নীভার গ্রহণ করেছি, কিন্তু লাবাণকের সেই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূতা গৌরবময়ী অবন্তী-রাজকন্যাকে আমি কিছুতে ভুলে থাকতে পারছি না। হিমাহতা পদ্মিনীর মতোই সে আমার স্মৃতিতে জেগে আছে!

বিদূষক—সখা, শীগ্‌গির চলে এস।

রাজা—কেন?

বিদূষক—আর্যা পদ্মাবতী মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন।

রাজা—কে বলেছে এ-কথা?

বিদূষক—পদ্মিনিকা বলেছে।

রাজা—কি দুঃখের কথা। রূপময়ী এবং গুণবতী প্রিয়া লাভ করে আমার পূর্বেকার দুঃখের দাহ কিছু যেন কমে গিয়েছিল। একবার দুঃখ ভোগ করেছি, পদ্মাবতীও যেন বাসবদত্তার মতোই আমার দুঃখের কারণ হয়ে উঠল। আচ্ছা, পদ্মাবতী এখন কোথায় আছেন?

বিদূষক—সমুদ্রগৃহে[১১] শয্যা রচনা করা হয়েছে।

রাজা—তাহলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূষক—এস সখা এস। (দুজনে অগ্রসর হলেন)

বিদূষক—এই যে সমুদ্রগৃহ। প্রবেশ করুন!

বিদূষক—বেশ, তবে তাই হোক! (প্রবেশ করল)

ওরে বাপুরে, কি সর্বনাশ! মহারাজ, যাবেন না, একটু দাঁড়ান!

রাজা—কেন?

বিদূষক—মাটিতে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

(রাজা পরীক্ষা করেই হেসে উঠলেন)

রাজা—হায়রে, মূর্খের সর্পজ্ঞান! ওরে মূর্খ! গৃহের তোরণে সজ্জিত একটি সরল মালা মাটিতে খসে পড়েছে, তুমি তাকেই ভেবেছ সর্প! অবশ্য মৃদু বায়ুতে নড়ে-নড়ে উঠছে, অনেকটা সর্পের মতোই দেখাচ্ছে বটে!

বিদূষক—(ভাল করে দেখে) হ্যাঁ, এটা সাপ নয়, আপনি ঠিকই বলেছেন।

(ভিতরে গিয়ে চারদিক দেখে)

দেবী পদ্মাবতী এখানে এসে আবার চলে গেছেন।

রাজা—সখা, আমার মনে হচ্ছে তিনি আসেন নি।

বিদূষক—কি করে জানলেন?

রাজা—জানাজানির কিছু নেই এতে। চেয়ে দেখ, শয্যা কোথাও কুঞ্চিত হয় নি, সমানভাবেই বিছান আছে। ওপরের চাদরটিও তাই। বালিশ পরিচ্ছন্ন, মাথা-ব্যথার ওষুধ লেগে তো মলিন হবার কথা। রোগহেতু চক্ষের আরামদায়ক কোন শোভা করা হয় নি। তাছাড়া রোগের জন্য যে একবার শয্যার আশ্রয় নেয় সে কি অত শীগ্‌গির তা ছেড়ে চলে যেতে পারে?

বিদূষক—তাহলে আপনি কিছুকাল এই শয্যায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করুন।

রাজা—বেশ।

(রাজা শয্যায় উপবেশন করলেন)

কিন্তু সখা, আমার ঘুম পাচ্ছে—একটা গল্প বল।

বিদূষক—বেশ আমি বলছি, আপনি হুঁ দিয়ে যান—

রাজা—বেশ তাই হবে।

বিদূষক—উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী আছে। শোনা যায়, সেখানকার 'উদকস্নান' অত্যন্ত রমণীয়—

রাজা—উজ্জয়িনীর কথা কেন?

বিদূষক—যদি আপনার অপছন্দ হয় তবে অন্য একটি গল্প বলি।

রাজা—সখা, এই গল্প যে অপছন্দ তা নয়। কিন্তু আমাদের প্রস্থান কালে অবন্তী-

রাজপুত্রী যে নয়নকোণে পুঞ্জীভূত অশ্রুধারায় আমার বক্ষ প্লাবিত করেছিলেন তাই মনে পড়ে। তাছাড়া, বীণাশিক্ষার পাঠ গ্রহণের সময় আমার দিকেই চেয়ে থাকতেন বলে হাত থেকে বীণার ছড় পড়ে যেত আর তিনি খালি হাতেই শূন্যে বাজাতে থাকতেন, সেই কথাও আমার মনে পড়ে।

বিদূষক—আচ্ছা, থাক। আমি অন্য গল্প বলছি—ব্রহ্মদত্ত নামে এক নগর ছিল, সেখানকার রাজার নাম কাম্পিল্য।

রাজা—কি, কি বললে ?

(বিদূষক বাক্যটি পুনঃ উচ্চারণ করল)।

রাজা—মূর্খ। বলো, রাজা ব্রহ্মদত্ত, নগর কাম্পিল্য।

বিদূষক—কি ? রাজা ব্রহ্মদত্ত আর নগর কাম্পিল্য ?

রাজা—হ্যাঁ।

বিদূষক—তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওটা মুখস্থ করে নিচ্ছি—

(বিদূষক বহুবার বাক্যটি আবৃত্তি করল)

—'রাজা ব্রহ্মদত্ত—নগর কাম্পিল্য'। হ্যাঁ, এইবার শুনুন! আরে, আপনি যে ঘুমিয়ে পড়লেন। যাক, আমার গায়ের চাদরটা নিয়ে আসি, এখানে বড় ঠাণ্ডা! (প্রস্থান)

(আবন্তিকা বেশধারিণী বাসবদত্তা ও চেটীর প্রবেশ)

চেটী—আসুন, আসুন। প্রভুপত্নী শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছেন।

বাসবদত্তা—খুবই দুঃখের কথা। কোথায় পদ্মাবতীর শয্যা রচিত হয়েছে ?

চেটী—সমুদ্রগৃহে।

বাসবদত্তা—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

(দুজনে অগ্রসর হলেন)

চেটী—এই সমুদ্রগৃহ। আপনি প্রবেশ করুন। আমি ততক্ষণ কপালের প্রলেপ নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

বাসবদত্তা—(স্বগত) হায় দেবতারা কি নিষ্ঠুর! বিরহক্লিষ্ট আর্যপুত্রের বিশ্রামস্থান এই পদ্মাবতী! তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন ? যাইহোক আমি প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে চারিদিক চেয়ে দেখলেন) পরিজনেরা কি অসতর্ক! অসুস্থা পদ্মাবতীর সাহায্যের জন্য একটিমাত্র দীপ রেখে সবাই চলে গেছে ? এই যে পদ্মাবতী। ঘুমিয়ে পড়েছেন। এইখানে বসি। অন্য আসনে বসলে পদ্মাবতীর প্রতি আমার অনাদর প্রকাশ পাবে, আমি বিছানার ধারেই বসি। (বাসবদত্তা শয্যায় বসলেন) কিন্তু এঁর কাছে বসতে আমার হৃদয় এত উৎফুল্ল হয়ে উঠছে কেন ? খুবই ভাগ্যের কথা, এঁর নিঃশ্বাস বেশ ধীরে এবং অবিচ্ছিন্নভাবেই পড়ছে। মনে হয়, রোগ আর নেই। শয্যার এক পাশে শুয়ে আছেন, এঁর ইঙ্গিত যেন এই—'আমাকে আলিঙ্গন করে থাক।' বেশ তাহলে পাশেই শুয়ে থাকি।

(বাসবদত্তা পাশে শয়ন করলেন ; রাজা স্বপ্ন দেখছেন—স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠলেন—)

রাজা—হায় বাসবদত্তা! (চমকিতা বাসবদত্তা উঠে পড়লেন)

বাসবদত্তা—একি, আর্যপুত্র। পদ্মাবতী তো নয়। আমাকে ইনি দেখলেন না তো? তাহলে যে আর্য যৌগন্ধরায়ণের পবিত্র শপথ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রাজা—(স্বপ্নের ঘোরে) হায় অবন্তী রাজপুত্রী।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র স্বপ্ন দেখছেন, ভাগ্যের কথাই বলতে হবে। এখন আর কেউ নেই। একটু থেকে আমার চক্ষু আর হৃদয় তৃপ্ত করি।

রাজা—হায় প্রিয়ে। হায় প্রিয় শিষ্যে। আমার কথার উত্তর দাও।

বাসবদত্তা—আমি বলছি।

রাজা—তুমি কি রাগ করেছ?

বাসবদত্তা—না, না, রাগ করি নি, আমি দুঃখ পেয়েছি।

রাজা—যদি রাগ না করে থাক তাহলে অলংকার পরনি কেন?

বাসবদত্তা—এর চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে?

রাজা—আচ্ছা, তুমি কি বিরচিকার[১৩] কথা ভাবছ?

বাসবদত্তা—(সরোষে) আঃ যাও! এখানেও বিরচিকা?

রাজা—তাহলে বিরচিকার জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি—

(হাত বাড়ালেন)

বাসবদত্তা—(স্বগত) অনেকক্ষণ এখানে আছি, হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে। তাহলে এখন যাই। ও'র হাতখানি ঝুলে পড়েছে বিছানা থেকে, তুলে রেখে যাই।

(বাসবদত্তা হাত তুলে রাখলেন তারপর তাঁর প্রস্থান; প্রস্থান করতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রাজা)

রাজা—যেয়ো না বাসবদত্তা, দাঁড়াও। হায়, ছুটে বেরোতে গিয়ে, আমিই দরজার কাঠে আহত হলাম। এটা সত্য না মনের কল্পনা? কি করে বুঝব?

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—এই যে আপনি জেগে উঠেছেন?

রাজা—সখে, একটি প্রিয় সংবাদ তোমাকে দিচ্ছি, বাসবদত্তা জীবিত আছেন।

বিদূষক—হায় বাসবদত্তা? কোথায় বাসবদত্তা? অনেকদিন আগেই তো তার মৃত্যু হয়েছে।

রাজা—না, সখা তা হতে পারে না। আমি ঘুমিয়েছিলাম শয্যায়, আমাকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেছেন। তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন এই কথা প্রচার করে রুমণ্বান্ আমাকে প্রতারিত করেছেন।

বিদূষক—আঃ। এটা তো অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার কাছে উজ্জয়িনীর উদকস্নানের কথা শুনেছিলেন আপনি হয়তো তাকে স্বপ্নেই দেখে থাকবেন।

রাজা—স্বপ্ন? আমি তাহলে স্বপ্ন দেখেছি? যদি স্বপ্ন হয় তবে কেন জেগে উঠলাম? যদি ভুল হয় এ-ভুল আমার চিরকাল হোক্।

বিদূষক—সখে! এই নগরে এক যক্ষিণী থাকে, নাম অবন্তিসুন্দরী; আপনি হয়তো তাকেই স্বপ্নে দেখেছেন।

রাজা—না, না। আমি যখন জেগে উঠলাম তখন তার মুখ আমি দেখতে পেয়েছিলাম; কাজলহীন দুই চোখ; দীর্ঘ অলকে শোভিত সেই মুখ। এই দেখ বয়স্য, তিনি

যে স্বপ্নে আমার বাহু নিপীড়ন করেছিলেন সেই রোমাঞ্চের চিহ্ন এখনও রয়েছে!

বিদূষক—আপনি এখন আর এইসব অনর্থ চিন্তা করবেন না। আসুন, আমরা চতুঃশালার দিকে যাই।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—জয় হোক আর্যপুত্রের! মহারাজ দর্শক আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন—'আপনার মন্ত্রী রুমণ্বান্ অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আরুণিকে[১৪] বধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমার হস্তী, অশ্ব, পদাতিক প্রভৃতি জয়লাভের সকল উপকরণই সুসজ্জিত। সুতরাং আপনি উদ্যোগী হোন্। আপনার শত্রুদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, আপনার গুণমুগ্ধ পুরবাসীরাও আশ্বস্ত হয়েছে। শত্রুদমনের জন্য যা-যা প্রয়োজন সবই আমি করেছি। গঙ্গা পার হয়ে এসেছে সৈন্যদল—বৎসদেশ এখন আপনার হস্তগত।

রাজা—(উঠে দাঁড়ালেন) বেশ। আমিও তাহলে শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বপূর্ণ রণাঙ্গনে আরুণির বিরুদ্ধে অভিযান করে তাকে বিনাশ করব—সেই রণক্ষেত্র উৎক্ষিপ্ত এবং তীরে তীরে তরঙ্গায়িত এক মহাসমুদ্রের মতোই উদ্বেল হয়ে উঠবে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—এই কাঞ্চন তোরণ দ্বারে কে আছে?

(প্রতিহারীর[১০] প্রবেশ)

প্রতিহারী—আমি বিজয়া! কি করতে বলুন।

কঞ্চুকী—আর্যে, বৎসরাজ্য ফিরে পাওয়ায় রাজা এখন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী! ও'কে গিয়ে বল, মহাসেনের প্রেরিত কঞ্চুকী আর মহিষী অঙ্গারবতীর প্রেরিত বসুন্ধরা দ্বারদেশে উপস্থিত, বসুন্ধরা বাসবদত্তার ধাত্রী।

প্রতিহারী—কিন্তু সামান্য দ্বারপালিকার পক্ষে এই স্থান বা সময় যোগ্য নয়!

কঞ্চুকী—কেন?

প্রতিহারী—শুনুন, আজ সূর্যামুখ[১]প্রাসাদে কোন এক ব্যক্তি বীণা বাজিয়েছিল। শুনে প্রভু বলেছিলেন—যেন ঘোষবতীর[১১] সুর শুনতে পাচ্ছি!

কঞ্চুকী—তারপর?

প্রতিহারী—তারপর সেখানে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলো—এ-বীণা তুমি কোথায় পেলে? সে বলল—এই বীণা আমি নর্মদা তীরে এক কুর্চলতার ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছি, যদি দরকার থাকে ত আপনি নিন। বীণা আনা হলে পর তাকে কোলে নিয়ে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছা ভাঙবার পরে অশ্রু কণ্ঠে তিনি বললেন—'ঘোষবতী। তোমাকে আমি পেলাম কিন্তু তাকে ত

দেখতে পেলাম না!' আর্য! এই কারণেই বলছিলাম, এটা এসব কথা জানাবার সময় নয়, কেমন করে জানাব?

কঞ্চুকী—তুমি সব জানাও, এই ব্যাপার নিয়েই ওদের আসা।

প্রতিহারী—আচ্ছা, আমি বলছি? এই যে প্রভু সূর্যামুখ প্রাসাদ থেকে নেমে আসছেন, আমিও এইখানেই আমার কথা নিবেদন করি।

কঞ্চুকী—আর্যে, তাই হোক।

(উভয়ের প্রস্থান)

মিশ্র বিষ্কম্ভক[১৮]

(তারপর রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—হে বীণে! তোমার ধ্বনি কত শ্রুতিমধুর! আগে তুমি দেবীর স্তনে ও জঘনে লীন হয়ে থাকতে, পরে তুমি বিহগগণের ধূলিতে ধূসরিত হয়ে কেমন করে নির্জন অরণ্যে বাস করেছিলে? তুমি নিশ্চয়ই হৃদয়হীনা ঘোষবতী! সেই প্রিয়ার শ্রোণিদেশের সমুদ্বহন, পার্শ্বদেশের নিপীড়ন, বক্ষের সুখকর আলিঙ্গন—এই বিরহে আমার উদ্দেশ্যে তার বিলাপ, বাদনের মধ্যে-মধ্যে তার হাস্যমধুর উক্তিগুলি কিছু তুমি স্মরণ করছ না!

বিদূষক—আপনি আর এখন এভাবে শোক প্রকাশ করবেন না।

রাজা—না, না সখে, ও কথা বোলো না! আমার চিরসুপ্ত কামরা আবার এই বীণার সুরে জেগে উঠেছে। ঘোষবতী যার প্রিয়তমা সেই দেবীকে যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। বসন্তক! শিল্পীর কাছ থেকে তুমি ঘোষবতীকে নূতন তার দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে এস—দেরী না হয়।

বিদূষক—আপনার যেমন আদেশ। (বীণা নিয়ে প্রস্থান)

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—প্রভুর জয় হোক। মহাসেনের কাছ থেকে রৈভ্যগোত্রীয়[১৯] কঞ্চুকী আর মহিষী অংগারবতীর[২০] কাছ থেকে বাসদত্তার ধাত্রী বসুন্ধরা[২১] এসেছেন।

রাজা—তাহলে পদ্মাবতীকে সংবাদ দাও।

প্রতিহারী—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

(পদ্মাবতী ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—আসুন, এইদিকে আসুন!

রাজা—পদ্মাবতী! মহাসেনের কাছ থেকে কঞ্চুকী আর মহিষী অংগারবতীর কাছ থেকে বাসবদত্তার ধাত্রী বসুন্ধরা এসেছেন এ-সংবাদ তুমি শুনেছ কি?

পদ্মাবতী—আর্যপুত্র আত্মীয়দের কুশল সংবাদ আমিও শুনতে ইচ্ছুক!

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ, 'বাসবদত্তার স্বজন আমারও স্বজন!' এখানে বস তুমি! একি, বসছ না কেন?

পদ্মাবতী—আমার সংগে বসেই কি আপনি এঁদের সংগে সাক্ষাৎ করবেন?

রাজা—কেন, তাতে দোষ কি?

পদ্মাবতী—আপনি আবার বিবাহ করেছেন, তাতে উদাসীনতা প্রকাশ পাবে না কি?

রাজা—যারা স্ত্রী-দর্শন করবার যোগ্য তাদের তা থেকে বঞ্চিত রাখলে অনেক দোষের কথা হবে। তুমি বস।

পদ্মাবতী—আপনার যেমন আদেশ। (আসনে উপবেশন করলেন)
আর্যপুত্র, পিতামাতা কি বলবেন তা ভেবেই আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

রাজা—সে কথা সত্য পদ্মাবতী! ওঁরা কি বলবেন তা ভেবে আমিও শঙ্কিত; আমি তাদের কন্যাকে অপহরণ করে এনেছিলাম, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারি নি। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমি গুরুজনের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছি। আমি পিতার নিকট অপরাধী পুত্রের মতোই শঙ্কিত।

পদ্মাবতী—সময় এলে কিছুই রক্ষা করা যায় না।

প্রতিহারী—কঞ্চুকী আর ধাত্রী দ্বারদেশে অপেক্ষা কবছেন।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

রাজা—যাও, প্রবেশ করতে বল।

প্রতিহারী—প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

(কঞ্চুকী, ধাত্রী বসুন্ধরা ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—কুটুম্বের রাজ্যে এসে আনন্দ হচ্ছে আবার রাজকন্যার মৃত্যুর কথা ভেবে বিষাদে মন আচ্ছন্ন হচ্ছে। হায়, দেবী যদি বেঁচে থাকতেন, না হয় বৎসরাজের রাজ্য শত্রুর অধিকারেই থাকত।

প্রতিহারী—এই আমাদের প্রভু। আর্য! আপনি এগিয়ে আসুন।

কঞ্চুকী—(এগিয়ে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক্।

ধাত্রী—প্রভুর জয় হোক্।

রাজা—(সসম্মানে) পৃথিবীর রাজগণের উত্থান ও পতনের যিনি প্রভু, আমার আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয়, সেই রাজাব কুশল তো?

কঞ্চুকী—হ্যাঁ, মহাসেনের কুশল। তিনিও এখানকার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্ন করেছেন।

রাজা—(আসন থেকে উঠে) মহাসেনের কি আদেশ?

কাঞ্চুকী—বৈদেহী পুত্রের যোগ্য আচরণই বটে। তবে আপনাকে আসনে বসেই মহাসেনের কথা শুনতে হবে।

রাজা—মহাসেনের যেমন আদেশ। (আসনে বসলেন)

কঞ্চুকী—খুবই ভাগ্যের কথা, শত্রু যে রাজ্য জয় করেছিল আপনি আবার তা অধিকার করেছেন। কারণ যারা অবসন্ন বা শক্তিহীন তাদের কখন উৎসাহ থাকে না। যারা উৎসাহী তারাই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করে থাকেন।

রাজা—আর্য! সবই মহাসেনের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে! আগে শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে আমি তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সমভাবে লালিত হয়েছি। তাঁর কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করেছি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নি। কন্যার নিধন সংবাদ শুনেও তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল। আমি যে রাজ্য ফিরে পেয়েছি তার কারণও তিনিই।

কঞ্চুকী—মহাসেনের সংবাদ বলেছি। মহিষীর সংবাদ ইনি বলবেন।

রাজা—হায় মাতঃ যিনি ষোড়শ পত্নীগণের[২২] মধ্যে জ্যেষ্ঠা, পবিত্রা ও নগরদেবতা স্বরূপিণী, আমার প্রবাসদুঃখে কাতর সেই মাতৃদেবীর কুশল তো?

ধাত্রী—মহিষী কুশলেই আছেন, তিনি আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

রাজা—সর্বাঙ্গীন কুশল? হায় মাতঃ, এই তো কুশলের নমুনা!

ধাত্রী—প্রভু, আপনি অধিক সন্তপ্ত হবেন না।

কঞ্চুকী—আর্যপুত্র, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার এত অনুকম্পা। মনে হয়, মহাসেনের কন্যা মরেও মরেন নি। কিন্তু মৃত্যুকালে কে কাকে রক্ষা করতে পারে? রজ্জু ছিন্ন হলে কে আর ঘট ধরে রাখতে পারে! সংসার ও বন—এই দুইয়ের এই তো সমান ধর্ম, যে কালে তাদের ছেদনও চলতে থাকে, আবার উদ্ভবও হতে থাকে।

রাজা—আর্য! ও কথা বলবেন না! মহাসেনের কন্যা আমার শিষ্যা, আমার প্রিয়তমা মহিষী—জন্মান্তরেও কি আমি তাকে ভুলে থাকতে পারব?

ধাত্রী—মহিষী বলেছেন, বাসবদত্তা আর নেই। আমার বা মহাসেনের কাছে যেমন গোপালক ও পালক[১] তুমিও তেমনি প্রথম থেকেই আমাদের অভিপ্রেত জামাতা! তাই তোমাকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এসেছিলাম এবং অগ্নিসাক্ষী না করেই বীণাশিক্ষার ছলে বাসবদত্তাকে দিয়েছিলাম—নিজের চঞ্চলতাহেতু বিবাহমঙ্গল শেষ না করেই তুমি এসেছিলে। আমরা কিন্তু চিত্রফলকে তোমার ও বাসবদত্তার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে বিবাহকর্ম সম্পন্ন করেছিলাম। সেই চিত্রফলক তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, তা দেখে শান্ত হতে চেষ্টা কোরো।

রাজা—এসব কথা অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ, মহিষীরই যোগ্য কথা! শত রাজ্যলাভের চেয়ে এই কথা আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেন-না, আমি অপরাধী হলেও তিনি তাঁর স্নেহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি।

পদ্মাবতী—আর্য! চিত্রাঙ্কিত গুরুজনকে অভিবাদন জানাব!

ধাত্রী—এই যে দেখুন।

(ফলকের আবরণ খুলে দিলেন)

পদ্মাবতী—(দেখে স্বগত) একি! এ-চিত্র যে আর্যা আবন্তিকার মতোই! (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র এই চিত্র কি আবন্তিকার বলে মনে হয়—?

রাজা—এত সাদৃশ্য যে মনে হয় তিনিই। হায় কি কষ্ট। এই স্নিগ্ধ বর্ণের এই দারুণ বিপর্যয় কেমন করে ঘটল, অগ্নিদেব কেমন করে এই রূপমাধুরী কলঙ্কিত করলেন।

পদ্মাবতী—আর্যপুত্রের প্রতিকৃতি দেখলে সব বুঝতে পারব।

ধাত্রী—এই দেখুন।

পদ্মাবতী—(দেখে) হ্যাঁ, আর্যপুত্রের চিত্র সন্দেহ নেই, আর এটিই আবন্তিকার তুল্য!

রাজা—দেবি। চিত্রদর্শনের পর থেকেই তোমাকে উৎফুল্ল এবং উৎকণ্ঠিত দেখছি। ব্যাপার কি?

পদ্মাবতী—এই প্রতিকৃতির আদর্শ এইখানেই আছেন।

রাজা—কি? বাসবদত্তার?

পদ্মাবতী—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে তাকে নিয়ে এস।

পদ্মাবতী—আর্যপুত্র, আমি যখন কুমারী ছিলাম, তখন এক ব্রাহ্মণ এঁকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আমার ভগিনী'। এঁর স্বামী প্রবাসে আছেন, ইনি পরপুরুষ দর্শন করেন না। তাই, আমার সঙ্গে এলেই বুঝে

নেবেন তাকেই নিয়ে এসেছি।—তিনি যদি ব্রাহ্মণের ভগিনী হন, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবেন। সংসারে রূপের সাদৃশ্য তো আছেই।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—প্রভুর জয় হোক। উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ এসে বলছেন—'আমি মহিষীর হস্তে আমার ভগিনীকে গচ্ছিত রেখেছি। তিনি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

রাজা—পদ্মাবতী, ইনিই কি সেই ব্রাহ্মণ ?

পদ্মাবতী—হয়তো তাই।

রাজা—অন্তঃপুরের শিষ্টাচারের সংগে সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এস।

প্রতিহারী—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রাজা—পদ্মাবতী! তুমি যাও, তাকে নিয়ে এস।

পদ্মাবতী—আর্যপুত্রের আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব। (প্রস্থান)

(যৌগন্ধরায়ণ ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

যৌগন্ধরায়ণ—(স্বগত) রাজার কল্যাণের জন্য রাজমহিষীকে লুকিয়ে রেখে হিতকর জেনেই আমি সব কাজ করেছি। এখন আমার কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু রাজা কি বলবেন তাই ভেবে আমার মন শঙ্কিত হয়ে উঠছে।

প্রতিহারী—এই যে প্রভু! এগিয়ে চলুন।

(যৌগন্ধরায়ণ এগিয়ে এলেন)

যৌগন্ধরায়ণ—আপনার জয় হোক।

রাজা—(স্বগত) এ-স্বর যে আগে কোথায় শুনেছি বলে মনে হচ্ছে! (প্রকাশ্যে) ব্রাহ্মণ! আপনি কি আপনার ভগিনীকে পদ্মাবতীর হস্তে গচ্ছিত রেখেছিলেন ?

যৌগন্ধরায়ণ—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে অবিলম্বে এঁর ভগিনীকে নিয়ে এস।

প্রতিহারী—প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

(পদ্মাবতী, আবন্তিকা, ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী—আসুন আর্যে, একটি প্রিয় সংবাদ আপনাকে দিচ্ছি।

আবন্তিকা—কি ?

পদ্মাবতী—আপনার ভ্রাতা এসেছেন।

আবন্তিকা—এখনও মনে রেখেছেন, আমার সৌভাগ্য!

পদ্মাবতী—(এগিয়ে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক! এই সেই গচ্ছিতা!

রাজা—পদ্মাবতী! গচ্ছিত বস্তু ফিরিয়ে দাও, হ্যাঁ, সাক্ষী রেখেই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ-বিষয়ে আর্য রৈভ্য এবং মাননীয়া বসুন্ধরা রইলেন, বিচারালয়ের কাজ ওদের দিয়েই চলবে।

পদ্মাবতী—আর্য, একে গ্রহণ করুন!

(ধাত্রী আবন্তিকাকে লক্ষ্য করলেন—তারপর বলে উঠলেন)

ধাত্রী—একি! এ যে প্রভুপত্নী বাসবদত্তা!

রাজা—কি! মহাসেনের পুত্রী ? দেবি, পদ্মাবতীর সংগে অন্তঃপুরে যাও!

যৌগন্ধরায়ণ—না, না, অন্তঃপুরে প্রবেশ করা চলবে না। ইনি যে আমার ভগিনী।

রাজা—আপনি কি বলছেন ? ইনি যে মহাসেনের কন্যা !

যৌগন্ধরায়ণ—রাজন্, আপনি ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন! আপনি বিনীত জ্ঞানবান্, শুচি ও রাজধর্মের গুরু! বলপূর্বক হরণ আপনার অনুচিত।

রাজা—বেশ, আমি রূপের সাদৃশ্য পরীক্ষা করে দেখব! মুখের আবরণ খুলে দাও।

(আবরণ উন্মোচিত হলো)

যৌগন্ধরায়ণ—প্রভুর জয় হোক্!

বাসবদত্তা—আর্যপুত্রের জয় হোক!

রাজা—কি আশ্চর্য! এ যে যৌগন্ধরায়ণ—আর ইনি মহাসেনপুত্রী! একি সত্য না স্বপ্ন? আবার তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি! সেই স্বপ্নকালে একে দেখেও আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম।

যৌগন্ধরায়ণ—প্রভু, দেবীকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, আপনার কাছে আমি অপরাধী। আমাকে ক্ষমা করুন। (চরণে প্রণত হলেন : রাজা তাকে উঠিয়ে বললেন)

রাজা—মিথ্যা উন্মাদের অভিনয়ে, যুদ্ধ বলে, শাস্ত্রীয় মন্ত্রণা কৌশলে তুমি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছ, বিপদসাগরে মজ্জমান হয়ে আমরা তার ফলেই তো বেঁচে গিয়েছি!

যৌগন্ধরায়ণ—আমরা স্বামিভাগ্যের অনুগামী মাত্র।

পদ্মাবতী—ইনি কি তবে আর্যা! সখীজনের মতো ব্যবহার করে আচার অতিক্রম করেছি। তাই নতমস্তকে প্রসন্ন করছি। (চরণে প্রণত হলেন)

বাসবদত্তা—(পদ্মাবতীকে উঠিয়ে) ওঠো, অবিধবে ওঠো। আমি তোমার কাছে যৌগন্ধরায়ণের ভগিনীরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিলাম, এই দেহটাই অপরাধী।[১০]

পদ্মাবতী—আমি অনুগৃহীতা।

রাজা—বয়স্য যৌগন্ধরায়ণ! কোন্ বুদ্ধিতে দেবীকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলে?

যৌগন্ধরায়ণ—উদ্দেশ্য—কৌশাম্বী রাজ্যের রক্ষা।

রাজা—আর পদ্মাবতীর হস্তে তাকে গচ্ছিত রাখার কারণ?

যৌগন্ধরায়ণ—পুষ্পকভদ্র প্রভৃতি দৈবজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী[১১] করেছিলেন। ইনি মহারাজের মহিষী হবেন।

রাজা—রুমণ্বান্ এসব কথা জানত?

যৌগন্ধরায়ণ—সবাই একথা জানত।

রাজা—ওঃ! রুমণ্বান্ কি শঠ!

যৌগন্ধরায়ণ—মহাসেনপুত্রীর কুশল সংবাদ জানাবার জন্য আর্য রৈভ্য এবং বসুন্ধরা আজই ফিরে যান।

রাজা—না, না—আমরা সবাই পদ্মাবতীকে নিয়ে সেখানে যাব।

যৌগন্ধরায়ণ—আপনার যেমন ইচ্ছে।

(ভরত[১২] বাক্য)

আমাদের রাজসিংহ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃতা হিমালয়-বিন্ধ্যাকুণ্ডলা একচ্ছত্রা এই মহী শাসন করিতে থাকুন।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

'স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটক সমাপ্ত'

কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

সূত্রধার—নাট্যপরিচালক
রাজা—বৎসরাজ্যের অধিপতি উদয়ন
যৌগন্ধরায়ণ—উদয়নের মন্ত্রী
বিদূষক—(বসন্তক) রাজা উদয়নের বন্ধু
ব্রহ্মচারী—লাবাণকের অধিবাসী জনৈক ছাত্র
কঞ্চুকী—অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
সম্ভাষক }
ভট } পদ্মাবতীর ভৃত্যদ্বয়

স্ত্রী চরিত্র

বাসবদত্তা—উদয়নের প্রথমা স্ত্রী (আবন্তিকাবেষধারিণী)
পদ্মাবতী—মগধরাজ দর্শকের ভগিনী উদয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী
তাপসী—
চেটী—পরিচারিকা
মধুকরিকা }
পদ্মিনিকা } পদ্মাবতীর দুই সহচরী
ধাত্রী—পদ্মাবতীর প্রতিপালিকা
বিজয়া—রাজপ্রাসাদের দ্বারপালিকা
ধাত্রী—বাসবদত্তার প্রতিপালিকা

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অঙ্ক

ভাসের স্বপ্ন নাটক ছয়টি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রেক্ষাগারে দর্শকের আসনে বসে দর্শকের দৃষ্টি দিয়েই নাটকের কাহিনী উপভোগ করা ভাল। নাট্যকার সব কথা আগেই বলেন না, নাটকীয় উৎকণ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখে ধীরে-ধীরে কাহিনীর গ্রন্থি মোচন করতে থাকেন। সুতরাং অধীর হয়ে লাভ নেই। ভাস যে কত বড় নাট্যকার ছিলেন তা নাটকের কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম অঙ্কের দৃশ্য—রাজগৃহের সমীপবর্তী একটি আশ্রম পথ। পথে কোলাহল, প্রহরীরা লোকজন সরিয়ে দিচ্ছে। মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী এসেছেন আশ্রমবাসিনী তাঁর মাকে দেখতে। এক পরিব্রাজকও এসেছেন আশ্রমে। তাঁর সঙ্গে আছেন এক রমণী।

পদ্মাবতী আশ্রমবাসীদের বিভিন্ন দ্রব্য দান করবেন, কার কি প্রার্থনা তা তিনি জানতে চাইলেন। পরিব্রাজক এগিয়ে এলেন সঙ্গিনী রমণীকে নিয়ে বললেন, তিনিও প্রার্থী। তাঁর প্রার্থনা—তাঁর ভগিনীকে পদ্মাবতীর আশ্রয়ে কিছুকাল রাখতে হবে, কেননা ওর স্বামী এখন প্রবাসে আছেন। পদ্মাবতী সম্মত হলেন। এমন সময় এলেন এক ব্রহ্মচারী, তাঁর মুখে শোনা গেল, লাবাণক থেকে তিনি আসছেন। লাবাণক বৎসরাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বৎসরাজ উদয়নের স্ত্রী বাসবদত্তাকে নিয়ে লাবাণকে বাস করছিলেন। উদয়ন মৃগয়া উপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন। সেই সময়ে এক অগ্নি-কাণ্ডে বাসবদত্তার মৃত্যু ঘটেছে, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। উদয়ন পত্নীশোকে উন্মাদ।

পরিব্রাজকদের সঙ্গিনীই যে বাসবদত্তা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না, কারণ বাসবদত্তার 'স্বগতোক্তি'গুলি অন্ততঃ দর্শকদের শ্রুতিগোচর হবার কথা। পরিব্রাজক যে উদয়নের মন্ত্রীই যৌগন্ধরায়ণ সে কথাও না হয় বুঝে নেওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ব্যাপার কি? উৎকণ্ঠা জাগে—ততঃ কিম্? প্রথম অঙ্কের এই দৃশ্যে পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে রেখে যৌগন্ধরায়ণ চলে গেলেন।

১. নান্দী

সংস্কৃত নাটকের প্রযোজনায় 'নান্দী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নাটকে লেখা থাকে—'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ'। নান্দীর পরে (নান্দ্যন্তে) মঞ্চে প্রবেশ করলেন সূত্রধার। সূত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে যে স্তুতিশ্লোক উচ্চারণ করবেন (দেবদ্বিজনৃপাদীনাং স্তুতিঃ) তারও নাম নান্দী; তবে সেই নান্দী অবশ্যকর্তব্য—উদ্দেশ্য নাট্যাভিনয়ে সকল প্রকার বিঘ্নের অবসান। বিঘ্নোপশমের জন্য অনুষ্ঠান বিচিত্র। প্রথমে পূর্বরঙ্গ, তারপর সভাপূজা, তারপর দেবতা ব্রাহ্মণ বা নৃপতির স্তুতিমূলক শ্লোকপাঠ। এইসব অনুষ্ঠান মঞ্চের নেপথ্যেই হয়ে থাকে, কারণ নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ। অনুষ্ঠানগুলির মিলিত নাম 'নান্দী'। এদের মধ্যে দেবতাদির

স্তুতিমূলক যে-শ্লোকপাঠ তা অবশ্যই করতে হবে। অন্য অনুষ্ঠান (সভাপূজা, পূর্বরঙ্গ) বাদ দিলেও ক্ষতি নেই।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের বিখ্যাত ভাষ্যকার রাঘব ভট্ট অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে নান্দীর যে-সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন তা হলো—'আশীর্নমস্ক্রিয়ারূপঃ শ্লোকঃ কাব্যার্থসূচকঃ'। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আলোচ্য নাটকে নান্দীর অন্তে সূত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে যে-শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন (উদয়নবেন্দুসবর্ণা ইত্যাদি) তাকে নান্দী বলতে হয়। আশীর্নমস্ক্রিয়া ছাড়া কাব্যার্থের সূচনাও এতে আছে। প্রধান চারটি চরিত্রের উল্লেখ এখানে শ্লেষের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে—উদয়ন, বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও বসন্তক।

তবু মঞ্চ নির্দেশ যখন দেওয়া আছে 'নান্দ্যন্তে (অর্থাৎ নান্দীর অন্তে) ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ,' তখন এখানে সূত্রধার মঞ্চে এসে যে-শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন তাকে সূক্ষ্মবিচারে 'নান্দী' না বলাই ভাল। নান্দী নাটকের নেপথ্যে আগেই হয়ে গেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী একে বলা যেতে পারে 'রঙ্গদ্বার'।

২. স্থাপনা

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের এক প্রধান অংশ এই 'স্থাপনা'। নান্দীপাঠের পর স্থাপনা অংশটি অভিনীত হবে। অলঙ্কার শাস্ত্রে এর আরও দুটি নাম আছে—'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা' ('আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা')। এই অংশে সূত্রধার অন্য কোন নটের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের নাম ও অভিনেয় নাটকের উল্লেখ করেন, কেবল নামোল্লেখ নয়, অভিনেতব্য নাটকের বিষয়বস্তুরও একটু আভাস দেওয়াও এই প্রস্তাবনা বা স্থাপনার লক্ষ্য।

এইসব নিয়ম হয়তো তখন অবশ্য পালনীয় ছিল না, কেননা ভাস-রচিত কোন নাটকের স্থাপনা অংশে নাট্যকারের নাম নেই।

৩. পরিব্রাজকবেষঃ

'বেষ' শব্দটির অর্থ অঙ্গব্যাপক অর্থাৎ পরিচ্ছদ। পরিব্রাজকের তুল্য বেষ যাহার। সমার্থবাচক শব্দ 'বেশ' (সাজ)। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীর বেশে মঞ্চে আবির্ভূত।

৪. কাঞ্চুকীয়

কঞ্চুকী আর কাঞ্চুকীয় দুটি শব্দই সংস্কৃত নাটকে প্রয়োগ করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের একটি চরিত্রের নাম কঞ্চুকী। রাজান্তঃপুরে এর অবাধ গতি, ইনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্বগুণের আধার এবং সকল কার্যে কুশল। নাট্যশাস্ত্রে এঁর পরিচয়—'অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধঃ বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ। সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।' মঞ্চে প্রথম এসেই ইনি সাধারণত বার্ধক্যের অক্ষমতাহেতু নৈরাশ্যসূচক কথা বলে থাকেন।

৫. দর্শকস্য

অজাতশত্রুর পুত্র দর্শক মগধের রাজা, বৎসরাজ উদয়নের সমসাময়িক। ইনি ছিলেন উদয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী পদ্মাবতীর ভ্রাতা।

৬. **চেটী**

অর্থ দাসী। বাংলায় 'চেড়ী'।

৭. **প্রবিশতি উপবিষ্টা তাপসী**

এখানকার মঞ্চনির্দেশ একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। উপবিষ্ট অবস্থায় যদি তাপসীর প্রবেশ কল্পনা করতে হয় তাহলে এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য হয়ে ওঠে যে সে-যুগের নাট্যপ্রয়োজনায় হয়তো Revolving stage বা ঘূর্ণায়মান রংগমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'উপবিষ্টা তাপসী প্রবিশতি' কথাটির অর্থ 'উপবিষ্টা তাপসী দর্শকানাং গতিপথং প্রবিশতি' যবনিকার (curtain) ব্যবহার পূর্বে ছিল। যবনিকা তুললেই দর্শকেরা দেখবেন—তাপসী আসনে উপবিষ্ট আছেন।

৮. **আত্মীয়া ইদানীং সংবৃত্তা** (অত্তণীআ দাণিং সংবুত্তা)

রাজা প্রদ্যোত তাঁর পুত্রের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ প্রস্তাব এনেছেন এই সংবাদে বাসবদত্তা খুশী হয়ে উঠেছেন; কেন-না, সেই ক্ষেত্রে বাসবদত্তার সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ।

৯. **ব্যাপাশ্রয়না**

প্রার্থনা

১০. **বিশ্বাসস্থানম্**

পরিকল্পনা এইরকমই ছিল যে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে যখন উদয়নের নিকট ফিরিয়ে দেবেন, তখন পদ্মাবতী নিজেই তার চরিত্র বিষয়ে সাক্ষী থাকবেন।

১১. **ব্রহ্মচারী**

এই চরিত্রটির নাটকীয় গুরুত্ব রয়েছে। এর মুখে লাবাণকের গৃহ-কাহিনী শোনা গেল তাতে বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের গভীর প্রেম ব্যক্ত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার পরবর্তী মিলনের জন্য এটি প্রয়োজন।

১২. **লাবাণক**

নাটকে আছে—'বৎসভূমৌ লাবাণকং নাম গ্রামঃ'। লাবাণক বৎসরাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম। এখানে উদয়ন বাসবদত্তার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

১৩. **প্রিয়শিষ্যে**

রাজা প্রদ্যোত বা মহাসেন-কন্যা বাসবদত্তার সংগীত-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন উদয়নকে। বাসবদত্তা উদয়নের প্রেমাসক্ত হন, তারপর দুজনেই গোপনে রাজ্য ত্যাগ করে চলে আসেন।

১৪. **রুমণ্বান্**

রুমণ্বান্ উদয়নের অমাত্য, যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রী; অমাত্যও একশ্রেণীর মন্ত্রী—তবে মন্ত্রীর চেয়ে পদমর্যাদায় ছোট। পদগৌরবে প্রথম সচিব, তারপরে মন্ত্রী, সবশেষে অমাত্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—রাজগৃহে রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত উদ্যান। একমাস পরবর্তী ঘটনা। পদ্মাবতীর আশ্রিতা বাসবদত্তা রাজগৃহের প্রাসাদে দিন কাটাচ্ছেন।

বাসবদত্তার জীবনে দ্রুত কতকগুলো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই দৃশ্যে বাসবদত্তা চেটীর মুখে জানতে পারলেন পদ্মাবতী উদয়নের গুণমুগ্ধা। এই দৃশ্যেই ধাত্রীর মুখে শুনলেন পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের 'বিবাহ সম্পর্ক' স্থির হয়ে গেছে। এমনকি অন্য এক দাসী এসে জানিয়ে গেল সেইদিনই শুভদিন। (অজ্জা এব্ব কিল সোভণং ণক্খত্তং—আজই শুভ নক্ষত্র)—

পদ্মাবতীর বিয়ে হতে চলেছে তাঁরই স্বামীর সঙ্গে। বাসবদত্তার ব্যাকুলতা দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। দৃশ্যের শেষে তাঁর আর্তনাদ একটি মাত্র কথায় ফুটে উঠেছে—'অন্ধীকরেদি মে হিঅঅং'। (অন্ধীকরোতি মে হৃদয়ম্)।

প্রশ্ন জাগে এই সময়ে যৌগন্ধরায়ণ কোথায়? কি তার পরিকল্পনা?

দর্শকের ভাববার সময় নেই, কেননা নাটকের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে!

১৫. প্রবেশক

রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় বিষয়বস্তুর আনুপূর্বিক বিন্যাস সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে অংশ দীর্ঘ বা নিষ্প্রয়োজন, শিল্পী সেইসব অংশ মঞ্চে উপস্থিত করেন না, না করলেও সেইসব অংশের আভাস তাঁকে দিয়ে যেতে হয়। সংস্কৃত নাটকে যে-পাঁচটি পদ্ধতির সাহায্যে এই আভাস সৃষ্টি করতে হয় তাদের বলা হয়েছে 'অর্থোপক্ষেপক', 'প্রবেশক' এই পাঁচটির অন্যতম। প্রবেশক রচনায় কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে—

ক) 'প্রবেশক' থাকবে দুটি অঙ্কের মধ্যে। দুটি অঙ্কের মধ্যে এর অবস্থান। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রথম অঙ্কে 'প্রবেশক' রচনা নিষিদ্ধ।

খ) 'প্রবেশক' এ-সমাজের নিম্নস্তরের পাত্র-পাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। সংলাপের ভাষা হবে প্রাকৃত। আলোচ্য প্রবেশকের চরিত্র—চেটী, বলাবাহুল্য-নিম্নস্তরের।

১৬. কন্দুকেন ক্রীড়ন্তি

এক ধরনের বলখেলা প্রাচীন ভারতে মেয়েদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। বল আকারে ছোট আর খুব হাল্কা, এই বল উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার তা ধরতে চেষ্টা করা বা অন্যের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া, এইরকমই বোধহয় খেলার ধরন ছিল। 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে কালিদাস পার্বতীর 'কন্দুকক্রীড়ার' বর্ণনা দিয়েছেন; 'রঘুবংশে'র ষোড়শ সর্গেও এই ক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়। দণ্ডী-রচিত 'দশকুমারচরিতে'ও 'কন্দুকবতীর' আখ্যান রয়েছে।

১৭. ভবিষ্যন্মহাসেনবধূ

উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী ছিলেন বলে 'মহাসেন' নামেও পরিচিত ছিলেন। বাসবদত্তা ইচ্ছে করেই পদ্মাবতীকে 'মহাসেনবধূ' বলে সম্বোধন করেছেন, উদ্দেশ্য উদয়ন সম্পর্কে পদ্মাবতীর মনোভাব জেনে নেওয়া। প্রদ্যোত নিজের পুত্রের সঙ্গে পদ্মাবতীর সম্বন্ধ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু পদ্মাবতীর তাতে সম্মতি ছিল না।

১৮. আগমপ্রধানানি

আগম অর্থ শাস্ত্র। শাস্ত্র যাহাদের নিকটে প্রধান অর্থাৎ যারা সাংসারিক জীবনে শাস্ত্রের উপরে অধিক মূল্য দিয়ে থাকেন।

১৯. কৌতুকমঙ্গল

কৌতুক অর্থ বিবাহসূত্র—বিবাহের পূর্বে বিবাহসূত্র হাতে বেঁধে নেওয়া নিয়ম ; এই উপলক্ষে যে-অনুষ্ঠান হয় তার নাম 'কৌতুকমঙ্গল'।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য সেই দ্বিতীয় অঙ্কের মতোই—প্রাসাদের অন্তর্গত উদ্যানে।

আজ বাসবদত্তার বড় দুঃখের দিন। পদ্মাবতী ও উদয়নের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। উদ্যানের নির্জনতায় বসে বাসবদত্তা নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিলেন। এমন সময়ে দাসী এল—নববিবাহিত দম্পতির জন্য মিলন-মালা গেঁথে দিতে হবে বাসবদত্তাকেই। বাসবদত্তা হাসিমুখে গেঁথে দিলেন সেই মালা।

২০. প্রিয়ঙ্গুশিলাপট্টকে

প্রিয়ঙ্গুলতার নিচে একটি শিলাসনে বাসবদত্তা উপবিষ্ট ছিলেন। কবিরা বলেন —নারীর পাদস্পর্শে প্রিয়ঙ্গুলতার কুসুমবিকাশ ঘটে !

২১. কঃ কালঃ !

অর্থটা এই, কতক্ষণ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ! এই জাতীয় বাগ্‌বিন্যাস ভাসের অত্যন্ত প্রিয়।

২২. কৌতুকমালিকাম্

বিবাহের মালা ঃ 'কথাসরিৎসাগরে' বর্ণিত ঘটনা অন্যরূপ। সেখানে বাসবদত্তার গাঁথা মালা 'অমলিন' দেখে পরে কাহিনীর শেষে উদয়নের মনে সন্দেহ জাগবে তিনি পদ্মাবতীকে প্রশ্ন করবেন, এ-মালা কে গেঁথেছে ? নিশ্চয়ই এ-মালা বাসবদত্তার গাঁথা। কৌতুকমালা বিয়ের কন্যাকেই গাঁথতে হয়। নাটকে বাসবদত্তাকে গাঁথতে হয়েছে। তিনি স্বেচ্ছায় গাঁথেন নি নাটকে তাঁর উক্তি—'ইদমপি ময়া কর্তব্যমাসীৎ—অহো অকরুণা ঃ খলু ঈশ্বরাঃ'—'এও করতে হলো, বিধাতা কি নিষ্ঠুর।'

২৩. মণিভূম্যাম্

মণিময় ভূমিবিশিষ্ট চতুষ্কোণ শৌচাগার। চার কোণে চারটি স্তম্ভ থাকবে সর্বত্র মণিখচিত।

২৪. গতা এষা

দাসী মালা নিয়ে চলে গেছে। অথবা এই অর্থও হতে পারে—আমার গাঁথা মালা এখন গেছে পদ্মাবতীর হাতে।

২৫. অবিদা

দুঃখসূচক অব্যয়।

স্বপ্ন নাটকের তৃতীয় অংক বিষাদাচ্ছন্ন—দ্বিতীয় অংকে যে দুঃখের সূচনা হয়েছিল তৃতীয় অংকে তারই অত্যন্ত গভীরতর অভিব্যক্তি। এখানে বাসবদত্তার শুধু দুঃখের গভীরতাই নয়, তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটিও সুন্দর ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—প্রাসাদের একটি অংশ এবং প্রমোদ উদ্যান। এই দৃশ্যেই বিদূষকের মঞ্চে প্রথম আবির্ভাব।

সংস্কৃত-নাটকের সাধারণ প্রথা এই যে কোন ফুল বা ঋতুর নামে বিদূষকের নাম রাখতে হয়। স্বপ্ন নাটকের বিদূষকের নাম 'বসন্তক', অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদূষক 'মাধব্য' (মধু—Spring) শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতেও বিদূষকের নাম 'বসন্তক'। স্বপ্ন নাটকে বিদূষক চরিত্র ঠিক প্রধানুগত নয়, তুলনায় অনেক সজীব। পদ্মাবতী ও উদয়নের বিবাহোৎসবে একটু অধিক ভোজনের ফলে তার পরিপাকশক্তি বিঘ্নিত।

দৃশ্যটি এই—পদ্মাবতী বাসবদত্তার সংগে এলেন উদ্যানে, ওঁরা উদয়নের কথাই বলছিলেন এমন সময়ে বিদূষকের সংগে সেখানে এলেন উদয়ন। উদয়নকে দেখে ওঁরা একটা মাধবীকুঞ্জে আত্মগোপন করলেন ওখান থেকে ওঁরা উদয়ন ও বিদূষকের কথা শুনতে লাগলেন।

অনেক কথাই ওঁরা শুনলেন। বাসবদত্তা শুনলেন—পদ্মাবতীর অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও বাসবদত্তার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। বলতে-বলতে উদয়নের চোখে এল জল, বসন্তক গেল জল আনতে। এদিকে পদ্মাবতী গেলেন উদয়নের কাছে, বাসবদত্তা চলে গেলেন স্বস্থানে।

ওদিকে জল নিয়ে এল বসন্তক। পদ্মাবতীকে রাজার কাছে দেখে ওঁর এক বিহ্বল অবস্থা। সেই অবস্থায় রাজার চোখের জলের ইতিহাস সে যা বলল তা উপভোগ্য।

উদয়ন এখনও জানেন না, যাকে মৃত ভেবে তিনি শোকাকুল, তিনি তাঁর কাছে-কাছেই আছেন। খুব সম্ভব দর্শকগণ উভয়ের মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত—কিন্তু সে-মিলন হবে কোন্ পথে ?

২৬. অনঙ্গর সংবাসঃ উত্তরকুরুবাসঃ

উত্তরকুরুর ভৌগোলিক অবস্থান হিমালয়ের ওপারে যেখানেই হোক, এই স্থান সুখ ও শান্তিময়। রামায়ণে এই দেশ দেবতাদের ভূমি এবং অনন্তশান্তিধাম বলে বর্ণিত হয়েছে। বিদূষকের বক্তব্য এই—যথারীতি স্নান ও ভোজন করে এমন সুখে তার দিন কাটছে, মনে হচ্ছে সে যেন উত্তরকুরুর অধিবাসী, কেবলমাত্র অপ্সরার অভাব। এইটুকু যা পার্থক্য।

২৭. পরিণমতি

পরি+নম্, হজম হওয়া অর্থে প্রযুক্ত। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কিত অভিযোগ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর মাধব্যও বহুবার করেছে।

২৮. **অকল্যবর্তম্**

'কল্যবর্তম্—প্রাতভোজনম্ ; ন কল্যবর্তঃ—তদ্‌রহিতঃ অর্থাৎ বদ্‌হজমের ভয়ে সামান্য প্রাতভোজনও নিষিদ্ধ। আহারপরিণামভয়গ্রস্তম্—বিদূষকের বক্তব্য—রোগে অভিভূত এবং প্রাতভোজনবর্জিত হওয়াটা মোটেই সুখের নয়।

২৯. **বর্জয়িত্বা ভোজনম্**

ঔদরিক বসন্তকের ভোজন সম্পর্কে এই বৈরাগ্য খুবই সাময়িক বলা বাহুল্য। বৈরাগ্যের কারণ উদরের শোচনীয় অবস্থা!

৩০. **অক্ষিপরিবর্তঃ**

চেটীর প্রশ্ন ছিল—আপনি ভোজন বারণ করলেন কেন?

বসন্তক একটি উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে—কোকিলের চোখ যেমন ঘনঘন পরিবর্তিত হয়, তেমনি পরিবর্তন চলেছে তার উদরের মধ্যে। অর্থাৎ সেখানে ভয়ানক গোলযোগের ব্যাপার!

বিদূষক এখানে 'কাক' বলতে 'কোকিল' বলে ফেলেছে। কাকেরই দুটি চোখের জন্য একটি তারা, তাই ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হয়। অবশ্য, এ-জাতীয় ভাষা বিপর্যয় বিদূষকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং উপভোগ্য। উদরের গোলমালে ভাষার গোলমাল!

৩১. **প্রবেশক**

সংস্কৃত নাটকে দুটি অঙ্কের মধ্যে প্রবেশক রচনার বিধি আছে। আলোচ্য 'প্রবেশকে'র উদ্দেশ্য শুধু হাস্যরস সৃষ্টি নয়, দর্শকদেরও কয়েকটি সংবাদ দেওয়া। প্রথম সংবাদ—উদয়ন ও পদ্মাবতীর বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে; দ্বিতীয় সংবাদ—উদয়ন ভালোই আছেন। আলোচ্য প্রবেশকের আর একটি উদ্দেশ্য, দর্শকবৃন্দকে উদয়নের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত রাখা।

৩২. **আর্যপুত্রেণ বিরহিতা উৎকণ্ঠিতা**

উদয়নের জন্য পদ্মাবতীর প্রেম এখানে অত্যন্ত গভীরভাবে এই সামান্য কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। পদ্মাবতীর উক্তি—কত গভীর সে-ভালোবাসা বোঝাবার উপায় নেই, শুধু এইটুকুই বলতে পারি—'তাঁকে না দেখলে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি।'

৩৩. **আর্যপুত্রপক্ষপাতেন অতিক্রান্তঃ সমুদাচারঃ**

স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমবশত বাসবদত্তা একটু সীমা লঙ্ঘন করে গেছেন। তিনি ভুলে গেছেন তাঁর এখনও অজ্ঞাতবাস চলছে, তিনি এখনও ছদ্মবেশে আছেন। পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ—পদ্মাবতী উদয়নকে দেখেন নি। চেটী প্রশ্ন করেছে—যদি তিনি কুরূপ হন? বাসবদত্তা সঙ্গে-সঙ্গে বলে ফেলেছেন—না, না তিনি দেখতে খুবই সুন্দর। বলেই ভাবলেন, বলা ঠিক হয় নি। সঙ্গে-সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রশ্ন—আপনি কি করে জানলেন? বুদ্ধিমতী বাসবদত্তা ঘুরিয়ে বললেন—উজ্জয়িনীতে সবাই তো ঐরকম বলে থাকে।

৩৪. **পঞ্চেষবঃ**

প্রেমদেবতার পঞ্চশরের (মদন) পাঁচটি শর—

অরবিন্দ মশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।

উদয়নের বক্তব্য—আমি যখন অবন্তিরাজতনয়া বাসবদত্তার প্রেমে মত্ত তখনই তো কামদেব আমার প্রতি পঞ্চশর নিক্ষেপ করেছিলেন। আবার এখন পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পরে আমি শরে বিদ্ধ। এই ষষ্ঠ শর কোথা থেকে এল ? (তুলনীয়—'পথিক-যুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চ্যভ্যামধিকঃ শরো ভব'—শকুন্তলা, ষষ্ঠ অঙ্ক)

৩৫. **পাদন্যাসনিষণ্ণাঃ কান্তবিযুক্তাঃ**

দুইটি বিশেষণই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উদয়ন বিদূষককে অনুরোধ করছেন—ভ্রমরগণকে ত্রস্ত কোরো না। এরা এখন প্রিয়ার দ্বারা আলিঙ্গিত। পাদক্ষেপে পীড়িত হলে এরা আমার মতোই কান্তাবিযুক্ত হয়ে পড়বে। বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের গভীর প্রেম এখানে কারুণ্যের সুরে অভিব্যক্ত।

৩৬. **কাশকুসুমরেণুনা**

আড়াল থেকে বাসবদত্তা দেখেছেন উদয়নকে। চোখে জল আসা স্বাভাবিক। চেটী বলছে—আপনার চোখে জল ! বাসবদত্তা বললেন—না, না, ও কিছু নয়—কাশফুলের রেণু চোখে এসে লাগল, তাই।

৩৭. **অসন্নিহিতা**

বিদূষক উদয়নকে প্রশ্ন করেছে—কে আপনার প্রিয় ? তখনকার বাসবদত্তা না এখনকার পদ্মাবতী ? রাজা বলতে অনিচ্ছুক। বিদূষক বলছে—স্বচ্ছন্দে বলুন, একজন তো মরেই গেছেন, আর একজন কাছে নেই।

অদৃষ্টের পরিহাস ! দুজনেই তখন আড়ালে বসে সব কথা শুনছেন !

৩৮. **সত্ত্যেন শপামি (সচ্চেন সবামি)**

বিদূষকের শপথ বাক্য—সত্যের নামে শপথ করছি, কাউকে বলব না ! বিদূষক মুখর চরিত্র—রাজা জানতেন, আমরাও জানি এই শপথের কোন মূল্য নেই। তবু এই শপথ উপভোগ্য, একদিকে উদয়নের মতো গভীর অনুভূতিশীল ব্যক্তি—অন্যদিকে বিদূষকের মতো চপল চরিত্র, উভয়ের সংলাপ এই কারণেই আকর্ষণীয়।

৩৯. **অজ্ঞাতবাসোঽপি অত্র বহুগুণঃ**

বাসবদত্তার উক্তি। তিনি উদয়নের মুখে শুনেছেন—তাঁর প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও প্রেমের স্বীকারোক্তি। তাই তাঁর মনে হয়েছে—এই অজ্ঞাতবাসের দুঃখ ও ত্যাগের বিনিময়ে তিনি বহুগুণ পুরস্কার ফিরে পেয়েছেন।

৪০. **বৈধেয়**

শব্দটির অর্থ—অজ্ঞ, মূঢ় বা মূর্খ। যে 'বিধেয়' অনুসারে চলে ; বিধেয়ে অনভিজ্ঞ।

৪১. **মহাব্রাহ্মণ**

হীন ব্রাহ্মণ ! এখানে অবশ্য কৌতুকের ছলেই উদয়ন এই সম্বোধনটি প্রয়োগ করেছেন। একটি সংস্কৃত কারিকা আছে—

> শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে
> যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে।

কারিকায় উল্লিখিত শব্দগুলির সঙ্গে মহৎ শব্দের সমাস হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে

দ্বিজ শব্দের সঙ্গে সমাস হয় নি, হয়েছে তার সমার্থক ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্গে। সুতরাং 'মহাব্রাহ্মণ' হীনার্থক হবে না, এরকম মত কেউ-কেউ পোষণ করে থাকেন। অবশ্য উক্ত কারিকাটি পরবর্তীকালের—কালিদাস নিজেও প্রয়োগ করেছেন 'সন্তানকাকীর্ণং মহাপথম্ ('কুমারসম্ভব', সপ্তম সর্গ), ভট্টি প্রয়োগ করেছেন 'পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ (ভট্টিকাব্য, প্রথম সর্গ)—কোন প্রয়োগই হীনার্থক নয়।

৪২. **এতদিদম্। ইদমেতৎ** (এদং ইদং। ইদং এদং)

বাসবদত্তার স্মৃতিরোমন্থনে উদয়নের মুখ অশ্রুলিপ্ত ; বিদূষক পদ্মপত্রে জল বহন করে এনেছেন, হঠাৎ পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। হাতে জল, কি ব্যাখ্যা দেবেন ? বিহ্বল বিদূষক—কিছুই বলতে না পেরে বলে উঠলেন এই এই, এই, এই—

পদ্মাবতী জেদ করতে থাকেন, বলুন, বলুন ; তাতে কৌতুকরসটি আরো জমে ওঠে।

৪৩ **অপবার্য্য**

অন্য কেউ না শুনতে পায় এইভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আড়ালে কথা বলাকে সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অপবারিত'। বাংলায় বলি—জনান্তিকে কথা বলা।

চতুর্থ অঙ্ক নাটকের অন্য অঙ্কগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। কিন্তু দর্শকের কৌতূহল, আগ্রহ বা উৎসুক্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না। চরিত্রচিত্রণে বা ঘটনাবিন্যাসে নাট্যকার ভাস সর্বত্র তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই অঙ্কেই বিদূষকের প্রথম আবির্ভাব কিন্তু সে তার সরলতা ও রসবোধের সাহায্যে সহজেই দর্শকের মন জয় করে।

পঞ্চম অঙ্ক

পত্নী বিরহিত উদয়নের জাগ্রত অবস্থার ভাববৈচিত্র্য অঙ্কিত হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কে। পঞ্চম অঙ্কের রূপ পৃথক। এখানে নিদ্রিত অবস্থায় উদয়নের স্বপ্নচারণার মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে সূক্ষ্মতর মনোবিশ্লেষণ। এ-যেন সমুদ্রগৃহের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত আর এক 'ভ্রান্তি বিলাস' নাটক (A Comedy of Errors)—আখ্যান-গঠনের কৌশলে সংস্কৃত সাহিত্যে তুলনাহীন।

৪৪. **সমুদ্রগৃহ**

প্রাসাদ থেকে একটু দূরে সমুদ্রতীরে নির্মিত গ্রীষ্মাবাস। (Summer House) প্রতিমা নাটকে সমুদ্রগৃহের উল্লেখ আছে (দ্বিতীয় অঙ্ক) ; কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও সমুদ্রগৃহের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

৪৫. **কাকোদর**

কাকের ন্যায় উদর যার—কুৎসিতোদর, সর্প।

৪৬. **অস্তি নগরং ব্রহ্মদত্তম্**

বিদূষক বিস্মৃতিনিপুণ—তাই নগরের নামে ও রাজার নামে এই ভ্রান্তি।

৪৭. **সূচয়ন্তি মামালিঙ্গেতি**

সমুদ্রগৃহের এই দৃশ্যটিই শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন বিভাব। সুশীতল পরিবেশ ; শয্যার অধিকারী ছাড়া গৃহে আর কেউ নেই। নিষ্প্রভ আলো, বাসবদত্তার সমস্ত

হৃদয় স্বামীর প্রেমস্মৃতিতে পূর্ণ। এই অবস্থায় বাসবদত্তার হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের উদ্বোধন ঘটবে এতে আর বিচিত্র কি?

বাসবদত্তা জানতেন না—ঘরে আর কেউ থাকতে পারে। নাটকের নায়ক এবং নায়িকা এই প্রথম মুহূর্তের জন্য মিলিত হলেন, তারপরেই আবার ক্ষণিক বিচ্ছেদ ঘটবে।

৪৮. মহান্ প্রতিজ্ঞাভারঃ

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কাছে বাসবদত্তার এই শপথ, পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার আগে আত্মপ্রকাশ করা চলবে না।

৪৯. নহি নহি দুঃখিতাস্মি

অদ্ভুত ভাসের প্রকাশভঙ্গী! বাসবদত্তা বলছেন—না, না আমি রাগ করিনি, আমি দুঃখিত। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে বাসবদত্তার গভীর দুঃখ কেমন সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

৫০. বিরচিকাং স্মরসি

'কথাসরিৎসাগরে'র কাহিনীতে আছে—বিরচিকা ছিল এক অন্তঃপুরচারিকা—উদয়ন এক সময়ে তার প্রেমাসক্ত ছিলেন।

৫১. আরুণি

উদয়নের পরম শত্রু—আরুণি বৎসরাজ্যের অধিকাংশই গ্রাস করেছিলেন। অবশ্য 'কথাসরিৎসাগরে' বা গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথায়' আরুণির উল্লেখ নেই; হয়ত ভাসের সময়ে আরুণির কাহিনী প্রচলিত ছিল।

৫২. ত্রিপথগা

তিন পথে যার গতি—গঙ্গা। স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা—পাতালে ভোগবতী।

আলোচ্য পঞ্চম অঙ্কের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। ভাসের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি স্বপ্নে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়েছেন—কিন্তু বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। নিদ্রিত নায়ক স্বপ্নে কথা বলছেন জাগ্রতা নায়িকার সঙ্গে, এই সূক্ষ্ম সংলাপ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অপূর্ব।

মনে রাখা প্রয়োজন, যৌগন্ধরায়ণের আরুণি প্রকল্পই নাটকের প্রধান ব্যাপার নয়, নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের মিলন সংঘটন। সমস্ত দৃশ্যটিই করুণরসে সিক্ত। বাসবদত্তার সংক্ষিপ্ত সংলাপ সেই কারুণ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেছে।

দৃশ্যটির শেষে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। সমুদ্রগৃহে পদ্মাবতী নেই কেন? না থাকার কারণ নাটকে কিছু নেই।

ষষ্ঠ অঙ্ক

এই দৃশ্যের স্থান—কৌশাম্বী, বৎসরাজ্যের রাজধানী।

আরুণির সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের কথা বলা হয়েছে পঞ্চম দৃশ্যের শেষে। সেখানে আমরা জেনেছি, মন্ত্রী রুমন্বান এসেছেন বিশাল বাহিনী নিয়ে। আরুণির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য উদয়নও প্রস্তুত হয়েছেন।

কিন্তু নাটকে যে সুর বেজে উঠেছে তার সঙ্গে যুদ্ধের সুর মেলে না। পঞ্চম দৃশ্যে সমুদ্রগৃহে যে-দৃশ্যের সূচনা, সেখানে ভিন্নতর এক সংগ্রাম সুরু হয়েছে উদয়নের মনে, বাসবদত্তা নিশ্চয়ই জীবিত।

নাট্যকার ভাস সার্থক শিল্পী। তিনি নাটকের করুণ সুরটি কখনও ক্ষুণ্ণ করতে চান নি তাই যুদ্ধের ফলাফল জানিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁর লক্ষ্য—নায়ক নায়িকার মিলন।

বহু দুঃখ ও বিড়ম্বনা ভোগের পর এই মিলন বর্ণিত হয়েছে ষষ্ঠ দৃশ্যে।

৫৩. **প্রতিহারী**

প্রতিহার শব্দটির অর্থ দ্বাররক্ষক, দৌবারিক—স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহারী।

৫৪. **সূর্যামুখপ্রাসাদ**

'সূর্যঃ আমুখঃ যস্য স সূর্যামুখঃ,' অর্থ—'সূর্যাভিমুখঃ' সূর্যকে সম্মুখবর্তী করে নির্মিত প্রাসাদ। শব্দটির একটি পাঠান্তর—শয্যামুখ। সে-ক্ষেত্রে অর্থ হবে—শয্যাকক্ষ বা নিদ্রাকক্ষ যে-প্রাসাদের সম্মুখে বর্তমান। অন্য একটি পাঠ—সুযামুনপ্রাসাদ। 'সুযামুনং যস্মাৎ' যে-প্রাসাদ থেকে যমুনার দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে' আছে—'সুযামুনপ্রাসাদ' নামে উদয়নের একটি প্রাসাদ ছিল। এই পাঠটিই সঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য।

৫৫. **ঘোষবতী**

উদয়নের বীণার নাম। এই বীণা উদয়ন পেয়েছিলেন বাসুকির ভ্রাতা বসুনেমির কাছ থেকে। বসুনেমিকে শবরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন উদয়ন—বীণা তারই পুরস্কার। ঘোষবতীর সুরে উদয়ন হাতিকেও পোষ মানাতে পারতেন। 'কথাসরিৎসাগরে' আছে, বাসবদত্তা এই বীণা বাজাবার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

৫৬. **মিশ্রবিষ্কম্ভক**

প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক—দুই-ই একজাতীয় অর্থাৎ দুইয়েরই উদ্দেশ্য যা ঘটে গেছে, বা যা ঘটতে যাচ্ছে তারই সংক্ষিপ্ত আভাস দর্শকদের কাছে দিয়ে যাওয়া। তবে প্রবেশক আর বিষ্কম্ভকের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। প্রবেশক থাকবে দুই অঙ্কের মধ্যে, সুতরাং প্রথম অঙ্কের আদিতে 'প্রবেশক' থাকতে পারবে না। কিন্তু দুই-ই হবে 'বৃত্ত বর্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ'।

পাত্র-পাত্রীর দিক থেকেও পার্থক্য আছে। প্রবেশক—'নীচপাত্র প্রযোজিতঃ', বিষ্কম্ভক—মধ্যপাত্র প্রযোজিতঃ'। কিন্তু কোন বিষ্কম্ভকে যদি নীচ এবং মধ্যশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর মিশ্রণ ঘটে তাহলে তাকে বলা হবে মিশ্র বিষ্কম্ভক (অথবা সঙ্কীর্ণ বিষ্কম্ভক)। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমে আছে মিশ্র বিষ্কম্ভক—এই অংশে কঞ্চুকী মধ্যম পাত্র, প্রতিহারী নীচ পাত্র। 'সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমৈঃ'।

৫৭. **রৈভ্য সগোত্র**

রৈভ্য—বাসবদত্তার পিতা মহাসেনের এক বৃদ্ধ কঞ্চুকীর নাম। রৈভ্য উদয়নের পরিচিত। সমান গোত্র যাহার—সগোত্র ; রৈভ্যের সগোত্র।

৫৮. **অঙ্গারবতী**

মহাসেনের মহিষী—ইঁহার দুই পুত্র গোপাল ও পালক, এক কন্যা—বাসবদত্তা।

৫৯. **বসুন্ধরা**

বাসবদত্তার ধাত্রী।

৬০. **বৈদেহীপুত্রস্য**

নাটকে আছে 'সদৃশমেতৎ বৈদেহীপুত্রস্য' (উদয়নস্য) কিন্তু 'কথাসরিৎসাগরে' আছে উদয়নের মাতা অযোধ্যার রাজকুমারী ছিলেন। অবশ্য মাতার অন্য নাম 'বৈদেহী' হতে পারে।

৬১. **ষোড়শান্তঃপুরজ্যেষ্ঠা**

মহাসেনের ষোড়শ মহিষীর মধ্যে যিনি প্রধানা। 'অন্তঃপুর' শব্দের লক্ষ্যার্থ 'অন্তঃপুরস্থা স্ত্রী'।

৬২. **সর্বগতং কুশলমিতি**

খুবই অল্প কথায় উদয়নের হৃদয়ভাবের সুন্দর প্রকাশ। ধাত্রী বলেছেন—'ভর্তা সর্বগতং কুশলং পৃচ্ছতি'। অর্থাৎ বাসবদত্তার মাতা আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল জানতে চেয়েছেন। উদয়ন উত্তর দিলেন, 'সর্বগতং কুশলমিতি। অম্ব! ঈদৃশং কুশলম্।' সর্বাঙ্গীন কুশলই বটে! এই তো, কুশল—দেখতেই পাচ্ছেন!

বাসবদত্তার স্মৃতিবিজড়িত হৃদয়ের সার্থক অভিব্যক্তি। এই কথাটুকুর মধ্যে উদয়নের করুণ নিঃশ্বাসের ধ্বনিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৬৩. **প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরম্**

আবন্তিকারূপে পরিচিতা রমণী যে বাসবদত্তা—একথা শোনামাত্র উদয়ন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছেন—কি! ইনি মহাসেনপুত্রী! দেবি, তবে পদ্মাবতীর সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ বাধা দিলেন—তিনি তাঁদের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

৬৪. **কৌশাম্বী**

বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী।

৬৫. **ভরত বাক্যম্**

নাটকের শেষে শুভেচ্ছা প্রকাশক শ্লোক। ভরত শব্দের অর্থ নট—এই শ্লোক কোন এক প্রধান নাটকীয় চরিত্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে। তাছাড়া, ভরত ছিলেন নাট্যশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক—সুতরাং নাটকের শেষে তাঁকে স্মরণ করাও এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

'ভরতবাক্য' একজন প্রধান চরিত্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে অথবা মঞ্চনির্দেশ এভাবেও দেওয়া চলে—নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল—নাটকে অংশগ্রহণকারী নট-নটী সবাই এসে দাঁড়ালেন রঙ্গমঞ্চে, তাঁরা মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন এই 'ভরতবাক্য'।

শ্লোকে রাজসিংহের কথা আছে—খুব সম্ভব 'রাজসিংহ' কোন বিশেষ রাজার নাম নয়। কেউ-কেউ অবশ্য বলেন, রাজসিংহ ভাসের সমসাময়িক এক রাজা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভাস-রচিত তেরটি নাটকের মধ্যে ছয়টি নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে এই একই ভরতবাক্যে।

❋❋❋❋❋❋❋❋ স্বপ্নবাসবদত্তম্ ❋❋❋❋❋❋❋❋

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধার ঃ—

উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবদত্তাবলৌ স্বাম্ ।
পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্ ।।১।।

এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি । অয়ে ! কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে ! অঙ্গ ! পশ্যামি । (পশ্যামি । (নেপথ্যে) উস্সরহ উস্সরহ অয্যা ! উস্সরহ । [উৎসরত উৎসরত আর্যাঃ ! উৎসরত ।]

সূত্রধার ঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্ ।

ভৃত্যৈর্মগধরাজস্য স্নিগ্ধৈঃ কন্যানুগামিভিঃ ।
ধৃষ্টমুৎসার্যতে সর্বস্তপোবনগতো জনঃ ।।২।।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রথমোঽঙ্কঃ

(প্রবিশ্য)

ভটৌ—উস্সরহ উস্সরহ অয্যা ! উস্সরহ । [উৎসরত উৎসরত আর্যাঃ ! উৎসরত ।]

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজকবেষো যৌগন্ধরায়ণ আবন্তিকাবেষধারিণী বাসবদত্তা চ ।)

যৌগন্ধরায়ণঃ—(কর্ণং দত্বা) কথমিহাপ্যুৎসার্যতে ! কুতঃ ?

ধীরস্যাশ্রমসংশ্রিতস্য বসতস্তুষ্টস্য বন্যৈঃ ফলৈ—
র্মানার্হস্য জনস্য বল্কলবতস্ত্রাসঃ সমুৎপাদ্যতে ।
উৎসিক্তো বিনয়াদপেতপুরুষো ভাগ্যৈশ্চলৈর্বিস্মিতঃ
কোঽয়ং ভো নিভৃতং তপোবনমিদং গ্রামীতরোত্যাজ্ঞয়া ? ।।৩।।

বাসবদত্তা—অয্য ! কো এসো উস্সরেদি ? [আর্য ! ক এষ উৎসারয়তি ?]

যৌগন্ধরায়ণ ঃ—ভবতি ! যো ধর্মাদাত্মানমুৎসারয়তি ।

বাসবদত্তা—অয্য ! ণ হি এব্বং বত্তুকামা । অহং বি ণাম উস্সারইদব্বা হোমি ত্তি ? [আর্য ! ন হ্যেবং বক্তুকামা, অহমপি নামোৎসারয়িতব্যা ভবামীতি ?]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভবতি ! এবমনিজ্ঞাতানি দৈবতান্যবধূয়ন্তে ।

বাসবদত্তা—অয্য ! তহ পরিস্সমো পরিখেদং ণ উপ্পাদেদি জহ অঅং পরিভবো । [আর্য ! তথা পরিশ্রমঃ পরিখেদং নোৎপাদয়তি, যথায়ং পরিভবঃ ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভুক্তোজ্ঝিত এষ বিষয়োঽত্রভবত্যা । নাত্র চিন্তা কার্যা । কুতঃ ?

পূর্বং ত্বয়াপ্যভিমতং গতমেবমাসী—
চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজয়েন ভর্তুঃ।
কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্তমানা
চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ ॥৪॥

ভটৌ—উস্সরহ অয্যা। উস্সরহ। [উৎসরত আর্যা উৎসরত।]

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—সম্ভষক। ন খলু ন খলূৎসারণা কার্যা। পশ্য—

পরিহরতু ভবান্ নৃপাপবাদং
ন পরুষমাশ্রমবাসিষু প্রযোজ্যম্।
নগরপরিভবান্ বিমোক্তুমেতে
বনমভিগম্য মনস্বিনো বসন্তি ॥৫॥

উভৌ—অয্য! তহ। [আর্য! তথা।] (নিষ্ক্রান্তৌ)

যৌগন্ধরায়ণঃ—হন্ত! সবিজ্ঞানমস্য দর্শনম্। বৎসে! উপসর্পাবস্তাবদেনম্।

বাসবদত্তা—অয্য! তহ। [আর্য। তথা]

যৌগন্ধরায়ণঃ—(উপসৃত্য) ভোঃ! কিং কৃতেয়মুৎসারণা ?

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভোস্তপস্বিন্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—(আত্মগতম্) তপস্বিন্নিতি গুণবান্ খল্বয়মালাপঃ। অপরিচয়াত্তু ন শ্লিষ্যতে মে মনসি।

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভোঃ শ্রূয়তাম্। এষা খলু গুরুভিরভিহিতনামধেয়স্যাস্মাকং মহারাজদর্শকস্য ভগিনী পদ্মাবতী নাম। সৈষা নো মহারাজমাতরং মহাদেবীমাশ্রমস্থামভিগম্যানুজ্ঞাতা তত্রভবত্যা রাজগৃহমেব যাস্যতি। তদদ্যাস্মিন্নাশ্রমপদে বাসোঽভিপ্রেতোঽস্যাঃ। তদ্ভবন্তঃ—

তীর্থোদকানি সমিধঃ কুসুমানি দর্ভান্
স্বৈরং বনাদুপনয়ন্তু তপোধনানি।
ধর্মপ্রিয়া নৃপসুতা ন হি ধর্মপীড়া-
মিচ্ছেৎ তপস্বিষু কুলব্রতমেতদস্যাঃ ॥৬॥

যৌগন্ধরায়ণঃ—(স্বগতম্) এবম্। এষা সা মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতী নাম, যা পুষ্পকভদ্রাদিভিরাদেশিকৈরাদিষ্টা স্বামিনো দেবী ভবিষ্যতীতি। ততঃ—

প্রদ্বেষো বহুমানো বা সংকল্পাদুপজায়তে।
ভর্তৃদারাভিলাষিত্বাদস্যাং মে মহতী স্বতা ॥৭॥

বাসবদত্তা—(স্বগতম্) রাঅদারিঅত্তি সুণিঅ ভইণিআসিণেহো বি মে এত্থ সম্পজ্জই [রাজদারিকেতি শ্রুত্বা ভগিনিকাস্নেহোঽপি মেঽত্র সম্পদ্যতে।]

(ততঃ প্রবিশতি পদ্মাবতী সপরিবারা চেটী চ)

চেটী—এদু এদু ভট্টিদারিআ, ইদং অস্সমপদং, পবিসদু। [এত্বেতু ভর্তৃদারিকা, ইদমাশ্রমপদং, প্রবিশতু।]

তাপসী—সাঅদং রাঅদারিআএ। [স্বাগতং রাজদারিকায়াঃ]

বাসবদত্তা—(স্বগতম্) ইঅং সা রাঅদারিআ। অভিজণাণুরূবং খু সে রূবং। ইয়ং সা রাজদারিকা। অভিজনানুরূপং খল্বস্যা রূপম্।]

পদ্মাবতী—অয্যে। বন্দামি। [আর্যে। বন্দে।]

তাপসী—চিরং জীব। পবিস জাদে। পবিস। তবোবণাণি ণাম অদিহিজণস্স সঅগেহম্। [চিরং জীব। প্রবিশ জাতে! প্রবিশ। তপোবনানি নামাতিথিজনস্য স্বগেহম্।]

পদ্মাবতী—ভোদু ভোদু। অয্যে। বিস্সত্থম্হি। ইমিণা বহুমাণবঅণেণ অণুগ্গহিদাহ্মি। [ভবতু ভবতু। আর্যে। বিশ্বস্তাস্মি। অনেন বহুমানবচনেনানুগৃহীতাস্মি।]

বাসবদত্তা—(স্বগতম্) ণ হি রূবং এব্ব, বাআ বি খু সে মহুরা। [ন হি রূপমেব, বাগপি খল্বস্যা মধুরা।]

তাপসী—ভদ্দে! ইমং দাব ভদ্দমুহস্স ভইণিঅং কোচ্চি রাআ ণ বরেদি? [ভদ্রে! ইমাং তাবদ্ ভদ্রমুখস্য ভগিনিকাং কশ্চিদ্ রাজা ন বরয়তি?]

চেটী—অত্থি রাআ পজ্জোদো নাম উজ্জইণোএ। সো দাহঅস্স কারণাদো দূদসম্পাদং করেদি। [অস্তি রাজা প্রদ্যোতো নামোজ্জয়িন্যাঃ! স দারকস্য কারণাৎ দূত-সম্পাতং করোতি।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ভোদু ভোদু। এসা অ অত্তণীআ দাণি সংবুত্তা। [ভবতু ভবতু। এষা চাত্মীয়েদানীং সংবৃত্তা।]

তাপসী—অহ্ণা খু ইঅং আইদী ইমস্স বহুমাণস্স। উভে রাজকুলে মহত্তরাণি ত্তি সুণীঅদি! [অর্হা খল্বিয়মাকৃতিরস্য বহুমানস্য। উভে রাজকুলে মহত্তরে ইতি শ্রূয়তে।]

পদ্মাবতী—অয্য। কিং দিট্ঠো মুণিজণো অত্তাণং অণুগ্গহীদুং? অভিপ্পেদপ্পদাণেণ তবস্সিজণো উবণিমন্তীঅদু দাব কো কিং এত্থ ইচ্ছদি ত্তি। [আর্য। কিং দৃষ্টো মুনিজনঃ আত্মানমনুগ্রহীতুম্? অভিপ্রেতপ্রদানেন তপস্বিজন উপনিমন্ত্র্যতাং তাবৎ কঃ কিমত্রেচ্ছতীতি।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদভিপ্রেতং ভবত্যা। ভো ভো আশ্রমবাসিনস্তপস্বিনঃ। শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্ত। ইহাত্রভবতী মগধরাজপুত্রী অনেন বিস্রম্ভেণোৎপাদিতবিস্রম্ভা ধর্মার্থমর্থেনোপনিমন্ত্রয়তে—

কস্যার্থঃ কলশেন কো মৃগয়তে বাসো যথানিশ্চিতং
দীক্ষাং পারিতবান্ কিমিচ্ছতি পুনর্দেয়ং গুরোর্যদ্ভবেৎ।
আত্মানুগ্রহমিচ্ছতীহ নৃপজা ধর্মাভিরামপ্রিয়া
যদ্যস্যাস্তি সমীপ্সিতং বদতু তৎ কস্যাদ্য কিং দীয়তাম্ ॥৮॥

যৌগন্ধরায়ণঃ—হন্ত দৃষ্ট উপায়ঃ (প্রকাশম্) ভোঃ। অহমর্থী।

পদ্মাবতী—দিট্ঠিআ সহলং মে তবোবণাভিগমণং। [দিষ্ট্যা সফলং মে তপোবনাভিগমনম্।]

তাপসী—সংতুট্ঠতবস্সিজণং ইদং অস্সমপদং। আঅন্তুএণ ইমিণা হোদব্বং। [সন্তুষ্টতপস্বিজনমিদামাশ্রমপদম্। আগন্তুকেনানেন ভবিতব্যম্।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভো। কিং ক্রিয়তাম্?

যৌগন্ধরায়ণঃ—ইয়ং মে স্বসা। প্রোষিতভর্তৃকামিমামিচ্ছাম্যত্রভবত্যা কঞ্চিৎ কালং পরিপাল্যমানাম্। কুতঃ?

কার্যং নৈবার্থৈর্নাপি ভোগৈর্ন বস্ত্রৈ—
র্নাহং কাষায়ং বৃত্তিহেতোঃ প্রপন্নঃ।
ধীরা কন্যেয়ং দৃষ্টধর্মপ্রচারা
শক্তা চারিত্রং রক্ষিতুং মে ভগিন্যাঃ ॥৯॥

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) হং। ইহ মং ণিক্খিবিদুকামো অয্যজোঅন্ধরায়ণো। হোদু অবিআরিঅ কমং ণ করিস্সদি। [হম্। ইহ মাং নিক্ষেপ্তুকাম আর্য-যৌগন্ধরায়ণঃ। ভবতু, অবিচার্য ক্রমং ন করিষ্যতি।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি, মহতী খল্বস্য ব্যপশ্রয়ণা। কথং প্রতিজানীমঃ। কুতঃ—

সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং প্রাণাঃ সুখং তপঃ।
সুখমন্যদ্ ভবেৎ সর্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্ ॥১০॥

পদ্মাবতী—অয্য! পঢমং উগ্ঘোষিঅ কো কিং ইচ্ছদিত্তি অজুত্তং দাণিং বিআরিদুং। জং এসো ভণাদি, তং অণুচিঠ্ঠদু অয্যো।
[আর্য! প্রথমমুদ্ঘোষ্য কঃ কিমিচ্ছতীত্যযুক্তমিদানীং বিচারয়িতুম্। যদেষ ভণতি, তদনুতিষ্ঠত্বার্যঃ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—অনুরূপমেতদ্ ভবত্যাভিহিতম্।

চেটী—চিরং জীবদু ভট্টিদারিআ এবং সচ্চবাদিণী। [চিরং জীবতু ভর্তৃদারিকৈবং সত্যবাদিনী।]

তাপসী—চিরং জীবদু ভদ্দে। [চিরং জীবতু ভদ্রে।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি! তথা। (উপগম্য) ভোঃ! অভ্যুপগতমত্রভবতো ভগিন্যাঃ পরিপালনমত্রভবত্যা।

যৌগন্ধরায়ণঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি তত্রভবত্যা। বৎসে! উপসর্পাত্রভবতীম্।

বাসবদত্তা—(অত্মগতম্) কা গই? এসা গচ্ছামি মন্দভাআ। (কা গতিঃ? এষা গচ্ছামি মন্দভাগা।]

পদ্মাবতী—ভোদু ভোদু। অত্তণীআ দাণিং সংবুত্তা। [ভবতু ভবতু। আত্মীয়েদানীং সংবৃত্তা।]

তাপসী—জা ঈদিসী সে আইদী, ইয়ং বি রাঅদারিঅত্তি তক্কেমি। [যা ঈদৃশ্যস্যা আকৃতিঃ, ইয়মপি রাজদারিকেতি তর্কয়ামি।]

চেটী—সুঠ্ঠু অয্যা ভণাদি। অহং বি অনুহূদসুহত্তি পেক্খামি। [সুষ্ঠু আর্যা ভণতি। অহমপি অনুভূতসুখেতি পশ্যামি।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—(আত্মগতম্) হন্ত ভোঃ! অর্ধমবসিতং ভারস্য। যথা মন্ত্রিভিঃ সহ সমর্থিতং, তথা পরিণমতি। ততঃ প্রতিষ্ঠিতে স্বামিনি তত্রভবতীমুপনয়তো মে ইহাত্রভবতী মগধরাজপুত্রী বিশ্বাসস্থানং ভবিষ্যতি। কুতঃ—

পদ্মাবতী নরপতের্মহিষী ভবিত্রী
দৃষ্টা বিপত্তিরথ যৈঃ প্রথমং প্রদিষ্টা
তৎপ্রত্যয়াৎ কৃতমিদং ন হি সিদ্ধবাক্যা
ন্যুৎক্রম্য গচ্ছতি বিধিঃ সুপরীক্ষিতানি ॥১১॥

(ততঃ প্রবিশতি ব্রহ্মচারী)

ব্রহ্মচারী—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) স্থিতো মধ্যাহ্নঃ। দৃঢ়মস্মি পরিশ্রান্তঃ। অথ কস্মিন্ প্রদেশে বিশ্রময়িষ্যে ? (পরিক্রম্য) ভবতু, দৃষ্টম্। অভিতস্তপোবনেন ভবিতব্যম্। তথাহি—

বিস্রব্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়া
বৃক্ষাঃ পুষ্পফলৈঃ সমৃদ্ধবিটপাঃ সর্বে দয়ারক্ষিতাঃ।
ভূয়িষ্ঠং কপিলানি গোকুলধনান্যক্ষেত্রবত্যো দিশো
নিঃসন্দিগ্ধমিদং তপোবনময়ং ধূমো হি বহ্বাশ্রয়ঃ ॥১২॥

যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) অয়ে! আশ্রমবিরুদ্ধঃ খল্বেষ জনঃ। (অন্যতো বিলোক্য) অথবা তপস্বিজনোঽত্রাপ্য। নির্দোষমুপসর্পণম্। অযে স্ত্রীজনঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—স্বৈরম্, স্বৈরং প্রবিশতু ভবান্। সর্বজনসাধারণমাশ্রমপদং নাম।

বাসবদত্তা—হং।

পদ্মাবতী—অম্ভো। পরপুরুসদংসণং পরিহরদি অয্যা। ভোদু, সুপরিবালণীও খু মন্নাসো। [অম্ভো! পরপুরুষদর্শনং পরিহরত্যার্যা। ভবতু, সুপরিপালনীয়ঃ খলু মন্ন্যাসঃ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভো! পূর্বং প্রবিষ্টাঃ স্মঃ। প্রতিগৃহ্যতামতিথিসৎকারঃ।

ব্রহ্মচারী—(আচম্য) ভবতু, ভবতু। নিবৃত্তপরিশ্রমোঽস্মি।

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভোঃ! কুত আগম্যতে, ক্ব গন্তব্যং, ক্বাধিষ্ঠানমার্যস্য ?

ব্রহ্মচারী—ভোঃ। শ্রূয়তাম্। রাজগৃহতোঽস্মি। শ্রুতিবিশেষণার্থং বৎসভূমৌ লাবাণকং নাম গ্রামস্তত্রোষিতবানস্মি।

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) হা লাবাণঅং ণাম! লাবাণঅসংকিত্তণেণ পুণো ণবীকিদো বিঅ মে সন্দাবো। [হা লাবাণকং নাম! লাবাণকসঙ্কীর্তনেন পুনর্নবীকৃত ইব মে সন্তাপঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথ পরিসমাপ্তা বিদ্যা ?

ব্রহ্মচারী— ন খলু তাবৎ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—যদ্যনবসিতা বিদ্যা, কিমাগমনপ্রয়োজনম্ ?

ব্রহ্মচারী—তত্র খল্বতিদারুণং ব্যসনং সংবৃত্তম্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—কথমিব ?

ব্রহ্মচারী—তত্রোদয়নো নাম রাজা প্রতিবসতি।

যৌগন্ধরায়ণঃ—শ্রূয়তে তত্রভবানুদয়নঃ। কিং সঃ ?

ব্রহ্মচারী—তস্যাবন্তীরাজপুত্রী বাসবদত্তা নামপত্নী দৃঢ়মভিপ্রেতা কিল।

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভবিতব্যম্। ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততস্তস্মিন্ মৃগয়ানিষ্ক্রান্তে রাজনি গ্রামদাহেন সা দগ্ধা।

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) অলিঅং অলিঅং খু এদং। জীবামি মন্দভাআ ৷
[অলীকমলীকং খল্বেতৎ ! জীবামি মন্দভাগা ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততস্তামভ্যবপত্তুকামো যৌগন্ধরায়ণো নাম সচিবস্তস্মিন্নেবাগ্নৌ পতিতঃ ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—সত্যং পতিত ইতি ? ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততঃ প্রতিনিবৃত্তো রাজা তদ্বৃত্তান্তং শ্রুত্বা তয়োর্বিয়োগজনিতসন্তাপ-স্তস্মিন্নেবাগ্নৌ প্রাণান্ পরিত্যক্তুকামোঽমাত্যৈর্মহতা যত্নেন বারিতঃ ।

বাসবদত্তা—(আগতম্) জাণামি জাণামি অয্যউত্তস্য মই সাণুক্কোসত্তণং। [জানামি জানামি আর্যপুত্রস্য ময়ি সানুক্রোশত্বম্ ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততস্তস্যাঃ শরীরোপভুক্তানি দগ্ধশেষাণ্যাভরণাণি পরিষ্বজ্য রাজা মোহমুপগতঃ ।

সর্বে—হা !

বাসবদত্তা—(স্বগতম্) সকামো দাণিং অয্যযোঅন্ধরায়ণো হোদু। [সকাম ইদানীম্ আর্যযৌগন্ধরায়ণো ভবতু ।]

চেটী—ভট্টিদারিএ। রোদিদি খু ইঅং অয্যা। [ভর্তৃদারিকে। রোদিতি খল্বিয়মার্যা ।]

পদ্মাবতী—সাণুক্কোসাএ হোদব্বং। [সানুক্রোশয়া ভবিতব্যম্ ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথকিমথকিম্, প্রকৃত্যা সানুক্রোশা মে ভগিনী। ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততঃ শনৈঃ শনৈঃ প্রতিলব্ধসংজ্ঞঃ সংবৃত্তঃ ।

পদ্মাবতী—দিট্ঠিআ ধরই। মোহং গদো ত্তি স্তুণিঅ সুণ্ণং বিঅ মে হিঅঅং।
[দিষ্টা ধ্রিয়তে। মোহং গত ইতি শ্রুত্বা শূন্যমিব মে হৃদয়ম্ ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—ততস্ততঃ ?

ব্রহ্মচারী—ততঃ স রাজা মহীতলপরিসর্পণপাংসুপাটলশরীরঃ সহসোত্থায়—হা বাসবদত্তে! হা অবন্তিরাজপুত্রি, হা প্রিয়ে! হা প্রিয়শিষ্যে! ইতি কিমপি কিমপি বহু প্রলপিতবান্। কিং বহুনা—

নৈবেদানীং তাদৃশাশ্চক্রবাকা
নৈবাপ্যন্যে স্ত্রীবিশেষৈর্বিযুক্তাঃ ।
ধন্যা সা স্ত্রী যাং তথা বেত্তি ভর্তা
ভর্তৃস্নেহাৎ সা হি দগ্ধাপ্যদগ্ধা । ১৩॥

যৌগন্ধরায়ণ—অথ ভোঃ। তং তু পর্যবস্থাপয়িতুং ন কশ্চিদ্ যত্নবানমাত্যঃ ?

ব্রহ্মচারী—অস্তি রুমণ্বান্নামামাত্যো দৃঢ়ং প্রযত্নবাংস্তত্রভবন্তং পর্যবস্থাপয়িতুম্ ।
স হি—

অনাহারে তুল্যঃ প্রততরুদিতক্ষামবদনঃ
শরীরে সংস্কারং নৃপতিসমদুঃখং পরিবহন্ ।
দিবা বা রাত্রৌ বা পরিচরতি যত্নৈর্নরপতিং
নৃপঃ প্রাণান্ সদ্যস্ত্যজতি যদি তস্যাপ্যুরমঃ ॥১৪॥

বাসবদত্তা—(স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ সুনিক্‌খিত্তো দাণিং অয্যউত্তো। [দিষ্ট্যা সুনিক্ষিপ্ত ইদানীমার্যপুত্রঃ।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—(আত্মগতম্) অহো মহদ্ভারমুদ্বহতি রুমণ্বান্। কুতঃ,

সবিশ্রমো হ্যয়ং ভারঃ প্রসক্তস্তস্য তু শ্রমঃ।
তস্মিন্ সর্বমধীনং হি যত্রাধীনো নরাধিপঃ ॥১৫॥

(প্রকাশম্) অথ ভোঃ। পর্যবস্থাপিত ইদানীং স রাজা ?

ব্রহ্মচারী—তদিদানীং ন জানে। 'ইহ তয়া সহ হসিতম্, ইহ তয়া সহ কথিতম্, ইহ তয়া সহ পর্যুষিতম্, ইহ তয়া সহ কুপিতম্, ইহ তয়া সহ শয়িতম্' ইত্যেবং—তং বিলপন্তং রাজানম্ অমাত্যৈর্মহতা যত্নেন তস্মাদ্ গ্রামাদ্ গৃহীত্বাপক্রান্তম্। ততো নিষ্ক্রান্তে রাজনি প্রোষিতনক্ষত্রচন্দ্রমিব নভোঽরমণীয়ঃ সংবৃত্তঃ স গ্রামঃ। ততোঽহমপি নির্গতোঽস্মি।

তাপসী—সো খু গুণবন্তো ণাম রাআ, জো আঅন্তুএণ বি ইমিণা এব্বং পসংসীঅদি। (স খলু গুণবান্ নাম রাজা, য আগন্তুকেনাপ্যনেনৈবং প্রশস্যতে।)

চেটী—ভট্টিদারিএ ! কিংণু খু অবরা ইত্থিআ তস্স হত্থং গমিস্সদি ? (ভর্তৃদারিকে ! কিন্নু খল্বপরা স্ত্রী তস্য হস্তং গমিষ্যতি ?)

পদ্মাবতী—(আত্মগতম্) মম হিঅএণ এব্ব সহ মন্তিদং। (মম হৃদয়েনৈব সহ মন্ত্রিতম্।)

ব্রহ্মচারী—আপৃচ্ছামি ভবন্তৌ। গচ্ছামস্তাবৎ।

উভৌ—গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে।

ব্রহ্মচারী—তথাস্তু। (নিষ্ক্রান্তঃ)

যৌগন্ধরায়ণঃ—সাধু, অহমপি তত্রভবত্যাভ্যনুজ্ঞাতো গন্তুমিচ্ছামি।

কাঞ্চুকী—তত্রভবত্যাভ্যনুজ্ঞাতো গন্তুমিচ্ছতি কিল।

পদ্মাবতী—অয্যস্স ভইণিআ অয্যেণ বিণা উক্কণ্ঠিস্সদি। [আর্যস্য ভগিনিকা আর্যেণ বিনা উৎকণ্ঠিষ্যতে।]

যৌগন্ধরায়ণঃ—সাধুজনহস্তগতৈষা নোৎকণ্ঠিষ্যতি। (কাঞ্চুকীয়মবলোক্য) গচ্ছামস্তাবৎ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—গচ্ছতুঃ ভবান্ পুনদর্শনায়।

যৌগন্ধরায়ণঃ—তথাস্তু। (নিষ্ক্রান্তঃ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—সময় ইদানীমভ্যন্তরং প্রবেষ্টুম্।

পদ্মাবতী—অয্যে। বন্দামি। [আর্যে। বন্দে।]

তাপসী—জাদে। তব সদিসং ভত্তারং লভেহি। [জাতে। তব সদৃশং ভর্তারং লভস্ব।]

বাসবদত্তা—অয্যে। বন্দামি দাব অহং। [আর্যে। বন্দে তাবদহম্।]

তাপসী—তুমং পি অইরেণ ভত্তারং সমাসাদেহি। [ত্বমপ্যচিরেণ ভর্তারং সমাসাদয়।]

বাসবদত্তা—অণুগ্গহীদম্হি। [অনুগৃহীতাস্মি।]

কাঞ্চুকীয়—তদাগম্যতাম্। ইতো ইতো ভবতি। সম্প্রতি হি—

খগা বাসোপেতাঃ সলিলমবগাঢ়ো মুনিজনঃ
প্রদীপ্তোঽগ্নির্ভাতি প্রবিচরতি ধূমো মুনিবনম্ ।
পরিভ্রষ্টো দূরাদ্ রবিরপি চ সংক্ষিপ্তকিরণো
রথং ব্যাবর্ত্যাসৌ প্রবিশতি শনৈরস্তশিখরম্ ।।১৯।।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

।। ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ।।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—কুঞ্জরিএ ! কুঞ্জরিএ ! কহিং কহিং ভট্টিদারিআ পদুমাবতী ? কিং ভণাসি—এসা ভট্টিদারিআ মাহবীলদামণ্ডবস্স পস্সদো কন্দুএণ কীলদিত্তি ? জাব ভট্টিদারিঅং উবসপ্পামি । (পরিক্রম্যাবলোক্য) অম্ভো ! ইঅং ভট্টিদারিআ উক্করিদশচুলিএণ বাআমসঞ্জাদসেদবিন্দুবিইত্তিদেণ পরিস্সন্ত-রমণীঅদংসণেণ মুহেণ কন্দুএণ কীলন্দী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি । জাব উবসপ্পিস্সং । [কুঞ্জরিকে ! কুঞ্জরিকে ! কুত্র কুত্র ভর্তৃদারিকা পদ্মাবতী ? কিং ভণসি এষা ? ভর্তৃদারিকা মাধবীলতামণ্ডপস্য পার্শ্বতঃ কন্দুকেন ক্রীড়তীতি ? যাবদ্ ভর্তৃদারিকামুপসর্পামি । (পরিক্রম্যা-বলোক্য) অম্ভো ! ইয়ং ভর্তৃদারিকা উৎকৃতকর্ণচূলিকেন ব্যায়ামসঞ্জাতস্বেদবিন্দু বিচিত্রতেন পরিশ্রান্তরমণীয়দর্শনেন মুখেন কন্দুকেন ক্রীড়ন্তীত এব আগচ্ছতি যবেদু পসপস্সর্পামি ।]

(নিষ্ক্রান্তাঃ)

(প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি কন্দুকেন ক্রীড়ন্তী পদ্মাবতী সপরিবারা বাসবদত্তয়া সহ)

বাসবদত্তা—হলা ! হলা ! এসো দে কন্দুও । [হলা ! এব তে কন্দুকঃ ।]

পদ্মাবতী—অয্যে ! ভোদু দাণিং এত্তঅং । [আর্যে ! ভবত্বিদানীমেতাবৎ ।]

বাসবদত্তা—হলা ! অদিচিরং কন্দুএণ কীলিঅ অহিঅসঞ্জাদরাআ পরকেরআ বিঅ দে হত্থা সংবুত্তা । [হলা ! অতিচিরং কন্দুকেন ক্রীড়িত্বাধিকসঞ্জাতবর্ণৌ পরকীয়াবিব তে হস্তৌ সংবৃত্তৌ ।]

চেটী—কীলদু কীলদু দাব ভট্টিদারিআ । ণিবত্তীঅদু দাব অঅং কণ্ণাভাবরমণীও কালো । [ক্রীড়তু, ক্রীড়তু তাবদ্ ভাতৃদারিকা । নির্বর্ত্যতাং তাবদয়ং কন্যাভাবরমণীয়ঃ কালঃ ।]

পদ্মাবতী—অয্যে ! কিং দাণিং মং ওহসিদুং বিঅ ণিজ্ঝাঅসি ? [আর্যে ! কিমিদানীং মামপহসিতুমিব নিধ্যায়সি ?]

বাসবদত্তা—ণহি ণহি ? হলা ! অধিঅং অজ্জ সোহদি । অভিদো বিঅ দে অজ্জ বরমুহং পেক্খামি । [নহি নহি ! হলা ! অধিকমদ্য শোভতে । অভিত ইব তেহদ্য বরমুখং পশ্যামি ।]

পদ্মাবতী—অবেহি। মা দাণিং মং ওহস [অপেহি মেদানীং মামপহস।]
বাসবদত্তা—এসম্হি। তুহ্ণীআ ভবিস্সস্মহাসেনবহূ। [এষাস্মি তূষ্ণীকা ভবিষ্যম্মহাসেনবধূ!]
পদ্মাবতী—কো এসো মহাসেণো নাম? [ক এষো মহাসেনো নাম?]
বাসবদত্তা—অত্থি উজ্জইণীও রাআ পজ্জোদো ণাম। তস্স বলপরিমাণণিব্বুত্তং ণামহেঅং মহাসেণো ত্তি। [অস্ত্যুজ্জয়িণীয়ো রাজা প্রদ্যোতো নাম। তস্য বলপরিমাণনিবৃত্তং নামধেয়ং মহাসেন ইতি।]
চেটী—ভট্টিদারিআ তেন রঞ্ঞা সহ সম্বন্ধং ণেচ্ছদি। ভর্তৃদারিকা তেন রাজ্ঞা সহ সম্বন্ধং নেচ্ছতি।]
বাসবদত্তা—অহ কেণ খু দাণিং অহিলসদি? [অথ কেন খল্বিদানীমভিলষতি?]
চেটী—অত্থি বচ্ছরাও উঅঅণো ণাম। তস্স গুণাণি ভট্টিদারিআ অহিলসদি। [অস্তি বৎসরাজ উদয়নো নাম। তস্য গুণান্ ভর্তৃদারিকাভিলষতি।]
বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) অয্যউত্তং ভত্তারং অহিলসদি। (প্রকাশম্) কেন কারণেন? (আত্মগতম্) আর্যপুত্রং ভর্তারমভিলষতি। (প্রকাশম্) কেন কারণেন।]
চেটী—সাণুক্কোসত্তি। [সানুক্রোশ ইতি।]
বাসবদত্তা (আত্মগতম্) জাণামি জাণামি। অঅং বি জণো এব্বং উম্মাদিদো। [(আত্মগতম্ জানামি জানামি। অয়মপি জন এবমুন্মাদিতঃ।]
চেটী—ভট্টিদারিএ! জদি সো রাআ বিরূবো ভবে? [ভর্তৃদারিকে। যদি স রাজা বিরূপো ভবেৎ?]
বাসবদত্তা—ণহি ণহি। দংসণীও এব্ব। [নহি নহি। দর্শনীয় এব।]
পদ্মাবতী—অয্যে! কহং তুবং জাণাসি? [আর্যে! কথং ত্বং জানাসি?]
বাসবদত্তা - (আত্মগতম্) অয্যউত্তপক্খবাদেণ অদিক্কন্দো সমুদাআরো। কিং দাণিং করিস্সং? হোদু, দিট্ঠং। প্রকাশম্) হলা! এব্বং উজ্জইণীও জণো মন্তেদি। [(আত্মগতম্) আর্যপুত্রীপক্ষপাতেনাতিক্রান্তঃ সমুদচারঃ। কিমিদানীং করিষ্যামি? ভবতু দৃষ্টম্। (প্রকাশম্) হলা! এবমুজ্জয়িনীয়ো জনো মন্ত্রয়তে।
পদ্মাবতী—জুজ্জই। ণ খু এসো উজ্জইণীদুল্লহো। সব্বজণমণোভিরামং খু সোভগ্গং ণাম। [যুজ্যতে। ন খল্বেষ উজ্জয়িনীদুর্লভঃ। সর্বজনমনোঽভিরামং খলু সৌভাগ্যং নাম।]

(ততঃ প্রবিশতি ধাত্রী)

ধাত্রী—জেদু ভট্টিদারিআ। ভট্টিদারিএ! দিণ্ণাসি। [জয়তু ভর্তৃদারিকা। ভর্তৃদারিকে। দত্তাসি]
বাসবদত্তা—অয্যে! কস্স? [আর্যে! কস্মৈ?]
ধাত্রী—বচ্ছরাঅস্স উদয়ণস্স। [বৎসরাজায়োদয়নায়]
বাসবদত্তা—অহ কুসলী সো রাআ? [অথ কুশলী স রাজা?]
ধাত্রী—কুসলী সো ইহ আঅদো। তস্স ভট্টিদারিআ পড়িচ্ছিদা অ। [কুশলী স ইহ আগতঃ। তস্য ভর্তৃদারিকা প্রতীষ্টা চ।]
বাসবদত্তা—অচ্চাহিদং। [অত্যাহিতম্।]

ধাত্রী—কিং এত্থ অচ্চাহিদং ? [কিমত্রাত্যাহিতম্ ?]

বাসবদত্তা—ণ হু কিংচি। তহ ণাম সন্তপ্পিঅ উদাসীণো হোদি ত্তি। [ন খলু কিঞ্চিৎ। তথা নাম সন্তপ্যোদাসীনো ভবতীতি।]

ধাত্রী—অয্যে! আঅমপ্পহাণাণি সুলহপয্যবত্থাণানি মহাপুরুস হিঅআণি হোন্তি। [আর্যে! আগমপ্রধানানি সুলভপর্যবস্থানানি মহাপুরুষহৃদয়ানি ভবন্তি।]

বাসবদত্তা—অয্যে! সঅং এব্ব তেণ বরিদা ? [আর্যে! স্বয়মেব তেন বরিতা।]

ধাত্রী—ণহি ণহি। অণ্ণ-প্পওঅণেণ ইহ আঅদ অভিজণবিণ্ণাণবআরুবং পেক্খিঅ সঅং এব্ব মহারাএণ দিণ্ণা। [ন হি ন হি। অন্য—প্রযোজনেনেহাগতস্যাভিজনবিজ্ঞানবয়োরূপং দৃষ্টবা স্বয়মেব মহারাজেন দত্তা।]

বাসবদত্তা—(আত্মগমত্) এব্বং। অনববদ্ধো দাণিং এত্থ অয্যউত্তো। [আত্মগতম্) এবম্ অনপরাদ্ধ ইদানীমত্রার্যপুত্রঃ।]

(প্রবিশ্যাপরা)

চেটী—তুবরদু তুবরদু দাব অয্যা। অজ্জ এব্ব কিল সোভণং ণক্খত্তং। অজ্জ কোদুঅমংগলং কাদব্বং ত্তি অমহাণং ভট্টিণী ভণাদি। [ত্বরতাং ত্বরতাং তাবদার্যা। অদ্যৈব কিল শোভনং নক্ষত্রম্। অদ্যৈব কৌতুকমঙ্গলং কর্তব্যমিত্যস্মাকং ভট্টিনী ভণতি।]

বাসবদত্তা— আত্মগতম্) জহ জহ তুবরদি, তহ তহ অন্ধীকরেদি মে হিঅঅং। [(আত্মগতম্) যথা যথা ত্বরতে, তথা তথা অন্ধীকরোতি মে হৃদয়ম্।]

ধাত্রী—এদু এদু ভট্টিদারিআ। [এত্বেতু ভর্তৃদারিকা।]

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

।। ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ।।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিচিন্তয়ন্তী বাসবদত্তা)

বাসবদত্তা—বিবাহামোদসংকুলে অন্তেউর-চউস্সালে পরিত্তজিঅ পদুমাবদিং ইহ আঅদম্হি পমদবণং। জাব দানিং ভাঅধেঅনিব্বুত্তং দুঃখং বিণোদেমি। (পবিক্রম্য) অহো অচ্চাহিদং। অয্যউত্তো বি নাম পবকেবঅো সংবুত্তো! জাব উববিসামি। (উপবিশ্য) ধণ্ণা খু চক্কবাঅবহূ, জা অণ্ণোণ্ণবিরহিদা ণ জীবই। ণ খু অহং পাণাণি পরিত্তজামি। অজ্জউত্তং পেক্খামি ত্তি এদিণা মণোরহেণ জীবামি মন্দভাআ। [বিবাহামোদসংকুলে অন্তঃ-পুরচতুঃশালে পরিত্যজ্য পদ্মাবতীমিহাগতাস্মি প্রমোদবনম্। যাবদিদানীং ভাগধেয়নির্বৃত্তং দুঃখং বিনোদয়ামি। (পরিক্রম্য) অহো অত্যাহিতম্। আর্যপুত্রোঽপি নাম পরকীয় সংবৃত্তঃ! যাবদুপবিশামি। (উপবিশ্য) ধন্যা খলু চক্রবাকবধূঃ, যাহন্যোন্যবিরহিতা ন জীবতি। ন খল্বহং প্রাণান্ পরিত্যজামি। আর্যপুত্রং পশ্যামীত্যেতেন মনোরথেন জীবামি মন্দভাগা।]

(ততঃ প্রবিশতি পুষ্পাণি গৃহীত্বা চেটী)

চেটী—কহিং ণু খু গদা অয্যা আবন্তিআ ? (পরিক্রম্যাবলোক্য) অম্মো ! ইঅং চিন্তাসুঞ্ঞহিঅআ ণীহারপড়িহদ চন্দলেহা বিঅ অমণ্ডিদভদ্দঅং বেসং ধারঅন্দী পিঅঙ্গুসিলাপট্টএ লপবিট্ঠা। জাব উপসপ্পামি। (উপসৃত্য) অয্যে ! আবন্তিএ ! কো কালো, তুমং অণ্ণেসামি। [ক নু খলু গতা আর্যাবন্তিকা ? (পরিক্রম্যাবলোক্য) অম্মো ! ইয়ং চিন্তাশূন্যহৃদয়া নীহারপ্রতিহতচন্দ্রলেখেবামণ্ডিতভদ্রকং বেষং ধারয়ন্তী প্রিয়ঙ্গুশিলাপট্টকে উপবিষ্টা। যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য) আর্যে। আবন্তিকে ! কঃ কালঃ, ত্বামন্বিষ্যামি।]

বাসবদত্তা—কিণ্ণিমিত্তং ? [কিন্নিমিত্তম ?]

চেটী—অম্হাঅং ভট্টিণী ভণাদি—মহাকুলপ্পসূদা সিণিদ্ধা ণিউণা ত্তি। ইমং দাব কোদুঅমালিঅং গুম্ফদু অয্যা। [অস্মাকং ভট্টিনী ভণতি—মহাকুল-প্রসূতা স্নিগ্ধা নিপুণেতি ইমাং তাবৎ কৌতুকমালিকাং গুম্ফত্বার্যা।]

বাসবদত্তা—অহ কস্স কিল গুম্ফিদব্বং ? [অথ কস্মৈ কিল গুম্ফিতব্যম্ ?]

চেটী—অম্হাঅং ভট্টিদারিআএ। [অস্মাকং ভর্তৃদারিকায়ৈ।]

বাসবদত্তা—আত্মগতম) এদং পি মএ কত্তব্বং আসী ! অহো অকরুণা খু ইস্সরা। [(আত্মগতম্) এতদপি ময়া কর্তব্যমাসীৎ ! অহো অকরুণাঃ খল্বীশ্বরাঃ।]

চেটী—অয্যে ! মা দাণিং অঞ্ঞং চিন্তিঅ। এসো জামাদুঅো মণিভূমীএ ণ্হাঅদি। সিগ্ঘং দাব গুম্ফদু অয্যা। [আর্যে ! মেদানীমন্যচ্চিন্তয়িত্বা। এষ জামাতা মণিভূম্যাং স্নায়তে। শীঘ্রং তাবদ্ গুম্ফত্বার্যা।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ণ সক্কুণোমি অণ্ণং চিন্তেদুং। (প্রকাশম্) হলা ! কিং দিট্ঠো জামাদুঅো ? [(আত্মগতম্) ন শক্নোম্যন্যচ্চিন্তয়িতুম্। (প্রকাশম্) হলা। কিং দৃষ্টো জামাতা ?]

চেটী—আম, দিট্ঠো ভট্টিদারিআএ সিণেহেণ অম্হাঅং কোদূহলেন অ। [আম, দৃষ্টো ভর্তৃদারিকায়াঃ স্নেহেনাস্মাকং কৌতূহলেন চ।]

বাসবদত্তা—কীদিসো জামাদুঅো ? [কীদৃশো জামাতা ?]

চেটী—অয্যে ! ভণামি দাব, ণ ঈরিসো দিট্ঠপুরুবো। [আর্যে ! ভণামি তাবদ্ নেদৃশো দৃষ্টপূর্বঃ।]

বাসবদত্তা—হলা ! ভণাহি ভণাহি, কিং দংসণীঅো ? [হলা ! ভণ ভণ, কিং দর্শনীয়ঃ ?]

চেটী—সক্কং ভণিদুং সরচাবহীণো কামদেবো ত্তি ! [শক্যং ভণিতুং শরচাপহীনঃ কামদেব ইতি।]

বাসবদত্তা—হোদু এত্তঅং [ভবত্বেতাবৎ।]

চেটী—কিণ্ণিমিত্তং বারেসি ? [কিন্নিমিত্তং বারয়সি ?]

বাসবদত্তা—অজুত্তং পরপুরুসসংকিত্তণং সোদুং। [অযুক্তং পরপুরুষসংকীর্তনং শ্রোতুম্।]

চেটী—তেণ হি গুম্হদু অয্যা সিগ্ঘং। [তেন হি গুম্ফত্বার্যা শীঘ্রম্।]

বাসবদত্তা—ইঅং গুম্ফামি। আণেহি দাব। [ইয়ং গুম্ফামি। আনয় তাবৎ।]

চেটী—গহ্‌ণদু অয্যা। [গৃহ্‌ণাত্বার্যা।]

বাসবদত্তা—(বর্জয়িত্বা বিলোক্য) ইমং দাব ওসহং কিং ণাম? [(বর্জয়িত্বা বিলোক্য) ইদং তাবদৌষধং কিং নাম?]

চেটী—অবিহবাকরণং ণাম [অবিধবাকরণং নাম।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ইদং বহুসো গুম্ফিদব্বং মম অ পদুমাবদীএ অ। (প্রকাশম্) ইমং দাব ওসহং কিং ণাম? [(আত্মগতম্) ইদং বহুশো গুম্ফিতব্যং মম চ পদ্মাবত্যাশ্চ। (প্রকাশম্) ইদং তাবদৌষধং কিং নাম?]

চেটী—সবত্তিমদ্দণং ণাম। [সপত্নীমর্দনং নাম।]

বাসবদত্তা—ইদং ণ গুম্ফিদব্বং। [ইদং ন গুম্ফিতব্যম্।]

চেটী—কীস? [কস্মাৎ?]

বাসবদত্তা—উবরদা তস্স ভয্যা, তং ণিপ্পওঅণং ত্তি। [উপরতা তস্য ভার্যা, তন্নিষ্প্রয়োজনমিতি।]

(প্রবিশ্যাপরা)

চেটী—তুবরদু তুবরদু অয্যা। এসো জামাদুও অবিহবাহিং অব্‌ভন্তরচউস্সালং পবেসীঅদি। [ত্বরতাং ত্বরতামার্যা এষ জামাতা অবিধবাভিরভ্যন্তর চতুঃশালং প্রবেশ্যতে।]

বাসবদত্তা—অই! বদামি, গণ্‌হ এদং। [অয়ি! বদামি, গৃহাণেতৎ।]

চেটী—সোহণং! অয্যে! গচ্ছামি দাব অহং। [শোভনম্! আর্যে! গচ্ছামি তাবদহম্] (উভে নিষ্ক্রান্তে)

বাসবদত্তা—গদা এসা। অহো অচ্চাহিদং। অয্যউত্তো বি ণাম পরকেরও সংবুত্তো। অবিদা সয্যাএ মম দুক্‌খং বিণোদেমি, জদি ণিদ্দং লভামি। [গতৈষা। অহো অত্যাহিতম্। আর্যপুত্রোঽপি নাম পরকীয়ঃ সংবৃত্তঃ! অবিদা, শয্যায়াং মম দুঃখং বিনোদয়ামি, যদি নিদ্রাং লভে।] (নিষ্ক্রান্তা)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—(সহর্ষম্) ভোঃ! দিট্‌ঠিআ তত্তহোদো বচ্ছরাঅস্স অভিপ্পেদবিবাহ-মঙ্গল-রমণিজ্জো কালো দিট্‌ঠো! ভো! কো ণাম এদং জাণাবি তাদিসে বয়ং অনত্থসলিলাবত্তে পক্‌খিত্তা উণ উম্মজ্জিস্‌সামো ত্তি। ইদাণিং পাসাদেসু বসীঅদি, অন্দেউরদিগ্‌ঘিআসু ণ্‌হাইঅদি, পকিদিমউর-সুউমা-রাণি মোদঅখজ্জআণি খজ্জীঅন্তি ত্তি অণচ্ছরসংবাসো উত্তরকুরুবাসো মএ অণুভবীঅদি। এক্কো খু মহন্ত দোসো, মম আহারো সুঠ্‌ঠু ণ পরিণমদি। সুপ্পচ্ছদণাএ সয্যাএ ণিদ্দং ণ লভামি, জহ বাদসোণিদং অভিদো বিঅ বত্তদি ত্তি পেক্‌খামি। [(সহর্ষম্) ভোঃ! দিষ্ট্যা তত্রভবতো বৎসরাজ-

স্যাভিপ্রেতবিবাহমঙ্গলরমণীয়ঃ কালো দৃষ্টঃ। ভোঃ! কো নামৈতজ্জানাতি—তাদৃশে বয়মনর্থসলিলাবর্তে প্রক্ষিপ্তাঃ পুনরুন্মঙ্ক্ষ্যাম ইতি। ইদানীং প্রাসাদেষূষ্যতে, অন্তঃপুরদীর্ঘিকাসু স্নায়তে, প্রকৃতিমধুরসুকুমারাণি মোদকখাদ্যানি খাদ্যন্ত ইত্যনপ্সরঃসংবাস উত্তরকুরুবাসো ময়ানুভূয়তে। একঃ খলু মহান্ দোষঃ, মমাহারঃ সুষ্ঠু ন পরিণমতি, সুপ্রচ্ছদনায়াং শয্যায়াং নিদ্রাং ন লভে, যথা বাতশোণিতমভিত ইব বর্তত ইতি পশ্যামি। ভোঃ! সুখং নামপরিভূতমকল্যবর্তং চ।]

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী—কহিং ণু খু গদো অয্য-বসন্তও? (পরিক্রম্যাবলোক্য) অম্হো! এসো অয্য-বসন্তও। (উপগম্য) অয্য বসন্তঅ! কো কালো তুমং অণ্ণেসামি। [কুত্র নু খলু গত আর্য বসন্তকঃ? (পরিক্রম্যাবলোক্য) অহো! এষ আর্য বসন্তকঃ। (উপগম্য) আর্য বসন্তকঃ! কঃ কালস্ত্বামন্বিষ্যামি।]

বিদূষকঃ -(দৃষ্টবা) কিং নিমিত্তং ভদ্দে! মং অণ্ণেসসি? [(দৃষ্টবা) কিন্নিমিত্তং ভদ্রে! মামন্বিষ্যসি?]

চেটী—অম্হাণং ভট্টিণী ভণাদি—অবি ণ্হাদো জামাদুও ত্তি? [অস্মাকং ভট্টিনী ভণতি—অপি স্নাতো জামাতেতি?]

বিদূষকঃ—কিং নিমিত্তং ভোদি পুচ্ছদি? [কিন্নমিত্তং ভবতি পৃচ্ছতি?]

চেটী—কিমণ্ণং। সুমণাবণ্ণঅং আণেমি ত্তি। [কিমন্যং। সুমনোবর্ণকমানয়ামীতি।

বিদূষকঃ—ণ্হাদো তত্তভবং। সব্বং আণেদু ভোদী বজ্জিঅ ভোঅণং। [স্নাতস্তত্রভবান্। সর্বমানয়তু ভবতী বর্জয়িত্বা ভোজনম্।]

চেটী - কিং নিমিত্তং বারেসি ভোঅণং? [কিন্নিমিত্তং বারয়সি ভোজনম্?]

বিদূষকঃ—অধণ্ণস্য মম কোইলাণং অক্খিপরিবট্টো বিঅ কুক্খিপরিবট্টো সংবুত্তো [অধন্যস্য কোকিলানামক্ষিপরিবর্ত ইব কুক্ষিপরিবর্তঃ সংবৃত্তঃ!]

চেটী—ঈদিসো এব্ব হোহি। [ঈদৃশ এব ভব।]

বিদূষকঃ—গচ্ছদু ভোদী। জাব অহং বি তত্তহোদো সআসং গচ্ছামি। [গচ্ছতু ভবতী। যাবদহমপি তত্রভবতঃ সকাশং গচ্ছামি।] (নিষ্ক্রান্তৌ)

(প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি সপরিবারা পদ্মাবতী আবন্তিকাবেষধারিণী বাসবদত্তা চ)

চেটী—কিং নিমিত্তং ভট্টিদারিআ পমদবণং আঅদা? [কিন্নিমিত্তং ভর্তৃদারিকা প্রমোদবনমাগতা?]

পদ্মাবতী—হলা! তাণি দাব সেহালিআগুম্হআণি পেক্খামি কুসুমিদাণি বা ণ বেত্তি। [হলা! তে তাবচ্ছেফালিগুল্মকাঃ পশ্যামি কুসুমিতা বা ন বেতি।]

চেটী—ভট্টিদারিএ! তাণি কুসুমিদাণি নাম, পবালন্তরিদেহিং বিঅ মোত্তিআলম্বএহিং আইদাণি কুসুমেহিং। [ভর্তৃদারিকে! তে কুসুমিতা নাম, প্রবালান্তরিতৈরিব মৌক্তিকালম্বকৈরাচিতাঃ কুসুমৈঃ।]

পদ্মাবতী—হলা। জদি এব্বং, কিং দাণিং বিলম্বেসি? [হলা! যদ্যেবং, কিমিদানীং বিলম্বসে?]

চেটী—তেণ হি ইমস্সিং সিলাবট্টএ মুহুত্তঅং উপবিসদু ভট্টিদারিআ। জাব অহং বি কুসুমাবচঅং করেমি। [তেন হ্যস্মিঞ্ শিলাপট্টকে মুহূর্তকমুপবিশতু ভর্তৃদারিকা। যাবদহমপি কুসুমাবচয়ং করোমি।]

পদ্মাবতী—অয্যে! কিং এত্থ উপবিসামো? [আর্যে! কিমত্রোপবিশাবঃ?]

বাসবদত্তা—এব্বং হোদু। [এবং ভবতু।] (উভে উপবিশতঃ)

চেটী—(তথা কৃত্বা) পেক্খদু পেক্খদু ভট্টিদারিআ—অদ্ধমণসিলাপট্টএহিং বিঅ সেহালিআ-কুসুমেহিং পূরিঅং মে অঞ্জলিং। [(তথা কৃত্বা) প্রেক্ষতাং প্রেক্ষতাং ভর্তৃদারিকা অর্ধমনঃশিলাপট্টকৈরিব শেফালিকাকুসুমৈঃ পূরিতং মেঽঞ্জলিম্।]

পদ্মাবতী—(দৃষ্ট্বা) অহো বিইত্তদা কুসুমাণং। পেক্খদু অয্যা। [(দৃষ্ট্বা) অহো বিচিত্রতা কুসুমানাম্! প্রেক্ষতাং প্রেক্ষতামার্যা।]

বাসবদত্তা—অহো দংসণীঅদা কুসুমাণং। [অহো দর্শনীয়তা কুসুমানাম্।]

চেটী—ভট্টিদারিএ! কিং ভূয়ো অবইণুস্সং? [ভর্তৃদারিকে! কিং ভূয়োঽবচেষ্যামি?]

পদ্মাবতী—হলা! মা মা ভূয়ো অবইণিঅ। [হলা! মা মা ভূয়োঽবচিত্য।]

বাসবদত্তা—হলা! কিং নিমিত্তং বারেসি? [হলা! কিন্নিমিত্তং বারয়সি?]

পদ্মাবতী—অয্যউত্তো ইহ আঅচ্ছিঅ ইমং কুসুমসমিদ্ধিং পেক্খিঅ সম্মাণিদা ভবেঅং। [আর্যপুত্র ইহাগত্যেমাং কুসুমসমৃদ্ধিং প্রেক্ষ্য সম্মানিতা ভবেয়ম্।]

বাসবদত্তা—হলা! পিও দে ভত্তা? [হলা! প্রিয়স্তে ভর্তা?]

পদ্মাবতী—অয্যে! ণ জাণামি, অয্যউত্তেণ বিরহিদা উক্কণ্ঠিদা হোমি। [আর্যে! ন জানামি, আর্যপুত্রেণ বিরহিতোৎকণ্ঠিতা ভবামি।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) দুক্খরং খু অহং করেমি, ইঅং বি ণাম এব্বং মন্তেদি। [(আত্মগতম্) দুষ্করং খল্বহং করোমি। ইয়মপি নামৈবং মন্ত্রয়তে।]

চেটী—অভিজাদং খু ভট্টিদারিআএ মন্তিদং—পিও মে ভত্ত ত্তি। [অভিজাতং খলু ভর্তৃদারিকয়া মন্ত্রিতং—প্রিয়ো মে ভর্তেতি।]

পদ্মাবতী—একো খু মে সন্দেহো। [একঃ খলু মে সন্দেহঃ।]

বাসবদত্তা—কিং কিং? [কিং কিম্?]

পদ্মাবতী—জহ মম অয্যউত্তো, তহ এব্ব অয্যাএ বাসবদত্তাএ ত্তি? [যথা মমার্য-পুত্রস্তথৈবার্যায়া বাসবদত্তায়া ইতি?]

বাসবদত্তা—অদো বি অহিঅং। [অতোঽপ্যধিকম্।]

পদ্মাবতী—কহং তুবং জাণাসি? [কথং ত্বং জানাসি?]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) হং, অয্যউত্তপক্খবাদেণ অদিকন্দো সমুদাআরো। এব্বং দাব ভণিস্সং। (প্রকাশম্) জই অপ্পো সিণেহো, সা সজণং ণ পরিত্তজদি। (আত্মগতম্) হুম্, আর্যপুত্রপক্ষপাতেনাতিক্রান্তঃ সমুদাচারঃ। এবং তাবদ্ ভণিষ্যামি। (প্রকাশম্) যদ্যল্পঃ স্নেহঃ, সা স্বজনং ন পরিত্যজতি।

পদ্মাবতী—হোদব্বং। [ভবিতব্যম্।]
চেটী—ভট্টিদারিএ! সাহু ভট্টারং ভণাহি—অহং বি বীণং সিক্খিস্সামি ত্তি। [ভর্তৃদারিকে! সাধু ভর্তারং ভণ—অহমপি বীণাং শিক্ষিষ্য ইতি।]
পদ্মাবতী—উত্তো মএ অয্যউত্তো। [উক্তো ময়ার্যপুত্রঃ।]
বাসবদত্তা—তদো কিং ভণিদং? [ততঃ কিং ভণিতম্?]
পদ্মাবতী—অভণিঅ কিঞ্চি দিগ্ঘং ণিস্সসিঅ তুহ্ণীও সংবুত্তো [অভণিত্বা কিঞ্চিদ্ দীর্ঘং নিঃশ্বস্য তূষ্ণীকঃ সংবৃত্তঃ।]
বাসবদত্তা—তদো তুবং কিং বিঅ তক্কেসি? [ততস্ত্বং কিমিব তর্কয়সি?]
পদ্মাবতী—তক্কেমি—অয্যাএ বাসবদত্তাএ গুণাণি সুমরিঅ দক্খিণদাএ মম অগ্গদো ণ রোদিদি ত্তি। [তর্কয়াম্যার্যায়া বাসবদত্তায়া গুণান্ স্মৃত্বা দাক্ষিণ্যতয়া মমাগ্রতো ন রোদিতীতি।]
বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ধঞ্ঞা খু হি, জদি এব্বং সচ্চং ভবে। [(আত্মগতম্) ধন্যা ধন্যা খল্বস্মি, যদ্যেবং সত্যং ভবেৎ!] (ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকশ্চ)
বিদূষক—হী হী! পচিঅ-পড়িঅ-বন্ধুজীবকুসুম—বিরলবাদরমণিজ্জং পমদবণং। ইদো দাব ভবং [হী হী! প্রচিতপতিতবন্ধুজীবকুসুমবিরলপাতরমণীয়ং প্রমোদবনম্। ইতস্তাবদ্ ভবান্।]
রাজা—বয়স্য বসন্তক! অয়মহমাগচ্ছামি।

> কামেনোজ্জয়িনীং গতে ময়ি তদা কামপ্যবস্থাং গতে
> দৃষ্টবা স্বৈরমবন্তিরাজতনয়াং পঞ্চেষবঃ পাতিতাঃ।
> তৈরদ্যাপি সশল্যমেব হৃদয়ং ভূয়শ্চ বিদ্ধা বয়ং
> পঞ্চেষুর্মদনো যদি কথময়ং ষষ্ঠঃ শরঃ পাতিতঃ? ॥১॥

বিদূষক—কহিং ণু খু গদা তত্তহোদি পদুমাবদী, লদামণ্ডবং গদা ভবে, উদাহো অসণকুসুমসণ্ডিদং বগ্ঘচম্মাবগুণ্ঠিদং বিঅ পব্বদতিলঅং ণাম শিলাপট্টঅং গদা ভবে, আদু অধিঅ-কড়ুডঅগন্ধ—সত্তচ্ছদবণং পবিট্ঠা ভবে, অহব আলিহিদমিঅপক্খিসংকুলং দারুপব্বদঅং গদা ভবে? (ঊর্ধ্বমবলোক্য) হী হী! সরঅকালণিম্মলে অন্তরিকখে পসাইঅবলদেববাহুদং সণীঅং সারসপন্তিং জাব সমাহিদং গচ্ছন্তিং পেক্খদু দাব ভবং। [কুত্র নু খলু গতা তত্রভবতী পদ্মাবতী, লতামণ্ডপং গতা ভবেৎ, উতাহো অসনকুসুমসঞ্চিতং ব্যাঘ্রচর্মাবগুণ্ঠিতমিব পর্বততিলকং ব নাম শিলাপট্টকং গতা ভবেৎ, অথবা অধিককটুকগন্ধসপ্তচ্ছদবনং প্রবিষ্টা ভবেৎ, অথবালিখিতমৃগপক্ষিসংকুলং দারুপর্বতকং গতা ভবেৎ? (ঊর্ধ্বমবলোক্য) হী হী! শরৎকালনির্মলেঽন্তরিক্ষে প্রসাদিতবলদেববাহুদর্শনীয়াং সারসপঙ্‌ক্তিং যাবৎ সমাহিতং গচ্ছন্তীং প্রেক্ষতাং তাবদ্ ভবান্।]
রাজা—বয়স্য! পশ্যাম্যেনাম্,

> ঋজ্বায়তাং চ বিরলাং চ নতোন্নতাং চ
> সপ্তর্ষিবংশকুটিলাং চ নিবর্তনেষু।
> নির্মুচ্যমানভুজগোদরনির্মলস্য
> সীমামিবাম্বরতলস্য বিভজ্যমানাম্ ॥২॥

চেটী—পেক্‌খদু পেক্‌খদু ভট্টিদারিআ এদং কোকণদমালাপাণ্ডুররমণীঅং সারসপন্তিং জাব সমাহিদং গচ্ছন্তিং। অম্মো ভট্টা। [প্রেক্ষতাং প্রেক্ষতাং ভর্তৃদারিকা এতাং কোকনদমালাপাণ্ডুবরমণীয়াং সারসপঙ্‌ক্তিং যাবৎ সমাহিতং গচ্ছন্তীম্‌। অহো ভর্ত্তা।]

পদ্মাবতী—হং অধ্যউত্তো। অয্যে, তব কারণাদো অয্যউত্তদংসণং পরিহরামি। তাং এমাং দাব মাহবীলদামণ্ডবং পবিসামো। [হম্‌ আর্যপুত্রঃ আর্যে! তব কারণাদার্যপুত্রদর্শনং পরিহরামি! তদিমং তাবন্মাধবীলতামণ্ডপং প্রবিশামঃ।]

বাসবদত্তা—এব্বং হোদু। [এবং ভবতু।]

(তথা কুর্ব্বন্তি)

বিদূষকঃ—তত্তহোদী পদুমাবদী ইহ আঅচ্ছিঅ নিগ্গদা ভবে। [তত্রভবতী পদ্মাবতীহাগত্য নির্গতা ভবেৎ।]

রাজা—কথং ভবান্‌ জানাতি ?

বিদূষক—ইমাণি অবইদকুসুমাণি সেফালিআগুচ্ছআণি পেক্‌খদু দাব ভবং। [ইমানপচিতকুসুমান্‌ শেফালিকাগুচ্ছকান্‌ প্রেক্ষতাং তাবদ্‌ ভবান্‌।]

রাজা—অহো বিচিত্রতা কুসুমস্য, বসন্তক!

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্‌) বসন্তঅসঙ্কিত্তণেণ অহং পুণ জাণামি উজ্জইণীএ বত্তামি ত্তি। [(আত্মগতম্‌) বসন্তসংকীর্ত্তনেনাহং পুনর্জানামি উজ্জয়িন্যাং বর্ত্তে ইতি।]

রাজা—বসন্তক! অস্মিন্নেবাসীনৌ শিলাতলে পদ্মাবতীং প্রতীক্ষিষ্যাবহে।

বিদূষকঃ—ভো! তহ। (উপবিশ্যোত্থায়) হী হী! সরঅকালতিক্‌খো দুস্সহো আদবো। তা ইমং দাব মাহবীলমণ্ডবং পবিসামো। [ভোস্তথা। (উপবিশ্যোত্থায়) হী হী! শরৎকালতীক্ষ্ণো দুঃসহ আতপঃ। তদিমং তাবন্মাধবীমণ্ডপং প্রবিশাবঃ।]

রাজা—বাঢ়ম্‌। গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ—এব্বং হোদু। [এবং ভবতু।]

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

পদ্মাবতী—সব্বং আউলং কত্তুকামো অয্যবসন্তও কিং দাণিং করেমহ ? [সর্বমাকুলং কর্তুকাম আর্যবসন্তকঃ। কিমিদানীং কুর্মঃ ?]

চেটী—ভট্টিদারিএ! এদং মহুঅরপরিণিলীণং ওলংবলদং ওধুয় ভট্টারং বারইস্সং। [ভর্তৃদারিকে! এতাং মধুকবপরিনিলীনামবলম্বলতামবধূয় ভর্তারং বারয়িষ্যামি।]

পদ্মাবতী—এব্বং করেহি। [এবং কুরু।] (চেটি তথা করোতি)

বিদূষকঃ—অবিহা অবিহা, চিট্‌ঠদু চিট্‌ঠদু দাব ভবং। [অবিধা অবিধা, তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু তাবৎ ভবান্‌।]

রাজা—কিমর্থম্‌ ?

বিদূষকঃ—দাসীএপুত্তেহি মহুঅরেহি পীড়িদোম্হি। [দাস্যাঃপুত্রৈর্মধুকরৈঃ পীড়িতোঽস্মি।]

রাজা—মা মা ভবানেবম্। মধুকরসন্ত্রাসঃ পরিহার্যঃ। পশ্য,

মধুমদকলা মধুকরা মদনার্তাভিঃ প্রিয়াভিরুপ গূঢ়াঃ।
পাদন্যাসবিষণ্ণা বয়মিব কান্তাবিযুক্তাঃ স্যুঃ ॥৩॥

তস্মাদিহৈবাসিষ্যাবহে।

বিদূষকঃ—এব্বং হোদু। [এবং ভবতু।]

(উভাবুপবিশতঃ)

চেটী—ভট্টিদারএ! রুন্ধা খু মহে বয়ং। [ভর্তৃদারিকে! রুদ্ধাঃ খলু স্মো বয়ম্!]

পদ্মাবতী—দিট্‌ঠিআ উপবিট্‌ঠো অয্যউত্তো। [দিষ্ট্যোপবিষ্ট আর্যপুত্রঃ।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) দিট্‌ঠিআ পকিদিত্থসরীরো অয্যউত্তো। [দিষ্ট্যা প্রকৃতিস্থশরীর আর্যপুত্রঃ।]

চেটি—ভট্টিদারিএ! সাস্সুপাদা খু অয্যাএ দিট্‌ঠী। [ভর্তৃদারিকে! সাশ্রুপাতা খল্বার্যায়া দৃষ্টিঃ।]

বাসবদত্তা—এসা খু মহুঅরাণং অবিণআদো কাসকুসুমরেণুণা পড়িদেণ সোদআ মে দিট্‌ঠো। [এসা খলু মধুকরাণামবিনয়াৎ কাশকুসুমরেণুনা পতিতেন সোদকা মে দৃষ্টিঃ।]

পদ্মাবতী—জুজ্জই। [যুজ্যতে।]

বিদূষকঃ—ভো সুণ্ণং খু ইদং পমদবণং। পুচ্ছিদব্বং কিঞ্চি অত্থি। পুচ্ছামি ভবন্তং। [ভোঃ। শূন্যং খল্বিদং প্রমোদবনম্। প্রষ্টব্যং কিঞ্চিদস্তি। পৃচ্ছামি ভবন্তম্।]

রাজা—ছন্দতঃ।

বিদূষকঃ—কা ভবদো পিআ—তদাণিং তত্তহোদী বাসবদত্তা, ইদাণিং পদুমাবদী বা? [কা ভবতঃ প্রিয়া—তদানীং তত্রভবতী বাসবদত্তা, ইদানীং পদ্মাবতী বা?]

রাজা—কিমিদানীং ভবান্ মহতি বহুমানসংকটে মাং ন্যস্যতি?

পদ্মাবতী—হলা! জাদিসে সংকডে নিক্‌খিত্তো অয্যউত্তো। [হলা! যাদৃশে সংকটে নিক্ষিপ্ত আর্যপুত্রঃ।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) অহং অ মন্দভাআ। [(আত্মগতম্) অহং চ মন্দভাগা।]

বিদূষকঃ—সেরং সেরং ভণদু ভবং। এক্কা উবরদা, অবরা অসণ্ণিহিদা। [স্বৈরং স্বৈরং ভণতু ভবান্। একোপরতা, অপরাহসন্নিহিতা।]

রাজা—বয়স্য। ন খলু ন খলু ব্রূয়াম্। ভবাংস্তু মুখরঃ।

পদ্মাবতী—এত্তএণ ভণিদং অয্যউত্তেণ। [এতাবতা ভণিতমার্যপুত্রেণ।]

বিদূষকঃ—ভো সচ্চেণ সবামি—কস্স বিণ আচক্‌খিস্সং। এসা সন্দট্‌ঠা মে জীহা। [ভোঃ! সত্যেন শপামি।—কস্মা অপি নাখ্যাস্যামি। এষা সন্দষ্টা মে জিহ্বা।]

রাজা—নোৎসহে সখে! বক্তুম্।

পদ্মাবতী—অহো ইমস্স পুরোভাইদা! এত্তিএণ হিঅঅং ণ জানাদি। [অহো অস্য পুরোভাগিতা! এতাবতা হৃদয়ং ন জানাতি।]

বিদূষকঃ—কিং ণ ভণাদি মম ? অনাচক্খিঅ ইমাদো সিলাবট্টাআ ণ সক্কং একপদং বি গমিদুং। এসো রুদ্ধো অত্তভবং। [কিং ন ভণতি মম ? অনাখ্যায়াস্মাচ্ছিলাপট্টকান্ন শক্যমেকপদমপি গন্তুম্। এষ রুদ্ধোঽত্রভবান্।]

রাজা—কিং বলাৎকারেণ।

বিদূষকঃ—আম, বলাক্কারেণ। [আম, বলাৎকারেণ।]

রাজা—তেন হি পশ্যামস্তাবৎ।

বিদূষকঃ—পসীদদু পসীদদু ভবং। বঅস্সভাবেণ সাবিদো সি, জহ সচ্চং ণ ভণাসি। [প্রসীদতু প্রসীদতু ভবান্। বয়স্যভাবেন শাপিতোঽসি, যদি সত্যং ন ভণসি।]

রাজা—কা গতিঃ ? শ্রূয়তাম্—

পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি ॥৪॥

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ভোদু ভোদু। দিণ্ণং বেদণং ইমস্স পরিখেদস্স। অহো অঞ্ঞাদবাসং পি এত্থ বহুগুণং সংপজ্জই। [(আত্মগতম্) ভবতু ভবতু। দত্তং বেতনমস্য পরিখেদস্য। অহো অজ্ঞাতবাসোঽপ্যত্র বহুগুণঃ সম্পদ্যতে।]

চেটী—ভট্টিদারিএ। অদক্খিঞ্ঞো খু ভট্টা। [ভর্তৃদারিকে। অদাক্ষিণ্যঃ খলু ভর্তা।]

পদ্মাবতী—হলা। মা মা এব্বং। সদক্খিঞ্ঞো এব্ব অয্যউত্তো, জো ইদাণিং বি অয্যাএ বাসবদত্তাএ গুণাণি সুমরদি। [হলা। মা মৈবম্। সদাক্ষিণ্য এবার্যপুত্রঃ য ইদানীমপ্যার্যায়া বাসবদত্তায়া গুণান্ স্মরতি।]

বাসবদত্তা—ভদ্দে। অভিজনস্স সদিসং মন্তিদং। [ভদ্রে। অভিজনস্য সদৃশং মন্ত্রিতম্।]

রাজা—উক্তং ময়া। ভবানিদানীং কথয়তু। কা ভবতঃ প্রিয়া—তদা বাসবদত্তা, পদ্মাবতী বা ?

পদ্মাবতী—অয্যউত্তো পি বসন্তও সংবুত্তো। [আর্যপুত্রোঽপি বসন্তকঃ সংবৃত্তঃ।]

বিদূষকঃ—কিং মে বিপ্পলবিদেণ ? উভও তত্তহোদীও মে বহুমদাও। [কিং মে বিপ্রলপিতেন ? উভে অপি তত্রভবত্যৌ মে বহুমতে।]

রাজা—বৈধেয়। মামেবং বলাচ্ছ্রুত্বা কিমিদানীং নাভিভাষসে ?

বিদূষকঃ—কিং মং পি বলক্কারেণ। [কিং মামপি বলাৎকারেণ।]

রাজা—অথ কিম্, বলাৎকারেণ ?

বিদূষকঃ—তেণ হি ণ সক্কং সোদুং। [তেন হি ন শক্যং শ্রোতুম্।]

রাজা—প্রসীদতু, প্রসীদতু মহাব্রাহ্মণঃ। স্বৈরং স্বৈরমভিধীয়তাম্।

বিদূষকঃ—ইদাণিং সুণাদু ভবং। তত্তহোদী বাসবদত্তা মে বহুমদা। তত্তহোদী পদুমাবদী তরুণী দস্সণীআ অকোবণা অণহঙ্কারা মহুরবাআ সদক্খিঞ্ঞা। অঅং চ অবরো মহন্তো গুণো, সিণিদ্ধেণ ভোঅণেণ মং

পচ্ছন্দ্গচ্ছই বাসবদত্তা—কহিং ণু খু গদো, অয্যবসন্তও ত্তি। [ইদানীং শৃণোতু ভবান্। তত্রভবতী বাসবদত্তা মে বহুমতা তত্রভবতী পদ্মাবতী তরুণী দর্শনীয়া অকোপনা অনহংকারা মধুরবাক্ সদাক্ষিণ্যা। অয়ং চাপরো মহান্ গুণঃ, স্নিগ্ধেন ভোজনেন মাং প্রত্যুদ্গচ্ছতি বাসবদত্তা—কুত্র নু খলু গত আর্যবসন্তক ইতি।]

বাসবদত্তা—ভোদু ভোদু, বসন্তঅ! সুমরেহি দাণিং এদং। [ভবতু, ভবতু বসন্তক! স্মরেদানীমেতাম্।]

রাজা—ভবতু ভবতু বসন্তক! সর্বমেতৎ কথয়িষ্যে দেব্যৈ বাসবদত্তায়ৈ।

বিদূষকঃ—অবিহা বাসবদত্তা। কহিং বাসবদত্তা? চিরা খু উবরদা বাসবদত্তা। [অবিধা বাসবদত্তা। কুত্র বাসবদত্তা? চিরাৎ খলূপরতা বাসবদত্তা।]

রাজা—(সবিষাদম্) এবম্। উপরতা বাসবদত্তা!

> অনেন পরিহাসেন ব্যাক্ষিপ্তং মে মনস্তয়া।
> ততো বাণী তথৈবেয়ং পূর্বাভ্যাসেন নিঃসৃতা ॥৫॥

পদ্মাবতী—রমণীও খু কহাজোও ণিসংসেণ বিসংবাদিও। [রমণীয়ঃ খলু কথাযোগো নৃশংসেন বিসংবাদিতঃ।]

বাসবদত্তা—(আত্মগতম্) ভোদু ভোদু, বিস্সত্থম্হি। অহো পিঅং ণাম, ঈদিসং বঅণং অপ্পচ্চক্খং সুণীঅদি। [(আত্মগতম্) ভবতু ভবতু, বিশ্বস্তাস্মি। অহো প্রিয়ং নাম ঈদৃশং বচনমপ্রত্যক্ষং শ্রূয়তে!]

বিদূষকঃ—ধারেদু ধারেদু ভবং। অণদিক্কমণীও হি বিহী। ঈদিসং দাণিং এদং। [ধারয়তু ধারয়তু ভবান্! অনতিক্রমণীয়ো হি বিধিঃ। ঈদৃশমিদানীমেতৎ।]

রাজা—বয়স্য! ন জানাতি ভবানবস্থাম্ কুতঃ?

> দুঃখং ত্যক্তুং বদ্ধমূলোঽনুরাগঃ
> স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্
> যাত্রা ত্বেষা যদ্বিমুচ্যেহ বাষ্পং
> প্রাপ্তানৃণ্যা যাতি বুদ্ধিঃ প্রসাদম্ ॥৬॥

বিদূষকঃ—অস্সুপাদকিলিণ্ণং খু তত্তহোদো মুহং। জাব মুহোদঅং আণেমি। [অশ্রুপাতক্লিন্নং খলু তত্রভবতো মুখম্। যাবন্মুখোদকমানয়ামি।]

(নিষ্ক্রান্তঃ)

পদ্মাবতী—অয্যে! বষ্ফাউল—পডন্তরিদং অয্যউত্তস্স মুহং! জাব ণিক্কমম্হ! [আর্যে! বাষ্পাকুলপটান্তরিতমার্যপুত্রস্য মুখম্! যাবন্নিষ্ক্রামামঃ।]

বাসবদত্তা—এব্বং হোদু। অহব চিট্ঠ তুবং! উক্কণ্ঠিদং ভত্তারং উজ্ঝিঅ অজুত্তং ণিগ্গমণং। অহং এব্ব গমিস্সম্! [এবং ভবতু। অথবা তিষ্ঠ ত্বম্। উৎকণ্ঠিতং ভর্তারমুজ্ঝিত্বাযুক্তং নির্গমনম। অহমেব গমিষ্যামি।]

চেটী—সুঠ্ঠু অয্যা ভণাদি। উবসপ্পদু দাব ভট্টিদারিআ। [সুষ্ঠু আর্যা ভণতি। উপসর্পতু তাবদ্ ভর্তৃদারিকা।]

পদ্মাবতী—কিং ণু খু পবিসামি? [কিং নু খলু প্রবিশামি?]

বাসবদত্তা—হলা ! পবিস। [হলা ! প্রবিশ।]

(ইত্যুক্ত্বা নিষ্ক্রান্তা)

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—(নলিনীপত্রেণ জলং গৃহীত্বা) এসা তত্তহোদী পদুমাবদী ! [এষা তত্রভবতী পদ্মাবতী !]

পদ্মাবতী—অয্য বসন্তঅ ! কিং এদং ? [আর্য বসন্তক ! কিমেতৎ]

বিদূষকঃ—এদং ইদং। ইদং এদং [এতদিদম্। ইদমেতৎ।]

পদ্মাবতী—ভণাদু, ভণাদু অয্যো ভণাদু। [ভণতু, ভণত্বার্যো ভণতু]

বিদূষকঃ—ভোদি। বাদণীদেণ কাসকুসুমরেণুণা অক্খিণিপডিদেণ সস্সুপাদং খু তত্তহোদো মুহং। তা গণ্হদু হোদী ইদং মুহোদঅং। [ভবতি। বাতনীতেন কাশকুসুমরেণুনাক্ষিনিপতিতেন সাশ্রুপাতং খলু তত্রভবতো মুখম্। তদ্ গৃহ্ণাতু ভবতীদং মুখোদকম্।]

পদ্মাবতী—(আত্মগতম্) অহো সদক্খিঞ্ঞস্স জণস্স পরিজণো বি সদক্খিঞ্ঞো এব্ব হোদি। (উপেত্য) জেদু অয্যউত্তো। ইদং মুহোদঅং। [(আত্মগতম্) অহো সদাক্ষিণ্যস্য জনস্য পরিজনোঽপি সদাক্ষিণ্য এব ভবতি। (উপেত্য জয়ত্বার্যপুত্রঃ। ইদং মুখোদকম্।]

রাজা—অয়ে পদ্মাবতী। (অপবার্য) বসন্তক। কিমিদম্ ?

বিদূষকঃ—(কর্ণে) এব্বং বিঅ। [(কর্ণে) এবমিব।]

রাজা—সাধু বসন্তক। সাধু। (আচম্য) পদ্মাবতি। আস্যতাম্।

পদ্মাবতী—জং অয্যউত্তো আণবেদি (উপবিশতি)।

[যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি (উপবিশতি)।]

রাজা—পদ্মাবতি।

শরচ্ছশাঙ্কগৌরেণ বাতাবিদ্ধেন ভামিনি।
কাশপুষ্পলবেনেদং সাশ্রুপাতং মুখং মম ॥ ৭ ॥
(আত্মগতম্) ইয়ং বালা নবোদ্বাহা সত্যং শ্রুত্বা ব্যথাং ব্রজেৎ।
কামং ধীরস্বভাবেয়ং স্ত্রীস্বভাবস্তু কাতরঃ ॥৮॥

বিদূষকঃ—উইদং তত্তহোদো মঅধরাঅস্স অবরণ্হকালে ভবন্তং অগ্গদো করিঅ সুহিজ্জন-দংসণং। সক্কারো হি ণাম সক্কারেণ পডিচ্ছিদো পীদিং উপ্পাদেদি। তা উট্ঠেদু দাব ভবং। [উচিতং তত্রভবতো মগধরাজস্যাপরাহ্ণকালে ভবন্তমগ্রতঃ কৃত্বা সুহৃজ্জনদর্শনম্। সৎকারো হি নাম সৎকারেণ প্রতীষ্টঃ প্রীতিমুৎপাদয়তি। তদুত্তিষ্ঠতু তাবদ্ ভবান্]

রাজা—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ। (উত্থায়)

গুণানাং বা বিশালানাং সৎকারাণাং চ নিত্যশঃ।
কর্তারঃ সুলভা লোকে বিজ্ঞাতারস্তু দুর্লভাঃ ॥৯॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

পদ্মিনিকা—মহুঅরিএ ! মহুঅরিএ ! আঅচ্ছ দাব সিগ্ঘং ! [মধুকরিকে ! মধুকরিকে ! আগচ্ছ তাবচ্ছীঘ্রম্ ।]

(প্রবিশ্য)

মধুকরিকা—হলা ! ইঅম্হি ! কিং করীঅদু ? [হলা ! ইয়মস্মি । কিং ক্রিয়তাম্]

পদ্মিনিকা—হলা ! কিং ণ জাণাসি তুবং ভট্টিদারিআ পদুমাবদী সীসবেদণাএ দুক্খাবিদেত্তি ? [হলা ! কিং ন জানাসি ত্বং ভর্তৃদারিকা পদ্মাবতী শীর্ষবেদনয়া দুঃখিতেতি ?]

মধুরিকা—হদ্ধি । [হা ধিক্ !]

পদ্মিনিকা—হলা । গচ্ছ সিগ্ঘং, অয্যং আবন্তিঅং সদ্দাবেহি । কেবলং ভট্টিদারিআএ সীসবেদণং এব্ব ণিবেদেহি । তদো সঅং এব্ব আগামিস্সদি । [হলা । গচ্ছ শীঘ্রম্, আর্যমবন্তিকাং শব্দাপয় । কেবলং ভর্তৃদারিকায়াঃ শীর্ষবেদনামেব নিবেদয় । ততঃ স্বয়মেবাগমিষ্যতি ।]

মধুরিকা—হলা । কিং সা করিস্সদি ? [হলা কিং সা করিষ্যতি ?]

পদ্মিনিকা—সা খু দাণি মহুরাহি কহাহি ভট্টিদারিআএ সীসবেদণং বিণোদেদি । [সা খল্বিদানীং মধুরাভিঃ কথাভিঃ ভর্তৃদারিকায়াঃ শীর্ষবেদনাং বিনোদয়তি ।]

মধুকরিকা—জুজ্জই । কহিং সঅণীয়ং রইদং ভট্টিদারিআএ ? [যুজ্যতে । কুত্র শয়নীয়ং রচিতং ভর্তৃদারিকায়াঃ ?]

পদ্মিনিকা—সমুদ্দগিহকে কিল সেজ্জাত্থিণ্ণা । গচ্ছ দাণিং তুবং । অহং বি ভট্টিণো নিবেদণত্থং অয্যবসন্তঅং অণ্ণেসামি । [সমুদ্রগৃহকে কিল শয্যাস্তীর্ণা । গচ্ছেদানীং ত্বম্ । অহমপি ভর্ত্রে নিবেদনার্থমার্যবসন্তকমন্বিষ্যামি ।]

মধুকরিকা—এব্বং হোদু । [এবং ভবতু ।] (নিষ্ক্রান্তা)

পদ্মিনিকা—কহিং দাণিং অয্যবসন্তঅং পেক্খামি ? [কুত্রেদানীমার্যবসন্তকং পশ্যামি ।]

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—অজ্জ খু দেবীবিওঅবিহুরহিঅঅস্স তত্তহোদো বচ্ছরাঅস্স পদুমাবদীপাণিগ্গহণসমীরিঅস্স অচ্চন্তসুহাবহে মঙ্গলোসবে মদণগ্গিদাহো অহিঅদরং বড্ঢই । (পদ্মিনিকাং বিলোক্য) অয়ি পদুমিণিআ । পদুমিণিএ । কিং ইহ বত্তদি ? [অদ্য খলু দেবীবিয়োগবিধুরহৃদয়স্য তত্রভবতো বৎসরাজস্য পদ্মাবতীপাণিগ্রহণসমীরিতস্যাত্যন্তসুখাবহে মঙ্গলোৎসবে মদনাগ্নিদাহোঽধিকতরং বর্ধতে । (পদ্মিনিকাং বিলোক্য) অয়ি পদ্মিনিকা । পদ্মিনিকে । কিমিহ বর্ততে ?]

পদ্মিনিকা—অয্য বসন্তঅ ! কিংণ জাণাসি তুবং ভট্টিদারিআ পদুমাবদী সীসবেদণাএ দুক্খাবিদেত্তি ? [আর্য বসন্তক । কিং ন জানাসি ত্বং ভর্তৃদারিকা পদ্মাবতী শীর্ষবেদনয়া দুঃখিতেতি ?]

বিদূষকঃ—ভোদি। সচ্চং, ণ জাণামি। [ভবতি। সত্যং ন জানামি।]

পদ্মিনিকা—তেণ হি ভট্টিণো ণিবেদেহি ণং। জাব অহং বি সীসাণুলেবনং তুবারেমি। [তেন হি ভর্ত্রে নিবেদয়ৈনাম্। যাবদহমপি শীর্ষানুলেপনং ত্বরয়ামি।]

বিদূষকঃ—কহিং সঅণীঅং রইদং পদুমাবদীএ? [কুত্র শয়নীয়ং রচিতং পদ্মাবত্যাঃ?]

পদ্মিনিকা—সমুদ্দগিহকে কিল সেজ্জা‌ত্থিণ্ণা। [সমুদ্রগৃহকে কিল শয্যাস্তীর্ণা।]

বিদূষকঃ—গচ্ছদু ভোদী। জাব অহং বি তত্তহোদো ণিবেদইস্সং। [গচ্ছতু ভবতী। যাবদহমপি তত্রভবতে নিবেদয়িষ্যামি।]

(নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ প্রবেশকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রাজা)

রাজা—

শ্লাঘ্যামবন্তিনৃপতেঃ সদৃশীং তনূজাং
কালক্রমেণ পুনরাগতদারভাবঃ।
লাবাণকে হুতবহেন হৃতাঙ্গযষ্টিং
তাং পদ্মিনীং হিমহতামিব চিন্তয়ামি ॥১॥

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—তুবরদু তুবরদু দাব ভবং। [ত্বরতাং ত্বরতাং তাবদ্ ভবান্।]

রাজা—কিমর্থম্?

বিদূষকঃ—তত্তহোদী পদুমাবতী সীসবেদণাএ দুক্খাবিদা। [তত্রভবতী পদ্মাবতী শীর্ষবেদনয়া দুঃখিতা।]

রাজা—কৈবমাহ?

বিদূষকঃ—পদুমিণিআএ কহিদং। [পদ্মিনিকয়া কথিতম্]

রাজা—ভোঃ। কষ্টং!

রূপশ্রিয়া সমুদিতাং গুণতশ্চ যুক্তাং
লব্ধ্বা প্রিয়াং মম তু মন্দ ইবাদ্য শোকঃ।
পূর্বাভিঘাতসরুজোঽপ্যনুভূতদুঃখঃ
পদ্মাবতীমপি তথৈব সমর্থয়ামি ॥২॥

অথ কস্মিন্ প্রদেশে বর্ততে পদ্মাবতী?

বিদূষকঃ—সমুদ্দগিহকে কিল সেজ্জা‌ত্থিণ্ণা। [সমুদ্রগৃহকে কিল শয্যাস্তীর্ণা।]

রাজা—তেন হি তস্যা মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—এদু এদু ভবং। [এত্বেতু ভবান্।]

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—ইদং সমুদ্দগিহকং। পবিসদু ভবং। [ইদং সমুদ্রগৃহকম্। প্রবিশতু ভবান্।]

রাজা—পূর্বং প্রবিশ।

বিদূষকঃ—ভো। তহ। (প্রবিশ্য) অবিহা। চিট্ঠদু, চিট্ঠদু দাব ভবং। [ভোঃ। তথা। (প্রবিশ্য) অবিহা। তিষ্ঠতু, তিষ্ঠতু তাবদ্ ভবান্।]

রাজা—কিমর্থম্?

বিদূষকঃ—এসো খু দীবপ্পভাবসূইদরূবো বসুধাতলে পরিবত্তমাণে অঅং কাওদরো। [এষ খলু দীপপ্রভাবসূচিতরূপো বসুধাতলে পরিবর্তমানোঽয়ং কাকোদরঃ।]

রাজা—(প্রবিশ্যাবলোক্য সস্মিতম্) অহো সর্পব্যক্তির্বৈধেয়স্য!

ঋজ্বায়তাং হি মুখতোরণলোলমালাং
ভ্রষ্টাং ক্ষিতৌ ত্বমবগচ্ছসি মূর্খ! সর্পম্।
মন্দানিলেন নিশি যা পরিবর্তমানা
কিঞ্চিৎ করোতি ভুজঙ্গস্য বিচেষ্টিতানি ॥৩॥

বিদূষকঃ—(নিরূপ্য) সুঠ্ঠু ভবং ভণাদি। ণ হু অঅং কাওঅরো। (প্রবিশ্যাবলোক্য) তত্তহোদী পদুমাবদী ইহ আঅচ্ছিঅ ণিগ্গদা ভবে। [(নিরূপ্য) সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি। ন খল্বয়ং কাকোদরঃ। (প্রবিশ্যাবলোক্য) তত্রভবতী পদ্মাবতী ইহাগত্য নির্গতা ভবেৎ।]

রাজা—বয়স্য! অনাগতয়া ভবিতব্যম্।

বিদূষকঃ—কহং ভবং জাণাদি? [কথং ভবান্ জানাতি?]

রাজা—কিমত্র জ্ঞেয়ম্? পশ্য—

শয্যা নাবনতা তথাস্তৃতসমা ন ব্যাকুলপ্রচ্ছদা
ন ক্লিষ্টং হি শিরোপধানমমলং শীর্ষাভিঘাতৌষধৈঃ।
রোগে দৃষ্টিবিলোভনং জনয়িতুং শোভা ন কাচিৎ কৃতা
প্রাণী প্রাপ্য রুজা পুনর্ন শয়নং শীঘ্রং স্বয়ং মুঞ্চতি ॥৪॥

বিদূষকঃ—তেণ হি ইমস্সিং সয্যাএ মুহুত্তঅং উববিসিঅ তত্তহোদিং পড়িবালেদু ভবং। [তেন হ্যস্যাং শয্যায়াং মুহূর্তকমুপপবিশ্য তত্রভবতীং প্রতিপালয়তু ভবান্।]

রাজা—বাঢ়ম্। (উপবিশ্য) বয়স্য! নিদ্রা মাং বাধতে। কথ্যতাং কাচিৎ কথা।

বিদূষকঃ—অহং কহইস্সং। হোঁত্তিং করেদু অত্তভবং। [অহং কথয়িষ্যামি। হোঁ ইতি করোত্বত্রভবান্।]

রাজা—বাঢ়ম্।

বিদূষকঃ—অত্থি ণঅরী উজ্জইণী নাম। তহিং অহিঅরমণীআণি উদাঅণ্হাণাণি বত্তন্তি কিল। [অস্তি নগর্যুজ্জয়িনী নাম। তত্রাধিকরমণীয়ান্যুদকস্নানানি বর্তন্তে কিল।]

রাজা—কথমুজ্জয়িনী নাম।

বিদূষকঃ—জই অনভিপ্পেদা এসা কহা, অণ্ণং কহইস্সম্। [যদ্যনভিপ্রেতৈষা কথা, অন্যাং কথয়িষ্যামি।]

রাজা—বয়স্য! ন খলু নাভিপ্রেতৈষা কথা। কিন্তু—

স্মরাম্যবন্ত্যাধিপতেঃ সুতায়াঃ
প্রস্থানকালে স্বজনং স্মরন্ত্যাঃ।
বাষ্পং প্রবৃত্তং নয়নান্তলগ্নং
স্নেহান্মমৈবোরসি পাতয়ন্ত্যাঃ ॥৫॥

অপি চ—

বহুশোঽপ্যপদেশেষু যথা মামীক্ষমাণয়া
হস্তেন স্রস্তকোণেন কৃতমাকাশবাদিনম্ ॥৬॥

বিদূষকঃ—ভোদু, অণ্ণং কহইস্সং। অত্থি ণঅরং বম্হদত্তং ণাম। তহিং কিল রাআ কংপিল্লো নাম। [ভবতু, অন্যাং কথয়িষ্যামি। অস্তি নগরং ব্রহ্মদত্তং নাম। তত্র কিল রাজা কাম্পিল্যো নাম।]

রাজা—কিমিতি, কিমিতি?

বিদূষকঃ—(পুনস্তদেব পঠতি)

রাজা—মূর্খ। রাজা ব্রহ্মদত্তঃ, নগরং কাম্পিল্যমিত্যভিধীয়তাম্।

বিদূষকঃ—কিং। রাআ বম্হদত্তো, ণঅরং কাম্পিল্লং? [কিম্। রাজা ব্রহ্মদত্তঃ, নগরং কাম্পিল্যম্?]

রাজা—এবমেতৎ।

বিদূষকঃ—তেণ হি মুহুত্তঅং পড়িবালেদু ভবং, জাব ওট্ঠগঅং করিস্সং। রাআ বম্হদত্তো, ণঅরং কম্পিল্লং। (ইতি বহুশস্তদেব পঠিত্বা) ইদাণিং সুণাদু ভবং। অয়্যি সুত্তো অত্তভবং। অদিসীদলা ইঅং বেলা। অত্তণো পাবরঅং গণ্হিঅ আঅমিস্সং। (নিষ্ক্রান্তঃ) [তেন হি মুহূর্তকং প্রতিপালয়তু ভবান্, যাবদোষ্ঠগতং করিষ্যামি। রাজা ব্রহ্মদত্তঃ নগরং কাম্পিল্যম্। (ইতি বহুশস্তদেব পঠিত্বা) ইদানীং শৃণোতু ভবান্। অয়ি সুপ্তোঽভবান্। অতিশীতলেয়ং বেলা। আত্মনঃ প্রাবারকং গৃহীত্বাগমিষ্যামি।] (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বাসবদত্তা আবন্তিকাবেষেণ, চেটী চ)

চেটী—এদু এদু অয্যা। দিঢং খু ভট্টিদারিআ সীসবেদণাএ দুক্খাবিদা। [এত্বেত্বার্যা। দৃঢং খলু ভর্তৃদারিকা শীর্ষবেদনয়া দুঃখিতা।]

বাসবদত্তা—হদ্ধি! কহিং সঅণীঅং রইদং পদুমাবদীএ? [হা ধিক্। কুত্র শয়নীয়ং রচিতং পদ্মাবত্যাঃ?]

চেটী—সমুদ্দগিহকে কিল সেজ্জাত্থিণ্ণা। [সমুদ্রগৃহকে কিল শয্যাস্তীর্ণা।]

বাসবদত্তা—তেণ হি অগ্গদো যাহি। [তেন হ্যগ্রতো যাহি।]

(উভে পরিক্রামতঃ)

চেটী—ইদং সমুদ্দগিহকং। পবিসদু অয্যা। জাব অহং বি সীসাণুলেবণং তুবারেমি। [ইদং সমুদ্রগৃহকম্। প্রবিশত্বার্যা। যাবদহমপি শীর্ষানুলেপনং ত্বরয়ামি।]

বাসবদত্তা—অহো অকরুণা খু ইস্সরা মে। বিরহ-পয্যুস্সুঅস্স অয্যউত্তস্স বিস্সমত্থাণভূদা ইঅং পি ণাম পদুমাবদী অস্সত্থা জাদা। জাব পবিশামি। [প্রবিশ্যাবলোক্য] অহো পরিজণস্স পমাদো। অস্সত্থং পদুমাবদিং কেবলং

দিবসহাঅং করিঅ পরিত্তঞ্জদি। ইত্তং প্রদ্মাবদী আসুত্তা। জাব উববিসামি। অহবা অঞ্ঞাসণ-পরিগ্গহেণ অপ্পো বিঅ বিঅ সিণেহো পড়িভাদি। তা ইমস্সিং সয্যাএ উববিসামি। [উপবিশ্য] কিং ণ্ হু এদাএ সহ উপবিসন্তীএ অজ্জ পহ্লাদিদং বিঅ মে হিঅঅং। দিট্ঠিআ অবিচ্ছিণ্ণসুহণিস্সাসা। ণিব্বুত্তরোআএ হোদব্বং। অহব এঅদেসসংবিভাঅদাএ সঅণীঅস্স সূএদি মং আলিঙ্গেহি ত্তি। জাব সইস্সং। শয়নং নাটয়তি) [অহো অকরুণাঃ খল্বীশ্ববা মে। বিরহপর্যুৎসুকস্যার্যপুত্রস্য বিশ্রম্ভস্থানভূতেয়মপি নাম পদ্মাবত্যস্বস্থা জাতা। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্যাবলোক্য) অহো পরিজনস্য প্রমাদঃ। অস্বস্থাং পদ্মাবতীং কেবলং দীপসহায়াং কৃত্বা পরিত্যজতি। ইয়ং পদ্মাবত্যবসুপ্তা। যাবদুপবিশ্রামি। অথবান্যাসনপরিগ্রহেণাল্প ইব স্নেহঃ প্রতিভাতি তদস্যাং শয্যায়ামু-পবিশ্যামি। (উপবিশ্য) কিং নু খল্বেতয়া সহোপবিশন্ত্যা অদ্য প্রহ্লাদিতমিব মে হৃদয়ম্! দিষ্ট্যাবিচ্ছিন্ন সুখনিঃশ্বাসা। নিবৃত্তোগয়া ভবিতব্যম্। অথবৈকদেশসংবিভাগতয়া শয়নীয়স্য সূচয়তি মামালিঙ্গেতি। যাবচ্ছয়িষ্যে। (শয়নং নাটয়তি)]

রাজা—(স্বপ্নায়তে) হা বাসবদত্তে!

বাসবদত্তা—সহসোত্থায) হং অয্যউত্তো, ণ হু পদুমাবদী। কিং ণু খু দিট্ঠম্হি? মহন্তো খু অয্যজোঅন্ধরাঅণস্স পডিণ্ণাহারো মম দংসণেণ নিফ্ফলো সংবুত্তো [সহসোত্থায়) হুম্ আর্যপুত্রঃ, ন খলু পদ্মাবতী। কিন্নু খলু দৃষ্টাস্মি? মহান্ খল্বার্যযৌগন্ধরায়ণস্য প্রতিজ্ঞাভারো মম দর্শনেন নিষ্ফলঃ সংবৃত্তঃ।]

রাজা—হা অবন্তিরাজপুত্রি!

বাসবদত্তা—দিট্ঠিআ সিবিণাঅদি খু অয্যউত্তো! ণ এত্থ কোচ্চি জণো। জাব মুহুত্তঅং চিট্ঠিঅ দিট্ঠিং হিঅঅং চ তোসেমি।

[দিষ্ট্যা স্বপ্নায়তে খল্বার্যপুত্রঃ। নাত্র কশ্চিজ্জনঃ। যাবন্মুহূর্তকং স্থিত্বাদৃষ্টিং হৃদয়ং চ তোষয়ামি।]

রাজা—হা প্রিয়ে! হা প্রিয়শিষ্যে! দেহি মে প্রতিবচনম্।

বাসবদত্তা—আলবামি ভট্টা! আলবামি। [আলপামি ভর্তঃ! আলপামি।]

রাজা—কিং কুপিতাসি?

বাসবদত্তা- ণ হি ণ হি, দুক্খিদম্হি। [ন হি ন হি দুঃখিতাস্মি।]

রাজা—যদ্যকুপিতা, কিমর্থং নালঙ্কৃতাসি?

বাসবদত্তা—ইদো বরং কিং? [ইতঃ পরং কিম্?]

রাজা—কিং বিরচিকাং স্মরসি?

বাসবদত্তা—(সরোষম্) আ অবেহি, ইহাবি বিবচিআ। [(সরোষম্) আ অপেহি, ইহাপি বিরচিকা।]

রাজা—তেন হি বিরচিকার্থং ভবতীং প্রসাদয়ামি। (হস্তৌ প্রসারয়তি)

বাসবদত্তা—চিরং ঠিদম্হি। কো বি মং পেক্খে। তা গম্মিসং। অহব, সয্যাপলম্বিঅং অয্যউত্তস্স হত্থং সঅণীএ আরোবিঅ গমিস্সং। (তথা কৃত্বা নিষ্ক্রান্তা) [চিরং স্থিতাস্মি। কোঽপি মাং পশ্যেৎ। তদ্ গমিষ্যামি।

অথবা, শয্যাপ্রলম্বিতমার্যপুত্রস্য হস্তং শয়নীয় আরোপ্য গমিষ্যামি। (তথা কৃত্বা নিষ্ক্রান্তা)]

রাজা—(সহসোত্থায়) বাসবদত্তে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হা ধিক্।

নিষ্ক্রামন্ সম্ভ্রমেণাহং দ্বারপক্ষেণ তাড়িতঃ।
ততো ব্যক্তং ন জানামি ভূতার্থোঽয়ং মনোরথঃ ॥৭॥

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—অই পড়িবুদ্ধো অত্তভং। [অয়ি, প্রতিবুদ্ধোঽত্রভবান্।]

রাজা—বয়স্য! প্রিয়মাবেদয়ে, ধরতে খলু বাসবদত্তা।

বিদূষকঃ—অবিহা বাসবদত্তা। কহিং বাসবদত্তা? চিরা খু উবরদা বাসবদত্তা। [অবিহা বাসবদত্তা। কুত্র বাসবদত্তা? চিরাৎ খলূপরতা বাসবদত্তা।]

রাজা—বয়স্য! মা মৈবং,

শয্যায়ামবসুপ্তং মাং বোধয়িত্বা সখে! গতা।
দগ্ধেতি ব্রুবতা পূর্বং বঞ্চিতোঽস্মি রুমণ্বতা ॥৮॥

বিদূষকঃ—অবিহা! অসম্ভাবণীঅং এদং ণ! আ! উদঅহ্ণাণসংকিত্তণেণ তত্তহোদিং চিন্তঅন্তেণ সা সিবিণে দিট্ঠা ভবে। [অবিহা অসম্ভাবনীয়মেতদ্ ন। আ! উদকস্নানসংকীর্তনেন তত্রভবতী চিন্তয়তা সা স্বপ্নে দৃষ্টা ভবেৎ।]

রাজা—এবং, ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ।

যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্ ॥৯॥

বিদূষকঃ—ভো! বঅস্স! এদস্সিং ণঅরে অবন্তিসুন্দরী ণাম জক্খিণী পড়িবসদি। সা তুএ দিট্ঠা ভবে। [ভো বয়স্য! এতস্মিন্ নগরেঽবন্তিসুন্দরী নাম যক্ষিণী প্রতিবসতি। সা ত্বয়া দৃষ্টা ভবেৎ।]

রাজা—ন ন,

স্বপ্নস্যান্তে বিবুদ্ধেন নেত্রবিপ্রোষিতাঞ্জনম্।
চারিত্রমপি রক্ষন্ত্যা দৃষ্টং দীর্ঘালকং মুখম্ ॥১০॥

অপি চ বয়স্য! পশ্য পশ্য—

যোঽয়ং সন্ত্রস্তয়া দেব্যা তয়া বাহুর্নিপীড়িতঃ।
স্বপ্নেঽপ্যুৎপন্নসংস্পর্শো রোমহর্ষং ন মুঞ্চতি ॥১১॥

বিদূষকঃ—মা দাণিং ভবং অণত্থং চিন্তিঅ। এদু এদু ভবং। চউস্সালং পবিসামো। [মেদানীং ভবান্ অনর্থং চিন্তয়িত্বা। এত্বেতু ভবান্। চতুঃশালং প্রবিশাবঃ।]

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়ত্বার্যপুত্রঃ। অস্মাকং মহারাজো দর্শকো ভবন্তমাহ—এষ খলু ভবতোঽমাত্যো রুমণ্বান্ মহতা বলসমুদয়েনোপয়াতঃ খল্বারুণিমভিঘাতয়িতুম্। তথা হস্ত্যশ্বরথপদাতীনি মামকানি বিজয়াঙ্গানি সন্নদ্ধানি। তদুত্তিষ্ঠতু ভবান্। অপি চ—

ভিন্নাস্তে রিপবো ভবদ্গুণরতাঃ পৌরাঃ সমাশ্বাসিতাঃ ।
পাষ্ণীং যাপি ভবৎপ্রয়াণসময়ে তস্যা বিধানং কৃতম্ ।
যদ্যৎ সাধ্যমরিপ্রমাথজননং তত্তন্ময়ানুষ্ঠিতং
তীর্ণা চাপি বলৈর্নদী ত্রিপথগা বৎসাশ্চ হস্তে তব ॥১২॥

রাজা—(উত্থায়) বাঢ়ম্ । অয়মিদানীম্—

উপেত্য নাগেন্দ্রতুরঙ্গকীর্ণে তমারুণিং দারুণকর্মদক্ষম্ ।
বিকীর্ণবাণোগ্রতরঙ্গভঙ্গে মহার্ণবাভে যুধি নাশয়ামি ॥১৩॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

ষষ্ঠোঽঙ্ক

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—ক ইহ ভোঃ ! কাঞ্চনতোরণদ্বারমশূন্যং কুরুতে ?

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—অয্য । অহং বিজআ । কিং করীঅদু । [আর্য ! অহং বিজয়া । কিং ক্রিয়তাম্ ?]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি, নিবেদ্যতাং বৎসরাজ্যলাভপ্রবৃদ্ধোদয়ায়োদয়নায়—এষ খলু মহাসেনস্য সকাশাদ্ রৈভ্যসগোত্রঃ কাঞ্চুকীয়ঃ প্রাপ্তঃ, তত্রবত্যা চাঙ্গারবত্যা প্রেষিতার্যা বসুন্ধরা নাম বাসবদত্তাধাত্রী চ, প্রতীহারমুপস্থিতাবিতি ।

প্রতিহারী—অয্য ! অদেসকালো পড়িহারস্স । [আর্য ! অদেশকালঃ প্রতীহারস্য ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—কথমদেশকালো নাম ?

প্রতিহারী—সুণাদু অয্যো । অজ্জ ভট্টিণো সুয্যামুহপাসাদগদেণ কেণ বি বীণা বাদিদা । তং চ সুণিপ ভট্টিণা ভণিঅং—ঘোসবদীএ সদ্দো বিঅ সুণীঅদি ত্তি । [শৃণোত্বার্যঃ । অদ্য ভর্তুঃ সূর্যামুখপ্রাসাদগতেন কেনাপি বীণা বাদিতা । তাং চ শ্রুত্বা ভর্ত্রা ভণিতং—ঘোষবত্যাঃ শব্দ ইব শ্রূয়ত ইতি ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ততস্ততঃ ?

প্রতিহারী—তদো তহিং গচ্ছিঅ পুচ্ছিদো—কুদো ইমাএ বীণাএ আগমো ত্তি । তেণ ভণিঅং অম্হেহিং ণম্মদাতীরে কুয্যগুম্মলগ্গা দিট্ঠা । জই পওঅণং ইমাএ, উবণীঅদু ভট্টিণো ত্তি । তং উবণীদং অঙ্কে করিঅ মোহং গদো ভট্টা । তদো মোহপচ্চগদেণ বফ্‌ফপয্যাউলেণ মুহেণ ভট্টিণা ভণিঅং—দিট্ঠাসি ঘোসবদি ! সাহু ণ দিস্সদি ত্তি । অয্য ! ঈদিসো অণবসরো । কহং নিবেদেমি ? [ততস্তত্র গত্বা পৃষ্টঃ কুতোঽস্যা বীণায়া আগম ইতি । তেন ভণিতম্—অস্মাভির্নর্মদাতীরে কূর্চগুল্মলগ্না দৃষ্টা । যদি প্রয়োজনমনয়া, উপনীয়তাং ভর্ত্র ইতি । তাং চোপনীতামঙ্কে কৃত্বা মোহং গতো ভর্তা । ততো

মোহপ্রত্যাগতেন বাষ্পপর্যাকুলেন মুখেন ভার্ত্রা ভণিতম্—দৃষ্টাসি ঘোষবতি ! সা খলু ন দৃশ্যত ইতি। আর্য ! ঈদৃশোঽনবসরঃ। কথং নিবেদয়ামি ?]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি ! নিবেদ্যতাম্। ইদমপি তদাশ্রয়মেব।

প্রতিহারী—অয্য ! ইঅং নিবেদেমি। এসো ভট্টা সুয্যামুহপ্পাসাদাদো ওদরই। তা ইহ এব্ব নিবেদইস্সং [আর্য ! ইয়ং নিবেদয়ামি। এষ ভর্তা সূর্যামুখপ্রাসাদাদবতরতি। তদিহৈব নিবেদয়িষ্যামি।]

(উভৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা—

শ্রুতিসুখনিনদে ! কথং নু দেব্যাঃ
স্তনযুগলে জঘনস্থলে চ সুপ্তা।
বিহগগণরজোবিকীর্ণদণ্ডা
প্রতিভয়মধ্যুষিতাস্যরণ্যবাসম্ ॥১॥

অপি চ, অস্নিগ্ধাসি ঘোষবতি ! যা তপস্বিন্যা ন স্মরসি।

শ্রোণীসমুদ্বহনপার্শ্বনিপীড়িতানি
স্বেদস্তনান্তরসুখান্যুপগূহিতানি।
উদ্দিশ্য মাং চ বিরহে পরিদেবিতানি
বাদ্যান্তরেষু কথিতানি চ সস্মিতানি ॥২॥

বিদূষকঃ—অলং দাণিং ভবং অদিমত্তং সন্তপ্পিঅ। [অলমিদানীং ভবানতিমাত্রং সন্তপ্য।]

রাজা—

বয়স্য ! মা মৈবং,
চিরপ্রসুপ্তঃ কামো মে বীণয়াপ্রতিবোধিতঃ।
তাং তু দেবীং ন পশ্যামি যস্যা ঘোষবতী প্রিয়া ॥৩॥

বসন্তক ! শিল্পিজনসকাশান্নবযোগাং ঘোষবতীং কৃত্বা শীঘ্রমানয়।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। [যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি।]

(বীণাং গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু ভট্টা ! এসো খু মহাসেণস্স সআসাদো রব্ভসগোত্তো কঞ্চুইঅো দেবীএ অঙ্গারবদীএ পেসিদা অয্যা বসুন্ধরা নাম বাসবদত্তা ধত্তী অ পরিহারং উবট্ঠিদা। [জয়তু ভর্তা ! এষ খলু মহাসেনস্য সকাশাদ্ রভ্যসগোত্রঃ কাঞ্চুকীয়ো দেব্যঙ্গারবত্যা প্রেষিতার্যাবসুন্ধরা নাম বাসবদত্তাধাত্রী চ প্রতিহারমুপস্থিতৌ]

রাজা—তেন হি পদ্মাবতী তাবদাহূয়তাম্।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।] (নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—কিম্নু খলু শীঘ্রমিদানীময়ং বৃত্তান্তো মহাসেনেন বিদিতঃ !

(ততঃ প্রবিশতি পদ্মাবতী প্রতীহারী চ)

প্রতিহারী—এদু এদু ভট্টিদারিআ। [এত্বেতু ভর্তৃদারিকা।]

পদ্মাবতী—জেদু অয্যউত্তো ! [জয়ত্বার্যপুত্রঃ !]

রাজা—পদ্মাবতি ! কিং শ্রুতং—মহাসেনস্য সকাশাদ্ রৈভ্যসগোত্রঃ কাঞ্চুকীয়ঃ প্রাপ্তঃ, তত্র ভবত্যা চাঙ্গারবত্যা প্রেষিতার্যা বসুন্ধরা নাম বাসবদত্তাধাত্রী চ, প্রতিহারমুপস্থিতাবিতি।

পদ্মাবতী—অয্যউত্ত ! পিঅং মে ঞাদিকুলস্স কুসলবুত্তং সোদুং। [আর্যপুত্র ! প্রিয়ং মে জ্ঞাতিকুলস্য কুশলবৃত্তান্তং শ্রোতুম্।]

রাজা—অনুরূপমেতদ্ ভবত্যাভিহিতং—বাসবদত্তাস্বজনো মে স্বজন ইতি। পদ্মাবতি ! আস্যতাম্। কিমিদানীং নাস্যতে ?

পদ্মাবতী—অয্যউত্ত ! কিং মএ সহ উববিট্ঠো এদং জণং পেকংখিস্সদি ? [আর্যপুত্র ! কিং ময়া সহোপবিষ্ট এতং জনং দ্রক্ষ্যতি ?]

রাজা—কোঽত্র দোষঃ !

পদ্মাবতী—অয্যউত্তস্স অবরো পরিগ্গহো ত্তি উদাসীণং বিঅ হোদি। [আর্যপুত্রস্যাপরঃ পরিগ্রহ ইত্যুদাসীনমিব ভবতি।]

রাজা—কলত্রদর্শনার্হং জনং কলত্রদর্শনাৎ পরিহরতীতি বহুদোষমুৎপাদয়তি। তস্মাদাস্যতাম্।

পদ্মাবতী—জং অয্যউত্তো আণবেদি। (উপবিশ্য) অয্যউত্ত ! তাদো বা অম্বা বা কিং ণু খু ভণিস্সদি ত্তি আবিগ্গা বিঅ সংবুত্তা। [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি। (উপবিশ্য) আর্যপুত্র ! ততো বাম্বা বা কিংনু খলু ভণিষ্যতীত্যাবিগ্নেব সংবৃত্তা।]

রাজা—পদ্মাবতি ! এবমেতৎ।

কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে
কন্যা ময়াপ্যপহৃতা ন চ রক্ষিতা সা।
ভাগ্যৈশ্চলৈর্মহদবাপ্তগুণোপঘাতঃ
পুত্রঃ পিতুর্জনিতরোষ ইবাস্মি ভীতঃ ॥৪॥

পদ্মাবতী—ণ কিং সক্কং রক্খিদুং পত্তকালে। [ন কিং শক্যং রক্ষিতুং প্রাপ্তকালে।]

প্রতীহারী—এসো কঞ্চুইআো ধত্তী অ পড়িহারং উবট্ঠিদা। [এষ কাঞ্চুকীয়ো ধাত্রী চ প্রতিহারমুপস্থিতা।]

রাজা—শীঘ্রং প্রবেশ্যতাম্।

প্রতীহারী—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি।]

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ো ধাত্রী প্রতিহারী চ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভোঃ !

সম্বন্ধিরাজ্যমিদমেত্য মহান্ প্রহর্ষঃ
স্মৃত্বা পুনর্নৃপসুতানিধনং বিষাদঃ।
কিং নাম দৈব ! ভবতা ন কৃতং যদি স্যাদ্
রাজ্যং পরৈরপহৃতং কুশলং চ দেব্যা ? ॥৫॥

প্রতিহারী—এসো ভট্টা, উবসংপদু অয্যেয্যা। [এষ ভর্তা, উপসর্পত্বার্যঃ।]
কাঞ্চুকীয়ঃ (উপেত্য) জয়ত্বার্যপুত্রঃ।
ধাত্রী—জেদু ভট্টা! [জয়তু ভর্তা]
রাজা—(সবহুমানম্) আর্য!

পৃথিব্যাং রাজবংশ্যানামুদয়াস্তময়প্রভুঃ।
অপি রাজা স কুশলী ময়া কাঙ্ক্ষিতবান্ধবঃ॥৬॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—অথ কিম্ কুশলী মহাসেনঃ। ইহাপি সর্বগতং কুশলং পৃচ্ছতি।
রাজা—(আসনাদুত্থা।) কিমাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ?
কাঞ্চুকীয়ঃ—সদৃশমেতদ্ বৈদেহীপুত্রস্য। নম্বাসনস্থেনৈব। ভবতা শ্রোতব্যো মহাসেনস্য সন্দেশঃ।
রাজা—যদাজ্ঞাপয়তি মহাসেনঃ। (উপবিশতি)
কাঞ্চুকীয়ঃ—দিষ্ট্যা পরৈরপহৃতং রাজ্যং পুনঃ প্রত্যানীতমিতি। কুতঃ?

কাতরা যেঽপ্যশক্তা বা নোৎসাহস্তেষু জায়তে।
প্রায়েণ হি নরেন্দ্রশ্রীঃ সোৎসাহৈরেব ভুজ্যতে॥৭॥

রাজা—আর্য! সর্বমেতন্মহাসেনস্য প্রভাবঃ। কুতঃ?

অহমবজিতঃ পূর্বং তাবৎ সুতৈঃ সহ লালিতো
দৃঢ়মপহৃতা কন্যা ভূয়ো ময়া ন চ রক্ষিতা।
নিধনমপি চ শ্রুত্বা তস্যাস্তথৈব ময়ি স্বতা
ননু যদুচিতান্ বৎসান্ প্রাপ্তুং নৃপোঽত্র হি কারণম্॥৮॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—এষ মহাসেনস্য সন্দেশঃ। দেব্যাঃ সন্দেশমিহাত্রভবতী কথয়িষ্যতি।
রাজা—হা অম্ব!

ষোড়শান্তঃপুরজ্যেষ্ঠা পুণ্যা নগরদেবতা।
মম প্রবাসদুঃখার্তা মাতা কুশলিনী ননু?॥৯॥

ধাত্রী—অরোআ ভট্টিনী ভট্টারং সব্বগদং কুশলং পুচ্ছদি। [অরোগা ভট্টিনী ভর্তারং সর্বগতং কুশলং পৃচ্ছতি।]
রাজা—সর্বগতং কুশলমিতি। অম্ব। ঈদৃশং কুশলম্!
ধাত্রী—মা দাণি ভট্টা অদিমত্তং সন্তপ্পিদুং। [মেদানীং ভর্তাতিমাত্রং সন্তপ্তুম্।]
কাঞ্চুকীয়ঃ—ধারয়ত্বার্যপুত্রঃ। উপরতাপ্যনুপরতা। মহাসেনপুত্রী এবমনুকম্পমানার্যপুত্রেণ। অথবা,

কঃ কং শক্তো রক্ষিতুং মৃত্যুকালে
রজ্জুচ্ছেদে কে ঘটং ধারয়ন্তি?
এবং লোকস্তুল্যধর্মা বনানাং
কালে কালে ছিদ্যতে রুহ্যতে চ॥১০॥

রাজা—আর্য মা মৈবং,

মহাসেনস্য দুহিতা শিষ্যা দেবী চ মে প্রিয়া।
কথং সা ন ময়া শক্যা স্মর্তুং দেহান্তরেষ্বপি?॥১১॥

ধাত্রী—আহ ভট্টিণী—উবরদা বাসবদত্তা। মম বা মহাসেণস্স বা জাদিসা গোবাল-অপালআ, তাদিসো এব্ব তুমং পঢ়মং এব্ব অভিপ্পেদো জামাদুঅ ত্তি। এদণ্ণিমিত্তং উজ্জইনিং আণীদো। অণগ্গিসক্খিঅং বীণা—ববদেসেণ দিণ্ণা। অত্তণো চবলদাএ অণিব্বুত্তবিবাহমঙ্গলো এব্ব গদো। অহঅ অম্হেহিং তব অ বাসবত্তাএ অ পড়িকিদিং চিত্তফলআএ অলিহিঅ বিবাহো ণিব্বুত্তো! এসা চিত্তফলআ তব সআসং পেসিদা। এদং পেক্খিঅ ণিব্বুদো হোহি। [আহ ভট্টিনী—উপরতা বাসবদত্তা। মম বা মহাসেনস্য বা যাদৃশৌ গোপালকপালকৌ, তাদৃশ এব ত্বং প্রথমমেবাভিপ্রেতো জামাতেতি। এতন্নিমিত্তমুজ্জয়িনীমানীতঃ। অনগ্নিসাক্ষিকং বীণাব্যপদেশেন দত্তা আত্মনশ্চপলতয়াঽনির্বৃত্তবিবাহমঙ্গল এব গতঃ। অথ চাবাভ্যাং তব চ বাসবদত্তায়াশ্চ প্রতিকৃতিং চিত্রফলকায়ামালিখ্য বিবাহো নির্বৃত্তঃ। এষা চিত্রফলকা তব সকাশং প্রেষিতা। এতাং দৃষ্ট্বা নির্বৃত্তো ভব।]

রাজা—অহো! অতিস্নিগ্ধমনুরূপং চাভিহিতং তত্রভবত্যা।
বাক্যমেতৎ প্রিয়তরং রাজলোভ শতাদপি।
অপরাদ্ধেষ্বপি স্নেহো যদস্মাসু ন বিস্মৃতঃ ॥১২॥

পদ্মাবতী—অয্যউত্ত! চিত্তগদং গুরুঅণং পেক্খিঅ অভিবাদেদুং ইচ্ছামি। [আর্যপুত্র! চিত্রগতং গুরুজনং দৃষ্ট্বাভিবাদয়িতুমিচ্ছামি।]

ধাত্রী—পেক্খদু ভট্টিদারিআ। [পশ্যতু পশ্যতু ভর্তৃদারিকা]

(চিত্রফলকাং দর্শয়তি)

পদ্মাবতী—(দৃষ্ট্বা আত্মগতম্) হং অদিসদিসী খু ইঅং অয্যাএ আবন্তিআএ! (প্রকাশম্) অয্যউত্ত! সদিসী খু ইঅং অয্যাএ? [(দৃষ্ট্বা আত্মগতম্) হম্, অতিসদৃশী খল্বিয়মার্যায়া আবন্তিকায়াঃ। (প্রকাশম্) আর্যপুত্র! সদৃশী খল্বিয়মার্যায়াঃ?]

রাজা—ন সদৃশী। সৈবেতি মন্যে। ভো কষ্টম্!
অসা স্নিগ্ধস্য বর্ণস্য বিপত্তির্দারুণা কথম্?
ইদং চ মুখমাধুর্যং কথং দূষিতমগ্নিনা? ॥১৩॥

পদ্মাবতী—অয্যউত্তস্স পড়িকিদিং পেক্খিঅ জাণামি ইঅং অয্যাএ সদিসী ণ বেত্তি। [আর্যপুত্রস্য প্রতিকৃতিং দৃষ্ট্বা জানামীয়মার্যায়াঃ সদৃশী ন বেতি।]

ধাত্রী—পেক্খদু পেক্খদু ভট্টিদারিআ। [পশ্যতু ভর্তৃদারিকা।]

পদ্মাবতী—(দৃষ্ট্বা) অয্যউত্তস্স পড়িকিদীএ সদিসদাএ জাণামি ইঅং অয্যাএ সদিসিত্তি। [(দৃষ্ট্বা) আর্যপুত্রস্য প্রতিকৃত্যাঃ সদৃশতয়া জানামীয়মর্যায়াঃ সদৃশীতি।]

রাজা—দেবি! চিত্রদর্শনাৎ প্রভৃতি প্রহৃষ্টোদ্বিগ্নামিব ত্বাং পশ্যামি। কিমিদম্?

পদ্মাবতী—অয্যউত্ত! ইমাএ পড়িকিদীএ সদিসী ইহ এব্ব পড়িবসদি। [আর্যপুত্র! অস্যাঃ প্রতিকৃত্যাঃ সদৃশীহৈব প্রতিবসতি।]

রাজা—কিং বাসবদত্তায়াঃ?

পদ্মাবতী—আম। [আম্।]

রাজা—তেন হি শীঘ্রমানীয়তাম্ ।

পদ্মাবতী—অয্যউত্ত ! মম কণ্ণাভাবে কেণবি বম্হণেণ মম ভইণিআত্তি ণ্ণাসো ণিক্খিত্তো। পোসিদভত্তুআ পরপুরুসদংসণং পরিহরদি। তা অয্যং মএ সহ আঅদং পেক্খিঅ জাণাদু অয্যউত্তো। [আর্যপুত্র! মম কন্যাভাবে কেনাপি ব্রাহ্মণেন মম ভগিনিকেতি ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ। প্রোষিতভর্তৃকা পরপুরুষদর্শনং পরিহরতি। তদার্যাং ময়া সহাগতাং দৃষ্ট্বা জানাত্বার্যপুত্রঃ।]

রাজা—যদি বিপ্রস্য ভগিনী ব্যক্তমন্যা ভবিষ্যতি ।
পরস্পরগতা লোকে দৃশ্যতে রূপতুল্যতা ॥১৪ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু ভট্টা ! এসো উজ্জইণীও বম্হণো, ভট্টিণীএ হত্থে মম ভইণিআত্তি ণ্ণাসো ণিক্খিত্তো, তং পড়িগ্গহিদুং পডিবারং উবট্ঠিদো। [জয়তু ভর্তা! এষ উজ্জয়িনীয়ো ব্রহ্মণঃ, ভট্টিন্যা হস্তে মম ভগিনিকেতি ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ, তং প্রতিগ্রহীতুং প্রতিহারমুপস্থিতঃ।]

রাজা—পদ্মাবতি ! কিন্নু স ব্রাহ্মণঃ ?

পদ্মাবতী—হোদব্বং। [ভবিতব্যম্ ।]

রাজা—শীঘ্রং প্রবেশ্যতামভ্যন্তরসমুদাচারেণ স ব্রাহ্মণঃ ।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি ।]

(নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—পদ্মাবতি ! ত্বমপি তামানয় ।

পদ্মাবতী—জং অয্যউত্তো আণবেদি ! [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি ।]

(নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি যৌগন্ধরায়ণঃ প্রতীহারী চ)

যৌগন্ধরায়ণঃ—ভোঃ। (আত্মগতম্)

প্রচ্ছাদ্য রাজমহিষীং নৃপতের্হিতার্থং
কামং ময়া কৃতমিদং হিতমিত্যবেক্ষ্য ।
সিদ্ধেঽপি নাম মম কর্মণি পার্থিবোঽসৌ
কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে ॥১৫॥

প্রতিহারী—এসো ভট্টা। উপসপ্পদু অয্যো। [এষ ভর্তা। উপসর্পত্বার্যঃ]

যৌগন্ধরায়ণঃ—(উপসৃত্য) জয়তু ভবান্, জয়তু ।

রাজা—শ্রুতপূর্ব ইব স্বরঃ। ভো ব্রাহ্মণ! কিং ভবতঃ স্বসা পদ্মাবত্যা হস্তে ন্যাস ইতি নিক্ষিপ্তা ?

যৌগন্ধরায়ণঃ—অথ কিম্ ।

রাজা—তেন হি ত্বর্যতাং ত্বর্যতামস্য ভগিনিকা ।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি। [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি ।] (নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি পদ্মাবতী আবন্তিকা প্রতিহারী চ)

পদ্মাবতী—এদু এদু অয্যা। পিঅং দে নিবেদেমি। [এত্বেত্বার্যা। প্রিয়ং তে নিবেদয়ামি।]

আবন্তিকা—কিং কিং ? [কিং কিম্ ?]
পদ্মাবতী—ভাদা দে আঅদো। [ভ্রাতা তে আগতঃ]
আবন্তিকা—দিট্‌ঠিআ ইদানিং পি সমরীদি। [দিষ্ট্যেদানীমপি স্মরতি।]
পদ্মাবতী—(উপসৃত্য) জেদু অয্যউত্তো এসো ণ্ণাসো। [(উপসৃত্য) জয়ত্বার্যপুত্রঃ। এষ ন্যাসঃ।]
রাজা—নির্যাতয় পদ্মাবতি। সাক্ষিমন্ন্যাসো নির্যাতয়িতব্যঃ। ইহাত্রভবান্ রৈভ্যঃ অত্রভবতী চাধিকরণং ভবিষ্যতঃ।
পদ্মাবতী—অয্য। ণীঅদাং দাণি অয্যা। [আর্য। নীয়তামিদানীমার্যা।]
ধাত্রী—(আবন্তিকাং নির্বর্ণ্য) অম্মো। ভট্টিদারিআ বাসবদত্তা। [(আবন্তিকাং নির্বর্ণ্য) অম্মো। ভর্তৃদারিকা বাসবদত্তা।]
রাজা—কথং মহাসেনপুত্রী। দেবি। প্রবিশ ত্বভ্যন্তরং পদ্মাবতী সহ।
যৌগন্ধরায়ণঃ—ন খলু ন খলু প্রবেষ্টব্যম্। মম ভগিনী খল্বেষা।
রাজা—কিং ভবানাহ ? মহাসেনপুত্রী খল্বেষা।
যৌগন্ধরায়ণঃ—ভো রাজন্ !

ভারতানাং কুলে জাতো বিনীতো জ্ঞানবাঞ্ছুচিঃ।
তন্নাহসি বলাদ্ধর্তুং রাজধর্মস্য দেশিকঃ ॥১৬॥

রাজা—ভবতু, পশ্যামস্তাবদ্ রূপসাদৃশ্যম্। সংক্ষিপ্যতাং যবনিকা।
যৌগন্ধরায়ণঃ—জয়তু স্বামী !
বাসবদত্তা—জেদু অয্যউত্তো। [জয়ত্বার্যপুত্র।]
রাজা—অয়ে। অসৌ যৌগন্ধরায়ণঃ। ইয়ং মহাসেনপুত্রী।

কিন্নু সত্যমিদং স্বপ্নঃ সা ভূয়ো দৃশ্যাতে ময়া।
অনয়াপ্যেবমেবাহং দৃষ্ট্যা বঞ্চিতস্তদা ॥১৭॥

যৌগন্ধরায়ণঃ—স্বামিন্। দেব্যাপনয়েন কৃতাপরাধঃ খল্বহম্। তৎ ক্ষন্তুমর্হতি স্বামী। (ইতি পাদয়োঃ পততি)
রাজা- (উত্থায়) যৌগন্ধরায়ণো ভবান্ ননু।

মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
ভবদ্যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ ॥১৮॥

যৌগন্ধরাণঃ—স্বামিভাগ্যানামনুগন্তারো বয়ম্।
পদ্মাবতী—অম্হহে। অয্যা খু ইঅং। অয্যে। সহীজণসমুদাআরেণ অজাণন্তীএ অদিক্কন্দো সমুদাআরো। তা সীসেন পসাদেমি। [অহো। আর্যা খল্বিয়ম্। আর্যে। সখীজনসমুদাচারেণাজানন্ত্যাতিক্রান্তঃ সমুদাচারঃ। তচ্ছীর্ষেণ প্রসাদয়ামি।]
বাসবদত্তা—(পদ্মাবতীমুত্থাপ্য) উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি অবিহবে। উট্‌ঠেহি। অত্থিসঅং ণাম সরীরং অবরজ্ঝই। [(পদ্মাবতীমুত্থাপ্য) উত্তিষ্ঠ-ত্তিষ্ঠাবিধবে। উত্তিষ্ঠ। অর্থিস্বকং নাম শরীরমপরাধ্যতি।]
রাজা—বয়স্য। যৌগন্ধরায়ণ। দেব্যাপনয়ে কা কৃতা তে বুদ্ধি ?

যৌগন্ধরায়ণঃ—কৌশাম্বীমাহং পরিপালয়ামীতি।

রাজা—অথ পদ্মাবত্যা হস্তে কিং ন্যাসকারণম্?

যৌগন্ধরায়ণঃ—পুষ্পকভদ্রাদিভিরাদেশিকৈরাদিষ্টা স্বামিনো দেবী ভবিষ্যতীতি।

রাজা—ইদমপি রুমণ্বতা জ্ঞাতম্?

যৌগন্ধরায়ণ—স্বামিন্ সর্বৈরেব জ্ঞাতম্।

রাজা—অহো! শঠঃ খলু রুমণ্বান্।

যৌগন্ধরায়ণঃ—স্বামিন্! দেব্যাঃ কুশলনিবেদনার্থমদ্যৈব প্রতিনিবর্ততামত্রভবান্ রৈভ্যোঽত্রভবতী চ।

রাজা—ন, ন। সর্ব এব বয়ং যাস্যামো দেব্যা পদ্মাবত্যা সহ।

যৌগন্ধরায়ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

(ভরতবাক্যম্)

ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥১৯॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

॥ ইতি স্বপ্ননাটকমবসিতম্ ॥

ভাস

প্রতিমানাটকম্

ভূমিকা

যে তেরোটি নাটক মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ভাসের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে 'অভিষেক' ও 'প্রতিমা নাটক' এই দুইটি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে লেখা। 'অভিষেকে'র অবলম্বন কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও যুদ্ধকাণ্ড, আর 'প্রতিমা' নাটকের অবলম্বন অযোধ্যা ও অরণ্যকাণ্ড। সেই পুরাতন তবু চির-নূতন কাহিনী। কবি-কল্পনার ক্ষেত্রে রামায়ণ-মহাভারত সত্যিই কল্পতরু। যুগ-যুগ ধরে কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে এই দুই মহাকাব্য। একই অবলম্বন কিন্তু রূপায়ণে, কী বৈচিত্র্যে এক-একটি কাব্য বা নাটকের এক-এক স্বাদ। ভাসের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি সেই সনাতন বিষয়বস্তু নিয়েই প্রতিমা নাটক লিখেছেন, কিন্তু উপস্থাপনা ও কলাকৌশলে তা হয়েছে একটি বিশিষ্ট নাট্যকাব্য।

সঙ্গীতশালায় এসেছেন সীতা। মানায় কিনা দেখবার জন্যে তিনি বল্কল পরেছেন। সখীরা বলছে, বল্কল যেন সোনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মঙ্গলবাদ্য একবার বেজে উঠেই থেমে গিয়েছে। রামচন্দ্রের অভিষেক হতে-হতে হলো না। কৈকেয়ী ভরতের জন্যে রাজ্য চেয়েছেন, আর রামের জন্যে চেয়েছেন বনবাস। দশরথ দুঃসহ বেদনা নিয়ে সত্য রক্ষা করেছেন।" রামচন্দ্র তাতে দুঃখিত নন। সীতাকে খুঁজতে-খুঁজতে সঙ্গীতশালাতেই এসেছেন তিনি। সীতাও সব শুনে খুসি, কারণ রামচন্দ্র রামচন্দ্রই রইলেন, মহারাজ মহারাজই রইলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্য করলেন সীতা নিরাভরণ দেহে বল্কল পরেছেন। তিনিও বল্কল চেয়ে নিলেন রঙ্গশালা থেকে। এই বল্কলই তো তাঁর যোগ্য আভরণ এখন। এই রঙ্গশালাতেই প্রবেশ করলেন লক্ষ্মণ। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তিনি—রামচন্দ্র ন্যায্য সিংহাসন থেকে কেন বঞ্চিত হবেন? সীতা আর রামচন্দ্র তাঁকে শান্ত করলেন। সীতা রামের সঙ্গে বনে যেতে চাইলেন। রাম কোন যুক্তিতেই তাঁকে বিরত করতে পারলেন না। লক্ষ্মণও সহগামী হতে চাইলেন। রামের দক্ষিণ চরণটি সীতার আর বামটি হবে লক্ষ্মণের। কঞ্চুকী দশরথের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাম কৃতসংকল্প, প্রস্থানে উদ্যত হলেন তিনি। রামের আদেশে অবগুণ্ঠন মোচন করলেন সীতা, পুরবাসীরা নিঃসংকোচে অযোধ্যাবধূকে দেখুক। (১ম অঙ্ক)

দশরথ সমুদ্রগৃহে পড়ে আছেন, মহিষীরা পরিচর্যা করছেন। সুমন্ত্র শূন্য রথ নিয়ে ফিরে এলেন। দশরথ সে-সংবাদে আরও অবসন্ন হয়ে পড়লেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের ক্ষণিক স্পর্শ পাবার জন্যে হাহাকার করতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পিতৃপুরুষেরা নেমে এসেছেন। লোকান্তরিত হলেন দশরথ। (২য় অঙ্ক)

ভরত ফিরছেন অযোধ্যায়। পথে মন্দির দেখে রথ থামালেন তিনি। প্রবেশ করে দেখলেন কয়েকটি পাষাণ-প্রতিমা পর-পর রয়েছে। মন্দিররক্ষকের কাছ থেকে জানলেন এঁরা দেবতা নয়। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের প্রতিমূর্তি এগুলো। দিলীপ-রঘু-অজ এই তিনজন পূর্বপুরুষের সঙ্গে দশরথের প্রতিমা দেখে তিনি জানতে

চাইলেন জীবিতদের প্রতিমাও এখানে রাখা হয় কি-না। মন্দিররক্ষক বললেন, 'না, যাঁরা পরলোকগত তাঁদের প্রতিমাই শুধু রাখা হয়।' সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ভরত। পুরোহিতের কাছে সমস্ত ঘটনাও তিনি জানতে পারলেন। এমন সময় অমাত্য সুমন্ত্রের সঙ্গে প্রতিমাগৃহে এলেন রাজমহিষীরা। ভরত বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করলেন কিন্তু কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করলেন : 'গঙ্গা-যমুনার মধ্যে প্রবিষ্ট পঙ্কিল কোন নদীর মতো আমার এই দুই মায়ের মধ্যে তোমার অবস্থান শোভা পায় না।' ভরত সেই মুহূর্তেই রামের সন্ধানে যেতে চাইলেন। (৩য় অঙ্ক)

ভরত সুমন্ত্রকে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে এলেন। ভরত রামের কাছেই থাকতে চাইলেন। রাম তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে বললেন, সেখানে রাজ্যপালনের মধ্য দিয়েই তিনি রামের সেবা করতে পারবেন। সুমন্ত্র জানতে চাইলেন রাজ্যাভিষেকের কী হবে। রাম বললেন কৈকেয়ীর অভিলাষ মতোই অভিষেক হবে। ভরত আঘাত পেলেন। সীতাও ভরতের জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাম পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়সংকল্প, তাঁর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বনবাস থেকে ফিরে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করবেন এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভরত ফিরে যেতে সম্মত হলেন। ভরত এবারে রামের পাদুকা দুটি চাইলেন বললেন, যতদিন রাম না ফিরছেন ততদিন এই পাদুকার প্রতিনিধি হয়েই তিনি রাজ্য পরিচালনা করবেন, অভিষেক বারি ঢেলে দেবেন এই পাদুকা দুটিতে। (৪র্থ অঙ্ক)

রাম চিন্তিত। আগামীকাল তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। সীতা বললেন, অবস্থা অনুযায়ী ফল-জল দিয়েই তিনি শ্রাদ্ধ করুন। কিন্তু রামচন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত। এমন সময়ে অতিথির ছদ্মবেশে রাবণ দেখা দিলেন আশ্রমদ্বারে। রামচন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। কথা প্রসঙ্গে রামচন্দ্র অতিথির নানা শাস্ত্রজ্ঞানের কথা জানলেন। রামচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ দিয়ে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি হয়। রামচন্দ্র সেই মৃগের সন্ধানে হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে যাবার সংকল্প করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! হঠাৎ কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগকে সেইখানেই প্রধাবিত দেখা গেল। রামচন্দ্র ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটলেন। রাবণ সেই সুযোগে সীতাকে নিয়ে শূন্যে পাড়ি দিলেন। (লক্ষ্মণ অনুপস্থিত ছিলেন, তীর্থযাত্রা থেকে প্রত্যাগত কুলপতিকে আনবার জন্যে রামচন্দ্র তাঁকে পাঠিয়েছিলেন)। জটায়ু বাধা দিলেন রাবণকে। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত হলেন তিনি। (৫ম অঙ্ক)

সুমন্ত্র জনস্থানে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছেন। ভরতের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে অনেক ইতস্তত করে তিনি সীতাহরণের ঘটনাটি বলতে বাধ্য হলেন। ভরত মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞালাভের পর কৈকেয়ীর কাছে গেলেন তিনি, সমস্ত অনর্থের মূলে যে তিনি এ-কথা সুতীব্র ধিক্কারে তাঁকে শোনাবার জন্যেই তিনি এলেন, কিন্তু কৈকেয়ী তাঁকে শোনালেন নতুন কথা, নিজের মুখে নয়, সুমন্ত্রের মুখ দিয়ে। অন্ধমুনির পুত্র বধের অভিশাপে দশরথের পুত্রশোক ছিল অনিবার্য। রামের বনবাসে বিচ্ছেদের আঘাত পেয়ে শাপমুক্ত হবেন দশরথ এই ছিল কৈকেয়ীর অভিপ্রায়। রাজ্য লোভ নয়। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই তিনি অপযশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। বিহ্বলতায় চোদ্দ দিন বলতে গিয়ে চোদ্দ বছর তিনি বলে ফেলেছিলেন

সে জন্যে তিনি অনুতপ্ত। সমস্ত ঘটনাটি কুলগুরুদের অনুমোদিত এ-কথা জেনে ভরত মায়ের প্রতি প্রসন্ন হলেন। ক্ষমা চাইলেন দুর্ব্যবহারের জন্যে। কৈকেয়ীও মার্জনা করলেন ভরতকে। ভরত সীতার উদ্ধারের জন্যে বিপুল সৈন্য সমাবেশের সংকল্প করলেন। (ষষ্ঠ অঙ্ক)

রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেছেন। সেই একদা-পরিচিত আশ্রমে সীতা মিলিত হয়েছেন আশ্রম কন্যাদের সঙ্গে। পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন রামচন্দ্র। ভরত মায়েদের নিয়ে সেখানে এলেন। পুনর্মিলন ঘটল সকলের। ভরত রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। কৈকেয়ী পূর্ণ সমর্থন জানালেন এ-প্রস্তাবে। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রমুখ মিত্রদের জয়ধ্বনির মধ্যে রামের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলো, রামের ইচ্ছে অনুযায়ী রাবণের পুষ্পকরথটি এল সকলকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্যে। (৭ম অঙ্ক)

সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকেই নাটকটির নামকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় আসবার পথে ভরত যে-প্রতিমাগৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখান থেকেই তিনি দশরথের মৃত্যু এবং অযোধ্যার অন্যান্য ঘটনা জানতে পেরেছিলেন। এই প্রতিমাগৃহের বৃত্তান্ত থেকেই নাটকটির নামকরণ করেছেন কবি, যদিও নাটকের বিবর্তনে প্রতিমাগৃহের ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পায় নি।

প্রতিমাগৃহের মতো আরও অনেক বিষয়েই ভাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নি। নাট্যশালার বল্কলবৃত্তান্ত, কাঞ্চনপার্শ্বের অবতারণা, কৈকেয়ীর দোষস্খালন ইত্যাদি সবই কবির উদ্ভাবন। ভরতের চেয়ে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্বও ভাস পরিকল্পিত।

রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের কাহিনীতে কিছু-কিছু পরিবর্তন অনেক কবিই করেছেন, নাটকের কাব্যোৎকর্ষের প্রয়োজনে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কবিকে আমরা ঠিক-ঠিক চিনে নিতে পারি। প্রথম অঙ্কে সঙ্গীতশালার দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী অথচ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য প্রয়োগ। সীতাহরণের বৃত্তান্তটি একটু অতিরঞ্জিত হলেও কল্পনা ও কাব্যের অনুরঞ্জনে রসোত্তীর্ণ।

সহজ সুন্দর সংলাপ ভাসের নাটকে প্রাণস্বরূপ। প্রতিমা নাটকের বহু সংলাপ গভীরতায় অথচ প্রসাদগুণে রমণীয়। অল্পের মধ্যে বহুকে প্রকাশ করা একটি দুর্লভ সাহিত্যকর্ম। ভাস সেদিক দিয়ে কৃতকর্মা। যাবার মুখে রামের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, কিছু না বলেই তিনি চলে গেলেন। এ-কথা শুনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল দশরথের। ওই যে অধর-কম্পন, ঐ যে অনুক্তি তার মধ্যেই তো হৃদয়ের প্লাবন স্নেহ মমতার উৎসারিত প্রস্রবণ। দুঃখশোকের বর্ণনায় ভাস সিদ্ধহস্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক পড়লে বলতে ইচ্ছে হবে তিনি হয়তো দুঃখের কবি, কিন্তু প্রথম অঙ্কে মনে হয় তিনি যেন কৌতুকরসেরই কবি। অথচ হাসির অন্তরালে মুক্তোর মতো অশ্রু টলমল করে উঠেছে ওখানে।

উপমা এবং উপমাত্মক অলংকার প্রয়োগে সুকবিকে চেনা যায় এক নজরে। সেদিক থেকে ভাসের শক্তির স্বাক্ষর প্রতিমা নাটকের পাতায়-পাতায়।

> সূর্য ইব গতো রামঃ সূর্যং দিবস ইব লক্ষ্মণোঽনুগতঃ।
> সূর্য দিবসাবসানে ছায়েব ন দৃশ্যতে সীতা॥

সূর্যের মতো রাম গেল, দিন যেমন সূর্যের সঙ্গে যায় লক্ষ্মণও তাই গেল, সূর্য আর দিনের অবসানে ছায়ার মতো সীতাও হলো অদৃশ্য। (দশরথের উক্তি)। কত সহজ আর স্বাভাবিক এই উপমা, আর সেই জন্যেই মর্মস্পর্শী।

বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনায় ভাসের আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে। সীতা যে কিছুক্ষণ আগেই অলঙ্কার খুলেছেন রাম তাব প্রমাণ দিচ্ছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঃ

তাড়াতাড়ি অলঙ্কার খুলে নেওয়ায় দু-কানের প্রান্ত একটু যেন বাঁকা হয়ে আছে, জোরে টানবার জন্যে হাতের তালুটাও রাঙা হয়ে আছে, দেহের অলঙ্কারগুলোর চেপে বসা জায়গাগুলো এখনও সমান হয়ে ওঠে নি।

সীতাকে খুঁজছেন রাম, সদ্যসিক্ত তরুমূল দেখে তাঁর মনে হচ্ছে সীতা কাছেই আছেন, কারণ ঃ

গাছের গোড়ায় এখনও ফেনময় জল আবর্তিত হচ্ছে, তৃষ্ণার্ত হলেও পাখিরা নেমে এসে ঘোলাজল পান করছে না। গর্তগুলো জলে ভরে যাওয়ায় আর্দ্রকীটেরা মূলের দিকে উঠে আসছে, তার মূলে জল গড়িয়ে যাওয়ায় যে-দাগ পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে গাছেবা নতুন বলয় ধারণ করেছে।

বহু ক্ষেত্রে ভাস কালিদাসকে প্রভাবিত করেছেন এ-কথা বলা চলে। তবে সব প্রভাবিত কালিদাসের প্রতিভা যা ছুঁয়েছে তাই সোনা হয়ে গেছে।

ভাসের সামান্য আভাস বা ইঙ্গিত কালিদাসে স্বতন্ত্র স্বাদের কাব্য হয়ে উঠেছে।

নাগেন্দ্রা যবসাভিলাষবিমুখাঃ
'গজেরা তৃণগ্রাসে বিমুখ'

ভাসেব এই শ্লোকাংশটি কালিদাসকে উদ্দীপিত করেছে অনবদ্য একটি শ্লোক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যার অনুবাদ করেছেন—

মৃগেব গলি পড়ে মুখের তৃণ
ময়ূর নাচে না যে আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হ'তে
যেন সে আঁখি জলধার।

মৈথিলি!

আপৃচ্ছ পুত্রকৃতকান্ হরিণান্ দ্রুমাংশ্চ
বিন্ধ্যং বনং তব সখীর্দয়িতা লতাশ্চ। (৫ অঙ্ক)

(সীতা, তোমার পুত্রের মতো পালিত মৃগ আর তরুরাজি, বিন্ধ্যপর্বত এবং সখা স্থানীয় লতাদের কাছ থেকে বিদায় লও)

ভাসের এই পঙ্ক্তি শ্লোকাংশটি শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠ কিছু কাব্যাংশের প্রেরণা হয়ে থাকবে।

বলা বাহুল্য, এ ঠিক অনুকরণ নয় একটি মহৎ ভাব অনুরূপ ভাবের শিল্প-চেতনাকে নতুন করে অভ্যর্থনা করে আনে।

প্রতিমা নাটকের রথের গতি বর্ণনার অনেকখানিই হয়তো শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্তের রথ-গতি বর্ণনায় অনুকৃত কিন্তু তার আবেদন অন্যরকম ঃ

বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি
(বেশির ভাগই যে শূন্যে, অল্পই মাটিতে)
এই শেষ চরণেই কালিদাস
কৃতকৃত্য, স্বাতন্ত্র্য মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল।

এ হো বাহ্য। নাট্যকার শুধু মাঝে-মাঝে কবি কল্পনার ফুলকি তুলবেন, বর্ণনার গুণে মন কিনবেন, তাতে কী এসে গেল। আসল নাট্য প্রয়োজন কতটা সিদ্ধ হলো তাতো দেখতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে প্রতিমানাটককে সার্থক নাট্য প্রচেষ্টা বলতে দ্বিধা নেই। চরিত্রাঙ্কনের গতানুগতিকতার মধ্যে বাঁধা পড়েও কবি চরিত্র-গুলোকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন, সহজ সংলাপে হৃদয়কে অনাবৃত করেছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র। স্নেহ প্রেম ও সৌভ্রাত্র রসে নাটকটি একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রটিকেই যেন জীবন্ত করে তুলেছে। রাজকর্মচারীও নিছক বৃত্তিচারী হয়ে ওঠে নি, তাদের হৃদয়ও রাজপরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তরঙ্গিত হয়েছে।

চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষভাগে উল্লেখ্য কৈকেয়ী। যিনি রামায়ণে কলঙ্কিতা তাঁকেই তিনি দিলেন শুচিতার সম্মান। ভরতের কাছে যিনি হলেন নিন্দিতা তিনিই পরে হলেন বন্দিতা। যে ভরতের কাছে কৈকেয়ী 'মাতাপ্যমাতা' (মাতা হয়েও অমাতা ছিলেন) সেই কৈকেয়ীর কাছেই ভরত হলেন নতজানু। অসহ্য কলঙ্কের জ্বালা বুকে বয়ে, ভরতের কাছে তাঁর আচরণকে বিশ্লেষণ করে কৈকেয়ী হলেন মানবতায় উত্তীর্ণা।

কবি মধুসূদন ধিক্কৃত পুরুষ চরিত্র রাবণকে সম্মান দিয়েছিলেন, ধিক্কৃত নারীচরিত্র কৈকেয়ীকে ভাস দিলেন সম্মান। তবে মধুসূদন যে রেনেসাঁসের আলোকে রাবণ চরিত্রের উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য—ভাসের ক্ষেত্রে সে-প্রশ্নই ওঠে না, (কৈকেয়ী চরিত্র-চিত্রণ সর্বত্র তেমন যুক্তি নির্ভরও হয়ে ওঠেনি) তবু ভাসের এই প্রচেষ্টায় তাঁর বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এ-কথা বললে হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না।

ত্রুটি-বিচ্যুতি এ-নাটকে নেই তা নয়। রামায়ণ থেকে বিচ্যুতি সর্বত্র শোভন যুক্তিসম্মত হয় নি, নামকরণের সার্থকতাও অনেকে স্বীকার করেন না, নাট্য বীজের যথাযথ সম্প্রসারণ হয় নি বলেও আপত্তি উঠেছে, একই শ্লোকের পুনরাবৃত্তিও সমর্থনীয় নয় (বক্ষঃ 'প্রসারয়' ইত্যাদি)। ব্যাকরণদুষ্ট কিছু পদ এবং শব্দার্থবোধে কাঠিন্যও কোথাও-কোথাও আছে। (সপ্তম অঙ্ক)

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ভাসের প্রতিমা নাটক এক সুখপাঠ্য এবং রসোত্তীর্ণ নাটক। তাঁর তেরোটি নাটকের মধ্যে এটি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথম নাটক অশ্বঘোষের 'সারিপুত্রপ্রকরণ'। ভাসের নাটক-চক্র হয়তো এরই সমকালীন অথবা কিছু পরের। এতদিন আগের নাটকের এত পরিণতরূপ দেখে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। পরিণতির এটি লক্ষণ তার জড়তাহীন সহজ রূপ। আর যা সহজ সুন্দর তার অলংকার বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। ভাসের কথায়—'সর্ব

সোহনীয়ং সুরূবং ণাম' (সর্বশোভনীয়ম সুরূপং নাম) যাহার অনুরণন পেলাম কালিদাসে—কিমিহ হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ।

সূক্তি রত্নাবলী

১ম অঙ্ক

১. সব্বসোহনীয়ং সুরূবং ণাম (সর্ব শোভনীয়ম্ সুরূপং নাম)
যার রূপ আছে সে যা-ই পরুক তাতেই সে সুন্দর ।

২. বহুবৃত্তান্তানি রাজকুলানি নাম ।
রাজকুলের কতই না ব্যাপার ।

৩. স্বঃ পুত্রঃ কুরুতে পিতুর্যদি বচঃ কস্তত্র ভো বিস্ময়ঃ
নিজের সন্তান যদি পিতৃবচন পালন করে তাতে অবাক হবার কী আছে ?

৪. অল্পং তুল্যশীলানি দ্বন্দ্বানি সৃজ্যন্তে ।
সমচরিত্রের দম্পতির সৃষ্টি অল্পই হয় ।

৫. শরীরেঽরিঃ প্রহরতি হৃদয়ে স্বজনস্তথা ।
শত্রুর প্রহার শরীরেই পড়ে, কিন্তু স্বজনের প্রহার পড়ে অন্তরে ।

৬. অনুচরতি শশাঙ্কং রাহুদোষেঽপি তারা
চাঁদ রাহুদুষ্ট হলেও তারা তার অনুগমন করে ।

৭. ভর্তৃনাথা হি নার্যঃ ।
নারীদের স্বামীই সব ।

৮. নির্দোষ দৃশ্যা হি ভবন্তি নার্যো
যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ ।
যজ্ঞে, বিবাহে, বিপদে এবং বনে নারীদের দিকে দৃষ্টি দিলে দোষ হয় না ।

২য় অঙ্ক

৯. বিধিরনতিক্রমণীয়ঃ ।
বিধি দুর্লঙ্ঘ্য ।

১০. বহুদোষাণ্যরণ্যানি ।
অরণ্যের বহু দোষ ।

৩য় অঙ্ক

১১. হস্তস্পর্শো হি মাতৃণামজলস্য জলাঞ্জলিঃ
মায়ের হাতের স্পর্শ জলহীনের কাছে জলাঞ্জলির মতো ।

৫ম অঙ্ক

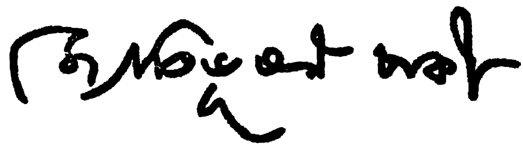
১২. বাচানুবৃত্তিঃ খল্বতিথিসৎকারঃ
শিষ্ট বচনেই আসলে অতিথি সৎকার ।

১৩ সর্বং শ্রদ্ধয়া দত্তং শ্রাদ্ধম্
যা শ্রদ্ধায় প্রদত্ত তাই শ্রাদ্ধ ।

৬ষ্ঠ অঙ্ক

১৪. কুতঃ ক্রোধো বিনীতানাং লজ্জা বা কৃতচেতসাম্
যে বিনীত তার ক্রোধ কোথায় ? যে কৃত-সংকল্প তার লজ্জা কোথায় ?

১৫. তির্যগ্‌যোনয়োঽপ্যুপকৃতমবগচ্ছন্তি ।
পশু-পাখিরাও উপকার বুঝতে পারে ।



কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

সূত্রধার	নাট্যপরিচালক
রাজা	অযোধ্যাপতি দশরথ
রাম	নায়ক, দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র, কৌশল্যাগর্ভজাত
লক্ষ্মণ	দশরথের অন্যতম পুত্র, সুমিত্রার গর্ভজাত
ভরত	দশরথের অন্যতম পুত্র, কৈকেয়ী গর্ভজাত
শত্রুঘ্ন	দশরথের অন্যতম পুত্র, সুমিত্রা গর্ভজাত
সুমন্ত্র	দশরথের মন্ত্রী
রাবণ	লঙ্কাপতি, রাক্ষসরাজ
কাঞ্চুকীয়	অন্তঃপুরবাসী গুণান্বিত বৃদ্ধ
সূত	ভরতের রথচালক
দেবকুলিক	প্রতিমাগৃহের রক্ষক
সুধাকর	ভবনশিল্পী
বৃদ্ধতাপসদ্বয়	
নন্দিলক	তাপসসেবক
ভট	রাজকর্মচারী

স্ত্রী চরিত্র

নটী	সূত্রধারপত্নী, নাট্যপরিচালনে সহকারিণী
সীতা	নায়িকা, রামপত্নী
কৌশল্যা	দশরথের প্রধানা মহিষী
সুমিত্রা	দশরথের অন্যতম মহিষী, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জননী
কৈকেয়ী	দশরথের অন্যতম মহিষী, ভরত জননী
অবদাতিকা	সীতার সখী
চেটী	পরিচারিকা
প্রতিহারী	রাজভবনের দ্বারপালিকা
বিজয়া	কৈকেয়ীর পরিচারিকা
নন্দিনীকা	কৈকেয়ীর পরিচারিকা
তাপসী	

প্রতিমানাটক

প্রথম অঙ্ক

(নান্দী সমাপ্ত হলে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার[১]—যিনি সীতার মঙ্গলাধার, যিনি সুমন্ত্রে তুষ্ট, যিনি সুন্দরগ্রীবাবিশিষ্ট ও সুদর্শন, যিনি লক্ষ্মণসান্নিধ্যে স্থিত, যিনি রাবণরিপু ও শৌর্যবীর্যাদিতে অদ্বিতীয়, যিনি বিভীষণের আত্মাস্বরূপ, যিনি সর্বজনপালক, তিনি (সেই রামচন্দ্র) দেবীর (সীতার) সঙ্গে যুক্ত থেকে জন্মে-জন্মে আমাদের রক্ষা করুন।[২]

(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে, এদিকে এসো

নটী—আর্য এই যে আমি।

সূত্রধার—আর্যে, এখন এই শরৎকাল অবলম্বন করে গান কর তো।

নটী—তাই করছি আর্য। (গান আরম্ভ করলেন)

সূত্রধার—এই সময়ে—

কাশফুলের মতো শুভ্রবর্ণা আনন্দিতা হংসী নদীতীরে বিচরণ করছে।

(নেপথ্যে—আর্য! আর্য!)

সূত্রধার—(শুনে) ও, বুঝেছি—রাজবাড়িতে আনন্দিতা প্রতিহাররক্ষী যেমন দ্রুতচরণে চলেছে তেমনি।

(দুজনের প্রস্থান)

স্থাপনা[৩]

প্রতিহারী[৪]—(প্রবেশ করে)। আর্য। কাঞ্চুকীয়দের মধ্যে এখানে কে আছে?

কাঞ্চুকীয়[৫]—(প্রবেশ করে)। আজ্ঞে, এই যে আমি। কী করতে হবে?

প্রতিহারী—আর্য, দেবাসুরসংগ্রামে অপ্রতিহত রথিশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ আদেশ করছেন—শিগ্‌গিরই যুবরাজ রামের জন্যে রাজপ্রভাব প্রকাশ পায় এমন অভিষেকের উপকরণ আনা হোক।

কাঞ্চুকীয়—ভদ্রে! মহাবাজ যা আনতে আদেশ করেছেন তা সবই এনে সাজান হয়েছে।

দেখুন—

চামর ও রাজছত্র, আনন্দ পটহ ও মঙ্গলাসন সাজান হয়েছে। কুশ ও কুসুমে আস্তীর্ণ তীর্থবারিতে ঘটগুলো পূর্ণ করা হচ্ছে। শুষ্যারঙ্গ[৬] ও (মঙ্গলাসন) প্রস্তুত। মন্ত্রিগণ ও পৌরবর্গ সবাই উপস্থিত। এসব কিছুরই মঙ্গলাধায়ক ভগবান বশিষ্ঠ বেদীতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

প্রতিহারী—যদি তাই হয়, তবে তো কথাই নেই।

কাঞ্চুকী—কী আনন্দ! রামনামাঙ্কিত পৃথিবীর চন্দ্রকে অভিষিক্ত করে আজ মহারাজ প্রজাকুলের মনস্কামনা পূরণ করলেন।

প্রতিহারী—তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন।

কাঞ্চুকীয়—ভদ্রে, এক্ষুণি দেখছি সব।

(প্রস্থান)

প্রতিহারী—আর্য! সম্ভবক, সম্ভবক! যাও তুমিও মহারাজের আদেশ জানিয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সংগে মাননীয় পুরোহিতকে ত্বরান্বিত কর। সারসিকে! সারসিকে! সংগীতশালায় গিয়ে নটনটীদের বল সময়োপযোগী নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে।[৭] আমিও, এদিকে সব প্রস্তুত, এ-কথা মহারাজকে নিবেদন করি।

(অবদাতিকার বল্কল সহ প্রবেশ)

অবদাতিকা—কি সর্বনাশ! পরিহাসচ্ছলে অন্যের বল্কল এনেও আমার এমন ভয় হচ্ছে, ভাবছি লোভে পড়ে যারা পরের ধন হরণ করে তাদের কী অবস্থা হয়? আমার হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। একা-একা হাসা তো ঠিক নয়। (লোকে দেখলে কী বলবে?)

(পরিজনদের নিয়ে সীতার প্রবেশ)

সীতা—ওরে! অবদাতিকার কেমন ভয়কাতুরে চেহারা দেখছি। কী হয়েছে রে?

চেটী—ভট্টিনী[৮]! পরিজনেরা সহজেই অপরাধ করে বসে। হয়তো কোন দোষ করে থাকবে।

সীতা—না না! দেখনা যেন হাসি চাপতে চাইছে।

অবদাতিকা—(এগিয়ে এসে) জয় হোক ভট্টিনীর। ভট্টিনী! সত্যি, কোন অপরাধ করি নি কিন্তু।

সীতা—কে তোকে জিজ্ঞেস করেছে শুনি? অবদাতিকে! বাঁ হাতে কী নিয়েছিস বল্ তো?

অবদাতিকা—ভট্টিনী, ওটা একটা বল্কল মাত্র।

সীতা—বল্কল। কি জন্যে এনেছিস শুনি?

অবদাতিকা—শুনুন, ভট্টিনী! আর্যা নাট্যশালার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর নেপথ্যে পালিকা[৯] রেবার কাছ থেকে আমি একটা পল্লব চেয়েছিলাম, রেবা আমাকে দেন নি। তারি যোগ্য সাজা—এইটে নিয়ে এসেছি।

সীতা—অন্যায় করেছিস্। যা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

অবদাতিকা—ভট্টিনী, শুধু কৌতুক করার জন্যে এটা আমি এনেছি।

সীতা—ওরে পাগলিনী! এই করেই তো অপরাধ বেড়ে যায়। ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

অবদাতিকা—তাই দিচ্ছি, ভট্টিনী।

সীতা—ওলো, এ দিকে আয় তো!

অবদাতিকা—এই যে এসেছি ভট্টিনী।

সীতা—এটা পরলে আমাকেও মানাবে তো রে?

অবদাতিকা—ভট্টিনী! রূপ থাকলে যে যা পরবে তাকে তাই মানায়।[১০] পরুন না আপনি।

সীতা—আন্ দেখি। (নিয়ে এবং পরিধান করে) দেখ দেখি, মানিয়েছে কি না।

অবদাতিকা—খুব মানিয়েছে আপনাকে। বল্কল যেন সোনা হয়ে গেছে।

সীতা—হ্যাঁরে! তুই তো কিছু বলছিস না ?

চেটী[১১]—কথায় কাজ কী। এই রোমাঞ্চই জানিয়ে দিচ্ছে।

(রোমাঞ্চ প্রদর্শন)

সীতা—ওলো! একটা আয়না নিয়ে আয় দেখি।

চেটী—আনছি, ভট্টিনী।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

ভট্টিনী—এই-যে আয়না।

সীতা—(চেটীর মুখ দেখে) থাক আয়না। তুই কী যেন বলতে চাইছিস মনে হচ্ছে।

চেটী—ভট্টিনী! আমি শুনলাম কঞ্চুকী আর্যবালাকে বলছেন—'অভিষেক অভিষেক'।

সীতা—রাজ্যে হয়তো কার অভিষেক হবে।

(আর একজন চেটীর প্রবেশ)

চেটী—ভট্টিনী, সুখবর! সুখবব!

সীতা—কী জেনে একথা বলছিস ?

চেটী—শুনলাম কুমার অভিষেক হবে ?

সীতা—বাবা ভালো আছেন তো ?

চেটী—মহারাজই অভিষেক করছেন।

সীতা—যদি তাই হয় আরও একটা ভালো খবর শুনলাম বলতে হবে। কোলের আঁচল বেশ করে পাত দেখি।

চেটী—ভট্টিনী, পেতেছি। [আঁচল পাতল]

(সীতা অলংকার খুলে দিলেন)

চেটী—ভট্টিনী। পটহের ধ্বনি শুনলাম যেন ?

সীতা—হ্যাঁ, তাই।

চেটী—পটহ যে একবার বেজে উঠেই থেমে গেল। ব্যাপার কী!

সীতা—অভিষেকের কোন একটা প্রতিবন্ধক কিছু ঘটল নাকি ? রাজপুরীতে অবশ্য কত-কীই না হয়ে থাকে।

ভট্টিনী! আমি শুনলাম কুমারের অভিষেকের পর মহারাজ বনে যাবেন।

সীতা—যদি তাই হয় তবে সে অভিষেকের জল নয়, ঐ জলই আমাদের অশ্রুভেজা মুখ ধোয়ার জল।

(তারপর রামের প্রবেশ)

রাম—বেশ হলো। আশ্চর্য! অভিষেকের জন্যে যখন পটহ বেজে উঠল, গুরুজনেরা সমবেত হলেন, আমি মঙ্গলাসনে গিয়ে বসলাম, কাঁধে তোলা ঘটে নতমুখ থেকে জল পড়তে লাগল, এমন সময়ে মহারাজ আমাকে ডেকে বিদায় দিলেন। উপস্থিত সবাই আমার ধৈর্য দেখে অবাক হলেন। কিন্তু সন্তান যদি পিতৃ-আদেশ পালন করে তাতে অবাক হবার কী আছে ?

'বৎস, এখন কিছুদিন বিশ্রাম কর', এই বলে মহারাজ আমাকে বিদায় দিলে আমার ভারমুক্ত মন উল্লাসিত হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে এখন আমি যে রাম

সেই রামই রইলাম আর মহারাজ মহারাজই রইলেন। যাই এখন সীতার সঙ্গে দেখা করি।

অবদাতিকা—ভট্টিনী, কুমার আসছেন। বল্কল খোলেন নি এখনও ?

রাম—সীতা, কি করছ এখানে বসে ?

সীতা—তাই তো, আর্যপুত্রই এসেছেন দেখছি। জয় হোক আর্যপুত্রের।

রাম—সীতা, বসো।

সীতা—এই যে বসছি।

অবদাতিকা—কুমারের বেশ তো আগের মতোই দেখছি। এ আমার কাছে অলীক বলে মনে হচ্ছে। ওসব (অভিষেকের যা) তবে হয়তো মিথ্যে।

সীতা—ওরকম মানুষ (কঞ্চুকী) মিথ্যা বলেন না। রাজপুরীতে তো কত ঘটনাই ঘটে।

রাম—সীতা, কী বলাবলি করছে এরা ?

সীতা—না কিছু না, এই মেয়েটি বলছিল—অভিষেক, অভিষেক।

রাম—তোমাদের কিসে কৌতূহল বুঝেছি ! অভিষেকই বটে। শোনো—আজ মহারাজ উপাধ্যায়, অমাত্য ও পুরবাসীর সামনে একরকম সমস্ত কোশল-রাজ্যকে জড়ো করে আমার আবাল্য পরিচিত সেই কোলে বসিয়ে সস্নেহে মাতৃনামে সম্বোধন করে বললেন, 'পুত্র রাম, এই রাজ্যের ভার গ্রহণ কর'।

সীতা—তখন আর্যপুত্র কী বললেন ?

রাম—তোমার কী মনে হয় সীতা ?

সীতা—আমার মনে হয় আর্যপুত্র কিছু না বলে শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহারাজের পদমূলে পড়েছিলেন।

রাম—ঠিক ধরেছ। একই স্বভাবের দম্পতী—বিধাতা কমই সৃষ্টি করেন। হ্যাঁ, আমি তাঁর পাদুটিতেই লুটিয়ে পড়েছিলাম। তখন একই সঙ্গে পিতার স্নেহাশ্রু আমার মাথায় পড়ল, এবং নিচে আমার চোখের জল পড়ল তাঁর চরণে।

সীতা—তারপর ? তারপর ?

রাম—তাঁর অনেক অনুনয়েও আমি রাজ্যগ্রহণে অসম্মতি জানালে তিনি তাঁর জরাগ্রস্ত দেহের ভাবী পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিব্যি দিলেন !

সীতা—তারপর ? তারপর ?

রাম—তারপর শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ ঘট ধরে দাঁড়াল, মহারাজ ধরে রইলেন রাজচ্ছত্র, অভিষেক শুরু হতে যাবে এমন সময় মন্থরা মহারাজের কানে কী যেন বলল আর আমিও রাজা হলাম না।

সীতা—খুব ভাল হলো। মহারাজ মহারাজই রইলেন, আর্যপুত্রও আর্যপুত্রই রইলেন।

রাম—সীতা, অলঙ্কার খুলে ফেলেছ কেন ?

সীতা—অলঙ্কার পরিই নি।

রাম—তা নয়। তুমি একটু আগেই অলঙ্কার খুলে থাকবে। কারণ—তাড়াতাড়ি অলঙ্কার খুলে নেওয়ায় দু-কানের প্রান্ত একটু যেন বাঁকা হয়ে আছে, জোরে টানবার জন্যে হাতের তালুটাও রাঙা হয়ে আছে। দেহের অলঙ্কারগুলোর চেপে বসা জায়গাগুলো এখনও সমান হয়ে ওঠে নি।

সীতা—আর্যপুত্র মিথ্যাকেও সাজিয়ে সত্যের মতো করে বলতে পারেন।

রাম—তবে অলঙ্কার পরো, আমি আয়না ধরছি। (আয়নায় সীতার প্রতিবিম্ব দেখে) দাঁড়াও। আয়নায় বল্কলের মতো কী দেখছি ?[১৩] এ কি সূর্যরশ্মি, তোমার হাসি দেখে বুঝেছি ঠিক ধরেছি, এ বল্কল। কিন্তু কেন পরেছ বল তো, এ কি নিছক কৌতুক না বিশেষ ব্রত পালনের ইচ্ছে ? অবদাতিকা, ব্যাপার কি বলো তো ?

অবদাতিকা—প্রভু, পরলে কেমন লাগে, মানায় কিনা তাই দেখবার জন্যে কৌতুক করেই উনি পরেছিলেন।

রাম—সীতা, একি। ইক্ষ্বাকুবংশে বার্ধক্যের যা অলংকার তাই তুমি পরেছ। আমারও ভাল লাগে। আনো তো।

সীতা—না, না, এমন অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না।

রাম—সীতা, কেন বারণ করছ ?

সীতা—অভিষেক হতে গিয়ে হলো না এটা আমার অমঙ্গল বলেই মনে হচ্ছে।

রাম—অনর্থক দুঃখশোকের আশংকা করো না, বিশেষ করে যখন নিছক কৌতুকের ব্যাপার। তাছাড়া আমার অর্ধাঙ্গ তুমি তো আগেই পরে বসে আছ।

(নেপথ্যে) হা মহারাজ! হা মহারাজ!

সীতা—আর্যপুত্র! কী হলো ?

রাম—নারী ও পুরুষের মিলিত কলরব যখন সীমা ছাড়িয়েছে তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 'আমিই প্রভু' এ-কথা বোঝানর জন্যে দৈব একেবারে মূলে আঘাত হেনেছেন। শিগ্‌গির জেনে এস এই কলরবের কারণ কী।

কাঞ্চুকীয়—(প্রবেশ করে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, কুমার!

রাম—আর্য, কাকে রক্ষা করব ?

কাঞ্চুকীয়—মহারাজকে।

রাম—মহারাজকে! একটি দেহে সংক্ষিপ্ত সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ-বিপদ এল কোথা থেকে ?

কাঞ্চুকীয়—স্বজন থেকে।

রাম—স্বজন থেকে ? হায়, তা হলে তো তার প্রতিকার নেই। শত্রু আঘাত করে শরীরে, আর স্বজন একেবারে হৃদয়ে। এই স্বজন শব্দে চিহ্নিত কে আমার লজ্জার কারণ হবেন ?

কাঞ্চুকীয়—মাননীয়া কৈকেয়ী।

রাম—কী! মা কৈকেয়ী ? তবে পরিণামে নিশ্চয় শুভ হবে।

কাঞ্চুকীয়—কি করে ?

রাম—শুনুন, ইন্দ্রতুল্য যাঁর স্বামী, আমি যাঁর পুত্র, কোন্ ফলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি অন্যায় করবেন ?

কাঞ্চুকীয়—কুমার। আপনার সরল মন দিয়ে স্বভাব-কুটিল স্ত্রীবুদ্ধির বিচার করবেন না। তাঁরই কথায় আপনার অভিষেক বন্ধ হয়েছে।

রাম—এতে তো ভালই হয়েছে, আর্য।

কাঞ্চুকীয়—কেমন করে ?

রাম—শুনুন—মহারাজকে বনে যেতে হলো না (বাণপ্রস্থ নিতে হলো না) আমি

পিতার অধীন রইলাম, আমার সেই শৈশবই বজায় রইল। নতুন রাজা কেমন হবেন, এ-নিয়ে প্রজাদের দুঃশ্চিন্তা রইল না, আর আমার ভাইয়েরাও ভোগসুখে বঞ্চিত হলেন না।

কাঞ্চুকীয়—কিন্তু তিনি যে বিনা আহ্বানে এগিয়ে এসে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হোক এ-কথা বললেন। এবারও কি বলবেন, লোভ নেই তাঁর ?

রাম—আর্য আমার দিকটা দেখছেন বলেই এর আসল সত্য আপনার চোখে পড়ছে না। কেন বলছি শুনুন—

পুত্রের জন্যে পণে প্রতিশ্রুত রাজ্য যদি তিনি চেয়ে থাকেন তাতেই তাঁর লোভ হলো ; আর ভাইয়ের প্রাপ্য রাজ্য যদি আমরা অপহরণ করি তাতে আমাদের লোভ নেই বলতে হবে ?

কাঞ্চুকীয়—তারপর—

রাম—এরপর আমি আর মায়ের নিন্দা শুনতে চাই না। মহারাজের সংবাদ দিন।

কাঞ্চুকীয়—তারপর তখন—

শোকে নির্বাক মহারাজ আমাকে হাতের ইঙ্গিতেই বিদায় দিলেন, তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই মূর্ছাই যেন তিনি কামনা করেছিলেন।

রাম—কী ? মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

(নেপথ্যে) কী! মূর্ছিত হয়ে পড়লেন! যদি রাজার এই মূর্ছিত হয়ে পড়া সহ্য করতে না পার, তবে ধনুক নাও, দয়া কর না।

রাম—যে কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয় না, সেই ধৈর্যসাগর লক্ষ্মণকে কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ? ক্রোধে উদ্দীপ্ত তাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার সামনে যেন শত লক্ষ্মণের সমাবেশ।

(তারপর ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

কী! কী! মূর্ছিত হয়ে পড়লেন!

যদি রাজার মূর্ছা সহ্য না হয় তা হলে ধনুক ধর, দয়া করো না। স্বজনদের প্রতি ক্ষমাশীল, স্বভাবকোমল সবাই এইভাবে লাঞ্ছিত হয়। যদি ধনুর্ধারণ তোমার অভিপ্রেত না হয়, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি সংকল্প করেছি যেহেতু যুবতী (কৈকেয়ী) আমাদের বঞ্চনার কারণ সেহেতু সমস্ত পৃথিবীকে আমি যুবতীহীন করে ছাড়ব।

সীতা—যখন কান্নার সময়, তখন লক্ষ্মণ ধারণ করেছে ধনু।[১১] তার এমন আচরণ তো আগে কখনও দেখিনি।

রাম—লক্ষ্মণ, কী হলো, এত উত্তেজিত কেন ?

লক্ষ্মণ—কী হলো, কেন—এ কি বলতে হবে ?

যে রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সে রাজ্য হাতছাড়া হলো, মহারাজ শোচনীয় অবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত। এখনও সন্দেহ-সংশয় ? এখনও ক্ষমা ? আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি ?

রাম—আমার রাজ্যচ্যুতি তোমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। এতে কিন্তু তোমাকে আদৌ সুবিবেচক বলতে পারছি না। ভরত রাজা হোক বা আমিই রাজা হই, এতো

একই কথা। তোমার যদি ধনুর্বিদ্যার অহঙ্কার থাকে তাহলে সেই রাজাকে (ভরতকে) রক্ষা কর।

লক্ষ্মণ—আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। যা খুশি হোক। আমি যাচ্ছি।

রাম—লক্ষ্মণের ললাটে এই ভ্রূকুটি দেখে মনে হচ্ছে তা যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করতে চায়। এ-যেন সাক্ষাৎ নিয়তি। লক্ষ্মণ, এদিকে এসো।

লক্ষ্মণ—আর্য, এই যে আর্য।

রাম—তোমাকে শান্ত করার জন্যেই আমি এসব বলেছি। এখন বল—আমার প্রতি অভিষেক প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি বলে ধনুক তুলব তাঁর পিতার ওপর, নিজের প্রতিশ্রুত ধন গ্রহণ করছেন বলে মায়ের ওপর বাণ নিক্ষেপ করব, না, সমস্ত দোষের অতীত অনুজ ভরতকে হত্যা করব? এই তিন পাতকের মধ্যে কোন্‌টা করলে তোমার ক্রোধ প্রশমিত হবে?

লক্ষ্মণ—(সাশ্রুনেত্রে) কী হতভাগ্য আমি। না বুঝেই আমাকে তিরস্কার করছ। নিদারুণ দুঃখ হলেও রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারটিকেই আমি বড় করে দেখছি না, তোমাকে যে চোদ্দ বছর বনে বাস করতে হবে তাতেই আমার এ ধৈর্যচ্যুতি।

রাম—এই জন্যেই মহারাজ মূর্ছিত হয়েছেন। হায়। (স্নেহে) নিজের উপর প্রভুত্ব হারিয়েছেন তাঁর মূর্ছায় তাই বোঝা যাচ্ছে। সীতা। শুভকাজে (বন গমনে) অবদাতিকার দেওয়া বল্কল আন তো। আমার পূর্বতন রাজারা যে-ধর্ম পালন করেন নাই বা পালনের সুযোগ পান নাই আমি সেই ধর্ম পালন করব।

সীতা—আর্য পুত্র? এই যে বল্কল।

রাম—সীতা। তুমি কী ঠিক করলে?

সীতা—কেন আমি তো সহধর্মিণী।

রাম—আমাকে একাই যেতে হবে।

সীতা—এই জন্যেই তো আমি যাব।

রাম—বনে থাকতে হবে কিন্তু।

সীতা—সেই তো আমার প্রাসাদ।

রাম—শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাও তো তোমার করা উচিত।

সীতা—ও এজন্যে দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছি।

রাম—লক্ষ্মণ, একে বারণ কর।

লক্ষ্মণ—প্রশস্ত সময়ে এঁকে বারণ করতে চাই না। কারণ, চাঁদ রাহুগ্রস্ত হলেও তারকা তার অনুগমন করে। বনের ত পাতিত হলে লতাও ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, হস্তী পঙ্কমগ্ন হস্তিনীকে পরিত্যাগ করে না। ইনিও তোমার অনুগমন করে, ধর্মপালন করুন। স্বামীই স্ত্রীর একান্ত আশ্রয়।

(প্রবেশ করে)

চেটী—জয় হোক ভট্টিনীর। নেপথ্যপালিনী আর্যা রেবা প্রণাম করে জানাচ্ছেন—অবদাতিকা সংগীত শালা থেকে না বলে বল্কল এনেছে। এগুলো অন্য বল্কল, এখনও এগুলোকে কেউ ব্যবহার করে নি। এগুলো দিয়ে প্রয়োজন মেটান।

রাম—আনো, উনি (সীতা) তো আগেই পেয়েছেন, আমার দরকার।

চেটী—এই যে নিন, প্রভু। (প্রস্থান)

(রাম নিয়ে পরলেন)

লক্ষ্মণ—প্রসন্ন হোন, আর্য। পরিচ্ছদ, অলংকার, মালা সবকিছুর অর্ধেক আমাকে দিয়ে আজ বল্কল কেন একা গ্রহণ করলে; আমাকে বল্কল দেবার ব্যাপারে তোমার ঈর্ষা কেন?[১৪]

রাম—সীতা! ওকে বারণ কর।

সীতা—লক্ষ্মণ, নিবৃত্ত হও।

লক্ষ্মণ—আর্যে! আমার গুরুর পদসেবা আপনি একাই করতে চান? দুটি চরণের দক্ষিণটি আপনার আর বামটি হবে আমার।

সীতা—আর্যপুত্র দয়া করুন। লক্ষ্মণ দুঃখ পাচ্ছে।

রাম—লক্ষ্মণ! শোন—বল্কল হচ্ছে তপস্যা সংগ্রামের কবচ, ব্রত হস্তীর অংকুশ, ইন্দ্রিয় অশ্বের বল্গা, ধর্ম রথের সারথি এই বল্কল গ্রহণ কর।

লক্ষ্মণ—অনুগৃহীত হলাম। (গ্রহণ করে পরিধান করল)

রাম—পুরবাসীরা সমস্ত ঘটনা শুনে রাজপথ অবরোধ করেছেন। তাঁদের সরিয়ে দাও।

লক্ষ্মণ—আর্য! আমি আগে যাচ্ছি। পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।

রাম—সীতা, অবগুণ্ঠন খুলে ফেল।

সীতা—(অবগুণ্ঠন খুললেন) আর্যপুত্র যা আদেশ করেন।

রাম—হে পুরবাসীজন! শুনুন শুনুন, আপনারা সাশ্রুনেত্রে অবাধে আজ আমার পত্নীকে দর্শন করুন। যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিবাহে, বিপদে এবং বনগমনে নারী-দর্শনে দোষ নেই।

(কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—কুমার! যাবেন না, যাবেন না, মহারাজ—ভ্রাতৃস্নেহে বনযাত্রায় কৃতসংকল্প লক্ষ্মণের সঙ্গে সপত্নীক আপনার বনগমনের সংবাদ শুনে বন্যগজের মতো ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ দেহে উঠে আসছেন।

লক্ষ্মণ—আর্য! বল্কলমাত্র যাদের উত্তরীয়, সেই বনবাসীদের আর দেখার কী আছে?

রাম—আমরা চলে গেলে মহারাজ আমাদের (শূন্য) বাসভবনগুলো দেখবেন।

॥ প্রথম অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চুকীয়—দ্বারপালকেরা! তোমরা যে যার জায়গায় সতর্ক থাকো।

(প্রতিহারী প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—আর্য, ব্যাপার কী।

কাঞ্চুকীয়—সত্যপালনে অচঞ্চল আমাদের মহারাজ রামচন্দ্রকে বনগমনে নিবৃত্ত করতে না পেরে পুত্রবিচ্ছেদের শোকাগ্নিতে দগ্ধ হৃদয় হয়ে সমুদ্রগৃহে শুয়ে আছেন, উন্মত্তের মতো নানারকম প্রলাপ বকছেন তিনি।

প্রলয়কাল কাছে এলে মেরু পর্বত যেমন বিচলিত হয়, অসীম সমুদ্র যেমন শুকিয়ে যেতে থাকে, অস্তগামী সূর্যের যেমন শুধু নিষ্প্রভ মণ্ডলটুকুই অবশিষ্ট থাকে, মহারাজের দেহ ও মনও তেমনি একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে।

প্রতিহারী—হায় কী যে অবস্থা হলো মহারাজের।

কাঞ্চুকীয়—ভদ্রে, যাও।

প্রতিহারী—আর্য, এই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

কাঞ্চুকীয়—(চারদিক দেখে) রামের বনগমনের দিন থেকেই অযোধ্যা যেন শূন্য বলে মনে হচ্ছে। কেননা, মহাগজেরা তৃণাহারে বিমুখ, অশ্বেরা অশ্রুসজল, তাদের মুখে হ্রেষারব নেই, আবালবৃদ্ধবনিতা পুরবাসীরা শোকে পানাহার প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে-করতে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ যেদিকে গিয়েছেন বিষণ্ণমুখে সেইদিকেই চেয়ে আছেন। আমিও এই অবসরে মহারাজের কাছে যাই। (চারদিক ঘুরে দেখে) এই যে মহারাজ, মহাদেবী (কৌশল্যা ও সুমিত্রা) দুঃসহ পুত্রশোক সংবরণ করে নিজেদের কোনোভাবে শান্ত করে মহারাজের সেবা করছেন। কী করুণ অবস্থা। এই দেখ, এই দেখ মহারাজ। 'হায় হায়' বলে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করতে-করতে বারবার উঠে-উঠে পড়ে যাচ্ছেন, আর রাম যেদিকে গিয়েছেন সেদিকেই চেয়ে আছেন। (প্রস্থান)

[মিশ্র বিষ্কম্ভক]

(তারপর যথাবর্ণিত রাজা ও দুই মহিষীর প্রবেশ)

রাজা—হায়, হায়, বৎস রাম, জগতের নয়নাভিরাম। হায় বৎস লক্ষ্মণ, সমস্ত দেহে যার সুলক্ষণ। হায় সাধ্বী সীতা, পতিতেই যার সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পিত। হায় হায় আমার সন্তানেরা সবাই বনে চলে গেল।

কী আশ্চর্য দেখে, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহে পিতৃস্নেহ পরিত্যাগ করলেও তাকে দেখতে মন চায়। বধূ বৈদেহি। রাম আমাকে পরিত্যাগ করেছে, লক্ষ্মণ আমাকে ধিক্কার দিয়েছে, এখন কি তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করলে। সংসারে অখ্যাতিভাজন হয়েই রইব আমি!

পুত্র রাম। বৎস লক্ষ্মণ। বধূ বৈদেহি। আমার কথার উত্তর দাও বাছারা। সমস্ত শূন্য দেখছি। আমার কথায় উত্তর দিচ্ছে না কেউ। কৌশল্যাপুত্র, তুমি কোথায়? সত্যাসন্ধ, জিতক্রোধ, শঙ্কাহীন, জগৎপ্রিয়, গুরুসেবাপরায়ণ। আমার কথার উত্তর দাও।

হায়! কোথায় আমার সর্বজনের হৃদয়-নয়নরঞ্জন রাম? কোথায় আমার প্রতি সেই গভীর আজ্ঞাবর্তিতা, কোথায় সেই শোকার্তের প্রতি অনুকম্পা। কোথায় সেই তৃণবৎ রাজৈশ্বর্যত্যাগী পুত্র রাম। বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করে অসংগত ধর্ম দিয়ে তোমার কী হবে? হায় ধিক্ আমাকে! কী অসহ্য কষ্ট!

সূর্যের মতো রাম গেল, দিন যেমন সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে যায়, লক্ষ্মণও তাই গেল। সূর্য আর দিনের অবসানে ছায়ার মতো সীতাও অদৃশ্য হলো।[১]

(ঊর্ধ্বে তাকিয়ে)

হে দুর্দৈব ! আমাকে নিঃসন্তান করলে না কেন ? রামকে অন্য রাজার সন্তান করলে না কেন ? কৈকেয়ীকে কোন বনের ব্যাঘ্রী করলে না কেন ? এ-তিনটি জিনিস তুমি কেন করলে না বলত !

কৌশল্যা—(রোদন করতে-করতে) মহারাজ ! এত শোকাতুর হয়ে নিজেকে এমন করে পরবশ করো না। সত্যপালনের শেষে তাকে (বধূকে) আর কুমারদের তো আবার দেখতে পাবে।

রাজা—কে গো তুমি ?

কৌশল্যা—আমি সেই স্নেহহীন পুত্রের প্রসবিনী।

রাজা—কী ! কী ! সর্বজনের হৃদয়-নয়নরঞ্জন রামের জননী কৌশল্যা তুমি ?

কৌশল্যা—মহারাজ ! আমিই সেই হতভাগিনী।

রাজা—কৌশল্যা ! তুমিই সারবতী ! তুমিই রামকে গর্ভে ধারণ করেছ। আগুনের মতো দারুণ অসহনীয় এই দুঃখ আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না বা দমন করতে পারছি না, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অবশ হয়ে আসছে।

(সুমিত্রাকে দেখে) এই আর একজন কে ?

কৌশল্যা—মহারাজ : বৎস লক্ষ্মণ— (অর্ধেক উচ্চারণ করতেই)

রাজা—(হঠাৎ উঠে) কোথায়—কোথায় সেই লক্ষ্মণ ? দেখছি না তো ? উঃ কী করি। (মহিষীরা সসম্ভ্রমে উঠে রাজাকে ধরলেন)

কৌশল্যা—মহারাজ ! 'ইনি বৎস লক্ষ্মণের জননী সুমিত্রা' এই বলতে চেয়েছিলাম।

রাজা—সুমিত্রা ! তোমার পুত্রই সুপুত্র যে দিনরাত বনে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে ছায়ার মতো অনুগমন করছে।

(প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের জয় হোক। এই যে মাননীয় সুমন্ত্র এসেছেন।

রাজা—(হঠাৎ সানন্দে উঠে) রামের সঙ্গে ?

কাঞ্চুকীয়—না শুধু রথ নিয়ে।

রাজা—কী ? কী ? শুধু রথ নিয়ে। (মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন)

মহিষীশ্বয়—মহারাজ ! শান্ত হও, শান্ত হও।

কাঞ্চুকীয়—হায়। কী কষ্ট ! এরকম মহনীয় পুরুষেরাও এমন বিপদগ্রস্ত হন—নিয়তি সত্যিই অলঙ্ঘনীয়। শান্ত হোন, শান্ত হোন মহারাজ।

রাজা—(কিছুটা শান্ত হয়ে) বল কি। সুমন্ত্র কি একাই এসেছেন ?

কাঞ্চুকীয়—হাঁ মহারাজ।

রাজা—হায় কি কষ্ট ! যদি শূন্য রথ এসে থাকে তবে আমার মনোরথও ভগ্ন হলো। নিশ্চয় দশরথকে নিয়ে যাবার জন্যে কাল (যম) তার রথ পাঠিয়েছেন। তবে, তাকে (সুমন্ত্রকে) শিগ্‌গির ভিতরে নিয়ে এস।

কাঞ্চুকীয়—তাই আনছি মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা—বনে বিচরণশীল রামচন্দ্রকে যা ইচ্ছামতো স্পর্শ করে পথদীর্ঘ-সঞ্চারী সেই বায়ুই ধন্য।

(তারপর সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র—(চারদিক দেখে সখেদে) শোকাগ্নিতে দগ্ধদেহ চিন্তামলিন এই ভৃত্যেরা রামের প্রতি স্নেহবশত সজল নয়নে নিজেদের কাজ ছেড়ে বিলাপকারী রাজাকে নিন্দা করছে।

রাজা—ভাই সুমন্ত্র। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কোথায়। না, না কথাটা ঠিক হলো না। তোমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কোথায় ? গুরুজনের প্রতি অপরিসীম ভক্তিপরায়ণা বিদেহরাজদুহিতা সীতা কোথায় ? আর সুমিত্রার পুত্রই বা কোথায় ? সর্বজনের দুঃখসাগরের স্রষ্টা, আসন্ন মৃত্যু, হতভাগ্য পিতার উদ্দেশে তারা কি কিছু বলেছে ?

সুমন্ত্র—মহারাজ। এমন অলক্ষুণে কথা বলবেন না। আপনি শিগ্গিরই তো তাদের দেখতে পাবেন।

রাজা—সত্যি, আমি ভুল কথাই বলেছি। যারা তপস্বী তাদের সম্বন্ধে এ-কথা বলা অনুচিত ? তবে তুমি বল তপস্বীদের তপস্যা নির্বিঘ্ন তো ? মুক্ত অরণ্যে ভ্রমণ করতে সীতার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ?

সুমিত্রা—বহু বল্কলে অলঙ্কৃত দেহ, বালিকা হয়েও পরিণত বয়স্কার মতো আচরণে অভ্যস্তা পতির সহধর্মচারিণী সীতা আমাদের বা মহারাজের উদ্দেশে কি কিছুই বলে নি ?

সুমন্ত—সকলেই মহারাজকে—

রাজা—না না। আমার শ্রুতিসুখকর আমার হৃদয় ব্যাধির মহৌষধির মতো তাদের নাম করে-করে আমাকে শোনাও।

সুমন্ত্র—তাই শোনাচ্ছি মহারাজ ! আয়ুষ্মান রাম—

রাজা—রাম। এই যে রাম। তার নাম শোনামাত্রই আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে স্পর্শ করেছি। তারপর তারপর ?

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ—

রাজা—এই যে লক্ষ্মণ। তারপর, তারপর ?

সুমন্ত্র—জনকরাজ দুহিতা আয়ুষ্মতী সীতা—

রাজা—এই যে সীতা। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—এতে ক্রমটা যেন ঠিক হচ্ছে না।

সুমন্ত্র—তাহলে ক্রমটা কী হলে ঠিক হয় ?

রাজা—রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এইভাবে বল—এখানেও মৈথিলীর নাম মধ্যে থাক, বহু দোষযুক্ত অরণ্যে। তাহলে সে (সীতা) অনাথা থাকবে না।

সুমন্ত্র—তাই বলছি মহারাজ। আয়ুষ্মান রাম—

রাজা—এই রাম।

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মতী জনকরাজদুহিতা—

রাজা—এই সীতা।

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ—

রাজা—এই লক্ষ্মণ। রাম। সীতা। লক্ষ্মণ। আমাকে আলিঙ্গন কর বাছারা। যদি রামকে একবার স্পর্শ করতে পারি, বা একবার শুধু দেখতে পাই তাহলে মুমূর্ষু যেমন অমৃত পানে বেঁচে ওঠে আমিও তেমনি বেঁচে যাব মনে হচ্ছে।

সুমন্ত্র—শৃঙ্গবেরপুরে রথ থেকে নেমে অযোধ্যার দিকে মুখ করে থেকে সবাই মহারাজকে মাথা নত করে প্রণাম করে বলতে আরম্ভ করে, বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিছু একটা বলার জন্যে অধর কম্পিত হতে থাকলেও বাষ্পোদ্‌গমে তাদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হওয়ায় কোন কথাই না বলে তারা বনে চলে গেলেন।

রাজা—কী। কোন কথা না বলেই বনে চলে গেল ?

সুমন্ত্র—(ব্যাকুল হয়ে) বালাকি। অমাত্যদের সংবাদ দাও মহারাজ যে-অবস্থায় এসেছেন তাতে প্রতিকারের আর কোন আশা দেখছি না।

কাঞ্চুকীয়—এক্ষুনি সংবাদ দিচ্ছি।

মহিষীদ্বয়—মহারাজ। শান্ত হও, শান্ত হও।

রাজা—(একটু শান্ত হয়ে) কৌশল্যা! আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমি তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি রামের সঙ্গে গিয়েছে, তা এখন ফিরে আসছে না।

পুত্র! রাম! আমি যে সবসময় ভেবেছি রাজ্যে তোমাকে অভিষিক্ত করে উত্তম নৃপতিলাভে প্রজাদের কৃতার্থ করে 'ভাইদের সমান সম্পদের অধিকারী করে', তোমাকে এই দিয়ে রাজ্য ছেড়ে তপোবনে যাব। কিন্তু, হায়, এক নিমেষে কৈকেয়ী সব পণ্ড করে দিল। সুমন্ত্র! কৈকেয়ীকে বল—তোমার ইচ্ছা সফল হোক, রাম বনে গিয়েছে। আমিও আসন্ন মৃত্যুর পথে। ছেলেকে এবার শিগ্‌গিরই এনে ফেল। পাপ সফল হোক।

সুমন্ত্র—তাই গিয়ে বলছি মহারাজ।

রাজা—(ঊর্ধ্বে দৃষ্টি দিয়ে) এই যে রামকথাশ্রবণে সন্তপ্তহৃদয় আমাকে সাহায্য দেবার জন্যে পিতৃপুরুষেরা এসেছেন। কে আছে এখানে ?

(প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—জয় হোক মহারাজের।

রাজা—জল আন।

কাঞ্চুকীয়—এই আনছি মহারাজ।

(প্রস্থান ও প্রবেশ)

জয় হোক মহারাজের। এই যে জল।

রাজা—(আচমন করে এবং অবলোকন করে) এই যে ইন্দ্রের সখা দিলীপ, এই যে রঘু আর এই আমার পূজ্যপাদ পিতা অজ। আপনারা এলেন কেন ? আমারও যে আপনাদের সঙ্গে বাসের সময় এসেছে। রাম! সীতা! লক্ষ্মণ! আমি এই পিতৃপুরুষদের কাছে যাচ্ছি। হে পিতৃগণ, এই যে আমি আসছি।

(মূর্ছিত হলেন)

(সকলে) হায় হায় মহারাজ! (সকলের প্রস্থান)

।। দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।।

×××××××××××××× তৃতীয় অঙ্ক ××××××××××××××

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধাকর—(ঝাঁটা হাতে করে)। যা হোক, এখন আমি আর্য সম্ভবকের হুকুম মতো কাজ করেছি। এবারে একটু ঘুমিয়ে নিই। (নিদ্রিত হলো)।

(প্রবেশ করে)

ভট[১]—(কাছে এসে তাকে প্রহার করে)। ওরে বাঁদীর ব্যাটা, বলি কাজ করছিস না কেন ?

সুধাকর—(জেগে উঠে) মার আমাকে মার।

ভট—মারলে কী করবি তুই ?

সুধাকর—হতভাগা আমি। কার্তবীর্যের মতো হাজার হাত নাই আমার।

ভট—হাজার হাত দিয়ে তুই কী করবি শুনি ?

সুধাকর—তোকে মেরে ফেলব।

ভট—তবে রে বাঁদীর ব্যাটা। আয় দেখি, তুই মরলে তবে ছাড়ব তোকে।

সুধাকর—(কেঁদে), আমার দোষটা কী তা বলবে তো কর্তা।

ভট—না। তোর দোষ নেই, না ? আমি না তোকে বলে গেলাম—কুমার রামচন্দ্রের রাজ্যে অভিষেক পণ্ড হলো বলে বিলাপ করতে-করতে মহারাজ দশরথ স্বর্গে গেছেন, তাঁর প্রতিমাগৃহ দেখার জন্যে আজ কৌশল্যা এবং অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীরা সবাই এখানে আসবেন। তা তুই এখন এখানে কী করছিস ?

সুধাকর—আজ্ঞে ! দেখুন কর্তা, পায়রা ঢোকার জন্যে যে-জাল ঘিরে রাখা হয়েছিল তা গর্ভগৃহ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। দেয়ালে চুণকাম করেছি। তার ওপর পাঁচ আঙুলের ছাপ মেরেছি। দুয়োরের মাথায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে সাজিয়েছি। বালু ছড়িয়েছি। এখন বলুন তো কী না করেছি ?

ভট—তাই বুঝি ! তবে তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যা ! আমি, সব কাজ হয়ে গেছে এ-কথা মন্ত্রী মশাইকে বলি গিয়ে। [প্রস্থান]

(প্রবেশক)

(তারপর রথে করে ভরতের ও সারথির প্রবেশ)

ভরত—(আবেগে) সারথি ! আমি দীর্ঘদিন মাতুলালয়ে থাকায় কোন খবরই জানি না। শুনেছি মহারাজের শরীর খুব খারাপ। তুমি তা বল দেখি—বাবার অসুখটা কী ?

সারথি—মনের কষ্টটাই খুব বেশি।

ভরত—চিকিৎসকেরা কী বলেন ?

সারথি—চিকিৎসকেরা এ-বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ নন।

ভরত—কী খান উনি ? শোনই বা কোথায় ?

সারথি—অনশন এবং ভূমিশয্যা।

ভরত—কোন আশা আছে কী ?

সারথি—দৈবই জানেন।

ভরত—আমার বুক দুরুদুরু করছে, শিগ্গির রথ চালাও।

সারথি—যে-আজ্ঞে।

ভরত—(রথের বেগ দেখে) কী অদ্ভুত রথের বেগ। এই গাছেরা যেন দৌড়ে চলেছে। দ্রুত রথ-গতির জন্যে দুপাশের সবকিছু যেন আবছা দেখাচ্ছে। নদীর জল যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মাটিও যেন তেমনি হয়ে চাকার পরিধির মাঝখানটায় এসে পড়ছে। চাকার কাঠিগুলো যে আছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। প্রচণ্ড বেগের দরুন চাকাগুলো যেন থেমে আছে বলে মনে হচ্ছে। ঘোড়ার খুরে ছিটকে ওঠা ধুলোগুলো সামনেই পড়ছে, রথের পিছু-পিছু ছুটতে পারছে না।[১]

সারথি—আয়ুষ্মন্। গাছগুলোর স্নিগ্ধতা দেখে মনে হচ্ছে আমরা অযোধ্যার খুব কাছাকাছিই এসে পড়েছি।

ভরত—স্বজনদের দেখার আগ্রহে আমার মনের কী ব্যগ্রতা! মনে হচ্ছে এই আমার মাথা নত হলো পিতার চরণে। রাজা সস্নেহে তুলে ধরলেন আমাকে। ছুটে এলেন ভাইয়েরা। মায়েরা চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন আমাকে। 'ভাইদের মতোই দেখতে,' 'বেশ লম্বা হয়েছ তো', 'দোহারা চেহারা বটে' এইভাবে পরিজনেরা নানা কথায় আমাকে খুসি করে তুলছে। আর লক্ষ্মণ যেন আমার বেশ আর ভাষা নিয়ে পরিহাস করছে।

সারথি—(স্বগত) হায়, কী কষ্ট। মহারাজের মৃত্যু সংবাদ জেনে ভবিষ্যতের নিষ্ফল আশা বহন করে কুমার অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন। আমরা জানলেও ওঁকে জানাতে পারছি না। কারণ—পিতার প্রাণত্যাগ, মাতার ঐশ্বর্য-লোলুপতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবাস—এই তিনটি অনর্থের কথা কে বলবে?

ভট—(প্রবেশ করে) জয় হোক কুমারের!

ভরত—ভদ্র! শত্রুঘ্ন কি আমার কাছেই আসছে?

ভট—কুমার কাছেই আছেন। উপাধ্যায়েরা আপনাকে বলেছেন—

ভরত—কী? কী বলেছেন তাঁরা?

ভট—কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক নাড়িকা (দণ্ড) মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাই রোহিণী নক্ষত্রের শুরুতেই কুমার অযোধ্যায় প্রবেশ করবেন।[২]

ভরত—আচ্ছা, তবে তাই হবে। আমি আগে কখনও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি নি। তুমি যাও।

ভট—যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

ভরত—তা হলে কোথায় বিশ্রাম করব? হ্যাঁ, দেখেছি। এই গাছের আড়ালে যে-মন্দির দেখা যাচ্ছে সেইখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। তাতে দুটো জিনিস হবে—দেবপুজো এবং বিশ্রাম। তাছাড়া নগরের উপকণ্ঠে বিশ্রাম নিয়ে-নিয়েই নগরে প্রবেশ করতে হয় এমন সদাচারেরও বিধান আছে। তাই রথ এখানেই রাখ।

সূত—যে আজ্ঞে। (রথ স্থাপন করল)

ভরত—(রথ থেকে নেমে) সারথি। ঘোড়াদের একান্তে বিশ্রাম করাও।

সারথি—আয়ুষ্মন্ কুমার যা বললেন তাই করব।

ভরত—সুন্দরভাবে খৈ আর ফুল দিয়ে সাজান নৈবেদ্য। দেয়ালের গায়ে চন্দনমাখা

পাঁচ আঙুলের ছাপ, ঝোলান মালায় দুয়োরগুলো সাজান, বালুও ছড়ান দেখছি। আজ কি কোন বিশেষ পার্বণ, না এটা প্রাত্যাহিক অনুষ্ঠান। কোন দেবতার মন্দির হবে নিশ্চয়।[৩] কিন্তু কোন ত্রিশূলাদি প্রহরণ বা পতাকা জাতীয় বাহ্যিক লক্ষণ নেই।

যাইহোক ভিতরে প্রবেশ করে জেনে নিই। (প্রবেশ করে)। কী শিল্প-নৈপুণ্য এই পাষাণমূর্তিগুলোর। আর কী দেবসুলভ আকৃতি। দেবতারূপে নির্মিত হলেও প্রতিমাগুলোকে মানুষ বলে মনে হয়। এটা কি চতুর্দেবতার এক সমষ্টি? অথবা যাইহোক। আমার মনটা কিন্তু আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠছে।

'দেবতা' বলেই তো প্রণাম করা উচিত। কিন্তু মন্ত্রহীন প্রণামও তো শূদ্রোচিত হবে।

(দেবকুলিকের প্রবেশ)

দেবকুলিক—সে কি। নিত্যকর্মান্তে আহার গ্রহণের সময়ে অনেকটা এই প্রতিমাগুলোর মতোই দেখতে কে এই প্রতিমাগৃহে প্রবেশ করলো? দেখি, ভিতরে গিয়ে জানতে পারব। [প্রবেশ করল]

ভরত—প্রণত হই।

দেবকুলিক—না না প্রণাম করবেন না, প্রণাম করবেন না।

ভরত—বারণ করছেন কেন বলুন? আমাকে বিশেষ করে কিছু বলবার আছে? না বিশিষ্ট কারো জন্যে অপেক্ষা করে আছেন? কিসের জন্যে এই নিষেধ? অথবা কেউ প্রণাম করতে পারবে, কেউ পারবে না এমন কোন নিয়ম আছে কি?

দেবকুলিক—না, এসব কারণে আপনাকে নিষেধ করি নি। কিন্তু দেবতা বলে ভুল করে কোনো ব্রাহ্মণ যেন প্রণাম না করেন এই জন্যেই আপনাকে নিষেধ করেছিলাম। কারণ বিগ্রহগুলো ক্ষত্রিয়ের।

ভরত—ও, এঁরা ক্ষত্রিয়? কে এঁরা।

দেবকুলিক—এঁরা সবাই ইক্ষ্বাকুবংশের।

ভরত—(সানন্দে) এঁরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়? এঁরা সেই অযোধ্যার রাজারা—এঁরাই তাঁরা যাঁরা অসুরদের নগর ধ্বংস করতে দেবতাদের সাহায্যে সর্বাগ্রে গমন করেন। এঁরাই নিজেদের সুকৃতির বলে পুরজনদের সংগে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। এঁরাই নিজ বাহুবলে সমস্ত পৃথিবীকে করায়ত্ত করেন, এঁরাই তাঁরা—মৃত্যু যাঁদের ইচ্ছামতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকে কিন্তু স্বেচ্ছায় গ্রাস করতে পারে না।

দেখুন, হঠাৎ আমি মহাফল লাভ করেছি। এখন বলুন তো ইনি কে?

দেবকুলিক—ইনি হলেন দিলীপ। যিনি শ্রেষ্ঠ রত্নাদি একত্রিত করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের প্রবর্তন করেন এবং এইভাবে ধর্মের দীপকে যিনি প্রজ্জ্বলিত করেন।[৪]

ভরত—ধর্মপরায়ণকে নমস্কার করি। এবারে বলুন ইনি কে?

দেবকুলিক—শয়নে ও জাগরণে বহু ব্রাহ্মণ যাঁর উদ্দেশ্যে 'পুণ্যাহ' শব্দ উচ্চারণ করতেন এই সেই রাজা রঘু।

ভরত—হায় বলবান্ মৃত্যু এই আশীর্বচন রূপ দৃঢ়রক্ষা দুর্গকেও অতিক্রম করেছে! ব্রাহ্মণদের যিনি রাজ্যফল প্রদান করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি। এবারে ইনি কে বলুন তো?

দেবকুলিক—পত্নীর বিচ্ছেদদুঃখে যিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করেছিলেন এবং নিত্য অবভৃথ স্নানে যাঁর রজোগুণ প্রশমিত হয়েছিল ইনিই সেই অজ।

ভরত—যাঁর অনুতাপ প্রশংসনীয় তাঁকে প্রণাম করি। (দশরথের প্রতিমা দেখে ব্যাকুল হয়ে) আচ্ছা! গভীর শ্রদ্ধায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কোন্ প্রতিমা কার তা ঠিকমত বুঝতে পারি নি। বলুন তো ইনি কে?

দেবকুলিক—ইনি দিলীপ।

ভরত—মহারাজের পিতৃপিতামহ। তারপর, তারপর।

দেবকুলিক—ইনি রঘু।

ভরত—মহারাজের। পিতামহ। তারপর, তারপর।

দেবকুলিক—ইনি হলেন অজ।

ভরত—পিতার পিতা। কী কী পরপর বলুন তো।

দেবকুলিক—ইনি দিলীপ, ইনি রঘু, ইনি অজ।

ভরত—আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছি। যাঁরা জীবিত তাঁদের প্রতিমাও কি এখানে রাখা হয়?

দেবকুলিক—না যাঁরা দেহরক্ষা করেছেন শুধু তাঁদেরই।

ভরত—এবারে তাহলে আমি বিদায় নিচ্ছি।

দেবকুলিক—দাঁড়ান। যিনি পত্নীর পণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ ও রাজ্য বিসর্জন দিয়েছেন সেই দশরথের এই প্রতিমা বিষয়ে আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না কেন?

ভরত—হায় পিতা! (মূর্ছা ও পতন, তারপর সংজ্ঞা লাভ করে) হে হৃদয়! তুমি সফলকাম হও।[৫] তুমি যা আশঙ্কা করছিলে তাই হলো, পিতার মৃত্যুবার্তা শোন। ধৈর্য ধর।

কিন্তু যদি ঘৃণিত শুল্কশব্দ আমাকে স্পর্শ করে আর তা যদি সত্য হয় তবে আমার দেহকে শুদ্ধ করতে হবে। আর্য!

দেবকুলিক—আর্য—এই সম্বোধন ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা করেন, আপনি কি কৈকেয়ীর পুত্র ভরত?

ভরত—হ্যাঁ, তাই। আমি দশরথের পুত্র, কৈকেয়ীর নই।

দেবকুলিক—এই জন্যেই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ভরত—দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত বলুন।

দেবকুলিক—উপায় কী। শুনন তবে। পূজ্যপাদ দশরথ লোকান্তরিত হয়েছেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামের বনগমনের উদ্দেশ্য অবশ্য আমি জানি না।

ভরত—কী? কী বলছেন? আর্য রামও বনে গিয়েছেন?

(দ্বিগুণ মোহ প্রাপ্ত হলেন)

দেবকুলিক—কুমার শান্ত হোন, শান্ত হোন।

ভরত—(শান্ত হয়ে)—

পিপাসার্ত যেমন ক্ষীণজল নদীর দিকে ধাবিত হয় আমিও তেমনি পিতৃবর্জিত ও ভ্রাতৃবর্জিত অরণ্যে পরিণত অযোধ্যার দিকে ছুটে চলেছি।

আর্য। সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে শুনলে আমার মনে স্থিরতা আসবে। তাই আপনি কোন কিছু বাদ না দিয়ে সমস্ত ঘটনা বলুন।

দেবকুলিক—শুনুন মাননীয় মহারাজ যখন রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে আপনার জননী বললেন—

ভরত—থামুন।

অনর্থের মূলে পণের কথা স্মরণ করে তিনি বললেন 'আমার পুত্র রাজা হোক', আর পরে তাঁর (রামচন্দ্রের) ধৈর্যে আশ্বস্ত হয়ে, আর্যও বললেন, পুত্র বনে যাও। এবং বল্কল পরিহিত পুত্রকে দেখে নিশ্চয় রাজাও অসদৃশ মরণ বরণ করলেন। প্রজারা নিশ্চয় যথোচিত নিন্দাবাদ আমার উপর নিঃশেষে বর্ষণ করছেন।

(মূর্ছিত হলেন)

(নেপথ্যে)

সরে যান, সবাই সরে যান।

দেবকুলিক—(অবলোকন করে) এই যে। পুত্র মূর্ছিত হলে ঠিক সময়েই মায়েরা এসে পড়েছেন। মায়েদের হাতের স্পর্শ বিনাজলেও জলাঞ্জলির মতো হয়ে থাকে।

(মহিষীদের এবং সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র—এইদিকে আসুন, এইদিকে আসুন আপনারা। এই সেই প্রতিমারূপ নৃপতিদের গৃহ যার উচ্চতা রাজপ্রাসাদেও দুর্লভ। পথিকেরা দ্বার পালিকাদের অনুমতি ছাড়াই অবাধে এখানে প্রবেশ করে বিনা প্রণামে উপাসনা করে থাকেন।

(প্রবেশ করে এবং অবলোকন করে)

না, না দেবীরা, আপনারা প্রবেশ করবেন না। এখানে কোন এক তরুণ রাজা ভূমিতে পড়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে।

দেবকুলিক—পর বলে মনে করবেন না, এঁকে ভরত বলে গ্রহণ করুন। (প্রস্থান)

দেবীরা—(সহসা উপস্থিত হয়ে) হায় বাছা ভরত।

ভরত—(একটু শান্ত হয়ে) আর্য!

সুমন্ত্র—জয় হোক মহা—(অর্ধেক উচ্চারণ করে সখেদে) হায়, কী স্বরসাম্য, মনে হচ্ছে প্রতিমাস্থিত মহারাজই কথা বলছেন।

ভরত—এখন মায়েদের কী অবস্থা ?

দেবীরা—বাছা! এই আমাদের অবস্থা (অবগুণ্ঠন মোচন করলেন)।

সুমন্ত্র—উৎকণ্ঠা দূর করুন দেবীরা।

ভরত—(সুমন্ত্র দেখে) সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপনার স্বজনোচিত সান্নিধ্য আমাকে যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, আচ্ছা বলুন তো, আপনিই কি পূজনীয় সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র—কুমার। ঠিক ধরেছ। আমিই সুমন্ত্র। দীর্ঘজীবনের অভিশাপ বয়ে, অকৃতজ্ঞতায় বিভূষিত হয়ে আমি এখনও সেই লোকান্তরিত নৃপতির শূন্য-রথের সারথি বেঁচে আছি।

ভরত—হায় তাত। (উঠে) তাত! মায়েদের কার পরে কাকে অভিবাদন করব আপনি সেই ক্রমটি বলে দিন!

সুমন্ত্র—বলছি। ইনি মাননীয় রামের জননী দেবী কৌশল্যা।

ভরত—মা! নিরপরাধ আমি আপনাকে অভিবাদন করছি।

কৌশল্যা—বৎস। সন্তাপহীন হও।

ভরত—(স্বগত)। এই আশিসবচনে যেন ধিক্কৃতই হলাম। (প্রকাশ্যে) অনুগৃহীত হলাম। তারপর তারপর?

সুমন্ত্র—ইনি মাননীয় লক্ষ্মণের জননী দেবী সুমিত্রা।

ভরত—মা! লক্ষ্মণ দ্বারা বঞ্চিত আমি (জ্যেষ্ঠের অনুগমন সৌভাগ্যে) অভিবাদন করছি।

সুমিত্রা—বৎস! যশস্বী হও।

ভরত–মা! তাই হতে চেষ্টা করব। অনুগৃহীত হলাম। তারপর, তারপর!

সুমিত্রা—ইনি তোমার জননী।

ভরত—(সরোষে উঠে) আঃ পাপীয়সী। গঙ্গাযমুনার মধ্যে প্রবিষ্টা কলুষিত নদীর মতো আমার এই দুই মায়ের মধ্যে তুমি শোভা পাও না।

কৈকেয়ী—বাছা, কী করেছি আমি!

ভরত—কী করেছি আমি, জিজ্ঞেস করছ? তুমি আমাকে নিন্দাভাজন করছ, আর্যকে (রামচন্দ্রকে) বল্কল দিয়েছ, রাজার গৃহমৃত্যু ঘটিয়েছ, কান্নায় পূর্ণ করেছ সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে, লক্ষ্মণকে পশুসহচারী করেছ। পুত্রস্নেহাতুর মাদের শোকাভিভূত করেছ, পুত্রবধূকে পথশ্রমে জর্জরিত করেছ আর নিজেকে ধিক্ ধিক্ এই উগ্রবাক্যের বিষয়ীভূত করেছ।

কৌশল্যা—বৎস। তুমি তো সমস্ত সদাচারে দীক্ষিত, তুমি মাকে বন্দনা করছ না কেন?

ভরত মা কে? মা! তুমিই আমার মা। তোমাকে বন্দনা করি।

কৌশল্যা—না, না। ইনিই তোমার মা।

ভরত—আগে ছিলেন এখন নন। তুমি দেখ—স্বভাবসংক্রান্ত দোষে স্নেহ ত্যাগ করে, মা পুত্রকেও অপুত্র করে তোলে। স্বামীর প্রতি বিদ্বেষাত্মক আচরণে মাতাও অমাতা হন, আমি সংসারে এই নূতন ধর্ম স্থাপন করছি।

কৈকেয়ী—মহারাজের সত্যবচন রক্ষার জন্যেই আমি ওরকম বলেছিলাম।

ভরত—কী বললে কী বললে!

কৈকেয়ী—আমার পুত্র রাজা হবে।

ভরত—তাহলে বল তো আর রামচন্দ্র তোমার তবে কে? তিনি কি পিতার ঔরস পুত্র নন? জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারে কি তাঁর অভিষেক অসংগত? ভাইয়েরা কি তাঁর প্রিয় নয়, প্রজারা কি তাঁকে ভালবাসে না?

কৈকেয়ী—বৎস! শুল্কলোভকে প্রশ্ন কর [পণ ভঙ্গের দোষে যে এই শুল্কলোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছে প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত।]

ভরত—রাজশ্রী ভ্রষ্ট হয়ে বল্কল পরে পায়ে হেঁটে স্ত্রীকে নিয়ে বনবাসে যাবার জন্যে যে তুমি আদেশ দিয়েছিলে এ-ও কি শুল্কে উল্লিখিত ছিল?

কৈকেয়ী—বৎস। উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে তোমাকে বলব।

ভরত—নিন্দায় যদি তোমার লোভ, তবে তাতে আমার নাম জড়ালে কেন? রাজ্যভোগের তৃষ্ণাই যদি তোমার হয়ে থাকে, রাজা কি তা পূরণ করতেন না? আর যদি রাজমাতা এই আখ্যাটি তোমার ঈপ্সিত হয় তবে, সত্যি বল তো আর্য রামচন্দ্র কি তোমার পুত্র নন? অত্যন্ত দুষ্কর্ম করেছ তুমি—তুমি রাজ্যলুব্ধা হয়ে রাজার জীবন গতি গণনার মধ্যে আন নি, বনে যাও বলে জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনে পাঠিয়েছ, জনকতনয়াকে বল্কল পরতে দেখেও তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নি। আশ্চর্য, বিধাতা তোমার হৃদয় বজ্রকঠিন করে নির্মাণ করেছেন।

সুমন্ত্র—কুমার! এই যে বশিষ্ঠ ও রামদেব প্রজাদের নিয়ে অভিষেকের সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়ে জানাচ্ছেন—

গোপহীন গাভীরা যেমন অপালিত হয়ে বিনষ্ট হয়—তেমনি নৃপতিহীন হয়ে প্রজাদেরও সেই অবস্থা ঘটে।

ভরত—প্রজারা আমায় অনুসরণ করুন।

সুমন্ত—অভিষেক বর্জন করে কোথায় যাবে তুমি?

ভরত—অভিষেক? এই মাননীয়াকে অভিষেক দান করুন।

সুমন্ত্র—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ভরত—সেইখানে যাব যেখানে লক্ষ্মণপ্রিয় রামচন্দ্র আছেন। তিনি ছাড়া অযোধ্যা অযোধ্যা নয়, সেই অযোধ্যা যেখানে রাঘব।

(সকলের প্রস্থান)

(তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)

××××××××××××× চতুর্থ অঙ্ক ××××××××××××××

(দুজন চেটীর প্রবেশ)

বিজয়া—ওলো নন্দিনিকা, বল্ তো বল্ তো, কৌশল্যার সঙ্গে আজ যে অন্তঃপুরের সকলেই প্রতিমাগৃহ দেখতে গিয়েছিল, শুনলুম সেখানে তাঁরা ভরতকে দেখতে পেয়েছিলেন। পোড়া কপাল আমার, আমাকে দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

নন্দিনিকা—আমরা রাজকুমার ভরতকে দেখতে পেয়েছিলাম। সত্যি, কী কৌতূহলই না হচ্ছিল!

বিজয়া—ভট্টিনীকে (কৈকেয়ীকে) কুমার কী বললেন?

নন্দিনিকা—কী বললেন? কুমার তাঁর মুখই দেখতে চাইলেন না।

বিজয়া—কী কাণ্ডটাই না হলো বল্ তো! রাজ্যলোভে কুমার রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট করলেন, নিজের বৈধব্যকেও ডেকে আনলেন। দেশসুদ্ধ লোকের সর্বনাশ হলো। সত্যি দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই ভট্টিনীর। পাপ কাজ করলেন তিনি।

নন্দিনিকা—ওলো শোন্, মন্ত্রীরা অভিষেকের যেসব জিনিসপত্র আনলেন তার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে রাম যে তপোবনে আছেন সেখানে গেলেন কুমার।

বিজয়া—ওমা তাই নাকি ? এমনি করে চলে গেলেন কুমার। নন্দিনিকা, চল্ আমরা ভট্টিনীকে দেখে আসি চল্ ! (প্রস্থান)

॥ প্রবেশক[১] ॥

(তারপর বনে ভরত, সুমন্ত্র ও সারথির প্রবেশ)

ভরত—রাজা তাঁর সুকৃতি সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গেলেন। আমি এখন রাম-নামে জগতের অন্য এক চাঁদ দেখতে উদার তপোবনে যাচ্ছি, পুরবাসীর অশ্রু আমার অনুগমন করছে।

সুমন্ত্র—এই যে এই আয়ুষ্মান্ ভরত—শ্রেষ্ঠ দৈত্যদের দর্প যিনি চূর্ণ করেছেন সেই রাজার পুত্র, যজ্ঞে সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ যিনি করতেন, সেই রাজার পৌত্র, পিতার প্রিয়ংকর জগৎপ্রিয় রামের ভ্রাতা রামের মতোই ন্যায়ের পথে যাত্রা করেছেন।

ভরত—তাত !

সুমন্ত্র—কুমার, এই-যে আমি।

ভরত—আমার পূজনীয় আর্য রামচন্দ্র কোথায় ? কোথায় সেই মহারাজের প্রতিনিধি ? কোথায় ধৈর্যশালীদের উজ্জ্বল নিদর্শন ? কোথায় সেই রাজ্যলুব্ধ কৈকেয়ীর মূর্ত প্রতিবাদ, কোথায় সেই যশের আধার, কোথায় সেই রাজপুত্র ? কোথায় সেই সত্যব্রত ? আমার মায়ের মনস্তুষ্টির জন্যে যিনি রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করেছেন আমার সেই পরম দেবতাকে আমি দেখতে চাই।

সুমন্ত্র—কুমার, এই আশ্রমে আছেন রাম, সীতা এবং যশস্বী লক্ষ্মণ, যাঁদের মধ্যে সত্য, শীল ও ভক্তি যেন মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে আছেন।

ভরত—তাহলে রথ (এখানেই) রাখুন।

সারথি—তাই রাখছি। (রথস্থাপনা)

ভরত—(রথ থেকে নেমে) সারথি। ঘোড়াগুলোকে নির্জনে বিশ্রাম করতে দাও।

সারথি—কুমার যা বললেন তাই করছি।

ভরত—তাত ! জানিয়ে দিন, জানিয়ে দিন।

সুমন্ত্র—কুমার ! কী জানিয়ে দেব ?

ভরত—রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে।

সুমন্ত্র—আত্মজনের নিন্দার প্রয়োজন কী ?

ভরত—আপনি ঠিক বলেছেন। পরনিন্দা না করাই ভাল। তাহলে বলুন ইক্ষ্বাকু-কুলের কলঙ্ক ভরত দর্শনপ্রার্থী।

সুমন্ত্র—কুমার ! এ-কথা আমি বলতে পারব না। আমি বরং ভরত এসেছেন শুধু এই কথাই বলি।

ভরত—না না। শুধু নামটুকু উচ্চারণে আমার প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না বলে মনে হচ্ছে। ব্রহ্মহত্যা করে নিজের নাম কি অন্যকে দিয়ে জানায় ? তাই, আপনাকে কিছু বলতে হবে না, তাত। আমিই বলছি। শুনুন, শুনুন, পিতৃসত্যপালক রামচন্দ্রকে নিবেদন করুন—

নির্দয়, কৃতঘ্ন, নীচ, দুঃসাহসী কিন্তু ভক্তিমান একজন এসেছে। সে থাকবে, না চলে যাবে ?

(তারপর সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের প্রবেশ)

রাম—(শুনে, সানন্দে)। লক্ষ্মণ, শুনছ ? সীতা, তুমিও শুনছ ? অবিকল আমার পিতার মতো এ কার কণ্ঠস্বর যা গাম্ভীর্যে মেঘগর্জনকে পরাভূত করে ? এ কার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর যা আমার মনে 'এ আমার আপন জন' এই ভাবের উদ্রেক করে পরম বাঞ্ছিত ধ্বনি হয়ে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে ?

লক্ষ্মণ—আমার কাছেও এ-কণ্ঠস্বর বন্ধুজনোচিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় বলে মনে হচ্ছে। এই স্বর—ঘন, স্পষ্ট, ধীর, মত্তবৃষভের স্বরের মতো স্নিগ্ধ-মধুর এবং অব্যক্ত গম্ভীর। এর বেগ কণ্ঠ ও বক্ষে অপ্রতিহতভাবে সঞ্চরমান। বিভিন্ন অক্ষরগুলো ঠিক-ঠিক উচ্চারণস্থান থেকে স্পষ্টত উদ্ভূত হওয়ায় মনে হচ্ছে এ-যেন চতুর্বর্ণের অভয়দানে প্রবৃত্ত।

রাম—এ-স্বর কোন অনাত্মীয়ের হতেই পারে না। এ-আমার হৃদয়কে বিচলিত করছে। বৎস লক্ষ্মণ। একবার দেখ তো।

লক্ষ্মণ—আর্য, এক্ষুণি দেখছি। (পরিক্রমণ করলেন)

ভরত—এ কী ? কেউ তো কোন সাড়া দিচ্ছে না ? তবে কি কেউ জেনেছে যে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে ?

লক্ষ্মণ—(দেখে) এ কী। ইনি রাম ? না না, দেখতে একবকম। চাঁদের মতো সুন্দর অনুপম মুখে রামচন্দ্রের ছায়া, আমাব পিতার দৈত্যশরে-ক্ষত উন্নত বক্ষের মতোই এর বক্ষ। প্রভাসমণ্ডলবেষ্টিত এ এক তেজঃপুঞ্জ। জগতের প্রিয়দর্শন এই পুরুষ কি কোন রাজা, না দেবরাজ না স্বয়ং বিষ্ণু ? (সুমন্ত্রকে দেখে) এই যে তাত !

সুমন্ত্র—এই যে কুমার লক্ষ্মণ।

ভরত—ও ! ইনি গুরুজন। আর্য ! অভিবাদন করি।

লক্ষ্মণ—এসো, এসো। দীর্ঘজীবী হও। (সুমন্ত্রকে দেখে) তাত ! এর পবিচয ?

সুমন্ত্র—কুমার ! রঘু থেকে চতুর্থ, অজ থেকে তৃতীয়, তোমার খ্যাতিমান পিতা থেকে দ্বিতীয় এবং যে কুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রেব তুমি কনিষ্ঠ সহোদব তাঁরই অনুজ—ইনি ভবত।

লক্ষ্মণ—এসো, এসো, ইক্ষ্বাকু কুমার। মঙ্গল হোক। বৎস, দীর্ঘজীবী হও। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিপুণ যাদের ধনু দেবরাজের বজ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন, অনুপম বলবীর্যশালী সেই নিজের বংশেব উপযুক্ত পরাক্রমশালী হও। আর যে রঘুরাজ যজ্ঞে সমস্ত নিজের সম্পদ নিঃশেষ করেছিলেন তাঁর মতো জগতে উজ্জ্বল গুণের অধিকারী হও।

ভরত—অনুগৃহীত হলাম।

লক্ষ্মণ—কুমার ? এখানেই থাক। তোমার আসার কথা আর্যকে নিবেদন করি।

ভরত—আর্য। আমি অবিলম্বে তাঁকে অভিবাদন কবতে চাই। শিগ্‌গিরই তাঁকে নিবেদন করুন।

লক্ষ্মণ—তাই করছি। (অগ্রসর হও) আর্যের জয় হোক, আর্য। এই তোমার প্রিয় ভ্রাতা ভ্রাতৃবৎসল ভরত, যার মধ্যে তোমার রূপ যেন দর্পণে প্রতিফলিত।

রাম—বৎস লক্ষ্মণ। তবে ভরত এসেছে ?

লক্ষ্মণ—হাঁ, আর্য।

রাম—সীতা। ভরতকে দেখার জন্যে তোমার চোখকে বিস্ফারিত কর।

সীতা—আর্যপুত্র। কি বললে, ভরত এসেছে?

রাম—হাঁ, সীতা। আজ আমি বুঝতে পারছি পিতা কী কঠিন কাজই না করেছেন। ভ্রাতৃস্নেহই যদি এমন হয়, তাহলে পুত্রস্নেহ না জানি আরও কত গভীর গহন?

লক্ষ্মণ—আর্য, কুমার কি আসবে?

রাম—বৎস লক্ষ্মণ। এ-বিষয়েও কি তুমি আমার আদেশের অপেক্ষা করছ। যাও সাদরে কুমারকে নিয়ে এসো।

লক্ষ্মণ—এক্ষুণি আনছি, আর্য।

রাম—আচ্ছা, তুমি থাক। তুষারপূর্ণ পদ্মপত্রের মতো নয়নে আনন্দাশ্রু ধারাকারে বর্ষণ করতে-করতে পুত্রের প্রতি মাতা যেভাব পোষণ করে সেই ভাব নিয়ে ভরতের সমাদরের জন্যে স্বয়ং ইনিই যান।

সীতা—তাই যাচ্ছি, আর্যপুত্র। (উঠে, পরিক্রমণান্তে ভরতকে দেখে) এ কী! আর্যপুত্রও কি একই সঙ্গে বেরিয়েছেন নাকি? না না, এ রূপ সাদৃশ্য মাত্র।

সুমন্ত্র—এই যে বধূমাতা!

ভরত—ও, ইনি তাহলে পূজনীয় জনকরাজদুহিতা! রাজা জনকের তপস্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো কর্ষণে ভূমি থেকে জাত এই নারীরূপ তেজঃপুঞ্জ। আর্যে! অভিবাদন করছি। আমি ভরত।

সীতা—(স্বগত) শুধু রূপ নয় কণ্ঠস্বরও একরকম। (প্রকাশ্যে) বৎস, দীর্ঘজীবী হও।

ভরত—অনুগৃহীত হলাম।

সীতা—এসো বৎস। ভাইয়ের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

সুমন্ত্র—প্রবেশ কর কুমার।

ভরত—তাত! এখন কী করবেন?

সুমন্ত্র—আমি পরে প্রবেশ করব। মহারাজ স্বর্গত হলে সে-সংবাদ জানার পর রামের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

ভরত—তাই হোক তবে। (রামের কাছে গিয়ে) আর্য। অভিবাদন করি। আমি ভরত।

রাম—এসো এসো ইক্ষ্বাকুকুমার। কল্যাণ হোক। দীর্ঘজীবী হও। প্রসারিত কর কবাটপুটের মতো তোমার বক্ষ। আমাকে সুবিপুল বাহু দুটি দিয়ে আলিঙ্গন কর। শরৎকালের চাঁদের মতো মুখটি নত কর, আমার দুঃখদগ্ধ দেহকে আনন্দিত কর।

ভরত—অনুগৃহীত হলাম।

সুমন্ত্র—(অগ্রসর হয়ে) আয়ুষ্মানের জয় হোক।

রাম—হায় তাত! পূর্বে যিনি দেবাসুর যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে যাবার সময়ে যথাযোগ্য বিমানে সসৈন্যে স্বর্গে উপস্থিত হয়ে 'ইনি এসেছেন' বলে কীর্তিত হতেন সেই শ্রীসম্পন্ন মহারাজ দেহত্যাগের পর আপনার মতো স্নেহশীল ও প্রিয়জন ছেড়ে স্বর্গে গিয়ে স্ববংশীয় রাজাদের সঙ্গে আনন্দে আছেন কি?

সুমন্ত্র—(সশোকে) দীর্ঘজীবন গুণ হলেও, মহারাজের মৃত্যু, তোমার বনবাস, ভরতের বিষাদ, কুলের অসহায়তা—এইসব অসহনীয় দুঃখ অনুভূত করে আমার মনে হয় আমার দীর্ঘ জীবনই যেন বহু অপরাধ করেছে।

সীতা—আর্যপুত্র তো এমনিতেই কাঁদছেন, তাও তো দেখি তাঁকে আরও বেশি করে কাঁদাচ্ছেন।

রাম—সীতা! এই আমি নিজেকে আশ্বস্ত করছি। বৎস লক্ষ্মণ, জল আনো তো?

লক্ষ্মণ—এই আনছি।

ভরত—আর্য! এটা ঠিক হলো না। যথাক্রমে শুশ্রূষা করব। আমিই যাচ্ছি। (কলস নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবাব প্রবেশ করে) এই যে জল।

রাম—সীতা! লক্ষ্মণের কাজ কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে।

সীতা—আর্যপুত্র! এরও তো সেবা করা কর্তব্য।

রাম—ঠিক বলেছ। লক্ষ্মণ এখানে আমার সেবা করুক আর ভরত সেখানে (অযোধ্যা) থেকে আমার সেবা করুক।

ভরত—প্রসন্ন হোন আর্য। এখানে থাকব দেহে, ওখানে (অযোধ্যা) থাকব কার্যে। আপনার নামেই রাজ্য রক্ষিত হবে।

রাম—বৎস ভরত, তা হয় না। পিতৃ-আদেশে আমি বনে এসেছি, বৎস, অহংকার, ভয় বা ভ্রান্তিতে আসি নি। আমাদের বংশ সত্যকেই সম্পদ মনে করে। তোমাকে বলি, তুমি কেন এই নীচ পথে প্রবর্তিত হবে!

সুমন্ত্র—তবে এখন অভিষেকবারি কোথায় থাকবে?

রাম—আমার মা যেখানে বলেছেন সেইখানেই থাকবে।

ভরত—প্রসন্ন হোন, আর্য। ক্ষতস্থানে আর আঘাত করবেন না। হে গুণাধার! আপনার বংশ আমারও বংশ। সেই স্থিতধী আপনার পিতা আমারও পিতা, হে সুপুরুষ! মাতৃদোষ পুরুষদের (স্বকৃত) দোষ নয়। হে অভীষ্টপূরক, আর্ত ভরতকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখুন।

সীতা—আর্যপুত্র। ভরত অত্যন্ত করুণভাবে জানাচ্ছে। ও'র সম্বন্ধে তুমি কী ভাবছ বল তো?

রাম—সীতা! আমি ভাবছি সেই স্বর্গত নৃপতির কথা যিনি এই পুত্রের বিশিষ্ট গুণ দেখতে পেলেন না। সংসারে এরকম গুণবানকে পেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যদি দৈবাধীন হয় তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী আছে? বৎস ভরত! সত্যিই তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ। তুমি নিষ্পাপ, তোমার কথায় আমি বশীভূত, তোমার খ্যাতগুণে আমি পরাভূত। কিন্তু মহারাজের কথা মিথ্যায় পরিণত করা তোমার অনুচিত। তোমার মতো পুত্রের জন্ম দিয়ে পিতা কি মিথ্যাবাদী হবেন?

ভরত—যতদিন না আপনার ব্রতপালনের অবসান হবে, ততদিন হে রাজন, আমি আপনারই পদমূলে থাকব।

রাম—না, তা হয় না। রাজা তাঁর নিজ পুণ্য বলে সিদ্ধিলাভ করুন। তুমি যদি নিজের রাজ্য রক্ষা না কর, আমার দিব্য রইল।

ভরত—হায়, এরপর আর কথা বলার কিছু রইল না। যা হোক এক শর্তে আপনার রাজ্য পালন করতে পারি।

রাম—শর্তটি কী?

ভরত—আমার হাতে সমর্পিত আপনার রাজ্য চোদ্দ বছর পরে আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

রাম—তাই হোক।

ভরত—আর্য! শুনলেন আর্যে! শুনলেন। তাত! শুনলেন?

সকলে—সকলেই শুনলাম।

ভরত—আর্য! আর একটা বর প্রার্থনা করি।

রাম—কী চাও বল? কী দেব? কী করতে হবে আমাকে?

ভরত—আমি মাথা নত করে আপনার ব্যবহৃত পাদুকা দুটি প্রার্থনা করি। ও-দুটি আমাকে দিন। যতদিন না আপনাব কার্য সিদ্ধ হয়, ততদিন আমি এই দুটির বশবর্তী হয়ে থাকব।

রাম—ধন্য। দীর্ঘকাল ধরে আমি কিছু যশ অর্জন করেছিলাম। ভরত আজ নিমেষেই সেই যশ অর্জন করল।

সীতা—আর্যপুত্র! ভরতের এই প্রার্থনা পূরণ কর।

রাম—তাই হোক! বৎস! গ্রহণ কর। (পাদুকাজোড়া দিলেন)

ভরত—অনুগৃহীত হলাম (গ্রহণ করে) আর্য, এতেই আমি অভিষেক বারি ঢেলে দেব।

রাম—তাত! ভরত যা যা চায় তাই করুন।

সুমন্ত্র—তাই করছি, আয়ুষ্মন্।

ভরত—কী আনন্দ! এবারে আমি স্বজনদের কাছে শ্রদ্ধেয় হলাম, পুরবাসীদের কাছে হলাম অভিপ্রেত, লোকের দৃষ্টি আর আমার কাছে অসহনীয় হবে না, স্বর্গত রাজার প্রিয় চরিত্রবান্ পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হলাম আমি, গুণবান্ ভাইদের কাছে হলাম বহু-আদৃত। বিপুল কীর্তির আধার হলাম আর গুণীদের আলোচনার বিষয় হলাম আমি। যাঁরা ইষ্টলাভ করেছেন তাঁদের সকলেরই প্রিয় হলাম এবারে।

রাম—বৎস ভরত! রাজ্য কিন্তু এক মুহূর্তও উপেক্ষা করার জিনিস নয়। তাই আজই জয়লাভের জন্যে ফিরে যাও।

সীতা—কী! কুমার ভরত আজই যাবে?

রাম—বেশি স্নেহ দেখিও না। জয়ের জন্যে আজই ফিরে যাক কুমার।

ভরত—আর্য! আজই যাব আমি। পুরবাসীরা আপনাকে দেখবার জন্যে উদগ্রীব। আপনার অনুগ্রহের নিদর্শন এই পাদুকা দেখিয়ে আমি তাদের সন্তুষ্ট করব।

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মন্! আমি তখন কী করব?

রাম—তাত! মহারাজের মতো কুমারকে প্রতিপালন করুন।

সুমন্ত্র—যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয় চেষ্টা করব।

রাম—বৎস, ভরত! আমার সামনেই রথে আরোহণ কর।

ভরত—তাই করছি। (রথে আরোহণ করলেন)

রাম—সীতা। এদিকে এস। বৎস লক্ষ্মণ এদিকে এস। আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত আমরা ভরতের অনুগমন করব।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

।। চতুর্থ অংক সমাপ্ত ।।

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর সীতা ও তাপসীর প্রবেশ)

সীতা—আর্যে। পূজার নির্মাল্য ছড়ান আশ্রমগৃহতল পরিষ্কার করা হয়েছে। আশ্রমজাত ফলপুষ্পে দেবপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই যতক্ষণ আর্যপুত্র না আসেন ততক্ষণ চারাগাছগুলোকে জলসিঞ্চনে তৃপ্ত করি।

তাপসী—তোমার কাজ নির্বিঘ্ন হোক।

রাম—(শোকার্তভাবে) যেখানে পিতা নেই আমি নেই, সেই রম্য অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করে আমার অভিষেকের উপকরণ নিয়ে ভরত এসেছিল আমার কাছে, কিন্তু সেই গুণনিধিকে আবার রাজ্যরক্ষার জন্যে সেখানেই পাঠালাম। হায় কী কষ্ট! এই সুবিপুল রাজ্যভার সে একাই বহন করছে। (চিন্তা করে) এই রকমই হয়। থাক, আমি এই শোক দূর করার জন্যে আমার সকল অবস্থার সঙ্গিনী সীতাকে দেখি। কোথায় গেল বৈদেহী। (পরিক্রমণ করে দেখে) সদ্যসিক্ত তরুমূল দেখে মনে হচ্ছে সীতা কাছে আছেন। কারণ গাছের গোড়ায় এখনও সফেন জল আবর্তিত হচ্ছে। তৃষ্ণার্ত হলেও নেমে এসে পাখিরা ঘোলা জল পান করছে না। গর্তগুলো জলে ভরে যাওয়ায় আর্দ্র কীটেরা স্থলের দিকে উঠে আসছে। মূলে জল শুকিয়ে যাওয়ায় যে-দাগ পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে গাছেরা নতুন বলয় ধারণ করছে। (দেখে) এই-যে বৈদেহী। কী কষ্ট! এঁর যে-বাহু দর্পণ ধারণেই ক্লান্তি বোধ করত সেই বাহু কলস বহনেও অক্লান্ত। হায়, অরণ্য স্ত্রীজনের কোমলতা লতার মতোই কঠিন করে তোলে।[১] (এগিয়ে এসে) মৈথিলি! তোমার তপশ্চর্যা নির্বিঘ্ন তো?

সীতা—ও, আর্যপুত্র! আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাম—মৈথিলি! যদি তোমার ধর্মকাজে বাধা না হয় এখানে উপবেশন কর।

সীতা—উপবেশন করছি।

রাম—মৈথিলি! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু যেন জিজ্ঞেস করবে।

সীতা—আর্যপুত্রের মুখ দেখে মনে হচ্ছে শোকে যেন শূন্যহৃদয়। কী হয়েছে বল তো?

রাম—মৈথিলি, তুমি ঠিকই ধরেছ। দুর্দৈবের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত আমার দেহে হৃদয়ের ক্ষত ঠিক আগের মতোই আছে। নানারকম সূচীমুখ শোক-শরাঘাত ঠিক সেইখানেই বার-বার এসে পড়ছে।

সীতা—আর্যপুত্রের সন্তাপের কারণ কী?

রাম—আগামীকাল পূজ্যপাদ পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। বিশেষ ক্রিয়া অনুসারে পিণ্ডদানাদি সম্পন্ন হয় পিতৃপুরুষেরা তাই চান। কিভাবে আমি তা সম্পন্ন করব তাই ভাবছি। অথবা যে-কোন অনুষ্ঠানেই তাঁরা তুষ্ট হবেন, তাঁরা তো আমার অবস্থা বিলক্ষণ জানেন। তবু পিতার ও রামের যা যোগ্য সেইমতো অর্চনার আয়োজন করতে চাই।

সীতা—আর্যপুত্র। ভরত আড়ম্বরে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে, অবস্থানুরূপ ফল ও জল দিয়ে তুমি করবে। এতেই পিতৃদেব পরম তৃপ্তি লাভ করবেন।

রাম—মৈথিলি! কুশের উপর আমার নিজের হাতে রাখা ফল দেখে আমাদের বনবাসের কথা স্মরণ করে স্বর্গেও পিতা রোদন করবেন।

(তারপর পরিব্রাজকের বেশে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ—(স্বগত) এই যে, আমি সংযমী কিন্তু রাম জিতেন্দ্রিয় কিন্তু খরকে বধ করে আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে সে। তাই এ তপস্বি বেশে তাকে প্রতারিত করে বিনা-মন্ত্রে আহুত ঘৃতধারাকে (রাক্ষস হিসেবে) যেমন করে হরণ করি তেমনি করে সীতাকে হরণ করতে চলেছি।[২]

(পরিক্রমণ করে দেখে নিয়ে) এই যে রামের আশ্রমদ্বার ; যাক্ এইখানেই নামি (অবতরণ) আমি এখন অতিথির আচরণ অনুসরণ করি। (প্রকাশ্যে) আমি অতিথি। কে আছ এখানে ?

রাম—(শুনে) অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছি।

রাবণ—(স্বগত) বা—,বেশ, আমার ছদ্মরূপকে সমর্থন করেছে আমার কণ্ঠস্বর।

রাম—ভগবন্! অভিবাদন করি।

রাবণ—মঙ্গল হোক।

রাম—ভগবন্! এই যে আসন, উপবেশন করুন।

রাবণ—(স্বগত) আমাকে যেন আদেশ করছে বলে মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, উপবেশন করছি। (উপবেশন)

রাম—মৈথিলি! পাদোদক আন।

সীতা—এই আনছি, আর্যপুত্র। (প্রস্থান ও প্রবেশ) এই যে জল।

রাম—তুমি এই মাননীয়ের সেবা কর।

সীতা—আর্যপুত্রের যা আদেশ।

রাবণ—(কপটরূপ ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে) থাক্ থাক্। এই পৃথিবীতে ইনিই একা নারীদের মধ্যে অরুন্ধতীস্বরূপ।[৩] যাঁর স্বামীবলে আপনিও সমস্ত নারীকুলে বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে কীর্তিত।

রাম—তা হলে আন, আমি-ই সেবা করব।

রাবণ—ছায়া পরিহার করে আমি শরীর লঙ্ঘন করব না। সুনৃত ভাষণই তো অতিথি সৎকার। আমি যথোচিত আতিথ্য লাভ করেছি। বসুন।

রাম—বসছি। (উপবেশন)

রাবণ—(স্বগত) যাক, আমিও এখন ব্রাহ্মণোচিত আচার-অনুষ্ঠান করতে থাকি। (প্রকাশ্যে) দেখুন আমি কাশ্যপগোত্রীয়। অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদ,

মনু-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, মহেশ্বর-ভাষিত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্র মেধাতিথির ন্যায় শাস্ত্র এবং বরুণ রচিত শ্রাদ্ধবিধি অধ্যয়ন করেছি।

রাম—কী, কী বললেন? শ্রাদ্ধ বিধি?

রাবণ—সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র বাদ দিয়ে বিশেষ করে শ্রাদ্ধবিধিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, এর কারণ কী?

রাম—ভগবন্, পিতা লোকান্তরিত হলে এই শাস্ত্রই তো প্রয়োজন।

রাবণ—কোন সংকোচ করবেন না। এ-বিষয়ে যা জানতে চান জিজ্ঞেস করুন।

রাম—পিণ্ডাদি দানের সময় কী দিয়ে পিতৃপুরুষের তৃপ্তি বিধান করব।

রাবণ—শ্রদ্ধায় যা দেওয়া হয় তাই তো শ্রাদ্ধ।

রাম—অনাদরের দান পরিত্যক্ত হয় বটে, তবে বিশেষ করে কোন্ জিনিস আদৃত হবে তা জানার জন্যেই আমার প্রশ্ন।

রাবণ—শুনুন, তৃণের মধ্যে কুশ, ওষধির মধ্যে তিল, শাকের মধ্যে কলাই, মাছের মধ্যে মহাশঙ্কর, রাখিদের মধ্যে বার্ধ্রাণস[৭], পশুদের মধ্যে গো বা গণ্ডার—এইসবই লোক-বিহিত।

রাম—আপনার 'বা' শব্দের বিকল্পবিধানে মনে হচ্ছে অন্য কিছু হয়তো আছে।

রাবণ—আছে, তবে তা প্রয়াস সাধ্য।

রাম—ভগবন্! ঐটিই আমার সংকল্প। দু-রকম শক্তিই আমার আয়ত্ত, এখন যেটা দিয়ে ঐ সংকল্প সিদ্ধ হবে—তপোবলে কাজ না হলে ধনু, আর ধনুতে কাজ না হলে তপোবল।

রাবণ—আছে, তবে তারা হিমালয়ে বাস করে।

রাম—হিমালয়? তারপর তারপর?

রাবণ—কাঞ্চনপার্শ্ব নামে মৃগ আছে হিমালয়ের সপ্তম শিখরে। সাক্ষাৎ শিবের শিরোদেশ থেকে যে গঙ্গাজল নির্গত হয় তাই তারা পান করে বৈদূর্যমণির মতো শ্যামবর্ণ তাদের পৃষ্ঠদেশ, বায়ুর মতো বেগবান তারা। বৈখানস বালখিল্য নৈমিষীয় প্রমুখ মুনিদের চিন্তামাত্র ঐ মৃগেরা উপস্থিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। মহর্ষিরা ঐ মৃগ মাংসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। সেই মৃগ মাংসে তৃপ্ত হলে পিতৃপুরুষেরা পুত্রপ্রাপ্তির ফল লাভ করেন। জরাহীন দেহ ধারণ করে স্বর্গে গমন করেন, দেবতাদের মতো স্বর্গবাস লাভ করেন এবং আবর্তনশীল বিষয়ে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের আবদ্ধ করতে পারে না।

রাম—মৈথিলি! তুমি তোমার পুত্রস্নেহে পালিত মৃগ ও তরুরাজি, বিন্ধ্যপর্বত এবং সখীস্থানীয় প্রিয় লতাগুলির কাছ থেকে বিদায় নাও।[৫] আমি দীপ্ত ওষধিরঞ্জিত হিমালয় পর্বতের অরণ্যাঞ্চলে বাস করব।

সীতা—তুমি যা আদেশ করছ তাই করব।

রাবণ—কৌশল্যানন্দন! খুব বেশি আশা করবেন না। মানুষ তাদের দেখতে পায় না।

রাম—ভগবন্! হিমালয়ে তারা বাস করে তো?

রাবণ—হ্যাঁ।

রাম—তাহলে আপনি দেখুন—হয় হিমালয় আমাকে সেই সুবর্ণদ্যুতি মৃগদের

দেখাবে আর তা না হলে ক্রৌঞ্চত্ব লাভ করবে। (কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্বতং যেমন বিদীর্ণ করেছিলেন, হিমালয় পর্বতকেও আমি তেমনি বিদীর্ণ করব)।

রাবণ—(স্বগত) উঃ, অসহ্য এর গর্ব। (প্রকাশ্যে) একি! বিদ্যুৎপ্রভার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। কৌশল্যানন্দন! এখানেই অবস্থিত আপনাকে হিমালয় সম্মান দেখিয়েছেন। এই দেখুন কাঞ্চনপার্শ্ব।

রাম—এ আপনারই প্রভাব।

সীতা—সৌভাগ্যক্রমে তোমার এই বাঞ্ছিত সিদ্ধি।

রাম—না মা। যদি কাঞ্চনপার্শ্ব নিজেই এখানে এসে থাকে তবে বলব এ পিতারই সৌভাগ্য। এই পূজার যোগ্য, মৈথিলি, লক্ষ্মণকে বল।

সীতা—আর্যপুত্র! তীর্থযাত্রা থেকে কুলপতিকে আনবার জন্যে তুমিই তো লক্ষণকে পাঠিয়েছ।

রাম—তাহলে আমিই যাই।

সীতা - আর্যপুত্র! আমি কী করব?

রাম—তুমি এই মাননীয়ের সেবা কর।

সীতা—তোমার যা আদেশ। (রামের প্রস্থান)

রাবণ - এই যে, রাম অর্ঘ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। এই, পূজা উপেক্ষা করে মৃগ ধাবিত হলো দেখে রামচন্দ্র ধনুতে বাণ জুড়লেন। কী বল! কী বীর্য! কী সাহস! কী বেগ! 'রাম' এই অল্প অক্ষরে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এই মৃগ এক লাফে বাণের লক্ষ্যের বাইরে গহন বনে প্রবেশ করল!

সীতা—(স্বগত) আর্যপুত্র কাছে না থাকায় আমার ভয় হচ্ছে।

রাবণ—(স্বগত) রাম মায়াবলে দূরে অপসারিত হলে মন্ত্রহীন ঘৃতাহুতির মতো একা সীতাকে তপোবন থেকে হরণ করব।

সীতা—যাই কুটীরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন)

রাবণ—(স্বরূপ গ্রহণ করে) সীতা! দাঁড়াও, দাঁড়াও।

সীতা—(সভয়ে) একি, এ আবার কে?

রাবণ—জান না? আয়তলোচনে! আমি সেই রাবণ যে যুদ্ধে দানবসহ ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরাজিত করেছে। সুর্পণখার বিকৃতরূপ দেখে এবং দুই ভায়ের নিধন-সংবাদ শুনে গর্বোদ্ধত অমিত বলশালী রামকে ছলনায় প্রলুব্ধ করে তোমাকে অপহরণ করতে এসেছি।

সীতা—ওঃ রাবণ! (প্রস্থানোদ্যতা)

রাবণ—আঃ, রাবণের চোখে পড়েছ, পালাবে কোথায়?

সীতা—আর্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সুমিত্রানন্দন। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাবণ—সীতা! আমার পরাক্রমের কথা শোনো। ইন্দ্র পরাভূত, কম্পিত, চন্দ্র স্বস্থানভ্রষ্ট, যম বিমর্দিত। ভীরু দেবতারা যেখানে থাকে সেই স্বর্গকে ধিক্। সীতা যেখানে আছে সেই ভূমিই ধন্য।

সীতা—আর্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সৌমিত্রি! রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

রাবণ—রাম, লক্ষ্মণ, স্বর্গস্থ দশরথ যারই স্মরণ নাও, এইসব কাপুরুষদের ডেকে লাভ নেই। কারণ মৃগশিশু কখনও ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে না।

রাম—আর্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর। লক্ষ্মণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর আমাকে।

রাবণ—আয়তলোচনে! অনর্থক বিলাপ করছ কেন? আমাকেই তোমার 'আর্যপুত্র' বলে মনে কর। বিপুলবিক্রম রাম সমস্ত দেবতাদের সাহায্যেও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।

সীতা—তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

রাবণ—হা হা, পতিব্রতার কী তেজ! যে আমি বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যরশ্মিতেও দগ্ধ হই নি, এর স্বল্পাক্ষর 'অভিশপ্ত হলে' এই কথাতেই আমি দগ্ধ হয়ে গেলাম আর কি!

সীতা—আর্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাবণ—(সীতাকে নিয়ে) হে জনস্থানবাসী তপস্বীরা, শুনুন আপনারা, আমি রাবণ, সবলে সীতাকে নিয়ে যাচ্ছি, ক্ষাত্রধর্মে যদি প্রীতি থাকে তাহলে রাম যেন পরাক্রম প্রকাশ করে।

সীতা—আর্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাবণ—(পরিক্রমণ করে দেখে নিয়ে) পক্ষ-সঞ্চালনজনিত বায়ুর বেগে তরুরাজিকে আলোড়িত করে জটায়ু এই দিকেই ছুটে আসছে। ঠিক আছে। অপেক্ষা কর। আমার হাতের খড়্গের আঘাতে ছিন্নপক্ষে ক্ষত থেকে উৎসারিত রক্তধারায় আর্দ্র দেহে তোমাকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অঙ্ক × × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর দুজন বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ)

উভয়ে—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আপনারা।

প্রথম তাপস—নিশার্ধচারী রাক্ষসরাজ রাবণ মৃগীর মতো সীতাকে বিবশ করে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। নীলকমলের মালার মতো কান্তি, মৃণালের মতো শুভ্রোজ্জ্বল দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত করে যে হাসতে-হাসতে চলেছে।

দ্বিতীয় তাপস—আর পূজনীয়া সীতা যেন ভুজঙ্গিনীর মতো মুক্তি পাবার চেষ্টা করছেন। তিনি যেন পুষ্পিতালতার মতো কম্পমানা। রাবণ তাঁকে সবলে অপহরণ করছে। মনে হচ্ছে, তপোবনের সিদ্ধিকেই সে অপসারিত করছে।

উভয়ে—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আপনারা।

প্রথম—একি! বলতে না বলতে দশরথের ঋণ শোধের অভিপ্রায় নিয়ে জটায়ু 'আমি থাকতে পালাবি কোথায়' এই বলে রাবণকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

দ্বিতীয়—ঐ দেখ, রোষকষায়িতলোচনে রাবণ ফিরে দাঁড়াল।

প্রথম—এই যে রাবণ।
দ্বিতীয়—এই যে জটায়ু।
উভয়ে—সর্বনাশ। আকাশেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল যে।
প্রথম—কাশ্যপ, কাশ্যপ দেখ দেখ গৃধ্ররাজের কী শক্তি। দুই পক্ষপুটে শত্রুকে পরাভূত করে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ করছেন। নিজে অচঞ্চল থেকে দুই চঞ্চুপুটের সুতীক্ষ্ণ ঘর্ষণে তাকে বেষ্টন করার চেষ্টা করছেন। তীক্ষ্ণ লৌহকণ্টকের মতো নখে রাবণের বিশাল বক্ষ থেকে মাংসপিণ্ড উৎপাটিত করছেন, মনে হচ্ছে বজ্রবিদারিত পর্বত থেকে শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।
দ্বিতীয়—হায় হায়, ক্রুদ্ধ রাবণের তরবারির আঘাত গৃধ্ররাজের ডান কাঁধে পড়ল।
উভয়ে—ধিক্-ধিক্। পূজনীয় জটায়ু পতিত হলেন।
প্রথম—হায় কী কষ্ট! পূজনীয় জটায়ু নিজের পরাক্রমের উপযুক্ত চরম চেষ্টা করে, শত্রুকে ক্রীড়াময়ূরের মতো তুচ্ছ করে, রাক্ষসরাজের দীপ্ত তেজ পরাভূত করে গজেন্দ্রভগ্ন বনবৃক্ষের মতো অবসন্ন হলেন।
উভয়ে—ওঁর স্বর্গবাস হোক!
প্রথম—কাশ্যপ। এসো। এই ঘটনা পূজনীয় রামচন্দ্রকে নিবেদন করি।
দ্বিতীয়—হ্যাঁ, তাই চল। এখন এটাই আমাদের প্রথম কাজ। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(বিষ্কম্ভক)[১]

(তারপর কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চুকীয়—কে আছ এখানে? কাঞ্চনতোরণদ্বারে কে আছ?
প্রতিহারী—আর্য। আমি বিজয়া। কী আদেশ, বলুন?
কাঞ্চুকীয়—বিজয়া। তুমি কুমার ভরতকে জানাও, রামচন্দ্রকে দেখবার জন্যে মাননীয় সুমন্ত্র জনস্থানে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেছেন।
প্রতিহারী—আর্য! তাত সুমন্ত্র সফলকাম হয়ে ফিরে এসেছেন তো?
কাঞ্চুকীয়—ভদ্রে, তা তো জানি। হৃদয়স্থ শোকানলে বিশুষ্ক মুখ তাঁর। তাঁকে ওভাবে আসতে দেখেই আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে।
প্রতিহারী—আর্য, একথা শুনে আমার মনও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।
কাঞ্চুকীয়—ভদ্রে, আর দেরি করো না, এক্ষুণি গিয়ে জানাও।
প্রতিহারী—আর্য, আমি এক্ষুণি গিয়ে জানাচ্ছি। (প্রস্থান)
কাঞ্চুকীয়—(অবলোকন করে) এই যে মাননীয় কুমার ভরত, সুমন্ত্রের আসার সংবাদ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে এই দিকেই আসছেন। ওঁর পরনে রয়েছে বল্কল, মাথায় বিচিত্র পিঙ্গল জটাজাল। এই ইনি প্রখ্যাত সদ্গুণের আধার, প্রতিপক্ষের কাছে কৃতান্ত, সূর্যবংশের তিলক, ইন্দ্রতুল্য, ভ্রাতৃআজ্ঞায় সমগ্র বসুধারক্ষণে রত, সৌন্দর্যমণ্ডিত, উদারচেতা ও করিশাবকের মতো রম্যগতি।

(তারপর ভরত ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

ভরত—বিজয়া তাহলে আর্য সুমন্ত্র সত্যই ফিরেছেন। আগে আমি আর্যের দর্শনে গিয়ে তাঁর প্রসাদ ও শপথ নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর গেলেন মাননীয় সুমন্ত্র। তিনি কি প্রজাদের নয়ন ও হৃদয়রঞ্জন রামচন্দ্রকে দেখে ফিরে এসেছেন?

কাঞ্চুকীয়—(কাছে গিয়ে) কুমারের জয় হোক।
ভরত—আচ্ছা, আর্য সুমন্ত্র কোথায় আছেন ?
কাঞ্চুকীয়—তিনি কাঞ্চন তোরণদ্বারে।
ভরত—তাহলে শিগ্‌গির তাকে নিয়ে আসুন।
কাঞ্চুকীয়—কুমারের যা আদেশ।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(তারপর সুমন্ত্র ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

সুমন্ত্র—(শোকার্তভাবে) হায় কী কষ্ট। মহারাজের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলাম। বনবাসও দেখলাম। সীতার অপহরণবৃত্তান্তও শুনলাম। দীর্ঘায়ু গুণ বলে বিবেচিত হলেও আমার কাছে তা বহু অপরাধে অপরাধী।

প্রতিহারী—(সুমন্ত্রকে উদ্দেশ্য করে) আসুন, আসুন আর্য। এই যে কুমার এগিয়ে আসুন।

সুমন্ত্র—(এগিয়ে এসে) কুমারের জয় হোক।

ভরত—তাত। দেখেছেন কি তাঁকে যিনি জগৎকে দেখিয়েছেন পিতৃস্নেহ কাকে বলে ? দেখেছেন কি তাঁকে যিনি দ্বিতীয় অরুন্ধতী চিত্র ? দেখেছেন কি তাঁকে যিনি অকারণে বনবাস বরণ করেছেন সেই মূর্ত সৌভ্রাত্রকে ?

(সুমন্ত্র চিন্তান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)

প্রতিহারী—কুমার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন।

সুমন্ত্র—ভদ্রে। আমাকে কি ?

ভরত—(স্বগত) খুব কষ্ট হচ্ছে। শোকে তিনি শূন্যহৃদয় হয়েছেন। (প্রকাশ্যে) আপনি কি মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছেন ?

সুমন্ত্র—কুমার। তোমার আদেশে রামকে দেখতে জনস্থানে যাত্রা করে পথ থেকেই ফিরে আসব কেন ?

ভরত—তারা কি ক্রোধে বা লজ্জায় দেখা দিলেন না ?

সুমন্ত্র – কুমার। যারা বিনীত তাঁদের ক্রোধ কোথায় ? যাঁরা স্থিরচিত্ত তাঁদের লজ্জাই বা কোথায় ? তাঁদের পরিত্যক্ত তপোবন আমি শূন্য দেখে এলাম।

ভরত—কোথায় গিয়েছেন কিছু শুনেছেন ?

সুমন্ত্র—কিষ্কিন্ধ্যা নামে বানরদের এক রাজ্য আছে, শুনেছি সেইখানেই গিয়েছেন !

ভরত—হায়, বানরেরা বিশিষ্ট পুরুষদের ঠিক বুঝতে পারে না, খুব কষ্টেই সেখানে আছেন ওরা।

সুমন্ত্র—কুমার। তির্যক জাতিরাও (পশুপাখি) উপকার বুঝতে পারে।

ভরত—তাত। কেন একথা বলছেন ?

সুমন্ত্র—জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুগ্রীবের স্ত্রীকে অপহরণ করে তাকে রাজ্যচ্যুত করেছিল। সুগ্রীব থাকত পর্বতে। সমদুঃখে দুঃখী রামচন্দ্র তাকে কিন্তু তার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ভরত—তাত। 'সমদুঃখী' এ-কথা বললেন কেন ?

সুমন্ত্র—(স্বগত)। হায়! প্রায় সবই বলে ফেলেছি দেখছি। (প্রকাশ্যে) না, ও কিছু না। ঐশ্বর্যনাশের সমতার কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

ভরত—তাত। আপনি গোপন করছেন কেন? স্বর্গত মহারাজের চরণ যুগলের দিব্যি, যদি সত্যকথা না বলেন।

সুমন্ত্র—কী আর করি, শুনুন তবে। রাম মুনিদের প্রয়োজনে রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন। তাই রাবণ মায়াবলে সীতাকে অপহরণ করেছে।

ভরত—কী বললেন? তিনি অপহৃতা! (মূর্চ্ছিত হলেন)

সুমন্ত্র—শান্ত হোন! শান্ত হোন।

ভরত—(শান্ত হয়ে)। হায় কী কষ্ট। আমার আর্য (রামচন্দ্র) পিতা ও বন্ধুজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনাঞ্চলে বহু দুঃখ ভোগ করে এখন পত্নীবিচ্ছেদ মেঘাচ্ছন্ন চাঁদের মতো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। হায়, কী করি এখন। হাঁ, ঠিক হয়েছে। তাত, আমার অনুগমন করুন।

সুমন্ত্র—কুমারের যা অভিপ্রায়!

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

সুমন্ত্র—কুমার। যাবেন না, যাবেন না, এ হচ্ছে মহিষীদের চতুঃশালা (অন্তঃপুর)।

ভরত—এখানেই আমার দরকার। ওহে! এখানে কে আছ?

(প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—কুমারের জয় হোক! আমি বিজয়া।

ভরত—বিজয়া! আমি এসেছি এ-সংবাদ তাঁকে দাও।

প্রতিহারী—কোন্ রাণীমাকে জানাব?

ভরত—যিনি আমাকে রাজা দেখতে চান।

প্রতিহারী—(স্বগত) ও, তা না জানি কী হয়! (প্রকাশ্যে) তাই হোক।

(প্রস্থান)

(তারপর কৈকেয়ী ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

কৈকেয়ী—বিজয়া। ভরত কী আমাকে দেখতে এসেছে?

প্রতিহারী—হাঁ, দেবি! তাই। তাত সুমন্ত্র রাজকুমার রামচন্দ্রের কাছ থেকে এসেছেন। তার সঙ্গে কুমার ভরত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কৈকেয়ী—(স্বগত) কোন এক ব্যাপারে নিশ্চয় ভরত মাকে তিরস্কার করবে।

প্রতিহারী—রাণী-মা, কুমার কি ভেতরে আসবেন?

কৈকেয়ী—যাও, নিয়ে এস তাকে।

প্রতিহারী—আনছি, রাণী মা।

(পরিক্রমণ করে এগিয়ে এসে)

জয় হোক কুমারের। আপনি ভেতরে আসুন।

ভরত—বিজয়া। তুমি বলেছ।

প্রতিহারী—হাঁ।

ভরত—তাহলে প্রবেশ করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

কৈকেয়ী—বৎস, বিজয়া বলছিল রামের কাছ থেকে সুমন্ত্র এসেছেন।

ভরত—তারপর আরও সুখবর দিচ্ছি তোমাকে।

কৈকেয়ী—বৎস! তবে কৌশল্যা আর সুমিত্রাকেও তো ডাকা উচিত।

ভরত—না, না। ও'দের দুজনের শোনবার মতো কথা নয়।

কৈকেয়ী—(স্বগত) কী হতে পারে, বুঝতে পারছি না। (প্রকাশ্যে), বল, বৎস।

ভরত—শোন, যিনি তোমার আদেশে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁর পত্নী সীতা অপহৃতা হয়েছেন, তোমার মনস্কামনা এবার পূর্ণ হলো তো ?

কৈকেয়ী—অপহৃতা !

ভরত—হায়, তুমি বধূরূপে এই বংশে প্রবেশ করেছিলে, তারই ফলে এই সত্ত্বগুণান্বিত মনস্বী ইক্ষ্বাকু কুলে বধূধর্ষণও সম্ভব হলো।

কৈকেয়ী—(স্বগত) হাঁ, বলবার এই সুযোগ। (প্রকাশ্যে) বৎস। তুমি মহারাজের অভিশাপের কথা জান না ?

ভরত—মহারাজ কি অভিশপ্ত হয়েছিলেন ?

কৈকেয়ী—সুমন্ত্র, বিস্তারিতভাবে বলুন আপনি।

সুমন্ত্র—আপনি যা আদেশ করেন। শুনুন কুমার, অনেক দিন আগে মহারাজ মৃগয়া করতে বনে গিয়েছিলেন। এক সরোবরে এক মুনিকুমার কলসিতে জল ভরছিল। বন্যগজের গর্জনের মতো শব্দ শুনে মহারাজ শব্দভেদী বাণে অন্ধ মুনির নয়নের মণি সেই মুনিপুত্রকে বধ করেন।

ভরত—বধ করেন ? ঈশ্বর যেন এমন না করেন। তারপর, তারপর ?

সুমন্ত্র—তারপর ছেলেকে সেই অবস্থায় দেখে, সেই সত্যবাক্ মুনি কান্নার শেষে বললেন—'আমি যেমন পুত্রশোকে বিপন্ন হলাম তুমিও তাই হবে।'

ভরত—হায় কী নিদারুণ দুঃখের কথা।

কৈকেয়ী—পুত্র। এইজন্যে আমাকে অপরাধে নিক্ষেপ করে রামকে বনবাসে পাঠান হয়েছিল। রাজ্যলোভে নয়। মহর্ষির অভিশাপ অব্যর্থ, পুত্র প্রবাস ছাড়া তা সম্ভব হতে পারে না।

ভরত—যে কোন পুত্রের প্রবাস হলেই যখন চলত তখন আমাকে বনে পাঠান হলো না কেন ?

কৈকেয়ী—বৎস! মাতুল কুলে ছিলে তুমি, এতো স্বাভাবিক প্রবাস।

ভরত—তা হলে 'চোদ্দ বছর' বনবাস বলার কারণ কী।

কৈকেয়ী—বৎস! 'চোদ্দ দিন' বলতে গিয়ে মনের অস্থিরতার জন্য 'চোদ্দ বছর' বলে ফেলেছিলাম।

ভরত—সম্যক্ বিচারের বুদ্ধি তোমার আছে। আচ্ছা, এ-কথা গুরুজনেরা জানেন ?

সুমন্ত্র—কুমার! বশিষ্ঠ, বামদেব সবাই এ-কথা জানেন এবং এর সত্যতা স্বীকার করেন।

ভরত—হায়! এঁরা তো ত্রিভুবনের সাক্ষী। সৌভাগ্যক্রমে তুমি নিরপরাধা। মা, আমি ভ্রাতৃস্নেহে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে যে ভর্ৎসনা করেছি সে-সব তুমি ক্ষমা কর।' মা, আমি প্রণাম করছি তোমাকে।

কৈকেয়ী—পুত্র! কোন্ মা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করে না! ওঠো ওঠো। এতে দোষ নেই।

ভরত—অনুগৃহীত হলাম। এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজই আর্যের সাহায্যের জন্যে সমস্ত রাজমণ্ডলকে কাজে লাগাচ্ছি। আমি এখন

সমুদ্রবেলাকে মত্ত গজের দ্বারা অন্ধকার এবং সৈন্য সমাবেশে পূর্ণ করব! তরণশীল সৈন্যদের দিয়ে রাবণ সহ সমুদ্রকে গ্লানি অনুভব করাব। ওহে, কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, শিগ্‌গির জেনে এসো তো।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—কুমারের জয় হোক! এই বৃত্তান্ত শুনে রাণী-মা কৌশল্যা মূর্ছিতা হয়েছেন।

কৈকেয়ী—তাই নাকি?

ভরত—মা মূর্ছিতা হলেন কেন?

কৈকেয়ী—এসো বৎস! আর্যাকে আশ্বস্ত করি এসো।

ভরত—তাই চল, মা। (উভয়ের প্রস্থান)

।। ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ।।

× × × × × × × × × × × × × **সপ্তম অঙ্ক** × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর তাপসের প্রবেশ)

তাপস—নন্দিলক! নন্দিলক!

নন্দিলক—আর্য! এই যে আমি।

তাপস—নন্দিলক? কুলপতি জানাচ্ছেন—তাঁর (রামের) পত্নীকে যিনি অপহরণ করেছিলেন ত্রিভুবনের ভয়ের কারণ সেই রাবণকে বধ করে, রাক্ষসবিরুদ্ধস্বভাব-বিবিধ গুণে ভূষিত বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে, দেব ও দেবর্ষির সম্মুখে যাঁর চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা প্রতিপন্ন হয়েছে সেই পূজনীয়া সীতাকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানর পরিবৃত হয়ে শরৎকালের নির্মল আকাশের চাঁদের মতো মনোরম রামচন্দ্র এসেছেন! তাই আমাদের আশ্রমে আমাদের যা সম্বল তাই দিয়ে যে-আয়োজন করা সম্ভব তা প্রস্তুত করে রাখ।

নন্দিলক – সমস্তই ঠিক করে রেখেছি, কিন্তু—

তাপস—ব্যাপার কী?

নন্দিলক—এখানে বিভীষণের কুটুম্ব রাক্ষসেরা আছেন কিন্তু। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা কিন্তু কুলপতিই করবেন।

তাপস—কেন?

নন্দিলক – তারা কিন্তু আহারে বেশ পটু।[১]

তাপস—সে ভয় নেই। রাক্ষসেরা বিভীষণের অনুগত।[২]

নন্দিলক—রাক্ষস সজ্জনকে (বিভীষণকে) নমস্কার। (প্রস্থান)

তাপস—(অবলোকন করে) এই যে পূজনীয় রামচন্দ্র 'হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার জয় হোক! দ্বিতীয় শত্রু থাকলে তাকেও যেন জয় করতে পারো। একচ্ছত্র ভুবন তোমার শাসনাধীন হোক।'—এইভাবে বহু মুনিজনস্তুত হয়ে মানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিমান থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। জয় হোক! তোমার জয় হোক!

(প্রস্থান)

(মিশ্র বিষ্কম্ভক[৩] সমাপ্ত)

(তারপর রামের প্রবেশ)

রাম—পর্যাপ্তবলবীর্যশালী রাবণকে বধ করে জগতে সর্বগুণান্বিত পতিচরিতা সীতাকে লাভ করে গুরুজনের আদেশ সম্পূর্ণ পালন করে আবার মুনিজনের তপোবনে এসেছি। তাপসীদের অভিবাদন করতে ভিতরে প্রবেশ করে সীতা দেরি করছেন। (অবলোকন করে) এই যে সীতা, মুনিপত্নীদের বয়স অনুযায়ী 'সখী', 'সীতা', 'জানকী', বধূ ইত্যাদি নানা স্নেহ-সম্বোধনে সম্ভাষিত হয়ে ধীরে-ধীরে আসছেন।

(তারপর সীতা ও তাপসীর প্রবেশ)

তাপসী—ওগো, এই তোমার স্বামী। যাও, এঁর কাছে যাও। তোমাকে আর একা দেখতে পারি না।

সীতা—এখনও যেন নিজের নিরাপত্তায় বিশ্বাস রাখতে পারছি না। (কাছে গিয়ে) জয় হোক আর্যপুত্রের।

রাম—সীতা, তোমার মনে পড়ে? এই জনস্থানে আমরা আগে ছিলাম। মনে আছে তোমার পুত্রতুল্য গাছপালার কথা?

সীতা—জানি জানি। আগে যাদের পাতাগুলো অবনত মস্তকেই দেখা যেত এখন মাথা তুলে দেখতে হয় তাদের।

রাম—তাই হয়। কালের প্রভাবেই নিচু হয় উঁচু, উঁচু হয় নিচু। সীতা, মনে পড়ে তোমার? এই সপ্তপর্ণের নিচে শুভ্রবসন ভরতকে দেখে হরিণের দল ভয় পেয়েছিল।

সীতা—খুব মনে আছে, আর্যপুত্র।

রাম—এই আমাদের তপস্যার সাক্ষী তটপ্রদেশ। এইখানে বসেই আমরা যখন পিতৃদেবের পিণ্ডাদি দানের কথা ভাবছিলাম তখন কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ দেখেছিলাম।

সীতা—না, না, আর্যপুত্র, ও-কথা আর বলো না।

রাম—ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। সে-সময় আর নেই। (চারদিক থেকে) এ কি? কোথা থেকে লোধ্রকুসুমের মতো শুভ্র ধূলিকণা উড়ে আসছে, বায়ুতাড়িত হয়ে তা চারদিক আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। পটহের গম্ভীর ধ্বনিতে পরিবর্ধিত হয়ে শঙ্খধ্বনি এই বনকে নগরে পরিণত করছে।

(প্রবেশ করে)

লক্ষ্মণ—জয় হোক আর্যের! আর্য! তোমাকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভ্রাতৃ বৎসল ভরত মায়েদের সঙ্গে এসে পড়েছেন।

রাম—বৎস লক্ষ্মণ! তাই নাকি? ভরত এসেছে?

লক্ষ্মণ—হাঁ, আর্য।

রাম—সীতা, তোমার শ্বশ্রূমাতাদের সম্মুখস্থ ভরতকে দেখবার জন্যে তোমার নয়নদ্বয় প্রসারিত কর।

(তারপর মায়ের সঙ্গে ভরতের প্রবেশ)

ভরত—মেঘমুক্ত শরতের নির্মল চাঁদের মতো একের-পর-এক নানা সংকট থেকে সদ্যমুক্ত, আর্যা-সমন্বিত আমার গুরুকে দর্শনের জন্যে আজ আমি স্বজনদের নিয়ে হৃষ্টচিত্তে এখানে এসেছি।

রাম—মায়েরা ! তোমাদের প্রণাম করছি ।
সকলে—বৎস ! দীর্ঘজীবী হও । সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা পালনের পর বধূর সঙ্গে তোমাকে কুশলে দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি ।
রাম—অনুগৃহীত হলাম ।
লক্ষ্মণ—মায়েরা, আমি প্রণাম করছি ।
সকলে—বৎস ! দীর্ঘজীবী হও ।
লক্ষ্মণ—অনুগৃহীত হলাম ।
সীতা—মায়েরা, আমি প্রণাম করছি ।
সকলে—বৎসে ! চিরকল্যাণময়ী হও ।
সীতা—অনুগৃহীত হলাম ।
ভরত—আর্য ! আমি ভরত, প্রণাম করছি !
রাম—এসো । এসো বৎস । মঙ্গল হোক, দীর্ঘজীবী হও । কপাটপুটের মতো তোমার বিশাল বক্ষ প্রসারিত কর । সুবিশাল বাহু দুটি দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন কর । শরৎকালের চাঁদের মতো তোমার মুখখানি তোল, দুঃখদগ্ধ আমার এ-দেহকে আহ্লাদিত কর ।[০]
ভরত—অনুগৃহীত হলাম । আর্যে ! আমি ভরত, আপনাকে অভিবাদন করছি ।
সীতা—আর্যপুত্রের চিরসাথী হও ।
ভরত—অনুগৃহীত হলাম । আর্য, প্রণাম করছি ।
লক্ষ্মণ—এসো, এসো বৎস । দীর্ঘায়ু হও ! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর ।
ভরত—অনুগৃহীত হলাম । আর্য । রাজ্যভার গ্রহণ কর !
রাম—কেন বৎস ।
কৈকেয়ী—বৎস । এ আমাদের চিরদিনের বাসনা ।[১]

(তারপর শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন—নানা দুঃখে জর্জরিত হলেও যাঁর গুণ বা তেজ বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি সেই রাবণান্তক গুরুকে দেখবার জন্যে আমার মন অধীর হচ্ছে ।

(অগ্রসর হয়ে)

আর্য—আমি শত্রুঘ্ন অভিবাদন করছি ।
রাম—এসো, এসো বৎস ! তোমার মঙ্গল হোক, দীর্ঘজীবী হও ।
শত্রুঘ্ন—অনুগৃহীত হলাম । আর্য ! প্রণাম করি ।
লক্ষ্মণ—কল্যাণ হোক । দীর্ঘজীবী হও ।
শত্রুঘ্ন—অনুগৃহীত হলাম । আর্য ! (রামের প্রতি) বশিষ্ঠ ও বামদেব সমস্ত প্রজাদের সঙ্গে অভিষেক সম্ভার নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন । মুনিরা আপনার শুভ কামনায় নানা নদ-নদীর তীর্থবারি স্বয়ং আহরণ করে এনেছেন । এখন তাঁরা জলসিক্ত পদ্মের মতো আপনার প্রথমাভিষিক্ত মুখখানি দেখতে চান ।
কৈকেয়ী—যাও বৎস ! অভিষেক গ্রহণ কর ।
রাম—মায়ের যা আদেশ । (প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

আপনার জয় হোক। প্রভুর জয় হোক। মহারাজের জয় হোক। দেবের জয় হোক। জয় হোক ভদ্রমুখের। জয় হোক আর্যের, রাবণান্তক জয়ী হোন।

কৈকেয়ী—এই পুরোহিত ও কাঞ্চুকীয়েরা আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা করে আশীর্বাদে অভিনন্দিত করছেন।

সুমিত্রা—প্রজা, পরিচারক ও সজ্জনেরা আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা করছেন। (নেপথ্যে) জনস্থানবাসী তপস্বিগণ! আপনারা শুনুন। সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরকম শত্রু থেকে জাত ঘোর সংকটকে শৌর্যে বিধ্বস্ত করে সর্বশুভলক্ষণা সীতাকে উদ্ধার করে সকলের নয়নাভিরাম রাম পৃথিবী জয় করলেন।

কৈকেয়ী—এই যে আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা ক্রমবর্ধমান!

(তারপর অভিষেকান্তে রামের সপরিবারে প্রবেশ)

রাম—(আকাশে দৃষ্টিপাত করে) হে তাত! আপনি স্বর্গে থেকে তৃপ্তি লাভ করুন, দৈন্য পরিহার করুন। আপনি আমার উপর যে কর্তব্যভার অর্পণ করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি পৃথিবীতে সৎকর্মের ভারবাহী রাজা হয়েছি, ধর্মত লোকরক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করেছি।

ভরত—যিনি 'রাজা উপাধি লাভ করেছেন, যাঁর মাথায় রাজচ্ছত্র শোভিত' (মুকুট পরিধানে) শিরোদেশ সমুজ্জ্বল, যিনি তীর্থ বারিতে অভিষিক্ত ও রাজবিলাস প্রাপ্ত, প্রজাবন্দিত নবচন্দ্রের মতো সেই গুরুকে দেখে আমার কিছুতেই আশা মিটছে না।

শত্রুঘ্ন—আর্যের অভিষেকে আমাদের বংশ পাপ মুক্ত হয়ে চন্দ্রোদয়ে পৃথিবীর মতো পুনঃপ্রকাশিত হলো।

রাম—বৎস লক্ষ্মণ। আমি রাজ্যভার পেলাম।

লক্ষ্মণ—সৌভাগ্যবশত আপনার এই অভ্যুদয়!

(প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের জয় হোক। মাননীয় বিভীষণ জানাচ্ছেন, এবং সুগ্রীব, মৈন্দ, জাম্ববান্, হনুমান প্রমুখ সকলে তাঁর অনুবর্তী হয়ে জানাচ্ছেন—সৌভাগ্যক্রমে আপনার এই অভ্যুদয়।

রাম—আমাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের অনুগ্রহেই আমার এ-অভ্যুদয় এ-কথাই তাঁদের বলুন।

কাঞ্চুকীয়—মহারাজ যা আদেশ করেন।

কৈকেয়ী—আমি সত্যিই ধন্যা। এই অভ্যুদয় উৎসব আমি অযোধ্যায় দেখতে চাই।

রাম—তা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। (অবলোকন করে) সমস্ত বনস্থলী যেন প্রভাত সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। (চিন্তা করে) ওঃ বুঝেছি। রাবণের পুষ্পকবিমান আকাশে উপস্থিত হয়েছে। শপথ-অনুসারে এই বিমান স্মরণ করা মাত্রই উপস্থিত হবে। তাহলে সকলেই আরোহণ করুন।

(সকলে আরোহণ করলেন)

রাম—স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে আজই অযোধ্যা নগরীতে যাব।

লক্ষ্মণ—উদয়াচলে তারাদের মধ্যে চাঁদের মতো প্রজারা আজই আপনার দর্শন লাভ করুন।

(ভরতবাক্য১)

রাম যেমন জানকী ও স্বজনদের সঙ্গে সমাগত হলেন সেইরকম রাজা লক্ষ্মীযুক্ত হয়ে পৃথিবী পালন করুন। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত

মহাকবি ভাসকৃত প্রতিমানাটক সমাপ্ত।

প্রসঙ্গ কথা

স্থাপনা

প্রথম অঙ্ক

১. 'নান্দী' মানে কোন দেবতা, ব্রাহ্মণ বা কোন রাজার স্তুতি বা কোন আশীর্বচন। সংস্কৃত নাটকের আগে 'পূর্বরঙ্গ' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। নাটক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক এই কামনা নিয়েই এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পর সূত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে নান্দীপাঠ করেন। কিন্তু ভাসের নাটকে 'নান্দী' পূর্বরঙ্গেরই অংশ। সেটি হয়ে যাবার পর সূত্রধার এসে যে-শ্লোকটি পাঠ করেন তাকে মঙ্গল-শ্লোক বলা যেতে পারে।

সূত্রধারই নট-নেতা, তিনি নাটকটি উদ্বোধন করে দেন, তারপর তাব আর কোন ভূমিকা নেই। এই পরিভাষাটিতে অনেক পণ্ডিত প্রাচীন 'পুতুল-নাচের' আভাস পান। নাট্য-উদ্ভবের ইতিহাসে পুতুল-নাচের কোন ভূমিকা হয়তো ছিল বলেই তাঁদের ধারণা।

২. প্রথম শ্লোকটিতে শ্লেষ আছে। অধিকাংশ শব্দই দ্ব্যর্থক। যেমন 'সুগ্রীব-বামঃ' মানে 'সুন্দর গ্রীবাযুক্ত রাম', আবার 'সুগ্রীব সমন্বিত রাম' এর দুই অর্থই হতে পারে! এই শ্লোকটিতে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং নাটকের পরিণতির ইঙ্গিতও করা হয়েছে। 'দেবীর সঙ্গে' কথাটিতে বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের ইঙ্গিত আছে।

৩. 'প্রস্তাবনা' বা 'আমুখ'-কেই ভাস স্থাপনা' বলেছেন। এ হলো কৌশলে আসল নাট্যবস্তুর অবতারণা। অপ্রসঙ্গ থেকে আসার এটি একটি প্রাচীন নাট্যরীতি।

৪. দ্বারপালিকা।

৫. কাঞ্চুকী বা কাঞ্চুকীয় হচ্ছে নিষ্কাম সত্যপরায়ণ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে পাবদর্শী প্রবীণ রাজকর্মী।

> যে নিত্যং সত্যসম্পন্নাঃ কামদোষ বিবর্জিতাঃ।
> জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলাঃ কাঞ্চুকীয়াস্তু তে মতাঃ ।।

৬. পুষ্পরথ বা মঙ্গলরথ।

৭. বোঝা যাচ্ছে, স্থায়ী নাট্যশালা ছিল এবং নানারকম নাটকের চর্চা হতো সেখানে, সময়োপযোগী নানা নাটক প্রস্তুত করা হতো অভিনয়ের জন্যে।

৮. 'ভর্ত্রী" শব্দটির প্রাকৃতরূপ 'ভট্টিনী' সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে মনে হয়। রাণীকে পরিচারিকাদি নিম্নশ্রেণীর পাত্রীরা এই বলেই সম্বোধন করত।

৯. 'নেপথ্য' মানে যেখানে নটনটীদের বেশ রচনা হয়, বা তাদের সাজান হয়। সেই নেপথ্যের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁর উপর তিনিই নেপথ্যপালিকা।

১০. মনে পড়বে—

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ । (শকুন্তলা)

১১. চেটী—পরিচারিকা । লক্ষণীয়ঃ পরিচারিকার মুখেও বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর সংলাপ ।

১৩ কিন্তু এতক্ষণ কি রাম লক্ষ্যই করেন নি যে সীতার পরণে বল্কল ?

১৪. স্বল্পতম পরিসরে তীব্র আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষ্যণীয় ।

১৫. 'শিরঃস্থানানি' নিয়ে অনেকেরই শিরঃপীড়া । কেউ বলেন প্রধান ভবনগুলি কেউ বলেন এটির অর্থ 'রম্য উদ্যান' ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ উপমা ভাসস্য !

তৃতীয় অঙ্ক

১. ভট—প্রহরী ।

১. 'রথগতি'র বর্ণনা । 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের রথগতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে ।

২. কৃত্তিকানক্ষত্রের কালে নগর প্রবেশ অপ্রশস্ত । কৃত্তিকার অনুবর্তন করবে রোহিণী । যাত্রা বা পুরপ্রবেশের জন্যে এই নক্ষত্রটি শুভ ।

৩. ভাসের নিজস্ব উদ্ভাবনা ।

৪. ইক্ষ্বাকুবংশীদের এই ক্রম রামায়ণ বিরোধী, তবে কালিদাস এই ক্রমই গ্রহণ করেছেন ।

৫. মনে পড়বে শকুন্তলার— হৃদয় ভব সাভিলাষম্' (শকুন্তলা)

চতুর্থ অঙ্ক

১. প্রবেশকঃ—প্রবেশক অতীত ঘটনা ও ভবিষ্যৎ ঘটনার সংযোজক (Interlude) নিম্নশ্রেণীর পাত্রের কথোপকথন থাকে প্রবেশকে ।

প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ ।
অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষো বিষ্কম্ভকে যথা (সাহিত্য দর্পণ)

পঞ্চম অঙ্ক

১. মনে পড়বে অভিজ্ঞান শকুন্তলার সেই অংশটির কথা যেখানে শকুন্তলাকে জলসেচনে নিযুক্ত দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, ঋষির পক্ষে এ-যেন নীলোৎপলের পাতা দিয়ে শমীলতা ছেদন করার মতো ।

২. যথার্থ মন্ত্রোচ্চারণ যুক্ত না হলে ঘৃতাহুতি সফল হয় না, তা দেবভোগ্য না হয়ে রাক্ষসভোগ্য হয় ।

৩. অরুন্ধতী ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী, পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা।
'তুলনীয়ঃ দদর্শ বশিষ্ঠমন্বাসিতমরুন্ধত্যা'। (রঘু—১ম) সীতা যে পরম শ্রদ্ধেয়া দুষ্কৃতকারী রাবণ সে-সম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন।

৪ বার্ধ্রানস—এক রকমের পাখি; তাদের ঘাড় নীল, মাথা লাল, পা কালো এবং পাখনা সাদা রঙের হয়ে থাকে। শ্রাদ্ধে দেয় বস্তুর মধ্যে তাদের মাংসও অন্যতম; পিতৃপুরুষগণ এতে তৃপ্তিলাভ করেন। শব্দটি অপ্রচলিত।

৫. পুত্রতুল্য হরিণ ও তরুদের কাছ থেকে বিদায় নাও—এই পঙ্ক্তিটি অভিজ্ঞান শকুন্তলমের চতুর্থ অঙ্কের অংশবিশেষ স্মরণ করিয়ে দেবে। যে অংশের রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, ইঙ্গুদীর তৈল দিতে কুশক্ষত হলে মুখ যার এই মৃগ পুত্র সে তোমার।
আর কণ্বমুনিও গাছগুলোর সঙ্গে শকুন্তলার অচ্ছেদ্য স্নেহসম্বন্ধ স্মরণ করে তাদেরই সম্বোধন করে শকুন্তলাকে বিদায় দিতে বলেছেন।

৬. ক্রৌঞ্চ পর্বত মৈনাকের পুত্র, হিমালয়ের পৌত্র। পুরাণে আছে, পরশুরাম ও কার্তিকেয় এই পর্বত বিদীর্ণ করেন। কার্তিকেয় ধনুর্বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলে পরশুরাম বাণাঘাতে ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ করেন।
তুলনীয় মেঘদূত, পূর্বমেঘ—৫৯

ষষ্ঠ অঙ্ক

১. বিষ্কম্ভকঃ

> বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ
> সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ।
> মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ।
> শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ।

যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে চলেছে তার নির্দেশক হিসেবে অঙ্কের শুরুতে সংক্ষেপে যে বিশেষ সংলাপাংশ ব্যবহৃত হয় তার নাম বিষ্কম্ভক। মধ্যম পাত্রের মধ্যে সংলাপ থাকলে তাকে শুধু বিষ্কম্ভক বলে, আর মধ্যম ও নীচ পাত্রের মধ্যে সংলাপ থাকলে তাকে সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক বলে। এই বিষ্কম্ভকটিকে আমরা শুদ্ধ বিষ্কম্ভক বলতে পারি।
'বিষ্কম্ভক' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংযোজক।

২. যে ভরত মাতৃ-ভর্ৎসনা করেছিলেন তীব্র ভাষায় তিনিই এখন অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। রামায়ণ থেকে এটি একটি বিচ্যুতি। কবি কৈকেয়ীকে মহনীয়া করে তুললেন। প্রতিমানাটক প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম অঙ্ক

১. কবির কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

২. অর্থাৎ বিভীষণ তাদের নিশ্চয় বুঝিয়ে বললেন—'দেখ এঁরা তপস্বী, যা পারেন তাই খাওয়াবেন, তোমরা কিন্তু বেশি কিছু আশা করো না, না হয় একটু কম-সম করেই খেও।'

[কোন-কোন টীকাকার 'তে খলু খাদন্তি'-র অর্থ করেছেন তারা কিন্তু মানুষ খায়। সে-ক্ষেত্রে এই অর্থ হবে—'মানুষ খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এরা বিভীষণের অনুগত অর্থাৎ আমাদের বন্ধুস্থানীয়।']

৩. এটি মিশ্র বিষ্কম্ভক, কারণ সংলাপ এখানে মধ্যমপাত্র তাপস এবং নীচপাত্র নন্দিলকের মধ্যে।

৪. এই শ্লোকটি পুনরাবৃত্ত। (দ্রষ্টব্য—চতুর্থ অঙ্কের ১৬ সংখ্যক শ্লোক)।

৫. রামায়ণ-অভ্যস্ত কানে কৈকেয়ীর মুখে এ-কথা শুনে আমরা চমকে উঠব। কিন্তু ভাস কৈকেয়ীকে মহনীয় চরিত্র করেই দেখাতে চেয়েছেন, তাই এই উক্তি তিনি দিয়েছেন কৈকেয়ীর মুখে।

৬. ভরত-বাক্যকে নাটকের উপসংহার-বাক্য বলা যেতে পারে। যেখানে নাটকীয় পাত্রপাত্রীদের কথা শেষ হচ্ছে তারপরেই একটি শ্লোকে কোন শুভকামনা জানান হয়। যে-নট নাটক শুরু করেছিলেন প্রস্তাবনা অংশে সেই নটই উচ্চারণ করবেন। ভরত-বাক্য আসলে নট-বাক্য। কিন্তু 'নট' কি করে 'ভরত' পদবাচ্য হবে? ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা, তাই প্রধান নট তাঁরই নামে হয়তো চিহ্নিত হয়েছেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ভরত-বাক্যের টীকা প্রসঙ্গে রাঘবভট্ট বলছেন : 'বরপ্রদানসম্প্রাপ্তিঃ কাব্যসংহার ইতি ভরতবাক্যং নটবাক্যম্। নাটকাভিনয়-সমাপ্তৌ সামাজিকেভ্যো নটেন আশীর্দীয়তে।'

প্রতিমানাটকম্

অথ প্রথমোঽঙ্কঃ

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—সীতাভবঃ পাতু সুমন্ত্রতুষ্টঃ সুগ্রীবরামঃ সহলক্ষ্মণশ্চ।
যো রাবণার্যপ্রতিমশ্চ দেব্যা বিভীষণাত্মা ভরতোঽনুসর্গম্ ॥ ১ ॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য)

আর্যে—ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য)

নটী -অয্য ! ইয়হ্মি। [আর্য ! ইয়মস্মি]

সূত্রধারঃ—আর্যে ! ইমমেবেদানীং শরৎকালমধিকৃত্য গীযতাং তাবৎ !

নটী—অয্য ! তহ। (গাযতি) আর্য। তথা।]

সূত্রধারঃ—অস্মিন্ হি কালে
চরতি পুলিনেষু হংসী কাশাংশুকবাসিনী সুসংহৃষ্টা

(নেপথ্যে)

অয্য ! অয্য ! [আর্য ! আর্য !]

(আকর্ণ্য)

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।
মুদিতা নরেন্দ্রভবনে ত্বরিতা প্রতিহাররক্ষীব ॥ (নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

প্রবিশ্য

নটী—অয্য ইয়হ্মি। [আর্য ! ইযমস্মি]

প্রতিহারী—অয্য ! কো ইহ কঞ্চুইআণং সণ্ণিহিদো। [আর্য ! ক ইহ কাঞ্চুকীয়নাং সন্নিহিতঃ]

প্রবিশ্য

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি অয়মস্মি। কিং ক্রিয়তাম্ ?

প্রতিহারী—অয্য ! মহারাও দেবাসুরসংগমেসু অপ্পডিহদমহারহো দসরহো—আণবেদি দিগ্ঘং ভট্টিদারঅস্স রামস্স রজ্জপহাব সঞ্জোঅকারআ অহি সেঅসম্ভারা আণীঅন্তু ত্তি। [আর্য ! মহারাজো দেবাসুর সংগ্রামেষ্ব-প্রতিহতমহারথো দশরথ আজ্ঞাপয়তি—শীঘ্রং ভর্তৃদারকস্য রামস্য রাজ্যপ্রভাবসংযোগকারকা অভিষেকসম্ভারা আনীয়ন্তামিতি।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি। যদাজ্ঞপ্তং মহারাজেন, তৎ সর্বং সংকল্পিতম্। পশ্য—
ছত্রং সব্যজনং সনন্দিপটহম্ ভদ্রাসনং কল্পিতং,
ন্যস্তা হেমময়াঃ সদর্ভকুসুমাস্তীর্থাম্বুপূর্ণা ঘটাঃ।
যুক্তঃ পুষ্যরথশ্চ মন্ত্রিসহিতাঃ পৌরাঃ সমভ্যাগতাঃ
সর্বস্যাস্য হি মঙ্গলং স ভগবান্ বেদ্যাং বশিষ্ঠঃ স্থিতঃ ॥ ২ ॥

প্রতিহারী—জই এব্বং, সোহণং কিদং। [যদ্যেবং, শোভনং কৃতম্]

কাঞ্চুকীয়ঃ—হন্ত ভোঃ।

ইদানীং ভূমিপালেন কৃতকৃত্যাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ।
রামাভিধানং মেদিন্যাং শশাঙ্কমভিষিঞ্চতা ॥ ৩ ॥

প্রতিহারী—তুবরদু তুবরদু দাণিং অয্যো [ত্বরতাং ত্বরতামিদানীমার্যঃ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবদি। ইদং ত্বর্যতে। (নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রতিহারী—(পরিক্রম্যাবলোক্য) অয্য। সংভবঅ। সংভবঅ। গচ্ছ, তুবং পি মহারাঅবঅণেণ অয্যপুরোহিদং জহোপআরেণ তুবারেহি (অন্যতো গত্বা) সারসিএ। সারসিএ। সংগীদসালং গচ্ছিঅ নাডঈআণং বিণ্ণবেহি—কালসংবাদিণা ণাডএণ সজ্জা হোহত্তি। জাব অহং বি সব্বং কিদং ত্তি মহারাঅস্স ণিবেদেমি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) [আর্য। সম্ভবক। সম্ভবক। গচ্ছ, ত্বমপি মহারাজবচনেনার্যপুরোহিতং যথোপচারেণ ত্বরয়। (অন্যতো গত্বা) সারসিকে। সারসিকে। সংগীতশালাং গত্বা নাটকীয়ানাং বিজ্ঞাপয়—কালসংবাদিনা নাটকেন সজ্জা ভবতেতি। তাদবহমপি সর্বং কৃতমিতি কালসংবাদিনা নাটকেন সজ্জা ভবত্বেতি। যাবদহমপি সর্বং কৃতমিতি মহারাজায় নিবেদয়ামি।] (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যবদাতিকা বল্কলং গৃহীত্বা)

অবদাতিকা—অহো অচ্চাহিদং। পরিহাসেণ বি ইমং বক্কলং উবণঅন্তীএ মম এত্তিঅং ভঅং আসী, কিং পুণ লোভেণ পরধণং হরন্তস্স। হসিদুং বিঅ ইচ্ছামি। ণ খু এআইণীএ হসিদব্বং [অহো অত্যাহিতম্। পরিহাসেনাপীমং বল্কলমুপনয়ন্ত্যা মমৈতাবদ্ ভয়মাসীৎ, কিং পুনর্লোভেন পরধনং হরতঃ। হসিতুমিবেচ্ছামি। ন খল্বেকাকিন্যা হসিতব্যম্।]

(ততঃ প্রবিশতি সীতা সপরিবারা)

সীতা—হঞ্জে! ওদাদিআ পরিসঙ্কিদবণ্ণা বিঅ দিসসই। কিংণুহু বিঅ এদং [হঞ্জে। অবদাতিকা পরিশঙ্কিতবর্ণেব দৃশ্যতে। কিন্নু খল্বিবৈতৎ]

চেটী—ভট্টিণি। সুলহাবরাহো পরিঅণো ণাম অবরজ্ঝা ভবিসসদি। [ভট্টিনি। সুলভাপরাধঃ পরিজনো নাম অপরাদ্ধা ভবিষ্যতি।]

সীতা—ণহি ণহি, হসিদুং বিঅ ইচ্ছদি। [নহি নহি, হসিতুমিবেচ্ছতি]

অবদাতিকা—(উপসৃত্য) জেদু ভট্টিণী। ভট্টিণি! ণ খু অহং অবরজ্ঝা। [জয়তু ভট্টিনী। ভট্টিনি ন খল্বহমপরাদ্ধা]

সীতা—কা তুমং পুচ্ছদি। ওদাদিএ! কিং এবং বামহত্থপরিগহিদং! [কা ত্বাং পৃচ্ছতি। অবদাতিকে! কিমেতদ্ বামহস্তপরিগৃহীতম্ ?]

অবদাতিকা—ভট্টিণি ইদং বক্কলং [ভট্টিনী ইদং বল্কলম্]

সীতা—বক্কলং কিসস আণীদং [বল্কলং কস্মাদানীতম্]

অবদাতিকা—সুণাদু ভট্টিণি। ণেবচ্ছপালিণী অয্যরেবা নিব্বুত্ত-রঙ্গপ্পওঅণং অসোঅরুক্খসস একং কিসলঅং অহ্মেহি জাইদা আসি। ণ অ তাএ দিণ্ণং। তদো অরিহদি অবরাহো ত্তি ইদং গহিদং [শৃণোতু ভট্টিনী।

নেপথ্যপালিন্যার্যরেবা নিবর্ত্তরঙ্গপ্রয়োজনমশোক-বৃক্ষস্যৈকং কিশলয়মস্মাভি-র্যাচিতমাসীৎ। ন চ তয়া দত্তম্, ততোঽহর্ত্যপরাধ ইতীদং গৃহীতং]

সীতা—পাবঅং কিদং। গচ্ছ, ণিয্যাদেহি [পাপকং কৃতম্। গচ্ছ, নির্যাতয়।]

অবদাতিকা—ভট্টিণি! পরিহাসণিমিত্তং খু মএ এদং আণীদং। [ভট্টিণি। পরিহাসনিমিত্তং খলু ময়ৈতদানীতম্।]

সীতা—উম্মত্তিএ এব্বং দোসো বড্ঢই। গচ্ছ, ণিয্যাদেহি ণিয্যাদেহি। [উন্মত্তিকে] এবং দোষো বর্ধতে। গচ্ছ, নির্যাতয় নির্যাতয়।

অবদাতিকা—জং ভট্টিণি আণবেদি। [যদ্ ভট্টিন্যাজ্ঞাপয়তি]। প্রস্থাতুমিচ্ছতি।]

সীতা—হলা এহি দাব [হলা এহি তাবৎ]

অবদাতিকা—ভট্টিণি! ইঅম্হি। [ভট্টিণি। ইয়মস্মি।]

সীতা—হলা! কিংণু হু মম বি দাব সোহদি। [হলা! কিন্নু খলু মমাপি তাবৎ শোভতে।]

অবদাতিকা—ভট্টিণি। সব্বসোহণীঅং সুরূবং ণাম। অলংকরোদু ভট্টিণী। [ভট্টিনি। সর্বশোভনীয়ং সুরূপং নাম। অলঙ্করোতু ভট্টিনী।]

সীতা—আণেহি দাব। হলা! পেক্খ, কিং দাণিং সোহদি? [আনয় তাবৎ।] (গৃহীত্বালঙ্কৃতা) হলা! পশ্য, কিমিদানীং শোভতে?]

অবদাতিকা—তব খু সোহদি ণাম। সোবণ্ণিঅং বিঅ বক্কলং সংবুত্তং [তব খলু শোভতে নাম। সৌবর্ণিকমিব বল্কলং সংবৃত্তম্।]

সীতা—হঞ্জে। তুবং কিঞ্চি ণ ভণাসি। [হঞ্জে ত্বং কিঞ্চিন্ন ভণসি।]

চেটী—ণত্থি বাআএ পওঅণং। ইমে পহরিসিদা তণুরুহা। নাস্তি বাচা প্রয়োজনম্। ইমানি প্রহৃষ্টানি তনূরুহাণি।]

সীতা—হঞ্জে। আদংসঅং দাব আণেহি। [হঞ্জে। আদর্শং তাবদানয়।]

চেটী—জং ভট্টিণী আণবেদি। [যদ্ ভট্টিনীন্যাজ্ঞাপয়তি।] (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ভট্টিণি। অঅং আদংসও [ভট্টিনি। অয়মাদর্শঃ।]

সীতা—(চেটী মুখং বিলোক্য) চিট্ঠদু দাব আদংসও। তুবং কিং বি বত্তুকামা বিঅ। [তিষ্ঠতু তাবদাদর্শঃ। ত্বং কিমপি বক্তুকামেব।]

চেটী—ভট্টিণি! এবং মএ সুদং অজ্জবালাঈ কংচুঈ ভণাদি অহিসেও অহিসেও ত্তি। (ভট্টিনি! এবং ময়া শ্রুতম্ আর্যবালাকিঃ কঞ্চুকী ভণতি—অভিষেকোঽভিষেক ইতি।)

সীতা—কো বি ভট্টা রজ্জে ভবিস্সদি [কোঽপি ভর্তা রাজ্যে ভবিষ্যতি।]

চেটী—(প্রবিশ্যাপরা) ভট্টিণি! পিঅক্খাণিঅং পিঅক্খাণিঅং [ভট্টিনি! প্রিয়াখ্যানিকং প্রিয়াখ্যানিকম্]

সীতা—কিং কিং পড়িচ্ছিঅ মন্তেসি? [কিং কিং প্রতীষ্য মন্ত্রয়সে?]

চেটী—ভট্টিদারও কিল অহিসিঞ্চীঅদি [ভর্তৃদারকঃ কিলাভিষিচ্যতে।]

সীতা—অবি তাদো কুশলী [অপি তাতঃ কুশলী?]

চেটী—মহারাএণ এব্ব অহিসিঞ্চীঅদি। [মহারাজেনৈবাভিষিচ্যতে।]

সীতা—জই এব্বং দুদীঅং মে পিঅং সুদং। বিসালদরং উচ্ছঙ্গং করেহি [যদ্যেবং, দ্বিতীয়ং মে প্রিয়ং শ্রুতাম্। বিশালতরমুৎসঙ্গং কুরু।]

চেটী—ভট্টিণি। তহ। (তথা করোতি) [ভট্টিনি। তথা]
সীতা—(আভরণান্যবমুচ্য দদাতি।)
চেটী—ভট্টিণি। পটহসদ্দো বিঅ [ভট্টিনি। পটহশব্দ ইব।]
সীতা—সো এব্ব [স এব।]
চেটী—এক্কপদে ওঘট্টিঅতুহ্নীও পটহসদ্দো সংবুত্তো। [একপদে অবঘট্টিততূষ্ণীকঃ পটহশব্দঃ সংবৃত্তঃ।]
সীতা—কোণ্ণু খু উগ্‌ঘাদো অহিসেঅস্‌স। [কোন্নু খলু উদ্ঘাতঃ অভিষেকস্য।]
চেটী—ভট্টিণি। এব্বং মএ সুদং—ভট্টিদারঅং অহিসিঞ্চিঅ মহারাও বণং গমিস্‌সদি ত্তি। [ভট্টিনি। এবং ময়া শ্রুতং—ভর্তৃদারকম-ভিষিচ্য মহারাজো বনং গমিষ্যতীতি।]
সীতা—জই এব্বং ণ সো অহিসেওদঅং মুহোদঅং ণাম [যদ্যেবং ন তদভিষেকোদকং মুখোদকং নাম।]
রামঃ—(ততঃ প্রবিশতি রামঃ) হন্ত ভোঃ।

আবদ্ধে পটহে স্থিতে গুরুজনে ভদ্রাসনে লঙ্ঘিতে
স্কন্ধোচ্চারণনম্যমানবদনপ্রচ্যোতিতোয়ে ঘটে।
রাজ্ঞাহূয় বিসর্জিতে ময়ি জনো ধৈর্যেণ মে বিস্মিতঃ
স্বঃ পুত্রঃ কুরুতে পিতুর্যদি বচঃ কস্তত্র ভোঃ! বিস্ময়ঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্রম্যতামিদানীং পুত্রেতি স্বয়ং রাজ্ঞা বিসর্জিতস্যাপনীতভারোচ্ছ্বসিতমিব মে মনঃ। দিষ্ট্যা স এবাস্মি রামঃ, মহারাজ এব মহারাজঃ। যাবদিদানীং মৈথিলীং পশ্যামি।
অবদাতিকা—ভট্টিনি। ভট্টিদারও খু আঅচ্ছই। ণাবণীদং বক্কলং? [ভট্টিনি! ভর্তৃদারকঃ খল্বাগচ্ছতি। নাপনীতং বল্কলম্?]
রামঃ—মৈথিলি। কিমাস্যতে।
সীতা—হম্ অয্যউত্তো। জেদু অয্যউত্তো। [হম্ আর্যপুত্রঃ। জয়ত্বার্যপুত্রঃ]
রামঃ—মৈথিলি। আস্যতাম্। (উপবিশতি)
সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি। [যদ্ আর্যপুত্রঃ আজ্ঞাপয়তি।] (উপবিশতি)
অবদাতিকা—ভট্টিণি। সো এব্ব ভট্টিদারঅস্‌স বেসো। অলিঅং বিঅ এদং ভবে। [ভট্টিনি। স এব ভর্তৃদারকস্য বেষঃ। অলীকমিবৈতদ্ ভবেৎ।]
সীতা—তাদিসো জণো অলিঅং ণ মন্তেদি। অহব বহু বুত্তন্তাণি রাঅউলাণি ণাম। [তাদৃশো জনোঽলীকং ন মন্ত্রয়তে। অথবা বহু বৃত্তান্তানি রাজকুলানি নাম।]
রামঃ—মৈথিলি। কিমিদং কথ্যতে।
সীতা—ণ খু কিঞ্চি। ইঅং দারিকা ভণাদি—অভিসেহো অহিসেও ত্তি। [ন খলু কিঞ্চিৎ। ইয়ং দারিকা ভণতি অভিষেকোঽভিষেকো ইতি।]
রামঃ—অবগচ্ছামি তে কৌতূহলম্। অস্ত্যভিষেকঃ শ্রূয়তাম্। অদ্যাস্মি মহারাজেনোপাধ্যায়ামাত্যপ্রকৃতিজনসমক্ষমেকপ্রকারসংক্ষিপ্তং কোসলরাজ্যং কৃত্বা বাল্যাভ্যস্তমঙ্কমারোপ্য মাতৃগোত্রং স্নিগ্ধমাভাষ্য 'পুত্র! রাম! প্রতিগৃহ্যতাং রাজ্যম্' ইত্যুক্তঃ।

সীতা—তদানীং অয্যউত্তেণ কিং ভণিদং ? [তদানীমার্যপুত্রেণ কিং ভণিতম্ ?]
রামঃ—মৈথিলি। ত্বং তাবৎ কিং তর্কয়সি ?
সীতা—তক্কেমি অয্যউত্তেণ অভণিঅ কিঞ্চি দিগ্ঘং ণিসসসিঅ মহারাঅসস পাদ-মূলেসু পডিঅং তি। [তর্কয়াম্যার্যপুত্রেণাভণিত্বা কিঞ্চিদ্ দীর্ঘং নিঃশ্বস্য মহারাজস্য পাদমূলয়োঃ পতিতমিতি।]
রামঃ—সুষ্ঠু তর্কিতম। অল্পং তুল্যশীলানি দ্বন্দ্বানি সৃজ্যন্তে। তত্র হি পাদয়োরস্মি পতিতঃ।

সমং বাষ্পেণ পততা তস্যোপরি সমাপ্যধঃ।
পিতুর্মে ক্লেদিতৌ পাদৌ মমাপি ক্লেদিতং শিবঃ ॥ ৫ ॥

সীতা—তদো তদো। [ততস্ততঃ]
রামঃ—ততোঽপ্রতিগৃহ্য মানেষ্বনুনয়েষু আসন্নজবাদোষৈঃ স্বৈঃ প্রাণৈরস্মি শাপিতঃ।
সীতা—তদো তদো। [ততস্ততঃ।]
রামঃ—ততস্তদানীং

শত্রুঘ্নলক্ষ্মণগৃহীতঘটেঽভিষেকে
ছত্রে স্বয়ং নৃপতিনা রুদতা গৃহীতে।
সম্ভ্রান্তয়া কিমপি মন্থরয়া চ কর্ণে
বাজ্ঞঃ শনৈরভিহিতং চ ন চাস্মি রাজা ॥ ৬ ॥

সীতা—পিঅং মে। মহারাও এব্ব মহারাও অয্যউত্তো এব্ব অয্যউত্তো। [প্রিয়ং মে। মহারাজ এব মহারাজঃ, আর্যপুত্র এবার্যপুত্রঃ।]
রামঃ—মৈথিলি। কিমর্থং বিমুক্তালঙ্কারাসি ?
সীতা—ণ খু দাব আবজ্ঝামি [ন খলু তাবদাধ্যামি।]
রামঃ—ন খলু। প্রত্যগ্রাবতারিতৈ র্ভূষণৈ র্ভবিতব্যম্। তথাহি—

কর্ণৌ ত্বরাপহৃতভূষণ ভুগ্নপাশৌ
সংস্রসিতাভরণগৌরতলৌ চ হস্তৌ।
এতানি চাভরণভারনতানি গাত্রে
স্থানানি নৈব সমতামুপযান্তি তাবৎ ॥ ৭ ॥

সীতা—পারেদি অয্যউত্তো অলিঅং বি সচ্চং বিঅ মন্তেদুং। [পারযত্যার্য-পুত্রোঽলীকমপি সত্যামিব মন্ত্রয়িতুম্।]
রামঃ—তেন হি অলঙ্ক্রিয়তাম্। অহমাদর্শং ধারয়িষ্যে। (তথা কৃত্বা নির্বর্ণ্য) তিষ্ঠ।

আদর্শে বল্কলানীব কিমেতে সূর্যরশ্ময়ঃ।
হসিতেন পরিজ্ঞাতং ক্রীড়েয়ং নিয়মস্পৃহা ॥ ৮ ॥

অবদাতিকে। কিমেতৎ।
অবদাতিকা—ভট্টা। কিণ্ণু হু সোহদি ণ সোহদি ত্তি কোদূহলেণ আবেজ্ঝা। [ভর্তঃ। কিন্নু খলু শোভতে ন শোভতে ইতি কৌতূহলেনাবদ্ধানি।]
রামঃ—মৈথিলি। কিমিদং। ইক্ষ্বাকূণাং বৃদ্ধালঙ্কারস্ত্বয়া ধার্যতে। অস্ত্যস্মাকং প্রীতিঃ, আনয়।

সীতা—মা খু মা খু অয্যউত্তো অমংগলং ভণাদু। [মা খলু মা খল্বার্যপুত্রোঽমংগলং ভণতু।]
রামঃ—মৈথিলি। কিমর্থং বারয়সি?
সীতা—উজ্ঝিদাহিসেঅস্‌স অয্যউত্তস্‌স অমংগলং বিঅ মে পডিহাদি। [উজ্ঝিতাভিষেকস্যার্যপুত্রস্যামংগলমিব মে প্রতিভাতি।]
রামঃ—মা স্বয়ং মন্যুমুৎপাদ্য পরিহাসে বিশেষতঃ।
শরীরার্দ্ধেন মে পূর্বমাবদ্ধা হি যদা ত্বয়া॥
(নেপথ্যে) হা হা মহারাজঃ।
সীতা—অয্যউত্ত। কিং এদং [আর্যপুত্র কিমেতৎ]
রামঃ—(আকর্ণ্য) নারীণাং পুরুষাণাং চ নির্মর্যাদো যদা ধ্বনিঃ।
সুব্যক্তং প্রভবামীতি মূলে দৈবেন তাড়িতম্॥ ৯॥
তূর্ণং জ্ঞায়তাং শব্দ।
(প্রবিশ্য)
কাঞ্চুকীয়ঃ—পরিত্রায়তাং কুমারঃ।
রামঃ—কঃ পরিত্রাতব্যঃ?
কাঞ্চুকীয়ঃ—মহারাজঃ।
রামঃ—মহারাজ ইতি? আর্য ননু বক্তব্যম্ একশরীরসংক্ষিপ্তা পৃথিবী রক্ষিতব্যেতি। অথ কুত উৎপন্নোঽয়ং দোষঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—স্বজনাৎ।
রামঃ—স্বজনাদিতি? হন্ত নাস্তি প্রতীকারঃ।
শরীরেঽরিঃ প্রহরতি হৃদয়ে স্বজনস্তথা।
কস্য স্বজনশব্দো মে লজ্জামুৎপাদয়িষ্যতি॥ ১০॥
কাঞ্চুকীয়ঃ—তত্রভবত্যাঃ কৈকেয্যাঃ।
রামঃ—কিমম্বায়াঃ! তেন হি উদর্কেণ গুণেনাত্র ভবিতব্যম্।
কাঞ্চুকীয়ঃ—কথমিব?
রামঃ—শ্রূয়তাম্।
যস্যাঃ শক্রসমো ভর্তা ময়া পুত্রবতী চ যা।
ফলে কস্মিন্ স্পৃহা তস্যা যেনাকার্যং করিষ্যতি॥ ১১॥
কাঞ্চুকীয়ঃ—কুমার! অলমুপহতাসু স্ত্রীবুদ্ধিষু স্বমার্জবমুপনিক্ষেপ্তুম্। তস্যা এব খলু বচনাদ্ ভবদভিষেকো নিবৃত্তঃ।
রামঃ—আর্য। গুণাঃ খল্বত্র।
কাঞ্চুকীয়ঃ - কথমিব?
রামঃ—শ্রূয়তাম্।
বনগমননিবৃত্তিঃ পার্থিবস্যৈব তাব-
স্মম পিতৃপরবত্তা বালভাবঃ স এব।
নবনৃপতিবিমর্শে নাস্তি শঙ্কা প্রজানা-
মথ চ ন পরিভোগৈর্বঞ্চিতা ভ্রাতরো মে॥ ১২॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—অথ চ তয়ানাহূতোপসৃতয়া ভরতোঽভিষিচ্যতাং রাজ্য ইত্যুক্তম্।
অত্রাপ্যলোভঃ ?

রামঃ—আর্য। ভবান্ খল্বস্মৎপক্ষপাতাদেব নার্থমবেক্ষতে। কুতঃ—

শুল্কে বিপণিতং পুত্রার্থে যদি যাচ্যতে।
তস্যা লোভোঽত্র নাস্মাকং ভ্রাতৃরাজ্যাপহারিণাম্ ॥ ১৩ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—অথ—

রামঃ—অতঃপরং ন মাতুঃ পরিবাদং শ্রোতুমিচ্ছামি। মহারাজস্য বৃত্তান্তস্তাবদভিধীয়তাম।

কাঞ্চুকীয়ঃ—ততস্তদানীম্

শোকাদবচনাদ্ রাজ্ঞা হস্তেনৈব বিসর্জিতঃ।
কিমপ্যভিহিতং মন্যে মোহং চ নৃপতির্গতঃ ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে)

কথং কথং মোহমুপগত ইতি ?
যদি ন সহসে রাজ্ঞো মোহং ধনুঃ স্পৃশ, মা দয়া।

রামঃ—(আকর্ণ পুরতো বিলোক্য)

অক্ষোভ্যঃ ক্ষোভিতঃ কেন লক্ষ্মণো ধৈর্যসাগরঃ।
যেন রুষ্টেন পশ্যামি শতাকীর্ণামিবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্বাণপাণির্লক্ষ্মণঃ)

লক্ষ্মণঃ—(সক্রোধম্) কথং কথং মোহমুপগত ইতি ?

যদি ন সহসে রাজ্ঞো মোহং ধনুঃ স্পৃশ মা দয়া
স্বজননিভৃতঃ সর্বেঽপ্যেবং মৃদুঃ পরিভূয়তে।
অথ ন রুচিতং মুঞ্চ ত্বং মামহং কৃতনিশ্চয়ো
যুবতিরহিতং লোকং কর্তুং যতশ্ছলিতা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

সীতা—অয্যউত্ত! রোদিদব্বে কালে সোমিত্তিণা ধণু গহীদং। অপুব্বো খু সে আআসো। [আর্যপুত্র! রোদিতব্যে কালে সৌমিত্রিণা ধনুর্গৃহীতম্ অপূর্বঃ খল্বস্যায়াসঃ।]

রামঃ—সুমিত্রামাতঃ! কিমিদম্ ?

লক্ষ্মণঃ—কথং কথং কিমিদং নাম!

ক্রমপ্রাপ্তে হৃতে রাজ্যে ভুবি শোচ্যাসনে নৃপে।
ইদানীমপি সন্দেহঃ কিং ক্ষমা নির্মনস্বিতা ॥ ১৭ ॥

রামঃ—সুমিত্রামাতঃ! অস্মদ্‌রাজ্যভ্রংশো ভবত উদ্যোগং জনয়তি। আঃ, অপণ্ডিতঃ খলু ভবান্

ভরতো বা ভবেদ্ রাজা বয়ং বা ননু তৎ সমম্।
যদি তেঽস্তি ধনুঃশ্লাঘা স রাজা পরিপাল্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণ—ন শক্নোমি রোষং ধারয়িতুম্। ভবতু ভবতু! গচ্ছামস্তাবৎ।

রামঃ—ত্রৈলোক্যং দগ্ধুকামেব ললাটপুটসংস্থিতা।
ভ্রুকুটিলক্ষ্মণস্যৈষা নিয়তীব ব্যবস্থিতা ॥
সৌমিত্রমাতঃ! ইতস্তাবৎ।

লক্ষ্মণঃ—আর্য ! অয়মস্মি।

রামঃ—ভবতঃ স্থৈর্যমুৎপাদয়তা ময়ৈবমভিহিতম্ উচ্যতামিদানীম্—

তাতে ধনুর্ন ময়ি সত্যমবেক্ষমাণে
মুঞ্চানি মাতরি শরং স্বধনং হরন্ত্যাম্।
দোষেষু বাহ্যমনুজং ভরতং হনানি
কিং রোষণায় রুচিরং ত্রিষু পাতকেষু ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মণঃ—(সবাষ্পম্) হা ধিক্। অস্মান্ অবিজ্ঞায়োপালভসে।

যৎ কৃতে মহতি ক্লেশে রাজ্যে মে ন মনোরথঃ।
বর্ষাণি কিল বস্তব্যং চতুর্দশ বনে ত্বয়া ॥ ২০ ॥

রামঃ—অত্র মোহমুগতস্তত্রভবান্। হন্ত। নিবেদিতমপ্রভুত্বম্। মৈথিলি!

মঙ্গলার্থেঽনয়া দত্তান্ বল্কলাংস্তাবদানয়।
করোম্যন্যৈর্নৃপৈর্ধর্মং নৈবাপ্তং নোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

সীতা—গিহ্ণদু অয্যউত্তো। (গৃহ্ণাতু আর্যপুত্রঃ)

রামঃ—মৈথিলি। কিং ব্যবসিতম্।

সীতা—ণং সহধম্মআরিণা ক্খু অহং [ননু সহধর্মচারিণী খল্বহম্]

রামঃ—ময়ৈকাকিনা কিল গন্তব্যম্।

সীতা—অদো ণু খু অণুগচ্ছামি (অতো নু খল্বনুগচ্ছামি)।

রামঃ—বনে খলু বস্তব্যম্।

সীতা—তং খু মে পাসাদো। (তৎ খলু মে প্রাসাদঃ)

রামঃ—শ্বশ্রূশ্বশুরে শুশ্রূষামপি চ তে নির্বর্তয়িতব্যা।

সীতা—ণং উদ্দিসিআ দেবদাণং পণামো করীঅদি। (এনামুদ্দিশ্য দেবতানাং প্রণামঃ ক্রিয়তে)

রামঃ—লক্ষ্মণ। বার্যতামিয়ম্।

লক্ষ্মণঃ—আর্য। নোৎসহে শ্লাঘনীয়ে কালে বারয়িতুমত্রভবতীম্। কুতঃ—

অনুচরতি শশাঙ্কং রাহুদোষেঽপি তারা
পততি চ বনবৃক্ষে যাতি ভূমিং লতা চ।
ত্যজতি ন চ করেণুঃ পঙ্কলগ্নং গজেন্দ্রং
ব্রজতু চরতু ধর্মং ভর্তৃনাথা হি নার্যঃ ॥ ২২ ॥

(প্রবিশ্য)

চেটী—জেদু ভট্টিণী। ণেবচ্ছপালিণী অয্যরেবা পণমিঅ বিণ্ণবেদি ওদাদিআএ সঙ্গীদসালাদো আচ্ছিন্দিঅ বক্কলা আণীদা। ইমা অবরা অণ্ণেহুদা বক্কলা। ণিব্বত্তীঅদু দাব কিল পওঅণং ত্তি। [জয়তু ভট্টিনী। নেপথ্যপালিন্যার্যরেবা প্রণম্য বিজ্ঞাপয়তি—অবদাতিকয়া সঙ্গীতশালায়া আচ্ছিদ্য

বল্কলা আনীতা ইমেঽপরা অনন্ভূতা বল্কলাঃ। নিবর্ত্যতাং তাবৎ কিল প্রয়োজনমিতি]

রামঃ—ভদ্রে। আনয়, সন্তুষ্টৈষা। বয়মর্থিনঃ।

চেটী—গহ্নদ্ ভট্টা (গৃহ্যাতু ভর্তা।) (তথা কৃত্বা নিষ্ক্রান্তা)

(রামো গৃহীত্বা পরিধত্তে)

লক্ষ্মণঃ—প্রসীদত্বার্য।

নির্যোগাদ্ ভূষণাম্মাল্যাৎ সর্বেভ্যোঽর্ধং প্রদায় মে।
চীরমেকাকিনা বদ্ধং চীরে খল্বসি মৎসেরী ॥ ২৩ ॥

রামঃ—মৈথিলি! বার্যতাময়ম্।

সীতা—সোমিত্তে! ণিবত্তীয়দ্ কিল। [সৌমিত্রে! নিবর্ত্যতাং কিল]

লক্ষ্মণঃ—আর্যে।

গুরোর্মে পাদশুশ্রূষাং ত্বমেকা কর্তুমিচ্ছসি।
তবৈব দক্ষিণঃ পাদো মম সব্যো ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

সীতা—দীঅদ্ খু অয্যউত্তো। সন্তপ্যদি সোমিত্তী। [দযতাং খল্বার্যপুত্রঃ সংতপ্যতে সৌমিত্রিঃ।]

রামঃ—সৌমিত্রে! শ্রূয়তাম্ বল্কলানি নাম,

তপঃ সংগ্রামকবচং নিয়মদ্বিবদাঙ্কুশঃ।
খলীনমিন্দ্রিয়াণাং গৃহ্যতাং ধর্মসারথিঃ ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মণঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। (গৃহীত্বা পরিধত্তে)

রামঃ—শ্রুতবৃত্তান্তৈঃ পৌরৈঃ সন্নিরুদ্ধো রাজমার্গঃ, উৎসার্যতামুৎসার্যতাং তাবৎ।

লক্ষ্মণঃ—আর্য।

অহমগ্রতো যাস্যামি। উৎসার্যতামুৎসার্যতাম্

রামঃ—মৈথিলি। অপনীয়তামবগুণ্ঠনম্।

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি (অপনয়তি) [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি]

রামঃ—ভোঃ ভোঃ পৌরাঃ। শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

স্বৈরং হি পশ্যন্তু কলত্রমেতদ্ বাষ্পাকুলাক্ষৈর্বদনৈর্ভবন্তঃ।
নির্দোষদৃশ্যা হি ভবন্তি নার্যো যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ ॥ ২৬ ॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—কুমার। ন খলু ন খলু গন্তব্যম্। এষ হি মহারাজঃ

শ্রুত্বাতে বনগমনং বধূসহায়ং
সৌভ্রাত্রব্যবসিতলক্ষ্মণানুযাত্রম্।
উত্থায় ক্ষিতিতলরেণুরূষিতাঙ্গঃ
কান্তারদ্বিরদ ইবোপযাতি জীর্ণঃ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য। চীরমাত্রোত্তরীয়াণাং কিং দৃশ্যং বনবাসিনাম্।

রামঃ—গতেষ্বস্মাসু রাজা নঃ শিরঃস্থানানি পশ্যতু।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভো ভো প্রতীহারব্যাপৃতাঃ! স্বেষু স্বেষু স্থানেষ্বপ্রমত্তা ভবন্তু ভবন্তঃ।

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—অয্য কিং এদং? [আর্য! কিমেতৎ?]

কাঞ্চুকীয়ঃ—এষ হি মহারাজঃ সত্যবচনরক্ষণপরো রামমরণং গচ্ছন্তমনুপাবর্তয়িতুমশক্তঃ পুত্রবিরহশোকাগ্নিনা দগ্ধহৃদয় উন্মত্ত ইব বহু প্রলপন্ সমুদ্রগৃহকে শয়ানঃ,

মেরুশ্চলন্নিব যুগক্ষয়সন্নিকর্ষে
শোষং ব্রজন্নিব মহোদধিরপ্রমেয়ঃ।
সূর্যঃ পতন্নিব চ মণ্ডলমাত্রলক্ষ্যঃ
শোকাদ্ ভৃশং শিথিলদেহমতিরেন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

প্রতিহারী—হা হা এবং গদো মহারাও। [হা হা এবং গতো মহারাজঃ।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি! গচ্ছ।

প্রতিহারী—অয্য। তহ। [আর্য! তথা।] (নিষ্ক্রান্তা)

কাঞ্চুকীয়ঃ—(সর্বতো বিলোক্য) অহো তু খলু রামনির্গমনদিনাদারভ্য শূন্যেবেয়মযোধ্যা সংলক্ষ্যতে। কুতঃ—

নাগেন্দ্রা যবসাভিলাষবিমুখাঃ সাস্রেক্ষণা বাজিনো
হ্রেষাশূন্যমুখাঃ সবৃদ্ধবনিতাবালাশ্চ পৌরা জনাঃ।
ত্যক্তাহারকথাঃ সুদীনবদনাঃ ক্রন্দন্ত উচ্চৈর্দিশো
রামো যাতি যয়া সদারসহজস্তামেব পশ্যন্ত্যমী ॥ ২ ॥

যাদবহমপি মহারাজস্য সমীপবর্তী ভবিষ্যামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে! অয়ং মহারাজো মহাদেব্যা সুমিত্রয়া চ সুদুঃসহমপি। পুত্রবিরহসমুদ্ভবং শোকং নিগৃহ্যাত্মানমেব সংস্থাপয়ন্তীভ্যামম্বাস্যমানস্তিষ্ঠতি। কষ্টা খল্ববস্থা বর্ততে। এষ এষ মহারাজঃ,

পতত্যুত্থায় চোত্থায় হা হেত্যুচ্চৈর্লপন্ মুহুঃ।
দিশং পশ্যতি তামেব যয়া যাতো রঘূদ্বহঃ ॥ ৩ ॥ (নিষ্ক্রান্তঃ)

মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো রাজা দেব্যৌ

রাজা—হা বৎস। রাম। জগতাং নয়নাভিরাম!

হা বৎস! লক্ষ্মণ! সলক্ষণসর্বগাত্র!
হা সাধ্বি! মৈথিলি! পতিস্থিতচিত্তবৃত্তে!
হা হা গতাঃ কিল বনং বত মে তনুজাঃ ॥ ৪ ॥

চিত্রমিদং ভোঃ, যদ্ ভ্রাতৃস্নেহাৎ পিতরি বিমুক্তস্নেহমপি তাবল্লক্ষণং দ্রষ্টু-মিচ্ছামি। বধু! বৈদেহি! প্রযচ্ছত মে প্রতিবচনং পুত্রকাঃ!
শূন্যামিদং ভোঃ! ন মে কিঞ্চিৎ প্রতিবচনং প্রযচ্ছতি। কৌশল্যামাতঃ ক্বাসি?

সত্যসন্ধ! জিতক্রোধ! বিমৎপ্রিয়!
গুরুশুশ্রূষণে যুক্ত! প্রতিবাক্যং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫ ॥

হা! ক্বাসৌ খর্বজনাহৃদয়নয়নাভিরামো রামঃ, ক্বাসে ময়ি গুর্বনুবৃত্তিঃ। ক্বাসৌ শোকার্তেষ্বনুকম্পা। ক্বাসৌ তৃণবদগণিতরাজ্যৈশ্বর্যঃ? পুত্র! রাম! বৃদ্ধং পিতরং মাং পরিত্যজ্য কিমসম্বদ্ধেন ধর্মেণ তে কৃত্যম্। হা ধিক্। কষ্টং ভোঃ! (ক)

সূর্য ইব গতো রামঃ সূর্যং দিবস ইব লক্ষ্মণোনুগতঃ।
সূর্যদিবসাবসানে ছায়েব ন দৃশ্যতে সীতা ॥ ৬ ॥
(ঊর্ধ্বমবলোক্য) ভোঃ কৃতান্ত হতক!
অনপত্যা বয়ং রামঃ পুত্রোঽন্যস্য মহীপতেঃ।
বনে ব্যাঘ্রী চ কৈকেয়ী ত্বয়া কিং ন কৃতং ত্রয়ম্ ॥ ৭ ॥

কৌশল্যা—(সরুদিতম্) অলং দাণি মহারাও অদিমত্তং সন্তপ্পিঅ পববসং অত্তাণং কাদুং। ণং সা তে অ কুমারা মহারাঅস্স সমআবসাণে পেক্খিদব্বা ভবিস্সন্তি। [অলমিদানীং মহারাজঃ অতিমাত্রং সন্তপ্য পরবশমাত্মানং কর্তুম্। ননু সা তৌ চ কুমারৌ মহারাজস্য সময়াবসানে প্রেক্ষিতব্যা ভবিষ্যন্তি।]
রাজা—কা ত্বং ভোঃ!
কৌশল্যা—অসিনিদ্ধপুত্তপ্পসবিণী খু অহং। [অস্নিগ্ধপুত্রপ্রসবিনী খল্বহম্।]
রাজা—কিং কিং সর্বজনহৃদয়নয়নাভিরামস্য রামস্য জননী ত্বমসি কৌশল্যা?
কৌশল্যা—মহারাঅ! সা এব মন্দভাইণী খু অহং। [মহারাজ! সৈব মন্দভাগিনী খল্বহম্।]
রাজা—কৌশল্যে! সারবতী খল্বসি। ত্বয়া হি খলু রামো গর্ভে ধৃতঃ।

অহং হি দুঃখমত্যন্তমসহ্যং জ্বলনোপমং
নৈব সোঢ়ুং ন সংহর্তুং শক্নোমি মুষিতেন্দ্রিয়ঃ। ৮ ॥

(সুমিত্রাং বিলোক্য) ইয়মপরা কা?
কৌশল্যা—মহারাঅ! বচ্ছলক্খণ—(ইত্যধোক্তে) [মহারাজ! বৎসলক্ষ্মণ—]
রাজা—(সহসোত্থায়) ক্বাসৌ ক্বাসৌ লক্ষ্মণঃ? ন দৃশ্যতে। ভোঃ কষ্টম্। (দেব্যৌ সসংভ্রমমুত্থায় রাজানমবলম্বেতে)
কৌশল্যা—মহারাঅ! বচ্ছলক্খণস্স জণণী সুমিত্তেত্তি বত্তুং মএ উবক্কন্দং। [মহারাম! বৎসলক্ষ্মণস্য জননী সুমিত্রেতি বক্তুং ময়োপক্রান্তম্।]
রাজা—অয়ি সুমিত্রে!

তবৈব পুত্রঃ সৎপুত্রো যেন নক্তন্দিবং বনে।
রামো রঘুকুলশ্রেষ্ঠশ্ছায়য়েবানুগম্যতে ॥ ৯ ॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ। এষ খলু তত্রভবান্ সুমন্ত্রঃ প্রাপ্তঃ।
রাজা—(সহসোত্থায় সহর্ষম্) অপি রামেণ?
কাঞ্চুকীয়ঃ—ন খলু, রথেন।
রাজা—কথং কথং রথেন কেবলেন? (ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি)
দেব্যৌ—মহারাঅ! সমস্সসিহি। সমস্সসিহি। (গাত্রাণি পরামৃশতঃ) [মহারাজ। সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।]
কাঞ্চুকীয়ঃ—ভোঃ! কষ্টম্। ঈদৃশ্বিধাঃ পুরুষবিশেষা ঈদৃশীমাপদং প্রাপ্নুবন্তীতি বিধিরনতিক্রমণীয়ঃ। মহারাজ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।
রাজা—কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য) বালাকে! সুমন্ত্র এক এব ননু প্রাপ্তঃ?
কাঞ্চুকীয়ঃ—মহারাজ। অথ কিম্?
রাজা—কষ্টং! ভোঃ!

শূন্যঃ প্রাপ্তো যদি রথো মম মনোরথঃ।
নূনং দশরথং নেতুং কালেন প্রেষিতো রথঃ॥ ১০॥

তেন হি শরঘং প্রবেশ্যতাম্।
কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)
রাজা—ধন্যাঃ খলু বনে বাতাস্তটাকপরিবর্তিনঃ।
বিচরন্তং বনে রামং যে স্পৃশন্তি যথাসুখম্॥ ১১॥

(ততঃ প্রবিশতি সুমন্ত্রঃ)

সুমন্ত্রঃ—(সর্বতো বিলোক্য সশোকম্)
এতে ভৃত্যা স্বাপ্ন কর্মাণি হিত্বা স্নেহাদ্ রামে জাতবাষ্পাকুলাক্ষাঃ
চিন্তাদীনাঃ শোকদন্দগ্ধদেহা বিক্রোশন্তং পার্থিবং গর্হয়ন্তি।
(উপেত্য জয়তু মহারাজঃ।)
রাজা—ভ্রাতঃ! সুমন্ত্র! ক্ব মে জ্যেষ্ঠো রামঃ—নহি নহি যুক্তমভিহিতং ময়া!

ক্ব তে জ্যেষ্ঠো রামঃ প্রিয়সুত! সুতঃ সা ক্ব দুহিতা
বিদেহানাং ভর্তুর্নিরতিশয়ভক্তিগুরুজনে।
ক্ব বা সৌমিত্রির্মাং হতপিতৃকমাসন্নমরণং
কিমপ্যাহুঃ কিং তে সকলজনশোকার্ণবকরম॥ ১২॥

সুমন্ত্রঃ—মহারাজ! মা মৈবমমঙ্গলবচনানি ভাবিষ্ঠাঃ। অচিরাদেব তান্ দ্রক্ষ্যসি।
রাজা—সত্যমযুক্তমভিহিতং ময়া। নায়ং তপস্বিনামুচিতঃ প্রশ্নঃ। তৎ কথ্যতাম্। অপি তপস্বিনাং তপো বর্ধতে। অপ্যরণ্যানি বিচরন্তী বৈদেহী ন পরিখিদ্যতে?
সুমিত্রা—সুমন্ত। বহুবক্কলালঙ্গিদসরীরা বালা বি অবালচারিত্তা ভত্তুণো সহধম্মআরিণী অহ্মে মহারাঅং কিঞ্চি ণালবদি [সুমন্ত্র! বহুবল্কলালঙ্কৃতশরীরা বালাপ্যবালচরিত্রা ভর্তুঃ সহধর্মচারিণী অস্মান্ মহারাজং চ কিঞ্চিন্নালপতি।]
সুমন্ত্রঃ—সর্ব এব মহারাজ—

রাজা—ন ন শ্রোত্ররসায়নৈর্মম হৃদয়াতুরৌষধৈস্তেষাং নামধেয়ৈরেব শ্রাবয় ।
সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ । আয়ুষ্মান্ রামঃ—
রাজা—রাম ইতি । অয়ং রামঃ । তন্নামশ্রবণাৎ স্পৃষ্ট ইব মে প্রতিভাতি ততস্ততঃ ?
সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণঃ--
রাজা—অয়ং লক্ষ্মণঃ । ততস্ততঃ ?
সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মতী সীতা জনকরাজপুত্রী ।
রাজা—ইয়ং বৈদেহী । রামো লক্ষ্মণো বৈদেহীত্যয়মক্রমঃ ।
সুমন্ত্র—অথ কঃ ক্রমঃ ?
রাজা—রামো বৈদেহী লক্ষ্মণ ইত্যভিধীয়তাম্ ।

রামলক্ষ্মণয়োর্মধ্যে তিষ্ঠত্বত্রাপি মৈথিলী ।
বহুদোষাণ্যরণ্যানি সনাথৈষা ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ । আয়ুষ্মান্ রামঃ ।
রাজা—অয়ং রামঃ ।
সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মতী জনকরাজপুত্রী ।
রাজা—ইয়ং চ বৈদেহী ।
সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণঃ ।
রাজা—অয়ং লক্ষ্মণঃ । রাম ! বৈদেহি ! লক্ষ্মণ ! পরিষ্বজধ্বং মাং পুত্রকাঃ ।

সকৃৎ স্পৃশামি বা রামং, সকৃৎ পশ্যামি বা পুনঃ ।
গতায়ুরমৃতেনেব জীবামীতি মতির্মম ॥ ১৪ ॥

সুমন্ত্রঃ—শৃঙ্গবেরপুরে রথাদবতীর্যাযোধ্যাভিমুখঃ স্থিতাঃ সর্ব এব মহারাজং শিরসা প্রণম্য বিজ্ঞাপয়িতুমারব্ধাঃ ।

কম্যপ্যর্থং চিরং ধ্যাত্বা বক্তুং প্রস্ফুরিতাধরাঃ ।
বাষ্পস্তম্ভিতকণ্ঠত্বাদনুক্ত্বৈব বনং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

রাজা—কথমনুক্ত্বৈব বনং গতাঃ । (ইতি দ্বিগুণং মোহমুপগতঃ) ।
সুমন্ত্রঃ—(সসম্ভ্রমম্) বালাকে । উচ্যতামমাত্যেভ্যঃ—অপ্রতীকারায়াং দশায়াং বর্তত্তে মহারাজ ইতি ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—তথা । (নিষ্ক্রান্তঃ)
দেব্যৌ—মহারাঅ । সমস্সসিহি সমস্সসিহি । [মহারাজ ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।]
রাজা—(কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য) ।

অঙ্গং মে স্পৃশ কৌশল্যে ! ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা ।
রামং প্রতি গতা বুদ্ধিরদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥ ১৬ ॥

পুত্র ! রাম ! যৎ খলু ময়া সন্ততং চিন্তিতং

রাজ্যে ত্বামভিষিচ্য সন্নরপতের্লাভাৎ কৃতার্থাঃ প্রজাঃ
কৃত্বা, ত্বৎসহজান্ সমানবিভবান্ কুর্বাণনঃ সন্ততম্ ।
ইত্যাদিশ্য চ তে, তপোবনমিতো গন্তব্যমিত্যেতয়া
কৈকেয্যা হি তদন্যথা কৃতমহো নিঃশেষমেকক্ষণে ॥ ১৭ ॥

স্মন্ত্র। উচ্যতাং কৈকেয্যাঃ—

গতো রামঃ, প্রিয়ং তেঽস্তু, ত্যক্তোঽহমপি জীবিতৈঃ
ক্ষিপ্রমানীয়তাং পুত্রঃ, পাপং সফলমস্ত্বিতি ॥ ১৮ ॥

সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।

রাজা—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়ে! রামকথাশ্রবণসন্দগ্ধহৃদয়ং মামাশ্বাসয়িতুমাগতাঃ পিতরঃ। কোঽত্র?

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—আপস্তাবৎ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ। ইমা আপঃ।

রাজা—(আচম্যাবলোক্য)।

অয়মমরপতেঃ সখা দিলীপো, রঘুরয়মত্রভবানজঃ পিতা মে।
কিমভিগমনকারণং, ভবদ্ভিঃ সহ বসনে সময়ো মমাপি তত্র ॥ ১৯ ॥

রামঃ—বৈদেহি! লক্ষ্মণ! অহমিতঃ পিতৄণাং সকাশং গচ্ছামি। হে পিতরঃ! অয়ময়মাগচ্ছামি। (মূর্চ্ছয়া পতামৃতঃ।

(কাঞ্চুকীয়ো যবনিকাস্তরণং করোতি)

সর্বে—হা হা মহারাজঃ। হা হা মহারাজো। [হা হা মহারাজঃ।]

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

অথ তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি সুধাকরঃ)

সুধাকারঃ—(সম্মার্জনাদীনি কৃত্বা) ভোদু দাণিং কিদং এত্থ কয্যং অয্য সংভবঅস্স আণত্তং। জাব মুহুত্তং সুবিসস্সং (স্বপিতি) [ভবতু, ইদানীং কৃতমত্র কার্যমার্যসম্ভবকস্যাজ্ঞপ্তম্। যাবন্মুহূর্তং স্বপস্যামি।]

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—(চেটমুপগম্য তাড়য়িত্বা) অম্ঘো দাসীয়ে পুত্ত! কিং দাণি কম্মং ণ করেসি। (তাড়য়তি) [অম্ঘো দাস্যাঃ পুত্র। কিমিদানীং কর্ম ন করোষি।]

সুধাকারঃ—(বুদ্ধ্বা) তালেহি মং তালেহি মং। [তাড়য় মাং তাড়য় মাম্।

ভটঃ—তাড়িদে তুবং কিং করিস্সসি? [তাড়িতে ত্বং কিং করিষ্যসি?]

সুধাকারঃ—অহংণস্স মম কত্তবীয়স্স বিঅ বাহুসহস্সং ণত্থি। [অধানস্য মম কার্তবীর্যস্যেব বাহুসহস্রং নাস্তি।]

ভটঃ—বাহুসহসসেণ কিং কয্যং? [বাহু সহস্রেণ কিং কার্যম্?]

সুধাকারঃ—তুবং হরিণস্সং। [ত্বাং হনিষ্যামি।]

ভটঃ—এহি দাসীএ পুত্ত। মুদে মুণ্ডিসুসং। (পুনরপি তাড়য়তি) [এহি দাস্যাঃ পুত্র। মুতে মোক্ষ্যামি।]

সুধাকারঃ—(রুদিত্বা) সক্কং দাণি ভট্টা! মে অবরাহং জাণিদুম্। [শক্য মিদানীং ভর্ত্তঃ! মেঽপরাধং জ্ঞাতুম্।]

ভটঃ—ণত্থি কিল অবরাহো ণত্থি? ণ মএ সন্দিট্টো ভট্টিদারঅস্য রামস্য রজ্জবিব্ভট্ঠকিদসন্দাবেণ সগ্গং গদস্স ভট্টিণো দসরহস্স পডিমাগেহং দেট্ঠুং অজ্জ কোসল্লাপুরোএহি সব্বেহি অন্তেউরেহি ইহ আঅন্তব্বং ত্তি। এত্থ দাণি তুএ কিং কিদং। [নাস্তি কিলাপরাধো নাস্তি? ননু ময়া সন্দিষ্টো ভর্তৃদারকস্য রামস্য রাজ্যবিভ্রষ্টকৃতসন্তাপেন স্বর্গং গতস্য ভর্তুর্দশরথস্য প্রতিমাগেহং দ্রষ্টুমদ্য কৌশল্যাপুরোগৈঃ সর্বৈরন্তঃ পুরৈরিহাগন্তব্যমিতি। অত্রেদানীং ত্বয়া কিং কৃতম্।]

সুধাকারঃ—পেক্খদু ভট্টা অবণীদকবোদসন্দাণঅং দাব গব্ভগিহং। সোহবণ্ণদত্ত-চন্দমপণ্ডাঙ্গুলা ভিত্তীও। ওসত্তমল্লদামসোহিণ দুবারাণি। পইণ্ণা বালুআ। এত্থ দাণি মএ কিং ণ কিদং। [পশ্যতু ভর্তা অপনীতকপোতসন্দানকং তাবদ্ গর্ভগৃহম্। সৌধবর্ণকদত্তচন্দনপঞ্চাঙ্গুলা ভিত্তয়ঃ। অবসক্তমাল্যদামশোভীনি দ্বারাণি। প্রকীর্ণা বালুকাঃ। অত্রেদানীং ময়া কিং ন কৃতম্?

ভটঃ—জই এবং বিসত্থো গচ্ছ। জাব অহং বি সব্বং কিদং ত্তি অমচ্চস্স ণিবেদেমি। [যদ্যেবং, বিশ্বস্তো গচ্ছ। যাবদহমপি সর্বং কৃতমিত্যমাত্যায় নিবেদয়াম।]

(নিষ্ক্রান্তৌ)

[প্রবেশকঃ]

(ততঃ প্রবিশতি ভরতো রথেন সূতশ্চ)

ভরতঃ—(সাবেগম্) সূত! চিরং. মাতুলপরিচয়াদবিজ্ঞাতবৃত্তান্তোঽস্মি। শ্রুতং ময়া দৃঢ়মকল্যশরীরো মহারাজ ইতি তদুচ্যতাং পিতুর্মে কো ব্যাধিঃ?

সূতঃ—হৃদয়পরিতাপঃ খলু মহান্।

ভরতঃ—কিমাহুস্তে বৈদ্যাঃ?

সূতঃ—ন খলু ভিষজস্তত্র নিপুণাঃ।

ভরতঃ—কিমাহারং ভুঙ্ক্তে শয়নমপি।

সূতঃ—ভূমৌ নিরশনঃ।

ভরতঃ—কিমাশা স্যাদ্।

সূতঃ—দৈবং।

ভরতঃ—স্ফুরতি হৃদয়ং বাহয় রথম্।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ (রথং বাহয়তি)।

ভরতঃ—(রথবেগং নিরূপ্য) অহো তু খলু রথবেগঃ। এতে তে,

দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুতরথগতিক্ষীণবিষয়া
নদীবোদ্বৃত্তাম্বুর্নিপতিত মহী নেমিবিবরে।
অরব্যক্তির্নষ্টা স্থিতমিব জবাচ্চক্রবলয়ং
রজশ্চাশ্বোদ্ধূতঃ পততি পুরতো নানুপততি ॥ ১ ॥

সূতঃ—আয়ুষ্মান্। সোপস্নেহতয়া বৃক্ষাণামভিতঃ খল্বযোধ্যায়া ভবিতব্যম্।
ভরতঃ—অহো তু খলু স্বজনদর্শনোৎসুকস্য ত্বরতা মে মনসঃ।

পতিতমিব শিরঃ পিতুঃ পাদয়োঃ
স্নিহ্যতেবাস্মি রাজ্ঞা সমুত্থাপিতঃ
ত্বরিতমুপগতা ইব ভ্রাতরঃ
ক্লেদয়ন্তীব মামশ্রুভির্মাতরঃ ॥ ২ ॥

সদৃশ ইতি মহানিতি ব্যায়তশ্চেতি।
ভৃত্যৈরিবাহং স্তুতসেবয়া
পরিহসিতমিবাত্মনস্তত্র পশ্যামি
বেষং চ ভাষাং চ সৌমিত্রিণা ॥ ৩ ॥

সূতঃ—(আত্মগতম্) ভোঃ! যদয়মবিজ্ঞায় মহারাজবিনাশমুদর্কে নিষ্ফলামাশাং পরিবহনযোধ্যাং প্রবেক্ষ্যতি কুমারঃ। জানন্নপি ভরপ্যস্মাভির্ন নিবেদ্যতে। কুতঃ,

পিতুঃ প্রাণপরিত্যাগং মাতুরৈশ্বর্য লুব্ধতাম্।
জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ প্রবাসং চ ত্রীন্ দোষান্ কোঽভিধাস্যতি ॥ ৪ ॥

ভটঃ—(প্রবিশ্য) জয়তু কুমারঃ।
ভরতঃ—ভদ্র, কিং শত্রুঘ্নো মামভিগতঃ?
ভটঃ—অভিগতঃ, খলু বর্ততে কুমারঃ। উপাধ্যায়াস্তু ভবন্তমাহুঃ
ভরতঃ—কিমিতি কিমিতি?
ভটঃ—এক নাড়িকাবশেষঃ কৃত্তিকাবিষয়ঃ তস্মাৎ প্রতিপন্নায়ামেব রোহিণ্যামযোধ্যাং প্রবেক্ষ্যতি কুমারঃ।
ভরতঃ—বাঢ়মেবম্। ন ময়া গুরুবচমতিক্রান্তপূর্বম্। গচ্ছ ত্বম্।
ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)
ভরতঃ—অথ কস্মিন্ প্রদেশে বিশ্রমিষ্যে। ভবতু, দৃষ্টম্। এতস্মিন্ বৃক্ষান্তরাবিষ্কৃতে দেবকুলে মুহূর্তং বিশ্রমিষ্যে। তদুভয়ং ভবিষ্যতি দৈবতপূজা বিশ্রামশ্চ। অথ চ উপোপবিশ্য প্রবেষ্টব্যানি নগরানীতি সংসমুদাচারঃ। তস্মাৎ স্থাপ্যতাং রথঃ।
সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (রথং স্থাপয়তি)
ভরতঃ—[রথাদবতীর্য] সূত। একান্তে বিশ্রাময়াশ্বান্।
সূতঃ—যদাজ্ঞাপত্যায়ুষ্মান্। [নিষ্ক্রান্তঃ
ভরতঃ—[কিঞ্চিদ্ গত্বাবলোক্য সাধুমুক্তপুষ্পলাজাবিষ্কৃতা বলয়ঃ, দত্তচন্দন পঞ্চাঙ্গুলা ভিত্তয়ঃ, অবসক্তমাল্যদামশোভিনি দ্বারাণি, প্রকীর্ণা বালুকাঃ। কিন্নু খলু পার্বণোঽয়ং বিশেষঃ, অথবা আহ্নিকমাস্তিকাম্? কস্য নু খলু দৈবতস্য স্থানং ভবিষ্যতি। নেহ কিঞ্চিৎ প্রহরণং ধ্বজো বা বহিশ্চিহ্নং দৃশ্যতে। ভবতু, প্রবিশ্য জ্ঞাস্যে। [প্রবিশ্যালোক্য] অহো ক্রিয়া মাধুর্যং পাষাণানাম্। অহো ভাবগতিরাকৃতীনাম্। দৈবতোদ্দিষ্টানমপি মানুষবিশ্বাসতাসাং প্রতিমানাম্। কিন্তু খলু চতুর্দৈবতোঽয়ং স্তোমঃ। অথবা যানি তানি ভবন্তু। অস্তি তাবন্মে মনসি প্রহর্ষঃ।

(নেপথ্যে)

উস্সরহ অয্যা। উস্সরহ। [উৎসরতার্যাঃ। উৎসরত।]

দেবকুলিকঃ—(বিলোক্য) অয়ে,

কালে খল্বাগতা দেব্যঃ পুত্রে মে হমুপাগতে।
হস্তস্পর্শো হি মাত ণামজলস্য জলাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশন্তি দেব্যঃ সুমন্ত্রশ্চ)

সুমন্ত্র—ইত ইতো ভবত্যঃ।

ইদং গৃহং তৎ প্রতিমা নৃপস্য
নঃ সমুচ্ছ্রয়ো যস্য স হর্ম্যদুর্লভঃ।
অযন্ত্রিতৈরপ্রতিহারিকাগতৈ-
র্বিনা প্রণামং পথিকৈরুপাস্যতেতে ॥ ১৩ ॥

(প্রবিশ্যাবলোক্য) ভবত্যঃ। ন খলু ন খলু প্রবেষ্টব্যম্। অয়ং হি পতিতঃ কোঽপি বয়স্থ ইব পার্থিবঃ।

দেবকুলিকঃ—পরশঙ্কামলং কর্তুং গৃহ্যতাং ভরতো হ্যয়ম্। (নিষ্ক্রান্তঃ)

দেব্যঃ—(সহসোপগম্য) হা জাদ! ভরত! [হা জাত! ভরত!]

ভরতঃ—(কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য) আর্য!

সুমন্ত্রঃ—জয়তু মহা—(ইত্যর্ধোক্তে সবিষাদম্) অহো স্বরসাদৃশ্যম্! মন্যে প্রতিমাস্থো মহারাজো ব্যাহরতীতি।

ভরতঃ—অথ মাতৄণামিদানীং ক্যবস্থা ?

দেব্যঃ—জাদ! এসা ণো অবত্থা! (অবগুণ্ঠনমপনয়ন্তি) [জাত! এষা নোঽবস্থা।]

সুমন্ত্রঃ—ভবত্যঃ। নিগৃহ্যতামুৎকণ্ঠা।

ভরতঃ—(সুমন্ত্রং বিলোক্য) সর্বসমুদাচারসন্নিকর্ষস্ত মাং সূচয়তি। কচ্চিৎ তাতঃ সুমন্ত্রো ভবান্ ননু ?

সুমন্ত্র—কুমার। অথ কিম্, সুমন্ত্রোঽস্মি।

অস্বাস্যমানশ্চিরজীবদোষৈঃ কৃতঘ্নভাবেন বিড়ম্ব্যমানঃ।
অহং হি তস্মিন্ নৃপতৌ বিপন্নে জীবামি শূন্যস্য রথস্য সূতঃ ॥১৪॥

ভরতঃ—হা তাত! (উত্থায়) তাত! অভিবাদনক্রমমুপদেষ্টুমিচ্ছামি মাতৄণাম্।

সুমন্ত্রঃ—বাঢ়ম্। ইয়ং তত্রভবতো রামস্য জননী দেবী কৌশল্যা।

ভরতঃ—অম্ব। অনপরাদ্ধোঽহমভিবাদয়ে।

কৌশল্যা—জাদ! ণিসঃসন্দাবো হোহি। [জাত! নিঃসন্তাপো ভব।]

ভরতঃ—(আত্মগতম্) আক্রুষ্ট ইবাস্ম্যনেন। (প্রকাশমঃ) অনুগৃহীতেঽস্মি। ততস্ততঃ।

সুমন্ত্রঃ—ইয়ং তত্রভবতো লক্ষ্মণস্য জননী দেবী সুমিত্রা।

ভরতঃ—অম্ব! লক্ষ্মণেনাতিসন্ধিতোঽহমভিবাদয়ে।

সুমিত্রা—জাদ! জসোভাই হোহি। [জাত! যশোভাগী ভব।]

ভরতঃ—অম্ব! ইদং প্রযতিযো। অনুগৃহীতোঽস্মি। ততস্ততঃ।

সুমন্ত্রঃ—ইয়ং তে জননী।
ভরতঃ—(সরোষমুত্থায়) অয়ে পাপে !

মম মাতুশ্চ মধ্যস্থা ত্বং ন শোভসে।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কুনদীব প্রবেশিতা ॥ ১৫ ॥

কৈকেয়ী—জাদ ! কিং মএ কিদং [জাত ! কিং ময়া কৃতম্ ।]
ভরতঃ—কিং কৃতমিতি বদসি ?

বয়মযশসা, চীরেণার্যো নৃপো গৃহমৃত্যুনা,
প্রততরুদিতৈঃ কৃৎস্নাযোধ্যা, মৃগৈঃ সহ লক্ষ্মণ।
দয়িততনয়াঃ শোকেনাম্বাঃ, স্নুষাধ্বপরিশ্রমৈ
র্ধিগিতি বচসা চোগ্রেণাত্মা ত্বয়া ননু যোজিতাঃ ॥ ১৬ ॥

কৌশল্যাঃ—জাদ ! সব্বসমুদাআরমজ্ঝত্থো কিং ণ বন্দসি মাদরং। [জাত ! সর্বসমুদাচারমধ্যস্থঃ কিং ন বন্দসে মাতরম্ ।]
ভরতঃ—মাতরমিতি। অম্ব ! ত্বমেব মে মাতা। অম্ব ! অভিবাদয়ে।
কৌশল্যাঃ—ণহি ণহি। ইঅং দে জণণী। [নহি নহি। ইয়ং তে জননী।]
ভরতঃ—আসীৎ পুরা। ন ত্বিদানীম্। পশ্যতু ভবতী,

ত্যক্ত্বা স্নেহং শীলসংক্রান্তদোষৈঃ
পুত্রাস্তাবন্নম্বপুত্রাঃ ক্রিয়ন্তে।
লোকেঽপূর্বং স্থাপয়াম্যেব ধর্মং
ভর্তৃদ্রোহাদস্তু মাতাপ্যমাতা ॥ ১৭ ॥

কৈকেয়ী—জাদ ! মহারাঅস্স সচ্চবঅণং রক্খন্তীএ মএ তহ উত্তং। [জাত ! মহারাজস্য সত্যবচনং রক্ষন্ত্যা ময়া তথোক্তম্ ।]
ভরতঃ—কিমিতি কিমিতি ?
কৈকেয়ী—পুত্তও মে রাআ হোদুত্তি। [পুত্রকো মে রাজা ভবিষ্যতি।]
ভরতঃ—অথ স ইদানীমার্যোঽপি ভবত্যাঃ কঃ ?

পিতুর্মে নৌরসঃ পুত্রো ন ক্রমেণাভিষিচ্যতে।
দয়িতা ভ্রাতরো ন স্যুঃ প্রকৃতীনাং ন রোচতে ॥ ১৮ ॥

কৈকেয়ী—জাদ ! সুক্কলুদ্ধা ণনু পুচ্ছিদব্বা। [জাত ! শুল্কলুব্ধা ননু প্রষ্টব্যা।]
ভরতঃ—বল্কলৈর্হৃতরাজশ্রীঃ পদাতিঃ সহ ভার্যয়া।
বনবাসং ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ শুল্কেঽপ্যেতদুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
কৈকেয়ী—জাদ ! দেসকালে ণিবেদেমি। [জাত ! দেশকালে নিবেদয়ামি।]
ভরতঃ—অযশসি যদি লোভঃ কীর্তয়িত্বা কিমস্মান্

কিমু নৃপফলতর্ষঃ কিং নরেন্দ্রো ন দদ্যাৎ।
অথ তু নৃপতিমাতেত্যেষ শব্দস্তবেষ্টো
বদতু ভবতি ! সত্যং কিং তবার্যো ন পুত্রঃ ॥ ২০ ॥

কষ্টং কৃতং ভবত্যা,

ত্বয়া রাজ্যৈষিণ্যা নৃপতিরসুভির্নৈব গণিতঃ
সুতং জ্যেষ্ঠং চ ত্বং ব্রজ বনমিতি প্রেষিতবতী।
ন শীর্ণং যদ্ দৃষ্ট্বা জনকতনয়াং বল্কলবতী-
মহো ধাত্রা সৃষ্টং ভবতি! হৃদয়ং বজ্রকঠিনম্ ॥ ২১ ॥

সুমন্ত্রঃ—কুমার! এতৌ বশিষ্ঠবামদেবৌ সহ প্রকৃতিভিরভিষেকং পুরস্কৃত্য ভবন্তং প্রত্যুদ্গতৌ বিজ্ঞাপয়তঃ।

গোপহীনা যথা গাবো বিলয়ং যান্ত্যপালিতাঃ।
এবং নৃপতিহীনা হি বিলয়ং যান্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ২২ ॥

ভরতঃ—অনুগচ্ছন্তু মাং প্রকৃতয়ঃ।
সুমন্ত্রঃ—অভিষেকং বিসৃজ্য ক্ব ভবান্ যাস্যতি?
ভরতঃ—অভিষেকমিতি? ইহাত্রভবত্যৈ প্রদীয়তাম্।
সুমন্ত্রঃ—ক্ব ভবান্ যাস্যতি?
ভরতঃ—তত্র যাস্যামি যত্রাসৌ বর্ততে লক্ষ্মণপ্রিয়ঃ।
নাযোধ্যা তং বিনাযোধ্যা সাযোধ্যা যত্র রাঘবঃ ॥ ২৩ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

অথ চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতশ্চেটৌ)

বিজয়া—হলা ণন্দিণিএ! ভণেহি ভণেহি। অজ্জ কোসল্লাপুরোগেহি সব্বেহি অন্তেবুরেহি পডিমাগেহং দট্ঠুং গদেহি তহিং কিল ভট্টিদারও ভরদো দিট্ঠো। অহং চ মন্দভাআ দুবারে ট্ঠিদা। [হলা নন্দিনিকে। ভণ ভণ। অদ্য কৌশল্যাপুরোগৈঃ সর্বৈরন্তঃপুরৈঃ প্রতিমাগেহং দ্রষ্টুং গতৈস্তত্র কিল ভর্তৃদারকো ভরতো দৃষ্টঃ। অহং চ মন্দভাগা দ্বারে স্থিতা।]

নন্দিনিকা—হলা! দিট্ঠো অম্হেহি কোদূহলেন ভট্টিদারও ভরদো। [হলা! দৃষ্টোঽস্মাভিঃ কৌতূহলেন ভর্তৃদারকো ভরতঃ!]

বিজয়া—ভট্টিণী কুমারেণ কিং ভণিদা। [ভট্টিনীকুমারেন কিং ভণিতা।]

নন্দিনিকা—কিং ভণিঅং? ওলোইদুং বি ণেচ্ছদি কুমারো। [কিং ভণিতম্? অবলোকয়িতুমপি নেচ্ছতি কুমারঃ।]

বিজয়া—অহো অচ্চাহিদম্। রজ্জলুব্ধায়ে ভট্টিদারঅস্স রামস্স রজ্জবিব্ভট্টং করন্তীএ অত্তনো বেহব্বং আদিট্ঠং। লোওবি বিণাসং গমিও। ণিগ্ঘিণা হু ভট্টিণী। পাপঅং কিদং। [অহো অত্যাহিতম্। রাজ্যলুব্ধয়া ভর্তৃদারকস্য রামস্য রাজ্যবিভ্রষ্টং কুর্বত্যাত্মনো বৈধব্যমাদিষ্টম্। লোকোঽপি বিনাশং গমিতঃ। নির্ঘৃণা খলু ভট্টিণী। পাপকং কৃতম্।]

নন্দিনিকা—হলা ! সুণাহি । পইদীহি আণীদং অভিসেঅং বিসজ্জিঅ রামতবোবণং গদো কুমারো ! [হলা ! শৃণু ! প্রকৃতিভিরানীতমভিষেকং বিসৃজ্য রাম-তপোবনং গতঃ কুমারঃ ।]

বিজয়া—(সবিষাদম্) হুম্ । এবং গদো কুমারো ণন্দিণিএ ! এহি অক্ষে ভট্টিণিং পেক্খামো । [হুম্ এবং গতঃ কুমারঃ । নন্দিনিকে ! এহ্যাবাং ভট্টিনীং পশ্যাবঃ ।] (নিষ্ক্রান্তে)

(প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি ভরতো রথেন সুমন্ত্রঃ সূতশ্চ)

ভরতঃ—স্বর্গং গতে নরপতৌ সুকৃতানুযাত্রে
পৌরাশ্রুপাতসলিলৈরনুগম্যমানঃ ।
দ্রষ্টুং প্রয়াম্যকৃতণেষু তপোবনেষু
রামাভিধানমপরং জগতঃ শশাঙ্কম্ ।। ১ ।।

সুমন্ত্রঃ—এষ এষ আয়ুষ্মান্ ভরতঃ
দৈত্যেন্দ্রমানমথনস্য নৃপস্য পুত্রো
যজ্ঞোপযুক্তবিভবস্য নৃপস্য পৌত্রঃ ।
ভ্রাতা পিতুঃ প্রিয়করস্য জগৎপ্রিয়স্য
রামস্য রামসদৃশেন পথা প্রযাতি ।। ২ ।।

ভরতঃ—ভো স্তাত !

সুমন্ত্রঃ—কুমার ! অয়মস্মি ।

ভরতঃ—ক্ব তত্রভবান্ মমার্যো রামঃ । ক্বাসৌ মহারাজস্য প্রতিনিধিঃ । ক্ব সন্নিদর্শনং সারবতাম্ । ক্বাসৌ প্রত্যাদেশো রাজ্যলুব্ধায়াঃ কৈকেয্যাঃ । ক্ব তৎ পাত্রং যশসঃ । ক্বাসৌ নরপতেঃ পুত্রঃ । ক্বাসৌ সত্যমনুরক্তঃ ।
মম মাতুঃ প্রিয়ং কর্তুং যেন লক্ষ্মীর্বিসর্জিতা ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি দৈবতং পরমং মম ।। ৩ ।।

সুমন্ত্রঃ কুমার ! এতস্মিন্নাশ্রমপদে—
অত্র রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ ।
সত্যং শীলং চ ভক্তিশ্চ যেষু বিগ্রহবৎ স্থিতম্ ।। ৪ ।।

ভরতঃ—তেন হি স্থাপ্যতাং রথঃ ।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ । (তথা করোতি)

ভরতঃ—(রথাদবতীর্য) সূত ! একান্তে বিশ্রাময়াশ্বান্ ।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

ভরতঃ—ভোস্তাত ! নিবেদ্যতাম্

সুমন্ত্রঃ—কুমার ! কিমিতি নিবেদ্যতে ।

ভরতঃ—রাজ্যলুব্ধায়াঃ কৈকেয্যাঃ পুত্রো ভরতঃ প্রাপ্ত ইতি ।

সুমন্ত্রঃ—কুমার ! অলং গুরুজনাপবাদমভিধাতুম্ ।

ভরতঃ—সুষ্ঠু, ন ন্যায্যং পরদোষমভিধাতুম্ । তেন হি উচ্যতামিক্ষ্বাকুকুলন্যঙ্গভূতো ভরতো দর্শনমভিলষতীতি ।

সুমন্ত্র—কুমার! নাহমেবং বক্তুং সমর্থঃ। অথ পুনর্ভরত প্রাপ্তঃ ইতি ব্রুয়াম্।

ভরতঃ—ন ন। নাম কেবলমভিধীয়মানমকৃতপ্রায়শ্চিত্তমিব মে প্রতিভাতি। কিং রক্ষ্যমানামপি পরেণ নিবেদনং ক্রিয়তে? তস্মাৎ তিষ্ঠতু তাতঃ। অহমেব নিবেদয়িষ্যে। ভো! ভো! নিবেদ্যতাং তত্রভবতে পিতৃবচনকরায় রাঘবায়—

নির্ঘৃণশ্চ কৃতঘ্নশ্চ প্রাকৃতঃ প্রিয়সাহসঃ।
ভক্তিমানাগতঃ কশ্চিৎ কথং তিষ্ঠতু যাত্বিতি ॥ ৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাম্)

রামঃ—আকর্ণ্য সহর্ষম্) সৌমিত্রে! কিং শৃণোষি? অয়ি বিদেহরাজপুত্রি! ত্বমপি শৃণোষি?

কস্যাসৌ সদৃশতরঃ স্বরঃ পিতুর্মে
গাম্ভীর্যাৎ পরিভবতীব মেঘনাদম্।
যা কুর্বন্ মম হৃদয়স্য বন্ধুশঙ্কাং
সস্নেহঃ শ্রুতিপথমিষ্টতঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য! মমাপি খল্বেষ স্বরসংযোগো বন্ধুজনবহুমানমাবহতি। এষ হি,

ঘনস্পষ্টো ধীরঃ সমদবৃষভস্নিগ্ধমধুরঃ
কলঃ কণ্ঠে বক্ষস্যনুপহতসঞ্চাররভসঃ।
যথাস্থানং প্রাপ্য স্ফুটকরণনানাক্ষরতয়া
চতুর্ণাং বর্ণানামভয়মিব দাতুং ব্যবসিতঃ ॥ ৭ ॥

রামঃ—সর্বথা নায়মবান্ধবস্য স্বরসংযোগঃ? ক্লেদযতীব মে হৃদয়ম্। বৎস! লক্ষ্মণ! দৃশ্যতাং তাবৎ।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (পরিক্রামতি)

ভরতঃ—অয়ে! কথং ন কশ্চিৎ প্রতিবচনং প্রযচ্ছতি? কিন্নু খলু বিজ্ঞাতোঽহস্মি কৈকেয্যাঃ পুত্রো ভরতঃ প্রাপ্ত ইতি?

লক্ষ্মণঃ—(বিলোক্য) অয়ে! অয়মার্যো রামঃ। ন ন। রূপসাদৃশ্যম্।

মুখমনুপমং ত্বার্যস্যাভং শশাঙ্কমনোহরং
মম পিতৃসমং পীনং বক্ষঃ সুরারিশরক্ষতম্।
দ্যুতি পরিবৃতস্তেজোরাশির্জগৎপ্রিয়দর্শনো
নরপতিরয়ং দেবেন্দ্রো বা স্বয়ং মধুসূদনঃ ॥ ৮ ॥

(সুমন্ত্রং দৃষ্ট্বা) অয়ে তাতঃ!

সুমন্ত্রঃ—অয়ে কুমারো লক্ষ্মণঃ।

ভরতঃ—এবং, গুরুরয়ম্। আর্য! অভিবাদয়ে।

লক্ষ্মণঃ—এহ্যেহি আয়ুষ্মান্ ভব। (সুমন্ত্রং বীক্ষ্য) তাত! কোঽত্রভবান্।

সুমন্ত্রঃ—কুমার!

রঘোশ্চতুর্থোঽয়মজাৎ তৃতীয়ঃ
পিতুঃ প্রকাশস্য তব দ্বিতীয়ঃ।
যস্যানুজস্ত্বং স্বকুলস্য কেতো
স্তস্যানুজোঽয়ং ভরতঃ কুমারঃ। ৯ ॥

লক্ষ্মণঃ—এহ্যেহি ইক্ষ্বাকুকুমার। বৎস। স্বস্তি, আয়ুষ্মান্ ভব।

অসুরসমরদক্ষৈর্বজ্রসংঘৃষ্টচাপৈ
রনুপমবলবীর্যৈঃ স্বৈঃ কুলৈস্তুল্যবীর্যঃ।
রঘুরিব স নরেন্দ্রো যজ্ঞবিশ্রান্তকোশো
ভব জগতি গুণানাং ভাজনং ভ্রাজিতানাম্ ॥ ১০ ॥

ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

লক্ষ্মণঃ—কুমার! ইহ তিষ্ঠ। ত্বদাগমনমার্যায় নিবেদয়ামি।

ভরতঃ—আর্য! অচিরমিদানীমভিবাদয়িতুমিচ্ছামি। শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।

লক্ষ্মণঃ—বাঢ়ম্। (উপেত্য) জয়ত্বার্যঃ। আর্য!

অয়ং তে দয়িতো ভ্রাতা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সংক্রান্তং যত্র তে রূপমাদর্শ ইব তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥

রামঃ—বৎস! লক্ষ্মণ! কিমেবং ভরতঃ প্রাপ্তঃ?

লক্ষ্মণঃ—আর্য! অথ কিম্।

রামঃ—মৈথিলি! ভবতাবলোকনার্থং বিশালীক্রিয়তাং তে চক্ষুঃ।

সীতা—অয্যউত্তো! কিং ভরদো আঅদো? [আর্যপুত্র! কিং ভরতঃ আগতঃ।]

রামঃ—মৈথিলি! অথ কিম্।

অদ্য খল্ববগচ্ছামি পিত্রা মে দুষ্করং কৃতম্
কীদৃশস্তনয়স্নেহো ভ্রাতৃস্নেহোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১২ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য! কিং প্রবিশতি কুমারঃ?

রামঃ—বৎস! লক্ষ্মণ! ইদমপি তাবদাত্মাভিপ্রায়মনুবর্তয়িতুমিচ্ছসি? গচ্ছ সৎকৃত্য শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং কুমারঃ।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

রামঃ—অথবা তিষ্ঠ ত্বম্।

ইয়ং স্বয়ং গচ্ছতু মানহেতোর্মাতেব ভাবং তনয়ে নিবেশ্য।
তুষারপূর্ণোৎপলপত্রনেত্রা হর্ষাস্রমাসারমিবোৎসৃজন্তী ॥ ১৩ ॥

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি। (উত্থায় পরিক্রম্য ভরতমবলোক্য) হং তদো তং বেলং দাণি ণিক্কন্তো অয্যউত্তো ণহি ণহি রূবসাদিসসং। [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি। হং ততস্তাং বেলামিদানীং নিষ্ক্রান্ত আর্যপুত্রঃ। নহি নহি রূপসাদৃশ্যম্।]

সুমন্ত্রঃ—অয়ে বধূঃ।

ভরতঃ—অয়ে ইয়মত্রভবতী জণকরাজপুত্রী।

ইদং তৎ স্ত্রীময়ং তেজো জাতং ক্ষেত্রোদরান্ধলাৎ।
জনকস্য নৃপেন্দ্রস্য তপসঃ সন্নিদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥

আর্যে! অভিবাদয়ে ভরতোঽহমস্মি।

সীতা—(আত্মগতম্) ণহি রূপং এব্ব। সরজোও বি সো এব্ব। (প্রকাশম্) বচ্ছ! চিরং জীব। [নহি রূপমেব। স্বরযোগোঽপি স এব। বৎস। চিরং জীব।]

ভরতঃ—অনুগৃহীতেঽস্মি ।
সীতা—এহি বচ্ছ। ভাদুমণোরহং পূরেহি। [এহি বৎস! ভ্রাতৃমনোরথং পূরয়।]
সুমন্ত্রঃ—প্রবিশতি কুমারঃ ।
ভরতঃ—তাত। ইদানীং কিং করিষ্যসি।
সুমন্ত্রঃ—অহং পশ্চাৎ প্রবেক্ষ্যামি স্বর্গং যাতে নরাধিপে।
বিদিতার্থস্য রামস্য মমৈতৎ পূর্বদর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

ভরতঃ—এবমস্তু। (রামমুপগম্য আর্য! অভিবাদয়ে ভরতোঽহমস্মি।
রামঃ—(সহর্ষম্) এহেহি ইক্ষ্বাকুকুমার! স্বস্তি, আয়ুষ্মান্ ভব।

বক্ষঃ প্রসারয় কবাটপুটপ্রমাণ-
মালিঙ্গ মাং সুবিপুলেন ভুজদ্বয়েন।
উন্নাময়াননমিদং শরদিন্দুকল্পং
প্রহ্লাদয় ব্যসনদগ্ধমিদং শরীরম্ ॥ ১৬ ॥

ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
সুমন্ত্রঃ—(উপেত্য) জয়ত্বায়ুষ্মান্।
রামঃ—হা তাত।

গত্বা পূর্বং স্বসৈন্যৈরভিসরিসবয়ে খং সমানৈর্বিমানৈ
র্বিখ্যাতো যো বিমর্দে স স ইতি বহুশঃ সাস্তবাণাং সুরাণাম্ ॥
স শ্রীমাংস্ত্যক্তদেহো দয়িতমপি বিনা স্নেহবন্তং, ভবন্তম্
স্বর্গস্থঃ সম্প্রতং কিং রময়তি পিতৃভিঃ স্বৈনর্বৈন্দ্রনরেন্দ্রঃ ॥ ১৭ ॥

সুমন্ত্রঃ—(সশোকম্)।

নবপতিনিধনং ভবৎপ্রবাসং ভরতবিষাদমনাথতাং কুলস্য।
বহুবিধমনুভূয় দুস্প্রসহাং গুণ ইব বন্ধপবান্ধমায়ুষা মে ॥ ১৮ ॥

সীতা—রোদন্তং অয্যউত্তং পুণো বি বোদাবীঅদি তাদো। [রুদন্তমার্যপুত্রং পুনরপি রোদয়তি তাতঃ।]
রামঃ—মৈথিলি। এষ ব্যবস্থাপয়াম্যাত্মনম্। বৎস। লক্ষ্মণ। আপস্তাবৎ।
লক্ষ্মণঃ—যদজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।
ভরতঃ—আর্য! ন খলু ন্যায্যম্। ক্রমেণ শুশ্রূষয়িষ্যে। অহমেব যাস্যামি। (কলশং গৃহীত্বা নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইমা আপঃ।
রামঃ—(আচম্য) মৈথিলি। বিশীর্যতে খলু লক্ষ্মণস্য ব্যাপারঃ।
সীতা অয্যউত্ত ণং এদিণা পি সুস্সূসইদব্বো? [আর্যপুত্র! নন্বেতেনাপি শুশ্রূষয়িতব্যঃ।]
রামঃ—সুষ্ঠু খল্বিহ লক্ষ্মণঃ শুশ্রূষয়তু। তত্রস্থো মাং ভরতঃ শুশ্রূষয়তু।
ভরতঃ—প্রসীদত্বার্যঃ।

ইহ স্থাস্যামি দেহেন তত্র স্থাস্যামি কর্মণা।
নাম্নৈব ভবতো রাজ্যং কৃতরক্ষং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

রামঃ—বৎস ! কৈকেয়ীমাতঃ ! মা মৈবম্ ।

পিতুর্নিয়োগাদহমাগতো বনং
ন বৎস ! দর্পান্ন ভয়ান্ন বিভ্রমাৎ ।
কুলং চ নঃ সত্যধনং ব্রবীমি তে
কথং ভবান্ নীচপথে প্রবর্ততে ॥ ২০ ॥

সুমন্ত্রঃ—অথেদানীমভিষেকোদকং ক্ব তিষ্ঠতু ।

রামঃ—যত্র মে মাত্রাভিহিতং, তত্রৈব তাবৎ তিষ্ঠতু ।

ভরতঃ—প্রসীদত্বার্যঃ । আর্য ! অলমিদানীং ব্রণে প্রহর্তুম্ ।

অপি সুগুণ ! মমাপি ত্বৎপ্রসূতিঃ প্রসূতিঃ
স খলু নিভৃতধীমাংস্তে পিতা মে পিতা চ ।
সুপুরুষ ! পুরুষাণাং মাতৃদোষো ন দোষো
বরদ ! ভরতমার্তং পশ্য তাবৎ যথাবৎ ॥ ২১ ॥

সীতা—অয্যউত্ত ! অদিকরুণং মন্তেঅই ভরদো । কিং দাণিং অয্যউত্তেণ চিন্তীঅদি ।
[আর্যপুত্র ! অতিকরুণং মন্ত্রযতে ভবতঃ । কিমিদানীমার্যপুত্রেণ চিন্ত্যতে ।]

রামঃ—মৈথিলি !

তং চিন্তযামি নৃপতিং সুরলোকযাতং
যেন য়মাত্মজবিশিষ্টগুণো ন দৃষ্টঃ ।
ঈদৃশ্বিধং গুণনিধিং সমবাপ্য লোকে
ধিগ্ ভো ! বিধের্যদি বলং পুরুষোত্তমেষু ॥ ২২ ॥

বৎস ! কৈকেয়ীমাতঃ !

যৎসত্যং পরিতোষিতেঽস্মি ভবতা নিষ্কল্মষাত্মা ভবাং-
স্তদ্বাক্যস্য বশানুগোঽস্মি ভবতঃ খ্যাতৈগুণৈর্নির্জিতঃ ।
কিন্ত্বেতন্নৃপতের্বচস্তদনৃতং বর্তুং ন যুক্তং ত্বয়া
কিঞ্চোৎপাদ্য ভবদ্বিধং ভবতু তে মিথ্যাভিধায়ী পিতা ॥২৩॥

ভরতঃ— যাবদ্ ভবিষ্যতি ভবন্নিয়মাবসানং
তাবদ্ ভবেয়মিহ তে নৃপ ! পাদমূলে ।

রামঃ— মৈবং, নৃপঃ স্বসুকৃতৈরনুযাতু সিদ্ধিং
মে শাপিতো, ন পরিরক্ষসি চেৎ স্বরাজ্যম্ ॥ ২৪ ॥

ভরতঃ—হন্ত অনুত্তরমভিহিতম্ । ভবতু সময়তস্তে রাজ্যং পরিপালয়ামি !

রাম—বৎস ! কঃ সময়ঃ !

ভরতঃ—মম হস্তে নিক্ষিপ্তং তব রাজ্যং চতুর্দশবর্ষান্তে প্রতিগ্রহীতুমিচ্ছামি ।

রামঃ—এবমস্তু ।

ভরতঃ—আর্য ! শ্রুতম্ । আর্যে ! শ্রুতম্ । তাত ! শ্রুতম্ ।

সর্বে—বয়মপি শ্রোতারঃ ।

ভরতঃ—আর্য ! অন্যমপি বরং হর্তুমিচ্ছামি ।

রামঃ—বৎস কিমিচ্ছসি । কিমহং দদামি । কিমহমনুষ্ঠাস্যামি ।

ভরতঃ—পাদোপভুক্তে তব পাদুকে ম এতে প্রযচ্ছ প্রণতায় মূর্ধ্না ।
যাবদ্ ভবানেষ্যতি কার্যসিদ্ধিং তাবদ্ ভবিষ্যাম্যনয়োর্বিধেয়ঃ ।। ২৫ ।।

রামঃ—(স্বগতম্) হন্ত ভোঃ ।

সুচিরেণাপি কালেন যশঃ কিঞ্চিন্ময়ার্জিতম্ ।
অচিরেণৈব কালেন ভরতেনাদ্য সঞ্চিতম্ ।। ২৬ ।।

সীতা—অয্যউত্ত ! ণং দীয়দি খু পুঢমজ্জাঅণং ভাদসস ! [আর্যপুত্র ! ননু দীয়তে খলু প্রথমযাচনং ভরতায় ।]

রামঃ—তথাস্তু । বৎস ! গৃহ্যতাম্ ।

ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি ! (গৃহীত্বা) । আর্য ! অত্রাভিষেকোদকমাবর্জয়িতুমিচ্ছামি ।

রামঃ—তাত ! যদিষ্টং ভরতস্য তৎ সর্বং ক্রিয়তাম্ ।

সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ ।

ভরতঃ—(আত্মগতম্) হন্তঃ ভোঃ,

শ্রদ্ধেয়ঃ স্বজনস্য পৌররুচিতো লোকস্য দৃষ্টিক্ষমঃ ।
স্বর্গস্থস্য নরাধিপস্য দায়িতঃ শীলান্বিতোঽহং সুতঃ ।
ভ্রাতৄণাং গুণশালিনাং বহুমতঃ কীর্তের্মহদ্ ভাজনং
সংবাদেষু কথাশ্রয়ো গুণবতাং লব্ধপ্রিয়াণাং প্রিয়ঃ ।।২৭।।

রামঃ—বৎস ! কৈকেয়ীমাতঃ ! রাজ্যং নাম মুহূর্তমপি নোপেক্ষণীয়ম্ । তস্মাদদ্যৈব বিজয়ায় প্রতিনিবর্ততাং কুমারঃ ।

সীতা—হং, অজ্জ এব গমিস্সদি কুমারো ভরদো ? [হম্, অদ্যৈব গমিষ্যতি কুমারো ভরতঃ ?]

রামঃ—অলমতিস্নেহেন । অদ্যৈব বিজয়ায় প্রতিনিবর্ততাং কুমারঃ ।

ভরতঃ—আর্য ! অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি ।

আশাবন্তঃ পুরে পৌরাঃ স্থাস্যন্তি ত্বদ্দিদৃক্ষয়া ।
তেষাং প্রীতিং করিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদস্য দর্শনাৎ ।। ২৮ ।।

সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মন্ ! ময়েদানীং কিং কর্তব্যম্ ।

রামঃ—তাত ! মহারাজবৎ পরিপাল্যতাং কুমারঃ ।

সুমন্ত্রঃ—যদি জীবামি, তাবৎ প্রযতিষ্যে ।

রামঃ—বৎস ! কৈকেয়ীমাতঃ ! আরুহ্যতাং মমাগ্রতো রথঃ ।

ভরতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ ।

(রথমারোহতঃ)

রামঃ—মৈথিলী ! ইতস্তাবৎ । বৎস ! লক্ষ্মণ ! ইতস্তাবৎ । আশ্রমপদদ্বারমাত্রমপি ভরতস্যানুযাত্রঃ ভবিষ্যামঃ । (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

।। ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ।।

অথ পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি সীতা তাপসী চ)

সীতা—অয্যে। উবহারসুমণাইণ্ণো সম্মিজ্জদো অস্সমো। অস্সমপদবিভবেন অণুট্ঠিও দেবসমুদাআরো। তা জাব অয্যউত্তো ণ আঅচ্ছেদি দাব ইমাণং বালরুক্খাণাং উদপ্পাদাণেণ অণুক্কোসইস্সং। [আর্যে। উপহারসুমনাকীর্ণঃ সম্মার্জিত আশ্রমঃ। আশ্রমপদবিভবেনানুষ্ঠিতো দেবসমুদাচারঃ। তদ্ যাবদার্যপুত্রো নাগচ্ছতি, তাবদিমান্ বালবৃক্ষানুদকপ্রদানেনানুক্রোশয়িষ্যামি।]

তাপসী—অবিগ্ঘং সে হোদু। [অবিঘ্নমস্যা ভবতু।]

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ)

রামঃ—(সশোকম্)

তাক্ত্বা তাং গুরুণাং ময়া চ রহিতাং রম্যামযোধ্যাং পুরী-
মুদ্যম্যাপি মমাভিষেকমখিলং সংসন্নিধাবাগতঃ।
রক্ষার্থং ভরতঃ পুনগুর্ণনিধিস্তত্রৈব সম্প্রেষিতঃ
কষ্টং ভো। নৃপতের্ধুরং সুমহতীমেকঃ সমুৎকর্ষতি ॥ ১ ॥

(বিমৃশ্য) ঈদৃশমেবৈতৎ। যাবদিদানীমীদৃশশোককবিনোদনার্থমকথাকুটুম্বিনীং মৈথিলিং পশ্যামি। তৎ ক্ব নু খলু গতা বৈদেহী। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে ইমানি খলু প্রত্যগ্রাভিষিক্তানি বৃক্ষমূলানি অদূরগতা মৈথিলীং সূচয়ন্তি। তথাহি,—

ভ্রমতি সলিলং বৃক্ষাবর্তে সফেনমবস্থিতং
তৃষিতপতিতা নৈতে ক্লিষ্টং পিবন্তি জলং খগাঃ।
স্থলমভিপতন্ত্যাদ্রাঃ কীটো বিলে জলপূরিতে
নববলয়িনো বৃক্ষা মূলে জলক্ষরেখয়া ॥ ২ ॥

(বিলোক্য) অয়ে ইয়ং বৈদেহী। ভোঃ! কষ্টম্
যোঽস্যাঃ করঃ শ্রাম্যতি দর্পণেঽপি
স নৈতি খেদং কলশং বহন্ত্যাঃ।
কষ্টং বনং স্ত্রীজনসৌকুমার্যং,
সমং লতাভিঃ কঠিনীকরোতি ॥ ৩ ॥

(উপেত্য) মৈথিলি! অপি তপো বর্ধতে?

সীতা—হং অয্যউত্তো। জেদু অয্যউত্তো। [হম্ আর্যপুত্রঃ। জয়ত্বার্যপুত্রঃ।]

রামঃ—মৈথিলি! যদি তে নাস্তি ধর্মবিঘ্নঃ, আস্যতাম্।

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি। (উপবিশতি) [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি।]

রামঃ—মৈথিলি! প্রতিবচনার্থিনীমিব ত্বাং পশ্যামি। কিমিদম্?

সীতা—সোঅসুণ্ণঅঅস্স বিঅ অয্যউত্তস্স মুহারাঅো। কিং এদং। [শোকশূন্যহৃদয়স্যেবার্যপুত্রস্য মুখরাগঃ। কিমেতৎ।]

রামঃ—মৈথিলি ! স্থানে খলু কৃতা চিন্তা ।

কৃতান্তশল্যাভিহতে শরীরে তথৈব তাবন্ধৃদয়ব্রণো মে ।
নানাফলাঃ শোকশরাভিঘাতাস্তত্রৈব পুনঃ পতন্তি ॥ ৪ ॥

সীতা—অয্যউত্তস্স কো বিঅ সন্দাবো ? [আর্যপুত্রস্য ক ইব সন্তাপঃ ।]

রামঃ—শ্বস্তত্রভবতস্তাতস্যানুসংবৎসরশ্রাদ্ধবিধিঃ । কল্পবিশেষেণ নিবপনক্রিয়ামিচ্ছন্তি পিতরঃ । তৎ কথং নির্বর্তয়িষ্যামীত্যেব চিন্তাতে ॥ অথবা,

গচ্ছন্তি তুষ্টিং খলু যেন কেন
ত এব জানন্তি হি তাং দশাং মে ।
ইচ্ছামি পূজা চ তথাপি কর্তুং
তাতস্য রামস্য চ সানুরূপাম্ ॥ ৫ ॥

সীতা—অয্যউত্ত ? ণিব্বত্তইস্সদিদি সন্ধং ভরদো রিন্ধীএ, অবত্থাণরূবং ফলোদএেণ বি অয্যউত্তো এদং তাদস্য বহুমদঅরং ভবিস্সদি । [আর্যপুত্র ! নির্বর্তয়িষ্যতি শ্রাদ্ধং ভরত ঋদ্ধ্যা, অবস্থানরূপং ফলোদকেনাপ্যার্যপুত্রঃ । এতদ্ তাতস্য বহুমত-তরং ভবিষ্যতি ।]

রামঃ—মৈথিলি !

ফলানি দৃষ্টবা বা দর্ভেষু স্বহস্তরচিতানি নঃ ।
স্মারিতে বনবাসং চ ততস্তত্রাপি রোদিতি ॥ ৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজকবেষো রাবণঃ)

রাবণঃ—এষ ভো !

নিয়তমনিয়তাত্মা রূপমেতদ্ গৃহীত্বা
খরবধকৃতবৈরং রাঘবং বঞ্চয়িত্বা ।
স্বরপদপরিহীণাং হব্যধারামিবাহং
জনকনৃপসুতাং তং হর্তুকামঃ প্রযামি ॥ ৭ ॥

(পরিক্রম্যাধো বিলোক্য) ইদং রামস্যাশ্রমপদদ্বারম্ । যাবদবতরামি ! (অবতরতি) যাবদহমপ্যাতিথিসমুদাচারমনুষ্ঠাস্যামি । অহমতিথিঃ ! কোঽত্র ভোঃ !

রামঃ—(শ্রুত্বা) স্বাগতমতিথয়ে ।

রাবণঃ—সাধু বিশেষিতং খলু বপুং স্বরেণ ।

রামঃ—(বিলোক্য) অয়ে ভগবান্ । ভগবন ! অভিবাদযে ।

রাবণঃ—স্বস্তি ।

রামঃ—ভগবন্ ! এতদাসনমাস্যতাম্ ।

রাবণঃ—(আত্মগতম্) কথামাজ্ঞপ্ত ইবাস্ম্যনেন । (প্রকাশম্) বাঢ়ম্ (উপবিশতি) ।

রামঃ—মৈথিলি ! পাদ্যমানয় ভগবতে ।

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইমা আবো । [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি । ইমা আপঃ ।]

রামঃ—শুশ্রূষয় ভগবন্তম্ ।

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি। [যদার্থপাত্র আজ্ঞাপয়তি।]

রাবণঃ—(মায়াপ্রকাশনপর্যাকুলো ভূত্বা) ভবতু ভবতু।

ইয়মেকা পৃথিব্যাং হি মানুষীণামরুন্ধতী।
যস্যা ভর্তেতি নারীভিঃ সৎকৃতঃ কথ্যতে ভবান্ ॥ ৮ ॥

রামঃ—তেন হি আনয়, অহমেব শুশ্রূষয়িষ্যে।

রাবণঃ—অয়ি ছায়াং পরিহৃত্য শরীরং ন লঙ্ঘয়ামি। বাচানুবৃত্তিঃ খল্বতিথিসৎকার, পূজিতোঽস্মি, আস্যতাম্।

রামঃ—বাঢ়ম্ (উপবিশতি)।

রাবণঃ—(আত্মগতম্) যাবদহমপি ব্রাহ্মণসমুদাচারমনুতিষ্ঠামি। (প্রকাশম্) ভোঃ! কাশ্যপগোত্রোঽস্মি। সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং, বার্হস্পত্যমর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

রামঃ—কথং কথং শ্রাদ্ধকল্পমিতি।

রাবণঃ—সর্বাঃ শ্রুতীরতিক্রম্য শ্রাদ্ধকল্পে স্পৃহা দর্শিতা। কিমেতৎ?

রামঃ—ভগবন্! স্বৰ্গতায়াং পিতৃমত্তায়ামাগম ইদানীমেষঃ।

রাবণঃ—অলং পরিহৃত্য। পৃচ্ছতু ভবান্।

রামঃ—ভগবন্! নিবপনক্রিয়াকালে কেন পিতৄংস্তর্পয়ামি।

রাবণঃ—সর্বং শ্রদ্ধয়া দত্তং শ্রাদ্ধম্।

রামঃ—ভগবন্! অনাদরতঃ পরিত্যক্তং ভবতি বিশেষার্থং পৃচ্ছামি।

রাবণঃ—শ্রূয়তাম্। বিরূঢ়েষু দর্ভাঃ, ওষধীষু তিলাঃ, কলায়ং শাকেষু, মৎস্যেষু মহাশফরঃ, পক্ষিষু বার্ধ্রীণসঃ, পশুষু গৌঃ খড়্গো বা, ইত্যেতে মানুষাণং বিহিতাঃ।

রামঃ—ভগবন্! বাশব্দেনাবগতমন্যদপ্যস্তীতি।

রাবণঃ—অস্তি প্রভাবসম্পাদ্যম্!

রামঃ—ভগবন্! এষ এব মে নিশ্চয়ঃ।

উভয়স্যাস্তি সান্নিধ্যং যদ্যেতৎ সাধয়িষ্যতি।
ধনুর্বা তপসি শ্রান্তে শ্রান্তে ধনুষি বা তপঃ ॥ ৯ ॥

রাবণঃ—সন্তি। হিমবতি প্রতিবসন্তি।

রামঃ—হিমবতি? ততস্ততঃ।

রাবণঃ—হিমবতঃ সপ্তমে শৃঙ্গে প্রত্যক্ষস্থাণুশিরঃ পতিতগঙ্গাম্বুপায়িনো বৈদূর্যশ্যামপৃষ্ঠাঃ, পবনসমজবাঃ কাঞ্চনপার্শ্বা নাম মৃগাঃ, যৈর্বৈখানস-বালখিল্য নৈমিশীয়াদয়ো মহর্ষয়শ্চিন্তিতমাত্রোপস্থিতবিপন্নৈঃ শ্রাদ্ধান্যভিবর্ধয়ন্তি।

তৈস্তর্পিতাঃ সুতফলং পিতরো লভন্তে
হিত্বা জরাং খমুপযান্তি হি দীপ্যমানাঃ।
তুল্যাং সুরৈঃ সমুপযান্তি বিমানবাস-
মাবর্তিভিশ্চ বিষয়ৈর্ন বলাদ্ ধ্রিয়ন্তে ॥ ১০ ॥

রামঃ—মৈথিলি !

আপৃচ্ছ পুত্রকৃতকান্ হরিণান্ দ্রুমাংশ্চ
বিন্ধ্যং বনং তব সখীর্দয়িতা লতাশ্চ ।
বৎস্যামি তেষু হিমবদ্গিরিকাননেষু
দীপ্তৈরিবৌষধিবনৈরুপরঞ্জিতেষু ॥ ১১ ॥

সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি । [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি ।]
রাবণঃ—কৌশল্যামাতঃ ! অলমতিমনোরথেন । ন তে মানুষৈর্দৃশ্যন্তে ।
রামঃ—ভগবন্ । কিং হিমবতি প্রতিবসন্তি ?
রাবণঃ—অথ কিম্
রামঃ—তেন হি পশ্যতু ভবান্ ।

সৌবর্ণান্ বা মৃগাংস্তান্ মে হিমবান্ দর্শয়িষ্যতি ।
ভিন্নো মদ্বাণবেগেন ক্রৌঞ্চত্বং বা গমিষ্যতি ॥ ১২ ॥

রাবণঃ—(স্বগতম্) অহো অসহ্যঃ খল্বস্যাবলেপঃ । (প্রকাশম্) অয়ে বিদ্যুৎসম্পাত ইব দৃশ্যতে । কৌশল্যামাত ! ইহস্থমেব ! ভবন্তং পূজয়তি হিমবান্ । এষ কাঞ্চনপার্শ্বঃ ।
রামঃ—ভগবতো বুদ্ধিবেষা ।
সীতাঃ—দিট্ঠিআ অয্যউত্তো বড্ঢই । [দিষ্ট্যার্যপুত্রো বর্ধতে ।]
রামঃ—ন ন ।

তাতস্যৈতানি ভাগ্যানি যদি স্বয়মিহাগতঃ ।
অর্হতৈষ হি পূজায়াং লক্ষ্মণং ব্রূহি মৈথিলি ! ॥ ১৩ ॥

সীতা—অয্যউত্ত । ণং তিত্থজত্তাদো উবাবত্তমাণং কুলবদিং পচ্চুগ্গচ্ছেহিত্তি সন্দিট্ঠো সোমিত্তো । [আর্যপুত্র ! ননু তীর্থযাত্রাত উপাবর্তমানং কুলপতিং প্রত্যুদ্গচ্ছেতি সন্দিষ্টঃ সৌমিত্রিঃ ।]
রামঃ—তেন হি অহমেব যাস্যামি ।
সীতা—অয্যউত্ত । অহং কিং করিস্সং । [আর্যপুত্র । অহং কিং করিষ্যামি ।]
রামঃ—শুশ্রূষয়স্ব ভগবন্তম্ ।
সীতা—জং অয্যউত্তো আণবেদি । [যদার্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি]

(নিষ্ক্রান্তো রামঃ)

রাবণঃ—অয়ে অয়মর্ঘ্যমাদায়োপসর্পতি রাঘবঃ । এষ ইদানীং পূজামনবেক্ষ্য ধাবন্তং মৃগং দৃষ্ট্বা ধনুরারোপয়তি রাঘবঃ ।

অহো বলমহো বীর্যমতো সত্ত্বমহো জবঃ ।
রাম ইত্যক্ষরৈ রল্পৈঃ স্থানে ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥ ১৪ ॥

এষ মৃগঃ একপ্লুতাতিক্রান্তশরবিষয়ো বনগহনং প্রবিষ্টঃ ।
সীতা—(আত্মগতম্) অয্যউত্তবিরহিদাএ ভঅং মে এত্থ উপ্পজ্জই । [আর্যপুত্রবিরহিতায়া ভয়ং মেইত্রোৎপদ্যতে ।]

রাবণঃ—(আত্মগতম্)

মায়য়াপহৃতে রামে সীতামেকাং তপোবনাৎ ।
হরামি রুদতীং বালামমন্ত্রোক্তামিবাহুতিম্ ।। ১৫ ।।

সীতা—জাব উডজং পবিসামি । (গন্তুমীহতে) [যবদুটজং প্রবিশামি ।]
রাবণঃ—(স্বরূপং গৃহীত্বা) সীতে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ।
সীতা—(সভয়ম্) হং কো দাণি অঅং ? [হং ক ইদানীময়ম্ ।]
রাবণঃ—কিং ন জানীষে ?

যুদ্ধে যেন সুরাঃ সদানবগণাঃ শক্রাদয়ো নির্জিতা
দৃষ্ট্বা শূর্পণখাবিরূপকরণং শ্রুত্বা হতৌ ভ্রাতরৌ ।
দর্পাদ্ দুর্মতিমপ্রমেয়বলিনং রামং বিলোভ্য ছলৈঃ
স ত্বাং হর্তুমনা বিশালনয়নে ! প্রাপ্তোঽস্ম্যহং রাবণঃ ।। ১৬ ।।

সীতা—হং লাবণো ণাম ! [হং রাবণো নাম] (প্রতিষ্ঠতে) ।
রাবণঃ—আঃ রাবণস্য চক্ষুর্বিষয়মগতা ক্ক যাস্যসি ।
সীতা—অয্যউত্ত প[illegible]আহি পরিত্তাআহি । সোমিত্তী ! পবিত্তাআহি । পরিত্তাআহি ।
[আর্যপুত্র ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব । সৌমিত্রে ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব ।]
রাবণঃ—সীতে ! শ্রূয়তাং মৎপরাক্রমঃ ।

ভগ্নঃ শক্রঃ কম্পিতো বিত্তনাথঃ কৃষ্টঃ সোমো মর্দিতঃ সূর্যপুত্রঃ ।
ধিগ্ ভোঃ স্বর্গং ভীতদেবৈর্নিবিষ্টং ধন্যা ভূমির্বর্ততে যত্র সীতা ।। ১৭ ।।

সীতা—অয্যউত্ত ! পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি ! সোমিত্তে ! পরিত্তআহি মং ।
[আর্যপুত্র ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব । সৌমিত্রে ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব মাম্ ।]
রাবণঃ—রামং বা শরণমুপেহি লক্ষ্মণং বা

স্বর্গস্থং দশরথমেব বা নরেন্দ্রম্ ।
কিং বা স্যাৎ কুপুরুষসংশ্রিতৈর্বচোভি-
র্ন ব্যাঘ্রং মৃগশিশবঃ প্রধর্ষয়ন্তি ।। ১৮ ।।

সীতা—অয্যউত্ত ! পরিত্তআহি পরিত্তাআহি । সোমিত্তী । পরিত্তআহি পরিত্তআহি মং । [আর্যপুত্র ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব । সৌমিত্রে ! পরিত্রায়স্ব পবিত্রায়স্ব মাম্ ।]
রাবণঃ—বিসর্পসি কিমিদং বিশালনেত্রে !

বিগণয় মাং চ যথা তবার্যপুত্রম্ ।
বিপুলবলযুতো ময়ৈষ যোদ্ধুং
সসুরগণোঽপ্যসমর্থ এব রামঃ ।। ১৯ ।।

সীতা—(সরোষম্) সত্তো সি ! [শপ্তোঽসি ।]
রাবণঃ—অহহ । অহো পতিব্রতায়াস্তেজঃ ।

যোঽহমুৎপতিতো বেগান্ন দগ্ধঃ সূর্যরশ্মিভিঃ ।
অস্যাঃ পরিমিতৈর্দগ্ধঃ শপ্তোঽসীত্যেভিরক্ষরৈঃ ।। ২০ ।।

সীতা—অয্যউত্ত ! পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি [আর্যপুত্র ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব ।]
রাবণঃ—(সীতাং গৃহীত্বা) ভো ভো ! জনস্থানবাসিনস্তপস্বিনঃ ! শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ ।

বলাদেষ দশগ্রীবঃ সীতামাদায় গচ্ছতি ।
ক্ষাত্রধর্মে যদি স্নিগ্ধঃ কুর্যাদ্ রামঃ পরাক্রমম্ ॥ ২১ ॥

সীতা—অয্যউত্ত পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি । [আর্যপুত্র ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব ।]
রাবণঃ—(পরিক্রামন্ বিলোক্য) অয়ে স্বপক্ষপবনোৎক্ষেপক্ষুভিতবনষণ্ডশ্চণ্ডতুণ্ডর-ভিধাবত্যেষ জটায়ুঃ) আঃ । তিষ্ঠেদানীম্ ।

মদ্ভুজাকৃষ্টনিস্ত্রিংশ কৃত্তপক্ষক্ষতচ্যুতৈঃ ।
রুধিরৈরার্দ্রগাত্রং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ২২ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

অথ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতো বৃদ্ধতাপসৌ)

উভৌ—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং ভবন্তঃ !
প্রথমঃ—ইয়ং হি নীলোৎপলদামবর্চসা মৃণালশুক্লোজ্জ্বলদংষ্ট্রহাসিনা ।
নিশাচরেন্দ্রেণ নিশার্ধচারিণা মৃগীব সীতা পরিভূয় নীয়তে । ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ—এষা খলু তত্রভবতী বৈদেহী,
বিচেষ্টমানেব ভুজঙ্গমাঙ্গনা বিধূয়মানেব চ পুষ্পিতা লতা ।
প্রসহ্য পাপেন দশাননেন সা তপোবনাৎ সিদ্ধিরিবাপনীয়তে । ২ ॥

উভৌ—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং ভবন্তঃ !
প্রথমঃ—উর্ধ্বমবলোক্য ! অয়ে ! বচনসমকাল এব দশরথস্যানৃণ্যং কর্তুং 'মায়ি স্থিতে ক্ব যাস্যসীতি রাবণমাহূয়ান্তরিক্ষমুৎপতিতো জটায়ুঃ ।
দ্বিতীয়ঃ—এষ রোষাদুদ্ধৃতনয়নঃ প্রতিনিবৃত্তো রাবণঃ ।
প্রথমঃ—এষ রাবণঃ
দ্বিতীয়ঃ—এষ জটায়ুঃ ।
উভৌ—হন্তেতদন্তরিক্ষে প্রবৃত্তং যুদ্ধম্ ।
প্রথমঃ—কাশ্যপ ! কাশ্যপ ! পশ্য ক্রব্যাদীশ্বরস্য সামর্থ্যম্ !

পক্ষাভ্যাং পরিভূয় বীর্যবিষয়ং দ্বন্দ্বং প্রতিব্যূহতে
তুণ্ডাভ্যাং সুনিঘৃষ্টতীক্ষ্ণমচলঃ সংবেষ্টনং চেষ্টতে ।
তীক্ষ্ণৈ রায়সকণ্টকৈরিব নখৈর্ভীমান্তরং বক্ষসো
বজ্রাগ্রৈরিব দার্যমাণবিষমাচ্ছৈলাচ্ছিলা পাট্যতে ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ঃ—হন্ত ! সংক্রুদ্ধেন রাবণেনাসিনা ক্রব্যাদীশ্বরঃ স দক্ষিণাংসদেশে হতঃ ।

উভৌ—হা ধিক্। পতিতোঽত্রভবান্ জটায়ুঃ—

কৃত্বা স্ববীর্যসদৃশং পরমং প্রযত্নং
ক্রীড়াময়ূরমিব শত্রুমচিন্তয়িত্বা।
দীপ্তং নিশাচরপতেরবধূয় তেজো
নাগেন্দ্রভগ্নবনবৃক্ষ ইবাবসন্নঃ ॥ ৪ ॥

উভৌ—স্বর্গোঽস্ত্বস্তু।

প্রথমঃ—কাশ্যপ! আগম্যতাম্। ইমং বৃত্তান্তং তত্রভবতে রাঘবায় নিবেদয়িষ্যাবঃ।

দ্বিতীয়ঃ—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ। (নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়ঃ)

কাঞ্চুকীয়ঃ—ক ইহ ভোঃ কাঞ্চনতোরণদ্বারমশূন্যং কুরুতে?

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—অয্য! অহং বিজয়া। কিং করীয়দু? [আর্য! অহং বিজয়া! কিং ক্রিয়তাম্?]

কাঞ্চুকীয়ঃ—বিজয়ে! নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং ভরতকুমারায়—এষ খলু রামদর্শনার্থং জনস্থানং প্রস্থিতঃ প্রতিনিবৃত্তস্তত্রভবান্ সুমন্ত্র ইতি।

প্রতিহারী—অয্য! অবি কিদত্থো তাদসুমন্তো আঅদো?
[আর্য। অপি কৃতার্থস্তাতসুমন্ত্র আগতঃ?]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি! ন জানে।

হৃদয়স্থিতশোকাগ্নিশোষিতাননমাগতম্।
দৃষ্ট্বৈবাকুলমাসীন্মে সুমন্ত্রমধুনা মনঃ ॥ ৫ ॥

প্রতিহারী—অয্য! এদং সুণিঅ পয্যাউলং বিঅ মে হিঅঅং। [আর্য এতচ্ছ্রুত্বা পর্যাকুলমিব মে হৃদয়ম্।]

কাঞ্চুকীয়ঃ—ভবতি। কিমিদানীং স্থিতা? শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।

প্রতিহারী—অয্য! ইঅং ণিবেদেমি [আর্য! ইয়ং নিবেদয়ামি]

(নিষ্ক্রান্তা)

কাঞ্চুকীয়ঃ—(বিলোক্য) অয়ে! অয়মত্রভবান্ ভরতকুমারঃ সুমন্ত্রাগমনজনিতকৌতূহলহৃদয়শ্চীরবল্কলবসনশ্চিত্রজটাপুঞ্জপিঞ্জরিতোত্তমাঙ্গ ইত এবাভিবর্ততে। য এষঃ—

প্রখ্যাতসদ্‌গুণগণঃ প্রতিপক্ষকাল—
স্তিগ্মাংশুবংশতিলকস্ত্রিদশেন্দ্রকল্পঃ।
আজ্ঞাবশাদখিলভূপরিরক্ষণস্থঃ
শ্রীমানুদারকলভেভসমানযানঃ ॥ ৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ভরতঃ প্রতিহারী চ ।)

ভরতঃ—বিজয়ে । এবমুপগতস্তত্রভবান্ সুমন্ত্রঃ ?

গত্বা তু পূর্বমমমার্যনিরীক্ষণার্থং
লব্ধপ্রসাদশপথে ময়ি সন্নিবৃত্তে ।
দৃষ্টবা কিমাগত ইহাত্রভবান্ সুমন্ত্রো
রামং প্রজানয়নবন্ধিমনোভিরামম্ ॥ ৭ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—(উপগম্য) জয়তু কুমারঃ ।

ভরতঃ—অথ কস্মিন্ প্রদেশে বর্ততে তত্রভবান্ সুমন্ত্রঃ ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অসৌ কাঞ্চনতোরণদ্বারে ।

ভরতঃ—তেন হি শীঘ্রং প্রবেশ্যতাম্ !

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ (নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশতি সুমন্ত্রঃ প্রতিহারী চ)

সুমন্ত্রঃ—(সশোকম্) কষ্টং ভোঃ ! কষ্টম্ !

নরপতিনিধনং ময়ানুভূতং নৃপতিসুতব্যসনং ময়ৈব দৃষ্টম্ ।
শ্রুত ইহ স চ মৈথিলীপ্রণাশো গুণ ইব বহুপরাদ্ধমায়ুষা মে ॥ ৮ ॥

প্রতিহারী—(সুমন্ত্রমুদ্দিশ্য) এদু এদু অয্যো । এসো ভট্টা । উপসপ্পদু অয্যো । [এত্বেত্বার্যঃ । এষ ভর্তা । উপসর্পত্বার্যঃ]

সুমন্ত্রঃ—(উপসৃত্য) জয়তু কুমারঃ ।

ভরতঃ—তাত ! অপি দৃষ্টস্ত্বয়া লোকাবিষ্কৃতপিতৃস্নেহঃ ? অপি দৃষ্টং দ্বিধাভূতমরুন্ধতীচারিত্রম্ ? অপি দৃষ্টং ত্বয়া নিষ্কারণাবহিতবনবাসং সৌভ্রাত্রম্ ?

(সুমন্ত্র সচিন্তস্তিষ্ঠতি)

প্রতিহারী—ভট্টিদারও খু অয্যং পুচ্ছদি । [ভর্তৃদারকঃ খল্বার্যং পৃচ্ছতি]

সুমন্ত্রঃ—ভবতি কিং মাম্ ?

ভরতঃ—(স্বগতম্) অতিমহান্ খল্বায়াসঃ । সন্তাপাদ্ ভ্রষ্টহৃদয়ঃ । (প্রকাশম্) অপি মার্গাৎ প্রতিনিবৃত্তস্তত্রভবান্ ?

সুমন্ত্রঃ—কুমার ! ত্বন্নিযোগাদ্ রামদর্শনার্থং জনস্থানং প্রস্থিতঃ কথমহন্ত্বয়া প্রতিনিবর্তিষ্যে ?

ভরতঃ—কিন্নু খলু ক্রোধেন বা লজ্জয়া বাত্মানং ন দর্শয়ন্তি ?

সুমন্ত্রঃ—কুমার !

কুতঃ ক্রোধো বিনীতানাং লজ্জা বা কৃতচেতসাম্ ?
ময়া দৃষ্টং তু তচ্ছূন্যং তৈর্বিহীনং তপোবনম্ ॥ ৯ ॥

ভরতঃ—অথ ক্বগতা ইতি শ্রুতাঃ ?

সুমন্ত্রঃ—অস্তি কিল কিষ্কিন্ধ্যা নাম বনৌকসাং নিবাসঃ । তত্র গতা ইতি শ্রুতাঃ ।

ভরতঃ—হন্ত ! অবিজ্ঞাতপুরুষবিশেষাঃ খলু বানরাঃ । দুঃখিতাঃ প্রতিবসন্তি ।

সুমন্ত্রঃ—কুমার ! তির্যগযোনয়োঽপ্যুপকৃতমবগচ্ছন্তি ।

ভরতঃ—তাত ! কথমিব ?

সুমন্ত্র—সুগ্রীবো ভ্রংশিতো রাজ্যাদ্ ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন বালিনা।
হৃতদারো বসন্ শৈলে তুল্যদুঃখেন মোক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥

ভরতঃ—তাত! কথং তুল্যদুঃখেন নাম।

সুমন্ত্রঃ—(আত্মগতম্) হন্ত! সর্বমুক্তমেব ময়া। (প্রকাশম্) কুমার! ন খলু কিঞ্চিৎ। ঐশ্বর্যভ্রংশতুল্যতা মমাভিপ্রেতা।

ভরতঃ—তাত! কিং গূহসে? স্বর্গং গতেন মহারাজপাদমূলেন শাপিতঃ স্যাঃ, যদি সত্যং ন ব্রূয়াঃ।

সুমন্ত্রঃ—কা গতিঃ! শ্রূয়তাম্,—

বৈরং মুনিজনস্যার্থে রক্ষসা মহতা কৃতম্।
সীতা মায়ামুপাশ্রিত্য রাবণেন ততো হৃতা ॥ ১১ ॥

ভরতঃ—কথং হৃতেতি! (মোহমুপগতঃ)

সুমন্ত্রঃ—সমাশ্বসিহি সমশ্বসিহি।

ভরতঃ—(পুনঃ সমাশ্বস্য) ভোঃ! কষ্টম্।

পিত্রা চ বান্ধবজনেন চ বিপ্রযুক্তো দুঃখং মহৎ সমনুভূয় বনপ্রদেশে।
ভার্যাবিয়োগমুপলভ্য পুনর্মমার্যো! জ্যোতিশ্চন্দ্র ইব খে প্রভয়া বিযুক্তঃ ॥ ১২ ॥

ভোঃ! কিমিদানীং করিষ্যে? ভবতু দৃষ্টম্। অনুগচ্ছতু মাং তাতঃ।

সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ।

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

সুমন্ত্রঃ—কুমার! ন খলু ন খলু গন্তব্যম্। দেবীনাং চতুঃশালমিদম্।

ভরতঃ—অত্রৈব মে কার্যম্। ভোঃ ক ইহ প্রতিহারে?

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু ভট্টিদারও! বিজয়া খু অহং। [জয়তু ভর্তৃদারকঃ! বিজয়া খল্বহম্।]

ভরতঃ—বিজয়ে! মমাগমনং নিবেদয়াম্ভবত্যৈ।

প্রতিহারী—কদমাএ ভট্টিণীএ ণিবেদেমি? [কতমস্যৈ ভট্টিন্যৈ নিবেদয়ামি?]

ভরতঃ—যা মাং ব্যাজানমিচ্ছতি।

প্রতিহারী—(আত্মগতম্) হং কিং ণু খু ভবে। (প্রকাশম্) ভট্টা! তহ। [হং কিং নু খলু ভবেৎ। (প্রকাশম্) ভর্তঃ! তথা।] (নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি কৈকেয়ী প্রতিহারী চ)

কৈকেয়ী—বিজএ! মং পেক্খিদুং ভরদো আঅদো? [বিজয়ে! মাং প্রেক্ষিতুং ভরত আগতঃ?]

প্রতিহারী—ভট্টিণি! তহ। ভট্টিদারঅস্য রামস্স সআসাদো তাদ সুমন্তো আঅদো তেণ সহ ভট্টিদারও ভরদো ভট্টিণিং পেক্খিদুং ইচ্ছদি কিল। [ভট্টিনি! তথা। ভর্তৃদারকস্য রামস্য সকাশাৎ তাত সুমন্ত্র আগতঃ। তেন সহ ভর্তৃদারকো ভরতো ভট্টিনীং প্রেক্ষিতুমিচ্ছতি কিল।]

কৈকেয়ী—(স্বগতম্) কেণ খু উগ্ঘাদেণ মং উবালম্ভিস্সদি ভরদো। [কেন খলূদ্ঘাতেন মামুপালপ্সতে ভরতঃ।]

প্রতিহারী—ভট্টিণি। কিং পবিসদু ভট্টিদারও ? [ভট্টিনি। কিং প্রবিশতি ভর্তৃদারকঃ ?]
কৈকেয়ী—গচ্ছ। পবেসেহি ণং। গচ্ছ। প্রবেশয়ৈনম্।]
প্রতিহারী—ভট্টিণি। তহ। (পরিক্রম্যোপসৃত্য) জেদু ভট্টিদারও। পবিসদু কিল। [ভট্টিনি। তথা। জয়তু ভর্তৃদারকঃ। প্রবিশতু কিল।]
ভরতঃ—বিজয়ে! কিং নিবেদিতম্ ?
প্রতিহারী—আম্। [আম্।]
ভরতঃ—তেন হি প্রবিশাবঃ। (প্রবিশতঃ)
কৈকেয়ী—জাদ! বিঅআ মন্তেদি—রামস্স সআসাদো সুমন্তো আঅদত্তি। [জাত! বিজয়া মন্ত্রয়তে—রামস্য সকাশাৎ সুমন্ত্র আগত ইতি।]
ভরতঃ—অতঃপরং প্রিয়ং নিবেদয়াম্যত্রভবত্যৈ।
কৈকেয়ী—জাদ! অবি কোসল্লা সুমিত্তা অ সদ্দাবইদব্বা। [জাত! অপি কৌশল্যা সুমিত্রা চ শব্দাপয়িতব্যা ?]
ভরতঃ—ন খলু তাভ্যাং শ্রোতব্যম্।
কৈকেয়ী—(আত্মগতম্) হং কিং ণু হু ভবে। (প্রকাশম্) ভণাহি জাদ! [হং কিং নু খলু ভবেৎ। ভণ জাত।]
ভরতঃ—শ্রূয়তাম্—

যঃ স্বরাজ্যং পরিত্যজ্য ত্বন্নিয়োগাদ্ বনং গতঃ।
তস্য ভার্যা হৃতা সীতা পর্যাপ্তস্তে মনোরথঃ॥ ১৩॥

কৈকেয়ী—হম্।
ভরতঃ—

হন্ত ভোঃ! সত্ত্বযুক্তানামিক্ষ্বাকূণাং মনস্বিনাম্।
বধূপ্রধর্ষণং প্রাপ্তং প্রাপ্যাত্রভবতীং বধূম্॥ ১৪॥

কৈকেয়ী—(আত্মগতম্) ভোদু, দাণি কালো কহেউং। (প্রকাশম্) জাদ! তুবং ণ আণাসি মহারাঅস্স সাবং ? [ভবতু, ইদানীং কালঃ কথয়িতুম্। জাত! ত্বং ন জানাসি মহারাজস্য শাপম্ ?]
ভরতঃ—কিং শপ্তো মহারাজঃ।
কৈকেয়ী—সুমন্ত! আঅক্খ বিত্থরেণ। [সুমন্ত্র! আচক্ষ্ব বিস্তরেণ]
সুমন্ত্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভবতী। কুমার! শ্রূয়তাম্—পুরা মৃগয়াং গতেন মহারাজেন কস্মিংশ্চিৎ সরসি কলসং পূরয়মাণো বনগজবৃংহিতানুকারিশব্দসমুৎপন্নবনগজশঙ্কয়া শব্দবেধিনা শরেণ বিপন্নচক্ষুষী মহর্ষেশ্চক্ষুর্ভূতো মুনিতনয়োহিংসিতঃ।
ভরতঃ—হিংসিত ইতি ? শান্তং পাপং শান্তং শাপম্। ততস্ততঃ ?
সুমন্ত্রঃ—ততস্তমেব গতং দৃষ্ট্বা—

তেনোক্তং রুদিস্যান্তে মুনিনা সত্যভাষিণা।
যথাহং ভোক্তমপ্যেবং পুত্রশোকাদ্ বিপৎস্যতে॥ ১৫॥

ভরতঃ—নির্বিদং কষ্টং নাম!
কৈকেয়ী—জাদ! এদাণিমিত্তং অবরাহে মং নিক্খিবিঅ পুত্তও রামো বণং পেসিদো,

গহ্ রজ্জ লোহেণ। অপরিহরণীও মহরিসিসাবো পুত্তবিপ্পবাসং বিণা ণ হোই। [জাত। এতন্নিমিত্তমপরাধে মাং নিক্ষিপ্য পুত্রকো রামো বনং প্রেষিতঃ, ন খলু রাজ্যলোভেন। অপরিহরণীয়ো মহর্ষিশাপঃ পুত্রবিপ্রবাসং বিনা ন ভবতি।]

ভরতঃ—অথ তুল্যো পুত্রবিপ্রবাসে কথমহমরণ্যং ন প্রেষিতঃ ?

কৈকেয়ী—জাদ। মাদুলকুলে বত্তমাণস্স পইদীহ্দো দে বিপ্পবাসো। [জাত। মাতুলকুলে বর্তমানস্য প্রকৃতিভূতস্তে বিপ্রবাসঃ।]

ভরতঃ—অথ চতুর্দশবর্ষাণি কিং কারণমবেক্ষিতানি ?

কৈকেয়ী—জাদ। চউদ্দস দিঅস ত্তি বত্তুকামাএ পয্যাউলহিঅআএ চউদ্দস বরিসাণি ত্তি উত্তং। [জাত। চতুর্দশ দিবসা ইতি বক্তুকাময়া পর্যাকুলহৃদয়য়া চতুর্দশ বর্ষাণীত্যু৾

ভরতঃ—অস্তি পাণ্ডিত্যং সম্যগ্ বিচারয়িতুম্ অত্র বিদিতমেতদ্ গুরুজনস্য ?

সুমন্ত্রঃ—কুমার! বশিষ্ঠবামদেবপ্রভৃতীনামনুমতং বিদিতং চ।

ভরতঃ—হন্ত! ত্রৈলোক্যসাক্ষিণঃ খল্বেতে। দিষ্ট্যা ন অপরাদ্ধাত্রভবতী। অম্ব! যদ্ ভ্রাতৃস্নেহাৎ সমুৎপন্নমন্যুনা ময়া দূষিতাত্রভবতী তৎ সর্বং মর্ষয়িতব্যম্। অম্ব! অভিবাদয়ে।

কৈকেয়ী—জাদ! কা ণাম মাদা পুত্তঅস্স অবরহং ণ মরিসেদি? উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। কো এত্থ দোসো? [জাত। কা নাম পুত্রকস্যাপরাধং ন মর্ষয়তি। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। কোঽত্র দোষঃ।]

ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আপৃচ্ছামাত্রভবতীম্। অদ্যোবাহমার্যস্য সাহায্যার্থং কৃৎস্নং রাজমণ্ডলমুদ্যোজয়ামি। অয়মিদানীম্—

বেলামিমাং মত্তগজান্ধকারাং করোমি সৈন্যোঘনিবেশনন্ধাম্।
বলৈস্তরঙ্গৈশ্চ নয়ামি তুল্যং প্রশানিং সমুদ্রং সহ রাবণেন ॥ ১৬ ॥

অয়ে-শব্দ ইব। তূর্ণং জ্ঞায়তাং শব্দঃ

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জেদু কুমারো! ইমং বুত্তন্তং সুণিঅ জেঠ্‌ঠ ভট্টিণী মোহং গআ। [জয়তু কুমারঃ। ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা জ্যেষ্ঠ ভট্টিনী মোহং গতা।]

কৈকেয়ী—হং!

ভরতঃ—কথং মোহমুপগতাম্বা ?

কৈকেয়ী—এহি জাদ! অয্যং অস্সাসইস্সামো। [এহি জাত। অর্যামাশ্বাসয়িষ্যাবঃ।]

ভরতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যম্বা।

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে]

॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

অথ সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি তাপসঃ)

তাপসঃ—নন্দিলক ! নন্দিলক !

(প্রবিশ্য)

নন্দিলকঃ—অয্য ! অঅং ম্হি। [আর্য ! অয়মস্মি]

তাপসঃ—নন্দিলক ! কুলপতির্বিজ্ঞাপয়তি—এষ খলু স্বদারাপহারিণং ত্রৈলোক্য-বিদ্রাবণং রাবণং নাশয়িত্বা রাক্ষসগণবিরুদ্ধবৃত্তং গুণগণবিভূষণং বিভীষণমভিষিচ্য দেবদেবর্ষিসিদ্ধবিমলচারিত্রাং তত্রভবতীং সীতামাদায় ঋক্ষ-রাক্ষসবানরমুখ্যৈঃ পরিবৃতঃ সম্প্রাপ্তস্তত্রভবান্ শরদ্বিমলগগনচন্দ্রাভিরামো রামঃ তদদ্যাস্মিন্নাশ্রমপদেঽস্মদ্বিভবেন যৎ সংকল্পয়িতব্যং তৎ সর্বং সজ্জীক্রিয়তাম্ ইতি।

নন্দিলকঃ—অয্য ! সব্বং সজ্জীকিদং কিন্তু—[আর্য ! সর্বং সজ্জীকৃতম্ ! কিন্তু—]

তাপসঃ—কিমেতৎ ?

নন্দিলকঃ—এত্থ বিভীষণকেরআ রক্খসা। তেসং ভক্খণণিমিত্তং কুলবদী পমাণম্। [অত্র বিভীষণসম্বন্ধিনো রাক্ষসাঃ। তেষাং ভক্ষণনিমিত্তং কুলপতিঃ প্রমাণম্।]

তাপসঃ—কিমর্থম্ ?

নন্দিলকঃ—তে খু খজ্জন্তি [তে খলু খাদন্তি]

তাপসঃ—অলমলং—সম্ভ্রমেণ ! বিভীষণবিধেয়াঃ খলু রাক্ষসাঃ।

নন্দিলকঃ—ণমো রক্খসসঙ্গণাঅ [নমো রাক্ষসসংজ্ঞনায়] (নিষ্ক্রান্তঃ)

তাপসঃ—(বিলোক্য) অয়ে ! অয়মত্রভবান্ রাঘবঃ। য এষঃ—

জয় নরবর ! জেয়ঃ স্যাদ্ দ্বিতীয় স্তবারি—
স্তব ভবতু বিধেয়া ভূমিরেকাতপত্রা।
ইতি মুনিভিরনেকৈঃ স্তূয়মানঃ প্রসন্নঃ
ক্ষিতিতলমবতীর্ণো মানবেন্দ্রো বিমানাৎ ॥ ১ ॥

জয়তু ভবান্ জয়তু। (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ)

রামঃ—ভোঃ সমুদিতবলবীর্যং রাবণং নাশয়িত্বা
জগতি গুণসমগ্রাং প্রাপ্য সীতাং বিশুদ্ধাম্।
বচনমপি গুরূণামন্তশঃ পূরয়িত্বা
মুনিজনবনবাসং প্রাপ্তবানস্মি ভূয়ঃ ॥ ২ ॥

তাপসীনামভিবন্দনার্থমভ্যন্তরং প্রবিষ্টা চিরায়তে খলু মৈথিলী।
(বিলোক্য) অয়ে ! ইয়ং বৈদেহী—

সখীতি সীতেতি চ জানকীতি
যথাবয়ঃ স্নিগ্ধতরং স্নুষেতি।
তপস্বিদারৈর্জনকেন্দ্রপুত্রী
সম্ভাষমাণা সমুপৈতি মন্দম্ ॥ ৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সীতা তাপসী চ)

তাপসী—হলা। এসো দে কুড়ুম্বিও। উবসপ্প ণং। ণ সক্কং তুমং এআইণিং পেক্‌খিদুং [হলা। এষ তে কুটম্বিকঃ। উপসর্পৈনম্। ন শক্যং ত্বামেকাকিনীং প্রেক্ষিতুম্]

সীতা—হং। অজ্জ বি অবিসসসণীঅং বি অ মে পডিভাদি। (উপসৃত্য) জেদু অয্যউত্তো ! [হম্। অদ্যাপ্যবিশ্বসনীয়মিব মে প্রতিভাতি। জয়ত্বার্যপুত্রঃ]

রামঃ—মৈথিলি ! অপি জানাসি পূর্বাধিষ্ঠানমস্মাকং জনস্থানমাসীৎ ? অপ্যত্র জ্ঞায়ন্তে পুত্রকৃতকা বৃক্ষাঃ ?

সীতা—জাণামি। জাণামি ওলোইঅপত্তআ উল্লোআইদব্বা দাণিং সংবুত্তা। [জানামি [জানামি। অবলোকিতপত্রকা উল্লোকয়িতব্যা ইদানীং সংবৃত্তাঃ]

রামঃ—এবমেতৎ। নিম্নস্থলোৎপাদকো হি কালঃ। মৈথিলি ! অপ্যুপলভ্যতেঽস্য সপ্তপর্ণস্যাধস্তাচ্ছুক্লবাসসং ভরতং দৃষ্ট্বা পরিত্রস্তং মৃগযূথমাসীৎ।

সীতা—অয্যউত্ত। দিঢ়ং খু সুমরামি। [আর্যপুত্র। দৃঢ়ং খলু স্মরামি]

রামঃ—অয়ং তু নস্তপসঃ সাক্ষিভূতো মহাকচ্ছঃ। অত্রাস্মাভিরাসীনৈস্তাতস্য নিবপনক্রিয়াং চিন্তয়দ্ভিঃ কাঞ্চনপার্শ্বো নাম মৃগো দৃষ্টঃ।

সীতা—হং অয্যউত্ত। মা খু মা খু এবং ভণিদুং। (ভীতা বেপতে।) [হম্ আর্যপুত্র ! মা খলু খল্বেবং ভণিতুম্]

রামঃ—অলমলং সম্ভ্রমেণ। অতিক্রান্তঃ খল্বেষ কালঃ (দিশো বিলোক্য) অয়ে ! কুতো নু—

রেণুঃ সমুৎপততি লোধ্রসমানগৌরঃ
সম্প্রাবৃণোতি চ দিশঃ পবনাবধূতঃ।
শঙ্খধ্বনিশ্চ পটহস্বনধীরনাদৈঃ
সম্মূর্চ্ছিতো বনমিদং নগরীকরোতি ॥ ৪ ॥

(প্রবিশ্য)

লক্ষ্মণঃ—জয়ত্বার্যঃ। আর্য !

অয়ং সৈন্যেন মহতা ত্বদর্শনসমুৎসুকঃ।
মাতৃভিঃ সহ সম্প্রাপ্তো ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৫ ॥

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ। কিমেবং ভরতঃ প্রাপ্তঃ।

লক্ষ্মণঃ—আর্য ! অথ কিম্।

রামঃ—মৈথিলি। শ্বশ্রূজনপুরোগং ভরতমবলোকয়িতুং বিশালীক্রিয়তাং তে চক্ষুঃ।

সীতা—অয্যউত্ত। ইচ্ছিদব্বে কালে ভবদো আঅদো। [আর্যপুত্র ? এষ্টব্যে কালে ভরত আগতঃ]

(ততঃ প্রবিশতি ভরতঃ সমাতৃকঃ)

ভরতঃ—
তৈস্তৈঃ প্রবৃদ্ধবিষয়ৈ র্বিষমৈর্বিমুক্তং
মেঘৈর্বিমুক্তমমলং শরদীব সোমম্।
আর্যাসহায়মহমদ্য গুরুং দিদৃক্ষুঃ
প্রাপ্তোঽস্মি তুষ্টহৃদয়ঃ স্বজনানুবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

রামঃ—অম্বাঃ। অভিবাদয়ে।
সর্বাঃ—জাদ চিরং জীব। দিট্‌ঠিআ বড্‌ঢামো অবসিদপাড়ণং তুমং কুসলিণং সহ বহূএ পেক্‌খিঅ। [জাত চিরং জীব। দিষ্ট্যা বর্ধামহে অবসিতপ্রতিজ্ঞং ত্বাং কুশলিনং সহ বধ্বা প্রেক্ষ্য]।
রামঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
লক্ষ্মণঃ—অম্বাঃ। অভিবাদয়ে।
সর্বাঃ—জাদ! চিরং জীব (জাত। চিরং জীব।)
লক্ষ্মণঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
সীতা—অয্যা! বন্দামি [আর্যাঃ বন্দে]
সর্বাঃ—বচ্ছে। চিরমংগলা হোহি। [বৎসে। চিরমংগলা ভব।]
সীতা—অণুগ্‌গহিদম্হি। (অনুগৃহীতাস্মি]
ভরতঃ—আর্য! অভিবাদয়ে, ভরতোঽহমস্মি।
রামঃ—এহ্যেহি বৎস। ইক্ষ্বাকুকুমার। স্বস্তি, আয়ুষ্মান্ ভব।

বক্ষঃ প্রসারয় কবাটপুটপ্রমাণ—
মালিংগ মাং সুবিপুলেন ভুজদ্বয়েন।
উন্নাময়াননমিদং শরদিন্দুকল্পং
প্রহ্লাদয় ব্যসনদগ্ধমিদং শরীরম্ ॥ ৭ ॥

ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্যে! অভিবাদয়ে, ভরতোঽহমস্মি।
সীতা—অয্যউত্তেণ চিরসঞ্চারী হোহি। [আর্যপুত্রেণ চিরসঞ্চারী ভব]।
ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্য। অভিবাদয়ে।
লক্ষ্মণঃ—এহ্যেহি বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভব। পরিষ্বজস্ব গাঢ়ম্। (আলিংগতি)
ভরতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্য! প্রতিগৃহ্যতাং রাজ্যভারঃ।
রামঃ—বৎস! কথমিব।
কৈকেয়ী—জাদ। চিরাভিলসিদো খু এসো মণোরহো। (জাত! চিরাভিলষিতঃ খল্বেষ মনোরথঃ]

(ততঃ প্রবিশতি শত্রুঘ্নঃ)

শত্রুঘ্নঃ—বিবিধৈর্ব্যসনৈঃ ক্লিষ্টমক্লিষ্টগুণতেজসম্।
দ্রষ্টুং মে ত্বরতে বুদ্ধী রাবণান্তকরং গুরুম্ ॥ ৮ ॥

(উপগম্য)

আর্য! শত্রুঘ্নোঽহমভিবাদয়ে।
রামঃ—এহ্যেহি বৎস! স্বস্তি, আয়ুষ্মান্ ভব।
শত্রুঘ্নঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্যে। অভিবাদয়ে!
সীতা—বচ্ছ! চিরং জীব। [বৎস। চিরং জীব।]
শত্রুঘ্নঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্য! অভিবাদয়ে।
লক্ষ্মণঃ—স্বস্তি, আয়ুষ্মান্ ভব।
শত্রুঘ্নঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। আর্য! এতৌ বশিষ্ঠবামদেবৌ সহ প্রকৃতিভিরভিষেকং পুরস্কৃত্য—ত্বদ্দর্শনমভিলষতঃ।

তীর্থোদকেন মুনিভিঃ স্বয়মাহৃতেন
নানানদীনদগতেন তব প্রসাদাৎ।
ইচ্ছন্তি তে মুনিগণাঃ প্রথমাভিষিক্তং
দ্রষ্টুং মুখং সলিলসিক্তমিবারবিন্দম্ ॥ ৯ ॥

কৈকেয়ী—গচ্ছ জাদ ! অভিলসেহি অহিসেঅং। [গচ্ছ জাত। অভিলষাভিষেকম্।]

রামঃ—যদাজ্ঞাপবত্যম্বা। (নিষ্ক্রান্তঃ)

(নেপথ্যে)

জয়তু ভবান্। জয়তু স্বামী। জয়তু মহারাজঃ। জয়তু দেবঃ। জয়তু ভদ্রমুখঃ। জয়ত্বার্যঃ। জয়তু রাবণান্তকঃ।

কৈকেয়ী—এদে পুরোহিদা কঞ্চুইণো পুত্তঅস্স মে বিজয়ঘোসং বড্‌ঢঅন্তো আসীহি পূজঅন্তি। [এতে পুরোহিতাঃ কঞ্চুকিনঃ পুত্রকস্য মে বিজয়ঘোষং বর্ধয়ন্ত আশীভিঃ পূজয়ন্তি।]

সুমিত্রা—পইদীও পরিচারআ সজ্জণা অ পুত্তঅস্স মে বিজঅং বড্‌ঢয়ন্তি। [প্রকৃতয়ঃ পরিচারকাঃ সজ্জনাশ্চ পুত্রকস্য মে বিজয়ং বর্ধয়ন্তি।]

(নেপথ্যে)

ভো ভো জনস্থাননিবাসিনস্তপস্বিনঃ। শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

হত্বা রিপুপ্রভবমপ্রতিমং তমোঘং
সূর্যোঽন্ধকারমিব শৌর্যময়ৈর্ময়ূখৈঃ।
সীতামবাপ্য সকলাশুভবর্জনীয়াং
রামো মহীং জয়তি সর্বজনাভিরামঃ ॥ ১০ ॥

কৈকেয়ী—অম্মহে ! পুত্তস্স মে বিজঅ ঘোসণা বড্‌ঢই। [অম্মহে ! পুত্রস্য মে বিজয়ঘোষণা বর্ধতে।]

(ততঃ প্রবিশতি কৃতাভিষেকো রামঃ সপরিবারশ্চ)

রামঃ—(বিলোক্যাকাশে) ভোস্তাত !

স্বর্গেঽপি তুষ্টিমুপগচ্ছ বিমুঞ্চ দৈন্যং
কর্ম ত্বয়াভিলষিতং ময়ি যৎ তদেতৎ
রাজা কিলাস্মি ভুবি সৎকৃতভারবাহী
ধর্মেণ লোকপরিরক্ষণমভ্যুপেতম্ ॥ ১১ ॥

ভরতঃ—অধিগনতনুপশব্দং ধার্যমাণাতপত্রম্
বিকশিতকৃতমৌবিং তীর্থতোয়াভিষিক্তম্।
গুরুমধিগতলীলং বন্দ্যমানং জনৌঘৈ—
র্নবশশিনমিবার্যং পশ্যতো মে ন তৃপ্তিঃ ॥ ১২ ॥

শত্রুঘ্নঃ—এতদার্যাভিষেকেণ কুলং মে নষ্টকল্মষম্।
পুনঃ প্রকাশতাং যাতি সোমস্যেবোদয়ে জগৎ ॥ ১৩ ॥

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ—দিষ্ট্যা ভবান্ বর্ধতে।

লক্ষ্মণঃ—দিষ্ট্যা ভবান্ বর্ধতে।

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ। এষ খলু তত্রভবান্ বিভীষণো বিজ্ঞাপয়তি। সুগ্রীবনীলমৈন্দজাম্ববন্ধনুমৎপ্রমুখাশ্চানুগচ্ছন্তো বিজ্ঞাপয়ন্তি—দিষ্ট্যা ভগবান্ বর্ধত ইতি।

রামঃ—সহায়ানাং প্রসাদাদ্ বর্ধত ইতি কথ্যতাম্

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।

কৈকেয়ী—ধণ্ণা খু হ্মি। ইদং অব্ভুদঅং অওজ্ঝাঅং পেক্খিদুং ইচ্ছামি। [ধন্যা খল্বস্মি। ইদমভ্যুদয়মযোধ্যায়াং প্রেক্ষিতুমিচ্ছামি।]

রামঃ—দ্রক্ষ্যতি ভবতী। (বিলোক্য) অয়ে! প্রভাভিবর্নমিদমখিলং সুবর্ণং প্রতিভাতি। (বিভাব্য) আ জ্ঞাতম্। সম্প্রাপ্তং পুষ্পকং দিবি রাবণস্য বিমানম্। কৃতসময়মিদং স্মৃতমাত্রমুপগচ্ছতীতি। তৎ সর্বৈরারুহ্যতাম্।

(সর্বে আরোহন্তি)

রামঃ— অদ্যৈব যাস্যামি পুরীমযোধ্যাং
সম্বন্ধিমিত্রৈরনুগম্যমানঃ।

লক্ষ্মণঃ— অদ্যৈব পশ্যন্তু চ নাগরাস্থাং
চন্দ্রং সনক্ষত্রমিবোদয়স্থম্ ॥ ১৪ ॥

(ভরতবাক্যম্)

যথা রামশ্চ জানক্যা বন্ধুভিশ্চ সমাগতঃ।
তথা লক্ষ্ম্যা সমযুক্তো রাজা ভূমিং প্রশাস্তু নঃ ॥ ১৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

ভাস

পঞ্চরাত্রম্

ভূমিকা

(এক)

১৯০৯ সন থেকে ১৯১১ সন সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত স্মরণীয় সময়। এ-সময়ে ত্রিবান্দ্রামের টি. গণপতি শাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিত ত্রিবান্দ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট তেরখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। ভাসরচিত তেরখানা নাটকের মধ্যে প্রতিমা, অভিষেক ইত্যাদি কয়েকখানা রামায়ণের গল্পের উপর লেখা; দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্রম্, উরুভঙ্গম্ ইত্যাদি মহাভারতের বিষয় নিয়ে লেখা; স্বপ্ননাটক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ উপকথা নিয়ে লেখা। মহাভারত কথাকে অবলম্বন করে সংস্কৃতে দুখানা বিখ্যাত মহাকাব্য রয়েছে—কিরাতার্জুনীয়ম্ ও শিশুপালবধম্, আর একখানা বিখ্যাত নাটক রয়েছে—বেণীসংহারম্। মহাভারতের বিষয় নিয়ে লেখা 'পঞ্চরাত্রম্' ভাসের উক্ত তেরখানার মধ্যে একখানা। স্বপ্নবাসবদত্তম্ বা গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত অন্যান্য নাটকের সঙ্গে এ-নাটকেরও নানা রকমের মিল আছে। প্রস্তাবনাকে এখানেও 'স্থাপনা' বলা হয়েছে, 'ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ শ্রূয়তে' এই বাক্য বলে অন্যান্য বারখানার নাট্য-বস্তুকে অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভরতবাক্যেও অন্যান্য নাটকের মতো 'রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ' এই বাক্য রয়েছে। নান্দী শ্লোক এখানেও নেই—'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এই বলে নাটকের অন্যান্যর মতো সুরু; মুদ্রালঙ্কারের দ্বারা নাটকের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম প্রারম্ভিক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। বান্ধর্ক্য, ধরন্তে ইত্যাদি অপাণিনীয় পদের প্রয়োগ এখানেও আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেও কোথাও-কোথাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। 'জ্বলন্মিত্র ভাস' অগ্নিক্রিয়ার বর্ণনায় পটু—লাবাণকগ্রাম দহন বর্ণনার মতো পঞ্চরাত্রম্ নাটকের প্রারম্ভে যজ্ঞাগ্নির বেশ বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাচ্ছি। সংস্কৃত প্রবাদ-সাহিত্যের মুক্তাসদৃশ কতকগুলো প্রবাদ-বাক্য অন্যান্য নাটকের মতো এখানেও আছে। বর্ণনা ও ভাষার স্বচ্ছতা এখানে অন্যান্য বারখানার মতো অক্ষুণ্ণ। ভাস-সমস্যা নিয়ে বেশি আলোচনা করার অবকাশ আমাদের এখানে নেই। শুধু একটি কথা এম. পরাঞ্জপের বক্তব্য অনুধাবন করে এখানে বলা যেতে পারে—শব্দার্থের যে অপূর্ব স্বচ্ছতা বা প্রতীতিসুভগত্ব এই তেরখানা নাটকে আছে তা একমাত্র রামায়ণের প্রতীতিসুকর অনুষ্টুপ্ শ্লোকের সঙ্গে অথবা ঋগ্বেদের অন্ত্যভাগের বা অথর্ববেদের নিসর্গ-বর্ণনাকারী মন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কেরালার চক্কর্ নাট্যগোষ্ঠীর আধুনিক নাট্যকার নিশ্চয় ধরন্তে, ম্রিয়মাণ, বিশ্রমিষ্যে, বান্ধর্ক্য ইত্যাদি সাধারণ পদ ব্যাকরণ-দুষ্ট বলে জানেন। যদি তিনি প্রসিদ্ধ নাটকাদি থেকে দৃশ্যাবলী গ্রহণ করে নাটক-গুলো লিখে থাকেন তাহলে তার সঙ্গে অপশব্দ বা ব্যাকরণদুষ্ট বিশ্রমিষ্যে ইত্যাদিকে শুদ্ধ করে প্রয়োগ করবেন না কেন। আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রবেশকে গোপালকদের কথোপকথনে যে মাগধী প্রাকৃত রয়েছে সেখানেও মাগধী প্রাকৃতের নিয়মের ভূরিভূরি উল্লঙ্ঘন দেখান হয়েছে। মাগধীতে স, শ ও ষ-কারের জায়গায় শ-কার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই নাটকের মাগধীতে স-কারের পরিবর্তে অনেক

স্থানে ষ-কার প্রয়োগ করা হয়েছে—গোধনংষ, বিষ্ষলং, বাঅষো, মহালাজংষ ; শ-কারের স্থলে ষ-কার – যেমন ষস্তী, হোদু ষস্তী, ষুক্‌খ। 'ক্ষ'-র জায়গায় শুক্র যজুর্বেদের মতো 'কখ' লেখা হয়েছে বুক্ষ—লুক্‌খে। পৃথিবী শব্দের মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে পুহবী হলেও এখানে পুহুবী লেখা আছে। এইসব বৈশিষ্ট্য অতি প্রাচীন কোন এক প্রাকৃতে ছিল—যে প্রাকৃত প্রাচীন কবি ব্যবহার করেছিলেন। মাগধী প্রাকৃত ব্যবহার করলে মাগধীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি গ্রহণ করতেন—মাগধী প্রাকৃতের যে-গুলো নিশ্চয় ত্যাগ করতেন, নাটকের মধ্যে দেখাতেন না। টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিস্কৃত তেরখানা নাটকের গ্রন্থকর্তৃত্ব যে ভাসের মতো একজন প্রাচীন সুকবির সে বিষয়ে আমরা একমত না হয়ে পারি না!

পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চরাত্রম্ মহাভারতকে আশ্রয় করে লেখা। ত্রিভুবনোপজীব্য ভারতকথাকে আশ্রয় করে লেখা হলেও শুধু মহাভারতের গল্পকে যথাযথ বলে যাওয়াই ভাসকবির উদ্দেশ্য ছিল না। মহাভারত তো ইতিহাস, আর ইতিহাসেব কথাকে হুবহু বলে যাওয়ার মধ্যে কবির কোনই আত্মপ্রসাদ থাকা উচিত নয়। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন, সেজন্যই ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেন 'নচ কবেরিতিহাসনির্বহণেনাত্মলাভ ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ' (ইতিহাসের গল্প লিপিবদ্ধ করে কবির কোন লাভ নেই—ইতিহাস থেকেই সেটা জানা যায়) সেক্সপীয়র রোমের ইতিহাস বা স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসকে উপজীব্য করে নাটক লিখেছেন ; কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের বা রোমের ইতিহাস পড়ার জন্য আমরা সেক্সপীয়র পড়ি না। ইতিহাসমূলক গল্পকে আপন কল্পনার ঐশ্বর্যে সেক্সপীয়র কতখানি সাহিত্য-সামগ্রী করেছেন সেটা বোঝাই হলো কবি-নাট্যকাব সেক্সপীয়রকে চেনা। ভাসকবি মহাভারত অবলম্বন করে পঞ্চরাত্রম্ লিখেছেন শুধু মহাভারতের প্রসিদ্ধ আখ্যানকে বলার জন্য নয়। মহভারতের গল্পকে তিনি কিভাবে বলেছেন, তা বুঝতে গেলে আগে পঞ্চরাত্রের তিন অঙ্কের সংক্ষেপসার জানা দরকার।

(দুই)
নাটকের কাহিনী

প্রথমাঙ্কে মাঙ্গলিক শ্লোকে প্রধান চরিত্রগুলোর নাম উল্লেখের পর তিনজন ব্রাহ্মণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনের যজ্ঞের বিবিধ আড়ম্বর ও সমৃদ্ধি বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। যজ্ঞাগ্নির বর্ণনা করা হয়েছে এবং অনবধানতার জন্য কয়েকজন বালক অবভৃত স্নানের পূর্বে যজ্ঞাগ্নিকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। এর ফলে অগ্নি যজ্ঞাগারের জিনিসপত্রে ও আশেপাশের জিনিসে প্রসারিত হয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। অগ্নিভয়ে পাখিরা, সাপেরা ইতস্তত পালাচ্ছে, এসবের যথাযথ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা কর্ণ, দ্রোণ, শকুনি ও দুর্যোধনের আগমন সূচনা করে রঙ্গ থেকে বিদায় নিলেন ; যজ্ঞানুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য কর্ণ ও শকুনি, দুর্যোধনকে অভিনন্দিত করলেন—দুর্যোধন নিজে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকৃত্যতা প্রকাশ করলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনের ধর্মে মতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। যজ্ঞশেষে দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যকে যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দ্রোণ বিনয়ের সঙ্গে প্রথমে দক্ষিণা নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন ও মহামতি বয়োজ্যেষ্ঠ ভীষ্মকে সে দক্ষিণা দিতে বললেন। ভীষ্ম দ্রোণকে ব্রাহ্মণ, স্বয়ংভূ ও গুরুর গুরু

বলে বর্ণনা করলেন এবং দুর্যোধনকে আচার্য দ্রোণকে যজ্ঞের দক্ষিণা দান করতে বললেন। ভীষ্মের অনুরোধে দ্রোণাচার্য দক্ষিণা গ্রহণে সম্মত হলেন। তিনি পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যের অর্ধেক ভাগ দক্ষিণাস্বরূপ শিষ্য দুর্যোধনের কাছে প্রার্থনা করলেন। কূটবুদ্ধি শকুনি এটাকে ধর্মবঞ্চনা বলে আখ্যাত করলেন। ভীষ্মের হস্তক্ষেপে দুর্যোধন দক্ষিণাদানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সম্মত হলেন। কুটিলমতি শকুনি প্রস্তাব করলেন, পাঁচরাত্রের মধ্যে যদি গুরু দ্রোণ পাণ্ডবদের বার্তা আনতে পারেন তবেই দুর্যোধন দ্রোণকে প্রার্থিত দক্ষিণা দান করবেন। এমন সময় দূত এসে খবর জানাল কীচকরা শত ভাই নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট যজ্ঞে আসতে পারেন নি। কীচকেরা বিনা অস্ত্রে শুধু বাহু প্রহারে নিহত হয়েছেন বড় অদ্ভুতভাবে। ভীষ্ম এ হত্যার মধ্যে ভীমসেনের ভূমিকা আছে বলে সহজেই বুঝতে পারলেন। ভীষ্মের অনুরোধে দ্রোণাচার্য পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের বার্তা আনার সর্ত মেনে নিলেন। ভীষ্ম যুক্তি দেখালেন, বিরাট দুর্যোধনের যজ্ঞে আসেন নি এবং এর দ্বারা বস্তুত দুর্যোধনকে অপমান করেছেন। বিরাটের প্রতি তাঁর শত্রুতাও আছে, অতএব ভীষ্ম বিরাট কৌরব-বাহিনী নিয়ে বিরাট রাজের গোধন হরণ করার প্রস্তাব জানালেন। অংকশেষে সকলে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বিরাটের গোধন হরণের জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে গোপালকদের কথাবার্তা, আনন্দ হাসির বৃত্তান্ত রয়েছে। বৃদ্ধ গোপালক এদের মধ্যে সূর্যের দিকে চেয়ে কাককে শুকনো ডাল কামড়াতে দেখে অশুভ ইংগিত বুঝতে পারছে। হঠাৎ ধূলিঝঞ্ঝা ও রণদুন্দুভির শব্দ ও গাভীদের আর্তনাদ সে-ইংগিতকে সত্য বলে প্রমাণ করল। বিরাট রাজাকে গোধন হরণের ব্যাপার জানান হলো। বিরাটপুত্র উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে রথ নিয়ে গোহরণ-কারী কৌরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধে কৌরবরা পরাজিত হলো, গোধন উদ্ধার করা হলো। কৌরবপক্ষের কুমার অভিমন্যু ধরা পড়লেন বিরাটের বাহিনীর হাতে। তাকে বিরাটসভায় ছদ্মবেশী ভীম ও অর্জুনের সামনে আনা হলো। অভিমন্যু তখনও ভীম, অর্জুন ও পাণ্ডবদের চেনেন না। তাঁর সংগে ছদ্মবেশী ভীম ও বৃহন্নলার কথোপকথন খুবই কৌতুকজনক। উত্তর অকস্মাৎ রংগে প্রবেশ করে অর্জুন, ভীম ইত্যাদির প্রকৃত পরিচয় সকলকে জানালেন। বিরাট, রাজকুমারী উত্তরাকে অর্জুনকে সম্প্রদান করতে চাইলেন, অর্জুন উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় অংক বেশ ছোট। রাজকুমার উত্তর হস্তিনাপুরে এসে অভিমন্যুর সংগে উত্তরার বিবাহে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন ইত্যাদি সকলকে বিরাটের আমন্ত্রণ জানালেন। পঞ্চপাণ্ডবদের বার্তাও ভীষ্ম দ্রোণ পেলেন। দুর্যোধনকে এখন প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হলো। রাজ্যের অর্ধেক তিনি পাণ্ডবদের দান করলেন এবং এইভাবে আনন্দ ও সুখের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি হলো।

‘পঞ্চরাত্র’ সমবকার শ্রেণীর নাটক

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে দশ শ্রেণীর নাটকের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ‘সমবকার’ একটি। সমবকারের প্রধান লক্ষণ এই—

১. নাটক তিন অংকে সম্পূর্ণ হবে এবং এতে থাকবে দেবাসুরের কাহিনী।

২. অন্যান্য রস থাকলেও বীররসেরই প্রাধান্য থাকবে।
৩. ছদ্মবেশী চরিত্র সমবকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪. শৃঙ্গার রসের অবকাশ থাকবে।

'পঞ্চরাত্র' নাটকে অবশ্য সমবকারের সবগুলো লক্ষণ নেই। এর কাহিনী দেবতা বা দানব সম্পর্কিত নয়, এতে শৃঙ্গার রস নেই। ভাসের সময়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই সব বিধান বাধ্যতামূলক ছিল না। সাধারণভাবে একে সমবকার শ্রেণীর নাটক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এতে বীররসের প্রাধান্য রয়েছে, তিন অঙ্কে এর সমাপ্তি—তাছাড়া এর চরিত্রগুলো দেবতা না হলেও দেবকল্প, মহৎ এবং উদাত্তগুণ সম্পন্ন। ছদ্মবেশী চরিত্র তো আছেই।

মহাভারত ও পঞ্চরাত্র-কাহিনী

উপরের পঞ্চরাত্রের গল্পটা মোটামুটি জানা গেল, মহাভারতের বর্ণিত আঠারো দিনের বিরাট ভারতযুদ্ধ আর হলো না। প্রচণ্ড ভ্রাতৃবিরোধ থেকে যে রক্তক্ষয়ী ও ধনক্ষয়ী সংঘর্ষ তাব মূলোৎপাটন করা হয়েছে দুর্যোধনকে সত্যসন্ধ ও পাণ্ডবদেব অর্ধেক রাজ্য দানের প্রতিজ্ঞা পূরণের মাধ্যমে। কিন্তু এ কি কাণ্ড হলো। দর্শক পাঠকগণ তো এখানে স্বচ্ছন্দে প্রতিবাদ জানাতে পাবেন। রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রসিদ্ধ ঘটনাকে নিয়ে লেখা—সে ঘটনাকে বিকৃত করার অধিকার মহাকবি ভাস কোথায় পেলেন? ধ্বনিকার নিজেদের ধ্বনিবাদকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গিয়ে 'প্রসিদ্ধ লক্ষ্য' বা প্রসিদ্ধ উদাহরণ হিসাবে রামায়ণ মহাভারতকে বেছে নিয়েছেন। রামায়ণের গল্পের এ-হেন রূপান্তর ভবভূতির উত্তররচিত নাটকেব সমাপ্তিতেও করা হয়েছে। সেখানে আছে রামসীতার মিলন দৃশ্য। এসব রূপান্তব যেখানে প্রসিদ্ধিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে সেখানে কতখানি সাহিত্যরসিকের অনুমোদন লাভ করতে পারে তা আমাদের বিচার করতে হবে। ধ্বনিকারের মতে প্রসিদ্ধি ও ঔচিত্য পালনেব মধ্য দিয়েই কাব্যের রসোত্তীর্ণতা দেখা দেয় (প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা)। তাই যদি হয়, তবে মহাভারতের গল্পে চরম পরিবর্তন করে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনানীর অষ্টাদশ দিনের বিশাল ভারতযুদ্ধকে বাদ দিয়ে ভাস নিশ্চয় প্রসিদ্ধিকে পালন করেন নি। পঞ্চরাত্রম্-এর প্রথম অঙ্কের একটি শ্লোকের তাৎপর্য বিচার করতে বলছি। শ্লোকটি হলো—

যজ্ঞেন ভোজয় মহীং জয় বিক্রমেণ
ক্রোধং পরিত্যজ, ভব স্বজনে দয়াবান্।
ইত্যেবমাগতকক্ষমুধরং ব্রুবন্তঃ
কুর্বন্তি পাণ্ডবপরিগ্রহমেব পৌরাঃ ॥১৮॥

যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা পৃথিবীবাসীকে ভোজন করাও, বিক্রমের দ্বারা বিজয় কর, স্বজনের প্রতি দয়ালু হও। সমগ্র মহাভারত পাঠ করে আমরা দেখি দুর্যোধনের সূচ্যগ্রমেদিনী ত্যাগ করতে অনিচ্ছায় ভ্রাতৃবিরোধের সুরু। তার অর্থ? অতিসঞ্চয়ের মনোবৃত্তি কুরুরাজ দুর্যোধন ক্ষত্রিয় হয়েও পোষণ করেছেন। এদের সঞ্চয়স্পৃহা অন্যকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে চরিতার্থ হয় এবং পরিণামে বিরোধ দেখা দেয়।

দুর্যোধনের অতিসঞ্চয় স্পৃহা পাণ্ডবদের অধিকারকে খর্ব করেছে ও পাণ্ডবদের শোষণের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়েছে।

ক্ষত্রিয় জয় করবে বিক্রমের দ্বারা, প্রবঞ্চনার দ্বারা নয়। পাশা খেলার প্রবঞ্চনায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করে দুর্যোধন প্রকৃত-বিজয় করতে পারেন নি। স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীতে ক্ষত্রিয় নির্দয় হলে স্বজনরা তার বৈরীতে পরিণত হবে এবং পরিণামে স্বজনের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেবে। নিজের জ্ঞাতি পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের নির্দয় ব্যবহার শুধুমাত্র পাণ্ডবদের শত্রুতে পরিণত করেছে। যদি এগুলো দুর্যোধনের দিক থেকে না হতো, তাহলে ভারতযুদ্ধ হতো না, দুর্যোধন ও কৌরবদের সর্বনাশ হতো না। সাধারণ মহাভারতের পাঠক এটা ভেবেও দুঃখ পান যে মহামতি ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য থাকা সত্ত্বেও ভারতযুদ্ধ ঘটল। মহাভারত পড়ে সাধারণ মানুষের অন্তরের চাহিদা হলো ভীষ্ম ও দ্রোণ, কৌরব ও পাণ্ডবের উভয়েব হিতৈষী তাঁরা দুজনে ভ্রাতৃ-বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেন, যেন ভারতযুদ্ধ না ঘটে। দুর্যোধন অতি সঞ্চয়ী না হন, ক্ষত্রিয় রাজা হিসাবে তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমস্ত পৃথিবীর পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করুন, তিনি আদর্শ ক্ষত্রিয়রাজ হিসাবে সবকিছু দান করে পুত্রের জন্য শুধু ধনুর্বাণ সঞ্চয় হিসাবে রেখে যান (রাজ্ঞা দেয়ং চাপমাত্রং সুতেভ্যঃ—শ্লোক ২২), মহাভারত পাঠকের অন্তরের চাহিদার দিকে চেয়ে গুরু দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মকে আপোসরফায় অগ্রণীর ভূমিকা দিয়ে মহাকবি ভাস পঞ্চরাত্রম্-এর মিলনমধুর সমাপ্তি দেখিয়েছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধিহানি ঘটান হয় নি বরং সাধারণ মহাভারত পাঠকের অন্তরের তাগিদ ও চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে ভাস প্রসিদ্ধবন্ধে পঞ্চরাত্রম্-এর গল্পকে নিবন্ধ করেছেন। দুর্যোধনকে সত্যাশ্রয়ী দেখিয়ে ভারবির মতো মহাভারতের প্রতিনায়ক চরিত্র দুর্যোধনকে ভাস মহীয়ান্ করেছেন, কারণ ? প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ড্যাচার্য্যের মত হলো, প্রতি-নায়ককে বড় করে দেখানর মাধ্যমে অন্তিমে নায়ককে আরও বড় করে দেখান যায়। এ-যেন মহাকবি শ্রীমধুসূদনের রাবণ বা মেঘনাদ চরিত্রকে মেঘনাদকাব্যে বড় করার প্রয়াস। তবে সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক হিরোর মতো দুর্যোধনের চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মতম শয়তানির ইঙ্গিত দিতেও ভাস ভোলেন নি। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর দুর্যোধনকে বয়ঃকনিষ্ঠ যারাই অভিনন্দন জানাতে এসেছে তাদের প্রত্যেককে তিনি আশীর্বাদ করেছেন। শুধু অর্জুনপুত্র অভিমন্যু, কৌরবপক্ষের সমর্থক যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও, দুর্যোধনকে যজ্ঞপরিসমাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে দক্ষিণাদানের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভীষ্ম, কর্ণ যে-কোন একজনের সাহায্য নিতে বললেন, কিন্তু দুর্যোধন বললেন একমাত্র মাতুল শকুনির সাহায্য তিনি এ-ব্যাপারে নেবেন। এতেই বোঝা যায় ভ্রাতৃবিরোধ মেটাবার নির্মল সদিচ্ছা তাঁর নেই, কূটবুদ্ধি শকুনিকে এ-ব্যাপারে জড়িয়ে তিনি ব্যাপারটাকে আরও জটিল করতে চান।

সাধারণ আলোচনা

ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার মহাভারতের উপর আরও সুপরিকল্পিত নাটক, কিন্তু নাট্যকার কর্ণ চরিত্রের দুর্বলতার দিকটাকে প্রকট করে দেখিয়েছেন। ভাসের কর্ণ, স্থির ধীর, যুক্তিবাদী—তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে ক্ষুরধার যুক্তি রয়েছে। ভ্রাতৃবিরোধ মেটাতে শকুনির মতো তিনি বিরোধিতা করেন নি, এ-ব্যাপারে তাঁর সদিচ্ছার অভাব আছে

সেটা ভাস কোথাও বলেন নি। মহাভারতের বিরাটপর্বে উত্তরের চরিত্র কৌতুহলজনক। উত্তর ভীরু ও কাপুরুষ। শমী বৃক্ষে লুকায়িত অর্জুনের গাণ্ডীব আনতে তার ভয় পাছে তাকে ভূতে ধরে। এ-হেন কাপুরুষ ক্ষত্রিয় কুমার যখন ভীষ্ম দ্রোণ সমেত সারা কৌরব বাহিনীকে পরাজিত করল তখন লোকে বাহবা না দিয়ে হাসতে সুরু করে, কারণ পিছন থেকে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন সবকিছু করেছেন, উত্তর শুধু বীরের অনুকরণ করে যুদ্ধ জয় করেছেন। বীরদের এ-অনুকরণ বীর রস নয়, বীর রসের আভাস। কোন রসের আভাস বা মিথ্যাপ্রতীতি ঘটান কোন কবির প্রশংসার কাজ নয়। এজন্য সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিকে রসের বা নায়কের পক্ষে অনুচিত বস্তুর পরিহার করে অন্যভাবে বিন্যাস করতে বলেছেন, ('যৎস্যাদনুচিতবস্তু নায়কস্য রসস্য বা। বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যজ্যান্যথা বা প্রকল্পয়েৎ'॥ সা. দ. ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। কুমার উত্তরের কাপুরুষতা বা ভীরুতাকে না দেখিয়ে উত্তর নিজমুখে কৌরবজয়ের জন্য মূলত বৃহন্নলা বেশী অর্জুন দায়ী এ-কথা সরবে ঘোষণা করেছেন। (মিথ্যা প্রশংসা খলু নাম কষ্টা যেষাং তু মিথ্যাবচনেষু ভক্তিঃ। অহং হি যুদ্ধাশ্রয়মুচ্যমানো বাচানুবর্তী হৃদয়েন লজ্জে॥ ২য় অঙ্ক, ৬০.)

দ্বিতীয় অঙ্কের সুরুতে বৃদ্ধগোপালক শুকনো ডালে বসে সূর্যের দিকে চেয়ে কাককে শুকনো ডাল ঠোকরাতে দেখে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসাবে মনে করছে। এভাবে অমঙ্গলের বস্তু অধিকার করাটা তো মানসিক কুসংস্কার। মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এ-ধরনের মানসিক কুসংস্কারের বর্ণনা আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্যে এসব দেখিয়ে কবি কোন পবিত্রতা নষ্ট করেন নি তো? উত্তর হিসেবে বলা যেতে পারে, রামায়ণ থেকে সুরু করে সমস্ত কাব্যনাটকে মানুষের জীবনের ও সমাজের চিত্রণ আমরা ভালভাবেই পাচ্ছি। খনার বচন, প্রবাদ, কুসংস্কার এগুলো তো সমাজে বাস করে যে মানুষ তাঁদেরই। সাহিত্য যদি সমাজ ও মানুষকে নিয়ে হয়, তাহলে সমাজের কুসংস্কারগুলো চিত্রণ করলে সাহিত্যের পবিত্রতা হানি হবে কেন, আর সাহিত্য তো শিবেতরক্ষতি বা অমঙ্গলকে নাশ করার জন্য। যাকে সাহিত্য নাশ করে, তার চেহারাটা বর্ণনা করে সাহিত্যকে সে জিনিসটার প্রকৃতি আমাদের বোঝাতে হবে বৈকি। আর সাহিত্যের বিষয় কী-ই-বা না হতে পারে, ভাসের ভাষায় ('জায়তে যত্র কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ')—সাহিত্যের অঙ্গ কী-ই-বা না হতে পারে—কবির বোঝা সত্যিই বিরাট।

দ্বিতীয় অঙ্কে ভটের 'দৃষ্টপরিস্পন্দানাং যোধপুরুষাণাং কর্মাণি পুস্তকমারোপয়তি কুমারঃ' এই বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। চোখে দেখা যোদ্ধৃপুরুষদের কাজ-কর্ম পুস্তকে নিবন্ধ করে রাখছেন রাজকুমার উত্তর। এ যে প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস সচেতনতার বিষয়। কে বলে প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে অনাগ্রহী ছিলেন। রাজকুমার স্বচক্ষে যা দেখেছেন সেটাই লিপিবদ্ধ করছেন, অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে মিশ্রিত করছেন না। এটাই তো প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞের কাজ। দ্বিতীয় অঙ্কে আর এক জায়গায় স্ত্রীবেশধারিণী বৃহন্নলাকে মহারাজ বিরাট বলছেন, 'ঊর্জিতং কর্মসংস্কৃতমভিধীয়তাম্'—বলদৃপ্ত ব্যাপার সংস্কৃতে বল। বলদৃপ্ত রণকার্য জানানর ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃতে যুদ্ধ বর্ণনাতে ঔচিত্য আছে প্রাকৃতে বা স্ত্রীজনের ভাষায় যুদ্ধ বর্ণনা করলে ঔচিত্যহানি ঘটবে। ভাষার ঔচিত্য সম্বন্ধে

ভাসকবির মনোভাব জানতে পারা গেল ; পরবর্তীকালের আলঙ্কারিকরা সংস্কৃত প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষা নাটকে ব্যবহারের ঔচিত্য সম্বন্ধে আরও বেশি খবরাখবর দিয়েছেন।

বিশেষ্য-বিশেষণের যথার্থ সন্নিবেশই হচ্ছে প্রকৃত কবিকর্ম। সামান্যাকারে বা সাধারণভাবে সব বস্তুর প্রতীতি আমাদের সকলের হচ্ছে। প্রকৃত কবি বস্তুর বৈশিষ্ট্যটুকু ঠিকমতো বুঝতে পেরে তাকে বিশেষভাবে বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করে চলেছেন। সাধারণ মানুষ আমরা বস্তুকে দেখে যে কিছু একটা বলে জানি বা বুঝি আমাদের প্রতীতি বস্তু সম্বন্ধে নির্বিকল্প প্রতীতি। প্রকৃত কবি বস্তুকে ঠিকমতো বুঝে বিশেষণ দিয়ে প্রকাশ করেন, বস্তুর সবিকল্প প্রতীতি কবির-ই হয়ে থাকে বলা চলে। বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি যে প্রতীতিতে রয়েছে সেটা সবিকল্প, আর যেখানে কোন্‌টা বিশেষ্য কোন্‌টা তার বিশেষণ এই বোধ নাই সেটা নির্বিকল্প প্রতীতি। প্রতিভাবান্ কবি বিশেষ্য-বিশেষণ দিয়ে নিজের সবিকল্প প্রতীতিকে প্রকাশ করে থাকেন। ফল্গু বিশেষণ বা ব্যর্থ বিশেষণ দিয়ে যেটা বলা তার মধ্যে কবি প্রতিভার স্বাক্ষর নাই—এটা শুধুমাত্র পাদপূরণের জন্য চ, বৈ, তু, হি-র ব্যর্থ অব্যয় প্রয়োগের মতো। সার্থক বিশেষণতাকে আলঙ্কারিকরা অন্যতম গুণ বলে ও ভাবিক অলংকারের প্রাণ বলে স্বীকার করেছেন। পঞ্চরাত্রম্-এর একটা শ্লোক দেখা যেতে পারে—

যে দুর্বলাশ্চকৃপণাশ্চ নিরাশ্রয়াশ্চ
ত্বত্তশ্চ শর্ম মৃগয়ন্তি ন গর্বয়ন্তি।
জ্যেষ্ঠো ভবান্ প্রণয়িনস্ত্বয়ি তে কুটুম্বে
তান্ ধারয়িষ্যসি মৃগৈঃ সহ বর্তয়ন্তু॥ ১ম অঙ্ক, ৩৭.

তারা, পাণ্ডবেরা দুর্বল। শুধু দুর্বল নয়, কৃপণ অর্থাৎ শোচনীয় দশার মধ্যে আছে। তাদের দৌর্বল্য আর শোচনীয় দশাকে আরও শোচনীয় করেছে আর এক বিশেষণ, নিরাশ্রয়াশ্চ অর্থাৎ পাণ্ডবেরা আশ্রয়বিহীন ঘরবাড়ি তাদের নেই বা মাথা গোঁজার জায়গা নেই। তোমার দুর্যোধনের সাথে তারা মিতালী চাচ্ছে তারা কোন স্পর্ধা করছে না, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে না। তুমি তাদের জ্যেষ্ঠ, তোমার প্রতি তারা স্নেহশীল। বল তুমি, দুর্যোধন, তুমি কি তাদের ঘরে ঠাঁই দেবে, না তারা বনের পশুর সাথে বনে বাস করবে ? মহামতি ভীষ্ম ভ্রাতৃবিরোধ মেটাতে যাচ্ছেন এবং দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে আশ্রয় দিতে বলছেন। কেন পাণ্ডবরা আশ্রয় দেবার যোগ্য ; এজন্য প্রত্যেকটি বিশেষণের দুর্বল, কৃপণ ইত্যাদির কতখানি গর্ভিতার্থত্ব বা অর্থগাঢ়তা রয়েছে, প্রত্যেকটি বিশেষণের দ্বারা ভীষ্ম তাঁর আবেদনকে কুরুপতির কাছে কতখানি হৃদয়স্পর্শী করেছেন তা সহৃদয় পাঠককে বিচার করতে বলি। আর একটি শ্লোক দেখা যাক—

রাজ্ঞাং বেষ্টনপট্টঘৃষ্টচরণাঃ শ্লাঘ্যা প্রভূতশ্রবাঃ
বাৰ্ধক্যেঽপ্যভিবর্ধমাননিয়মাঃ স্বাধ্যায়শূরৈর্মুখৈঃ।
বিপ্রা যান্তি বয়ঃ প্রকর্ষশিথিলা যষ্টিত্রিপাদক্রমাঃ
শিষ্যাস্কন্ধনিবেশিতাঞ্চিতকরা জীর্ণা গজেন্দ্রা ইব॥ ১ম অঙ্ক, ৫

যজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণেরা আসছেন, বৃদ্ধ গজশ্রেষ্ঠের ন্যায় বৃদ্ধদের বিশেষণ প্রথমে 'রাজ্ঞং বেষ্টনপট্টঘৃষ্ট চরণঃ', রাজাদের শিরস্ত্রাণের উত্তম বস্ত্রে যাঁদের চরণ

ঘর্ষিত হয় অর্থাৎ রাজাদের প্রণম্য যাঁরা, কেন প্রণম্য তার হেতু তিনটি বিশেষণ, শ্লাঘ্য প্রভৃতশ্রবাঃ, তাঁদের বিদ্যাবত্তা অসীম ও শ্লাঘনীয়, স্বাধ্যায়শব্দৈর্মুখৈঃ, বেদধ্বনিতে যাদের মুখ সমৃদ্ধ, বার্ধক্যেঽপ্যভিবর্ধমান নিয়মাঃ, বৃদ্ধবয়সেও যাঁদের যমনিয়মাদির ক্ষান্তি নেই বরং তারা বেড়েই চলেছে এরূপ বিপ্ররা তো সর্বজনবন্দনীয় নিশ্চয়। কেমনভাবে সেই বেদনিষ্ণাত বিপ্রেরা যাচ্ছেন তার বিশেষণ যষ্টিত্রিপাদক্রমাঃ যষ্টিকে তৃতীয় পদ হিসাবে গ্রহণ করে যাঁরা তিনপায়ে হাঁটছেন—বয়ঃ প্রকটশিথিলা বয়োবৃদ্ধির জন্য বার্ধক্যের তনু শিথিল এইজন্যেই তাঁরা, শিষ্যস্কন্ধ নিবেশিতাঞ্চিকরাঃ, শিষ্যের স্কন্ধদেশে যারা হাত রেখে চলেছেন দেহসাম্য বজায় রাখার জন্য, তাদের হাত 'অঞ্চিত' অর্থাৎ পূজনীয় ও যোগ্য অগ্নিতে হবিদান ও অর্চনাদির দ্বারা হাত পূজাই হয়েছে। প্রত্যেকটি বিশেষণ কতখানি সুপ্রযুক্ত।

আর এক বিশেষণ লক্ষ্য করুন। শকুনি কর্ণকে বলছেন 'সম্যগাহ গঙ্গোপস্পর্শনাদ্ ধৌতকল্মষাদোঽঙ্গরাজঃ', গঙ্গায় অবগাহন করে যাঁর অঙ্গের পাপ বিধৌত হয়েছে সেই অঙ্গরাজ ঠিক বলেছেন। গঙ্গাবারিস্পর্শে যাঁর অঙ্গ পবিত্র তিনি মিত্র দুর্যোধনকে পুণ্য সঞ্চয়ের উপদেশই দিবেন, যিনি পুণ্যাত্মা ও পুণ্যশরীর তিনি সুহৃৎকে পুণ্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন এটা তো স্বাভাবিক। এ-বিশেষণ কালিদাস রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গে মহাকবি বাল্মীকির বিশেষণ 'নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ' নিষাদবিদ্ধ পক্ষী দেখে যার শোক উতলে উঠেছিল এজন্য বাল্মীকি সহৃদয়ধুরীণ রাজানক কুন্তক বক্রোক্তজীবিতগ্রন্থে এ-বিশেষণের সার্থকতা দেখাচ্ছেন, নিহত পক্ষী দেখে যাঁর শোক উত্থিত হয়েছিল মানবী সীতার দুঃখ দেখে তিনি শোকাহত হবেন, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কুন্তক এই সার্থক বিশেষণকে বাচকবক্রতা বলেছেন।

অলংকার গুণাদির কাব্যে প্রযোগ হবে অঙ্গী বা প্রধান রসকে লক্ষ্য করে ও অলংকার প্রয়োগে কবির কোন পৃথক্ প্রধান বা প্রযত্ন থাকবে না। অলংকারের প্রয়োগ দেখে মনে হবে অলংকার প্রয়োগে কবিকে কোন ভাবনা চিন্তা বা জোর খাটাতে হয় নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অলংকার প্রযুক্ত হয়ে একেবারে কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছে। পঞ্চরাত্রম্-এর প্রথমাঙ্কের উপমা দেখুন।

শকটী চ ঘৃতাপূর্ণা সিচ্যমানাপি বারিণা।
নারীবোপরতা পত্যা বালস্নেহেন দহ্যতে॥

ঘি-পরিপূর্ণ শকটীতে আগুন লেগেছে, জলধারা দিয়ে শকটিকে ধুয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরে-ভিতরে সেটা পুড়ছে। কেমনভাবে—উপরতাপত্যা মৃত সন্তান নারীর মতো সন্তান হারিয়ে মায়ের দুঃখ কিছুতেই যায় না তিলে-তিলে যে দগ্ধ হয়। উপমা এখানে কতখানি সার্থক। শুধু লিঙ্গ বচনের সাম্য দিয়ে এখানে উপমাকে প্রয়োগ করা হয় নি—অর্থগাঢ়তায় উপমা এখানে সত্যিই সার্থক। এ-উপমা সত্যই কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর একটা উৎপ্রেক্ষা দেখা যেতে পারে।

অবনতবিটপো নদীপলাশঃ
পবনবশাচ্চলিতৈকপর্ণহস্তঃ।
দবদহনবিপন্নজীবিতানা—
মুদকমিবৈষ করোতি পাদপানাম্। (১ম অঙ্ক, ১৭)

নদী পার্শ্বস্থ পলাশের শাখা নদীর দিকে নুয়ে আছে। যে শাখা থেকে একটা পাতা হাওয়ার বেগে নদীর জলে পড়ছে। কবির কল্পনা অগ্নিতে ভস্মীভূত অপর পলাশবৃক্ষের নিবাপাঞ্জলি যেন পলাশবৃক্ষ পত্ররূপ হাত দিয়ে দিচ্ছে। কবিকল্পনায় অনুরঞ্জিত হয়ে উৎপ্রেক্ষা কতখানি কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ ও সুষমাময় হয়ে উঠেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, শব্দালংকার, অনুপ্রাসের কি দোলা প্রথম পাদে! প্রত্যেকটি পাদের অনুপ্রাস কতখানি রসব্যঞ্জক। শব্দালংকারকে রসব্যঞ্জক করাটা কম কবিত্বশক্তির কাজ নয়।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বেশির ভাগ নাটকই প্রধানত কাব্যধর্মী অর্থাৎ কাব্যের উপাদান ও নাট্যের উপাদানের সামঞ্জস্য বেশীরভাগ নাটকে দেখা যায় না। কালিদাসের নাটকাবলীর কাব্যময়তা ও শ্লোকের মাধুর্য, ভবভূতির নাটকের গীতিধর্মিতা আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। যথার্থ নাট্যমুহূর্ত ও নাটকের উপাদান কবি বিশাখদত্ত যেমন তাঁর মুদ্রারাক্ষসে সৃষ্টি করেছেন, সেরূপ সৃষ্টি আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যে খুবই কম দেখি। কবি বিশাখদত্তের মতো না হলেও নাট্য উপাদান সৃষ্টিকারী হিসাবে আমরা ভাসকে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাই। ভিনটার্নিৎস বারবার বলেছেন ভাসের প্রত্যেকটি নাটক Stage Play বা রঙ্গের নাটক হিসাবে সার্থক। পঞ্চরাত্রমের মধ্যে প্রচুর শ্লোক রয়েছে—নাটকের পাত্রপাত্রী শ্লোকের চরণকে সংলাপ হিসাবে ব্যবহার করেছে—তথাপি পঞ্চরাত্রমের নাট্যগতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। প্রথমাঙ্কের শুরুতে যজ্ঞাগ্নির দহনকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা নাট্যগতিকে সামান্য মন্থর করলেও প্রথমাঙ্কের মধ্যভাগ থেকে তৃতীয়াঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত নাট্যগতি কোথাও বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নি, রুদ্ধশ্বাসে পরের পর ঘটনা ও বিভিন্ন সংলাপে নাট্যামোদী পাঠক ও দর্শক অনুধাবন করে যান যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে। পরবর্তী নাট্যনিয়মকর্তারা পঞ্চরাত্রম্-কে সমবকার হিসাবে ধরেছেন—সমবকারের বৈশিষ্ট্যগুলো কতখানি এর মধ্যে রয়েছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভরতমুনির মুখ্য নাট্যনিয়মকে কোথাও যখন বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ভাসের কোনও নাটকে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না, তখন ভাসের কোন নাটককে পরবর্তী নাট্যনিয়মকর্তাদের শৃঙ্খলার বন্ধনে বন্ধ করে সমবকার, প্রকরণ ইত্যাদি বলাটা হয়তো সংগত নয়। তাছাড়া পঞ্চরাত্রম্ সমবকার হোক আর নাই হোক, সাধারণ নাটক হিসাবে পঞ্চরাত্রম্ সম্বন্ধে কতকগুলো প্রশ্ন সকলের মধ্যে দেখা দিতে পারে। পঞ্চরাত্রমের মুখ্যচরিত্র বা নায়ক কে? প্রতিনায়ক কে? পঞ্চরাত্রমের অঙ্গিরস বা প্রধান রস কি? অল্পরস বা পরিপূরক রস কোনগুলি? নাটকের সমস্ত অঙ্কে দুর্যোধন চরিত্রের উপস্থিতি ও শেষাঙ্কে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ নিঃসন্দেহে দুর্যোধন চরিত্রকে অত্যধিক প্রাধান্য দিলেও দুর্যোধন চরিত্র কিন্তু মুখ্য চরিত্র বা নায়কের চরিত্র নয়, তাঁকে প্রতিনায়ক বলাই ভাল। পঞ্চরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের বার্তা আনার জন্য দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যার্ধ পাণ্ডবদের দান করেছেন। তাঁর এই কাজ ধর্মবীরের কাজ। কিন্তু রাজ্যার্ধ প্রাপ্তির ফলভোগী হয়েছেন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। ফলভোগী যিনি হবেন তিনিই তো নায়ক বা নেতা হবার যোগ্য সংস্কৃত নাট্যনিয়ম অনুসারে। যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি সমস্ত অঙ্কে নাই ঠিকই, কিন্তু এজন্য তিনি মুখ্য চরিত্র হবেন না এরকম হতে পারে না। ভাসের প্রসিদ্ধ নাটক স্বপ্নবাসবদত্তম্-এ যৌগন্ধরায়ণের উপস্থিতি

কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ অঙ্কের শেষে, কিন্তু তথাপি যৌগন্ধরায়ণ চরিত্র স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে কম প্রধান নয়। তাছাড়া যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের বক্তব্য যুধিষ্ঠিরকে অতিমানবের পর্যায়ে নিয়ে গেছে অবশ্য। সেই শ্লোকটির মর্ম অনুধাবন করা যায়—

সযৌবনঃ শ্রেষ্ঠতপোবনে রতো নরেশ্বরো ব্রাহ্মণবৃত্তমাশ্রিতঃ।
বিমুক্ত রাজ্যোঽপ্যভিববর্দ্ধিতঃ শ্রিয়া ত্রিদণ্ডধারী ন চ দণ্ডধারকর ॥

(২য় ৩২)

যৌবন থাকা সত্ত্বেও ইনি (যুধিষ্ঠির) শ্রেষ্ঠ তপোবনে রত, নরপতি হয়েও ইনি ব্রাহ্মণের চরিত্রকে আশ্রয় করেছেন, ইনি ত্রিদণ্ডধারী, কিন্তু রাজদণ্ডধারী নন। ভীষ্ম ও দ্রোণ চরিত্রের চিত্রণে মহাকবি ভাস যেমন অতিমানবত্ব এনেছেন, তেমনি যুধিষ্ঠিরের চরিত্রকে তিনি মহান্ অতিমানব হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এরূপ চরিত্রই তো মুখ্য আকর্ষণ বা মুখ্য চরিত্র হবার যোগ্য। গো-গ্রহণ দমনের জন্য যুদ্ধ ও যুদ্ধে উত্তর ও পাণ্ডবদের জয় ও কৌরবদের পরাজয় দেখিয়ে ভাস বীররসকেই নাটকে প্রধান রস হিসাবে চিত্রিত করেছেন নিপুণভাবে। এই ধর্মবীর দুর্যোধন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে সমগ্র নাটকেব বীররসকে পরিপুষ্ট করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন, ভগবান নামধারী যুধিষ্ঠিব এবং ছদ্মবেশী ভীমসেনেব সঙ্গে অভিমন্যুর কথাবার্তা খুবই আকর্ষণীয়। হাস্যরসেব মুহূর্ত এখানে বয়েছে যথেষ্ট কুমারসম্ভবে ছদ্মবেশী মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর কথাবার্তায় যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে এবং এ-হাস্যরস যে মুখ্য বীররসের পরিপোষক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সূক্তিরত্নাবলী

সুন্দর অর্থগর্ভ উক্তি ভাসের সকল নাটকেই ছড়িয়ে রয়েছে—এই উক্তিগুলি এমন গভীর তাৎপর্যময় যে এগুলো অনায়াসেই প্রবাদের মর্যাদা পেতে পারে। ভাস অযথা কোথাও বাগবিস্তারের পক্ষপাতী নন—সারগর্ভ প্রবচন এবং সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্যের প্রয়োগেও তিনি বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি লক্ষ্য করা যেতে পাবে।

১. বাণাধীনা ক্ষত্রিয়াণাং সমৃদ্ধিঃ
ক্ষত্রিয়গণের সমৃদ্ধি তাদের শরশক্তির উপর নির্ভর কবে।

২. সান্ত্বং হি নাম দুর্বিণীতানামৌষধম্।
যারা দুর্বিনীত, সামনীতির প্রয়োগই তাদের ঔষধ।

৩. মহৎসু নীচেষু চ কর্ম্ম শোভতে।
রূপ ও কুল মহৎই হোক বা নীচই হোক—কর্মই শোভা পায়।

৪. মিথ্যা প্রশংসা খলু নাম কষ্টা।
লোকের মিথ্যা প্রশংসা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

৫. সর্বমিষ্টেষু কথ্যতে।
লোকে প্রিয়জন সম্পর্কেই সব কথা বলে।

৬. রূপেন স্ত্রিয়ঃ কথ্যন্তে, পরাক্রমেণ তু পুরুষাঃ।
রূপের দ্বারা নারীদের বর্ণনা করা হয় কিন্তু পরাক্রমের দ্বারা পুরুষদের।

৭. সতি চ কুলবিরোধে নাপরাধ্যন্তি বালাঃ।
কুলবিরোধ থাকলেও তারজন্য বালকদের অপরাধী করা যায় না।

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশীলব

সূত্রধার	—	নাট্য-পরিচালক
ভীষ্ম	—	কুরুপাণ্ডবের পিতামহ
দ্রোণ	—	কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু
কর্ণ	—	অঙ্গরাজ, দুর্যোধনের মিত্র
শকুনি	—	গান্ধাররাজ, দুর্যোধনের মাতুল
দুর্যোধন	—	কুরুরাজ, 'পঞ্চরাত্রম্' নাটকের নায়ক
অভিমন্যু	—	অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র
ভগবান	—	ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির
ভীমসেন	—	মধ্যম পাণ্ডব
বৃহন্নলা	—	ছদ্মবেশী অর্জুন
রাজা	—	বিরাটরাজ
সূত	—	সারথি
উত্তর	—	বিরাট রাজের পুত্র
ভট	—	(জয়সেন) সৈনিক প্রহরী
বৃদ্ধগোপালক/গোমিত্রক	—	জনৈক গোপালক
কাঞ্চুকীয়	—	অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণত্রয়		

পঞ্চরাত্র

প্রথম অঙ্ক

(নান্দীপাঠের পরে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—'দ্রোণ' যিনি দ্রোণসদৃশ অর্থাৎ কৃষ্ণকথকের সদৃশ কৃষ্ণতনু, যিনি পৃথিবীতে 'অর্জুন' শুভ্র কর্মের মূর্ত প্রতীক এবং ভীম (পাপীর পক্ষে) ভয়ানক দূত (অথবা অর্জুন ও ভীমের প্রাপ্য ভূভাগের জন্য যিনি দূতের কাজ করেছিলেন), যিনি 'শকুনি' অধিপ গরুড়ের 'কর্ণধার' নিয়ামক, যিনি 'দুর্যোধন' সংগ্রামে যাঁহাকে প্রতিরোধ করা শক্ত, যিনি ভিন্ন অর্থাৎ ভয়কারী, যিনি ' যুধিষ্ঠির' সংগ্রামে যিনি স্থির, যিনি 'উত্তরগ' অর্থাৎ উত্তম কর্মের আচরণকারী, যিনি 'অভিমন্যু' মনু বা যজ্ঞের আরাধ্য সেই 'বিরাট' পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) (আমাদের সকলকে) রক্ষা করুন ।।১।।

(পঞ্চরাত্রের প্রধান চরিত্রগুলির নাম—দ্রোণ, অর্জুন, ভীম, শকুনি, কর্ণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, উত্তর, অভিমন্যু, বিরাট—এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে (বিচরণ করে)

সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়দের জানাচ্ছি। এ কি ! আমি যখন (আপনাদের) জানাবার ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন কি যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে ? আচ্ছা দেখি।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য কুরুপতির (দুর্যোধনের) যজ্ঞের কি আড়ম্বর !

সূত্রধার—যাক্ বুঝলাম। রাজবৃন্দ সমস্ত অন্তপুরের স্ত্রীগণের সঙ্গে প্রীতিভরে আগমন করার পর কুরুরাজ দুর্যোধনের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (সূত্রধারের নিষ্ক্রমণ)

(তাহার পর তিনজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

সকলে—কী আশ্চর্য কুরুপতির যজ্ঞের সমাড়ম্বর !

প্রথম ব্রাহ্মণ—এইতো এখানে ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট অন্নের দ্বারা চারদিক (শুভ্র) কুসুম-যুক্ত কাশগুচ্ছের ন্যায় (শোভা পাচ্ছে), যজ্ঞের হবির ধূমপুঞ্জের দ্বারা বৃক্ষ-গুলির কুসুমগন্ধ বিদূরিত হয়েছে, ব্যাঘ্রগণ মৃগগণের ন্যায় (বশীভূত), পর্বতভূমিতে সিংহগণ বধকার্য থেকে বিরত, নৃপতি দুর্যোধন যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অখিল জগৎ যেন যজ্ঞে দীক্ষিত বলে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—আপনি ঠিকই বলেছেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণের বদনস্বরূপ অগ্নি যজ্ঞীয় হবির দ্বারা পরিতৃপ্ত, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠরা ধনলাভে পরিতৃপ্ত, পক্ষিগণ আহারে পরিতৃপ্ত, সকলদিকের মানবেরা গোসমূহকে দানস্বরূপ পেয়ে পরিতৃপ্ত, অধুনা সকলদিকের জগৎ নৃপতি দুর্যোধনের সদ্গুণ কীর্তনে মুখর এবং সকলপ্রকারে পরিতৃপ্ত। সমগ্র জগৎ, নৃপতি দুর্যোধনের গুণরাজির দ্বারা দেবভূমির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—এই সেই পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণেরা রাজাদের শিরোবেষ্টন বস্ত্র যাঁদের চরণ স্পর্শ করেছে, যাঁরা প্রচুর প্রশংসাযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী, বৃদ্ধবয়সেও যাঁদের নিয়মাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেদোচ্চারণে যাঁদের মুখগহ্বর সমৃদ্ধ, বয়সবৃদ্ধিতে শিথিল দেহ (সেই) ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদের স্কন্ধে তাঁদের বিশিষ্ট বাহুকে স্থাপন করে বৃদ্ধ গজশ্রেষ্ঠের ন্যায়, যষ্টিধারণ করে যেন তিন পায়ে পরিক্রমণ করছেন।

সকলে—ওহে, ওহে বালকেরা; ওহে, ওহে বালকেরা, অবভৃতস্নান এখনও সমাপ্ত হয় নি, তোমরা এখন (যজ্ঞাগারে) অগ্নিসংযোগ করো না।

প্রথম ব্রাহ্মণ—হায়, বালকদের কী চপলতা। এখানে প্রজ্বলিত একটি যজ্ঞযূপকে বসুধার সুবর্ণহস্তের ন্যায় মনে হচ্ছে, যজ্ঞের বহ্নি লৌকিক বহ্নিকে ব্রাহ্মণ পার্শ্বস্থ শূদ্রকে সহ্য করতে পারে না, সেইরূপ সহ্য করছে না, (অগ্নির দ্বারা) পরিবৃত যজ্ঞের বেদী উপরে সমাচ্ছাদিত কুশের অপক্বতার জন্য খুব বেশি অগ্নি দগ্ধ হয় নি। ধূম প্রাগ্বংশশালার বিকচপদ্ম সরোবরে যেমন হস্তী প্রবেশ করে সেইরূপ প্রবেশ করছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—সত্যিই তো। ভীত ব্রাহ্মণেরা (যজ্ঞীয়) বহ্নিকে (লৌকিক) বহ্নির ভয়ে (যজ্ঞশালা থেকে) নিষ্কাশিত করছেন, নীতিবিচ্যুত কুল থেকে জ্ঞাতিকে যেমন (অসচ্চরিত্র) জ্ঞাতি থেকে (পৃথক করা হয়)।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ঘৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ শকটী সলিল সেচের দ্বারা সিক্ত হয়েও জ্বলছে, যেমনভাবে সন্তানহারা জননী (অশ্রুসিক্ত হয়েও সন্তানস্নেহে মুগ্ধ হন)।

প্রথম ব্রাহ্মণ—আপনি ঠিকই বলেছেন, যেখানে কুশ শুষ্ক যেখানে বহ্নি সমুত্থিত হয় (যেন) ভগবান বিষ্ণুর এই ধর্ম শকটীকে দগ্ধ করতে উদ্যত, কুশের অপরিপক্বতা হেতু ধীরে-ধীরে বহ্নি নিচু হয়ে জ্বলছে; বায়ুর দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শিখার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ক্রমে-ক্রমে বহ্নি ধর্মশকটটির চক্র পর্যন্ত পৌঁছেছে, চক্রনেমীকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য সূর্যমণ্ডলের ন্যায় বহ্নিকে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—আরও এদিকে দেখুন—বল্মীকের মূল দেশ থেকে অগ্নির ভয়ে পাঁচটি সর্প বল্মীকের কোটর থেকে একই সময়ে নির্গত হয়েছে যেমনভাবে মৃতব্যক্তির দেহ থেকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় (একই সঙ্গে) বিনির্গত হয়।

তৃতীয়—আপনারা আরও এদিকে দেখুন, বায়ুতাড়িত যজ্ঞীয় বহ্নি বৃক্ষকে দগ্ধ করছে। বৃক্ষের কোটরের মধ্যে অবস্থিত পাখিরা, প্রাণ যেমন দেহ থেকে বেরিয়ে আসে, সেইরকম বেরিয়ে আসছে।

প্রথম ব্রাহ্মণ—ঠিক তাই। একটি মাত্র শুষ্ক পুষ্পিত বনকে দগ্ধ করছে যেমনভাবে একজন চরিত্রহীন পুরুষ কুলকে দগ্ধ করে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত এই বংশগুলি যজ্ঞের অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, মানবদের ভাগ্যের মতো উঠছে আর নামছে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে বৃক্ষের স্কন্ধে শুষ্কলতা পরিবেষ্টন করে আছে, সেটি দুষ্টকুলে প্রবিষ্ট সজ্জন যেমন স্ত্রীলোকের দোষে দগ্ধ হয় সেইরূপ দগ্ধ হচ্ছে।

প্রথম ব্রাহ্মণ—আপনারা দুজনকে আর একটা জিনিস দেখুন। বৃক্ষ, গুল্ম কণ্টক সমেত বনকে, মনের সুখে আহারের মতো উপভোগ করে (বিস্তৃত) কুশকে অনুসরণ করে, ঐ যজ্ঞাগ্নি যেন মুখ ধোয়ার জন্য নদীতে অবতরণ করছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—এই যে, এই যে বহ্নি বিস্তৃত কুশ ও বল্কলের উপর দিয়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে গমন করছে। কদলীর ফল দগ্ধ হয়ে পাকা ফলের মতো পড়ছে, সামনের তালগাছ বিরাট মৌমাছির চাকের সঙ্গে বহুক্ষণ মূলদেশে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রুদ্রের কুঠারের মতো মাটিতে পড়ছে।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—থাক্, সজ্জনের ক্রোধের মতো অগ্নিদেব প্রশান্ত হয়েছেন। জ্বালানির সঞ্চয় ফুরোবার জন্য অগ্নির শক্তি নষ্ট হয়েছে, যেমনভাবে সচ্চরিত্র পুরুষের দানশক্তি সম্পদের ক্ষয়ে নষ্ট হয়।

প্রথম ব্রাহ্মণ—বহ্নি এখন যজ্ঞের কাষ্ঠময়ী হবনী, অর্বাণ ও কুশগুলিকে দগ্ধ করছে যেমন বিপন্ন মানুষ সম্পদের পরিক্ষয়ে নিজের পরিচ্ছদের বিনিময়ে আহার সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—নদী পার্শ্বস্থ পলাশ বৃক্ষের শাখা নদীর দিকে অবনত হয়ে রয়েছে। বায়ুতাড়িত হয়ে শাখা হতে একটি পত্র নদী জলে এসে পড়েছে যেন পলাশবৃক্ষ দাবদাহনে মৃত বৃক্ষদের নিবাপাঞ্জলি পত্ররূপ হস্তে দান করেছে।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—তবে আসুন, আমরাও নদী জল স্পর্শ করি।

উভয়ে—বেশ তাই হোক।

(সকলে জলস্পর্শ করলেন)

প্রথম ব্রাহ্মণ—ওহে। মাননীয় কুরুপতি দুর্যোধন এদিকে আসছেন, তাঁর সামনে ভীষ্ম ও দ্রোণ, অধীনস্থ নৃপতিরা তাঁর পিছনে আসছেন—

সকলে—যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ভোজন করাও, বিক্রমের দ্বারা পৃথিবী জয় কর, ক্রোধকে ত্যাগ কর, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদয় হও ইত্যাদি মিষ্ট কথাবার্তা বলতে-বলতে যথার্থই পান্ডবদের প্রতি (কৌরবদের) সৌহার্দ সঞ্চারিত করছেন। তবে আসুন, আমরাও কুরুরাজকে সম্মানিত করি।

উভয়ে—ভাল কথা।

সকলে—আপনার জয় হোক, জয় হোক। (সকলের প্রস্থান)

(এরপর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রবেশ করলেন)

দ্রোণ—দুর্যোধন যথার্থই এসব ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করেছে। কারণ—জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে অতিক্রম করে শিষ্যের দোষ গুরুকে আশ্রয় করে। বাল্যাবস্থায় বালককে গুরুকে অর্পণ করে বালকের পিতা বা মাতার আর কোন দোষ থাকে না।

ভীষ্ম—এই দুর্যোধন সম্পদ লাভ করে মহানুভব হয়েছে কলহপ্রিয় হওয়ায় অযশের ভাগী হয়েছে। (অধুনা) ধর্মানুষ্ঠান করে পুন্যভাগী হয়ে সেই দুর্যোধন ধার্মিকরূপে দীর্ঘকাল শোভা পাচ্ছে।

(তারপর দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্যোধন—আমার অন্তর শ্রদ্ধাযুক্ত, গুরুজনেরা পরিতুষ্ট, জগতের (লোকের) আমার উপর বিশ্বাস জন্মেছে, আমার গুণ প্রতিষ্ঠিত, অযশ নষ্ট। মৃতেরা স্বর্গে যায়, এই যে কথা তা মিথ্যা ; স্বর্গ অপ্রাপ্য নয়, এই পৃথিবীতেই বহু গুণের আধার স্বর্গ ফলে থাকে।

কর্ণ—গান্ধারীমাতৃক ন্যায়পথে অর্জিত সম্পদকে ব্যয় করে আপনি ন্যায়াচরণ করেছেন। কারণ, ক্ষত্রিয়দের সম্পদ যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত হয়, পুত্রের জন্য যে-ক্ষত্রিয় সম্পদ সঞ্চয় করেন তিনি প্রতারিত হন। বিপ্রের ক্রোড়ে সমস্ত সম্পদ অর্পণ করে কেবলমাত্র ধনুকটি পুত্রদের দান করা উচিত।

শকুনি—গঙ্গাস্নানে যাঁর অঙ্গের পাপ বিধৌত হয়েছে সেই অঙ্গরাজ (কর্ণ) ঠিকই বলেছেন।

কর্ণ—ইক্ষ্বাকু, শর্যাতি, যযাতি, রাম, মান্ধাতা, নাভাগ, নৃগ ও অম্বরীষ এসব নৃপতিদের রাজ্য ও কোষাগার ছিল, কিন্তু এঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানের (কীর্তির জন্য) শরীর নষ্ট হলেও বেঁচে আছেন।

সকলে—গান্ধারীমাতৃক (দুর্যোধন)। যজ্ঞ পরিসমাপ্তিতে আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

দুর্যোধন—অনুগৃহীত হলাম। আচার্য, আপনাকে অভিবাদন করি।

দ্রোণ—এস, এস বৎস। অভিবাদনের এটি ক্রম নহে।

দুর্যোধন—অভিবাদনের ক্রম তাহলে কোন্‌টি?

দ্রোণ—তুমি কি দেখছ না? মানুষের রূপে যিনি দেবতা সেই ভীষ্মকে অভিবাদন কর। ভীষ্মকে অতিক্রম করে (অন্যকে) অভিবাদন করা অন্যায় আচরণ মনে করি।

ভীষ্ম—না, না, আপনি এমন কথা বলবেন না। বহু কারণে আমি আপনার অপকৃষ্ট, আমি মাতার গর্ভজাত, আপনি স্বয়ং জন্মেছেন, আমার বৃত্তি আয়ুধ, আপনার বৃত্তি ক্ষমা। আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি গুরু, আমি না-হয় আপনার সর্বোত্তম শিষ্য।

দ্রোণ—মহাজনেরা নিজেদের নিন্দা করে না। এস বৎস, আমাকে অভিবাদন কর।

দুর্যোধন—আচার্য, অভিবাদন করি।

দ্রোণ—এস, এস বৎস। এরূপ বহুবিধ অবভৃতস্নানের কষ্ট ভোগ কর।

দুর্যোধন—অনুগৃহীত হলাম। পিতামহ, আপনাকে অভিবাদন করি।

ভীষ্ম—এস, এস পৌত্র, এভাবে তোমার বুদ্ধির প্রশান্তি ঘটুক।

দুর্যোধন—অনুগৃহীত হলাম। মাতুল, আপনাকে অভিবাদন করি।

শকুনি—বৎস দুর্যোধন! এভাবে যেখানে দক্ষিণা দান করা হয় সেরূপ সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত নৃপতিকে জয় করে জরাসন্ধের মতো আনয়ন কর।

দ্রোণ—হায়, আশীর্বাদবাক্যেও শকুনির যুদ্ধের ভাব যাচ্ছে না। এই ক্ষত্রিয়কুমার সত্যিই বৈর প্রিয়।

দুর্যোধন—সখা কর্ণ! গুরুজনদের প্রণামের পর এইবার ক্রমানুসারে আমরা বন্ধুরা (পরস্পরের) প্রীতি ও বিশ্বাস বিনিময় করি।

কর্ণ—সখা দুর্যোধন! যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমার এই দেহ ক্ষীণ। যদি আলিঙ্গন করি তাহলে তুমি কি সেই আলিঙ্গন সহ্য করতে পারবে? তোমাকে মধুর বাক্যে অভিনন্দিত না করে আলিঙ্গন করব না, (কিন্তু) তোমার রাজর্ষির মতো ধীর বাক্য আমার ভয় উৎপাদন করছে।

দুর্যোধন—তোমার (আমার বিষয়ে) এরূপ বুদ্ধি হোক।

দ্রোণ—বৎস দুর্যোধন! দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎ ভীষ্ম তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

দুর্যোধন—মহাশয়ের শুভাগমন হোক। অভিবাদন জানাই।

ভীষ্ম—পৌত্র দুর্যোধন! দক্ষিণাপথ রক্ষণের অর্গলস্বরূপ ভূরিশ্রবা তোমাকে অভিনন্দন জানাবেন।

দুর্যোধন—মহাশয়ের শুভাগমন হোক।

দ্রোণ—বৎস দুর্যোধন! তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্মানিত করার জন্য বাসুদেব অভিমন্যুকে পাঠিয়েছেন, (অভিমন্যু) তোমাকে অভিনন্দন করছে।

শকুনি—বৎস দুর্যোধন! এই যে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব তোমাকে অভিবাদন করছে।

দুর্যোধন—এস, এস বৎস! পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হও!

সকলে—এখানে সমস্ত রাজমণ্ডল আপনাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

দুর্যোধন—অনুগৃহীত হলাম। কিন্তু যখন সমস্ত রাজমণ্ডল এখানে এসেছেন তখন বিরাট আসেন নি কেন?

শকুনি—তাঁর কাছে আমি দূত পাঠিয়েছি। মনে হয় তিনি পথে বেরিয়েছেন।

দুর্যোধন—হে আচার্য! ধর্মবিষয়ে ও ধনুর্বিদ্যায় আপনি আমার গুরু। দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

দ্রোণ—দক্ষিণার কথা বলছ? আচ্ছা, আচ্ছা! তোমাকে একটি অনুরোধ করব।

দুর্যোধন—এ কি! গুরুদেব কিনা আমাকে অনুরোধ করবেন!

ভীষ্ম—ওহে এর আর কি প্রয়োজন, যখন রাজদত্ত সোমরস ইনি বাল্যকালেই পান করেছেন রাজচ্ছত্র ইহার রক্ষাবিধান করছে, এঁর খ্যাতি আছে। কি সেই দ্রব্য, কি সেই ফল, কি-ই বা সেই বিশেষ বস্তু যার জন্য ক্ষত্রিয়াচার্য ও ব্রাহ্মণ প্রার্থী।

দুর্যোধন—আপনি আদেশ করুন, আপনি কি চান, আপনার জন্য কি করব?

দ্রোণ—বৎস দুর্যোধন, বলছি।

দুর্যোধন—এত বিচার-বিবেচনার কি আছে, আমি আপনার প্রাণাধিক, আপনি আমাকে (ধর্ম ও ধনুর্বিদ্যায়) উপদেশ দিয়েছেন, বীরদের গণনার সময় আমাকে গণনা করা হয়, বীরকর্ম আমি করেছি। স্বচ্ছন্দে বলুন আপনার কি ইচ্ছা, আপনাকে কি দেব, আমার হাতে রয়েছে গদা, আপনার হাতে রয়েছে সব কিছু!

দ্রোণ—বৎস, তোমাকে নিশ্চয় বলব। কিন্তু অশ্রুবেগ আমাকে বাধা দিচ্ছে।

সকলে—কি, গুরুদেবও অশ্রুপাত করছেন?

ভীষ্ম—পৌত্র দুর্যোধন তোমার পরিশ্রম বিফল।

দুর্যোধন—এখানে কে আছে

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক।

দুর্যোধন—জল নিয়ে এস।

ভট—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (চলে গেল, তারপর ফিরে এসে) মহারাজের জয় হোক। এই যে জল।

দুর্যোধন—নিয়ে এস। (কলস গ্রহণ করে) হে আচার্য ! অশ্রুপাতে অপরিষ্কৃত মুখ ধুয়ে ফেলুন।

দ্রোণ—আচ্ছা, আচ্ছা। আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণই আমার মুখ ধোয়ার জল হোক।

দুর্যোধন—হায় ধিক্। যদি আমার পূর্বকালের কুটিলতার কথা চিন্তা করেন, যদি মনে হয় আমি দান করব না, তাহলে শত শরের আঘাতে কঠিন আপনার হস্ত প্রসারিত করুন। দান গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এই জল দান করছি।

দ্রোণ—যাক, আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে। বৎস শোন, নিরাশ্রয় যাদের গতিবিধি, বার বৎসর কোথাও দেখা যায় নি, সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমি রাজ্যকে ভাগ করে নাও, এইটুকুই আমার ভিক্ষা ও দক্ষিণা।

শকুনি—(উদ্বেগের সঙ্গে) না এরকম হতে পাবে না, মহানুভব আচার্যে আস্থাশীল ও আচার্যকে দান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে-শিষ্য, তার প্রতি অতর্কিতে এরূপ ধর্মবঞ্চনা করা কি (আচার্যের যুক্তিযুক্ত) ?

দ্রোণ—কি বললে ? ধর্মবঞ্চনা ? হে গান্ধার-রাজ্যের গর্বে মত্ত শকুনি ! এটা কখনই ধর্মবঞ্চনা নয়। নিজে তুমি অনার্য, তাই জগতের সকলেই অনার্য বলে মনে ভাবছ ! হায়, দেখ দেখ—ভ্রাতৃগণের পৈতৃক রাজ্য দাও বলাটা কি বঞ্চনা বলা যেতে পারে ? প্রার্থীদের দান করা, আর প্রার্থীরা যদি গায়ের জোরে রাজ্য হরণ করে এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল ?

সকলে—গায়ের জোরে কিরকম ?

ভীষ্ম—পৌত্র দুর্যোধন। এখন তো যজ্ঞান্তস্নানের সময় ; এই সময় মুখে মধুর অথচ স্বভাবে শত্রু শকুনির কথা শুনো না। দেখ পৌত্র ! পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজ তনয়াকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যের ধূলিতে ধূসর হয়ে ধরণীতলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমি তাদের প্রতি বিরূপ, তারাও তোমার বিরোধী এ-সবই শকুনির কঠিন অহংকারের ফল।

দুর্যোধন—আচ্ছা, আচার্য, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

দ্রোণ—বৎস, বল।

দুর্যোধন—এর আগে তাদের রাজ্য হরণ এবং সভামধ্যে সম্মানহানি করা হয়েছে—যদি তারা শক্তি প্রদর্শনে সমর্থ তবে ক্রোধ সংবরণ করল কেন ?

দ্রোণ—যাঁকে ধর্মের নামে প্রতারণা করা হয়েছে, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত সেই যুধিষ্ঠিরকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ভীম সভাগৃহের স্তম্ভ উত্তোলন করতে উদ্যত হলে তিনিই তাকে নিষেধ করেছিলেন। যদি একজনের উপর সভাগৃহের স্তম্ভকে (ভীম) নিক্ষেপ করত তাহলে শকুনি আর আমাদের তিরস্কার করত না।

ভীষ্ম—অন্য বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছিল, অন্য আর এক বিষয় এসে পড়ল। ওগো আচার্য, আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কলহে আমাদের কি প্রয়োজন ?

দ্রোণ—না, দীনতাপূর্বক রাজ্যভীক্ষা থাক, কলহই চলুক।

ভীষ্ম—আচার্য আপনি প্রসন্ন হন। দেখ, পৌত্র, (পাণ্ডবেরা) দুর্বল গৃহহীন। তোমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চায়। গর্ব প্রকাশ করে না। তুমি

বয়োজ্যেষ্ঠ, স্বজন, তোমার প্রতি তাদের ভালবাসা রয়েছে। তাদের কি তুমি গৃহে স্থান দেবে, না তারা অরণ্যের পশুদের সঙ্গে বাস করবে ?

শকুনি—তারা অরণ্যের পশুদের সঙ্গে বাস করুক।

কর্ণ—ওগো আচার্য! ক্রোধের কোন প্রয়োজন নেই শান্ত হোন, এই যে দুর্যোধন ইনি হিতকারী অথচ শক্ত কথা শুনলে ক্রুদ্ধ হন, ভাল লোকেরা গুণের প্রশংসা শুনতে চান না। সবকিছু যখন সমাপ্ত হয়েছে তখন শিষ্যের 'দক্ষিণাগ্রহণ' কথাটি পালন করুন। বহু দোষেব আধার হস্তীকে যেমন মিষ্ট ব্যবহারে বশ করতে হয় তেমনি মিষ্ট কথায় একে বশ করুন।

দ্রোণ—বৎস কর্ণ! ব্রাহ্মণের মেজাজ রুক্ষ। যাক, তুমি যথাসময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। তোমার ইচ্ছাকে অনুসরণ কবব। বৎস দুর্যোধন! আমি তোমার অভিভাবক কি-না ?

ভীষ্ম—এবার ঠিক পথে শুরু করা হয়েছে। মিষ্ট কথাই দুষ্টকে বশ করার ওষুধ।

দুর্যোধন—শুধু আমারই নন, আমার বংশেরও আপনি অভিভাবক।

দ্রোণ—এটা তোমার পক্ষেই শোভা পায়। দেখ বৎস! আমি যদি তোমাকে প্রতারিত করি তাতে তোমার কোন দোষ নেই। যদি আমি তোমাকে কষ্ট দিতে থাকি সেটাও তোমার লাভ। বড় বংশে যাঁরা জন্মেছেন তাদের পরস্পবের কলহ ধর্মোপদেশ দাতাদের কথাতেই প্রশমিত হয়।

দুর্যোধন—তাহলে আমি উপদেশ গ্রহণ করতে চাই।

দ্রোণ—বল বৎস, তুমি কার উপদেশ চাও। ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ না সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ না কি দ্রোণের পুত্র অথবা বিদুর, পিতা, মাতা কার উপদেশ তুমি চাও।

দুর্যোধন—না, না, মাতুলের উপদেশ চাই।

দ্রোণ—হায়, কাজ পণ্ড হলো।

দুর্যোধন—মাতুল, এখানে আসুন। সখা কর্ণ এখানে।

দ্রোণ—ঠিক আছে! তাই হোক! বৎস, শকুনি এখানে এস।

শকুনি—এই যে এসেছি।

দ্রোণ—বৎস আমি বয়োবৃদ্ধ, প্রায়ই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি! ব্রাহ্মণের চপলতা ক্ষমা কব। আলিঙ্গন আমার এই কর্কশ বাক্যের প্রশমন করুক।

ভীষ্ম—(স্বগত) এই আচার্য শিষ্যস্নেহে শকুনির কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এমন মিষ্ট কথা বলা সত্ত্বেও এই শকুনি কুটিলতা ত্যাগ করছে না।

শকুনি—(স্বগত) আচার্য যথার্থ ধূর্ত। নিজের কাজ হাসিলের লোভেই আমার খোসামোদ করছেন। (সকলে পরিক্রমণ করে উপবেশন করলেন)

দুর্যোধন—মাতুল, পাণ্ডবদেব রাজ্যার্ধ দেওয়ার বিষয়ে আপনার কি সিদ্ধান্ত ?

শকুনি—দেওয়া হবে না এই আমার সিদ্ধান্ত।

দুর্যোধন—দেওয়া হোক এই মাতুলের বলা উচিত।

শকুনি—যদি রাজ্যার্ধ দান কবতেই চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে মন্ত্রণার কি দরকার। সবটাই দান কর।

দুর্যোধন—বন্ধু অঙ্গরাজ। তুমি তো কিছু বলছ না।

কর্ণ—এখন আমি আর কি বলব ? রামচন্দ্র যে সৌভ্রাত্র উপভোগ ও পোষণ করেছিলেন

সেই সৌভ্রাত্র বিষয়ে বাধা দিচ্ছি না। তবে (রাজ্যার্ধ) দান করাটা ঠিক কি না? সেটা আপনিই ঠিক করুন, আমরা যুদ্ধের সময় আপনার সহায়।

দুর্যোধন—মাতুল! বাসের অযোগ্য, শক্তিশালী শত্রুর বাসস্থান কোন খারাপ দেশের কথা চিন্তা কর যেখানে পাণ্ডবেরা বাস করতে পাবে।

শকুনি—হায়! এমন কোন দেশ নেই। পার্থের চেয়ে আর কে বলশালী? অনুর্বর ভূমিতেও শস্য জন্মাবে যেখানকার রাজা যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধন—এখন আচার্যের করতলে আমি সলিল নিষেক করেছি, কুলবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি এই সলিলষেকের জন্য দানকর্ম অবশ্য বাধ্যতামূলক। হে নৃপতি এই কার্য রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য হোক বা বঞ্চনা হোক যাই হোক না কেন, সলিলসেচনকে আমি সত্য বলে প্রমাণিত করতে চাই।

শকুনি—মিথ্যা ভাষণের পাপাচার থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করতে চান।

দুর্যোধন—হ্যাঁ, তাই।

শকুনি—তাহলে এখানে আসুন। (অগ্রসর হয়ে) ওগো আচার্য, এখানে মাননীয় কুরুরাজ আপনাকে জানাচ্ছেন।

দ্রোণ—বৎস, গান্ধাররাজ বল!

শকুনি—যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের খবর আনতে পারেন তাহলে কুরুরাজ রাজ্যার্ধ দেবেন। আপনি তাদের নিয়ে আসুন।

দ্রোণ—না তা হতে পারে না। বঞ্চনাকামী তোমরাই যখন তাদের বার বৎসরের মধ্যে দেখতে পাও নি তখন আমি পাঁচ রাত্রির মধ্যে তাদের কি করে আনব? এর চেয়ে স্পষ্ট কথায় বল আমাকে দান করবে না।

ভীষ্ম—পৌত্র, দুর্যোধন, ধর্মানুষ্ঠানে ছলনার স্থান নেই। আমরাও আচার্যের (দক্ষিণা প্রার্থনার) ব্যাপারে খুসি। দেখ পৌত্র, এক বৎসরে হোক আর শত বৎসরে হোক, তোমাকে সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজ্য বিভাগ করতেই হবে। অতএব, হে বীর, তোমার প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত কর, কৌরবেরা সর্বদা সত্য প্রতিজ্ঞাই করে থাকে।

দুর্যোধন—আমারও এটাই সিদ্ধান্ত।

দ্রোণ—(স্বগত) কার্য নিষ্পাদনের ঔৎসুক্যে আমার উচ্চাশা হনুমানের মতো গতিবেগ লাভ করতে চায়, যে হনুমান মহাসাগর পার হয়ে অপহৃতা সীতার সংবাদ এনেছিলেন। এখন কোথায় আমি পাণ্ডবদের সংবাদ পাব?

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক। বিরাটনগর থেকে দূত এসেছেন।

সকলে—শীঘ্র তাকে নিয়ে এস।

ভট—যেমন আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

(প্রবেশ করে)

দূত—মহারাজের জয় হোক।

সকলে—বিরাটরাজ এসেছেন কি?

দূত—তিনি বিষাদমগ্ন, আসেন নি।

সকলে—কি তাঁর বিষাদ?

দূত—শুনুন মহারাজ, বিরাটের সম্বন্ধী কীচকের শত ভ্রাতা যাঁরা বিরাটের নিকট ছিলেন রাত্রিতে, প্রচ্ছন্ন কোন ব্যক্তির শুধুমাত্র বাহুর আঘাতে নিহত হয়েছেন, শরীরে তাঁদের শস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই।

ভীষ্ম—কী, শস্ত্রাঘাত ছাড়াই? ওগো আচার্য, পঞ্চরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের বার্তার প্রস্তাব স্বীকার করে নিন।

দ্রোণ—কি জন্য?

ভীষ্ম—এটা সুস্পষ্ট যে বাহুবলী ভীমসেনের কাজ এটা। কৌরব ভ্রাতৃশতে তাঁর ক্রোধ কীচকের ভ্রাতৃশতে সফল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

দ্রোণ—আপনি কি করে জানলেন?

ভীষ্ম—অয়ে পণ্ডিত, নদীকূলে ভ্রমণকারী গোবৎসদের বালসুলভ চাপল্য ও শৃঙ্গ-স্থান গোবৃষেরা কি বুঝতে পারে না?

দ্রোণ—সত্যই 'গোবৃষরা'! আমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। বৎস দুর্যোধন। পঞ্চরাত্রির মধ্যেই হোক।

দুর্যোধন—আচ্ছা ঠিক আছে।

দ্রোণ—ওহে, ওহে, যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমাগত নৃপবৃন্দ! আপনারা শুনুন। এখানে মাননীয় কুরুরাজ দুর্যোধন, না, না, মাতুলসহ দুর্যোধন, যদি পাঁচ-রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারি তবে (পাণ্ডবদের) অর্ধেক রাজ্য নিশ্চয় দেবেন। ঠিক নয় কি পুত্র দুর্যোধন!

দুর্যোধন—হ্যাঁ, তাই।

দ্রোণ—দুবার বা তিনবার এ-বিষয়ে ভেবে দেখ।

শকুনি—যথা সময়ে দেখা যাবে।

দ্রোণ—ভীষ্ম, আপনার মত আছে তো?

ভীষ্ম—(আত্মগত) ধৈর্যকে অতিক্রম করে আচার্যের যখন আনন্দ দেখা যাচ্ছে তখন মনে হয় এখন যে দুর্যোধনকে তিনি বঞ্চনা করলেন, সেই দুর্যোধনই তাঁকে বঞ্চনা করবে। (প্রকাশ্যে) পৌত্র দুর্যোধন! বিরাটের সঙ্গে আমার গোপন শত্রুতা আছে। বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্মান দেখানর জন্য আসে নি। অতএব তার গোধন হরণ করা হোক। ওহে শুভবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, রথ শব্দের দ্বারা যুদ্ধে (বিরাট) আহূত হলে পাণ্ডবেরা রুষ্ট হবে, কারণ বিরাটের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা আছে, এজন্যই গো-গ্রহণ করতে চাই।

(প্রবেশ করে)

ভট—আপনার নগরে প্রবেশের জন্য রথ ও অশ্ব সজ্জিত হয়েছে।

দুর্যোধন—এইসব রথের দ্বারা শীঘ্র তার (বিরাটের) গো-গ্রহণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় প্রশান্ত গদা পুনরায় আমার হাতে আসবে।

দ্রোণ—ওহে পুরুষেরা, আমার রথও নিয়ে এস।

শকুনি—আমার হস্তী নিয়ে এস।

কর্ণ—ভারবহনে ভীষণ ব্যগ্র অশ্বচালিত রথ নিয়ে এস।

ভীষ্ম—মন আমার বিরাট নগরে গমনে ব্যস্ত, শীঘ্র ধনু আন।

সকলে—ধনু রেখে আপনি এখানে থাকুন, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব।

দ্রোণ—বৎস দুর্যোধন, আমরা দুজনে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখতে চাই।

দুর্যোধন—আপনার যা ইচ্ছা।

দ্রোণ—বৎস, গান্ধাররাজ, এই গো-গ্রহণে তোমার রথ প্রথমে থাকুক।

শকুনি—বেশ ভাল কথা।

(বৃদ্ধগোপালকের প্রবেশ)

বৃদ্ধগোপালক—আমার গাভীগুলো যেন বৎসহারা না হয়। আমাদের গোপ মায়েরা যেন বিধবা না হয়। আমাদের রাজা বিরাট পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হন। নূতন বেশভূষণ সুগন্ধাদি গ্রহণ করে গোপ বালক-বালিকারা গোধনদের সাথে করে নগরের উপবনের পথে বেড়িয়ে আসুক, রাজা বিরাট (তাঁর জন্মদিন) উৎসবে গো-প্রদান করবেন। আমি এদের মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ, সেখানে গিয়ে গোদান গ্রহণ করি। এ কি! একটি কাক শুকনো গাছে উঠে শুকনো শাখায় ঠোঁট ঘষতে-ঘষতে সূর্যের দিকে চেয়ে কর্কশ রব করছে। শান্তি হোক, শান্তি হোক আমাদের সকলের ও গোধনের। আমি গিয়ে এদের জ্যেষ্ঠের স্থান নেব ও গোপ বালক ও বালিকাদের বলব। ওহে গোমিত্রক, গোমিত্রক।

(প্রবেশ করে)

গোমিত্রক—মাতুল, আপনাকে নমস্কার।

বৃদ্ধগোপালক—আমাদের ও গোধনের শান্তি হোক। ওহে গোমিত্রক, নূতন বেশ-ভূষণ সুগন্ধাদি গ্রহণ করে গোপ বালক-বালিকারা গোধনদের সাথে করে নগরের উপবনের পথে বেড়িয়ে আসুক, রাজা বিরাট তাঁর জন্মদিন উৎসবে গো-প্রদান করবেন। ওহে গোমিত্রক, গোপ বালক ও বালিকাদের বল।

গোমিত্রক—যেমন মাতুল আজ্ঞা করেন। গোরক্ষানিকা, ঘৃতপিণ্ড, স্বামিনি, বৃষভদত্ত, কুম্ভদত্ত, শীঘ্র তোমরা এস।

সকলে—মাতুল, নমস্কার জানাই।

বৃদ্ধগোপালক—আমাদের গোপ বালক ও বালিকাদের স্বস্তি হাক। মহারাজ বিরাটের জন্মবর্ষ উৎসবে গো-দান উপলক্ষ্যে নগরোপবনের পথে গোধনেরা আসুক। ততক্ষণ আমরা নাচি গাই।

সকলে—মাতুল যা আদেশ করেন। (সকলে নৃত্য শুরু করল)

বৃদ্ধগোপালক—বাঃ! বাঃ! সুন্দর গেয়েছ তোমরা। সুন্দর নেচেছ। আমিও কিছুক্ষণ নাচি।

সকলে—হায় হায় মাতুল! জোর ধুলো উড়ছে।

বৃদ্ধগোপালক—শুধুমাত্র ধুলো নয়, শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ভেসে আসছে।

সকলে—ধুলোর দ্বারা তাজা শতমণ্ডল সূর্য কিছুটা দেখা যায় না। দিনের বেলায় চাঁদ যেমন পাণ্ডুর দেখায় সেরূপ সূর্যকে দেখাচ্ছে ধুলো ঢাকা অবস্থায়।

গোমিত্রক—হায় হায় মাতুল, এখানে কয়েকটা লোক দধিপিণ্ডের ন্যায় সাদা ছাতা দেওয়া ঘোটক শকটিকাতে চেপে সমস্ত গোপালকদের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এরা চোর।

বৃদ্ধগোপালক—একি, একি! এখানে শর উড়ে পড়ছে। বালক-বালিকারা তোমরা ঘরে ঢুকে পড় তাড়াতাড়ি।

সকলে—মাতুল যা-বলেন।

বৃদ্ধগোপালক—হায় হায়! বন্ধ কর, বন্ধ কর। মার মার। ধর ধর। এ-ঘটনা মহারাজ বিরাটকে জানাব।

(তারপর ভটের প্রবেশ)

ভট—ওহে ওহে, মহারাজকে জানাও, মহারাজ বিরাটকে জানাও। চোরের কাজে রত হয়ে নিজেদের বিক্রমকে লুকিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা গাভীগুলোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে গোবৎসগুলো ছুটোছুটি করছে, গাভীগুলো অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, গোবৃষরা ভীতমুখে তাকিয়ে আছে, চারদিকে আর্তনাদে আকুল, গোকুল ভয়ানক বেদনাকুল হয়ে পড়েছে।

(নেপথ্যে)

কী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা হরণ করেছে ?

ভট—মহাশয়, ঠিক তাই।

(প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—ভাইদের যারা অপকার করে তাদেরই উপযুক্ত কাজ এটা। ধনুকগুলোকে সজ্জিত করে, মনিবন্ধ ও অঙ্গুলিতে আচ্ছাদন লাগিয়ে, দেহে বর্ম ধারণ করে, সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে, শক্তি মত্ত, যুদ্ধোদ্যত, প্রয়োগে নিপুণ এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা রাজার প্রতি শত্রুতার জন্য গোকুলকে নির্যাতন করছে। জয়সেন জন্মকালীন নক্ষত্রের উপাসনায় রত মহারাজকে অসময়ে এসব জানালে মহারাজ ক্রুদ্ধ হবেন। 'পুণ্যাহ অনুষ্ঠান' শেষ হলে তাঁকে জানাব।

ভট—মহাশয়, কাজটা অত্যন্ত জরুরী। শীঘ্র মহারাজকে জানান।

কাঞ্চুকীয়—আচ্ছা, জানাচ্ছি।

(তারপর রাজার প্রবেশ)

রাজা—হায়! কি লজ্জা, রথের শব্দের ভয়ে যাদের ছোট বাচ্চারা ব্যথা পেয়ে এখানে সেখানে পড়ে আছে, আমার সেই গাভীদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমার মাংসল চণ্ডলবলয়যুক্ত সিক্ত নির্লজ্জ হাত উৎকৃষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করে চলেছে।

(প্রবেশ করে)

ভট—জয় হোক, জয় হোক মহারাজের।

রাজা—আঃ; আবার মহারাজ শব্দের দরকার। আমার ক্ষত্রিয়ত্বের ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের সংবাদ সবিস্তর জানাও।

ভট—অপ্রিয় বিষয়গুলো সবিস্তর বলা চলে না। সংক্ষেপে এটা এই, রথের ধূলিতে গাভীদের গায়ের রঙ একই রকম হয়েছিল, চাবুকের আঘাতে তাদের গায়ে নানা রঙের দাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা—তাহলে শীঘ্র ধনুক নিয়ে এস, আমার রথ সাজাও, যার ভক্তি আছে সে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করুক। যুদ্ধক্ষেত্রে গাভীদের জন্য চেষ্টা করাটা বিফল নয়, সেখানে মৃত্যুও যশের কারণ, গাভীদের মুক্ত করতে পারলে আমাদের ধর্মলাভ হবে।

ভট—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—ওহে, দুর্যোধনের সঙ্গে আমার শত্রুতা কি ব্যাপারে ? ও বুঝেছি তার যজ্ঞে উপস্থিত হই নি বলে। কিভাবে যজ্ঞে উপস্থিত হব ? কীচকদের হত্যার জন্য আমরা চরম দুঃখের মধ্যে ছিলাম। অথবা আমার পাণ্ডবদের প্রতি গোপন ভালবাসা আছে বলে। যাই হোক, যুদ্ধ চালিয়ে যাব। হস্তিনাপুরে বাস করার জন্য ভগবান দুর্যোধনের স্বভাবচরিত্র জানে। অথবা (ভগবান), স্বীকার করি, দুর্যোধনের দোষ বলবে না, যার কাজ পড়েছে, যার প্রয়োজনে সে নিরলস হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—ভগবানকে তাহলে ডেকে আন। (নিষ্ক্রান্ত)

(তখন ভগবানের প্রবেশ)

ভগবান্—(চারিদিকে তাকিয়ে) ওহে, এটা কি ব্যাপার ! ভাল ভাল হাতিগুলোকে সাজান হয়েছে, ভাল ভাল ঘোড়াগুলোকে বর্ম পরান হয়েছে, রথে জোয়াল জোড়া হয়েছে, সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রসমেত প্রস্তুত। উদ্যোগ দেখে আমার পূর্বে কোন ভয় না লাগলেও এখন ভয় লাগছে। আমার নিজের কোন ভয় নেই, কারণ আমার বুদ্ধি স্থির—তারা কিন্তু অধীর।

রাজা—ভগবানের জয় হোক। ভগবন্—নমস্কার জানাই।

ভগবান্—মঙ্গল হোক।

রাজা—ভগবন্, অনুগৃহীত হলাম, এই যে আসন, উপবেশন কর।

ভগবান্—(উপবেশন করে) ওগো নৃপতি, কি জন্য উদ্যোগ ? মনে হয় রাজশ্রী সন্তুষ্ট থাকে না বলেই। গর্বোদ্ধতদের আপনি কি দমন করবেন আর নির্যাতিতদের আপনি কি মুক্ত করবেন ?

রাজা—ভগবন্ ! আমার গাভীগুলি চুরি গেছে এজন্য অপমানিত বোধ করছি।

ভগবান্—কে আপনার অপমান করল ?

রাজা—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা।

ভগবান্—(স্বগত) হায় কষ্ট ! এ সংসারে এক জাতি ও গোত্র মনীষীদের মনকেও যারা কষ্ট দেয় তারা (ধৃতরাষ্ট্রেরা) কলহপ্রিয়, তারা অপরাধ করেছে ; কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা যেন অপরাধ করেছি।

রাজা—ভগবন্ ! কি ভাবছ ?

ভগবান্—না কিছু না—আমি তাদের জন্য দুঃখিত।

রাজা—আজ থেকে তাদের পতন সুরু হবে। শক্তিশালী হয়েও যুধিষ্ঠির তাদের ক্ষমা করতে পারে, আমি কিন্তু করব না।

ভগবান্—(স্বগত) ভূমিতে পর্ণশয্যা, রাজ্যহানি, দ্রৌপদীর অবমাননা, অন্য বেশভূষা ধারণ ও পরের আশ্রিত হয়ে বাস করা সবই আজ প্রশংসনীয় ; কারণ আমার (ভীমসেনের) ক্ষমাশক্তি আজ প্রমাণিত হলো।

ভট—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—দুর্যোধন এখন কি করছেন ?

ভট—শুধু দুর্যোধন নন, পৃথিবীর সব রাজারা এসেছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, শল্য,

অঙ্গরাজ, শকুনি, কৃপ—সকলে এসেছেন। তাঁদের রথের ধ্বজার পতাকা রথের বেগে কম্পিত হওয়াতেই আমরা মরেছি, বাণের আঘাতে নয়।

রাজা—(উঠে অঞ্জলিবন্ধ হয়ে) কি, মাননীয় ভীষ্মও এসেছেন ?

ভগবান্—(স্বগত) তারা আক্রমণ করলেও ইনি শিষ্টাচার ভোলেন নি। (প্রকাশ্যে) কিজন্য কৌরবদের গুরুশ্রেষ্ঠ এসেছেন ? মনে হয় আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে একথা স্মরণ করাতে এসেছেন।

রাজা—এখানে কে আছে ?

(প্রবেশ করে)

ভট—মহরাজের জয় হউক।

রাজা—সারথিকে ডাক।

ভট—মহারাজ যা আজ্ঞা করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

সূত—(প্রবেশ করে) আয়ুষ্মান (নৃপতির) জয় হোক।

রাজা—শীঘ্র আমার রথ নিয়ে এস, যুদ্ধের অতিথি শ্লাঘ্য ভীষ্ম উপস্থিত। বাণাঘাতে ভীষ্মকে তুষ্ট করব, তাঁকে পরাজিত করার ইচ্ছাকে মনে স্থান দিচ্ছি না।

সূত—আয়ুষ্মান্ (নৃপতির) যা আদেশ। শত্রুদের সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে আপনার যে রথ পরিচিত সেই রথে চড়ে, রথ নিয়ে রণকৌশল দেখাতে কুমার উত্তর বেরিয়েছেন।

রাজা—কি, রাজপুত্র বাইরে গেছেন ?

ভগবান্—মহারাজ, কুমারকে নিষেধ করুন, নিষেধ করুন। (কুমার উত্তর) বয়সে ছেলেমানুষ, যুদ্ধের দোষ গুণ বিচার না করে সে যুদ্ধে ঔৎসুক্য দেখাবে। যুদ্ধের অগ্নি সমাপ্তির মুখে, নিকটবর্তী এমন কোন বস্তু নেই যাকে স্পর্শ না করবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কাউকেই ছাড়বে না। কোন ব্যক্তিকে ছোট করার জন্য যুদ্ধের দোষের কথা বলছি না।

রাজা—তাহলে শীঘ্র অন্য রথ নিয়ে এস।

সূত—আপনার যা আদেশ।

রাজা—অথবা এখানে এস।

সূত—আয়ুষ্মান্। আমি এখানে।

রাজা—তুমি কেন রাজপুত্রের (উত্তরের) রথ চালনা কর নাই, তোমাকে কি সে রথ চালনার নির্দেশ দেয় নি, তুমি কি রাজসারথি নও ?

সূত—মহারাজ, আপনি প্রসন্ন হন। রথ সজ্জিত করে সারথির মতো আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু কুমার পরিহাসের জন্য অথবা বৃহন্নলার রথচালনায় হয়তো কৌশল আছে বলে আমাকে বাদ দিয়ে বৃহন্নলাকে সারথি হিসাবে নিয়োগ করেছেন।

রাজা—কি! বৃহন্নলা!

ভগবান্—মহারাজ ভয় পাবেন না। বৃহন্নলা রথচক্রের উত্থিত ধূলোজালের পুঞ্জ সৃষ্টি করে রথ নিয়ে এগিয়ে গেছে। রথনেমির শব্দে বাণাঘাত ছাড়াই শত্রুদের বাধা দিয়ে বৃহন্নলার রথ তাদের জয় করবে।

রাজা—তাহলে শীঘ্র অন্য রথ নিয়ে এস।
সূত—আয়ুষ্মান্ যেমন আদেশ করেন।
ভট—(প্রবেশ করে) রাজপুত্রের রথ ভগ্ন হয়েছে।
রাজা—ভগ্ন কি রকম ?
ভট—শুনুন মহারাজ। যুদ্ধাভিজ্ঞ বহু শত্রুতে অশ্ব ও রথ ঘিরে ধরল। অশ্ব ও রথের ভিড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় শ্মশানাভিমুখী রথ ভগ্ন হলো।
ভগবান্—(স্বগত) ও বুঝেছি, সেখানে নিশ্চয়ই গাণ্ডীবী রয়েছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রথ যখন শ্মশানের দিকে মুখ করে ছিল তখন কোন অশুভ সূচিত হয়ে থাকবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যেখানে আছে সেটা তো শ্মশান হবেই।
রাজা—অসময়ে এসব সন্তোষের কথাবার্তায় ক্রোধ জন্মে।
ভগবান—ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি এর আগে কখনও মিথ্যে কথা বলি নি।
রাজা—তা বটে। ওহে, ব্যাপারটা গিয়ে দেখতো।
ভট—মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)
রাজা—হঠাৎ ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে নিমেষের মধ্যে নদীর স্রোতের মতো এ কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখ এটা কিসের শব্দ।
ভট—(প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। শ্মশানভূমিতে পৌঁছে অশ্বদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার পর রাজকুমার উত্তর—
ভগবান্—সে যেন আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না করে।
ভট—ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হাতিগুলোকে শত-বাণ বর্ষণে রক্তবর্ণ করা হয়েছে; এমন কোন ঘোড়া বা সৈনিক নেই যে শতবাণ প্রহারের চিহ্ন বহন করছে না। বাণ সমূহে সমাচ্ছন্ন রথগুলোর শব্দ বাণ প্রহারে স্তব্ধ হয় গেছে। পথগুলোতে প্রচুর বাণ পড়ে আছে। ধনুক অজস্র ধারায় শরনদী বর্ষণ করছে।
ভগবান্—(স্বগত) এই সেই অক্ষয় তূণীর বিশিষ্ট ধনু যা খাণ্ডববনে ইন্দ্রের যত বৃষ্টিধারা পতিত হয়েছিল তত বাণ প্রেরণ করেছিল।
রাজা—এখন শত্রুদের কি সংবাদ ?
ভট—আমি নিজে দেখি নি! সংবাদদাতারা বলছেন, দ্রোণ ধনুর শব্দে বুঝতে পেরেছেন এটি কার এবং তার ফলে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছেন, রথের ধ্বজে বাণকে প্রতিহত দেখে যুদ্ধ বৃথা ভেবে ভীষ্ম আর যুদ্ধ করছেন না; কর্ণ শরের আঘাতে আহত, অন্যান্য রাজারা ভাবছেন এসব কি? কিন্তু ভয় সত্ত্বেও যৌবনহেতু একাকী অভিমন্যু ভয়কে গ্রাহ্য করছেন না।
ভগবান্—কি, অভিমন্যু এসেছে? মহারাজ! অভিমন্যু কৌরব ও পাণ্ডব দুই বংশের তেজরূপ অগ্নি। সে যখন যুদ্ধ করছে তখন অন্য কোন সারথি পাঠান হোক, কারণ বৃহন্নলা বিবশ হয়ে পড়বে।
রাজা—না না এরকম বলবেন না। পরশুরামের বাণাঘাতে যার বর্ম ভিন্ন হয় নি, সেই ভীষ্মকে যিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্রশক্তিতে যিনি অস্ত্র প্রয়োগ করেন এমন দ্রোণকে ব্যর্থ করেছেন, কর্ণ ও জয়দ্রথকে রণভূমি থেকে যিনি ফিরিয়েছেন এবং অবশিষ্ট সেইসব প্রসিদ্ধ নৃপদের যিনি পরাজিত করেছেন, সেই বৃহন্নলা নিজের বাণসমূহের আঘাতে অভিমন্যুকে কি অভিমন্যুর পিতা অর্জুনের ভয়ে

আক্রমণ করবেন না ? তবে অভিমন্যুর সমীপবর্তী হয়ে সমবয়সী অভিমন্যুকে বন্ধুর মতো মনে করে রক্ষা করতে পারেন।

ভট—এই রাজপুত্রের পথ। বাধা পেলে চতুর্দিকে ঘোরে, বাধামুক্ত হলে ছুটে চলে। কাছে গেলে আক্রমণ করে না, অনিষ্টের চেষ্টা করে না। অন্য রথের নিকটে গিয়ে দ্রুত সরে পড়ে; রথচালনার বিষয়ে তাঁর রথ যেন উপদেশ দিয়ে চলে।

রাজা—যাও। পুনরায় দেখ কি ব্যাপার।

ভট—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক (বিরাটপতির জয় হোক। প্রিয় সংবাদ জানাচ্ছি মহারাজকে। গাভীদের আক্রমণ দমন করা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সরে পড়েছে।

ভগবান্—ইহা আপনার সৌভাগ্য সূচনা করছে।

রাজা—না না। ইহা আপনারই সাফল্য। রাজপুত্র এখন কোথায় ?

ভট—রাজপুত্র নিজের চোখে দেখা যোদ্ধাদের বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহকে পুস্তকে নিবন্ধ করছেন।

রাজা—সত্যই রাজপুত্র প্রশংশনীয় কার্যে রত হয়েছেন। প্রশংসনীয় ও বীরত্বপূর্ণ কার্যে রত হয়ে যুদ্ধে যোদ্ধা যদিও আহত হন তথাপি যথাসময়ে তাঁর প্রতি প্রদর্শিত সমাদর তাঁর বেদনাকে নিশ্চয় দূর করবে। এখন বৃহন্নলা কোথায় ?

ভট—প্রিয়সংবাদ জানানোর জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন।

রাজা—বৃহন্নলাকে আসতে বল।

ভট—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (প্রস্থান)

(তারপর বৃহন্নলার প্রবেশ)

বৃহন্নলা—(চিন্তিত অবস্থায়)

গাণ্ডীব ধনুতে গুণ চড়িয়েছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য কষ্ট হচ্ছিল বাণগুলোকে চালনা করতে হাতের মুষ্টি বেশ দৃঢ় হতে পারে নি, শরত্রাণ ব্যবহারে দক্ষতা ছিল না, যথাযোগ্য ভঙ্গি গ্রহণ করা হয় নি, স্ত্রীস্বভাব গ্রহণ করার জন্য অনভ্যাস হেতু জড়তা এসেছিল, কিন্তু পূর্বের পরিচয়ের জন্য নিজের বীরত্বকে ফিরে পেয়েছিলাম। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে রাজাদের মধ্যে ধনু চালনা করেছিলাম লজ্জার সঙ্গে; প্রচণ্ড শরবৃষ্টির মধ্যে সৈনিকরা যাতায়াত করছিল; ধুলো রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

ওহে গোধন ফিরে পেয়ে রাজার বিজয়লাভ ঘটালেও আমার মনে জয়ের আনন্দ নেই, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দুঃশাসনকে বেঁধে আমি বিরাট রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারি নি, (রাজকুমারী) উত্তরার ভালবাসার দান অলঙ্কার পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লজ্জা পাচ্ছি। অতএব বিরাট রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি! এই যে অগ্রজ যুধিষ্ঠির! যৌবনযুক্ত হয়েও ইনি শ্রেষ্ঠ-তপোবনে অভিরত তপস্বী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে রয়েছেন; নরাধিপ হয়েও ইনি ব্রাহ্মণের চরিত্রকে আশ্রয় করেছেন; রাজ্য চলে গেলেও এঁর সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে; (তপস্বিব্রাহ্মণের) ত্রিদণ্ড ধারণ করলেও ইনি নৃপতির দণ্ড ধারণ করেন নি।

(নিকটে গিয়ে) ওহে ভগবান্, প্রণাম গ্রহণ কর।

ভগবান্—কল্যাণ হোক।

বৃহন্নলা—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—রূপে কিছু যায় আসে না, বংশেও কিছু নয়, মহৎ ও নীচ সকলের মধ্যে কর্মই শোভা পায়। এই রূপকে (বৃহন্নলার নপুংসকবেশ) পূর্বে অবজ্ঞা করেছি, এই রূপকে পুনরায় সম্মান করছি। বৃহন্নলে, তুমি যদিও পরিশ্রান্ত, তথাপি তোমাকে আবার পরিশ্রম করাব। যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দাও।

বৃহন্নলা—শুনুন মহারাজ।

রাজা—তেজোদীপ্ত কার্য যুদ্ধ। সংক্ষেপেই বর্ণনা কর।

বৃহন্নলা—এখন শুনুন মহারাজ।

ভট—(প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—তোমার মধ্যে অভূতপূর্ব আনন্দ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বল, কি জন্য তুমি এত অধীর হয়ে উঠেছ?

ভট—অবিশ্বাস্য আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে, সুভদ্রাতনয় (অভিমন্যু) ধরা পড়েছে।

বৃহন্নলা—কিভাবে ধরা প্রড়ল? (স্বগত) আমি আজ আমাদের সৈন্যশক্তিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করেছি এবং সৈন্যদের সংখ্যা গণনা করেছি এবং তাকে (অভিমন্যুকে) যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি, তার সদৃশ বলশালী কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। কীচকেরা যখন নিহত তখন কে এই ব্যক্তি যে অভিমন্যুকে ধরার শক্তি রাখে।

ভগবান—বৃহন্নলা, কি ব্যাপার।

বৃহন্নলা—ভগবান্, আমি সেই অভিমন্যুর বিজেতাকে জানি না, তবে সে (নিশ্চয়) খুবই শিক্ষিত ও বলশালী, অথবা (অভিমন্যু) তার পিতা ও পিতৃদেবের ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য এ-রকম ধরা পড়তে পারে।

রাজা—কিভাবে সে ধরা পড়ল?

ভট—সে নির্ভয়ে রথের দিকে এগিয়ে গেল ও দুহাত দিয়ে (অভিমন্যুকে) রথ থেকে নামাল।

রাজা—সে কে?

ভট—মহারাজ যাকে রান্নাঘরের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

রাজা—রাজকুমার উত্তরের কাজ দেখুন। ভীষ্ম প্রভৃতি নৃপেরা আহত ও পরাজিত হয়েছে সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ধরা পড়েছে, এক কথায় উত্তর আজ কার্যত সমগ্র পৃথিবীকে জয় করেছে।

(তারপর ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীমসেন—জতুগৃহে যখন অগ্নিসংযোগ করা হলো, তখন মা ও ভাইদের নিজের হাতে ধরে সরিয়ে অন্যত্র পেঁছে দিয়েছিলাম। একাকী বালক অভিমন্যুকে রথ থেকে নামাতে আমার মা ভাইদের অন্যত্র সরানর জন্য প্রথমবারের পরিশ্রমের মতো মনে হয়েছে।

বৃহন্নলা—(একান্তে) মহাবলী ভীমসেন তাকে আলিঙ্গন করেছেন, ধরেন নাই। দূরে থেকে তাকে দেখেই আমাদের সন্তোষ লাভ ঘটেছে (প্রকাশ্যে) যুদ্ধকার্যরত সে আমাদের পুত্রস্নেহ লাভ করেছে।

রাজা—তাহলে সমাদর করে অভিমন্যুকে নিয়ে এস।

ভগবান্—মহারাজ, লোকে ভাববে, বিষ্ণু ও পাণ্ডবেরা যার অভিভাবক সেই অভিমন্যুকে আমরা ভয়ে সমাদর দেখাচ্ছি। অতএব তার প্রতি অসম্মান দেখানই ভাল।

রাজা—না না যাদবীর (সুভদ্রার) পুত্রের প্রতি অসম্মান দেখান ঠিক নয়—না সে যুধিষ্ঠিরের পুত্র, আমার পুত্র উত্তরের সমবয়সী, দ্রুপদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কুলগত, অতএব সে সম্পর্কে আমাদের নাতি, তার পক্ষে আমাদের জামাতা হওয়াটা বেশি দূরের ব্যাপার নয়, কারণ আমরা কন্যার পিতা, সে অতিথি, এজন্য সমাদরের বস্তু, পাণ্ডবেরা তাঁদের মহত্ত্বের জন্য আমাদের প্রিয়।

রাজা—এখন কে একে প্রবেশ করাবে?

ভগবান্—বৃহন্নলা একে প্রবেশ করাক।

রাজা—বৃহন্নলে, অভিমন্যুকে প্রবেশ করাও।

বৃহন্নলা—মহারাজের যেমন আদেশ। (স্বগত) বহুদিনের ঈপ্সিত এই কার্যভার পেয়েছি।

ভগবান্—(স্বগত) আজ এখন সে পুত্রকে দর্শন করুক, নির্জনে পুত্রকে দেখে তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করুক, তাদের আনন্দ স্বেচ্ছায় অশ্রুতে দ্রবীভূত হোক, কারণ আমার সম্মুখে পুত্রের ব্যাপারে অর্জুন লজ্জা অনুভব করে।

(তারপর অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু—এই ব্যক্তি কে? বিরাট বক্ষদেশ, উদরে ক্ষীণতা দেখা যাচ্ছে, স্কন্ধদ্বয় স্থির উন্নত, বিরাট ও প্রশস্ত, কটিদেশ ক্ষীণ। এক হস্তেই যিনি আমাকে এখানে এনেছেন তাঁর শক্তির আধিক্য থাকলেও আমার শরীরে কোন বেদনা হয় নি।

বৃহন্নলা—এদিকে এদিকে রাজপুত্র।

অভিমন্যু—আরেক জন, ইনি আবার কে?

রমণীসুলভ অযোগ্য অলংকারে সজ্জিত—যেন হস্তিনীর শোভারাশিতে হস্তিরাজ বিভূষিত হয়ে পরিধানে সামান্য দেখালেও তেজে বিরাট! এই ব্যক্তিকে উমার বেশ পরিহিত মহাদেবের মতো দেখাচ্ছে।

বৃহন্নলা—(একান্তে)—এখানে একে (অভিমন্যুকে) নিয়ে এসে অগ্রজ (ভীমসেন) কি কাজ করেছেন? প্রথম যুদ্ধেই পরাজিত এজন্য অভিমন্যুর অসম্মান ঘটেছে; প্রিয়পুত্রকে ছেড়ে সুভদ্রার অবস্থা শোচনীয়, অভিমন্যুকে পরাজিত করা হয়েছে বলে বাসুভদ্র (কৃষ্ণ) ক্রুদ্ধ হবেন। বেশি আর কি বলব, আপনার বাহুশক্তির অপচয় ঘটেছে।

ভীমসেন—ওহে অর্জুন।

বৃহন্নলা—হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো অর্জুনের পুত্র।

ভীমসেন—(একান্তে) অভিমন্যুকে ধরার জন্য (পরিণামে) যেসব বিপত্তি সেসব জানি। কিন্তু নিজের পুত্রকে শত্রুর হাতে রাখতে কেউই চায় না। বিষাদে নিমগ্ন দ্রৌপদী সন্তান ভালবাসে, দ্রৌপদী একে দেখতে পারবে—এজন্যই একে এখানে এনেছি।

বৃহন্নলা—(একান্তে) অগ্রজ, আমার কথা বলার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। আপনি একে কথা বলান।

ভীমসেন—আচ্ছা, ওহে অভিমন্যু!

অভিমন্যু—সত্যই অভিমন্যু।

ভীমসেন—আমার উপর এ ক্রুদ্ধ রয়েছে। তুমিই এর সঙ্গে কথা বল!

বৃহন্নলা—ওহে অভিমন্যু!

অভিমন্যু—কি রকম, কি রকম। এঁর কাছেও আমি অভিমন্যু? (অর্থাৎ আমাকে ইনিও অভিমন্যু বলে ডাকছেন) ওহে নীচজাতির লোকেরা ক্ষত্রিয়ের সন্তানদের নাম ধরে ডাকছে—এটা কি এখানকার শিষ্টাচার, অথবা যেহেতু ধরা পড়েছি সেজন্য এভাবে আমাকে অপমান করা হচ্ছে।

বৃহন্নলা—ওহে অভিমন্যু, তোমার মা ভাল আছেন তো?

অভিমন্যু—কি রকম, কি রকম! মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে! আপনি কি আমার ধর্মরাজ অথবা ভীমসেন অথবা ধনঞ্জয় যেজন্য পিতার মতো কর্তৃত্ব দেখিয়ে মায়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন?

বৃহন্নলা—অভিমন্যু, দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাল তো?

অভিমন্যু—কি তাঁকেও নাম ধরে ডাকা হচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, তিনি ভাল আছেন, তিনি নিশ্চয় আপনার নিকট আত্মীয়।

(উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন)

কি! এখন আমাকে অবজ্ঞার সাথে উপহাস করছেন!

বৃহন্নলা—না না উপহাস নয়! পার্থ (অর্জুন) যার জনক, জনার্দন (কৃষ্ণ) যার মাতুল সেই অস্ত্রবেত্তা যুবকের (অভিমন্যুর) যুদ্ধে পরাজয় কি যুক্ত হয়েছে?

অভিমন্যু—নিজের প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই, নিজেকে প্রশংসা করা আমাদের বংশের ধর্ম নয়। নিহতদের শরীরে প্রোথিত বাণগুলো দেখুন—সেগুলোয় আমার ছাড়া অন্য কারও নাম নেই।

বৃহন্নলা—(স্বগত) কুমার ঠিকই বলেছে। রথ, অশ্ব, বলশালী হস্তী ও যোদ্ধা পুরুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কুমারের বাণে বিদ্ধ হয় নি। আমিও বিদ্ধ হতাম যদি আমি রথকে অন্যদিকে পরিবর্তিত না করতাম। (প্রকাশ্যে) তোমার শুধু বাক্যেই বীরত্ব। কেন তবে তোমাকে পাদচারী সৈনিক ধরল?

অভিমন্যু—বিনা অস্ত্রে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন তিনি আমাকে ধরেছেন। অস্ত্রকে যিনি ত্যাগ করেছেন তাকে অর্জুনকে পিতা বলে স্মরণ করে কোন ব্যক্তি হত্যা করতে পারে?

ভীমসেন—অর্জুন সত্যই সৌভাগ্যবান্, (কারণ) সে নিজেই পুত্র ও পিতার উভয়ের যুদ্ধ সমূহে প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথা শুনেছে।

রাজা—তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর অভিমন্যু।

বৃহন্নলা—এখানে এখানে রাজপুত্র। এই যে মহারাজ। কুমার এগিয়ে এস।

অভিমন্যু—আহা, মহারাজ আবার কার? আমার কাছে ইনি মহারাজ নয়—এটা বিদ্রূপ।

বৃহন্নলা—না না (এরূপ ঠিক নয়)। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি রয়েছেন।

অভিমন্যু—কি ব্রাহ্মণের সঙ্গে? মহাশয়, প্রণাম নিন।

ভগবান্—এস এস পুত্র। বীরত্ব, ধৈর্য ও বিনয়, স্বজনে দয়া, মাধুর্য ধনুর্বিদ্যা দ্বারা জয় ও যুদ্ধে পরাক্রম—তোমার পিতার মধ্যে একত্রীভূত গুণসমূহকে তুমি লাভ কর। যোদ্ধার অবশিষ্ট চারটি গুণের যেটি তোমার ভাল লাগে সেটি লাভ কর।

অভিমন্যু—আমি অনুগৃহীত হলাম।

রাজা—এস এস বৎস। আমাকে অভিবাদন করছো না কেন? ও বুঝেছি, এই ক্ষত্রিয়কুমার নিশ্চয় গর্বিত। আমি এর গর্ব দূর করব। আচ্ছা কার কাছে এ ধরা পড়েছে?

ভীমসেন—মহারাজ, আমি ধরেছি।

অভিমন্যু—অস্ত্রহীন অবস্থায় ধরেছেন বলুন।

ভীমসেন—পাপ শান্ত হোক, শান্ত হোক। স্থূল ও কোমল স্কন্ধ যুক্ত দুই বাহুই আমার স্বাভাবিক অস্ত্র। সেই দুই বাহুকে অবলম্বন করেই আমি যুদ্ধ করতে পারি। দুর্বল লোকেরাই ধনু ব্যবহার করে।

অভিমন্যু—যাঁর বাহু এক অক্ষৌহিনী সেনা, যাঁর পরাক্রম কৃত্রিমতাশূন্য, আপনি কি আমার সেই মধ্যম পিতৃব্য কারণ আপনার বাক্য তাঁরই সদৃশ।

ভগবান্—বৎস, তোমার এই মধ্যম তাত কে?

অভিমন্যু—শুনুন। না, আমরা ব্রাহ্মণজনকে (এরূপভাবে) উত্তর দান করি না। ভাল হয় যদি অন্য কেউ কথা বলে।

রাজা—আচ্ছা, আচ্ছা। আমার কথার উত্তরে বল কে এই মধ্যম।

অভিমন্যু—শুনুন। যিনি নিজের বাহুকে (জরাসন্ধের) কণ্ঠে নিবন্ধ করে সেই (জরাসন্ধবধরূপ) দুষ্কর কর্ম করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও সেই অযোগ্য প্রমাণ করেছিলেন তিনিই মধ্যম তাত।

রাজা—নিন্দা করার জন্য আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ নই ররং তোমার ক্রোধে আমি প্রীতিলাভ করছি। যদি বলি, এখানে কেন আছ এখান থেকে যাও তাহলেও কি আমার অপরাধ হবে না?

অভিমন্যু—যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখান হয় তাহলে আমার বন্দী দশার উচিত শিষ্টাচার আমার পাদযুগলের প্রতি দেখান হোক। অর্থাৎ আমার চরণ শৃঙ্খলিত করা হোক। ভীম আমাকে হাত ধরে এখানে এনেছেন, তিনিই আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন।

(তারপর উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর—মিথ্যে কথাবার্তায় যাদের আস্থা তাদের (মুখে) মিথ্যে প্রশংসা বাক্য শুনলে কষ্ট হয়। এই (গো-গ্রহণ) যুদ্ধকে অবলম্বন করে তারা যখন আমাকে প্রশংসা করে তখন তাদের কথায় সম্মতি জানালেও মনে মনে আমি লজ্জা অনুভব করি। (কাছে গিয়ে) ভগবন্, আপনাকে প্রণাম জানাই।

ভগবান্—কল্যাণ হোক।

উত্তর—পিতঃ, আপনাকে প্রণাম জানাই।

রাজা—এস, এস বৎস ! দীর্ঘজীবী হও। বৎস, কীর্তির অধিকারী যোদ্ধৃপুরুষদের প্রতি সমাদর দেখান হয়েছে ?

উত্তর—হ্যাঁ, দেখান হয়েছে। (এখন) পূজ্যতমকে পূজা করা হোক।

রাজা—বৎস, কাহাকে ?

উত্তর—এখানে উপস্থিত পূজনীয় ধনঞ্জয়কে।

রাজা—কি ধনঞ্জয়কে ?

উত্তর—হ্যাঁ, ইনিই—শ্মশানভূমি থেকে ধনু ও অক্ষয়বাণ তূণীর গ্রহণ করে ভীষ্ম প্রভৃতি নৃপতিদের আহত ও পরাজিত করেছেন এবং আমাদের রক্ষা করেছেন।

বৃহন্নলা—মহারাজ ! প্রসন্ন হোন, এই উত্তর বয়সে ছেলেমানুষ, এজন্য বিভ্রান্ত। নিজে অস্ত্র প্রহার করে ও সমস্ত কাজ নিজে করে অন্যে সব করেছে ভাবছে।

উত্তর—আপনার সন্দেহ দূর করুন। এটা (এখন) প্রমাণিত করবে মণিবন্ধের মধ্যে গুপ্ত গাণ্ডীবধনুর জ্যা-র আঘাতে ক্ষত চিহ্ন যেটা বারো বৎসরের শেষেও মিলিয়ে যায় নি।

বৃহন্নলা—এই ক্ষতচিহ্ন হাতের বালার নড়াচড়ার জন্য হয়েছে। বালার চাপে হাতের বর্ণ পাল্টেছে, এই বিবর্ণতা এসে পৌঁছেচে মণিবন্ধ পর্যন্ত।

রাজা—কই দেখি তো !

বৃহন্নলা—মহাদেবের বাণের দ্বারা যার অঙ্গ চুম্বিত হয়েছে সেই অর্জুন যদি আমি হই তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে ইনি ভীমসেন ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠির।

রাজা—হে ধর্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, আপনারা কেন আমাকে বিশ্বাস করছেন না। আচ্ছা, আচ্ছা যথাসময়ে দেখা যাবে। বৃহন্নলা ! অন্তঃপুরে প্রবেশ কর।

বৃহন্নলা—মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন।

ভগবান্—না, না, অর্জুন প্রবেশ করো না। আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে।

অর্জুন—অগ্রজ, যেমন আদেশ করেন।

রাজা—বীর, সত্যাশ্রয়ী, প্রতিজ্ঞা রক্ষণে রত পাণ্ডবদের বাসের জন্য আমার রাজকুল, পাপবিমুক্ত হয়েছে।

অভিমন্যু—এঁরা তাহলে আমার পূজ্য পিতৃগণ। সেজন্যই আমি নিন্দা করলেও তাঁরা ক্রুদ্ধ হন নি, হাসতে হাসতে আমাকে নিন্দা করছিলেন। গো-গ্রহণ অবশেষে কি সৌভাগ্যই না এনেছে, যার জন্য আমি পিতৃগণকে দেখতে পেয়েছি। (ভীমসেনের প্রতি) হে পিতৃব্য, অজ্ঞান হেতু আমি যে পূর্বে আপনাকে অভিবাদন করি নি। সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

ভীমসেন—এস, এস বৎস ! পিতার ন্যায় তোমার পরাক্রম হোক। বৎস ! পিতাকে অভিবাদন কর।

অভিমন্যু—পিতঃ, আপনাকে অভিবাদন করি।

অর্জুন—এস এস বৎস। পুত্রের গাত্রকে আলিঙ্গন যেটা হৃদয়কে আহ্লাদিত করে, সেটা এতদিন প্রবাসে থাকায় দুর্লভ ছিল। বার বৎসর পর আবার তা লাভ করেছি। বৎস, বিরাটপতিকে অভিবাদন কর।

অভিমন্যু—আমি অভিবাদন করি।

রাজা—এস এস বৎস। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য লাভ কর, ভীমের শক্তি লাভ কর, অর্জুনের

দক্ষতা লাভ কর, মাদ্রীপুত্রযুগলের কান্তি ও সুরূপতা লাভ কর এবং জগতের প্রিয় কৃষ্ণের কীর্তি লাভ কর। (স্বগত) উত্তরার সঙ্গে (অর্জুনের) মেলামেশার জন্য চিন্তিত। কি আর করি। আচ্ছা, পেয়েছি। কে এখানে।

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—জল আন তো।

ভট—মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ করে) এই যে জল।

রাজা—অর্জুনের গো-গ্রহণের বিজয় পণ হিসাবে উত্তরাকে গ্রহণ করুন।

ভগবান্—এখানে আমাদের মাথা নীচু হচ্ছে।

অর্জুন—কেন আমার চরিত্রকে কি পরীক্ষা করা হচ্ছে? মহারাজ, আপনার অন্তঃপুরের সকলেই আমার প্রিয় আমি সকলকেই মায়ের মত শ্রদ্ধা করে এসেছি। আপনি উত্তরাকে যখন দান করেছেন তখন তাহাকে পুত্রের জন্য গ্রহণ করছি।

ভগবান্—এখন মাথা উঁচু হলো।

রাজা—অর্জুন সংগ্রামী বীরগণের মধ্যে যথার্থ চরিত্র গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, এখন সে অন্তঃপুরবাসের যোগ্য কার্য সম্পাদন করেছে। আজই প্রশস্ত নক্ষত্র—আজই এর বিবাহ হোক্

যুধিষ্ঠির—বেশ, বেশ, পিতামহের কাছে উত্তরাকে পাঠাই।

রাজা—আপনাদের যেমন অভিরুচি। ধর্মরাজ, বৃকোদর, ধনঞ্জয়। এদিকে, এদিকে আপনারা আসুন।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

।। দ্বিতীয়াঙ্কের অবসান ।।

×××××××××××× তৃতীয় অঙ্ক ××××××××××××

(ভটের প্রবেশ)

ভট—ওহে, ওহে, আচার্য দ্রোণ প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণকে জানাও এখানে নারায়ণের সুদর্শন চক্রের ভয়কে দূর করে তাদের মত আত্মীয় স্বজনের কথা চিন্তা না করে কারা অভিমন্যুকে হরণ করেছে, ধনুর্ধারণ করেও কুরুরা কিছু করতে পারে নি, (কুরুদের) লজ্জা পাওয়া উচিত।

(তারপর ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ—সারথি, বল বল যুদ্ধে পটু আমার শিষ্যের (অর্জুনের) পুত্রকে কে অপহরণ করেছে? কেই বা দৈববলযুক্ত আমার শরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়? আমাকে বল, আমি সেখানে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, অস্ত্র বা সেনাকে আমার প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাব।

ভীষ্ম—সারথি, বল বল যুদ্ধে পরাজয় ঘটলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের অভিজ্ঞতা না থাকার দোষে, তারুণ্যবশত বিলম্ব করায় কে একে হস্তীর দল চলে গেলে হস্তিশিশুর মত বন্দী করেছে?

(তারপর দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ)

দুর্যোধন—সারথি, বল বল কে অভিমন্যুকে অপহরণ করেছে। আমিই একে মুক্ত করে আনব।
আমার সংগে এর (অভিমন্যুর) পিতৃগণের জ্ঞাতি-বিরোধ। দোষদর্শীরা এজন্য আমাকে দোষ দেবে বস্তুত অভিমন্যু প্রথমে আমার পুত্র, পরে পাণ্ডবদের পুত্র। জ্ঞাতিকুলে বিবাদ দেখা দিলেও বংশের ছেলেদের এজন্য কোন অপরাধ নেই।

কর্ণ—অত্যন্ত স্নেহের সংগে আপনার যোগ্য কথা বলেছেন গান্ধারীপুত্র দুর্যোধন। বাল্যভাববশত আপনাকে আপন জন মনে করে আপনার প্রিয় সাধনে রত সে অভিমন্যু যেন যুদ্ধে বিপদাপন্ন না হয়। আমরাও অভিমন্যুকে রক্ষা করি নি। ধনু ত্যাগ করে আমাদের বল্কল গ্রহণ করা উচিত।

শকুনি—অভিমন্যুর রক্ষক অনেকেই আছেন। সে মুক্ত এটাই ধরে নাও। কারণ এই অভিমন্যু অর্জুনের পুত্র, এ-কথা জানতে পেরে বিরাট স্বয়ং দামোদরকে স্মরণ করে রণাংগনে অপমানিত অভিমন্যুকে ছেড়ে দেবেন; প্রলম্বাসুরের নিহন্তা ক্রোধকম্পিত হলধারী বলরামের ভয়ে ভীত বিরাট কর্তৃক সে নিশ্চয়ই মুক্ত হবে। মহাবলী ভীমসেনও বলশালী শত্রুদের ধ্বংস করে অভিমন্যুকে এখানে নিয়ে আসবে।

দ্রোণ– বল বল কিভাবে অভিমন্যু ধরা পড়লো? অভিমন্যুর রথ কি ভেংগে গিয়েছিল? না অশ্বগুলি চকিত হয়েছিল? না ভূতল রথচক্রকে ধারণ করতে পারে নি? তূণীরের শর কি নিঃশেষ হয়েছিল, তুমি সারথি হিসাবে কি দক্ষ ছিলে না, ধনুকের জ্যাবন্ধ ছিন্ন হওয়ায় ধনুক কি কার্যকর ছিল না? এইসব বিপদ যুদ্ধের মধ্যে রথীদের দুর্ভাগ্যবশত ঘটে থাকে। শত্রুদের বাণসমূহের দ্বারাও সে পরাজিত হতে পারে; কিন্তু সে যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেছে।

সূত— আয়ুষ্মন্! ধনুর্বিদ্যা বড় কঠিন ও বিপদসংকুল আপনি কি তা জানেন না? আপনি যেসব বিপদের কথা বলেছেন সেসব কিছু ঘটেনি। অভিমন্যু মহারথী, বহুপ্রকার বাণে সজ্জিত ছিল। দীপ্ত বহ্নিচক্রের মতো ছিল আমার রথের বেগ। কোন এক পাদচারী অগ্রসর হয়ে অভিমন্যুকে তুলে নিয়েছিল!

সকলে—কি, পাদচারী তুলে নিয়েছিল? কি রকম সে পাদচারী?

সূত—তার রূপ? তার বীরত্ব? কোন্‌টির কথা বলবো?

ভীষ্ম– স্ত্রীলোকদের রূপ সম্বন্ধে বলা হয়। পুরুষদের বীরত্ব সম্বন্ধে বলা হয়। অতএব এর পরাক্রম সম্বন্ধে বল।

সূত—আয়ুষ্মন্!

দুর্যোধন—তুমি গর্বোদ্ধত বাক্যে কেন তার স্তুতি করছো? যদি সে বেগে পবনও হয় তবু তুমি বল, আমি ভীত নই।

সূত—মহারাজ, আপনি শুনুন। সে পদচারী বেগে অশ্বদের পরাজিত করে রথে স্থিত যোদ্ধার আসনে হাত রাখল। রথের অশ্বরা গ্রীবা প্রসারিত করে রইল, রথ সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে গেল।

ভীষ্ম—তাহলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দাও।

সকলে—কেন ?

ভীষ্ম—যদি হাতের জোরে রথের গতি হরণ করা হয়ে থাকে তাহলে অভিমন্যু ভীমসেনের অংকগত এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বে দ্রৌপদীকে হরণ করে জয়দ্রথ যখন যাচ্ছিল তখন পাদচারী ভীমসেন (জয়দ্রথকে) এইভাবেই পরাজিত করেছিল।

দ্রোণ—ভীষ্ম ঠিকই বলেছেন। বাল্যাবস্থায় (অস্ত্রশিক্ষার) সময় থেকেই আমি তার গতিবেগ জানি। শরের বিদ্যালয়ে সে (ভীমসেন) কর্ণ পর্যন্ত গুণ টেনে যখন বাণ ছেড়ে দিত তখন আমি এর (বাণের) অগ্রভাগ শিথিল বলতাম, তার মস্তক কম্পিত হয়েছে। বাণের তুল্য গতিতে ছুটে গিয়ে বাণ তখনও লক্ষ্যভেদ করে নি এমন অবস্থায় তা ধরে ফেলত।

শকুনি—হায়, কি হাসির কথা। জগতে কি বলবান্ অন্য কেউ নেই ? লোকে প্রিয়জনদের বিষয়েই সব কিছু বলে। আপনারা সকলে কি সমগ্র জগৎটাকে পাণ্ডবময় দেখছেন ?

ভীষ্ম—ওহে গান্ধাররাজ, সবকিছু অনুমানে বলা হচ্ছে। আমরা যুদ্ধে যাই অস্ত্র ধনু গ্রহণ করে ও রথে আরোহণ করে। মাত্র—দুজন বলরাম ও ভীমসেন যান (তাদের) দুবাহুকে সম্বল করে।

শকুনি—আমরা যদিও যুদ্ধপ্রিয় তথাপি অতর্কিতে মাত্র একজন আমাদের পরাজিত করেছে। অনেকে সেই উত্তরকেও অর্জুন বলবে।

দ্রোণ—ওহে গান্ধাররাজ, এ বিষয়েও কি আপনার সন্দেহ ? উত্তর কি যুদ্ধে বৃষ্টিহীন মেঘের বজ্রধ্বনির মতো গর্জনকারী ধনুক আকর্ষণ করেছিল ? উত্তর কি বাণের দ্বারা তাপ হরণ করে মুহূর্তের মধ্যে সূর্যকে আবৃত করতে পেরেছিল ?

ভীষ্ম—দুর্যোধন, আমি স্পষ্ট কথাই বলি তুমি জান নিশ্চয়—শর চালনার সঙ্গে এবং ধনুর জ্যারূপ জিহ্বা থেকে যে বাণসমূহ নির্গত হচ্ছিল তাদের পালকে লেখা নাম থেকেই জানা যায় অর্জুনই বাণগুলোকে প্রেরণ করেছিল। তুমি কি এটা শুনতে পাওনি ?

(প্রবেশ করে)

সূত—আয়ুষ্মান্ আপনার জয় হোক। শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম—কি জন্য ?

সূত—(এই শান্তিকর্ম) আপনার সর্বপ্রথম করা উচিত কারণ আপনার রথের ধ্বজা বাণের দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছে। এই বাণ কারও হবে, পালকে লেখা আছে।

ভীষ্ম—নিয়ে এস। (সূত নিয়ে এল)

ভীষ্ম—(গ্রহণ করে ও নিরীক্ষণ করে) বৎস, শকুনি, আমার দৃষ্টিশক্তি বার্ধক্যে ক্ষীণ। কার এ-বাণ পড়ে শোনাও।

শকুনি—(গ্রহণ করে ও নাম পাঠ করে) (এ বাণ) অর্জুনের ! (ভূমিতে নিক্ষেপ করল, বাণ দ্রোণাচার্যের পায়ের উপর পড়ল)

দ্রোণ—(বাণ গ্রহণ করে) এস, এস বৎস। এই বাণ আমার শিষ্য অর্জুন গঙ্গাপুত্র

মস্তক বন্দনা করার জন্য ক্ষেপণ করেছিল। এখন এ-বাণ ক্রমানুযায়ী আমাকে বন্দনা করার জন্য ভূমিতে পতিত হয়েছে।

শকুনি—বাণরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন কিছু বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে-যোদ্ধা এ বাণ নিক্ষেপ করেছে তার নাম অর্জুন হতে পারে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে স্বয়ং উত্তরের লিখিত (কোন প্রমাণ) দেখান হোক।

দুর্যোধন—তাদের (পাণ্ডবদের) অর্দ্ধরাজ্য দেওয়ার ব্যাপারে যে-কথা বলেছি সেটা মিথ্যা বলা হতে পারে। যদি যুধিষ্ঠিরের দেখা পাই (পাণ্ডবদের) অর্দ্ধ রাজ্য দান করব।

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক। বিরাটনগর থেকে দূত এসেছে।

দুর্যোধন—তাকে নিয়ে এস।

ভট—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(তারপর উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর—যদিও পথ অল্প, অশ্বগুলোও অত্যন্ত বেগবান, তবু রথে আসতে পথে বিলম্ব হয়েছে। কুন্তীপুত্র অর্জুনের বাণের আঘাতে নিহত হস্তী চতুর্দিকে পড়ে আছে, এজন্য উঁচুনীচু জায়গায় অশ্বগুলো কষ্টে অগ্রসর হয়েছে। (প্রবেশ করে কৃতাঞ্জলিবন্ধ অবস্থায়) শুনুন, শুনুন, দ্রোণাচার্য পিতামহ প্রমুখ সমস্ত রাজমণ্ডলকে প্রণাম জানাই।

সকলে—পরমায়ু লাভ কর।

দ্রোণ—মাননীয় বিরাটরাজ কি বলেন?

উত্তর—বিরাটরাজ আমাকে পাঠান নি।

দ্রোণ—তবে কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

উত্তর—পূজ্যপাদ যুধিষ্ঠির।

দ্রোণ—ধর্মরাজ কি বলেছেন?

উত্তর—শুনুন। তিনি বলেছেন উত্তরাকে পুত্রবধূ হিসাবে পেয়েছি, রাজমণ্ডলের অপেক্ষায় আছি। সেখানে (হস্তিনাপুরে) নাকি এখানে (বিরাটনগরে) বিবাহনুষ্ঠান হবে বা কোথায় বিবাহনুষ্ঠান হবে?

শকুনি—সেখানেই অর্থাৎ বিরাটনগরে হোক, সেখানেই হোক।

দ্রোণ—এইজন্যই আমাদের এখানে আনা হয়েছে, পঞ্চরাত্র ও এখন অতিক্রান্ত হয় নি। ধর্মের সঙ্গে যে-ভিক্ষা প্রার্থনা করেছি ধর্মের সঙ্গেই সে ভিক্ষা দান করা হোক।

দুর্যোধন—ভাল কথা, পূর্বে যেরূপ বলেছি সেই অনুযায়ী পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য দান করছি। মৃত্যু (অনিবার্য হলেও) সকল মানুষ যথার্থতা, নিত্য সত্যে অবিচল থাকে।

দ্রোণ—যাক্, আমরা সকলে প্রসন্ন, আমাদের কুলের সন্তানদের বৃদ্ধি ঘটেছে। রাজশ্রেষ্ঠ আমাদের সমগ্র এই পৃথিবীকে শাসন করুন।

(সকলে নিষ্ক্রমণ করলেন)

তৃতীয়াঙ্কের সমাপ্তি

।। পঞ্চরাত্রম্ নাটক সমাপ্ত ।।

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অঙ্ক

দ্রোণ—দ্রোণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ, মেঘ ও কাকের বিশেষণরূপে 'দ্রোণ' শব্দের প্রয়োগ। যেমন—দ্রোণ কাক, দ্রোণ মেঘ। প্রথম শ্লোকে দ্রোণ শব্দটি কৃষ্ণের বিশেষণ।

আর্য্যমিশ্র—প্রশস্ত আর্য, অর্থাৎ বিশিষ্ট ভদ্রলোক। শব্দটি অস্বপদবিগ্রহ নিত্য সমাসের উদাহরণ।

মাণবক—ছোট ছেলে। 'বালস্তু স্যান্মানবকঃ' —অমরকোষঃ'

অবভৃথ—একদিন সাধ্য সোমযাগের সমাপ্তির পর দিনের শেষে স্নান।
'দীক্ষান্তোঽবভৃথঃ' —অমরকোষঃ।

চৈত্যাগ্নি—চৈত্য শব্দের অর্থ 'পবিত্র স্থান'। পবিত্র স্থানে স্থাপিত অগ্নি, চৈত্যাগ্নি। চৈত্যাগ্নি সাধারণত যজ্ঞাগ্নিকে বুঝায়। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নির প্রত্যেকটিই চৈত্যাগ্নি। চৈত্যাগ্নি ব্যতীত অন্য অগ্নি, লৌকিকাগ্নি।

প্রাগ্বংশ—পূর্বদিকে মুখ যে যজ্ঞগৃহের। যজ্ঞমণ্ডপের যে-অংশের মুখ প্রাক্ বা পূর্বদিকে তাহা প্রাগ্বংশ বা প্রাগ্বংশশালা। অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী প্রাগ্বংশ শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন—'প্রাগ্বংশঃ পত্নীশালাখ্যঃ অগ্নিশালায়াঃ প্রাচ্যো ভাগঃ'।

ক্ষুপ—শব্দটির অর্থ ছোট গাছ। 'হ্রস্ববৃক্ষঃ ক্ষুপঃ' —অমরকোষঃ।

রূপ্য—এই শব্দটির অর্থ রূপা, সোনা ও সাধারণভাবে অর্থ বা টাকাকড়ি।

গান্ধারীমাতঃ—ভাস তাঁহার বহু নাটকে এইরূপ সম্বোধন পদ ব্যবহার করেছেন—যেমন কৌশল্যামাতঃ (রামচন্দ্রকে সম্বোধন) তেমনি সুমিত্রামাতঃ, কৈকেয়ীমাতঃ, যাদবীমাতঃ কাশেলীমাতঃ। মহাভারতেও বনপর্বে ১৮০।২ শ্লোকে কুন্তীমাতঃ পদ সম্বোধন পদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অপস্তোতুম্—অপপূর্বক স্তু ধাতুর মানে নিন্দা করা।

সভাজয়িষ্যতি—সম্মান দেখাবে। সভাজন শব্দের মানে সম্মাননা।

পূর্বজিহ্মতাম্—পূর্বেকার জিহ্মতা বা কুটিলতা।

আর্জববুদ্ধে—হে সরলমতি মানুষ। ঋজু বা সরলের ভাব আর্জব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বর্ষবর্দ্ধন—ইহা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জন্মদিনে এই অনুষ্ঠান করলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

পক্কণ—এখানে গোপালকের গৃহ। পদ্যেতে অম্মিন্নিতি পক্কণঃ। পক্কণঃ শবরালয়ঃ (অমরকোষ)।

কাঞ্চুকায়—ভাসের নাটকে কঞ্চুকীকে সবসময় কাঞ্চুকীয় বলা হয়েছে। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্‌ প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্‌, অভিষেকঃ ইত্যাদি নাটকে কাঞ্চুকীয় শব্দটি 'কঞ্চুকীর' পরিবর্তে প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্বকার্যে কুশল ব্রাহ্মণের গুণাবলী যাঁর আছে সেইরূপ অন্তঃপুরে বিচরণকারী বৃদ্ধকে 'কঞ্চুকী' এই পরিচয়ে পরবর্তী নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজান্তঃপুরে বিচরণকারী এইরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুক বা লম্বা জামা পরিধান করতেন বলে তাঁর নাম কঞ্চুকী।

ভট—সৈনিক। রাজার আজ্ঞাবাহী।

সূত—সারথি। ইনি রথারূঢ় যোদ্ধাকে আয়ুষ্মন্‌ বলে সম্বোধন করবেন এই হ'লো নাট্যনিয়ম।

কৃতপরিকরা—বদ্ধপরিকরাঃ যুদ্ধয়সজ্জীভূতা। পরিকর শব্দের অর্থ এখানে কোমর। যুদ্ধের জন্য যারা কোমর বেঁধেছে।

অবজিতম্‌—হৃতদ্রব্যকে পুনরায় জয় করে বা ফিরিয়ে আনাকে 'অবজয়' বলে। গো-গ্রহণ অবজিত অর্থাৎ কৌরবরা যে-গোধনকে হরণ করেছিল তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

অপবার্য—নাট্যনিয়মের একটি পারিভাষিক শব্দ। অন্যে যাতে শুনতে না পায় সেভাবে একান্তে কাউকে কিছু বলা। 'রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্যাপবারিতম্‌'—সাহিত্যদর্পণ।

পরিহার্য—হাতের বালা। 'আবাপকঃ পরিহার্যঃ কটকো বলয়োঽস্ত্রিয়াম্‌' অমরকোষঃ

গোধা—বাণের আঘাত থেকে হাতকে রক্ষা করার জন্য যোদ্ধা যে চামড়ার আস্তরণ ব্যবহার করতো।

তৃতীয় অঙ্ক

অপস্কর—পাণিনির সূত্রে—'অপস্কর' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে—'অপস্করো রথাঙ্গম্‌'। এখানে অর্থ—রথস্থ পুরুষের আসন স্থান।

অপরাধ্যন্তি—দুর্যোধনের বক্তব্য—পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সেই বিরোধজনিত ক্রোধ পাণ্ডব সন্তান অভিমন্যুকে স্পর্শ করতে পারে না। এই কিশোর বীর, ক্রোধের পাত্র নয়—আদরের পাত্র। এই উক্তিতে দুর্যোধনের উদারতা, কর্তব্যবোধ ও স্নেহশীলতা সবকিছুই ব্যক্ত হয়েছে।

প্রলম্বমথনাৎ—বলরাম প্রলম্ব নামক এক দৈত্যকে নিহত করেছিলেন। এই জন্য বলরামের আর এক নাম 'প্রলম্বমথন'।

হলায়ুধঃ—বলরামের অস্ত্র; হলম্‌ আয়ুধং যস্য—তাই তিনি হলায়ুধ হলধর প্রভৃতি নামে খ্যাত।

অনুবাচ্য—পাঠ ক'রে।

পঞ্চরাত্রম্

অথ প্রথমোঽঙ্কঃ

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ— দ্রোণঃ পৃথিব্যর্জুন ভীমদূতো
যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য।
দুর্যোধনো ভীষ্মযুধিষ্ঠিরঃ স
পায়াদ্ বিরাডুত্তরগোঽভিমন্যুঃ ॥১॥

(পরিক্রম্য) এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ি কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ এব শ্রূয়তে। অঙ্গ! পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

অহো কুরুরাজস্য যজ্ঞসমৃদ্ধিঃ!

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

সর্বৈরন্তঃপুরৈঃ সার্ধং প্রীত্যা প্রাপ্তেষু রাজসু।
যজ্ঞো দুর্যোধনস্যৈষ কুরুরাজস্য বর্ততে ॥২॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশন্তি ব্রাহ্মণাস্ত্রয়ঃ)

সর্বে—অহো! কুরুরাজস্য যজ্ঞসমৃদ্ধিঃ।

প্রথমঃ—ইহ হি,

দ্বিজাচ্ছিষ্টৈরন্নৈঃ প্রকুসুমিতাকাশা ইব দিশো
হবির্ধূমৈঃ সর্বে হৃতকুসুমগন্ধাস্তরুগণাঃ।
মৃগৈস্তুল্যা ব্যাঘ্রা বধনিভৃতসিংহাশ্চ গিরয়ো
নৃপে দীক্ষাং প্রাপ্তে জগদপি সমং দীক্ষিতমিব ॥৩॥

দ্বিতীয়ঃ—সম্যগ্ ভবানাহ।

তৃপ্তোঽগ্নির্হবিষামরোত্তমসুখং তৃপ্তা দ্বিজেন্দ্রা ধনৈ
স্তৃপ্তাঃ পক্ষিগণাশ্চ গোগণযুতাস্তে তে নরাঃ সর্বশঃ।
হৃষ্টং সম্প্রতি সর্বতো জগদিদং গর্জন্নৃপে সদ্গুণৈ
রেবং লোকমুদারুরোহ সকলং দেবালয়ং তদ্গুণৈঃ ॥৪॥

তৃতীয়ঃ—ইমেঽত্রভবন্তো দ্বিজাতয়ঃ,

রাজ্ঞাং বেষ্টনপট্টঘৃষ্টচরণাঃ শ্লাঘ্যপ্রভূতশ্রবা
বার্ধক্যেঽপ্যভিবর্ধমাননিয়মাঃ স্বাধ্যায়শূরৈর্মুখৈঃ।
বিপ্রা যান্তি বয়ঃ প্রকর্ষশিথিলা যষ্টিত্রিপাদবিক্রমাঃ
শিষ্যস্কন্ধনিবেশিতাঞ্চিতকরা জীর্ণা গজেন্দ্রা ইব ॥৫॥

সর্বে—ভো ভো মাণবকাঃ। ভো ভো মাণবকাঃ অনবসিতেঽবভৃথস্নানে ন খলু তাবদগ্নিরুৎস্রষ্টব্যো ভবদ্ভিঃ।

প্রথমঃ—হা ধিগ্, দর্শিতমেব তাবদ্ বটুচাপলম্।

এষা দীপ্তৈকরূপা কনকময়ভুজেবাভাতি বসুধা
চৈত্যাগ্নির্লৌকিকাগ্নিং দ্বিজ ইব বৃষলং পার্শ্বে ন সহতে।
নাত্যর্থং শ্লিষ্টপৃষ্ঠা হরিতকুশতয়া বেদী পরিবৃতা
প্রাগ্বংশং চৈষ ধূমো গজ ইব নলিনীং ফুল্লাং প্রবিশতি ॥৬॥

দ্বিতীয়ঃ—এবমেতদ্,

অগ্নিরগ্নিভয়াদেষ ভীতৈর্নির্বাস্যতে দ্বিজৈঃ।
কুলে ব্যুৎক্রান্তচারিত্রে জ্ঞাতির্জ্ঞাতিভয়াদিব ॥৭॥

তৃতীয়ঃ— শকটী চ ঘৃতপূর্ণা সিচ্যমানাপি বারিণা।
নারীবোপরতাপত্যা বালস্নেহেন দহ্যতে ॥৮॥

প্রথমঃ— সম্যগ্ ভবানাহ—
এতাং চক্রধরস্য ধর্মশকটীং দগ্ধুং সমভ্যুদ্যতো
দর্ভে শুষ্যতি নীলশাদ্বলতয়া বহ্নিঃ শনৈর্বামনঃ।
বাতেনাকুলিতঃ শিখাপরিগতশ্চক্রং ক্রমেণাগতো
নেমীমণ্ডল মণ্ডলীকৃতবপুঃ সূর্যায়তে পাবকঃ ॥৯॥

দ্বিতীয়ঃ—ইদমপরং পশ্য,

বল্মীকমূলাদ্ দহনেন ভীতা
স্তৎকোটরৈঃ পঞ্চ সমং ভুজঙ্গাঃ।
সমং বিপন্নস্য নরস্য দেহাদ্
বিনিঃসৃতাঃ পঞ্চ যথেন্দ্রিয়াণি ॥১০॥

তৃতীয়ঃ—ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ,

দহ্যমানস্য বৃক্ষস্য সানিলেন মখাগ্নিনা।
কোটরান্তরদেহস্থাঃ খগাঃ প্রাণা ইবোদ্গতাঃ ॥১১॥

প্রথমঃ—এবমেতৎ,

শুষ্কেনৈকেন বৃক্ষেণ বনং পুষ্পিতপাদপম্।
কুলং চারিত্রহীনেন পুরুষেণেব দহ্যতে ॥১২॥

প্রথমঃ—ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ।

বনং সবৃক্ষক্ষুপগুল্মমেতৎ
প্রকামমাহারমিবোপভুজ্য।
কুশানুসারেণ হুতাশনোঽসৌ
নদীমুপস্প্রষ্টুমিবাবতীর্ণঃ ॥১৩॥

দ্বিতীয়ঃ—এষ এষঃ,

গতো বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং বিততকুশচীরেণ দহনঃ
কদল্যা বিশ্লিষ্টং পততি পরিণামাদিব ফলম্।

অসৌ চাগ্রে তালো মধুপটলচক্রেণ মহতা
চিরং মূলে দগ্ধঃ পরশুরিব রুদ্রস্য পততি ।।১৪।।

তৃতীয়ঃ—হন্ত সৎপুরুষরোষ ইব প্রশান্তো ভগবান্ হুতাশনঃ ।
এতদগ্নের্বলং নষ্টমিন্ধনানাং পরিক্ষয়াৎ ।
দানশক্তিরিবার্যস্য বিভবানাং পরিক্ষয়াৎ ।।১৫।।

প্রথমঃ— স্রুগ্ভাণ্ডমরণীং দর্ভানুপভুঙ্‌ক্তে হুতাশনঃ ।
ব্যসনিত্বান্নরঃ ক্ষীণঃ পরিচ্ছদমিবাত্মনঃ ।।১৬।।

দ্বিতীয়ঃ— অবনতবিটপো নদীপলাশঃ
পবনবশাচ্চলিতৈকপর্ণহস্তঃ ।
দবদহনবিপন্নজীবিতানা—
মুদকমিবৈষ করোতি পাদপানাম্ ।।১৭।।

তৃতীয়ঃ—তদাগম্যতাম্ । বয়মপি তাবদুপস্পৃশামঃ ।
উভৌ—বাঢ়ম্ ।

(সর্বে উপস্পৃশ্য)

প্রথমঃ—অয়ে অত্র ভবান্ কুরুরাজো দুর্যোধনো ভীষ্মদ্রোণ-পুরঃসরঃ সর্বরাজমণ্ডলে-নানুগম্যমান ইত ইবাভিবর্ততে । ইমে হি,

যজ্ঞেন ভোজয় মহীং জয় বিক্রমেণ
রোষং পরিত্যজ, ভব স্বজনে দয়াবান্ ।
ইত্যেবমাগতকথামধুরং ব্রুবন্তঃ
কুর্বন্তি পাণ্ডবপরিগ্রহমেব পৌরাঃ ।।১৮।।

তদাগম্যতাম্ বয়মপি তাবৎ কুরুরাজং সম্ভাবয়ামঃ ।
উভৌ—বাঢ়ম্ ।
সর্বে—জয়তু ভবান্ জয়তু । (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতো ভীষ্মদ্রোণৌ ।)

দ্রোণঃ—ধর্মমালম্বমানেন দুর্যোধনেনাহমেবানুগৃহীতো নাম । কুতঃ,
অতীত্য বন্ধূনবলঙ্ঘ্য মিত্রাণ্যাচার্যমাগচ্ছতি শিষ্যদোষঃ ।
বালং হ্যপত্যং গুরবে প্রদাতুর্নৈবাপরাধোঽস্তি পিতুর্ন মাতুঃ ।।১৯।।

ভীষ্মঃ—এষ দুর্যোধনঃ—

অবাপ্য রূপং গ্রহণাৎ সমুচ্ছ্রয়ং
রণপ্রিয়ত্বাদযশো নিপীতবান্ ।
নিষেব্য ধর্মং সুকৃতস্য ভাজনং
স এব রূপেণ বিনয়ং প্রোজ্ঝতে ।।২০।।

(ততঃ প্রবিশতি দুর্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চ)

দুর্যোধনঃ— কৃতপ্রশ্নো হ্যাত্মা বহতি পরিতোষং গুরুজনো
জগদ্ বিশ্বস্তং মে নিবসতি গুণো নষ্টমযশঃ
মৃতৈঃ প্রাপ্যঃ স্বর্গো যদিহ কথয়ন্ত্যেতদনৃতং
পরোক্ষো না স্বর্গো বহুগুণমিহৈবৈষ ফলতি ॥২১॥

কর্ণঃ—গান্ধারীমাতঃ ! ন্যায়েনাগতমর্থমতিসৃজতা ন্যায্যমেব ভবতা কৃতম্ । কুতঃ,
বাণাধীনা ক্ষত্রিয়াণাং সমৃদ্ধিঃ
পুত্রাপেক্ষী বঞ্চ্যতে সন্নিধাতা ।
বিপ্রোৎসঙ্গে বিত্তমাবর্জ্য সর্বং
রাজ্ঞা দেয়ং চাপমাত্রং সুতেভ্যঃ ॥২২॥

শকুনিঃ—সম্যগাহ গঙ্গোপস্পর্শনাদ্ ধৌতকল্মষাঙ্গোঽঙ্গরাজঃ ।

কর্ণঃ— ইক্ষ্বাকুশর্যাতিযযাতিরাম-
মান্ধাতৃনাভাগনৃগাম্বরীষাঃ ।
এতে সকোশাঃ পুরুষাঃ সরাষ্ট্রা
নষ্টাঃ শরীরৈঃ ক্রতুভির্ধরন্তে ॥২৩॥

সর্বে—গান্ধারীমাতঃ ! যজ্ঞসমাপ্ত্যা দিষ্ট্যা ভবান্ বর্ধতে ।
দুর্যোধনঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি । ভো আচার্য ! অভিবাদয়ে ।
দ্রোণঃ—এহ্যেহি পুত্র । অয়মক্রমঃ ।
দুর্যোধনঃ—অথ কঃ ক্রমঃ ।
দ্রোণঃ—কিং ন পশ্যতি ভবান্ ?

দৈবতং মানুষীভূতমেষ ভবন্নমস্যতাম্ ।
অন্যায়াচরণং মন্যে ভীষ্মমুৎক্রম্য বন্দিতুম্ ॥২৪॥

ভীষ্মঃ—মা মা ভবানেবম্ । বহুভিঃ কারণৈরপকৃষ্টোঽহং ভবতঃ । কুতঃ—
অহং হি মাত্রা জনিতঃ ভবান্ স্বয়ং
মমায়ুধং বৃত্তিরপহ্নবস্তব ।
দ্বিজো ভবান্ ক্ষত্রিয়বংশজা বয়ং
গুরুর্ভবান্ শিষ্যমহত্তরা বয়ম্ ॥২৫॥

দ্রোণঃ—নোৎসহন্তে মহাত্মানো হ্যাত্মানমপস্তোতুম্ । এহি পুত্রঃ অভিবাদয়স্ব মাম্ ।
দুর্যোধনঃ—আচার্য ! অভিবাদয়ে ।
দ্রোণঃ—এহ্যেহি পুত্র ! এবমেবাবভৃথস্নানেষু খেদমবাপ্নুহি ।
দুর্যোধনঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি । পিতামহ ! অভিবাদয়ে ।
ভীষ্মঃ—এহ্যেহি পৌত্র ! এবমেব তে বৃদ্ধিপ্রশমনং ভবতু ।
দুর্যোধনঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি ! মাতুল ! অভিবাদয়ে !
শকুনিঃ—বৎস ।

এবমেব কৃত্স্নান্ সর্বান্ সমানীয়াপ্তদক্ষিণান্ ।
রাজসূয়ে নৃ 'ন্ জিত্বা জরাসন্ধ ইবানয় ॥২৬॥

দ্রোণঃ—অহো। আশীর্বচনেঽপি শকুনিরুদ্যোগং জনয়তি। অহো! প্রিয়বিরোধঃ খলু অয়ং ক্ষত্রিয়কুমারঃ।

দুর্যোধনঃ— বয়স্য কর্ণ! গুরুজনপ্রণামাবসানে প্রাপ্তক্রমমুপভুজ্যতাং বয়স্য-বিস্রম্ভঃ।

কর্ণঃ—গান্ধারীমাতঃ!

ক্রতুব্রতৈস্তে তনু গাত্রমেতৎ
সোঢ়ুং বলং শক্ষ্যসি পীড়য়ানি।
অতেস্তুনাহন্যা ন ধর্ষয়ামি
রাজর্ষিধীরাদ্ বচনাদ্ ভয়ং মে ॥২৭॥

দুর্যোধনঃ—এবমেব তে বুদ্ধিরস্তু।

দ্রোণঃ—পুত্র দুর্যোধন! এষ মমেন্দ্রপ্রিয়সখো ভীষ্মকো নাম ভবন্তং সভাজয়তি।

দুর্যোধনঃ—স্বাগতমার্যায়। অভিবাদয়ে।

ভীষ্মঃ—পৌত্র দুর্যোধন! এষ দাক্ষিণাপথরিঘভূতো ভূরিশ্রবা নাম ভবন্তং সভা-জয়িষ্যতি।

দুর্যোধনঃ—স্বাগতমার্যায়।

দ্রোণঃ—পুত্র দুর্যোধন! ভবতো যজ্ঞং সভাজয়তা বাসুভদ্রেণ প্রেষিতোঽভিমন্যুর্ভবন্তং সভাজয়তি।

শকুনিঃ—বৎস দুর্যোধন! এষ জরাসন্ধপুত্রঃ সহদেবো ভবন্তমভিবাদয়তি।

দুর্যোধনঃ—এহ্যেহি বৎস! পিতৃসদৃশপরাক্রমো ভব।

সর্বে—এতৎ সর্বরাজমণ্ডলং ভবন্তং সভাজয়তি।

দুর্যোধনঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। ভোঃ কিন্নু খলু সমাগতে সর্বরাজমণ্ডলে বিরাটো নাগচ্ছতি।

শকুনিঃ—প্রেষিতোঽস্য ময়া দূতঃ শঙ্কে পথি বর্ততে ইতি।

দুর্যোধনঃ—ভো আচার্য! ধর্মে ধনুষি চাচার্য! প্রতিগৃহ্যতাং দক্ষিণা।

দ্রোণঃ—দক্ষিণেতি? ভবতু ভবতু। ব্যপশ্রয়িষ্যে তাবৎ ভবন্তম্।

দুর্যোধনঃ—কথমাচার্যোঽপি বাপশ্রয়িষ্যতে।

ভীষ্মঃ—ভোঃ! কিন্নু খলু প্রয়োজনং, যদা—

পীতঃ সোমো বাল্যদত্তো নিয়োগা—
চ্ছত্রচ্ছায়া সেব্যতে খ্যাতিরস্তি।
কিং তদ্ দ্রব্যং কিং ফলং কো বিশেষঃ
ক্ষত্রাচার্যো যত্র বিপ্রো দরিদ্রঃ ॥২৮॥

দুর্যোধনঃ—আজ্ঞাপয়তু ভবান্ কিমিচ্ছতি। কিমনুতিষ্ঠামি।

দ্রোণঃ—পুত্র দুর্যোধন! কথয়ামি।

দুর্যোধনঃ—কিমিদানীং ভবতা বিচার্যতে?

প্রাণাধিকোঽস্মি ভবতা চ কৃতোপদেশঃ
শূরেষু যামি গণনাং কৃতসাহসোঽস্মি।

স্বচ্ছন্দতো বদ কিমিচ্ছসি কিং দদানি
হস্তে স্থিতা মম গদা ভবতশ্চ সর্বম্ ॥২৯॥

দ্রোণঃ—পুত্র! ব্রবীমি খলু তাবৎ। বাষ্পবেগস্তু মাং বাধতে।
সর্বে—কথমাচার্যোঽপি বাষ্পমুৎসৃজতি।
ভীষ্মঃ—পৌত্র দুর্যোধন!! অফলস্তে পরিশ্রমঃ।
দুর্যোধনঃ—কোঽত্র ?

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।
দুর্যোধনঃ—আপস্তাবৎ।
ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ। ইমা আপঃ।
দুর্যোধনঃ—আনয়। (কলশং গৃহীত্বা) ভো আচার্য! অশ্রুপাতোচ্ছিষ্টস্য মুখস্য ক্রিয়তাং শৌচম্।
দ্রোণঃ—ভবতু ভবতু। মম কার্যাক্রিয়ৈব মুখোদকমস্তু।
দুর্যোধনঃ—হা ধিগ্,

যদি বিমৃশসি পূর্বজিহ্মতাং মে
যদি চ সমর্থয়সে ন দাস্যতীতি।
শরশতকঠিনং প্রযচ্ছ হস্তং
সলিলমিদং করণং প্রতিগ্রহাণাম্ ॥৩০॥

দ্রোণঃ—হন্ত লব্ধো মে হৃদয়বিশ্বাসঃ। পুত্র! শ্রূয়তাং

যেষাং গতিঃ ক্বাপি নিরাশ্রয়াণাং
সংবৎসরৈর্দ্বাদশভির্ন দৃষ্টা।
ত্বং পান্ডবানাং কুরু সংবিভাগ-
মেষা চ ভিক্ষা মম দক্ষিণা চ ॥৩১॥

শকুনিঃ—(সোদ্বেগম্) মা তাবদ্ ভোঃ!

উপন্যস্তস্য শিষ্যস্য বিশ্বস্তস্য চ গৌরবে।
যদ প্রস্তুতমুৎপাদ্য যুক্তেয়ং ধর্মবঞ্চনা ॥৩২॥

দ্রোণঃ—কথং ধর্মবঞ্চনেতি। মা তাবদ্ ভো গান্ধারবিষয়বিস্মিতশকুনে। ত্বদনার্যাভাবাৎ সর্বলোকমনার্যামিতি মন্যসে। হন্ত ভোঃ!

ভ্রাতৃণাং পৈতৃকং রাজ্যং দীয়তামিতি বঞ্চনা
কিং বরং যাচিতৈর্দত্তং বলাৎকারেণ তৈর্হৃতম্ ॥৩৩॥

সর্বে—কথং বলাৎকারেণ নাম।
ভীষ্মঃ—পৌত্র দুর্যোধন! অবভৃতস্নানমাত্রয়েব খলু তাবৎ। মিত্রমুখস্য শত্রোঃ শকুনের্বচনং ন শ্রোতব্যম্।

পশ্য পৌত্র!
যৎ পাণ্ডবা দ্রুপদরাজসুতাসহায়াঃ
কান্তাররেণুপরুষাঃ পৃথিবীং ভ্রমন্তি।

যৎ ত্বং চ তেষু বিমুখস্ত্বয়ি তে চ বামা
স্তৎ সর্বমেব শকুনেঃ পরুষাবলেপঃ ॥৩৪॥

দুর্যোধনঃ—ভবতু, এবং তাবদাচার্য্য ! পৃচ্ছামি।
দ্রোণঃ—পুত্র ! কথয়।

দুর্যোধনঃ— যৎ পুরা তে সভামধ্যে রাজ্যে মানে চ ধর্ষিতাঃ।
বলাৎকারসমর্থৈস্তৈঃ কিং রোষো ধারিতস্তদা ॥৩৫॥

দ্রোণঃ—অত্রেদানীং ধর্মচ্ছলেন বঞ্চিতো দ্যুতাশ্রয়বৃত্তির্যুধিষ্ঠিরঃ প্রষ্টব্যঃ
যেন ভীমঃ সভাস্তম্ভং তুলয়ন্নেব বারিতঃ।
যদ্যেকস্মিন্ বিমুক্তঃ স্যান্নাস্মাঞ্ছকুনিরাক্ষিপেৎ ॥৩৬॥

ভীষ্মঃ—অন্যৎ প্রস্তুতমন্যদাপতিতম্। ভো আচার্য্য ! কার্য্যমত্র গুরুতরং, ন কলহঃ।
দ্রোণঃ—মাত্রকর্দনং কার্য্যং, কলহ এব ভবতু।
ভীষ্মঃ—প্রসীদত্বাচার্য্য। পশ্য পৌত্র !

যে দুর্বলাশ্চ কৃপণাশ্চ নিরাশ্রয়াশ্চ
ত্বত্তশ্চ শর্ম মৃগয়ন্তি ন গর্বয়ন্তি।
জ্যেষ্ঠো ভবান্ প্রণয়িনস্ত্বয়ি তে কুটুম্বে
তান্ ধারয়িষ্যসি মৃগৈঃ সহ বর্তয়ন্তু ॥৩৭॥

শকুনিঃ—বর্তয়ন্তু বর্তয়ন্তু।
কর্ণঃ—ভো আচার্য্য ! অলমমর্ষেণ। দর্যোধনোহি নাম,

হিতমপি পরুষার্থং রুষ্যতি শ্রাব্যমাণো
বরপুরুষবিশেষং নেচ্ছতি স্তূয়মাণম্।
গতমিদমবসানং রক্ষ্যতাং শিষ্যকার্য্যং
গজ ইব বহুদোষো মার্দবেনৈব বাহ্যঃ ॥৩৮॥

দ্রোণঃ—বৎস কর্ণ ! তেজস্বি ব্রাহ্মণ্যম্। কালে সম্বোধিতোঽস্মি। এ ষোঽহং ভবন্তমনুবর্তে। পুত্র দুর্যোধন ! অহং তব প্রভাবী ননু !
ভীষ্মঃ—এব ইদানীং মার্গেণারব্ধঃ। সান্ত্বং হি নাম দুর্বিনীতানামৌষধম্।
দুর্যোধনঃ—ন মমৈব, কুলস্যাপি মে ভবান্ প্রভুঃ।
দ্রোণঃ—এতৎ তবৈব যুক্তম্। তৎ পুত্র !

ত্বং বঞ্চ্যসে যদি ময়া ন তবাত্র দোষ—
স্ত্বাং পীড়য়ামি যদি বাস্তু তবৈব লাভঃ।
ভেদাঃ পরস্পরগতা হি মহাকুলানাং
ধর্মাধিকারবচনেষু শমীভবন্তি ॥ ৩৯ ॥

দুর্যোধনঃ—তেন হি সমর্থয়িতুমিচ্ছামি।
দ্রোণঃ—পুত্র ! কেন সমর্থয়িতুমিচ্ছসি।

ভীষ্মেণ কর্ণেন কৃপেণ কেন কিং সিন্ধুরাজেন জয়দ্রথেন।
কিং দ্রৌণিনাহো বিদুরেণ সার্ধং পিত্রা স্বমাত্রা বদ পুত্র কেন ॥৪০॥

দুর্যোধনঃ—নহি নহি, মাতুলেন।
দ্রোণঃ—কিং শকুনিনা। হন্ত বিপন্নং কার্যম্।
দুর্যোধনঃ—মাতুল! ইতস্তাবৎ। বয়স্য কর্ণ! ইতস্তাবৎ।
দ্রোণঃ—(আত্মগতম্) ভবতু, এবং তাবৎ করিষ্যে। (প্রকাশম্) বৎস গান্ধাররাজ! ইতস্তাবৎ।
শকুনিঃ—অয়মস্মি।
দ্রোণঃ—বৎস!

ক্রোধপ্রায়ং বয়োজীর্ণং ক্ষন্তব্যং বটুচাপলম্।
অস্য রূক্ষস্য বচসঃ পরিষ্বঙ্গঃ শমীক্রিয়া ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মঃ—(আত্মগতম)

এষ শিষ্যস্য বাৎসল্যাচ্ছকুনিং যাচতে গুরুঃ।
এবং সান্ত্বীকৃতো হ্যেষ নৈব মুঞ্চতি জিহ্মতাম্ ॥৪২॥

শকুনিঃ— (আত্মগতম্) অহো শঠঃ খল্বাচার্যঃ স্বকার্যলোভাস্মাং সান্ত্বয়তি।
(সর্বে পরিক্রম্যোপবিশন্তি)
দুর্যোধনঃ—মাতুল! পাণ্ডবানাং রাজ্যার্দ্ধং প্রতি কো নিশ্চয়ঃ।
শকুনিঃ—ন দাতব্যমিতি মে নিশ্চয়ঃ।
দুর্যোধনঃ—দাতব্যমিতি বক্তুমর্হতি মাতুলঃ।
শকুনিঃ—যদি দাতব্যো রাজ্যো কিমাস্মাভিঃ সহ মন্ত্রয়সে। ননু সর্বমেব প্রদীয়তাম্!
দুর্যোধনঃ—বয়স্য অঙ্গরাজ! ভবানিদানীং ন কিঞ্চিদাহ।
কর্ণঃ—ইদানীং কিমভিধাষ্যামি,

রামেণ ভুক্তাং পরিপালিতাং চ সুভ্রাতৃতাং ন প্রতিষেধয়ামি।
ক্ষমাক্ষমত্বে তু ভবান্ প্রমাণং সংগ্রামকালেষু বয়ং সহায়াঃ ॥৪৩॥

দুর্যোধনঃ—মাতুল! বলবৎপ্রত্যমিত্রোঽনুপজীব্যশ্চ কশ্চিৎ কুদেশশ্চিন্ত্যতাম্ তত্র বসেয়ুঃ পাণ্ডবাঃ।
শকুনিঃ—হন্ত ভো!

শূন্যমিত্যভিধাস্যামি কঃ পার্থাদ্ বলবত্তরঃ।
উষরেষ্বপি শস্যং স্যাদ্ যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৪॥

দুর্যোধনঃ—অথেদানীং,

গুরুকরতলমধ্যে তোয়মাবর্জিতং মে
শ্রুতমিহ কুলবৃদ্ধৈর্যৎ প্রমাণং পৃথিব্যাম্।
তদিদমপনয়ো বা বঞ্চনা বা যথা বা
ভবতু নৃপ! জলং তৎ সত্যমিচ্ছামি কর্তুম্ ॥৪৫॥

শকুনিঃ—অনৃতবচনাম্মোচয়িতব্যো ভবান্ ননু।
দুর্যোধনঃ—অথ কিম্।
শকুনিঃ—তেন হি ইস্তাবৎ। (উপসৃত্য) ভো আচার্য! ইহাত্রভবান্ কুরুরাজো ভবন্তং বিজ্ঞাপয়তি।
দ্রোণঃ—বৎস গান্ধাররাজ! অভিধীয়তাম্।

শকুনিঃ—যদি পঞ্চরাত্রেণ পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা, রাজ্যস্যার্দ্ধং প্রদাস্যতি কিল। সমানয়তু ভবানিদানীম্।

দ্রোণঃ—মা তাবদ্ ভোঃ!

যে কর্তুকামৈশ্ছলনং ভবদ্ভিঃ
সংবৎসরৈর্দ্বাদশভির্ন দৃষ্টাঃ।
তে পঞ্চরাত্রেণ ময়োপনেয়া
বরং হ্রদস্তং বিশদাক্ষরেণ ॥৪৬॥

ভীষ্মঃ—পৌত্র দুর্যোধন! অচ্ছলো ধর্মঃ। বয়মপি তাবদস্মিন্নর্থে প্রীতাঃ স্মঃ। পশ্য পৌত্র!

বর্ষেণ বা বর্ষশতেন তেষাং
ত্বং পাণ্ডবানাং কুরু সংবিভাগম্।
তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাং কুরু বীর! সত্যাং
সত্যা প্রতিজ্ঞা হি সদা কুরূণাম্ ॥৪৭॥

দুর্যোধনঃ—এষ এব মে নিশ্চয়ঃ।

দ্রোণঃ—(আত্মগতম্)

অদ্য মে কার্যলোভেন হনুমত্ত্বং গতা স্পৃহা।
লঙ্ঘয়িত্বার্ণবং যেন নষ্টা সীতা নিবেদিতা ॥৪৮॥

তৎ কুতো নু খলু পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ। বিরাটনগরাদ্ দূতঃ প্রাপ্তঃ।

সর্বে—শীঘ্রং প্রবেশ্যতাম্।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়থ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

দূতঃ—জয়তু মহারাজঃ।

সর্বে—কিমাগতো বিরাটেশ্বরঃ?

দূতঃ—বিষাদেনাবৃতো নোপগচ্ছতি।

সর্বে—কস্তস্য বিষাদঃ?

দূতঃ—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ। যত্তৎসম্বন্ধি সন্নিকৃষ্টং কীচকানাং ভ্রাতৃশতং,

রাত্রৌ ছদ্মেন কেনাপি বাহুভ্যামেব হিংসিতম্।
দৃশ্যতে হি শরীরাণামশস্ত্রজনিতো বধঃ ॥৪৯॥

সর্বে—কথমশস্ত্রজনিতো বধ ইতি?

ভীষ্মঃ—কথমশস্ত্রেণেতি। ভো আচার্য! অভ্যুপগম্যতাং পঞ্চরাত্রম্।

দ্রোণঃ—কিমর্থম্।

ভীষ্মঃ— ভীমসেনস্য লীলৈষা সুব্যক্তং বাহুশালিনঃ।
যোঽস্মিন্ ভ্রাতৃশতে রোষঃ স তস্মিন্ ফলিতঃ শতে ॥৫০॥

দ্রোণঃ—কথং ভবান্ জানাতি।

ভীষ্মঃ— কথং পণ্ডিত ! কুলেষু ভ্রান্তানাং বালচাপলম্ ।
নাভিজানন্তি বৎসানাং শৃঙ্গস্থানানি গোবৃষাঃ ॥৫১॥

দ্রোণঃ—গোবৃষা ইতি । হন্ত সিদ্ধং কার্য্যম্ । পুত্র দুর্যোধন ! অস্তু পঞ্চরাত্রম্ ।

দুর্যোধনঃ—অথ কিম্ । অস্তু পঞ্চরাত্রম্ ।

দ্রোণঃ—ভো ভোঃ যজ্ঞমনুভবিতুমাগতা রাজানঃ ! শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ । ইহাত্রভবান্ কুরুরাজো দুর্যোধনঃ, ন, ন, মাতুলসহিতঃ যদি পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা, রাজ্যস্যার্ধং প্রদাস্যতি কিল । ননু পুত্র !

দুর্যোধনঃ—অথ কিম্ ।

দ্রোণঃ—এতদ্ দ্বিস্ত্রিঃ সম্প্রধার্য্যতাম্ ।

শকুনিঃ—কালে জ্ঞাস্যামি ।

দ্রোণঃ—ননু গাঙ্গেয় !

ভীষ্মঃ—(আত্মগতম্)

আচার্য্যস্য যদা হর্ষো ধৈর্য্যমুৎক্রম্য সূচিতঃ ।
শঙ্কে দুর্যোধনেনৈষ বঞ্চ্যমানেন বঞ্চিতঃ ॥৫২॥

(প্রকাশম্) পৌত্র দুর্যোধন ! অস্তি মম বিরাটেনাপ্রকাশং বৈরম্, অথ ভবতো যজ্ঞমনুভবিতুমনাগত ইতি । তস্মাৎ ক্রিয়তাং তস্য গোগ্রহণম্ ।

দ্রোণঃ—(অপবার্য্য) ভো গাঙ্গেয় ! প্রিয়শিষ্যঃ খলুমে তত্রভবান্ বিরাটেশ্বরঃ । কিমর্থং তস্য গোগ্রহণম্ ?

ভীষ্মঃ—ব্রাহ্মণার্জববুদ্ধে !

ধর্ষিতা রথশব্দেন রোষমেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ।
অস্তি তেষাং কৃতজ্ঞত্বমিষ্টং গোগ্রহণে স্থিতম্ ॥৫৩॥

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—সজ্জাঃ খলু বাহাঃ প্রবেশাভিমুখায়তে ।

দুর্যোধনঃ— এভিরেব রথৈঃ শীঘ্রং ক্রিয়তাং তস্য গোগ্রহঃ ।
গদা যজ্ঞপ্রশান্তা চ পুনর্মে করমেষ্যতি ॥৫৪॥

দ্রোণঃ—তস্মান্মে রথমানয়ন্তু পুরুষাঃ,

শকুনিঃ— হস্তী সমানীয়তাং,

কর্ণঃ— ভারার্থং ভৃশমুদ্যতৈরিহ হয়ৈর্যুক্তো রথঃ স্থাপ্যতাম্ ।

ভীষ্মঃ—বৃদ্ধিধর্মে ত্বরতু বিরাটনগরং গন্তুং ধনুস্ত্বর্য্যতাং

সর্বে—মুক্তবা চাপমিহৈব তিষ্ঠতু ভবানাজ্ঞাবিধেয়া বয়ম্ ॥৫৫॥

দ্রোণঃ—পুত্র দুর্যোধন ! আবাং তব যুদ্ধে পরাক্রমং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ ।

দুর্যোধনঃ—যদা ভরুচিতং ভবতে ।

দ্রোণঃ—বৎস গান্ধাররাজ ! অস্মিন্ গোগ্রহণে তব খলু প্রথমরথঃ ।

শকুনি ঃ—বাঢ়ম্ । প্রথমঃ কল্পঃ ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃদ্ধ গোপালকঃ)

বৃদ্ধ গোপালকঃ—গাবো মে অহীণবচ্ছা হোন্তু। অবিহবা অ গোবজুবদীও হোন্তু। ণো লাআ বিলাডো একচ্ছত্তপুহুবীপদী হোদু। মহালাঅস্স বিলাডশশ বষ্‌ষবড্ঢণ গোপ্পদাণ নিমিত্তং ইমষ্ষিং ণ অলোববণবীহীএ আঅন্তুং গোধণং সব্বে চ কিদমঙ্গলমোদআ গোবদালআ দালিআ দাব। এষু জেজ্‌ঠং গচ্ছিঅ অণুভবিস্সম্‌। (বিলোক্য) কিংণু হু এষো বাঅষো ষুক্‌খলুক্‌খং আলুহিঅ সুক্‌খষাথাণি ঘট্টিঅতুণ্ডং আদিচ্চাহিমুহং বিস্‌সলং বিলবদি। ষন্তী হোদু ষন্তী হোদু অম্হাণং গোধস্স অ। জাব এষু জেজ্‌ঠং গচ্ছিঅ গোবদালআণং দালিআণং বাহলামি। গোমিত্তঅ! গোমিত্তঅ! [গাবো মেঽহীনবৎসা ভবন্তু। অবিধবাশ্চ গোপযুবতয়ো ভবন্তু। অস্মাকং রাজা বিরাট একচ্ছত্রপৃথিবীপতির্ভবতু। মহারাজস্য বিরাটস্য বর্ষবর্ধন গোপ্রদাননিমিত্তমস্যাং নগরোপবনবীথ্যামায়ান্তু গোধনং সর্বে চ কৃতমঙ্গলমোদকা গোপদারকা দারিকাশ্চ তাবৎ। এষু জ্যৈষ্ঠং গত্বানুভবিষ্যামি। কিন্নু খল্বেষ বায়সঃ শুষ্কবৃক্ষমারুহ্য শুষ্কশাখানির্ঘট্টিততুন্ডমাদিত্যাভিমুখং বিস্বরং বিলপতি। শান্তির্ভবতু শান্তির্ভবতু অস্মাকং গোধনস্য চ। যাবদেষু জ্যৈষ্ঠং গত্বা গোপদারকাণাং দারিকানাং ব্যাহরামি। গোমিত্রক! গোমিত্রক!]

(প্রবিশ্য)

গোমিত্রকঃ—মাদুল! বন্দামি। [মাতুল! বন্দে।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—ষন্তী হোদু ষন্তী হোদু অম্হাঅং গোধণঃস অ! গোমিত্তঅ! মহালাজস্স বিলাডশ্‌শ বস্ষ বড্ঢণ গোপ্পদাণণিমিত্তং ইমষ্ষিং ণঅলোববণবীহীএ আঅন্ত গোধণং ষব্বে চ কিদমঙ্গলমোদলিআ অ। অলে গোমিত্তঅ! গোমিত্তঅ! গোবদালআণং বাহল। [শান্তির্ভবতু অস্মাকং গোধনস্য চ। অরে গোমিত্রক! মহারাজস্য বিরাটস্য বর্ষবর্ধনগোপ্রদাননিমিত্তমস্যাং নগরোপবনবীথ্যামায়ান্ত গোধনং সর্বে চ কৃতমঙ্গলমোদকা দারিকাশ্চ। অরে গোমিত্রক। গোপদারকাণাং দারিকাণাং ব্যাহর।]

গোমিত্রকঃ—জং মাদুলো আণবেদি। গোলক্‌খিণিএ! ঘিদপিণ্ড! ষামিণি! বষভদত্ত! কুম্ভদত্ত! মহিষদত্ত! আঅচ্ছই আঅচ্ছই শিগ্‌ঘং। [যন্মাতুল আজ্ঞাপয়তি। গোরক্ষিণিকে! ঘৃতপিণ্ড! স্বামিনি! বৃষভদত্ত! কুম্ভদত্ত! আগচ্ছতাগচ্ছত শীঘ্রম্‌।]

(ততঃ প্রবিশন্তি সর্বে)

সর্বে—মাদুল! বন্দামো। [মাতুল! বন্দামহে।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—ষন্তী হোদু ষন্তী হোদু অম্হাণং গোধণষ্ষ গোবদালআণং। মহালাঅস্স বিলাডস্স বষ্‌ষবড্ঢণ গোপ্পদাণনিমিত্তং ইমষ্‌ষিং ণঅলোববণবীহীএ আঅচ্ছ গোধণং। তত্তঅং বেলং গাঅন্তো ণচ্চন্তো হোম। [শান্তির্ভবতু শান্তির্ভবতু অস্মাকং গোপদারকাণাং দারিকাণাং চ। মহারাজস্য বিরাটস্য

বর্ষবন্ধনগোপপ্রাণনিমিত্তস্যাং নগরোপবনবীথ্যামায়াতু গোধনম্। তাবতীং বেলাং গায়ন্তো নৃত্যন্তো ভবামঃ।

সর্বে—জং মাদুলো আণবেদি (সর্বে নৃত্যন্তো)। [যন্মাতুল আজ্ঞাপয়তি।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—হী হী যুঠ্ঠু গচ্ছিদম্ গাইদং। জাব অহংপি ণচ্চেমি। [হী হী সুষ্ঠু নার্তিতং সুষ্ঠু গীতং যাদবমহপি নৃত্যামি।]

সর্বে—হা হা মাদুল। অতিমহন্তং লেণুং উপ্পদিদো। [হা হা মাতুল! অতি মহান্ রেণুরুৎপতিতঃ।]

বৃদ্ধগোপালাকঃ—ণ হু লেণুং এব্ব, যং কখু দুন্দুভিঘোষং উপ্পদিদো। [ন খলু রেণুরেব, শঙ্খদুন্দুভিঘোষ উৎপতিতঃ।]

সর্বে—দিবাচন্দপ্পভাপণ্ডুলজোহ্ণাবগুন্ঠিদো ষদমণ্ডলু ষুয্যো অত্থি অ ণত্থি অ। [দিবাচন্দ্রপ্রভাপাণ্ডুরজ্যোৎস্নাবগুণ্ঠিতঃ শতমণ্ডলঃ সূর্যোঽস্তি চ নাস্তি চ।]

গোমিত্রকঃ—হা হা মাদুল। এদে কে বি মণুষ্যা দহিপিণ্ডরেহি ছত্তেহি ঘোডঅষঅডিঅং আলুহিঅ ষব্বং ঘোষং বিদ্দবন্তি চোলা। [হা হা মাতুল। এতে কেঽপি মনুষ্যা দধিপিণ্ডপাণ্ডুরৈশ্ছত্রৈর্ঘোটকশকটিকামারুহ্য সর্বং ঘোষং বিদ্রবন্তি চৌরাঃ।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—হী হী ষরষংপাদা উট্ঠিদা। দারআ। দালিআ। যিগ্ঘং পক্কণং পবিষহ। [হী হী শরসংপাতা উত্থিতাঃ। দারকাঃ। দারিকাঃ। শীঘ্রং পক্কণং প্রবিশত।]

সর্বে—জং মাদুলো আণবেদি (নিষ্ক্রান্তাঃ)।] যন্মাতুল আজ্ঞাপয়তি।]

বৃদ্ধগোপালকঃ—হা হা চিট্ঠহ চিট্ঠহ। পহরহ পহরহ! গহ্ণদ গহ্ণদ। ইমং বুত্তন্তং মহালাঅবিলাডশ্শ নিবেকইষ্যামো। [হা হা তিষ্ঠত তিষ্ঠত। প্রহরত প্রহরত। গৃহ্ণীত গৃহ্ণীত! ইমং বৃত্তান্তং মহারাজবিরাটায় নিবেদয়িষ্যামঃ।]

(ততঃ প্রবিশতি ভটঃ)

ভটঃ—ভো ভো নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং মহারাজায় বিরাটেশ্বরায় এতা হি দস্যু কর্ম প্রচ্ছন্নবিক্রমৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈর্হ্রিয়ন্তে গাব ইতি। তত্রহি,

দ্রুতৈশ্চ বৎসৈর্বাথিতৈশ্চ গোগণৈ
নিরীক্ষণ ব্যগ্রমুখৈশ্চ গোবৃষৈঃ।
কৃতার্তনাদাকুলিতং সমন্ততো
গবাং কুলং শোচামিহাকুলাকুলম্ ॥১॥ ইতি।

(নেপথ্যে)

কিং ধার্তরাষ্ট্রৈরিতি।

ভটঃ—আর্য্য। অথ কিম্।

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—সদৃশমেতদ্ ভ্রাতৃজনষ্বপি দ্রোহিণাম্। এতৈর্হি

সজ্জৈশ্চাপৈর্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রা
বর্মচ্ছন্নাঃ কল্পিতস্যন্দনস্থাঃ।
বীর্যোৎসিক্তা যুদ্ধসজ্জাঃ কৃতাস্ত্রা
রাজ্ঞো বৈরং গোষু নির্যাতয়ন্তি ॥২॥

জয়সেন। জন্মনক্ষত্রক্রিয়াব্যাপৃতস্য মহারাজস্য তাবদকালনিবেদনং মন্যুমুৎপাদয়তি। তস্মাৎ পুণ্যাহাবসানে নিবেদয়িষ্যে।

ভটঃ—আর্য! অতিপাতি কার্য্যমিদং, শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—ইদং নিবেদ্যতে।

(ততঃ প্রবিশতি রাজা)

রাজা— মা তাবদ্ ব্যথিতবিকীর্ণ বালবৎসা
গাবো মে রথরবশঙ্কয়া হ্রিয়ন্তে।
পীনাংসশ্চলবলয়ঃ সচন্দনাদ্রো
নির্লজ্জো মম চ করঃ করাণি ভুঙক্তে ॥৩॥

ভটঃ—জয়তু জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—অলং মহারাজশব্দেন। অবধৃতং যে ক্ষত্রিয়ত্বম্। উচ্যতাং রণবিস্তরঃ।

ভটঃ—ন বিস্তরার্হাণি বিপ্রিয়াণি। এষ সমাসঃ,

একবর্ণেষু গাত্রেষু গবাং স্যন্দনরেণুনা।
কশাপাতেষু দৃশ্যন্তে নানাবর্ণবিভক্তয়ঃ ॥৪॥

রাজা—তেন হি,

ধনুরুপনয় শীঘ্রং কল্প্যতাং স্যন্দনো মে
মম গতিমনুযাতু চ্ছন্দতো যস্য ভক্তিঃ।
রণশিরসি গবার্থে নাস্তি মোঘঃ প্রযত্নো
নিধনমপি যশঃ স্যান্মোক্ষয়িত্বা তু ধর্মঃ ॥৫॥

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—ভোঃ। কিন্নু খলু দুর্যোধনস্য মামন্তরেণ বৈরম্। আ যজ্ঞশ্মনুভবিতুমনাগত ইতি। কথমনুভবামি? কীচকানাং বিনাশেন বয়মুন্নীতসন্তাপাঃ সংবৃত্তাঃ। অথবা পরোক্ষমপি পাণ্ডবানাং স্নিগ্ধ ইতি। সর্বথা যোদ্ধব্যম্। ইস্তিনাপুরনিবাসাচ্ছীলজ্ঞো ভগবান্ দুর্যোধনস্য। অথবা,

কামং দুর্যোধনস্যৈব ন দোষমভিধাস্যতি।
অর্থিত্বাদপরিশ্রান্তঃ পৃচ্ছ্যত্যেব হি কার্য্যবান্ ॥৬॥

কোঽত্র?

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—ভগবাংস্তাবাদাহূয়তাম্। (নিষ্ক্রান্তঃ ভটঃ)

(ততঃ প্রবিশতি ভগবান্)

ভগবান্—(সর্বতো বিলোক্য) ভোঃ কিন্নু খল্বিদম্।

গজেন্দ্রাঃ কল্প্যন্তে তুরগপতয়ো বর্মরচিতাঃ
রথাঃ সানুকর্ষাঃ কৃতপরিকরা যোধপুরুষাঃ।
সমুদ্যোগং দৃষ্ট্বা ভয়মনুভূতং স্পৃশতি মাং
ন খল্বাত্মন্যস্তং কৃতমতিরহং তে তু চপলাঃ ॥৭॥

রাজা—জয়তু ভগবান্ জয়তু। বিরাটো ভগবন্! অভিবাদয়ে।
ভগবান্—স্বস্তি।
রাজা—ভগবন্! এতদাসনমাস্যতাম্।
ভগবান্—(উপবিশ্য) ভো রাজন্!

উদ্যোগঃ প্রস্তুতঃ কস্মাচ্ছত্রূণাং সন্তোষমিচ্ছতি।
পীড়য়িষ্যতি সোৎসেকান্ পীড়িতান্ মোক্ষয়িষ্যতি ॥৮॥

রাজা—ভগবান্। গোগ্রহণাদবমানিতোঽস্মি।
ভগবান্—কেন?
রাজা—ধার্তরাষ্ট্রৈঃ।
ভগবান্—(আত্মগতম্) ভোঃ কষ্টম্,

একোদক স্ত্বং খলু নাম লোকে
মনস্বিনাং কম্পয়তে মনাংসি।
বৈরপ্রিয়ৈস্তৈর্হি কৃতেঽপরাধে
যৎসত্যমস্মাভিরিবাপরাদ্ধম্ ॥৯॥

রাজা—ভগবান্! কিমিদানীং বিচার্যতে।
ভগবান্—ন খলু কিঞ্চিৎ। তেষামুৎসুকঃ।
রাজা—অদ্য প্রভৃতি নিভৃতা ভবিষ্যন্তি! যদি শক্তোঽপি যুধিষ্ঠিরো মর্ষয়তি, অহং ন মর্ষয়ামি।
ভগবান্—(আত্মগতম্)

অদ্যেদানীং পর্ণশয্যা চ ভূমৌ
রাজ্যভ্রংশো দ্রৌপদীধর্ষণং বা।
বেষান্যত্বং সংশ্রিতানাং নিবাস
সর্বং শ্লাঘ্যং যৎ ক্ষমা জায়তে মে ॥১০॥

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।
রাজা—অথ কিং চেষ্টতে দুর্যোধনঃ!
ভটঃ—ন খলু দুর্যোধন এব, পৃথিব্যাং রাজানঃ সর্বে প্রাপ্তাঃ।

দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ জয়দ্রথশ্চ
শল্যোঽঙ্গরাজঃ শকুনিঃ কৃপশ্চ।
তেষাং রথোৎকল্পচলৎপতাকৈ
র্ভগ্না ধ্বজৈরেব বয়ং ন বাণৈঃ ॥১১॥

রাজা—(উত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ) কথং তত্রভবান্ গাঙ্গেয়োঽপি প্রাপ্তঃ?
ভগবান্—সাধু ধর্ষিতেনাপি নাতিক্রান্তঃ সমুদাচারঃ। (আত্মগতম্) ভোঃ

কিমর্থং খলু সম্প্রাপ্তঃ কুরূণাং গুরুরুত্তমঃ।
শঙ্কে তীর্ণা প্রতিজ্ঞেতি স্মারণং ক্রিয়তে মম ॥১২॥

রাজা—কোঽত্র?

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ ।

রাজা—সূতস্তাবদাহূয়তাম্ ।

ভটঃ—যথাজ্ঞাপয়তি মহারাজ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

সূতঃ—জয়ত্বায়ুষ্মান্ ।

রাজা— রথমানয় শীঘ্রং মে শল্যঃ প্রাপ্তো রণাতিথিঃ ।
তোষয়িষ্যে শরৈর্ভীষ্মং জেষ্যামীতামনোরথঃ ।।১৩।।

সূতঃ— যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ । আয়ুষ্মন্ ।
রিপূণাং সৈন্যভেদেষু যস্তে পরিচিতো রথঃ ।
রথচর্য্যাং বহিষ্কর্তুং তমাস্থায়োত্তরো গতঃ ।।১৪।।

রাজা—কথং নির্যাতঃ কুমারঃ ।

ভগবান্—ভো রাজন্ । সংবার্য্যতাং সংবার্য্যতাং কুমারঃ ।
অগণিতগুণদোষো যুদ্ধতীক্ষ্ণশ্চ বাল্যা
ন্ন চ দহতি ন কশ্চিৎ সন্নিকৃষ্টো রণাগ্নিঃ ।
অথচ পরিহরন্তে ধার্তরাষ্ট্রা ন কিঞ্চি
ন্ন খলু পরিভবাৎ তে যুদ্ধদোষান্ ব্রবীমি ।।১৫।।

রাজা—তেন হি শীঘ্রমন্যো রথঃ কল্প্যতাম ।

সূতঃ—যদজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ ।

রাজা—অথবা এহি তাবৎ ।

সূতঃ—আয়ুষ্মন্ । অয়মস্মি ।

রাজা— ত্বামদানীং কুমারস্য কিং ন বাহিতবান্ রথম্ ।
অনুজ্ঞাতোঽপি কিং তেন ন রাজ্ঞাং সারথির্ভবান্ ।।১৬।।

সূতঃ—প্রসীদত্বায়ুষ্মান্ । রথং কল্পয়িত্বা তু সূতসমুদাচারেণোপস্থিতঃ খল্বহম্ । কুমারেণ,
কিন্নু তৎ পরিহাসার্থং কিন্নু তত্রাস্তি কৌশলম্ ।
মামতিক্রম্য সারথ্যে বিনিযুক্তা বৃহন্নলা ।।১৭।।

ভগবান্—রাজন্ । অলমলং সম্ভ্রমেণ ।
যদি স্বচক্রোদ্ধতরেণুদুর্দিনং
রথং সমাস্থায় গতা বৃহন্নলা ।
পরান্ ক্ষণৈর্নেমিরবৈর্নিবারয়ন্
বিনাপি বাণান্ রথ এব জেষ্যতি ।।১৮।।

রাজা— তেন হি শীঘ্রমন্যো রথঃ কল্পতাম্ ।

সূতঃ—যদায়পত্যায়ুষ্মান্ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—ভগ্নঃ খলু কুমারস্য রথঃ ।

রাজা—কথং ভগ্নো নাম ।
ভটঃ—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ ।

বহুভিঃ সমরাভিজ্ঞৈরাচ্ছিন্নোঽশ্বরথঃ পরৈঃ ।
ভগ্নো গহনলোভেন শ্মশানাভিমুখো রথঃ ॥১৯॥

ভগবান্—(আত্মগতম্) আঃ অত্র খলু গাণ্ডীবম্ । (প্রকাশম্) ভো রাজন্ ।

নিমিত্তং কিঞ্চিদুৎপন্নং শ্মশানাভিমুখে রথে ।
ধৃতরাষ্ট্রাঃ স্থিতা যত্র শ্মশানং তদ্ ভবিষ্যতি ॥২০॥

রাজা—ভগবন্ ! অকালে স্বস্থবাক্যং মন্যুমুৎপাদয়তি ।
ভগবান্—অলং মন্যুনা । কদাচিদনৃতং নোক্তপূর্বম্ ।
রাজা—আ অস্ত্যেতৎ । গচ্ছ ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ ।
ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা— কো নু খল্বেষ সহসা কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ।
নদীস্রোত ইবাবিদ্ধঃ ক্ষণাৎ সংবর্ততে ধ্বনিঃ ॥২১॥

জ্ঞায়তাং শব্দঃ ।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ । শ্মশানান্মুহূর্তবিশ্রান্ততুরগেণ কুমারেণ তু—
ভগবান্—এষ মামনৃতবাদিনং ন কুর্যাৎ ।

ভটঃ— কৃতা নীলা নাগাঃ শরশতনিপাতেন কপিলা
হয়ো বা যোধো বা ন বহতি ন কশ্চিচ্ছরশতম্ ।
শরৈঃ স্তম্ভীভূতাঃ শরপরিকরাঃ স্যন্দনবরাঃ
শরৈশ্ছন্না মার্গা স্রবতি ধনুরুগ্রাং শরনদীম্ ॥২২॥

ভগবান্—(আত্মগতম)

এতদক্ষয়তূণিত্বং যেন শক্রস্য খাণ্ডবে ।
যাবত্যঃ পতিতাঃ ধারাস্তাবন্তঃ প্রেষিতাঃ শরাঃ ॥২৩॥

রাজা—অথ পরেষ্বিদানীং কো বৃত্তান্তঃ ।
ভটঃ—অপ্রত্যক্ষং হি তত্র মে । প্রবৃত্তিপুরুষাঃ কথয়ন্তি—

ধনুর্ঘোষং দ্রোণস্তদিদমিতি বুদ্ধ্বা প্রতিগতঃ
ধ্বজে বাণং দৃষ্ট্বা কৃতমিতি ন ভীষ্মঃ প্রহরতি ।
শরৈর্ভগ্নঃ কর্ণঃ কিমিদমিতি চান্যে নৃপতয়ো
ভয়েঽপ্যেকো বাল্যান্ন ভয়মভিমন্যুগর্ণয়তি ॥২৪॥

ভগবান্—কথমভিমন্যুঃ প্রাপ্তঃ । ভো রাজন্ !

যুধ্যতে যদি সৌভদ্রস্তেজোঽগ্নির্বংশয়োর্দ্বয়োঃ ।
সারথিঃ প্রেষ্যতামন্যো বিরুবাত্র বৃহন্নলা ॥২৫॥

রাজা—মা মা ভবানেবম্ ।

ভীষ্মং রামশরৈরভিন্নকবচং দ্রোণং চ মন্দায়ুধং
কৃত্বাকর্ণজয়দ্রথৌ চ বিমুখৌ শেষাংশ্চ তাং স্তান্ নৃপান্ ।
সৌভদ্রং স্বশরৈর্ন ধর্ষয়তি কিং ভীতঃ পিতুঃ প্রত্যয়াৎ
সংসৃষ্টোঽপি বয়স্যভাবসদৃশং তুল্যং বয়ো রক্ষতি ॥২৬॥

ভটঃ—এষ খলু কুমারস্য রথঃ,

আলম্বিতো ভ্রমতি ধাবতি তেন মুক্তো
ন প্রাপ্য ধর্ষয়তি নেচ্ছতি বিপ্রকর্তুম্ ।
আসন্নভূমিচপলঃ পরিবর্তমানো
যোগ্যোপদেশমিব তস্য রথঃ করোতি ॥২৭॥

রাজা—গচ্ছ । ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ । (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ । জয়তু বিরাটেশ্বরঃ । প্রিয়ং নিবেদয়ে মহারাজায় । অবর্জিতং গোগ্রহণম্ । অপযাতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।

ভগবান্—দিষ্ট্যা ভবান্ বর্ধতে ।

রাজা—ন ন । ভগবতো বৃদ্ধিরেষা । অথ কুমার ইদানীং ক্ব ।

ভটঃ—দৃষ্টপরিস্পন্দানাং যোধপুরুষাণাং কর্মাণি পুস্তকমারোপয়তি ।

রাজা—অহো শ্লাঘনীয়ব্যাপারঃ খল্বয়ং কুমারঃ ।

তাড়িতস্য হি যোধস্য শ্লাঘনীয়েন কর্মণা ।
অকালান্তরিতা পূজা নাশয়ত্যের বেদনাম্ ॥২৮॥

অথ বৃহন্নলেদানীং ক্ব ।

ভটঃ—প্রিয়নিবেদনার্থমভ্যন্তরং প্রবিষ্টা ।

রাজা—বৃহন্নলা তাবদাহূয়তাম্ ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ ।

(ততঃ প্রবিশতি বৃহন্নলা ।)

বৃহন্নলা—(নিরূপ্য সবিমর্শম্)

গাণ্ডীবেন মুহূর্তমাততগুণেনাসীৎ প্রতিস্পর্ধিতং
বাণানাং পরিবর্তনেষ্ববিশদা মুষ্টির্ন মে সংহতা ।
গোধাস্থানগতা ন চাস্তি পটুতা স্থানে হৃতং সৌষ্ঠবং
স্ত্রীভাবাচ্ছিথিলীকৃতঃ পরিচয়াদাত্মা তু পশ্চাৎ স্মৃতঃ ॥২৯॥

ময়া হি,

অনেন বেষেণ নরেন্দ্রমধ্যে লজ্জায়মানেন ধনুর্বিকৃষ্টম্ ।
যাত্রা তু তাবচ্ছরদুর্দিনেষু শীঘ্রং নিমগ্নঃ কলুষশ্চ রেণুঃ ॥৩০॥

ভোঃ !

জিত্বাপি গাং বিজয়বপূ্যপলভ্য রাজ্ঞো
নৈবাস্তি মে জয়গতো মনসি প্রহর্ষঃ ।

দুঃশাসনং সমরমূর্ধনি সন্নিগৃহ্য
বদ্ধ্বা যদদ্য ন বিরাটপুরং প্রবিষ্টঃ ॥৩১॥

উত্তরাপ্রীতিদত্তালংকারেণাংকৃতো ব্রীড়িত ইবাস্মি রাজানং দ্রষ্টুম্। তস্মাদ্ বিরাটেশ্বরং পশ্যামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য) অয়ে! অয়মার্যো যুধিষ্ঠিরঃ!

সযৌবনঃ শ্রেষ্ঠতপোবনে রতো
নরেশ্বরো ব্রাহ্মণবৃত্তমাশ্রিতঃ।
বিমুক্তরাজ্যোঽপ্যভিবর্ধিতঃ শ্রিয়া
ত্রিদণ্ডধারী ন চ দণ্ডধারকঃ ॥৩২॥

(উপগম্য) ভগবন্! অভিবাদয়ে।

ভগবান্—স্বস্তি।

বৃহন্নলা—জেদু ভট্টা (জয়তু ভর্তা।)

রাজা— অকারণং রূপমকারণং কুলং
মহৎসু নীচেষু চ কর্ম শোভতে।
ইদং হি রূপং পরিভূতপূর্বকং
তদেব ভুয়ো বহুমানমাগতম্ ॥৩৩॥

বৃহন্নলে! পরিশ্রান্তামপি ভবতীং ভূয়ঃ পরিশ্রময়িষ্যে। উচ্যতাং রণবিস্তরঃ।

বৃহন্নলা—সুণাদু ভট্টা [শৃণোতু ভর্তা]

রাজা— ঊর্জিতং কর্ম। সংস্কৃতমভিধীয়তাম্।

বৃহন্নলা—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—অপূর্ব ইব তে হর্ষো ব্রূহি কেনাসি বিস্মিতঃ।

ভটঃ—অশ্রদ্ধেয়ং প্রিয়ং প্রাপ্তং সৌভদ্রো গ্রহণং গতঃ ॥৩৪॥

বৃহন্নলা—কথং গৃহীতঃ (আত্মগতম্)

তুলিতবলমিদং ময়াদ্য সৈন্যং
পরিগণিতং চ রণেঽদ্য মে স দৃষ্টঃ।
সদৃশ ইহ তু তেন নাস্তি কশ্চিৎ
ক ইহ ভবেন্নিহতেষু কীচকেষু ॥৩৫॥

ভগবান্—বৃহন্নলে! কিমেতৎ।

বৃহন্নলা—ভগবন্!

ন জানে তস্য জেতারং বলবাঞ্ছিক্ষিতস্তু সঃ।
পিতৃণাং ভাগ্যদোষেণ প্রাপ্নুয়াদপি ধর্ষণম্ ॥৩৬॥

রাজা—কথমিদানীং গৃহীতঃ ?

ভটঃ—রথমাসাদ্য নিঃশঙ্কং বাহুভ্যামবতারিতঃ ।

রাজা—কেন ?

ভটঃ—যঃ কিলৈষ নরেন্দ্রেণ বিনিযুক্তো মহানসে ।।৩৭।।

বৃহন্নলা—(অপবার্য্য) এবমার্য্যভীমেন পরিষ্বক্তঃ, ন গৃহীতঃ ।

দূরস্থা দর্শনাদেব বয়ং সন্তোষমাগতাঃ ।
পুত্রস্নেহস্তু নির্বিষ্টো যেন সুব্যক্তকারিণা ।।৩৮।।

রাজা—তেন সংকৃত্য প্রবেশ্যতামভিমন্যুঃ ।

রাজা—তেন সংকৃত্য প্রবেশ্যতামভিমন্যুঃ ।

ভগবান্—ভো রাজন্ ! বৃষ্ণিপাণ্ডবনাথস্যাভিমন্যোঃ পূজাং ভয়াদিতি লোকো জ্ঞাস্যতি । তদবধীরণমস্য ন্যায্যম্ ।

রাজা—নাবধীরণমর্হতি যাদবীপুত্রঃ । কুতঃ,

পুত্রো হ্যেষ যুধিষ্ঠিরস্য তু বয়স্তুল্যং হি নঃ সূনুনা
সম্বন্ধো দ্রুপদেন নঃ কুলগতো নপ্তা হি তস্মাদ্ ভবেৎ ।
জামাতৃত্বমদূরতোঽপি চ ভবেৎ কন্যাপিতৃত্বং হি নঃ
পূজাহেঽপ্যাতিথির্ভবেৎ স্ববিভবরিষ্টা হি নঃ পাণ্ডবাঃ ।।৩৯।।

ভগবান্—এবমেতৎ । বক্তব্যং পরিহর্তব্যং চ ।

রাজা—অথ কেনায়ং প্রবেশয়িতব্যঃ ।

ভগবান্—বৃহন্নলয়া প্রবেশয়িতব্যঃ

রাজা—বৃহন্নলে ! প্রবেশ্যতামভিমন্যুঃ ।

বৃহন্নলা—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ । (আত্মগতম্) চিরস্য খল্বাকাঙ্ক্ষিতোঽয়ং নিয়োগো লব্ধঃ । [নিষ্ক্রান্তঃ]

ভগবান্—(আত্মগতম্)

অদ্যেদানীং যাতু সন্দর্শনং বা শত্রোর্দৃষ্ট্বা গাঢ়মালিঙ্গনং বা ।
স্বৈরং তাবদ্ যাতমুদ্বাষ্পতাং বা মৎ প্রত্যক্ষং লজ্জতে হ্যেষ পুত্রম্ ।।৪০।।

রাজা—পশ্যতু ভবান্ কুমারস্য কর্ম ।

নৃপা ভীষ্মাদয়ো ভগ্নাঃ সৌভদ্রো গ্রহণং গতঃ ।
উত্তরেণাদ্য সংক্ষেপাদর্থত ; পৃথিবী জিতা ।।৪১।।

(ততঃ প্রবিশতি ভীমসেনঃ)

ভীমসেনঃ— আদীপিতে জতুগৃহে স্বভুজাবসক্তা
মদ্ভ্রাতরশ্চ জননী চ ময়োপনীতাঃ ।
সৌভদ্রমেকমবতার্য্য রথাত্তু বালং
তৎ চ শ্রমং প্রথমমদ্য সমং হি মন্যে ।।৪২।।

ইত ইতঃ কুমারঃ ।

(ততঃ প্রবিশত্যভিমন্যুঃ)

অভিমন্যুঃ—ভোঃ ! কো নু খল্বেষঃ,

বিশালবক্ষাস্তনিমার্জিতোদরঃ
স্থিরোন্নতাংসোরু মহান্ কটীকৃশঃ ।

ইহাহৃতো যেন ভুজৈকযন্ত্রিতো
বলাধিকেনাপি ন চাস্মি পীড়িতঃ ॥৪৩॥

বৃহন্নলা—ইত ইতঃ কুমারঃ।

অভিমন্যুঃ—অয়ে অয়মপরঃ কঃ,

অযুজ্যমানৈঃ প্রমদাবিভূষণৈঃ
করেণুশোভাভিরিবার্পিতো গজঃ।
লঘুশ্চ বেষেণ মহানিবৌজসা
বিভাত্যুমাবেষমিবাশ্রিতো হরঃ ॥৪৪॥

বৃহন্নলা—(অপবার্য) ইমমিহানয়তা কিমিদানীমার্যেণ কৃতম্।

অবজিত ইতি তাবদ্ দূষিতঃ পূর্বযুদ্ধে
দয়িতসুতবিযুক্তা শোচনীয়া সুভদ্রা।
জিত ইতি পুনরেনং রুষ্যতে বাসুভদ্রো
ভবতু বহু কিমুক্ত্বা দূষিতো হস্তসারঃ ॥৪৫॥

ভীমসেনঃ—অর্জুন।

বৃহন্নলা—অথকিমথ কিমর্জুনপুত্রোঽয়ম্।

ভীমসেনঃ—(অপবার্য)

জানাম্যেতান্ নিগ্রহাদস্য দোষান্
কো বা পুত্রং মর্ষয়েচ্ছত্রুহস্তে।
ইষ্টাপত্যা কিন্তু দুঃখে হি মগ্না
পশ্চাত্ত্বেনং দ্রৌপদীত্যাহৃতোঽয়ম্ ॥৪৬॥

বৃহন্নলা—(অপবার্য) আর্য। অভিভাষণকৌতূহলং মে মহৎ। বাচালয়ত্বেনমার্যঃ।

ভীমসেনঃ—বাঢ়ম্। অভিমন্যো।

অভিমন্যুঃ—অভিমন্যুর্নাম।

ভীমসেনঃ—রুষ্যত্যেষ ময়া। ত্বমেবৈনমভিভাষয়।

বৃহন্নলা—অভিমন্যো!

অভিমন্যুঃ—কথং কথম্। অভিমন্যুর্নামাহম্। ভোঃ।

নীচৈরপ্যভিভাষন্তে নামভিঃ ক্ষত্রিয়ান্বয়াঃ।
ইহায়ং সমুদাচারো গ্রহণং পরিভূয়তে ॥৪৭॥

বৃহন্নলা—অভিমন্যো। সুখমাস্তে তে জননী।

অভিমন্যুঃ—কথং কথম্। জননী নাম।

কিং ভবান্ ধর্মরাজো মে ভীমসেনো ধনঞ্জয়ঃ।
যস্মাৎ পিতৃবদাক্রম্য স্ত্রীগতাং পৃচ্ছসে কথাম্ ॥৪৮॥

বৃহন্নলা—অভিমন্যো। অপি কুশলী দেবকীপুত্রঃ কেশবঃ।

অভিমন্যুঃ—কথং তত্রভবন্তমপি নাম্না। অথকিম্ অথকিম্ কুশলী ভবতা সংসৃষ্টঃ। (উভৌ পরস্পরমবলোকয়তঃ।)

অভিমন্যুঃ—কথমিদানীং সাবজ্ঞমিব মাং হস্যতে।

বৃহন্নলা—ন খলু কিঞ্চিৎ।

পার্থং পিতরমুদ্দিশ্য মাতুলং চ জনার্দনম্।
তরুণস্য কৃতাস্ত্রস্য যুক্তো যুদ্ধপরাজয়ঃ ॥৪৯॥

অভিমন্যুঃ— অলমাত্মস্তবং কর্তুং নাস্মাকমুচিতং কুলে।
হতেষু হি শরান্ পশ্য নাম নান্যদ্ ভবিষ্যতি ॥৫০॥

বৃহন্নলা—(আত্মগতম্) সম্যগাহ কুমারঃ।

সরথতুরগদৃপ্তনাগযোধেন
শরনিপুণেন ন কশ্চিদপ্যবিদ্ধঃ।
অহমপি চ পরিক্ষতো ভবেয়ম্
যদি ন ময়া পরিবর্তিতো রথঃ স্যাৎ ॥৫১॥

(প্রকাশম্) এবং বাক্যশৌণ্ডীর্যম্। কিমর্থং তেন পদাতিনা গৃহীতঃ।

অভিমন্যুঃ— অশস্ত্রো মামভিগতস্ততোঽস্মি গ্রহণং গতঃ।
ন্যস্তশস্ত্রং হি কো হন্যাদর্জুনং পিতরং স্মরন্ ॥৫২॥

ভীমসেনঃ—(আত্মগতম্)

ধন্যঃ খল্বর্জুনো যেন প্রত্যক্ষমাভয়ং শ্রুতম্।
পুত্রস্য চ পিতুঃ শ্লাঘ্যং সংগ্রামেষু পরাক্রমঃ ॥৫৩॥

রাজা—ত্বর্যতাং ত্বর্যতামভিমন্যুঃ।
বৃহন্নলা—ইত ইতঃ কুমারঃ। এষ মহারাজঃ। উপসর্পতু কুমারঃ।
অভিমন্যুঃ—আঃ কস্য মহারাজঃ।
বৃহন্নলা—ন ন। ব্রাহ্মণেন সহাস্তে।
অভিমন্যুঃ—ব্রাহ্মণেনেতি। (উপগম্য) ভগবন্। অভিবাদয়ে।
ভগবান্—এহ্যেহি বৎস।

শৌণ্ডীর্যং ধৃতিবিনয়ং দয়াং স্বপক্ষে
মাধুর্যং ধনুষি জয়ং পরাক্রমং চ।
একস্মিন্ পিতরি গুণানবাপ্নুহি ত্বং
শেষাণাং যদপি চ রোচতে চতুর্ণাম্ ॥৫৪॥

রাজা—এহ্যেহি পুত্র! কথং ন মামভিবাদয়সি। অহো উৎসিক্তঃ খল্বয়ং ক্ষত্রিয়কুমারঃ। অহমস্য দর্পপ্রশমনং করোমি। অথ কেনায়ং গৃহীতঃ।

ভীমসেনঃ—মহারাজ! ময়া।
অভিমন্যুঃ—অশস্ত্রেণেত্যভিধীয়তাম্।
ভীমসেনঃ—শান্তং শান্তং পাপম্।

সহজৌ মে প্রহরণং ভুজৌ পীনাংসকোমলৌ।
তাবাশ্রিত্য প্রযুধ্যেয়ং দুর্বলৈর্গৃহ্যতে ধনুঃ ॥৫৫॥

অভিমন্যুঃ—মা তাবদ্ ভোঃ।

বাহুরক্ষৌহিণী যস্য নির্ব্যাজো যস্য বিক্রমঃ।
কিং ভবান্ মধ্যমস্তাতস্তস্যৈতৎ সদৃশং বচঃ ॥৫৬॥

ভগবান্—পুত্র ! কোঽয়ং মধ্যমো নাম ?
অভিমন্যুঃ—শ্রূয়তাম্ । অথবা, নম্বনুত্তরা বয়ং ব্রাহ্মণেষু, সাধবন্যো ব্রূয়াৎ ।
রাজা—ভবতু ভবতু মদ্বচনাৎ । পুত্র ! কোঽয়ং মধ্যমো নাম ?
অভিমন্যুঃ—শ্রূয়তাম্ । যেন,

তুলয়িত্বা জরাসন্ধং কণ্ঠশ্লিষ্টেন বাহুনা ।
অসহ্যকর্ম তৎ কৃত্বা নীতঃ কৃষ্ণোঽতদর্হতাম্ ॥৫৭॥

রাজা— ন তে ক্ষেপেণ রুষ্যামি রুষ্যতা ভবতা রমে ।
কিমুক্তবা নাপরাদ্ধোঽহং কথং তিষ্ঠতি যাত্বিতি ॥৫৮॥

অভিমন্যুঃ—যদ্যহমনুগ্রাহ্যঃ,

পাদয়োঃ সমুদাচারঃ ক্রিয়তাং নিগ্রহোচিতঃ ।
বাহুভ্যামাহৃতং ভীমো বাহুভ্যামেব নেষ্যতি ॥৫৯॥

(ততঃ প্রবিশত্যুত্তরঃ)

উত্তরঃ— মিথ্যাপ্রশংসা খলু নাম কষ্টা যেষাং তু মিথ্যাবচনেষু ভক্তিঃ ।
অহং হি যুদ্ধাশ্রয়মুচ্যমানো বাচানুবর্তী হৃদয়েন লজ্জে ॥৬০॥

(উপসৃত্য) ভগবন্ ! অভিবাদয়ে ।
ভগবান্—স্বস্তি ।
উত্তরঃ—তাত ! অভিবাদয়ে ।
রাজা—এহ্যেহি পুত্র ! আয়ুষ্মান্ ভব । পুত্র ! পূজিতাঃ কৃতকর্মাণো যোধপুরুষাঃ ।
উত্তরঃ—পূজিতাঃ । পূজ্যতমস্য ক্রিয়তাং পূজা ।
রাজা—পুত্র ! কস্মৈ ।
উত্তরঃ—ইহাত্র ভবতে ধনঞ্জয়ায় ।
রাজা—কথং ভবতে ধনঞ্জয়ায় ।
উত্তরঃ—অথকিম্ । অত্র ভবতা,

শ্মশানাদ্ধনুরাদায় তূণী চাক্ষয়সায়কে ।
নৃপা ভীষ্মাদয়ো ভগ্না বয়ং চ পরিরক্ষিতাঃ ॥৬১॥

রাজা—এবমেতৎ ।
বৃহন্নলা—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ ।

অয়ং বাল্যাত্তু সম্ভ্রান্তো ন বেত্তি প্রহরন্নপি ।
কৃৎস্নং কর্ম স্বয়ং কৃত্বা পরস্যেত্যবগচ্ছতি ॥৬২॥

উত্তরঃ—ব্যপনয়তু ভবাঞ্ছঙ্কাম্ । ইদমাখ্যাস্যতে,

প্রকোষ্ঠান্তরসংগূঢ়ং গাণ্ডীবজ্যাহতং কিণম্ ।
যত্তদ্ দ্বাদশবর্ষান্তে নৈব যাতি সবর্ণতাম্ ॥৬৩॥

বৃহন্নলা— এতন্মে পরিহার্য্যাণাং ব্যাবর্তনকৃতং কিণম্ ।
সন্নিরোধবিবর্ণত্বাদ্ গোধাস্থানমিহাগতম্ ॥৬৪॥

রাজা—পশ্যামস্তাবৎ।

বৃহন্নলা— রুদ্রবাণাবলীঢ়াঙ্গো যদ্যহং ভারতোঽর্জুনঃ।
অব্যক্তং ভীমসেনোঽয়ময়ং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬৫॥

রাজা ভো ধর্মরাজ! বৃকোদর! ধনঞ্জয়! কথং ন মাং বিশ্বসিথ। ভবতু ভবতু প্রাপ্তকালে। বৃহন্নলে! প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরম্।

বৃহন্নলা—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।

ভগবান্—অর্জুন! ন খলু ন খলু প্রবেষ্টব্যম্। তীর্ণপ্রতিজ্ঞা বয়ম্।

অর্জুনঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

রাজা— শূরাণাং সত্যসন্ধানাং প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতাম্।
পাণ্ডবানাং নিবাসেন কুলং মে নষ্টকল্মষম্ ॥৬৬॥

অভিমন্যুঃ—ইহাত্রভবন্তো মে পিতরঃ। তেন খলু,

ন রুষ্যন্তি ময়া ক্ষিপ্তা হসন্তশ্চ ক্ষিপন্তি মাম্।
দিষ্ট্যা গোগ্রহণং স্বন্তং পিতরো যেন দর্শিতাঃ ॥৬৭॥

(ভীমসেনমুদ্দিশ্য) ভোস্তাত!

অজ্ঞানাত্তু ময়া পূর্বং যদ্ ভবান্ নাভিবাদিতঃ।
তস্য পুত্রাপরাধস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৬৮॥

ভীমসেনঃ—এহ্যেহি পুত্র! পিতৃসদৃশপরাক্রমো ভব। পুত্র! অভিবাদয়স্ব পিতরম্।

অভিমন্যুঃ—ভোস্তাত! অভিবাদয়ে।

অর্জুনঃ—এহ্যেহি পুত্র! (আলিঙ্গ্য)

অয়ং স হৃদয়াহ্লাদী পুত্রগাত্রসমাগমঃ।
যত্তদ্ দ্বাদশবর্ষান্তে প্রোষিতঃ পুনরাগতঃ ॥৬৯॥

পুত্র! অভিবাদ্যতাং বিরাটেশ্বরঃ।

অভিমন্যুঃ—অভিবাদয়ে।

রাজা—এহ্যেহি বৎস!

যৌধিষ্ঠিরং ধৈর্যমবাপ্নুহি ত্বং ভৈমং বলং নৈপুণমর্জুনস্য।
মাদ্রীজয়োঃ কান্তিমথাভিরূপ্যং কীর্তিং চ কৃষ্ণস্য জগৎ প্রিয়স্য ॥৭০॥

(আত্মগতম্) উত্তরাসন্নিকর্ষস্তু মাং বাধতে। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। কোঽত্র।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাজা—আপস্তাবৎ।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইমা আপঃ।

রাজা—অর্জুন! গোগ্রহণ বিজয়শুল্কার্থং প্রতিগৃহ্যতামুত্তরা।

ভগবান্—এতদবনতং শিরঃ॥

অর্জুনঃ—কথং চারিত্রং মে তুলয়তি। ভো রাজন্!

ইষ্টমন্তঃপুরং সর্বং মাতৃবৎ পূজিতং ময়া।
উত্তরৈষা ত্বয়া দত্তা পুত্রার্থে প্রতিগৃহ্যতে ॥৭১॥

ভগবান্—এতদ্দুন্নতং শিরঃ।

রাজা—ভবতু পিতামহসকাশমুত্তরং প্রেষয়ামঃ। ধর্মরাজ! বৃকোদর! ধনঞ্জয়! ইত ইতো ভবন্তঃ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

অথ তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি ভটঃ)

ভটঃ—ভো ভো! নিবেদ্যতাং সর্বক্ষত্রাচার্যপুরোগাণাং ক্ষত্রিয়াণাম্। এষ হি।

অপাস্য নারায়ণচক্রজং ভয়ং
চিরপ্রনষ্টান্ পরিভূয় বান্ধবান্।
ধনুঃ সহায়ৈঃ কুরুভির্ন রক্ষিতো
হৃতোঽভিমন্যুঃ ক্রিয়তাং ব্যপত্রপা ॥১॥

(ততঃ প্রবিশতোভীষ্মদ্রোণৌ)

দ্রোণঃ—সূত! কথয় কথয়।

রণপটুরপনীতঃ কেন মে শিষ্যপুত্রঃ
ক ইহ মম শরৈস্তৈর্দৈবতৈর্যোদ্ধুকামঃ।
কথয় পুরুষসারং যাবদস্ত্রং বলং বা
বলবত ইব দূতাংস্তত্র সংপ্রেষয়ামি ॥২॥

ভীষ্মঃ—সূত! কথয় কথয়।

ভগ্নাপযানেষ্বনভিজ্ঞাদোষ-
স্তারুণ্যভাবেন বিলম্বমানঃ।
কেনৈষ হস্তিগ্রহণোদ্যতেন
যূথে প্রযাতে কলভো গৃহীতঃ ॥৩॥

(ততঃ প্রবিশতি দুর্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চ)

দুর্যোধনঃ—সূত! কথয় কথয়। তেনাপনীতোঽভিমন্যুঃ। অহমেবৈনং মোক্ষয়ামি। কুতঃ—

মম হি পিতৃভিরস্য প্রস্তুতো জ্ঞাতিভেদ-
স্তদিহ মম চ দোষো বক্তৃভিঃ পাতনীয়ঃ।
অথচ মম স পুত্রঃ পাণ্ডবানাং তু পশ্চাৎ
সতি চ কুলবিরোধে নাপরাধ্যন্তি বালাঃ ॥৪॥

কর্ণঃ—অতিস্নিগ্ধমনুরূপং চাভিহিতম্ । গান্ধারীমাতঃ !

মা তাবৎ স্বজনধিয়া তু বালভাবাদ্
ব্যাপন্নঃ সমরমুখে তব প্রিয়ার্থম্ ।
অস্মাভির্ন চ পরিরক্ষিতোঽভিমন্যু
র্গৃহ্যন্তাং ধনুরপনীয় বল্কলানি ॥৫॥

শকুনিঃ—বহুনাথঃ খলু সৌভদ্রঃ । মুক্ত এবেতি সংপ্রধার্য্যতাম্ । কুতঃ—

মুঞ্চেদর্জুনপুত্র ইত্যবগতো রাজা বিরাটঃ স্বয়ং
স্মৃত্বা চাদ্য রণাজিরাদবজিতং মুঞ্চেৎ স দামোদরম্ ।
ক্রোধোদ্ধৃতহলাৎ প্রলম্বমথনাদ্ ভীতেন মুচ্যেত বা
ভীমস্ত্বেনমিহানয়েদ্ বলমহান্ হত্বা রিপূন্ নির্জিতান্ ॥৬॥

দ্রোণঃ—সূত ! কথয় কথয় । কথমিদানীং গৃহীতঃ ।

পর্য্যস্তোঽস্য রথো হয়া নু চপলাশ্চক্রাক্ষমা মেদিনী
তূণী ক্ষীণশরেঽস্য বিগুণো জ্যাচ্ছেদবন্ধ্যাং ধনুঃ ।
এতা দৈবকৃতা ভবন্তি রথিনাং যুদ্ধাশ্রয়া ব্যাপদো
বাণৈরপ্যবকৃষ্যতে খলু পরৈঃ স্বাধীনশিক্ষস্তু সঃ ॥৭॥

সূতঃ—আয়ুষ্মন্ ! পরুষময়ো ধনুর্বেদঃ । কিমায়ুষ্মতা ন জ্ঞায়তে ।

ন চাপি দোষা ভবতা ভাষিতাঃ
স চাপি বাণৌঘময়ো মহারথঃ ।
অলাতচক্রপ্রতিমস্তু মে রথো
গৃহীত এবাপততা পদাতিনা ॥৮॥

সর্বে—কথং পদাতিনেতি ! অথ কীদৃশঃ স পদাতি ?

সূতঃ—কিমভিধাস্যামি রূপং বা পরাক্রমং বা ।

ভীষ্মঃ—রূপেণ স্ত্রিয়ঃ কথ্যন্তে, পরাক্রমেণ তু পুরুষাঃ । তৎ পরাক্রমোঽস্যাভিধীয়তাম্ ।

সূতঃ—আয়ুষ্মন্ !

দুর্যোধনঃ— কিমর্থং স্তূয়তে কোঽপি ভবতা গর্বিতাক্ষরৈঃ ।
কথ্যতাং নাস্তি মে ত্রাসো যদ্যেষ পবনো জবে ॥৯॥

সূতঃ— শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ । তেন খলু
লঙ্ঘয়িত্বা জবেনাশ্বান্ ন্যস্তশ্চাপস্করে করঃ ।
প্রসারিতহয়গ্রীবো নিষ্কম্পশ্চ রথঃ স্থিতঃ ॥১০॥

ভীষ্মঃ—তেন হি ন্যস্যন্তামায়ুধানি ।

সর্বে—কিমর্থম্ ?

ভীষ্মঃ— দ্রুতপ্রবেগো যদি বাহুনা রথো
বৃকোদরস্যাঙ্কগতঃ স চিন্ত্যতাম্ ।
পুরা হি তেন দ্রুপদাত্মজাং হরন্
পদাতিনৈবাবজিতো জয়দ্রথঃ ॥১১॥

দ্রোণঃ—সম্যগাহ গাঙ্গেয়ঃ। বাল্যোপদেশাৎ প্রভৃত্যহং তস্য জবমবগচ্ছামি। ইষ্বস্ত্রশালায়াং হি

কর্ণায়তে তেন শরে বিমুক্তে
বিকম্পিতং তস্য শিরো ময়োক্তম্।
গত্বা তদা তেন চ বাণতুল্য
মপ্রাপ্তলক্ষঃ স শরো গৃহীতঃ ॥১২॥

শকুনিঃ—অহো হাস্যমভিধানম্

নাস্ত্যন্যো বলবাঁল্লোকে সর্বমিষ্টেষু কথ্যতে।
জগদ্ব্যাপ্তান্ ভবন্তঃ কিং সর্বে পশ্যন্তি পাণ্ডবান্ ॥১৩॥

ভীষ্মঃ—গান্ধাররাজ ! সর্বমনুমানাৎ কথ্যতে।

বয়ং ব্যপাশ্রিত্য রণং প্রযামঃ শস্ত্রাণি চাপানি রথাধিরূঢ়াঃ।
দ্বাবেব দোর্ভ্যাং সমরে প্রযাতৌ হলায়ুধশ্চৈব বৃকোদরশ্চ ॥১৪॥

শকুনিঃ— একেনৈব বয়ং ভগ্নাঃ সহসা সাহসপ্রিয়াঃ।
উত্তরং চ তমপ্যেকে কথয়িষ্যন্তি ফল্গুনম্ ॥১৫॥

দ্রোণঃ—ভো গান্ধাররাজ ! অদ্যাপি তাবদ্ ভবতঃ সন্দেহঃ ?

কিমুত্তরেণাপি রণে বিকৃষ্যতে
নিকৃষ্টশঙ্খশনিগর্জিতং ধনুঃ।
কিমুত্তরস্যাপি শরৈর্হতাতপঃ
কৃতো মুহূর্তাস্তমিতো দিবাকরঃ ॥১৬॥

ভীষ্মঃ—গান্ধারীমাতঃ ! বিস্পষ্টং খলু কথ্যতে। ননু জানীতে ভবান্।

বাণপুংখাক্ষরৈর্বাক্যৈর্জ্যাজিহ্বাপরিবর্তিভিঃ।
বিকৃষ্টং খলু পার্থেন ন চ শ্রোত্রং প্রযচ্ছতি ॥১৭॥

(প্রবিশ্য)

সূতঃ—জয়ত্বায়ুষ্মান্ ! শান্তিকর্মানুষ্ঠীয়তাম্।

ভীষ্মঃ—কিমর্থম্ ?

সূতঃ— উচিতং তে পুরা কর্তুং ধ্বজে বাণপ্রধর্ষিতে।
অয়ং হি বাণঃ কস্যাপি পুংখে নামাভিধীয়তে ॥১৮॥

ভীষ্মঃ—আনয়।

(সূত উপনয়তি)

ভীষ্মঃ—(গৃহীত্বা নিরীক্ষ্য) বৎস ! গান্ধাররাজ ! জরাশিথিলং মে চক্ষুঃ। বাচ্যতাময়ং শরঃ।

শকুনিঃ—(গৃহীত্বানুবাচ্য) অর্জুনস্য। (ইতি ক্ষিপতি দ্রোণস্য পাদয়োঃ পততি)।

দ্রোণঃ—(শরং গৃহীত্বা) এহ্যেহি বৎস।

এষ শিষ্যেণ মে ক্ষিপ্তো গাঙ্গেয়ং বন্দিতুং শরঃ।
পাদয়োঃ পতিতো ভূমৌ মাং ক্রমেণাভিবন্দিতুম্ ॥১৯॥

শকুনিঃ—মা তাবদ্ ভোঃ শরপ্রত্যয় ইদানীং শ্রদ্ধাতব্যম্ ।

যোধঃ স্যাদর্জুনো নাম তেনায়ং চোঙ্কিতঃ শরঃ ।
লিখিতং চোত্তরেণাপি প্রকাশমুপনীয়তাম্ ॥২০॥

দুর্যোধনঃ— তেষাং রাজ্যপ্রদানার্থমনৃতং কথ্যতে যদি ।
রাজ্যাস্যার্ধং প্রদাস্যামি যাবদ্ দৃষ্টে যুধিষ্ঠিরে ॥২১॥

(প্রবিশ্য)

ভটঃ—জয়তু মহারাজঃ । বিরাটনগরাদ্ দূতঃ প্রাপ্তঃ ।

দুর্যোধনঃ—প্রবেশ্যতাম্

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুত্তরঃ)

উত্তরঃ— অধ্বানমল্পমতিমুক্তজবৈস্তুরঙ্গৈ-
রাগচ্ছতা পথি রথেণ বিলম্বিতং মে ।
কৌন্তেয়বাণনিহতৈর্দ্বিরদৈঃ সমন্তাদ্
দুঃখেন যান্তি তুরগা বিষমা হি ভূমিঃ ॥২২॥

(প্রবিশ্য কৃতাঞ্জলিঃ) ভো ভোঃ ! আচার্যপিতামহপুরোগং সর্বরাজমণ্ডলমভিবাদয়ে ।

সর্বে—আয়ুষ্মান্ ভব ।

দ্রোণঃ—কিমাহ তত্রভবান্ বিরাটেশ্বরঃ ।

উত্তরঃ—নাহং তত্রভবতা প্রেষিতঃ ।

দ্রোণঃ—অথ কেন ত্বং প্রেষিতঃ ।

উত্তরঃ—ভভেবতা যুধিষ্ঠিরেণ ।

দ্রোণঃ—কিমাহ ধর্মরাজঃ ?

উত্তরঃ—শ্রূয়তাম্ ।

উত্তরা মে স্নুষা লব্ধা প্রতীক্ষে রাজমণ্ডলম্ ।
তত্রৈব কিমিহৈবাস্তু বিবাহঃ ক্ব প্রবর্ততাম্ ॥২৩॥

শকুনিঃ—তত্রৈব তত্রৈব ।

দ্রোণঃ—ইত্যর্থং বয়মানীতাঃ পঞ্চরাত্রোঽপি বর্ততে ।
ধর্মেণাবর্জিতা ভিক্ষা ধর্মেণৈব প্রদীয়তাম্ ॥২৪॥

দুর্যোধনঃ— বাঢ়ং দত্তং ময়া রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যো যথাপুরম্ ।
মৃতেঽপি হি নরাঃ সর্বে সত্যে তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠতি ॥২৫॥

দ্রোণঃ— হন্ত সর্বে প্রসন্নাঃ স্মঃ প্রবৃদ্ধকুলসংগ্রহাঃ ।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥২৬॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

অবসিতং পঞ্চরাত্রম্ ।